খাদ্য মন্ত্রণালয়ের
আইন, বিধি-প্রবিধি, নীতি ও পরিপত্রসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

প্রকাশকাল: জুলাই, ২০২১।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের
আইন, বিধি-প্রবিধি, নীতি ও পরিপত্রসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

প্রকাশকাল: জুলাই, ২০২১।

Sadhan Chandra Majumder, MP
Minister
Ministry of Food
Government of the People's Republic of Bangladesh

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার জন্ম না হলে এ দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেত না সে মহাপুরুষের কাছে বাঙ্গালি জাতি চিরঋণী। সেই ঋণ শোধরাবার সময় এসেছে। আমাদের মেধা, প্রজ্ঞা এবং কর্মকাণ্ডের দ্বারা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা সে কাজটি করতে পারি। যার অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক এ যাবতকালে প্রণীত আইন, বিধি, প্রবিধান এবং নীতি সম্বলিত একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সকল আইন-কানুন এবং বিধি-বিধান একটি সংকলনের মধ্যে পাওয়া যাবে। এই মহান উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমার বিশ্বাস এই সংকলন খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল অংশীজনের খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এই সংকলনটি প্রকাশের লক্ষ্যে যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং তাদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের এ যাবতকালের প্রকাশিত আইন, বিধি, প্রবিধান এবং নীতি সম্বলিত একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সহজলভ্য করাই এ উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। সংকলনটিতে বিষয়বস্তুসমূহ সংস্থাভিত্তিক প্রকাশকালের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে বিধায় ব্যবহারকারীগণ সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

আমার বিশ্বাস এই পুস্তক খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল অংশীজনের কার্যসম্পাদনে বিশেষ সহায়ক হবে এবং নব যোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মকর্মচারীগণ এ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এ সংকলনটি থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য তখনই স্বার্থকতা লাভ করবে যখন এটি কার্যক্রম গ্রহণে সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হবে।

সংকলনটি প্রকাশে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সভাপতির কথা

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক এ যাবতকালে প্রণীত আইন, বিধি, প্রবিধান এবং নীতি সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আমার বিশ্বাস এই পুস্তক খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল অংশীজনের খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

এই পুস্তক প্রকাশের লক্ষ্যে আমি ও কমিটির অন্যান্য সদস্য ও দপ্তর সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এই কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বার্থক করার লক্ষ্যে এটির সর্বোচ্চ ব্যবহারের অনুরোধসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

(ড. সালমা মমতাজ)
অতিরিক্ত সচিব
ও
সভাপতি
আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতি সম্বলিত
পুস্তক প্রণয়ন কমিটি
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	
১	জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০	৩-২৮
২	জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, ২০২০	২৯-৭৮
৩	জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬	৭৯-৯৯
৪	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) গঠনের গেজেট	১০০-১০২
	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	
৫	খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯	১০৩-১১৪
৬	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯	১১৫-১১৭
৭	নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮	১১৮-১২৩
৮	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮	১২৪-১৫৩
৯	নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭	১৫৪-১৬০
১০	নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৬১-২৫৩
১১	মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭	২৫৪-২৬৫
১২	খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭	২৬৬-২৮৩
১৩	খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭	২৮৪-৩২৫
১৪	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪	৩২৬-৩৩১
১৫	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ‘কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি’ গঠন	৩৩২-৩৩৪
১৬	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন)	৩৩৫-৩৭০
	খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	
১৭	খাদ্য বিভাগের দপ্তর পূণর্গঠন সম্পর্কিত সার্কুলার, নং ৬(১০০০) তারিখ : ৩/৪/৮৪	৩৭১-৩৭৪
১৮	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত সার্কুলার, নং ১৪১(২২৯) তারিখ : ১১/২/৮৪	৩৭৫-৩৭৬
১৯	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার আর্থিক বিষয়সমূহ নিরীক্ষা সম্পর্কিত সার্কুলার, নং ১৭৫(২২৫), তারিখ : ১/২/৮৭	৩৭৭-৩৭৯
২০	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মানি নির্ধারণ আদেশ; অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, প্রবিধি-২ অধিশাখার স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৩.০০১.১৩.৫১, তারিখ : ০৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ	৩৮০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২১	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষক/অতিথি বক্তাদের সম্মানি পুনঃনির্ধারণ আদেশ; অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, প্রবিধি-২ অধিশাখার স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭২. ৩৩.০০১.১৩.২৪৭, তারিখ : ২৭/১১/২০১৯ খ্রিঃ	৩৮১
২২	খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর গণকর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০১৭ প্রজ্ঞাপন; স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০১৩.১৮.০০২.১৬.২২২, তারিখ : ৩০/০৩/২০১৭ খ্রিঃ	৩৮২-৩৯১
২৩	আইবাস++ এর মাধ্যমে বাজেট এন্ড একাউন্টিং ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম বাস্তবায়ন আদেশ, নং ১৩৪৯(১০৭৫), তারিখ : ২৬/১১/২০১৮	৩৯২
২৪	অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য স্থানীয়ভাবে দ্রুত পুনর্ভরণের লক্ষ্যে খাত ও কোডের বিপরীতে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে খাদ্য অধিদপ্তরের অনুকূলে থোক বরাদ্দ প্রদান এবং অবশিষ্ট ৫৯টি জেলার উপজেলা হইতে পুনর্ভরণ পদ্ধতি চালু	৩৯৩
২৫	ওজন, মান ও মজুদ সনদ এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ বাবদ বিভিন্ন ব্যাংকে লগ্নিকৃত অর্থ স্থানীয়ভাবে পরিশোধ	৩৯৪-৩৯৬
২৬	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত পূর্ত কাজের আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ আদেশ নং ১৮৪৫(৭), তারিখ : ২০/১২/২০১৬ খ্রি.	৩৯৭
২৭	আমদানিকৃত খাদ্য সামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ পরীক্ষা ও গুণগত দাবি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা, নং ১৯৫(১৮), তারিখ : ১৮/৭/২০০০	৩৯৮-৩৯৯
২৮	খাদ্য অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারসমূহে বেসরকারি খাদ্য সামগ্রীর পরীক্ষণ ফি পুনঃনির্ধারণ; অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, সম্পদ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, নন-ট্যাক্স রেভিনিউ অধিশাখা-৩ স্মারক নং-অম/অবি/এনটিআর-৩/১৪/২০০২-০৭/৩৮, তারিখ : ২৮/০৪/২০০৮ খ্রিঃ	৪০০
২৯	মাঠ পর্যায়ে ৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তা ব্যবহার ও খামাল গঠনের দিক নির্দেশনা; স্মারক নং-পউক/উন্নয়ন-১১৮/০৭/৬১৮(৮৭), তারিখ : ১৬/০৫/২০১০ খ্রিঃ	৪০১
৩০	গুদামে মজুত খাদ্যশস্যের কীট নিয়ন্ত্রণ; পাউকা বিভাগের স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.১১৩.৬৬.০২৬. ১৭-২৫০(৭), তারিখ : ০৪/১২/২০১৭ খ্রিঃ	৪০২-৪০৪
৩১	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০১৭; স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০১.১৬.১১৬, তারিখ : ০৯/০৪/২০১৭ খ্রিঃ খাদ্য মন্ত্রণালয় সরবরাহ শাখা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০১.১৬.১১৭, তারিখ : ০৯ এপ্রিল, ২০১৭।	৪০৫-৪১২
৩২	সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পরিচালন নীতিমালা-২০১৫; খাদ্য মন্ত্রণালয়, সরবরাহ অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০৩.১৪-৩৫৮, তারিখ : ৩০/১২/২০১৫ খ্রিঃ	৪১৩-৪১৮
৩৩	ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় "সরকারি ব্যয়ে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নীতিমালা" ও "চুক্তিপত্রের নমুনা"। খাদ্য মন্ত্রণালয়, সরবরাহ অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৯.০০১.১৫-২৮৩, তারিখ : ১৪/০৯/২০১৫ খ্রিঃ	৪১৯-৪২৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩৪	খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০১৫; খাদ্য মন্ত্রণালয়, সরবরাহ অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩২.০০১.১৫-১৩৯, তারিখ : ০৭/০৪/২০১৫ খ্রিঃ	৪২৫-৪৩৪
৩৫	সরকারি কর্মচারীদের ফেয়ার প্রাইস কার্যক্রমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা-২০১১; খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-খাদুব্যম/খাবি/সর-১/রেশন-৪/১০/৫৭, তারিখ : ০৩/০২/২০১১ খ্রিঃ	৪৩৫-৪৪০
৩৬	বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত ময়দাকল তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া, পরিপত্র নং ৮৭, তারিখ : ২৪/২/২০২০; খাদ্য মন্ত্রণালয় সরবরাহ-১ শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৯.০০২.১৭.১৭১, তারিখ : ২২/০৭/২০২০ খ্রিঃ	৪৪১
৩৭	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ সংক্রান্ত পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০২.১৮.৬৫/১(১৩০), তারিখ : ২৭ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ	৪৪২-৪৪৮
৩৮	খাদ্যশস্য লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ফি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৫০.৪৮.০৪০.১৬-৬৯৩, তারিখ : ২৯/০৮/২০১৭ খ্রিঃ	৪৪৯
৩৯	এস. আর. ও নং ২৪২-আইন /৮৭/ খাম (এস-২) ১সি-১/৮৩ অংশ-Essential Commodities Act,1957 (III of 1957)	৪৫০-৪৫১
৪০	এস, আর, ও নং ৬৩-আইন/২০১১।-Control of Essential Commodities Act-1956 (Act I of 1956)	৪৫২-৪৬৩
৪১	এস. আর. ও নং ২৬৮-আইন/২০১২, ২৫ জুলাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।-Control of Essential Commodities Act-1956 (Act I of 1956) এর Section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উহার ২১ বৈশাখ ১৪১৮/৪ মে ২০১১ তারিখের এস.আর.ও নং ১১৩-আইন/২০১১ মূলে জারীকৃত আদেশ-এর সংশোধন।	৪৬৪-৪৬৫
৪২	এস. আর. ও নং ২৬৭-আইন/২০১২, ২৫ জুলাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।-Control of Essential Commodities Act-1956 (Act I of 1956) এর Section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উহার ৪ মে ২০১১/২১ বৈশাখ ১৪১৮ তারিখের এস.আর.ও নং ১১২-আইন/২০১১ মূলে জারীকৃত আদেশ-এর সংশোধন।	৪৬৬
৪৩	এস. আর. ও নং ১১৩-আইন/২০১১, ২১ বৈশাখ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।-Control of Essential Commodities Act-1956 (Act I of 1956) এর Section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রীর (Foodstuffs) মজুদের পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারণ।	৪৬৭-৪৬৯
৪৪	এস. আর. ও নং ১১২-আইন/২০১১, তারিখ : ৪ মে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।-Control of Essential Commodities Act-1956 (Act I of 1956) এর Section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রীর ব্যবসার লাইসেন্স ফী সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিলক্রমে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য ও খাদ্য সামগ্রী ব্যবসার নূতন লাইসেন্স গ্রহণ, নবায়ন ও ডুপ্লিকেট কপি ফী ও লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ।	৪৭০-৪৭১
৪৫	The Foodgrains Supply (Prevention of Prejudicial Activity) Ordinance, 1979; তারিখ : ২৫/০৭/১৯৭৯	৪৭২-৪৭৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪৬	The Control of Essential Commodities Act, 1956 (East Pakistan Act), তারিখ : ২২/০৯/১৯৫৬	৪৭৪-৪৭৮
৪৭	খাদ্য শস্যের মজুদ বিরোধী আদেশ ১৯৫৩ (পূর্ব বঙ্গ সরকার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ)	৪৭৯-৪৮২
৪৮	সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল ম্যানুয়াল, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা;	৪৮৩-৫৩৭
৪৯	পরিপত্র-সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত বস্তায় খাতভিত্তিক “বিতরণকৃত” স্টেনসিল মার্ক প্রদান এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, রং ক্রয় এবং শ্রমিক মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত। স্মারক নং-০৪, তারিখ : ২০/৮/২০২০ খ্রি.	৫৩৮-৫৩৯
৫০	পত্র-ভি-ইনভয়েস সূত্রে খাদ্যশস্য প্রেরণ, প্রেরিত খাদ্যশস্য সরকারি মজুতে যথাযথভাবে গ্রহণ, প্রতিস্বাক্ষরিত ইনভয়েসসমূহ যথাসময়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ এবং দ্রুত পরিবহণ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ। স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.২৯২, তারিখ : ২৭/০৬/২০২০ খ্রি.	৫৪০-৫৪২
৫১	পত্র-এলএসডি/সিএসডির সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা। স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.৩৫৪, তারিখ : ১৮/০৪/২০২০ খ্রিঃ	৫৪৩
৫২	পত্র-সরকারি খাদ্যশস্যবাহী ট্রাক, নৌযান, ওয়াগনে সিলগালাকরণ। স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.১৭৫, তারিখ : ২০/০২/২০২০ খ্রিঃ	৫৪৪
৫৩	সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় “বিতরণকৃত” স্টেনসিল মার্ক প্রদান পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০২৪.১৮.৭০, তারিখ : ১০/০২/২০২০ খ্রিঃ	৫৪৫
৫৪	পরিপত্র-শ্রম ও হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগকৃত শ্রমিক কর্তৃক কৃষক, মিলার, ঠিকাদারদের নিকট হতে অর্থ দাবি করা বিষয়ক নির্দেশনা পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.২১১, তাং-১১/০৫/২০১৯ খ্রি.	৫৪৬-৫৪৭
৫৫	প্রজ্ঞাপন-খাদ্যশস্য প্রেরণ-প্রাপ্তিকালে করণীয় নির্দেশনা; স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০৪২. ১৪.০১, তারিখ : ০২/০১/২০২০ খ্রিঃ। পরিপত্র-খাদ্যশস্য প্রেরণ-প্রাপ্তিকালে করণীয় নির্দেশনা; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০৪২.১৪.০১, তারিখ : ০২/০১/২০২০ খ্রিঃ	৫৪৮-৫৪৯
৫৬	পত্র-খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন প্রতিটি স্থাপনায় খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রির সঠিক হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন ও হিসাব যাচাই করে স্থাপনাভিত্তিক বিবরণী প্রেরণ। স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.৪৫৯/৯০(খন্ড-১)-২২৮(৭); তারিখ : ০৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ	৫৫০-৫৫১
৫৭	খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ এলএসডি ও সিএসডিতে মজুত খাদ্যশস্যের বাস্তব পরিমাণ ও রেকর্ড তদারকি। স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮৪.৫৬.০০১.১৭.১৪১; তারিখ : ৩১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ	৫৫২-৫৫৩
৫৮	খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮; স্মারক নং- খাদুব্যম/সর-১/চলাচল সূচি-১/০৪(অংশ-১)/১৯২, তারিখ : ২০/০৫/২০০৮ খ্রিঃ	৫৫৪-৫৫৯
৫৯	সংগ্রাহক সত্তা নির্ধারণ ও ক্ষমতা অর্পণ। স্মারক নং-চসসা/চপরেস/কেসপঠি-০৩/২০০৭-৮৮৭(৭৭), তারিখ : ০৩/১০/২০০৭ খ্রিঃ	৫৬০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৬০	পত্র-১লা জুলাই ১৯৯২ থেকে সংশোধিত ভি-ইনভয়েস প্রবর্তন ও প্রেরিত মালামাল গ্রহণ করে পরিবহণ বিল পরিশোধকরণ প্রসঙ্গে। স্মারক নং-৪২২(৫৫০)/চসসা/ভি-ইন-৪৫৯/৯০ (খন্ড-১), তারিখ : ১৫/০৫/১৯৯৭ খ্রিঃ	৫৬১-৫৬৩
৬১	খাদ্য বিভাগের অব্যহৃত খাদ্য গুদাম ভাড়া দেয়ার অনুমোদিত নীতিমালা; স্মারক নং-খাম/এস-৮/১ আর-৪/২০০২/১০৫, তারিখ : ১৯/০৫/২০০৩ খ্রিঃ	৫৬৪-৫৬৮
৬২	অবলোপন কমিটি গঠন; চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-১৪০২(১২০)/এলএসডি/১আই-১/৮২, তারিখ : ২৯/১১/১৯৮৬	৫৬৯
৬৩	হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে জামানতের পরিমাণ; স্মারক নং-খাদ্যব্যম/(স-১)নিয়োগ-১/৪-৬০), তারিখ : ২১/০৪/২০০৬ খ্রিঃ	৫৭০
৬৪	পরিবহণ ঘাটতি নিরূপন আদেশ; খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-খাম/এস-১/বিবিধ-৯/৮২/১২৩, তারিখ : ০৪/০৬/১৯৮৫ খ্রিঃ	৫৭১-৫৭২
৬৫	গুদাম ঘাটতি ও উহা মওকুফ সম্পর্কিত আদেশ; স্মারক নং-শাখা/-৬/আই ডব্লিউ-৫৯-৬৬-৩৬০, এফ.ডি.; তারিখ : ২০/৬/১৯৬৭ খ্রিঃ	৫৭৩-৫৭৪
৬৬	পরিবহণ ঘাটতি নির্ধারণ আদেশ; স্মারক নং-শাখা/-৬/আই ডব্লিউ-৫৯-৬৬-৩৬১, এফ. ডি.; তারিখ : ২০/৬/১৯৬৭ খ্রিঃ	৫৭৫-৫৭৬
৬৭	পরিবহণ ঘাটতি নির্ধারণ (সংশোধিত); খাদ্য মন্ত্রণালয় স্মারক নং-খা-ম/এস-১/বিবিধ-৯/৮২/১(২৮০); তারিখ : ০৪/০৬/১৯৮৫	৫৭৭
৬৮	কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিকট হতে মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি শস্যের মূল্য শাস্তিমূলক দ্বিগুণহারে আদায়; খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৫৮.০১.০০৭.২০১১, তারিখ : ০৪/০৪/২০১২ খ্রিঃ	৫৭৮
৬৯	নদী ভাঙ্গানের কবলে নিপতিত খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য স্থাপনা সম্পর্কে সিদ্ধান্তের কমিটি গঠন; খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-খাম(এস-৮)/বিবিধ-১/৯৭/২৯৫(৫৯৭), তারিখ : ২১/১০/১৯৯৭ খ্রিঃ	৫৭৯
৭০	খাদ্য মন্ত্রনালয়াধীন সাইলোসমূহের অকেজো মালামালের তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠনের আদেশ। নং-২৫৮-খাম (এস-৩)/ ডিসপোজাল-১৩/৮৫, তারিখ : ১২/০৮/৮৫ ইং।	৫৮০
৭১	সাইলোসমূহের অকেজো মালামালের তালিকা প্রণয়ন, অকেজো ঘোষনা ও সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারন সংক্রান্ত আদেশ। নং- খাম (স-৭)/ ডি-১৩/৮৫/১৮৫, তারিখ : ১৫/০৮/৯১ ইং।	৫৮১
৭২	ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত	৫৮২
৭৩	ই-জিপি'তে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ প্রসঙ্গে	৫৮৩
৭৪	সান্তাহার সাইলো প্রাঙ্গনে নির্মিত ওয়্যারহাউজ পরিচালনা সংক্রান্ত পরিপত্র। নম্বর ১৩.০১.০০০০.০৮৫.১৬.০০১.২০-৪৫, তারিখ : ০৩/০৬/২০২০ খ্রিঃ	৫৮৪-৫৮৫
৭৫	প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা এবং সড়ক পথে কি.মি. ভিত্তিক পথ ভাড়া সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৫৮৬-৫৮৯
৭৬	জাহাজ ও নৌ শাখা সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি, প্রবিধান এবং নীতিসমূহ চপরেস শাখায় প্রেরণ	৫৯০-৫৯১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৭৭	খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮। স্মারক নং-খাদুব্যম/সর-১/চলাচল সূচি-১/০৪ (অংশ-১)/১৯২, তারিখ : ২০/০৫/২০০৮ খ্রিঃ	৫৯২-৫৯৭
৭৮	মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিশন বিল পরিশোধ সম্পর্কে	৫৯৮
৭৯	সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬, No.VI, তারিখ : ১৫/০২/১৯৮৬	৫৯৯-৬০০
৮০	সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৮৬ এবং এতদসংক্রান্ত নির্দেশাবলী; নং-এস,আর,ও. ৬৪-এল/৮৬; তারিখ : ২০/০২/১৯৮৬।	৬০১-৬০৫
৮১	Driving of Government vehicles by Children/Relatives of Officers; তারিখ : ২৪/০৮/১৯৮৩।	৬০৬
৮২	সরকারি যানবাহন ব্যবহার বিধি; তারিখ : ০৫/০৫/১৯৮৩	৬০৭
৮৩	Policy on Authorisation and Use of Government Transport. No. 7009/2/Civ-1 27 July, 1982	৬০৮-৬১০
৮৪	Authorisation List (Whole Time Use of Transport). No. 2009/2/Civ-1. Deted 09 September,1982, 12 December,1982	৬১১-৬৩৩
৮৫	সরকারি যানবাহনসমূহের দুর্ঘটনা, ক্ষতি এবং মেরামতের তদন্ত পদ্ধতি এবং অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় নীতিমালা;	৬৩৪-৬৩৬
৮৬	মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত এবং সড়ক ভ্রমনকালীন নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত কর্মচারীদের গাড়ি ব্যবহার। নং সম(পরি)১প-৯/৮৭-৫১(৫০০), তারিখ : ২৪/০১/১৯৮৮	৬৩৭
৮৭	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য) মাইক্রোবাস ব্যবহার। নং সম(পরি)১প-২৩/৮৮-৫৪২, তারিখ : ২৫/০৯/১৯৮৮	৬৩৮
৮৮	সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ি অপব্যবহার রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী; নং সম/পরি/১আ-৬/৮৮-২৮৮, তারিখ : ২৫/০৬/১৯৮৮	৬৩৯-৬৪১
৮৯	সরকারি দপ্তর, বিধিবদ্ধ ও স্ব-শাসিত সংস্থার যানবাহন মান নির্ধারণ; নং সম(পরি)১আ-৩/৮৮(অংশ)-২২০, তারিখ : ০৮/০৩/১৯৯৪;	৬৪২-৬৪৪
৯০	গাড়ির নম্বরফলক বদল ও নাম লিখা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ; নং সম/পরি/১আ-৮/৮৮-৩০৮(৫০০), তারিখ : ২৮/০৫/১৯৮৮;	৬৪৫
৯১	সরকারি, আধা-সরকারি, বিধিবদ্ধ ও স্ব-শাসিত দপ্তর/সংস্থার যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মান নির্ধারণ; নং সম(পরিঃ)-৫১/২০০৩-২৯৪, তারিখ : ০৫/০৬/২০০৪ খ্রিঃ।	৬৪৬
৯২	সরকারি যানবাহনে জ্বালানী ব্যবহার; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পরিবহন অধিশাখার নং ০৫.১২১.০২৬.০০.০০.০৪৮.২০০৪(অংশ-১)-১০৯, তারিখ : ১৩/০৪/২০১০ খ্রিঃ।	৬৪৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৯৩	সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয়; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পরিবহন শাখা নং সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫ (অংশ-১)-৭২১, তারিখ : ০৮/০১/২০১০ খ্রিঃ।	৬৪৮-৬৪৯
৯৪	সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৫	৬৫০-৬৫১
৯৫	পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের আওতায় সকল প্রকার যানবাহন ক্রয় স্থগিত করা সংক্রান্ত। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৬ নং-০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪(অংশ-১)৩৭৮, তারিখ : ০৮/০৭/২০২০ খ্রিঃ।	৬৫২
৯৬	Policy on Procurement of Motor Vehicles. সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পরিবহন শাখা নং সম/পরি/১প-৮/৮৬-১৮৬, তারিখ : ১৫/০৩/১৯৮৭ খ্রিঃ	৬৫৩-৬৫৫
৯৭	অবসর প্রস্তুতি ছুটি ভোগরত ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত সচিব ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের গাড়ীর জ্বালানী ব্যবহার সংক্রান্ত; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কমিটি বিষয়ক শাখা নং মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-২০৫, তারিখ : ০৪/০৮/২০০৩ খ্রিঃ।	৬৫৬
৯৮	বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের মুল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত; অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৬ নং-০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪(অংশ-২)৪৩০, তারিখ : ১৩/১১/২০১৯ খ্রিঃ	৬৫৭
৯৯	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌ-যান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা; সংস্থাপন মন্ত্রণালয় পরিবহন শাখা নং-সম(পরি)প-৫/৯৮-১৫৮(২০০), তারিখ : ১১ মে, ১৯৯৯ খ্রিঃ	৬৫৮-৬৭৭
১০০	সরকারি যানবাহন ও সরকারি সড়ক পরিবহণ পুলে ডরমেটরির সিট ভাড়া পুনঃনির্ধারণ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাজেট ও পরিবীক্ষণ শাখা পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১১৫.১৬.০১০.১২-২৯২(১৩৫), তারিখ : ১৭/০৪/২০১২ খ্রিঃ	৬৭৮
১০১	অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭	৬৭৯-৬৯৭
১০২	চালকলের চাটাই ক্ষমতা নির্ণয়। পরিপত্র নম্বর-০২(৫৭৫), তারিখ : ০১-০১-২০০৩	৭৯৮-৭০১
১০৩	আতপচালের চাটাই ক্ষমতা নির্ধারণ। পরিপত্র নং-৩৪৪, তারিখ : ৩০-১০-২০০৩	৭০২-৭০৪
১০৪	অটোমেটিক চালকলের চাটাই ক্ষমতা। স্মারক-১৯৬৩; তারিখ : ২৬-১০-২০১০	৭০৫-৭১০
১০৫	ধান চাটাইয়ের মিলিং ক্ষমতা পুনঃনির্ধারণ। স্মারক-৪১; তারিখ : ২৯-০৫-২০১৬।	৭১১
১০৬	চাল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ (প্রজ্ঞাপন)	৭১২-৭১৯
১০৭	আমন ধান, চালের চাটাই অনুপাত ও সব ধরনের ধানের মিলিং ব্যয় পুনঃনির্ধারণ; স্মারক-৭, তারিখ : ১৩-০১-২০২০	৭২০
১০৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন-১২; তারিখ : ২২-০১-২০১৪	৭২১
১০৯	৩০ কেজির বস্তার বিনির্দেশ সংশোধন; স্মারক-১৬৫; তারিখ : ০৭-০৯-২০২০	৭২২
১১০	প্রচলিত ৮৫ কেজি ধারণক্ষমতা বস্তার পরিবর্তে ৫০ কেজির অনুমোদন; স্মারক-২৬৯; তারিখ : ৪-১০-২০০৯	৭২২

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১১১	খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত বস্তার মান যাচাই কমিটি কর্তৃক কোয়ালিটি সনদ প্রদান। স্মারক-২৫৫, তারিখ : ৩১-০৮-২০২০	৭২৩
১১২	খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত বস্তার মান যাচাই কমিটি কর্তৃক কোয়ালিটি সনদ প্রদান। স্মারক-২৪৪, তারিখ : ১৬-০৮-২০২০	৭২৪-৭২৫
১১৩	Contract between MoFood and Dgfood about wheat purchage	৭২৬-৭৪৮
১১৪	গমের বিনির্দেশ পরিবর্তন। স্মারক-২৪৬, তারিখ : ০৩-১১-২০১৫	৭৪৯-৭৫০
১১৫	Contract between MoFood and Dgfood about rice purchage	৭৫১-৭৮৩
১১৬	The control of Assential Commodities Act, 1956, Date : 22-10-1956	৭৮৪-৭৮৫
১১৭	সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯	৭৮৬-৭৯৪
১১৮	শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা, ২০১৮	৭৯৫-৮০৮
১১৯	BCS Recruitment Rules-1981 (সংশোধনী) এসআরও ৫৩১, তারিখ : ০৫-১২-১৯৮৪	৮০৯-৮১৬
১২০	Cadre composition Rules-1980 এর সংশোধনী ২০১২	৮১৭-৮১৮
১২১	খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৮ এস. আর. ও. নং ৯৭-২০১৮ ২৯/৩/২০১৮ খ্রিঃ	৮১৯-৮৩৮
১২২	সরকারি কর্মচারী ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা, পথভাড়া ভাতা পুনঃনির্ধারণ। স্মারক-৭১, তারিখ : ২৫-০৯-২০১৬	৮৩৯-৮৪২
১২৩	গণকর্মচারী অবসর আইন, ১৯৭৪	৮৪৩-৮৪৫
১২৪	গণকর্মচারী অবসর আইন, ১৯৭৪ এর সংশোধনীসমূহ ২০০৯, ২০১০, ২০১১	৮৪৬-৮৪৮
১২৫	গণকর্মচারী অবসর বিধিমালা, ১৯৭৫	৮৪৯
১২৬	গণকর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরী ও পরিশোধ বিধি সহজীকরণ আদেশ, ২০০৯	৮৫০-৮৬১
১২৭	খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি নীতিমালা ২০১৯, স্মারক নং-১৩.০০. ০০০০. ০২২.১৯.০০১.১৯.৪২৬/১(৯০), তারিখ : ০১/০৯/২০১৯ খ্রিঃ। খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০১৫.১২.১৫৭৫(১০০), তারিখ : ০১/১০/২০১৯ খ্রি.	৮৬২-৮৬৪
১২৮	সরকারি কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, ২০১৯	৮৬৫-৮৬৭
১২৯	বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের পরিচালক পদটি ৪র্থ গ্রেড থেকে ৩য় গ্রেডে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইতৌপূর্বে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৬ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে উচ্চতর গ্রেডে (৫৬,৫০০-৭৪,৪০০) পদায়ন এর প্রজ্ঞাপন। তারিখ : ০৬-০৬-২০	৮৬৮-৮৬৯
১৩০	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের ৬৩০টি পদ ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীতকরণ; খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-খাদুব্যম/খঃপ্রঃ/নিয়োগ-২/ ২০০৮-৭১৭, তারিখ : ১৮ নভেম্বর/২০০৮ খ্রিঃ	৮৭০
১৩১	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী রসায়নবিদের ২য় শ্রেণির ৭টি পদ ১ম শ্রেণিতে (নন-ক্যাডার) উন্নীতকরণ; খাদ্য মন্ত্রণালয়, সংস্থা প্রশাসন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং- ১৩.০০.০০০০.০০১২.৩২.০০৪.১১.৩৮২, তারিখ : ২০ আগস্ট ২০১৪ খ্রিঃ	৮৭১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৩২	খাদ্য পরিদর্শক/উপ খাদ্য পরিদর্শক/সহকারী উপ খাদ্য পরিদশকদের গ্রেড উন্নীতকরণ প্রজ্ঞাপন; অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাস্তাবায়ন ও অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-২ এর স্মারক নং-অম/অবি/(বাস্ত-৩)/বেঃনিঃ(খাদ্য-১৭)/২০০৬/১৫৬, তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিঃ	৮৭২
১৩৩	সাইলো অপারেটিভ পদের বেতন স্কেল পুন:নির্ধারণ; স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০২২.০৩.০০১.১৪-২৯৪; তারিখ : ২২/০৫/২০১৭ খ্রিঃ	৮৭৩
১৩৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে বিধিসম্মত ও সঠিকভাবে পদবি ও কর্মস্থল ব্যবহার; স্মাকর নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.০৪(অংশ-১).৬১৩(১৩৫০), তারিখ : ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ	৮৭৪
১৩৫	খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ইস্যু করার জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬(অংশ-৩).৭৮৫, তারিখ : ১৯/০৫/২০১৯ খ্রিঃ	৮৭৫
১৩৬	তদন্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত অফিস আদেশ। আদেশ নং ৮৮, তারিখ : ১৯-০২-২০২০	৮৭৬-৮৭৭
১৩৭	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শন ছক; স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৭.০০১.১৬.১৮৪৭, তারিখ : ০৯/১০/২০১৭	৮৭৮-৮৮১
১৩৮	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন সংক্রান্ত চেক লিস্ট স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪(অংশ-৩).১০(৭), তারিখ : ০৩/০১/২০১৮	৮৮২-৮৮৩
১৩৯	খাদ্য অধিদপ্তরের TO&E ভুক্ত মোটর সাইকেল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২০; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩২.৩২.০০৪.২০.২৩, তারিখ : ২৮/০৬/২০২০ খ্রিঃ	৮৮৪-৮৮৫
১৪০	খাদ্য অধিদপ্তর (খাদ্য ভবনের) দেওয়াল, সীমানা প্রাচীর, পিলার, সিড়িঁর স্পেস ও সানসেটে ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট টানানোর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনা; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩২.২৩.০০১.২০.৪৯, তারিখ : ৩১/০৮/২০২০ খ্রিঃ	৮৮৬
১৪১	সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ করা ব্যতীত সাময়িক বরখাস্ত করা, লঘুদন্ড প্রদান করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্ষমতা প্রয়োগ; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.১৫.(অংশ-১)-১৫২১(১৭৫), তারিখ : ২০/০৮/২০১৭ খ্রিঃ	৮৮৭
১৪২	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আদেশ এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি ময়দা ও পশু খাদ্য মিলের মিল অপারেটিভ পদের বেতনস্কেল নির্ধারণ।	৮৮৮
১৪৩	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিধি বহির্ভূত তদবির বা অযাচিত হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত থাকার আদেশ; ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.১৮.৪০০, তারিখ : ২৫/০৮/২০২০ খ্রিঃ	৮৮৯-৮৯০
১৪৪	খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর শৃংখলা বর্হিভূত আচরণ সংক্রান্ত স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৮.০০১.১৮.১৪৫৬(১২০), তারিখ : ১১/০৯/২০১৯	৮৯১
১৪৫	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকরী ক্ষেত্রে সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্ত বিভিন্ন পত্র/বদলির আবেদনসমূহ বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ/মাননীয় সংসদ সদস্য/ বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণের নিকট থেকে সুপারিশ গ্রহণপূর্বক দাখিল করা সংক্রান্ত অফিস আদেশ।	৮৯২-৮৯৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৪৬	সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.১৮.২৭৮, তারিখ : ২১/০৭/২০২০ খ্রিঃ	৮৯৪
১৪৭	সামাজিক যোগাযোগ ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৯	৮৯৫-৮৯৯
১৪৮	মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তাদের নিজস্ব দায়েত্বের অতিরিক্ত দাপ্তরিক দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ; ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২২৭৩(১১৫), তারিখ : ২৯/১১/২০১৭ খ্রিঃ	৯০০
১৪৯	খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সংস্থাপনায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারি নির্দেশ প্রদান; ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২২৭৪(২২), তারিখ : ২৯/১১/২০১৭ খ্রিঃ	৯০১
১৫০	খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনা অনুমতিতে নিজ নিজ কার্যলয় ত্যাগ না করার জন্য নির্দেশ; ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২০৭২(১১০), তারিখ : ০৪/১২/২০১৮ খ্রিঃ	৯০২
১৫১	ব্যক্তিগত একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.০৪(অংশ-১).১৬৫৪(৬১০), তারিখ : ০৪/০৯/২০১৭ খ্রিঃ	৯০৩
১৫২	সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.০৪(অংশ-১).১৬৯৮(১১০), তারিখ : ১১/০৯/২০১৭ খ্রিঃ	৯০৪
১৫৩	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শন ছক; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৭.০০১.১৬.১৮৪৭(৭), তারিখ : ০৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ	৯০৫-৯০৮
১৫৪	এলএসডি/সিএসডিতে ইস্যুকৃত ডিও এর খাদ্যশস্য সাথে সাথে সরবরাহকরণ; স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৭.০০১.১৬.১৮৩৫/৬৫০(৮০), তারিখ : ০৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ	৯০৯
১৫৫	মাঠ পর্যায় হতে প্রেরিত জাতীয় মাসিক মজুত সরেজমিনে যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ: স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.০৪(অংশ-৩).১৮১৮(৭), তারিখ : ০২/১০/২০১৭ খ্রিঃ	৯১০
১৫৬	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পার্যায়ের সরকারি কর্মচজারীগণ কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করে খাদ্য ভবনে আসা যাওয়া না করেন; স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.১৩৪৭(১১০), তারিখ : ২৭/০৭/২০১৭ খ্রিঃ	৯১১
১৫৭	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সরকারি জায়গায় কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে বা কোন স্থাপনার অংশবিশেষ বর্ধিত করতে হলে আবশ্যিকভাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন; স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.৬৫৯(১১০), তারিখ : ০৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ	৯১২
১৫৮	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পার্যায়ের সরকারি কর্মচজারীগণ কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করে খাদ্য ভবনে আসা যাওয়া না করেন; স্মারক নং-৫৯০, তারিখ : ০৬-০৪-২০১৭	৯১৩
১৫৯	সচিবালয়ের নির্দেশমালা ২০১৪ এ নথিসমূহ শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও পুরাতন নথিসমূহ নিষ্পত্তির নির্দেশনা পরিপত্র ; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.(অংশ-১).৪৩৫, তারিখ : ০৭/০৩/২০১৮ খ্রিঃ	৯১৪
১৬০	ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারি; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.(অংশ-১). ৩১৭(১৭), তারিখ : ১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ	৯১৫

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৬১	মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আয়ণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পদবি সঠিকভাবে উল্লেখ করা সংক্রান্ত পরিপত্র; স্মারক নং-৪০০, তারিখ : ২৭-০২-২০১৮ খ্রিঃ	৯১৬
১৬২	খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত সকল পত্র/প্রতিবেদন নিকশ ফন্ট ইউনিকোডে প্রেরণ পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২৩৭৪(১৮০), তারিখ : ২০/১২/২০১৭ খ্রিঃ	৯১৭
১৬৩	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায় হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বিনা ব্যর্থতায় প্রেরণ নিশ্চিত করার পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২৩৭৩(১৮০), তারিখ : ২০/১২/২০১৭ খ্রিঃ	৯১৮
১৬৪	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সংস্থাপনা হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত সকল পত্র/প্রতিবেদন দপ্তর প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরপূর্বক পত্র প্রেরণ পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২২৭৫(১১৫), তারিখ : ২৯/১১/২০১৭ খ্রিঃ	৯১৯
১৬৫	বিভাগীয় অনাপত্তি ফরম (NOC)/পাসপোর্ট ইস্যুর আবেদন/বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটির আবেদন প্রেরণ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা এবং গুরুতর সরকারি দায়দেনা/আর্থিক অনিয়ম আছে কিনা তা উল্লেখের পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২৩৭৬(১৮০), তারিখ : ২০/১২/২০১৭ খ্রিঃ	৯২০
১৬৬	খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সংস্থাপনায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচাদেরকে ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারির পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২০৯৮(২০), তারিখ : ০৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ	৯২১
১৬৭	খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বদলি নীতিমালা অনুযায়ী একই কর্মস্থলে কার্যকাল কমপক্ষে ২ (দুই) বছর না হলে সাধারণত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্যত্র বদলি না করার পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.১৮.২১৭০(১১০), তারিখ : ২০/১২/২০১৮ খ্রিঃ	৯২২
১৬৮	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায় হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত সকল চিঠি পত্র/সকল ধরনের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অগ্রগামী করার পরিপত্র; স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২৩৭৫(১৮০), তারিখ : ২০/১২/২০১৭ খ্রিঃ	৯২৩
১৬৯	সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল হতে অগ্রীম মঞ্জুরির ক্ষমতা পুনঃউপ হস্তান্তর আদেশ; নং-৬৯৯; তারিখ : ২১-০৫-১৭	৯২৪-৯২৫
১৭০	ছুটি মঞ্জুরের আর্থিক ক্ষমতা উপঃহস্তান্তর আদেশ। নং-৩৪৮, তারিখ : ০৭-০৩-২০১৬	৯২৬-৯২৮
১৭১	পিআরএল, পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা পুনঃউপ হস্তান্তর আদেশ। নং-৩৫০, তারিখ : ০৭-০৩-২০১৬	৯২৯-৯৩০
১৭২	খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান মেইনটেন্যান্স ইউনিট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১০ ক্যাটাগরির ১৭(সতেরো)টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজন	৯৩১-৯৩৩
১৭৩	খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান মেইনটেন্যান্স ইউনিটের জন্য সৃজিত ১০ ক্যাটাগরি পদের কার্য-বিবরণ নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ	৯৩৪-৯৪০
১৭৪	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১২/০৫/২০২১ তারিখের ২০১ নং প্রজ্ঞাপনে খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে নবসৃষ্ট কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইনটেন্যান্স ইউনিটের আওতায় শর্তাদি	৯৪১

‘খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ),
খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪২৭ বঃ/ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **‘জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০’ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।**

নং **১৩.০০.০০০০.০৬৫.২২.০০৫.২০১৫-৫১**—উল্লিখিত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অবস্থার উন্নতি এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ ‘জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০’ প্রণয়ন করিল।

মোঃ হাজিকুল ইসলাম
গবেষণা পরিচালক।

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০

ক. পটভূমি

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির আলোকে বাংলাদেশের কৃষির সার্বিক উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারের গৃহীত আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিত্তিক সমন্বিত নীতি-কৌশল ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং কৃষি প্রণোদনার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ চলতি দশকে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির টেকসই উন্নতি সাধন করেছে। বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বহুগুণে বেশি। জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু ক্যালরি প্রাপ্তির নিরিখে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে অর্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা বর্তমানে টেকসই ও স্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস এই ইঙ্গিত বহন করে যে, সময়ের সাথে সাথে দেশে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে কৃষি শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে (২০০৬ সন থেকে ২০১৮ সনের মধ্যে)। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন করেছে এবং ২০১৮ সালে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার প্রাথমিক স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম করেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; যেমন: পুষ্টিহীনতার প্রবণতা বা 'ক্ষুধা' পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত সূচকের হার ১৯৯৯-২০০১ সময়ে গড়ে ২০.৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-২০১৯ সময়ে গড়ে ১৩% এ উপনীত হয়েছে[১]। একইভাবে, ২০০৪ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ৫১%, কৃশতার হার ১৫% এবং কম ওজনের শিশুর হার ৪৩%[২] থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে যথাক্রমে ২৮%, ৯.৮% এবং ২২.৬% হয়েছে[৩]। এগুলো সাম্প্রতিককালে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে দেশের প্রশংসনীয় অগ্রগতির পরিচয় বহন করে।

এই আকর্ষণীয় সাফল্য সত্ত্বেও ১৬ কোটির বেশি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে বাংলাদেশ জটিল কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে থাকে; উপরন্তু ২০৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ১৮ কোটি ছাড়িয়ে যাবার প্রাক্কলন রয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতসহ কিছু নেতিবাচক প্রবণতা ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই কৃষির প্রসারে বর্তমানে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এমন আশঙ্কা আছে। এসব প্রবণতার মধ্যে রয়েছে অব্যাহতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। এছাড়া, নগরায়ণের ফলে ভোগ এবং উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের পৃথকীকরণ ও দূরত্ব বৃদ্ধির কারণে সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীলতা এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মধ্যম ও উচ্চ-আয় শ্রেণিভুক্ত পরিবার, যারা তৈরি ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তাদের জন্য নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্রমবর্ধমানভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং নগরায়ণের ফলে পরিবারের খাদ্যতালিকায় কিছু বৈচিত্র্য ঘটছে, তবে তা অনেক ধীর গতিতে। উল্লেখ্য যে, দানাজাতীয় খাদ্যশস্য এখনো মোট খাদ্যশক্তি গ্রহণের ৬০% এর বেশি দখল করে আছে। জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি সুষম খাবারের ঘাটতিতে রয়েছে; যেখানে ভিটামিন 'এ', ক্যালসিয়াম, জিংক এবং আয়রনের অভাব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'অপুষ্টির বোঝা' এড়াতে না পারলে স্থূলতা ও অসংক্রামক রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

---

১. (FAO, 2020)

২. [Bangladesh Demographics and Health Survey (BDHS) 2008]

৩. [Bangladesh Multiple Indicator Survey (MICS) ২০১৯]

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। পাশাপাশি সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহের সাথে মিল রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবসান (এসডিজি-১), ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (এসডিজি-২) । স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা সঠিক পুষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব (এসডিজি-৩)। এছাড়া, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়নসহ বৈশ্বিক পুষ্টি কার্যক্রম প্রসার আন্দোলন (SUN Movement) এবং জাতিসংঘের অ্যাকশন অন নিউট্রিশন দশকের (UN Decade of Action on Nutrition) সদস্যপদ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। বহু খাত-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সম্পদ একত্রীকরণ ও সংহতকরণ এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার বাস্তবায়নসহ বেশ কিছু উদ্যোগ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন একটি টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে নীতি-পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড গ্রহণে সার্বিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিদ্যমান নীতি-কাঠামো সংশোধন ও হালনাগাদ করে একটি নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে[4]।

সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে সংগতি রেখে অতীতের খাদ্য নীতিসমূহে দেশে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের সাথে সাথে দেশে ধান-ভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলে এখন এমন কিছু নীতি ও নীতি-উপকরণ তৈরির সময় এসেছে যা বিভিন্ন পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহের জন্য উৎপাদন বৈচিত্র্যকে উৎসাহ দেবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত, পুষ্টিকর, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুষম ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সার্বিক পুষ্টি অবস্থার ঈপ্সিত উন্নতি সাধন করবে। খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহার ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা (এসডিজি-৬), সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ (এসডিজি-৩) এবং খাদ্যের ক্ষতি ও অপচয় হ্রাসসহ (এসডিজি-১২) খাদ্য পরিবেশের সার্বিক উন্নতির প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, অতীতের খাদ্য ও পুষ্টি-সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহে দ্রুত ও কার্যকরভাবে কাঙ্ক্ষিত পুষ্টি অবস্থার উন্নতির জন্য পুষ্টি-কেন্দ্রিক এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল পদ্ধতি সুসংহতকরণের জন্য সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সমন্বয়কে গুরুত্ব দেওয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়নি। নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়ন এবং সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থা উন্নয়নে নিয়োজিত বহু সংস্থাভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় আন্তঃসংযোগ কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তৈরি ও ফলাফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রগুলোকে এক ছাতার নিচে এনে সমন্বয়ের (এসডিজি-১৬) ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া অংশীদারিত্ব ও নীতি-সংগতি উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা (এসডিজি-১৭) সম্ভব হলে তা নতুন এই নীতিমালা বাস্তবায়নের সহায়ক হবে।

এই প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পথে এগিয়ে যেতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চূড়ান্ত বছরের সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নীতি বিশেষত অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অধ্যায়-১৪ এবং অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০২০

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সংজ্ঞা: 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা তখনই সম্ভব হয়, যখন সকল সময়ে সকল জনগণের শারীরিক প্রয়োজন ও উপযোগিতা মেটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌত অবকাঠামোর সুফল প্রাপ্তির সুযোগ বজায় থাকে এবং সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ও সক্রিয় জীবন যাপনের অনুকূল নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য ও সেবা প্রদানে সহায়ক একটি সেবা-ব্যবস্থা ও পরিবেশ দ্বারা সমর্থিত হয়' (খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন -সিএফএস, ২০১২)।

খ. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

দর্শন: বাংলাদেশের সকল মানুষ সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করবে।

লক্ষ্য: জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির লক্ষ্য হলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অবস্থার উন্নতি করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।

উদ্দেশ্যাবলি:

উদ্দেশ্য ১. স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাবার গ্রহণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

উদ্দেশ্য ২. সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য ও সুযোগ বৃদ্ধি;

উদ্দেশ্য ৩. উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি;

উদ্দেশ্য ৪. দুর্যোগ-প্রবণ ও দুর্গম অঞ্চলস্থ দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে জীবন চক্রব্যাপী পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; এবং

উদ্দেশ্য ৫. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তঃখাত কাঠামোর উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং অংশীজনের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

গ. নীতি প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি ও পরিপূরক নীতিসমূহের উপর নির্ভরশীলতা

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো, খাদ্য ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিবেচনা করা। 'বৈশ্বিক খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স' এর মতে এটি এমন একটি পদ্ধতি যা 'খাদ্য ব্যবস্থার সকল উপাদান (পরিবেশ, মানুষ, উপকরণ, প্রক্রিয়া, অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, বাজার ও বাণিজ্য) এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন, খাদ্য প্রস্তুতকরণ, খাদ্য গ্রহণ ও সদ্ব্যবহার এবং আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত সকল কর্মকাণ্ডের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করে। উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচনে ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুষ্টিগত টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করতে সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য এই ধরনের একটি সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে বহুখাত-ভিত্তিক পদক্ষেপগুলো শনাক্তকরণ ও অগ্রাধিকার নির্ধারণকে সহজ করে। এই নীতির সামগ্রিক কাঠামো পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে চলমান দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনায় চিহ্নিত পাঁচটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বাজারমুখী। এখানে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন মূলত বেসরকারি খাতের ওপরে ন্যস্ত। এ বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে নতুন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং বেসরকারি খাতের সকল এজেন্ট যেমন: কৃষক/উৎপাদক, প্রক্রিয়াজাতকারী, বিপণনকারী এবং গ্রাহকদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য একদিকে প্রণোদনা প্রদান এবং অন্যদিকে আইনি বাধ্যবাধকতা ও সুশাসনকে প্রধান উপকরণ হিসেবে দেখা হয়েছে। এছাড়া

এ নীতিতে খাদ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সরকারি খাদ্য সংগ্রহ, বিতরণ ও মজুত কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরোক্ষভাবে কৃষি অবকাঠামো ও পণ্যের উন্নয়ন এবং কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে নির্বাচিত ক্ষেত্রসমূহে সরকারি বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

নতুনভাবে প্রণীত 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০' জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ১৯৯৭, জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ২০১৫, জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫, জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ ও জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ এর মতো প্রাসঙ্গিক সকল নীতিমালাসমূহের সাথে সুসংগতিপূর্ণ। একই সঙ্গে এই নীতি পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে পরিপূরক হিসেবে সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপসমূহকে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। প্রাসঙ্গিক সকল নীতিমালাসমূহে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির লক্ষ্য অর্জনে সম্পূরক সকল কৌশল ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ক্রিয়াকলাপ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। এটি স্বীকৃত যে, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির লক্ষ্য অর্জন বহুলাংশেই পরিপূরক নীতিমালাসমূহে চিহ্নিত আন্তঃখাতভিত্তিক কার্যক্রমসমূহ সফল বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল থাকবে।

ঘ. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কৌশলভিত্তিক উদ্যোগসমূহের বিবরণ

উদ্দেশ্য ১: স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে খাদ্য লভ্যতা প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। তবে, নির্দিষ্ট কিছু খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাথাপিছু খাদ্য লভ্যতা বাড়াতে হলে অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হারে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা প্রায় ১.২৫% হারে প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অতএব, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বিদ্যমান জমিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অবশ্যই চলমান রাখা দরকার।

খাদ্য লভ্যতা বাড়ানোর দুটি উপায়: কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং টেকসইভাবে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এ লক্ষ্যে প্রধান প্রধান দানাদার ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি বৈচিত্র্যকরণের প্রয়োজনে আবাদি জমি ও নিয়োজিত শ্রম সম্পদের শ্রেয়তর ব্যবহার বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে অধিকতর পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল এবং প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাও গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাণি ও মৎস্য সম্পদের নানাবিধ ভূমিকা রয়েছে। এগুলো সহজপাচ্য আমিষ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং খাদ্যের মান ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। একইভাবে তা ক্ষুধা নিরসনে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন ও লভ্যতা বৃদ্ধিসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করবে। এছাড়া অধিকতর বিনিয়োগের দ্বারা টেকসইভাবে কার্যকর সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলোর প্রসার ও প্রচার করার ব্যবস্থা করবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বিস্তার যেন কোনোভাবেই ভবিষ্যতে পরিবেশের অবক্ষয় এবং অস্থিতিশীলতার কারণ না হয় তা নিশ্চিত করার সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। এমনভাবে টেকসই নিবিড় কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটানো হবে যেন তা উৎপাদনশীলতা, লাভজনকতা (profitability) ও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

কৌশল ১.১ দানা জাতীয় শস্য, শাক-সবজি ও ফলমূল, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্যসহ পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির একটি মূল কৌশল হলো উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো প্রবর্তন, উন্নয়ন, প্রচার এবং প্রসার নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট বৈরী আবহাওয়ার কারণে জলবায়ু-অভিঘাত সহনশীল প্রযুক্তি (যেমন—খরা, বন্যা, অতিরিক্ত তাপ ও শীত এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত) গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত-সহনশীল ধান, গম ও ভুট্টার মতো প্রচলিত প্রধান খাদ্য ফসলের পাশাপাশি আমিষ সমৃদ্ধ ফসল (যেমন, ডাল ও শিম) এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল ও শাকসবজি উৎপাদনে অভিঘাত সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়া উচিত। একইভাবে প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত-সহনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তির সমন্বয়ে জিনগত উন্নতি সাধনও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হতে পারে। জিনগত উন্নতি সহযোগে বা এককভাবে ফসল, প্রাণি ও মৎস্য-সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার। বীজ, সার, কীটনাশক ও পানির মতো উপকরণগুলোর ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উত্তম কৃষিচর্চা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পরিবেশের পদচিহ্ন (environmental footprint) হ্রাস করতে পারে এমন উন্নততর খাদ্য ব্যবস্থাপনা শুধু উৎপাদনকারীদের মুনাফাই বৃদ্ধি করে না বরং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অবদান রাখে।

উন্নত প্রযুক্তির গ্রহণ ও প্রসার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সম্প্রসারিত সরবরাহ ব্যবস্থা সংস্কারের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত। প্রচলিত সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় গবেষণা-প্রসূত প্রযুক্তির নির্বাচিত প্যাকেজগুলো একটি অনুভূমিক ও স্তর-ভিত্তিক (horizontal and vertical) স্থানান্তর পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া দরকার। বহুমুখী বাণিজ্যিক কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার ঘটাতে অপেক্ষাকৃত কম উপযুক্ত সম্প্রসারণ পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করার জন্য যথাসময়ে যথোপযুক্ত সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ এর নির্দেশনা অনুসারে সম্প্রসারণ ব্যবস্থা উন্নতির মূল কৌশল উৎপাদকদের যথাসময়ে পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করতে সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কৃষক দল বা সমিতির সদস্য বা সমবায়ীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান এবং বিশেষত দুর্যোগ-প্রবণ অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বহুমুখীকরণ, টেকসইভাবে কৃষি নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ এবং পুষ্টি কার্যক্রমসমূহের প্রসারকল্পে উন্নত ও জলবায়ু-উপযোগী প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও অভিযোজন;

২. কার্যকর এবং অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ পরিষেবাগুলোর মাধ্যমে কৃষক ও খামারি পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তির প্রসার;

৩. ফসলের উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উচ্চ প্রযুক্তির কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্ধন;

৪. সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার করা;

৫. উপকূলীয় জমি ও নতুন গড়ে উঠা জমিতে কৃষি কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

৬. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের সময়মত ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি;

৭. টেকসইভাবে উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে কৃষি উপকরণ (বীজ, চারা, জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, পানি, সার, কীটনাশক এবং প্রাণি ও মৎস্য খাদ্য) ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে—

(ক) সমন্বিত শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি সম্প্রসারণ;

(খ) রাসায়নিক সারের সুষম প্রয়োগ এবং জৈব-সারের ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উত্তম কৃষিচর্চায় সমর্থন নিশ্চিতকরণ;

(গ) বীজ, কৃষি ও রাসায়নিক সারের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ ও গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রবিধান প্রণয়ন এবং সেগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) আমন ও আউশ মৌসুমে সম্পূরক সেচের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি এবং বোরো মৌসুমে সেচের খরচ হ্রাসকল্পে পানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশসম্মত বিকল্প সেচ-প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের প্রসার ও প্রচার;

(ঙ) জমি প্রস্তুতকরণ থেকে ফসল আহরণের সকল পর্যায়ে কৃষি কার্যক্রমের যান্ত্রিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি;

(চ) বায়োসাইডস বা জীবননাশকের (বালাই ও কীট নাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছা/ উদ্ভিদনাশক ইত্যাদি) পরিমিত প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের সময়সীমা নিশ্চিত করাসহ মানব-স্বাস্থ্য, প্রাণিজগৎ ও পরিবেশের উপর সেগুলোর বিরূপ প্রভাব হ্রাসকরণ, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পোকামাকড় দমনে জৈব পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ;

(ছ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ওয়ান-হেলথ নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করে প্রাণিসম্পদের জন্য প্রতিবেশবান্ধব ও দায়িত্বশীল অনুশীলন পদ্ধতি প্রচলন, উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ;

(জ) পরজীবী ও সংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণকল্পে, বিশেষ করে বৃহত্তর পরিসরে পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণি-পালনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণির স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং টিকাসমূহের কার্যকারিতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বজায় রাখার লক্ষ্যে যথাযথ তাপমাত্রায় পরিবহন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

(ঝ) অ্যান্টিবায়োটিকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নিরাপদতার মান বজায় রেখে মানসম্পন্ন প্রাণিজ খাদ্যপণ্য উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ;

(ঞ) কৃষিজ উৎপাদনে বিদ্যুৎ ব্যবহারে ভর্তুকি প্রদান;

(ট) জমির অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও তামাকসহ জমির জন্য ক্ষতিকর ফসল চাষাবাদ নিরুৎসাহিতকরণ।

৮. মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য শিল্পের প্রসারে অধিকতর সমর্থন এবং প্রাণির খাদ্য সুষম ও পুষ্টিকর হওয়া নিশ্চিতকরণ;

৯. সামুদ্রিক মৎস্য ও জলজ চাষ কৌশল ও ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সুনীল সম্পদ প্রবৃদ্ধি উন্নতকরণে পরিবেশ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন;

১০. সকলের ক্ষেত্রে বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত খাদ্যের বর্ধিত মূল্য প্রাপ্তিতে উৎপাদনকারী, উৎপাদক দল ও সমবায়ের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ;

১১. গ্রামীণ বাড়িগুলোকে গুচ্ছভিত্তিক সমন্বয়ের মাধ্যমে 'আমার বাড়ি আমার খামার' ধারণার ভিত্তিতে পুষ্টি বাড়ি হিসেবে পরিচালনার ব্যবস্থায় উন্নীতকরণ;

১২. হাওর, বাওড় ও বিলগুলোতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং সংরক্ষণ করা;

১৩. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে " গুচ্ছ ভিত্তিক" পুষ্টি সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার উৎপাদনে সহায়তা করা ।

কৌশল ১.২ পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ

পুষ্টি সমৃদ্ধ অদানাদার শস্য, মৎস্য ও প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে পুষ্টি-সংবেদনশীল উৎপাদন পদ্ধতির বহুমুখীকরণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রসার ও প্রচারসহ গবেষণা বা উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এছাড়া খাদ্য উৎপাদনের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিনিয়োগ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সহায়তা প্রদানে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে। এলক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধি করতে বহুমুখী উৎপাদন কার্যক্রমে বসতবাড়িতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. সবজি, মৎস্য, প্রাণি ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যসহ অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্যসামগ্রীর পারিবারিক পর্যায়ে উৎপাদন ও খাদ্য ভোগ (স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ও পছন্দনীয় খাদ্যসহ অব্যবহৃত বা অপ্রচলিত উৎসের খাদ্য) বহুমুখীকরণে প্রসার ও প্রচার;

২. চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদের সুবিধার মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনে বাজার-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকল্পে ফসল, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের সংগ্রহ, মজুত, পরিবহন ও বিপণনে ক্ষয়ক্ষতি (পরিমাণ ও গুণগত) হ্রাস ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. ফসল, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের উৎপাদন ও বিপণন ঝুঁকি হ্রাসকরণে উপযুক্ত বীমা কর্মসূচি প্রচলন;

৪. অদানাদার শস্য, মৎস্য ও প্রাণিজ খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সংগঠিত বিপণন সুবিধাসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কৌশলের বিকাশ, প্রসার ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. পুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্য (যেমন- ডাল, বাদাম, তৈলবীজ, উদ্যান শস্য, মসলা এবং প্রাণিজ উৎসের খাদ্য) উৎপাদনের জন্য উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেগুলোর প্রসার ও প্রচারে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি হ্রাসে উদ্যোগ গ্রহণ;

৬. পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য বহুমুখীকরণ অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও এককেন্দ্রিক (coordination and convergence) করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

৭. নগরভিত্তিক খাদ্য উৎপাদন ও পারিবারিক পর্যায়ে (যেমন- নগর ও ছাদ কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রসার) যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রসারের মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি ও ব্যবহার উন্নতকরণ;

৮. অঞ্চলভিত্তিক এবং বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাবার সংরক্ষণ, উৎপাদন ও বহুমুখীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯. মৌসুম ভেদে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত খাদ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং পুষ্টিগুণ সঠিক রেখে বৈচিত্র্যময় খাদ্য তৈরি করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

১০. দেশীয় ফল উৎপাদন এবং পুষ্টিগুণ সঠিক রেখে বৈচিত্র্যময় খাবার তৈরি করে আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

উদ্দেশ্য ২: সাশ্রয়ী-মূল্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য ও সুযোগ বৃদ্ধি

খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য বা অভিগম্যতা (access to food) হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিগম্যতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে: একটি ভৌত অভিগম্যতা এবং অন্যটি অর্থনৈতিক অভিগম্যতা। একটি পরিবারের ভৌত অভিগম্যতা বিপণন অবকাঠামো, যেমন-বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার রাস্তার মান ও দূরত্ব, গুদাম অবকাঠামো এবং সার্বিক বাজার শৃঙ্খলের উপর নির্ভর করে। তবে, দূরবর্তী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারে খাদ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতার উপরেও ভৌত অভিগম্যতা নির্ভরশীল। অপরদিকে, খাদ্যে অর্থনৈতিক অভিগম্যতা পরিবারের খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য অর্থাৎ খাদ্যমূল্য, পারিবারিক আয় ও সম্পদ-ভিত্তি বা সম্পদ-সংস্থানের উপর নির্ভর করে। নিঃসন্দেহে, পরিবারের বাড়তি আয় তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটি প্রধান নির্ধারক হিসেবে পরিগণিত। কারণ স্থানীয় বাজারে খাদ্য পাওয়া গেলেও দরিদ্রদের খাদ্যে অভিগম্যতার জন্য পর্যাপ্ত ক্রয় ক্ষমতার অভাব বিদ্যমান। তদুপরি, জলবায়ু পরিবর্তন বা দুর্যোগজনিত অভিঘাতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি হওয়ার কারণে দরিদ্রদের খাদ্যে অভিগম্যতা হ্রাস পায়। খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে স্বভাবতই ভোক্তাদের প্রকৃত আয় হ্রাসের মাধ্যমে খাদ্যকে কম অভিগম্য করে তোলে। সুতরাং, খাদ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, বিশেষত স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য, খাদ্যের অভিগম্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এছাড়া বর্ধিত সম্পদ-ভিত্তি আয় প্রবাহে স্বল্প-মেয়াদি বাধাসমূহের ঝুঁকি হ্রাস করে। কারণ এক্ষেত্রে সম্পদের একটি অংশ বিক্রি করে ক্ষণস্থায়ী আয়ের ঘাটতি কিছুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

খাদ্যপণ্যের মান ও মূল্য শৃঙ্খল দুটি ভিন্ন উপায়ে স্বাস্থ্যসম্মত এবং পুষ্টিকর খাদ্যে অভিগম্যতাকে প্রভাবিত করে। একটি পণ্য প্রাথমিক উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে সরবরাহ ও মূল্য শৃঙ্খলে অর্থনৈতিক মান যুক্ত হয়। এই মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়াটি উৎপাদনকারীসহ মূল্য শৃঙ্খলে নিয়োজিত সকলের আয় বৃদ্ধি করে। ক্ষুদ্র পরিসরের উৎপাদনকারীদের সাথে বাজার এবং সুপার মার্কেটসমূহের সংযোগ স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়-বর্ধক কৌশল হিসেবে খাদ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। খাদ্যপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নয়নসহ নিয়োজিত সকলের আয়ের উপর প্রভাব ফেলার পাশাপাশি খাদ্যের গুণগতমান, নিরাপদতা এবং পুষ্টিমান রক্ষায় একটি উন্নত ও দক্ষ খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

কৌশল ২.১ বাজার অভিগম্যতা উন্নতকরণ এবং খাদ্য বাজার স্থিতিশীলকরণ

একটি কার্যকর খাদ্য বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাজার কাঠামোকে চাহিদা, উৎপাদনের ধরন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং বিশ্ব বাণিজ্য পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। বাজারের উন্নত পরিবেশের জন্য দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা, মধ্যস্থতাকারী অবকাঠামো, উন্নত খাদ্য সংগ্রহ ও মজুত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা দরকার। পাশাপাশি বাজার উন্নয়নসহ প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায় সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বৈষম্যহীন আর্থিক পরিষেবা, নিরাপদতার মান উন্নয়ন ও প্রয়োগ, কার্যকর বাণিজ্য-সহায়ক আইনি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ভারসাম্যপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার সহায়ক হতে পারে এরূপ বাছাইকৃত সরকারি খাদ্য কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। তার মাধ্যমে খাদ্য মূল্য স্থিতিশীল করার পাশাপাশি একটি কার্যকর খাদ্য বাজার বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকে অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি খাতকে অবদান রাখতে সহায়তা করার জন্য বিপণন অবকাঠামো ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক তথ্যব্যবস্থা এবং ব্যবসা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ জরুরি। খাদ্যপণ্য বিপণনের সুবিধাগুলো যেমন—উপযুক্ত আধুনিক বিক্রয় স্থান, নিলাম ঘর, ওজন সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিক বিলিং সিস্টেম বাজারের কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়ক। এ কারণে, বাজার অবকাঠামোসমূহের সুবিধাদি (যেমন—মৎস্য ও পোল্ট্রির জন্য স্থানান্তর, পরিবহন ও সংরক্ষণ সুবিধাসম্পন্ন বিপণন ও বাণিজ্য কেন্দ্র, আধুনিক কসাইখানাসহ মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও সংরক্ষণাগার স্থাপন এবং সব ধরনের পচনশীল খাদ্যপণ্যের জন্য বিশেষায়িত কোল্ড চেইন, সংরক্ষণ সুবিধা ও পরিবহন ব্যবস্থা) আরও সম্প্রসারণ করা দরকার।

সকলের জন্য খাদ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীলকরণের পাশাপাশি অরক্ষিত, দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী ও আদিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম পরিচালনা করতে সরকারিভাবে মজুতকৃত খাদ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে, সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় সরকারি মজুত সংরক্ষণের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ, পরিবহন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে অধিকতর জোর দেয়া দরকার। ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সহায়তা প্রদানের জন্য চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারি খাদ্যশস্য মজুতের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ এবং মজুতকৃত খাদ্যশস্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (উদ্দেশ্য ৪ এর সাথে সম্পর্কিত)। সরকারি খাদ্য সংগ্রহ, মজুত ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য বাজারের স্বাভাবিক কার্যকারিতার উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে সহায়ক রূপরেখা তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। নির্বাচিত ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিপণনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফি, শুল্ক এবং কর যা বর্তমানে বিপণন ব্যবস্থায় ধার্য করা হচ্ছে সেগুলো আরও যৌক্তিক করা দরকার। বিপণন এজেন্ট, পাইকার, অনানুষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং বিপণনে অর্থলগ্নিকারীদের মতো মধ্যস্থতাকারীদের ইতিবাচক ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়া উচিত। বিপণন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে নতুন উদ্যোক্তা এনে বাজারের কাঠামো উন্নয়নে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে নিয়ন্ত্রক ও আইনি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

খাদ্য বাজারের অভিগম্যতা উন্নত করতে এবং খাদ্য বাজারকে স্থিতিশীল করতে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত (যেমন-গুদামজাতকরণ, সাইলো ও বিশেষায়িত হিমাগার, পরিশুদ্ধ, মাড়াই ও পেষণযন্ত্র, সতেজ খাবারের স্থানীয় বাজার) সুবিধা উন্নয়নের পাশাপাশি মধ্যস্থতামূলক পরিষেবা (যেমন—আর্থিক সেবা ও বীমা সুবিধা, নিয়ন্ত্রক সংস্থার উপস্থিতি, সম্পত্তির স্বত্বাধিকার) এবং বিপণন পরিকাঠামো সুবিধাদি (যেমন—ক্ষুদ্র কৃষক ও খুচরা ক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ, গ্রোথ-সেন্টার, সুপারমার্কেট চেইন, গ্রামীণ বাজার এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিপণি কেন্দ্র) উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

২. সরকারি খাদ্যশস্য মজুতের জন্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি (আপৎকালীন মজুত, সামাজিক নিরাপত্তা মজুত ও মূল্য স্থিতিশীলকরণে ব্যবহার্য মজুতের সমন্বয়ে কাঙ্ক্ষিত সরকারি মজুতের পরিমাণ ও স্থান নির্ধারণসহ);

৩. বাজার প্রতিনিধি ও জনসাধারণের জন্য সরকারি খাদ্য মজুত ও বিতরণ পরিকল্পনার নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রচার কৌশল প্রবর্তন;

৪. বাজার ব্যর্থতার কারণসমূহ (প্রতিযোগিতা-প্রতিকূল কার্যক্রম, সরবরাহে বাধা বা একচেটিয়া ব্যবসা ইত্যাদি) দূরীভূত করে সুশৃঙ্খল বাজার পরিচালন ব্যবস্থা বজায় রাখার পাশাপাশি মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি রোধকরণ;

৫. খাদ্যশস্য বিতরণের পাশাপাশি ডাল, বাদাম ও ভোজ্যতেলের মতো পুষ্টিকর খাদ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সরকারি খাদ্য মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থার পুষ্টি-সংবেদনশীলতা উন্নতকরণ;

৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক বাজার সংশ্লিষ্ট তথ্যের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যপ্রবাহ পদ্ধতির উন্নয়ন;

৭. সার্বক্ষণিকভাবে একটি বাজার অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজমান রাখতে মানসম্মত খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ততা ও যোগান-দক্ষতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যপণ্যের বাণিজ্য সহজীকরণ, উদারীকরণ, সমন্বয় ও সুসংহতকরণ;

৮. পুষ্টি নিরাপত্তা, সুলভ ও সুষম সরবরাহ এবং বছরব্যাপী প্রাপ্তির লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের ন্যায় ফলমূল ও শাক সবজি সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত হিমাগার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কৌশল ২.২ খাদ্য মূল্য শৃঙ্খল ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নতকরণ

খাদ্য প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়ের ধরন শুধুমাত্র বিপণন দক্ষতাই নয়, খাদ্যের চূড়ান্ত পুষ্টিমান এবং নিরাপদতাকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করে। খাদ্যের সার্বিক মূল্যমানে অপেক্ষাকৃত কম অবদান রাখলেও এমন ধরনের মধ্যবর্তী পদক্ষেপগুলোকে একত্রীকরণের মাধ্যমে মূল্য-শৃঙ্খলকে সংক্ষিপ্ত করে মূল্য সংযোজনে বাড়তি দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। বিশেষত নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এমন সব মূল্য সংযোজনমূলক ক্রিয়াকলাপগুলো খুঁজে বের করা দরকার যা তাদের সম্ভাব্য বিকল্প আয়ের উৎস তৈরি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের মান ও মূল্য-শৃঙ্খলে দক্ষতা বৃদ্ধির সুবিধার্থে অধিকতর বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্যপণ্যের মান ও মূল্য-শৃঙ্খল বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের পক্ষে আকর্ষণীয় ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি সম্ভব হতে পারে। অসংগঠিত বাজারগুলো পুনর্গঠিত করে উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তাদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্যপণ্যের বিপণন চ্যানেল উন্নত করা প্রয়োজন।

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপণ্যের বিকাশ পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি। এ নীতি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত, পরিচালনামূলক এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা উন্নয়নে আগ্রহী ব্যক্তিদের সক্ষমতা জোরদার করবে। সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীকেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই) নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন মতো দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে। বেসরকারি খাতে খাদ্য-বাজার শৃঙ্খলে কয়েক লক্ষ পাইকার, মিলার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রয়েছে যারা দেশব্যাপী খাদ্য ক্রয়, প্রক্রিয়া, মজুদ, পরিবহন ও বিপণনের সাথে জড়িত। অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি উভয় বাজারের চাহিদা পূরণে তাদের মাঝে আধুনিক ও পুষ্টি-সংবেদনশীল পদ্ধতিতে সংগ্রহ, মিলিং, পলিশিং, বাছাই, পরিষ্কার, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণ কৌশলগুলোর প্রচার, প্রসার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কাজে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের সময়মত, পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য বাজার সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আইসিটি-ভিত্তিক বাজার তথ্য পদ্ধতি এ জাতীয় সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সময় উপযোগী উচ্চমানের তথ্য সরবরাহ করতে পারে। মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহে খাদ্যপণ্য স্থানান্তর, পরিবহন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষক ও উৎপাদনকারীদের ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস করতে পারে। এই নীতি যথাযথ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে প্রচলিত বাজার ব্যবস্থা এবং আইসিটির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজারের তথ্যগুলোতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বর্ধিত অভিগম্যতাকে সহজতর করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. খাদ্যপণ্যের মূল্য-শৃঙ্খলে দক্ষতা বৃদ্ধিকারক কার্যক্রম (যেমন—বিপণন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য বা মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা হ্রাস, ক্রেতা-বিক্রেতা ও বিপণন প্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপচয় হ্রাস) উদ্ভাবন ও প্রসার এবং কৃষিজাত পণ্যের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত প্যাকেজিং ব্যবস্থা ;

২. প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য সংযোজনের সুবিধাসহ আধুনিক জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণে আর্থিকভাবে সক্ষম ও স্বাবলম্বী ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা ও তাদের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;

৩. সমবায় বিপণন উৎসাহিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন এবং বিপণনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. প্রতিটি শহর বাজারে "নিরাপদ সবজি কর্নার" ও "নিরাপদ ফল কর্নার" স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশীয় ফলমূল ও অন্যান্য খাবারের পুষ্টিগুণ প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ;

৬. পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্যপণ্যের প্রস্তুত ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা অপসারণে অগ্রাধিকার প্রদান;

৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আগাম-সতর্কতা ও বাজার তথ্যের অবাধ সরবরাহে দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কৌশল ২.৩ মূল্য-শৃঙ্খলের সকল পর্যায়ে পুষ্টিগুণ সংরক্ষণ ও উন্নতকরণ

ফসল উত্তোলন পরবর্তী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন, বাণিজ্য, বিজ্ঞাপন এবং খুচরা বিক্রয়ের সকল পর্যায়ে খাদ্যপণ্যের পুষ্টি মানের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্যশস্য ও ডালের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে জার্মিনেশন ও মল্টিং পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ধিতভাবে পুষ্টি উপাদান (আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ) ও অধিকতর জৈব-লভ্যতা প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। অপরদিকে উষ্ণতার দীর্ঘায়িত প্রভাবের কারণে পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান এবং পরিমাণ উভয় ধরনের ক্ষতি রোধকল্পে এই নীতি উপযুক্ত খাদ্য সংরক্ষণের উত্তম অনুশীলন ও চর্চাসমূহের বিকাশ ও প্রচারকে সহায়তা করবে। একইভাবে, হিমায়িতকরণ, আচার ও জুস (রস) প্রস্তুতকরণ, কৌটাজাতকরণ ও পাস্তুরিতকরণের মাধ্যমে খাদ্যপণ্যের কার্যকর স্থায়িত্বকালের প্রসার, খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অনুশীলনের বিকাশকে সমর্থন করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. মূল্য-শৃঙ্খলের সকল পর্যায়ে (পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, মজুত, পাইকারি, খুচরা বিক্রয়) খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিগুণ সংরক্ষণ;

২. সংকটকালীন অণুপুষ্টি ঘাটতি মেটাতে সম্ভাব্য ও কার্যকর ক্ষেত্রে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (ফর্টিফিকেশন) ও পুষ্টি বৃদ্ধি কার্যক্রম সম্পাদন;

৩. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)-এর মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন এবং স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি পুষ্টি সংরক্ষণে সহায়ক লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশ নিশ্চিতকরণ;

৪. সকল প্রকার খাদ্যের নিরাপদ মান (safety standard) নির্ধারণ এবং তা প্রতিপালনে নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রচার, খাদ্যের পুষ্টিগত মান, নিরাপদতার মাত্রা ও শনাক্তকরণ চিহ্ন (traceability) সম্বলিত লেবেলিং পদ্ধতি এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের সুবিধার্থে যথোপযুক্ত কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণ, প্রসার ও প্রচার (উদ্দেশ্য ৫ এর সাথে সম্পর্কিত);

৫. বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ—

(ক) খাদ্যের নিরাপদতা পরীক্ষা ও বাজার থেকে অনিরাপদ পণ্য প্রত্যাহার কার্যক্রম পরিচালনায় খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী, পরিবেশক, বিপণনকারী এবং খুচরা বিক্রেতাদের সাথে কার্যকর সংশ্লিষ্টতা এবং অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(খ) খাদ্য নিরাপদতার মান পরীক্ষা ও ফলাফল এবং অন্যান্য বিশ্লেষণধর্মী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অংশীজনের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন ও বিকশিতকরণ;

(গ) খাদ্যের মান ও মূল্য-শৃঙ্খল উন্নয়ন এবং সুবিধাজনক আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে অংশীদারিত্বমূলক তথ্যভাণ্ডার ও বাজার বুদ্ধিমত্তা (market intelligence) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তার।

৬. কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উৎসাহিতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার গুণগতমান বজায় রাখার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম হাইজিন গুণাগুণ নির্ধারণ ও বাধ্যতামূলককরণসহ ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণ।

কৌশল ২.৪ দরিদ্র ও খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি

গ্রামীণ দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। জমিতে গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার সীমিত হওয়ার কারণে তাদের আয়ের বৃদ্ধি মূলত কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের উপর নির্ভর করে। গ্রাম অঞ্চলে কৃষি-বহির্ভূত কার্যক্রমগুলো প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কুটির শিল্প, পরিবহন কার্যক্রম, মূল্য সংযোজনের জন্য কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত পরিষেবা, ছোট আকারের ব্যবসা এবং নির্মাণ। দক্ষতা বিকাশ, ঋণ প্রদান, পরিবহন অবকাঠামোগত উন্নতি এবং বিপণন সহায়তার মাধ্যমে এই নীতি গ্রামীণ অ-কৃষি অর্থনীতির আরও সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. গ্রামীণ যুবক ও নারীদের জন্য যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে কর্মমুখী প্রশিক্ষণের (যেমন, কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও সেবা) সুযোগগুলো বাড়িয়ে কৃষি এবং কৃষি বহির্ভূত কর্মক্ষেত্রের প্রসার ও প্রচার;

২. কৃষিভিত্তিক শিল্প ও গ্রামীণ কৃষি-বহির্ভূত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত ঋণ, প্রযুক্তি, তথ্যসেবাসহ অন্যান্য সহায়ক সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন এবং বিক্রয়ের সুযোগ তৈরিসহ ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে সমবায়ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশকে সমর্থন প্রদান;

৪. মূল্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে, বিশেষত নারীদের জন্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ত্বরান্বিতকরণ;

৫. প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে কোনো প্রকারের অযৌক্তিক বৈষম্য দূরীকরণ;

৬. স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে পরিবারগুলোতে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন করার কারিগরি সহায়তা প্রদান।

উদ্দেশ্য ৩: উন্নত পুষ্টিমান অর্জনকল্পে স্বাস্থ্যকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যই হচ্ছে উন্নত পুষ্টি, সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণের ভিত্তি। নিরাপদ এবং উন্নত মানের আমিষ ও অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য-ঘাটতির ফলে মানুষের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। বৈচিত্র্যময় খাদ্যপ্রাপ্তি একটি পরিবারের সকল ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অণুপুষ্টির সংস্থানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত।

শুধুমাত্র ক্যালরি-সমৃদ্ধ খাদ্যের পরিবর্তে পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ ফলমূল, শাক-সবজি, মৎস্য, দুগ্ধজাত ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে বৈচিত্র্য আনার অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ভোক্তার সার্বিক ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও বিশ্বায়ন। সেই সাথে ভোক্তাদের খাদ্যের ধরণ নির্ধারণে এ সকল চালিকাশক্তির নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সময়ের সাথে সাথে স্বল্প-পুষ্টিমান সম্পন্ন সহজলভ্য খাদ্য গ্রহণের মাত্রা বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ বিগত দশক থেকেই খাদ্য বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা চালিয়ে সুফল পাচ্ছে, তবে তা হচ্ছে ধীর গতিতে। 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' খাদ্য বৈচিত্র্য আনার প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে। এ লক্ষ্যে উচ্চ খাদ্যশক্তি অথচ স্বল্প পুষ্টিসমৃদ্ধ ও সহজলভ্য খাদ্য গ্রহণ নিরুৎসাহিতকরণে বিধি-নিষেধ প্রয়োগ, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য-সম্মত খাদ্যগ্রহণ জনপ্রিয়করণ, ভোক্তার সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে খাদ্য বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া উন্নয়ন ও পুষ্টিকর সুষম খাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থা উন্নতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

ভোক্তার খাদ্য নির্বাচন প্রায়শই ব্যক্তিগত জ্ঞান, স্বাদ, পছন্দ, আবেগ এবং ক্ষুধা মেটানোর প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো আবার ব্যক্তির সামাজিক পরিমণ্ডল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, স্থানীয় খাবার দোকানের উপস্থিতি, খাদ্যের ধরন ও মূল্যের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। এছাড়া, খাদ্য ব্যবস্থার সার্বিক রূপদানে সহায়তাকারী সরকারি নীতি-কৌশল ও আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের প্রচার প্রভাব ফেলে থাকে। এ সকল প্রভাব খাদ্য পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ভোক্তারা কী খাদ্য গ্রহণ করে তাতে তাদের ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারগুলোরও প্রভাব থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সার্বিক মূল্যবোধ তথা জনস্বাস্থ্য সচেতনতা, সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ, প্রাণি-কল্যাণ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে ভোক্তাদের অনেকেই খাদ্য বাছাই করেন।

কৌশল ৩.১: জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য সুপারিশকৃত মাত্রা অনুযায়ী টেকসইভাবে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন

দেশে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের পর্যাপ্ততা জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও জনমিতিক কাঠামোতে পরিবর্তন, নগরায়ণ ও আয়-বৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরূপ খাদ্য চাহিদার ধরনের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সর্বমোট খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। খাদ্য সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে প্রাক্কলিত ব্যবধান হ্রাস করতে সরকার বর্ধিত উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে। এছাড়া বিশেষত শহরাঞ্চলে আধুনিক ও সহজলভ্য খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. খাদ্যের যোগান ও পুষ্টি অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্যের চাহিদা ও ধরন নির্ধারণক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে কাঙ্ক্ষিত খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা প্রতিষ্ঠা;

২. জাতীয় পর্যায়ে সুষম খাদ্যের সংস্থানের জন্য বয়স, শারীরিক গঠন, লিঙ্গ, পেশা এবং কায়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ধরনভেদে শ্রেণিভিত্তিক চাহিদা মেটাতে জনপ্রতি খাদ্য শক্তি ও পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ;

৩. স্বাস্থ্যসম্মত ও সক্রিয় জীবন যাপনের জন্য মোট পুষ্টি চাহিদা বিবেচনায় রেখে পুষ্টির ঘাটতি বিশ্লেষণ করে জাতীয় পর্যায়ের চাহিদা মেটাতে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (বিশেষত চর, হাওড় ও পাহাড়ি এলাকায়) উৎপাদিত খাদ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বল্পতম মূল্যে পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন খাদ্যতালিকা প্রণয়ন ও প্রচার;

৫. সকলের জন্য পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ উন্নয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহ বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

৬. স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুষ্টি কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

কৌশল ৩.২: পুষ্টি-জ্ঞান বৃদ্ধি, উত্তম খাদ্য চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহদান

বাংলাদেশের জনগণের উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত ম্যাক্রো-পুষ্টি (শর্করা, আমিষ, চর্বি এবং তেল) গ্রহণের পাশাপাশি আয়রন, ভিটামিন-এ এবং অন্যান্য অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ব্যয়-সাশ্রয়ী ও কার্যকর পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এ ধরনের শিক্ষা কর্মসূচি খাদ্য মূল্য শৃঙ্খলে জড়িত সকল পক্ষসহ (প্রস্তুতকারী, পরিবহনকারী এবং বিপণনকারী) ভোক্তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষত গৃহস্থালি পর্যায়ে খাদ্য প্রস্তুতির কাজে জড়িতদের (যেমন, সেবা প্রদানকারী নারী) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি গুরুত্ব প্রদান করবে। এছাড়া, শিল্পভিত্তিক খাদ্য সমৃদ্ধকরণে খাদ্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধির কার্যক্রম হবে বিস্তৃত খাদ্য কৌশলের একটি অংশমাত্র, যা পুষ্টিকর খাদ্য প্রবর্তন ও খাদ্যতালিকা বৈচিত্র্যকরণের সম্পূরক হবে। এছাড়া এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা ও চাহিদা মেটাতে বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত পরিপূরক খাদ্যসমূহ (সমৃদ্ধকৃত খাদ্যসহ) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্যের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিকল্প এমন প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নয়। অণুপুষ্টির অভাবজনিত অপুষ্টির দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনা করে শুধুমাত্র অণুপুষ্টির অভাবে সংকটময় অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অণুপুষ্টির অভাব হ্রাসকল্পে একটি কার্যকর খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি (প্রতিষ্ঠিত মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ) বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং অণুপুষ্টি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিকে আরও সুসংহত করা প্রয়োজন। গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধ-দানকারী মাতা এবং শিশুদের (মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে প্রথম ১০০০ দিনের জন্য) পুষ্টি অবস্থার উন্নতিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া উচ্চ আয়ভুক্ত তিন-পঞ্চমাংশের তুলনায় নিম্ন আয়ভুক্ত দুই-পঞ্চমাংশ পরিবারের শিশুদের মধ্যে অধিকতর খর্বতার হার বিরাজমান থাকায় নিম্ন আয়ের দুই-পঞ্চমাংশ পরিবারের শিশুদের খর্বতার হার কমাতে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তির জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতকরণ, উপযুক্ত রন্ধন পদ্ধতির প্রচলন এবং স্থানীয় মৌসুমি পুষ্টিকর খাদ্য সংমিশ্রণে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি পরিচালনা, প্রসার ও প্রচার;

২. কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্যের মান ও মূল্য শৃঙ্খল বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীসহ সকল সম্প্রসারণ সেবায় নিয়োজিতদেরকে জাতীয়ভাবে খাদ্য-ভিত্তিক পুষ্টি উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়ের কাজে ভূমিকা রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৩. কিশোর-কিশোরী, নারী ও শিশুদেরকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর খাদ্য মিশ্রণ, অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ স্থানীয় খাদ্য প্রস্তুত প্রণালির ব্যবহার, নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেল বিষয়ে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুষ্টি আচরণ পরিবর্তনকারী যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা;

৪. অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পুষ্টি শিক্ষা কৌশলসমূহ বৃদ্ধি; দেশীয় খাদ্যের পুষ্টিগুণের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করার সাথে সাথে অপুষ্টিকর খাদ্যের প্রচার-প্রসারসীমিত বা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে বয়স, লিঙ্গ ও বিশেষ শারীরিক অবস্থা (গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধ-দানকারী) এবং জাতীয় অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের আলোকে খাদ্য নির্দেশিকা তৈরি এবং তার প্রচার ও ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ।

কৌশল ৩.৩: নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীতকরণ

অপুষ্টির নানা ধরন আছে। সব ধরনের অপুষ্টির অনেক আন্তঃসম্পর্কিত মৌলিক, তাৎক্ষণিক ও অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে যার প্রভাব দূর করতে একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। অপুষ্টির নানা কারণও থাকে। এর অনেকগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য এবং নিরাপদ পানীয় জল প্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকারের সমস্যা, শিশু ও ছোট শিশুর অপর্যাপ্ত সেবা ও খাওয়ানোর চর্চা, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য পরিসেবার অপর্যাপ্ততা, দারিদ্র্য এবং নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থা দ্বারা সৃষ্টি হয়।

পুষ্টি গ্রহণ ও সঠিক ব্যবহার ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে, যা আবার পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশনসহ অন্যান্য কারণের উপর নির্ভরশীল। তাই পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) উন্নতকরণে গৃহীত নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জোর দেয়া দরকার। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের শর্ত পূরণ করা না হলে ডায়রিয়া, অন্ত্রের কৃমি ও পুষ্টি শোষণ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মানবদেহে মল-বাহিত জীবাণুগুলোর প্রবেশ সহজতর হয়। ঘনঘন অসুস্থতা, পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতা বাড়িয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এবং অসুস্থতাসহ পুষ্টি অবস্থার অবনতির একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে। ব্যাকটেরিয়া, শিল্পবর্জ্য ও ক্ষতিকারক/মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক ভারী ধাতু (সিসা, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক ইত্যাদি) মুক্ত নিরাপদ খাদ্য ও পানির সংস্থানের উপর জোর দেবে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি। রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পরিস্থিতির উন্নতিতে নিশ্চিতভাবে অবদান রাখে। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে সরকার এনজিওদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এ ধরনের কর্মসূচি আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. প্রতিষেধক প্রদান কর্মসূচি সম্প্রসারণ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, কলেরা ও ডায়রিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচির সম্প্রসারণ;

২. প্রসব পূর্ববর্তী সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা, শিশুর বৃদ্ধি পরীক্ষণ ও পরামর্শদান এবং জাতীয় পুষ্টি সেবার বাস্তবায়ন জোরদার করা, কমিউনিটি ক্লিনিককে যুক্ত করা, শিশু এবং নারীদের ক্রমাগত দুর্বলতা এবং অণুপুষ্টির ঘাটতি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. পান করার জন্য ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি;

৪. স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার প্রস্তুতি, প্রদর্শন ও পরিবেশন এবং সঠিকভাবে হাত পরিষ্কার করাসহ উত্তম ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চা বৃদ্ধিতে প্রচারণামূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণ;

৫. পরিবেশসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিকিৎসা-বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ ও পুনরায় ব্যবহারের উপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সাধন;

৬. খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রাণি থেকে মানবদেহে সংক্রমণযোগ্য রোগ প্রতিরোধসহ বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি ও উত্তম স্বাস্থ্যবিধি চর্চার উন্নতি সাধন;

৭. বিভিন্ন শিল্প কারখানার ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশনের বা পরিবেশে অবমুক্তির পূর্বে তা শোধনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলককরণ।

উদ্দেশ্য ৪: দুর্যোগ প্রবণ, দুর্গম অঞ্চলস্থ দুস্থ জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে জীবন চক্রব্যাপী পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধিকরণ

দারিদ্র্য ও ক্ষুধা অবসানের লক্ষ্যে সকল শ্রেণি ও বয়স ভেদে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়া রোধকল্পে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রাকৃতিক, স্বাস্থ্যগত বা আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে স্বল্পকালীন বা মৌসুমি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে জীবন চক্রব্যাপী সামাজিক সুরক্ষা এবং খাদ্য-ভিত্তিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে সরকারি সমর্থন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সামাজিক সুরক্ষা এবং খাদ্য-ভিত্তিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় পরিচালিত মিশ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অভিঘাতের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি থেকে দরিদ্র ও অরক্ষিতদের পুনরুদ্ধার করা জরুরি। এ জন্য সামাজিক সহযোগিতার পাশাপাশি অভিঘাতের ক্ষতি প্রতিরোধমূলক দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি কার্যক্রমসমূহকে অধিকতর শক্তিশালীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া, সরকারি খাতে খাদ্য সংগ্রহ, মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের সাথে সু-সমন্বিতকরণের মাধ্যমে আরও কার্যকর এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা দরকার।

বন্যা, খরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রবণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সাধারণত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এ ক্ষেত্রে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর প্রভাবকগুলো ক্ষণস্থায়ী হলেও, এর ফলে বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পতিত হয়। অভিঘাতগুলো সাধারণত দ্রুততার সাথে উৎপাদনশীল সম্পদের ক্ষয় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটানোর পাশাপাশি কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ব্যাহত করে। এতে তাদের ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতাও অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হতে পারে। এ সকল কারণে তাৎক্ষণিক অভিঘাত ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর ও টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ধরনের নিরাপত্তা বেষ্টনী শুধুমাত্র স্বল্পস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা রোধের ক্ষেত্রেই নয়, স্বল্পস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় রূপান্তর এড়ানোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অন্যান্য অরক্ষিত গোষ্ঠী যথা-শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অথবা শহুরে বস্তিতে বসবাসকারী বাস্তুচ্যুতরা দীর্ঘকালীন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে। এ সকল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে একটি সু-পরিকল্পিত ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপস্থিতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এছাড়া কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষিতে দুর্যোগ প্রশমন করে এমন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কৌশল ৪.১. সরকারি খাদ্যশস্য মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার উন্নতিসাধন

বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকারি খাদ্যশস্য মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থা (বিশেষত প্রধান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে) একটি প্রধান 'প্রতিরক্ষামূলক' ভূমিকা পালন করে আসছে। এটি তিনটি উপায়ে ভূমিকা রেখে থাকে: (ক) সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের সহায়তা প্রদান; (খ) বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বা দুর্মূল্যের সময়ে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ভোক্তাদের সহায়তা প্রদান; এবং (গ) দুর্যোগ-কবলিত এলাকায় এবং দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য সরাসরি ত্রাণ সহায়তা বা সরকারি খাদ্য সহায়তা প্রদান। সাধারণত উৎপাদক ও ভোক্তা উভয় পক্ষই খাদ্যের বিরাজমান প্রত্যাশিত বাজার মূল্য থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদান করতে নিবিড় সংগ্রহ এলাকার গড় উৎপাদন ব্যয়ের থেকে কিছুটা উচ্চ স্তরে সরকারি সংগ্রহ-মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সরকারি খাদ্য মজুত ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত গুদামজাতকরণ ও মজুত সংরক্ষণের আধুনিক সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে সরকার ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও সম্পন্ন করেছে। এ ক্ষেত্রে সরকার উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থরক্ষায় ভারসাম্য বজায় রেখে খাদ্যপণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নতা ঠেকাতে বাজার সহায়ক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে। বাজার ব্যবস্থার স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি না করেই এটা করা সম্ভব। সরকারি গুদামে সংরক্ষিত পুষ্টিসমৃদ্ধ চালসহ খাদ্য পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক ও সহায়ক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এছাড়া খাদ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, বাণিজ্য প্রসার ও বিতরণ সুবিধা আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. সরকারি সংগ্রহ ও বিতরণের মৌসুমি পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থবছরের শুরুতে সাড়ে দশ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত সংরক্ষণ[৪];

২. সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে বাণিজ্যিক আমদানির সাথে সমন্বয় করে (দেশীয় উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমদানি নিরুৎসাহিত করাসহ) সময়মত ও দ্রুততার সাথে দুর্যোগ মোকাবিলা করার কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণ;

৩. সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় মজুতকৃত খাদ্যপণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. ফটকা কারবারির মাধ্যমে খাদ্যপণ্য মজুত এবং কৃত্রিমভাবে খাদ্য সংকট সৃষ্টি নিরুৎসাহিতকরণ ও এরূপ কার্যক্রম বন্ধ করতে নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং উপযুক্ত আইনি বিধি-বিধান চালুকরণ;

৫. নিয়মিতভাবে খাদ্য শস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বাজার মূল্য, মজুত এবং আমদানি পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ;

৬. সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের মাধ্যমে দরিদ্র ও অরক্ষিত ভোক্তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে যৌক্তিক পর্যায়ে মূল্য সহায়তা প্রদান;

৭. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান/চাল সংগ্রহ।

কৌশল ৪.২. দুর্যোগ প্রশমনমূলক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, পুনর্বাসন ও মোকাবিলা ব্যবস্থার উন্নয়ন

এই কৌশলের আওতায় দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার কৃষকদের উৎপাদনশীল ক্ষমতা দ্রুত ফিরে পেতে সহায়তা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে রক্ষার জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিচালনাকে স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। এ ক্ষেত্রে কৃষি অভিযোজন ও বহুমুখীকরণ কর্মকাণ্ড দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অসমর্থ পরিবারগুলোকে সহায়তা (যেমন, ঝুঁকি হ্রাস) প্রদানে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, দুর্যোগ-কবলিত এলাকায় সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব উপশমের ক্ষেত্রে একটি মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া, সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমে খাদ্যশস্যের পাশাপাশি ডাল, বাদাম, ভোজ্য তেল, মাছ ও শুঁটকির মতো পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্তকরণের উপায় খুঁজে বের করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই সর্বজনীন খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি জেন্ডার বিবেচনার উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয় না। পারিবারিক পর্যায়ে প্রাপ্ত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষত সঠিকভাবে খাদ্য নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ এবং শিশুর যত্নে পারিবারিক স্বাস্থ্যচর্চায় নারীর প্রয়োজনীয় ভূমিকা বিবেচনা করে কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ রেখে সরকারি খাদ্য মজুত নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালন করা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, সরকারের পাশাপাশি দুর্যোগকালে দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে কার্যকরভাবে খাদ্য বিতরণে বেসরকারি সংস্থাসমূহেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। সংকটকালীন খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দুর্যোগকালীন সময়ে দ্রুত ত্রাণ সরবরাহের জন্য যথাস্থানে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত গড়ে তুলে তার যথাযথ সংরক্ষণ করা দরকার। পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, খরা ও বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের ভূ-স্থানিক মানচিত্রায়ণের (GIS) মাধ্যমে দুর্যোগের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনসংখ্যা কাঠামো, আয় ও পুষ্টিগত দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট জাতীয় তথ্যভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে পারিবারিক স্তরের তথ্যের সাথে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের তথ্য সংযোজন করলে তা নিরাপত্তা বেষ্টনীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে একটি শক্তিশালী উপায় হতে পারে। এছাড়া, একক জাতীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা (single registry system)-এর আওতায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রেও ফলদায়ক হতে পারে। একটি শক্তিশালী দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা পরিচালিত হলে প্রবল দুর্যোগ ও প্রকট খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলাতেও সহায়তা করে। পুষ্টি ও জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা পরিচালনায় কাঠামোগত বা কাঠামো বহির্ভূত উভয় ধরণের উন্নয়নই গুরুত্বপূর্ণ। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। খরার কারণে ফলন হ্রাস-রোধে পরিপূরক সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণের পাশাপাশি নিমজ্জন ও খরা সহনশীল জাত উদ্ভাবন ও প্রসার, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমও দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৪ (তিন সালের স্বাভাবিক বিতরণ ৬.০ লাখ মেট্রিক টন+আপদকালীন মজুদ ৪.৫ লাখ মেট্রিক টন=১০.৫ লাখ মেট্রিকটন)

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. প্রতিকূল ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ও স্বল্প সময়ে উৎপাদনক্ষম শস্য, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসব উৎপাদনে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিকরণ;

২. সকল দরিদ্র পরিবার বিশেষত দরিদ্র কৃষক ও খামারিদের ক্ষেত্রে দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দরিদ্রদের বসত বাড়িতে ফসল ও প্রাণিপালনে সহায়তা প্রদানসহ 'আমার বাড়ি আমার খামার' জাতীয় ব্যবস্থার প্রসার;

৩. সরকারি খাদ্য মজুতের সময়োপযোগী ও কৌশলগত সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ কবলিতদের মাঝে দ্রুততার সাথে বিতরণ ছাড়াও বাজারে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ও দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রশমন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা সুসমন্বিতকরণ;

৪. দুর্যোগ-আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষত নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের গুরুত্ব দিয়ে আপৎকালীন সময়ে বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ পুষ্টিকর, নিরাপদ খাদ্য ও পানি সরবরাহ এবং সু-স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান;

৫. পুষ্টিগত দিক দিয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় সুরক্ষা কৌশলের লক্ষ্য নির্ধারণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কৌশল ৪.৩. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ ঝুঁকিপূর্ণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ

জীবন চক্রব্যাপী সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর দ্বারা সকলের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে এই কৌশলটির কার্যকর ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জীবনচক্রের সাথে সংযুক্ততার কারণে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীমূলক উদ্যোগ জীবনের নানা পর্যায়ের (যেমন-গর্ভাবস্থা, প্রসূতিকাল, শৈশব, কৈশোর বা প্রৌঢ়াবস্থা) জৈবিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখে। তাই পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে পুষ্টির প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে এসব উদ্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাব ফেলে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, গ্রামীণ ও কৃষির রূপান্তর এবং পরিবর্তনশীল বৈষম্যের কারণে অনেক মানুষ কর্মহীন হতে পারে এবং এরা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে। নির্ভরযোগ্য ও অনুমিত সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীসমূহে সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের (যেমন- বয়স্ক, দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী) অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলোকে আরও সুফলদায়ক করা সম্ভব। সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর ভিত্তি করে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হয়। যেমন- ভৌগোলিক (প্রত্যন্ত বা দরিদ্র পীড়িত অঞ্চল), মৌসুমি (ফসল তোলার পূর্ববর্তী সময়) এবং বিপর্যয়ের তীব্রতা (ব্যাপক বন্যা বা খরা)। লক্ষ্য নির্ধারণের এই বিষয়গুলো কিছু ক্ষেত্রে একে অন্যের সীমা অতিক্রম (overlapping) করতে পারে। একইভাবে অতি দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ এবং কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

এ কৌশল সকল অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অভীষ্ট করে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা এবং নগদ সহায়তার পরিপূরক হিসেবে খাদ্য সহায়তা ও প্রশিক্ষণ সুবিধাকে যুক্ত করে পুষ্টি সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে রূপরেখা প্রণয়নে সাহায্য করবে। সামাজিক বীমা সুবিধাগুলোর জন্য রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে গর্ভবতী নারী ও মাতৃদুগ্ধ দানকারী মাতাদের মতো পুষ্টির দিক দিয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়াতে এই কৌশল সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:—

১. ভ্রাম্যমাণ, অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় বসবাসরত অসমর্থ ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী শক্তিশালীকরণ;

২. পুষ্টির দিক থেকে অরক্ষিত দল বিশেষত মা ও শিশুদের জন্য পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচিসহ উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন;

৩. মৌসুমি অভাবের সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (বিশেষত নারীর আয়ে পরিচালিত পরিবার বা নারী প্রধান পরিবার) জন্য সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি/মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিতকরণ;

৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সাথে কৃষি উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং খাদ্যপণ্যের ব্যবসা উন্নয়নের উদ্যোগসমূহের যথাযথ সমন্বয়সাধন ও সহযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

৫. মহিলা প্রধান খানা এবং নিরক্ষর মায়েদের খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ এবং কর্মসূচিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি বিবেচনা করা যেতে পারে;

৬. কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান চালু ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

৭. দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন, মজুত, বিক্রয় প্রভৃতির ডিজিটালাইজকরণ বা তথ্য প্রতিনিয়ত হালনাগাদকরণ ও জনসংখ্যা অনুপাতকে খাদ্যের পর্যাপ্ততা বিষয়ে সরকারকে প্রতিনিয়ত অবহিতকরণ।

উদ্দেশ্য ৫: খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তঃখাত কাঠামোর উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও অংশীজনদের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কার্যকর রূপরেখা প্রণয়ন এবং নীতি ও কর্মসূচির বাস্তবায়নে বহুখাত-ভিত্তিক পরিকল্পনা, সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন বাঞ্ছনীয়। পুষ্টির ফলাফল সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে এটা দরকার । নীতি-কৌশল ও কর্মসূচিসমূহ পরস্পর সংগতি করতে সেগুলোর সময়ানুগ ও কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সময়ের ধারাবাহিকতায় কৌশলগুলোকে যথাযথভাবে হালনাগাদ করে অধিকতর কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সামগ্রিক সুশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন। বহুখাত-ভিত্তিক কার্যক্রমসমূহকে (যেমন- মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিমূলক উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, প্রস্তুতকরণ ও খাদ্য গ্রহণ) সকল আঙ্গিক থেকে জেন্ডার ও পুষ্টি সংবেদনশীল করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বহুখাত-ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। একইভাবে, খাদ্যের ক্ষতি এবং অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত মান-ভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (যেমন-রাসায়নিক, ট্রেস উপাদান, ভারী ধাতু, ক্ষতিকর অণুজীব এবং তাদের উৎস থেকে খাদ্য দূষণ মুক্তকরণে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণধর্মী কার্যকলাপের মাধ্যমে নজরদারি ব্যবস্থা ও নিরাপদ খাদ্য আইনে চিহ্নিত অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে শাস্তি-বিধান বাঞ্ছনীয়। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির এই উদ্দেশ্য অর্জনে সরকার নিম্নোক্ত কৌশলাদি গ্রহণ করবে।

কৌশল ৫.১ খাদ্য নিরাপদতা উন্নতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সার্বিক উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান বর্তমানে একটি ক্রমবর্ধমানভাবে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চিন্তা। বিভিন্ন উৎসের খাদ্য রাসায়নিক, অতিক্ষুদ্র ট্রেস-উপাদান, ভারী ধাতু ও ক্ষতিকর অণুজীব দ্বারা দূষিত হয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে দূষণমুক্ত করে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত খাদ্য নিরাপদতার মান অনুসারে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে সহায়ক কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পরিচালনার মাধ্যমে নাগরিকদের আশ্বস্ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'খাদ্য অধিকার' হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নীতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে, নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে গৃহীতব্য নিয়ন্ত্রণধর্মী কার্যকলাপের যৌক্তিকভাবে নজরদারি ব্যবস্থা পরিচালনা করে চিহ্নিত অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে শাস্তি বিধান এবং একই সঙ্গে খাদ্য প্রতারণা ও দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) অধীনে স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি এবং বাণিজ্যে কারিগরি বাধা (Technical Barriers to Trade) সংশ্লিষ্ট চুক্তি এবং কোডেক্স আলিমেনট্যারিয়াস কমিশন (Codex Allementarious Commission)-এর সদস্য হিসেবে নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকরণে স্বাক্ষরকারী দেশ। তাই খাদ্য উৎপাদন থেকে গ্রহণ পর্যন্ত পুরো খাদ্য শৃঙ্খলে উত্তম চর্চার ব্যবহার ও দূষণ রোধের পাশাপাশি খাদ্য বিতরণের সঙ্গে জড়িত সকল স্বাস্থ্য-ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রতিরোধে অগ্রাধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:—

১. সনদ প্রদানকারী, পরিদর্শনকারী ও সত্যতা যাচাইকারী সংস্থাসমূহের অ্যাক্রেডিটেশনের দ্বারা নিরাপদ খাদ্যমানের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে সম্মতি প্রদান ব্যবস্থা (compliance) উন্নয়ন ও পরিচালনা নিশ্চিত করা;

২. খাদ্য নিরাপদতার জন্য যথাযথভাবে স্বীকৃত ল্যাবরেটরিসমূহের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সেবা সম্প্রসারণ;

৩. খাদ্য দূষণ ঝুঁকি বিশ্লেষণের ফল প্রকাশ, প্রচার এবং ভারী-ধাতু, মাইকোটক্সিন ও দূষণমুক্ত খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি;

৪. প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদন কার্যক্রম (যেমন- উত্তম কৃষি চর্চা, উত্তম মৎস্য চর্চা, উত্তম প্রাণি-পালন চর্চা) এবং মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদনে উত্তম পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিমান সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচার;

৫. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে উত্তম উৎপাদন চর্চা, উত্তম স্বাস্থ্যবিধি চর্চা এবং বিপত্তি-বিশ্লেষণ ও সংকট নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (HACCP) কমপ্লায়েন্ট হওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে সহায়ক অনুশীলন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;

৬. শস্য, প্রাণি ও মৎস্যজাত পণ্যের (উদ্দেশ্য-২ এর সাথে সংশ্লিষ্ট) নিরাপদতা ও গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানসহ দূষণ উৎসের সন্ধান লাভে (traceability) লাগসই পদ্ধতির বিকাশ, উন্নয়ন ও তার যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;

৭. উৎপাদন ও খাদ্য বিপণন শৃঙ্খলে ক্ষতিকারক সংরক্ষণ-উপকরণ (preservative) এবং বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

৮. নিরাপদ খাদ্য আইন ও প্রবিধানের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সংগ-নিরোধ ও আমদানি নীতি আদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীর সাথে সমন্বয় করে নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;

৯. প্রতি বছর নিয়মিতভাবে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ও জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন;

১০. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও ভোক্তা সচেতনতা উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপদতার বিষয়ে ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, ফলাফল পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশ;

১১. খাদ্যপণ্য ও ঔষধ পণ্যে ভেজাল প্রদানকারীর সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান আজীবন কারাবাস হওয়া বাঞ্ছনীয়করণ।

কৌশল ৫.২ খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপচয় হ্রাস

খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতির কারণে পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক মূল্য হ্রাস পায়। খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপচয় পরোক্ষভাবেও নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। ফসল আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন এবং বিপণনের সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খাদ্য নষ্ট হয়। খাবার প্রস্তুত করার আগে গৃহস্থালি পর্যায়ে মজুতকালে অতিরিক্ত হারে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ঘটে থাকে। খাদ্য বর্জ্য বলতে সাধারণত বাড়িতে, হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং ক্যাটারিং-সেবায় সংঘটিত টেবিল বর্জ্যকে বোঝায়। বিভিন্ন পন্থা এবং কৌশলের মাধ্যমে মূল্য শৃঙ্খলে কার্যকরী সব পর্যায়ে ঘটতে থাকা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপচয় অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

খাদ্যের ক্ষতি ও অপচয় রোধে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ—

১. ফসল উত্তোলনে সঠিক সময় ও আহরণ প্রযুক্তি নির্ধারণ এবং খামার-পর্যায়ে মজুত কার্যক্রমে উন্নত পদ্ধতি ও অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যের ক্ষতি হ্রাস ও অপচয় (পুষ্টিমান অপচয়সহ) রোধ নিশ্চিতকরণ;

২. বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বনে উদ্ভাবিত ব্যয়-সাশ্রয়ী লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য ক্ষতি ও অপচয় হ্রাস কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উত্তম পদ্ধতি ও আচরণ অনুশীলন জোরদারকরণ (উদ্দেশ্য-২ এর আওতায় উৎপাদন পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, প্যাকেজিং, মজুত, বিপণন এবং অব্যবহৃত খাদ্য পুনর্ব্যবহার সম্পর্কিত); কৃষিপণ্য পরিবহনকারী ট্রেন, ভ্যান ইত্যাদিতে রিফ্রিজারেশন ব্যবস্থা রাখা;

৩. খাদ্য অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেরা অনুশীলন ও অভ্যাসসমূহ অনুসরণ করে ব্যবহারিক জ্ঞান, শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রচার বৃদ্ধিকরণ;

৪. খাদ্য অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবহারিক জ্ঞান, শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রচার বৃদ্ধিকরণ।

কৌশল ৫.৩ তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং বৃহত্তর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নীতিমালা ও কর্মসূচির হালনাগাদ পরিসংখ্যান ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম উন্নতকরণ

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে বিশ্লেষণভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক ও বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন-পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলসমূহের যথাযথ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। সময়মত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে নীতি বিকল্প বা পছন্দসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মূলনীতি হচ্ছে, প্রমাণভিত্তিক নীতি-পরিকল্পনা, বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ ও সংলাপের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতার সঙ্গে নীতি পছন্দসমূহের বাছাই, পর্যালোচনা ও জবাবদিহিতা পদ্ধতির উন্নয়ন। নীতি বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে করে তাদের পরিচালিত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া নীতি-সুপারিশসমূহ সরকারি নীতি-নির্ধারণী কার্যক্রমে প্রমাণ-ভিত্তিক ও বিশ্লেষণাত্মক ফলাফল প্রাপ্তিতে অতিরিক্ত উৎস হিসেবে অবদান রাখতে পারে। এ কারণে, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সমর্থনে বাড়তি সক্ষমতা প্রাপ্তিতে সরকার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণাত্মক ও নীতি-পরিকল্পনা কার্যক্রমে অবদান রাখার সক্ষমতা ও সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও সহায়তা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:—

১. নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, সমন্বয়, সামঞ্জস্যকরণ ও বৈধকরণ, বিনিময় ও প্রসার এবং উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদকৃত তথ্য, পরিসংখ্যান, বিশ্লেষণ ও পরামর্শপত্র প্রণয়ন ও প্রচার। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ;

২. খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা ও মূল্য সংশ্লিষ্ট পূর্বাভাস প্রদানের জন্য 'বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার (Big Data)'-ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি, পুষ্টিগত ফলাফল এবং প্রভাবের উপর নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালন ও নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ;

৪. একটি ক্রিয়াশীল, সুসংহত ও পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত অগ্রাধিকার মেটাতে সক্ষম এমন কর্মপরিকল্পনার নকশা উপস্থাপন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও পদক্ষেপসমূহের সার্বিক সমন্বয়;

৫. বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাত (ব্যক্তি খাত, সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদির সাথে পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিগুলোকে যুক্তকরণে সহায়তা প্রদান;

৬. জাতীয় আর্থসামাজিক উন্নয়ন কৌশলাদিতে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের প্রতিশ্রুতির স্বপক্ষে নীতি-পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা সুসংহতকরণ।

কৌশল ৫.৪ খাদ্য ব্যবস্থায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিচালন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার ভূমিকার উন্নয়ন

নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ বাজারের আচরণ ও কর্মক্ষমতা উন্নতি করতে প্রবিধান প্রয়োজন। এ সকল আইনি নির্দেশনা ও নিয়মকানুন যাতে কার্যকর হয়, তার জন্য বাধ্যবাধকতামূলক (কমপ্লায়েন্স) কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বিদ্যমান নির্দেশনা ও নিয়মকানুন হালনাগাদ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে নতুন কিছু নিয়ম-পদ্ধতি গড়ে তুলবে।

জলবায়ু অভিঘাত সহনশীলতা বলতে জলবায়ু সংক্রান্ত আঘাতকে প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতাকে বোঝায়। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভিঘাত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চাপ-সহনশীল (খরা, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, উষ্ণতা বা শীতলতা) বিভিন্ন জাতের ফসল এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুশীলনের (উদ্দেশ্য ১ এর সঙ্গে সংযুক্ত) মাধ্যমে জলবায়ুর অভিঘাতের ক্ষতি প্রতিরোধ ও পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা উন্নত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শস্য এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধাসমূহ গ্রহণকল্পে শস্য ও কৃষি কার্যক্রমকে প্রয়োজনমাফিক বিকল্প ধারায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উৎপাদকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে তাদের অভিঘাত সহিষ্ণুতা উন্নতকরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' উন্নত প্রযুক্তির সংস্থানের মাধ্যমে জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণুতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন উৎপাদন কার্যক্রমের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে তুলনামূলক সুবিধা নির্বাচন, আর্থিক ও অন্যান্য সরকারি সহায়তা প্রাপ্তির (যেমন- কৃষি বীমা, ক্ষুদ্র ঋণ ও দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচি) ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কৃষক ও খামারিদের কমিউনিটি গড়ে তোলায় জোর দিয়েছে।

জেন্ডার-মেইনস্ট্রিমিং হলো একটি আন্তঃখাত (ক্রস কাটিং) উপাদান, যা খাদ্য ব্যবস্থা ও মূল্য-শৃঙ্খলের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি বিষয় হতে পারে; যেমন- নারীরা খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং পুষ্টিকর খাবার আহরণ ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রভাবক অথবা মূল ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে, জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য নারীর উৎপাদনশীল অবদান সীমিত করে এবং তাদের নেতিবাচক পরিস্থিতিতে ফেলে। নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থায়নের ব্যবস্থা যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং জেন্ডারভিত্তিক অসাম্য ও বৈষম্য মোকাবিলায় জেন্ডার-মেইনস্ট্রিমিংয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি খাদ্যব্যবস্থা ও মূল্য-শৃঙ্খলের সব আঙ্গিক থেকেই জেন্ডার-মেইনস্ট্রিমমূলক প্রচারণা বৃদ্ধি করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:—

১. দক্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও খাদ্য নিরাপদতা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া পরিচালনার পাশাপাশি খাদ্য বাজার ব্যবস্থাপনা ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ, প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন, মাতৃদুগ্ধ বিকল্প ও পরিপূরক শিশু খাদ্যসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, খাদ্য মূল্য স্থিতিশীলকরণ, খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা, জৈব-নিরাপদতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট নীতি ও কৌশলাদির কার্যকর বাস্তবায়ন;

২. জেন্ডারভিত্তিক জ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বাজারে নারীদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিতে জেন্ডার-ভূমিকা জোরদারকরণ;

৩. খাদ্য ব্যবস্থায় জলবায়ু-অভিঘাত সহনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে লাগসই পদ্ধতির বিকাশ, উন্নয়ন, প্রসার ও উন্নতকরণ।

কৌশল ৫.৫ অংশীজন সমন্বয়ে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিতে শাসন পদ্ধতি, নীতি-সংগতি, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ ও নেতৃত্ব জোরদারকরণ

উন্নয়ন কর্মসূচি ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণকালে নীতিগত অগ্রাধিকারগুলো একত্রিত করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার সক্ষমতা জোরদার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিসহ খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট সকল কৌশলপত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বারা কার্যকর করা হবে। এছাড়া নীতি পরিবর্তনের কার্যকারিতা ও প্রভাব পর্যালোচনার জন্য একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার কার্যকর কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করা জরুরি। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থা 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' বাস্তবায়নে তাদের সক্ষমতার ঘাটতি নিরূপণ করবে ও ঘাটতি পূরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সমন্বিত কার্যক্রমকে স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃতকরণসহ ফলাফল পর্যবেক্ষণ, কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকারি খাতে বিরাজমান সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা একটি বড় বাধা হিসেবে দেখা দিতে পারে। বিনিয়োগ কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশলে প্রয়োজনীয় সংশোধনক্রমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির কাম্য ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে।

বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট শাসন-কাঠামোর শীর্ষে রয়েছে 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)', যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিবগণের সমন্বয়ে গঠিত ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি। খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এফপিএমসি'র সভায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সব দিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা, সমন্বয় ও ফলাফল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদুপরি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির আওতাভুক্ত কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনে স্থানীয় পর্যায়ের (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) কার্যালয়সহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি সংস্থা ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট

(এফপিএমইউ)'র মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে। অপর্যাপ্ত বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা, সীমিত মানবসম্পদ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতার ফলে অ্যাড-হক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ কারণে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণে বেসরকারি খাত, রাষ্ট্র-বহির্ভূত সহায়ক প্রতিষ্ঠান এবং প্রভাবক ক্ষেত্রগুলোকে যুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে এফপিএমইউ'র নেতৃত্বাধীন সমন্বয় ব্যবস্থা চলমান আছে। এ ক্ষেত্রে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা উন্নয়ন করার জন্য নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা দৃঢ়করণ হলো আরেকটি চ্যালেঞ্জ, যা একটি যথাযথ সমন্বয় কৌশল প্রণয়ন করে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বহু খাতভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে গৃহীতব্য কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে নীতি সংগতি প্রতিষ্ঠা। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি এমন একটি কাঠামো তৈরি করবে যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে নীতি সংগতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহ উন্নত করাসহ এতদসংশ্লিষ্ট সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময় এবং খাদ্য ও পুষ্টি অবস্থার পরিবর্তনশীলতা বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার;

২. নীতি-গ্রহণ, পুষ্টি নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদসহ প্রাসঙ্গিক সচিবালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা;

৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সকল ক্ষেত্রে নীতি-সংগতি প্রতিষ্ঠা করা;

৪. স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, মাঠ প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থা (সামাজিক ও ব্যক্তি খাতসহ) এবং নিরাপদ খাদ্য ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সমন্বয় ও যৌথ প্রচেষ্টার উন্নয়ন;

৫. সরকারি খাতের প্রযুক্তি ও জ্ঞান স্থানান্তরের সুবিধা দিয়ে বেসরকারি খাতকে শক্তিশালীকরণ;

৬. ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি প্রতিনিধিত্বকারী সমন্বয়ক সত্তা গঠন ও কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিতকরণে সরকারের পক্ষ থেকে সহায়ক ভূমিকা পালন, যাতে করে বিচ্ছিন্নভাবে কার্যরত গোষ্ঠী-সত্তাগুলোকে একত্রিত করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখার সুযোগ বৃদ্ধি ও যৌথ প্রচেষ্টাসমূহ সুসংহত করা;

৭. বেসরকারি খাত ও সামাজিক সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সরকারি সমর্থন প্রদানের পাশাপাশি তাদের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ সক্ষমতা উন্নয়নে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকল্পে:

   ক. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সমন্বয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ;

   খ. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র, ব্যবসায়িক ক্ষেত্র এবং প্রভাবক এলাকার আর্থসামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে একটি তথ্য, জ্ঞান ও বিশ্লেষণধর্মী নীতিগত অবস্থান গ্রহণপূর্বক কার্যকরভাবে নীতি নির্ধারকদের সাথে চলমান ও আসন্ন বাস্তবতার নিরিখে মত বিনিময়ের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের অবদান রাখার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ;

৮. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অংশীজনদের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো তৈরি ও উন্নয়ন এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (পিটুপি) ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) কার্যক্রমে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে কাঙ্ক্ষিত উপযোগিতা (value for money) প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

৯. সার্বিক খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ জোড়দারকরণ।

ঙ. নীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সকল ক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব দান করছে পুনর্গঠিত 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি' (এফপিএমসি)। এফপিএমসি বর্তমানে সকল পরিকল্পনা, সমন্বয় ও মনিটরিং-এর ম্যান্ডেট নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ও পরিচালন কাঠামোর শীর্ষ পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো । জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সময় একই গঠনতান্ত্রিক কাঠামো অনুসরণ করা হবে। এফপিএমসি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারি সংস্থার খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সার্বিক নেতৃত্ব ও উপদেশ প্রদান করবে। প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় সামাজিক সংস্থা ও বেসরকারি খাতের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সংস্থাসমূহের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)-এর বর্তমান কাঠামোতে রয়েছে দশটি মন্ত্রণালয় (খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)। এসব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের বেশির ভাগই খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির কেন্দ্রীয় একটি অঙ্গ হিসেবে উন্নত পুষ্টিমান অর্জনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বিধায় ভবিষ্যতে এফপিএমসি'র সদস্যপদ সম্প্রসারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সমূহকে অন্তর্ভুক্তি বিবেচনাযোগ্য। এই নীতি বাস্তবায়নকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাসময়ে এফপিএমসি'তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হবে, যাতে করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এফপিএমসি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সার্বিক নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকা সফলভাবে পালন করতে পারে।

চ. উপসংহার

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি'র মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন। এ কারণে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প, কর্মসূচি, কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হবে। বহু খাতভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের ফলাফল হিসেবে উন্নত পুষ্টিমান অর্জনে ভূমিকা রাখার বিষয়টিকে এই নীতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জনে সহায়তাকারী সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসহ স্থানীয় সরকার, জাতিসংঘ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের আওতায় বর্তমানে পরিচালনাধীন এবং ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সকল প্রকল্প, কর্মসূচি, কর্ম-পরিকল্পনা, কৌশল ও নীতিসমূহকে 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ করা হবে। সর্বোপরি স্থানীয় পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে সমন্বয় সাধন, সহযোগিতা উন্নয়ন ও যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন চলমান রেখে সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আশা করা হচ্ছে, 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' কার্যকর করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রতি ৫(পাঁচ) বছরান্তে পর্যালোচনা এবং সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে সকল সময়ে সকল নাগরিকের জন্য কাঙ্ক্ষিত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে সফল হবে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয়

খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা

২০২০

খাদ্য মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

এপ্রিল ২০২১

সহযোগী মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও পাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি সহযোগিতা

বারডেম জেনারেল হাসপাতাল

জাতীসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

ISBN 978-984-35-0624-5

এপ্রিল ২০২১

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	v
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	vii
ভূমিকা	০১
বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতি	০২
খাদ্যভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার মূলনীতি প্রচারে পুষ্টি-সংবেদনশীল নীতিমালা এবং কৌশল	০৪
খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার লক্ষ্যসমূহ	০৪
জনগণের পুষ্টি উপাদান গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা	০৫
বাংলাদেশের জন্য দৈনিক কাঙ্খিত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ	০৬
বাংলাদেশের জনগণের আদর্শ খাদ্য গ্রহণের নির্দেশাবলী	০৯
নির্দেশিকা ১ : প্রতিবেলায় সুষম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করুন	১০
নির্দেশিকা ২ : পরিমিত পরিমাণে তেল ও চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন	১৭
নির্দেশিকা ৩ : প্রতিদিন সীমিত পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করুন	২০
নির্দেশিকা ৪ : মিষ্টিজাতীয় খাদ্য সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন	২২
নির্দেশিকা ৫ : প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি ও পানীয় পান করুন	২৩
নির্দেশিকা ৬ : নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করুন	২৪
নির্দেশিকা ৭ : সুষম খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি নিয়মিত শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে আর্দশ ওজন বজায় রাখুন	২৬
নির্দেশিকা ৮ : সঠিক পদ্ধতিতে রান্না, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং সুস্থ জীবনযাপনে নিজেকে অভ্যস্ত করুন	২৮
নির্দেশিকা ৯ : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে বাড়তি খাদ্য চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করুন	৩০
নির্দেশিকা ১০ : শিশুকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ দিন এবং ৬ মাস পর বাড়তি খাদ্য প্রদান করুন	৩১
পরিশিষ্ট	৩৩
সংযুক্তি ১ : বাংলাদেশের জন্য খাদ্য নির্দেশিকা পিরামিড	৩৩
সংযুক্তি ২ : বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত পুষ্টিকর খাবারের প্লেট	৩৫
সংযুক্তি ৩ : শারীরিক শ্রম পিরামিড	৩৬
সংযুক্তি ৪ : খাদ্যের আদর্শ পরিমাপ	৩৭
সংযুক্তি ৫ : খাদ্য পরিবেশন তালিকা	৩৮

সংযুক্তি ৬ : খাদ্য গ্রহণ ও জীবনযাত্রার মূল্যায়ন	৩৯
সংযুক্তি ৭ : মেনু পরিকল্পনা	৪০
সংযুক্তি ৮ : বিভিন্ন বয়সের পুষ্টি চাহিদা	৪৩
৮.১ : বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর প্রোটিন, চর্বি ও আঁশের চাহিদা	৪৩
৮.২ : বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর ভিটামিন চাহিদা	৪৪
৮.৩ : বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর খনিজ লবণের (ম্যাক্রোমিনারেল) চাহিদা	৪৫
৮.৪ : বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর খনিজ লবণের (মাইক্রোমিনারেল) চাহিদা	৪৬
সংযুক্তি ৯ : ভারতীয়দের জন্য পুষ্টি উপাদানের আনুমানিক গড় চাহিদা, ২০২০	৪৭
সংযুক্তি ১০ : ভারতীয় সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা (আরডিএ) ২০২০ এর উপর ভিত্তি করে মাঝারি ধরনের শারীরিক কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তির নমুনা খাবারের তালিকা	৪৯
সংযুক্তি ১১ : নির্বাচিত শব্দকোষ	৫০

মুখ বন্ধ

গত তিন দশকে বাংলাদেশ শিশু পুষ্টিহীনতা এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। কিন্তু এখনো বিশেষত ভিটামিন এ, ফলিক এসিড, ক্যালসিয়াম, জিংক, আয়োডিন প্রভৃতি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাবজনিত সমস্যা এবং শিশুর খর্বতা, কৃশতা, কম জন্ম ওজন প্রভৃতির মত গুরুতর ও পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা বিদ্যমান। পাশাপাশি পুষ্টি সংশ্লিষ্ট অসংক্রামক ব্যাধি ও শিশুর রোগ এবং মৃত্যু হার বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। দীর্ঘমেয়াদী অসংক্রামক রোগ এবং শারীরিক সমস্যা যেমনঃ অতিরিক্ত ওজন, স্থুলতা, হৃদরোগ, ডায়বেটিস, লিভারের রোগ এবং কয়েক ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধের পূর্বশর্ত হলো স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ।

বিভিন্ন খাদ্যশ্রেণি থেকে সকল খাবার গ্রহণ করা উচিত যা দেহের বৃদ্ধি, গঠন এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পুষ্টি সরবরাহ করে। খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে খাদ্যের বৈচিত্র ও মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত যাতে মানুষ সহজে বৈচিত্র্যপূর্ণ, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে বয়স-ভিত্তিক বিভিন্ন দলের খাদ্যশক্তি, ম্যাক্রো এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্যকর এবং উৎপাদনশীল জীবন যাত্রা নিশ্চিত করে। উপস্থাপিত খাদ্য নির্দেশিকাটি খাদ্য গ্রহণের খাদ্যভিত্তিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা জনসাধারণের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থার অব্যাহত উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। এটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য যেমনঃ ফল, শাক-সবজি, শস্যদানা, ডাল, বাদাম তৈলবীজ, দুধ ও দুধ জাতীয় খাদ্য, ডিম, চর্বি ছাড়া মাংস এবং মাছ গ্রহণকে উৎসাহিত করবে। নির্দেশিকায় সাধারণ জনগণের জন্য ও যাদের বিভিন্ন বয়স ও রোগভিত্তিক বাড়তি পুষ্টি চাহিদা রয়েছে তাদের দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপদেশ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান নির্দেশিকাটি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০১৫ কে ২০১০ সালের হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে-এর খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত উপাত্ত, এশিয়ার নির্দিষ্ট কিছু দেশের নির্দেশিকা পর্যালোচনা করে এবং পুষ্টি পর্যাপ্ততা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি বাংলাদেশ ডিজায়্যারেবল ডায়েটারি প্যাটার্ন (ডিডিপি) এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরো গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়েছে।

বর্তমান নির্দেশিকা প্রণয়নে হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে-এর ২০১৬ এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং ২০১০ ও ২০১৬ এর খাদ্য গ্রহণ প্যাটার্ন এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য ভাবে খাদ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধির সাথে জড়িত বিশেষত ভাত গ্রহণের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং শস্য নয় এমন খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বৃদ্ধিকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

এই নির্দেশিকাটি প্রণয়নে ২০১৫ সনের নির্দেশিকার বার্তাসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে এবং সকল বয়স-শ্রেণির খাদ্য সংশ্লিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী রোগের জন্য সর্বশেষ প্রমাণ-ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাসের প্রচার এবং সহায়তার জন্য যাতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার সঠিক পরিমাণে গ্রহণে গুরুত্ব দেয়া হয় সে বিষয়ে এই নির্দেশিকায় খাদ্য গ্রহণ এবং পুষ্টি চিকিৎসার লক্ষ্য বিষয়ক তথ্যও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বারডেম, জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্যে পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, জাতীসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় অন্যান্য অংশীদারদের অংশীদারীত্বে তৈরি নির্দেশিকাটি পুষ্টি, খাদ্য ও খাদ্যভ্যাস এর ক্ষেত্রে এই পুষ্টি নীতিমালা জনগণের পুষ্টি সচেতনতা ও অভ্যাস পরিবর্তনে একটি শিক্ষামূলক উপকরণ হিসেবে কাজ করবে বলে

আশা করা যায়। উল্লেখ্য এই নির্দেশিকাটি যারা গুরুতর স্বাস্থ্য জটিলতার ভুগছেন এবং যাদের বিশেষ খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রয়োজন হয় তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

আমারা আশা করি হালনাগাদকৃত জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা-২০২০ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হবেন।

মোঃ শহীদুজ্জামান ফারুকী
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট
খাদ্য মন্ত্রণালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই খাদ্যভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা দেশব্যাপী একটি বৃহৎ পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার ফলাফল। এই নির্দেশিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার দেয়া প্রস্তাবনার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ।

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, সংস্থা, পুষ্টিবিশেষজ্ঞ, চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ, বহুবিভাগীয় অংশীদার, উন্নয়ন সহযোগী, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন সুশীল সংগঠনকে এই নির্দেশিকা তৈরিতে তাদের অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষেভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মাৎ নাজমানারা খানুম-কে তাঁর সার্বিক নেতৃত্ব, সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য।

এছাড়া সার্বিক সহায়তা ও নির্দেশনার জন্য আমরা জনাব মোঃ বদরুল আরেফীন, প্রাক্তন মহাপরিচালক (বর্তমানে সচিব), খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান ফারুকী, মহাপরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ হাজিকুল ইসলাম, গবেষণা পরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোস্তফা ফারুক আল বান্না, সহযোগী গবেষণা পরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়-কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সেই সাথে, সহায়তামূলক নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য কতজ্ঞতা জানাচ্ছি ডাঃ খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, ডাঃ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং ডাঃ নন্দলাল সূত্রধর, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টিসেবা-কে।

আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই ডঃ কামরুন নাহার, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, বারডেম-কে, যিনি কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট পরামর্শক দলগুলোর সাথে কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০২০ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

আমরা ডঃ এডউইন সেনিজা সালভাদর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক সহকারী প্রতিনিধি, মিস ফারিয়া শবনম, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, পুষ্টি এবং মিস ফারজানা বিলকিস, সাবেক ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে তাদের মূল্যবান কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা জনাব রবার্ট ডি সিম্পসন, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধি ডঃ নুর আহাম্মদ খোন্দকার, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহকারি প্রতিনিধি (প্রোগ্রাম) এবং ইউএসএইড-ইইউ এর অর্থায়নে এফএও এর মিটিং দি আন্ডারনিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্প টীম এর জনাব নাওকি মিনামিগুচি, প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা, ডঃ ললিতা ভট্টাচার্য, সিনিয়র পুষ্টি পরামর্শক, জনাব নাসের ফরিদ, নীতি উপদেষ্টা, ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, পুষ্টি নীতি উপদেষ্টা, ডঃ রিচমন্ড সেকি, সাবেক পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডঃ অজিহা খাতুন, জাতীয় পুষ্টি বিশেষজ্ঞ এবং ভামি ভোরা, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ-এর কারিগরি অবদান ও সহায়তার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে, আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাকে তাদের বিশেষেজ্ঞ মতামত দিয়ে আমাদের কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। খাদ্যভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা তৈরিতে তাদের অঙ্গীকার এবং কারিগরি অবদান ও মতামত ছিল অমূল্য।

নথিটির খসড়া প্রণয়নে কারিগরি পরামর্শকদের অবদান আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মারণ করা হচ্ছে। আমরা অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বিভাগ এবং তার বাইরে স্বাস্থ্যকর্মী, পুষ্টিবিজ্ঞানী, ডায়েটিশিয়ান, বিজ্ঞানী ও কর্মচারীবৃন্দকেও এই নথি তৈরিতে তাঁদের কারিগরি অবদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকাই উন্নত পুষ্টির মূল

ভূমিকা

খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করলেও নিরাপদ খাবার, খাবারের মান এবং পারিবারিক পর্যায়ে, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের খাদ্য বৈচিত্র এখনও বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই বিষয়সমূহ পুরো জীবনকাল, বিশেষ করে প্রথম ১০০০ দিনের পুষ্টি পরিস্থিতিতে প্রভাব ফেলে।

পারিবারিক খাদ্যভ্যাস ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যতালিকার বড় অংশ জুড়ে থাকছে শাকসবজি, ফলমূল ও প্রাণিজ খাদ্য। তবে খাদ্যতালিকা মূলত শস্যজাত খাদ্যের উপরেই নির্ভর করে যেখানে খাবার থেকে মোট অর্জিত খাদ্যশক্তির ৬০% থেকে ৬৬%-ই আসে ভাত থেকে। অসুষম খাদ্য গ্রহণ অপুষ্টি ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে পরিচিত। যদিও খাদ্যাভ্যাসকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত বৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত করার কৌশল নিয়ে আরো বিস্তার গবেষণা প্রয়োজন, তবু বর্তমানে প্রাপ্ত উপাত্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের পক্ষেই কথা বলে।

খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা গর্ভধারণ থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত সকল নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চাকে উৎসাহিত করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সকল দেশেই তাদের পরিস্থিতির সাথে মানানসই নিজস্ব খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা তৈরি করা উচিত।

এখানে উপস্থাপিত খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০০০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৫ সালে হালনাগাদকৃত খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকাকে বিবেচনায় নিয়েই তৈরি করা হয়েছে। পৃথক পৃথক পুষ্টি উপাদানের ওপর জোর না দিয়ে এই নির্দেশিকায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টকর খাদ্যাভ্যাসের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এই নথিটিতে খাদ্যভিত্তিক কৌশলকে উৎসাহদানের পাশপাশি গুণগত ও পরিমাণগত বিভিন্ন বার্তাও যুক্ত করা হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্যভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নানারকমের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য, যা স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিরক্ষামূলক ও উপকারী ভূমিকা পালন করে সেসব খাদ্য গ্রহণে ভোক্তা সচেতনতামূলক পরামর্শের ওপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ডাল, মাংস, মাছ, দুধ, শাকসবজি ও ফলমূলের মতো কিছু খাদ্য গ্রহণের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ মূলত যথোপযুক্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে সুপারিশকৃত পুষ্টিগ্রহণের (RNI) সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুষ্টি উপাদান গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যাবে বলে আশা করা যায়। এখানে প্রত্যেক খাদ্যশ্রেণির উপযোগী বার্তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিরাপদ ও পর্যপ্ত পুষ্টিযুক্ত খাবার প্রস্তুত করতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ও সকলের জন্য সহজলভ্য নানান রকমের খাদ্য নির্বাচন করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর পরিকল্পনায় সহায়তার জন্য পরিবেশনের আকার ও সংখ্যাসহ খাদ্য বিনিময় তালিকাও প্রদান করা হয়েছে। এই খাদ্যভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা সুস্বাস্থ্যের জন্য সকল খাদ্যশ্রেণি হতে পরিমিত খাদ্য গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

জাতীয় পুষ্টিসেবা ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২৫ এর নিরিখে জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার প্রয়োগ বৃদ্ধি জরুরী। খাদ্য গ্রহণ ধরনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই স্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব। সেইসাথে জনগণকে খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বৃহৎ পরিসরে আচরণ পরিবর্তনমূলক প্রচারণা চালাতে হবে। এইসব কার্যক্রমকে বর্তমানে চলমান জাতীয় পুষ্টি, কৃষি এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে একীভূত করতে হবে।

বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতি

বিগত কয়েক বছরে জাতীয় পর্যায়ে অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্ট উল্লেখযোগ্য গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতার সম্ভাবনা উদঘাটন করে জনগণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরো অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে। এখানে এখনো এক তৃতীয়াংশের কিছু কম সংখ্যক শিশু খর্বকায়, প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিশু ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য এবং প্রায় ৫৬% নারী অপযাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করছে। প্রায় ৫০% প্রজনন বয়সী নারী বিভিন্ন রকমের পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। বিশেষত, ৫০% গর্ভবতী নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছে, যার প্রভাবে কম ওজন নিয়ে শিশুর জন্ম হচ্ছে। সেইসাথে, এক তৃতীয়াংশেরও বেশি নারী যাদের বিএমআই ২৩ এর অধিক তারাসহ ওজনাধিক্য এবং স্থুলতার হার দিন দিন বেড়েই চলেছে, যা দরিদ্রতর জনগোষ্ঠীর মাঝেও ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। অপুষ্টির এই ত্রিমুখী বোঝা অসংক্রামক নানা রোগ, যেমনঃ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং কিছু ধরনের ক্যান্সারের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৯.২% মানুষের ডায়াবেটিস মেলিটাস[১], ১৮% মানষের উচ্চ রক্তচাপ[২] এবং ১৭% মানুষের হৃদরোগ[৩]এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

---

১ ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন, ২০১৯। পাওয়া যাবে : https:/www.diabetesatlas.org/upload/resources/2019/IDF_Atlas_9th_Edition_2019.pdf

২ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বহু খাতভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ২০১৮-২০২৫, বাংলাদেশ। পাওয়া যাবে : https://dghs.gov.bd/images/docs/publicaations/NCDC_multisectoral_action_plan_2018_2025.pdf

৩ আইবিআইডি ২

বাংলাদেশের জনসংখ্যার পুষ্টি পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ নিচের ছক নং-১-এ প্রকাশ করা হল : ছক নং ১: পুষ্টিগত অবস্থা

সূচক		%/প্রতি হাজারে	সূত্র
কম ওজন নিয়ে জন্ম হওয়া শিশুর শতকরা হার		২২.৬	কম ওজন নিয়ে জন্ম হওয়া শিশুদের উপর জাতীয় জরিপ, বাংলাদেশ,২০১৫
০-৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির প্রবণতা	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার প্রবণতা (বয়সের অনুপাতে উচ্চতা <-২আদর্শ বিচ্যুতি, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শিশু বৃদ্ধির আদর্শমানের মধ্যক দ্বারা পরিমাপিত)	৩১	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-২০১৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮)
	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কৃশতার প্রবণতা (উচ্চতার অনুপাতে ওজন <-২ আদর্শ বিচ্যুতি, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শিশু বৃদ্ধির আদর্শমানের মধ্যক দ্বারা পরিমাপিত)	৮	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-২০১৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮)
	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ওজনস্বল্পতার প্রবণতা (বয়সের অনুপাতে ওজন <-২ আদর্শ বিচ্যুতি, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শিশু বৃদ্ধির আদর্শমানের মধ্যক দ্বারা পরিমাপিত)	২২	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-২০১৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮)
শিশু মৃত্যু/১০০০ জীবিত জন্ম	নবজাতকের মৃত্যুহার	৩০ প্রতি হাজারে	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-২০১৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮)
	এক বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার	৩৮ প্রতি হাজারে	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-২০১৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮)
	৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার	৪৫ প্রতি হাজারে	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-২০১৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮)
রক্ত-স্বল্পতার হার	প্রাক-বিদ্যালয় শিশু	৩৩	জাতীয় অণুপুষ্টি জরিপ ২০১১/১২
	গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নয় এমন (NPNL) নারী	২৬	জাতীয় অণুপুষ্টি জরিপ ২০১১/১২
জিংক ঘাটতির হার	প্রাক-বিদ্যালয় শিশু	৪৫	জাতীয় অণুপুষ্টি জরিপ ২০১১/১২
	গর্ভবতী নন এবং স্তন্যদানকারী নয় এমন (এনপিএনএল) নারী	৫৭	জাতীয় অণুপুষ্টি জরিপ ২০১১/১২
আয়োডিন ঘাটতি (মূত্রে আয়োডিনের ঘনত্ব)	গর্ভবতী নন এবং স্তন্যদানকারী নয় এমন (এনপিএনএল) নারী	৪২	জাতীয় অণুপুষ্টি জরিপ ২০১১/১২
ডায়াবেটিস মেলিটাস	প্রাপ্তবয়স্ক	৯.২ প্রতি ১০০ জনে	ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ),২০১৯
ওজনাধিক্য বা স্থূলতা	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী যাদের বিএমআই >২৫কেজি/মি^{২}	২৪	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৪(বিডিএইচএস ২০১৪)
	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী যাদের বিএমআই >২৩কেজি/মি^{২}	৩৯	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৪(বিডিএইচএস ২০১৪)
	১৫-৩৪ বছর বয়সী পুরুষ যাদের বিএমআই >২৫কেজি/মি^{২}	৬	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১১(বিডিএইচএস ২০১১)
স্বল্প ওজন (দীর্ঘস্থায়ী খাদ্যশক্তির ঘাটতি) বিএমআই <১৮.৫ কেজি/মি^{২}	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী	১৯	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৪(বিডিএইচএস ২০১৪)
	১৫-৩৪ বছর বয়সী পুরুষ	২৭	বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১১(বিডিএইচএস ২০১১)

খাদ্য-ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার মূলনীতি প্রচারে পুষ্টি-সংবেদনশীল নীতিমালা এবং কৌশল

বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টিমানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে প্রণীত দুটি প্রধান নীতিমালা হলো জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ এবং দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)। এসকল নীতিমালায় পুষ্টি-নির্দিষ্ট ও পুষ্টি-সংবেদনশীল দুটি ক্ষেত্রকেই প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য ভোক্তার সচেতনতা ও সঠিক খাদ্য নির্বাচনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিকেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে খাদ্য, কৃষি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম দিক নির্দেশক দলিল হিসাবে খাদ্য-ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকাকে সর্বাধিক গরুত্ব দেওয়া হয়।

পুষ্টি জ্ঞান এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়ন জাতীয় পুষ্টিসেবা কার্যক্রম ২০১১-২০১৬ এবং ২০১৭-২০২২ এরও একটি অন্যতম কর্মসূচি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ এর উদ্দেশ্যাবলীতে সকল জনগণ বিশেষ করে নারী এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং পাশাপাশি স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনে সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণের দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা গ্রহণে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে।

পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি২) ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি অপরিহার্য বহুখাতীয় বিনিয়োগ কর্মপদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়। এর একটি কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য সঠিক খাদ্য নির্বাচন করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ নিশ্চিত করা। সিআইপি২ এর বিনিয়োগ ক্ষেত্র কিংবা কার্যক্রম ৩ “উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার” এর কর্মসূচি,৩.১ “পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান ও উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ” এর মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার প্রচার এবং বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার লক্ষ্যসমূহ—

- সাধারণ জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস এবং উন্নত খাবার গ্রহণকে উৎসাহিত করা;
- জীবনচক্র ও বয়স অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ এবং পুষ্টির উন্নতি ঘটানো;
- অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে খাদ্য-বিষয়ক তথ্যের যোগান দেয়া।

জনগণের পুষ্টি উপাদান গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা

বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্থাসমূহ কর্তৃক বিবেচিত এবং খাদ্য গ্রহণ সংশ্লিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের সুপারিশমালা অনুযায়ী জনগণের পুষ্টি উপাদান গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নিচে ছক ২এ দেয়া হয়েছে। এতে দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যের বিভিন্ন শক্তি উৎসের আনুপাতিক পরিমাণও উল্লেখ আছে। যদিও জনগণের পুষ্টি উপাদান গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রায় খাদ্যশক্তি সরবরাহকারী ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট এর উপর জোর দেয়া হয়েছে, তবে এর মানে এই নয় যে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না[4] । সাম্প্রতিক তথ্য প্রমাণ[5]ও তুলে ধরে যে বিভিন্ন খাদ্যশ্রেণি থেকে নানা ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে খাদ্যগ্রহণ করলে তা মানবস্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য সহায়ক হবে।(ছক ৩ দ্রষ্টব্য)

ছক-২: বিশ্বব্যাপী জনগণের মধ্যে পুষ্টি উপাদান গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা[৬]

পুষ্টি উপাদানসমূহ	% মোট খাদ্যশক্তি/দৈনিক চাহিদা
ফ্যাট	১৫-৩০%
সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	<১০%
বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	৬-১০%
ওমেগা-৬ বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	৫-৮%
ওমেগা-৩ বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	১-২%
ট্রান্স ফ্যাটি এসিড	<১%
কার্বোহাইড্রেট	৫৫-৭৫%
ওমেগা-৬:ওমেগা-৩	৫:৪
চিনি	<১০%
প্রোটিন	১০-১৫%
কোলেস্টেরল	<৩০০ মি.গ্রা./দিন
লবণ (সোডিয়াম)	<৫ গ্রাম (<২ গ্রাম/দিন)
ফল ও সবজি	≤৪০০ গ্রাম/দিন

দ্রষ্টব্য: পুরুষ এবং নারীদের বিভিন্ন বয়সের জন্য মাক্রো এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এর দৈনিক চাহিদা বিষয়ে সংযুক্তি ৮ দেখুন।

---

৪ **ডাব্লিউএইচও/এফএও ২০০৩, ডায়েট, নিউট্রিশন এন্ড দ্যা প্রিভেনশন অফ ক্রনিক ডিজিজেস, ডাব্লিউএইচও টেকনিক্যাল সিরিজ ৯১৬**

৫ **ইএটি ল্যান্সেট কমিশন অন হেলদি ডায়েটস ফ্রম সাসটেইন্যাবল ফুড সিস্টেমস, ২০১৯**

৬ **আইবিআইডি ৪**

বাংলাদেশের জন্য দৈনিক কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

নিচের ছক ৩ কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণ (ডিডিপি ২০১৩) এর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের পূর্ণবয়স্ক একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ দেয়া হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন প্রবণতা, খানা ও ব্যক্তিভিত্তিক খাদ্যগ্রহণ ও এই বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চালিত একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ২০১৩ তে বাংলাদেশের জন্য কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণ পরিমাপ করা হয়েছে যেখানে একজন গড়পড়তা প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশীর জন্য দৈনিক ২৩৪০ কিলোক্যালরি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে (সংযুক্তি ৭ এ ২৩৪০ কিলোক্যালরির জন্য মেনু পরিকল্পনা দেখুন)।

বাংলাদেশের অভ্যাসগত খাদ্য গ্রহণ এবং কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণের মধ্যে তুলনা করে ও বৈশ্বিত সুপারিশকৃত খাদ্য গ্রহণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য, ডাল, অধিক পরিমাণ শাকসবজি ও ফলমূল এবং সুষম ও আনুপাতিক হারে প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্য বিশেষ করে দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস এর সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময় খাদ্য গ্রহণ এবং পরিমিত পরিমাণে তেল ও চিনি গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে।[৭] (প্লেট পদ্ধতিতে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের অনুপাত জানতে সংযুক্তি)।

ইএটি ল্যান্সেট কমিশন, ২০১৯[৮] মানবস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের টেকসহিতাকে যুক্ত করতে খাদ্য গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এর সমন্বয়ে সফলভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রযোজনীয়তা তুলে ধরেছে। এক্ষেত্রে, ইএটি ল্যান্সেট কমিশন ২০১৯ এর সুপারিশমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহনের সুযোগ রয়েছে। কাঙ্ক্ষিত ক্যালরি গ্রহণে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিজ্জ খাবার, স্বল্প পরিমাণ প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্য, কিছু পরিমাণ বাদাম ও বিচি জাতীয় খাবার, সম্পৃক্ত চর্বির বদলে অসম্পৃক্ত চর্বি এবং সীমিত পরিমাণে পরিশোধিত দানাদার শস্য গ্রহণের এবং অধিক প্রক্রিয়াজাত ও অতিরিক্ত চিনি জাতীয় খাদ্য বর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ভারত সম্প্রতি এর জনগোষ্ঠীর সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা (আরডিএ)[৯] পুনর্বিবেচনা করছে এবং পুষ্টি উপাদানের চাহিদা নতুনভাবে প্রণয়ন করছে। পাশ্চাত্য জনসংখ্যার তুলনায় ভারতীয়দের শারীরিক গঠনে ভিন্নতা রয়েছে এবং বেসাল বিপাক (Basal Metabolism) যথেষ্ট কম যা বিবেচনায় রেখে প্রাপ্তবয়স্কদের খাদ্যশক্তি চাহিদার যথেষ্ট পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমান সুপারিশমালা জনগোষ্ঠীর পুষ্টি গ্রহণ মূল্যায়নের জন্য অনুমিত গড় চাহিদা (ইএআর)[১০] এবং একজন ব্যক্তির নিরাপদ পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা (আরডিএ) এর প্রস্তাব দেয়।

সংশোধিত আরডিএ ২০২০ শারীরিক কার্যকলাপের বিভিন্ন ধরন অনুযায়ী পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য খাদ্যশক্তি ও শর্করার চাহিদা হ্রাস করার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রোটিন, চর্বি এবং চাহিদার ক্ষেত্রেও সংশোধন হয়েছে। শারীরিক গঠন, বিএমআর, খাদ্য গ্রহণ, জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস এ সাদৃশ্য থাকায় বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জন্য এই সংশোধনীর প্রভাব আছে।

কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণ (ডিডিপি) ২০১৩ এবং ভারতীয় সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা (আরডিএ) ২০২০ এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য নিচে বর্ণিত হয়েছে :

নতুন ভারতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০২০ এ শর্করা কম গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যাতে এ জাতীয় খাদ্য থেকে মোট খাদ্যশক্তির ৫৫ থেকে ৬০% এর বেশি গ্রহণ না করা হয়। এক্ষেত্রে কম ছাঁটাইকৃত শস্যজাতীয় খাদ্য এবং বাজরা এর শর্করা গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। প্রোটিনের জন্য কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণ ২০১৩-এর চেয়ে বেশি পরিমাণ দুধ সেবনের প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে, ভারতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকায় একটি নতুন খাদ্যশ্রেণি হিসাবে বাদাম এবং বিচি জাতীয় খাদ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি বেশি পরিমাণে ফল ও শাকসবজি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ভারতীয় নির্দেশিকা মুক্তচিনি গ্রহণের প্রস্তাব দেয় না, যা কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণ এ করা হয়নি। বাংলাদেশের জন্য সংশোধিত খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকায় পুষ্টি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং কাঙ্ক্ষিত খাদ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমন্বয় করার জন্য সংশোধিত ভারতীয় সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা (আরডিএ) ২০২০ কে বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ছক ৩ এ কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণ ২০১৩, ইএটি ল্যান্সেট কমিশন ২০১৯ এ সুপারিশকৃত খাদ্য গ্রহণ এবং ভারতীয়দের জন্য ২০২০ এ সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা (আরডিএ) ও অনুমিত গড় চাহিদা এবং সেইসাথে সংযুক্তি ৯ ও ১০ এ বর্ণিত ও নমুনা খাবারের তালিকা এর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ এর কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণ এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা পুষ্টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ও কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণ পরিকল্পনায় একটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

[৭] হেলদি ডায়েট, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, ২০১৮ এক্সেসড ফ্রম: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

[৮] ইএটি ল্যান্সেট কমিশন অন ফুড, প্ল্যানেট, হেলথ, ২০১৯,এক্সেসড ফ্রম: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/

[৯] নারী-পুরুষ ভেদে প্রায় সকল (৯৭-৯৮ শতাংশ) সুস্থ ব্যক্তির জীবনে প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা মেটাতে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রাকে নির্দেশ করে। এটি অনুমোদিত গড় চাহিদা তথ্য চাহিদার বন্টনের গড়ের সাথে ২ স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি (এসডি) যোগ করে পাওয়া যায়। এই পরিভাষাটি মূলত ব্যক্তি বিশেষের খাদ্য গ্রহণ মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। আরডিএ দলগত খাদ্য গ্রহণ মূল্যায়নের জন্য অনুপযুক্ত কারণ এটি দলের একটি বৃহৎ অংশের চাহিদাকে ছাড়িয়ে ব্যক্তি পর্যায়ের গ্রহণ মাত্রা।

[১০] নারী-পুরুষ ভেদে সুস্থ ব্যক্তির অর্ধেকের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা মেটাতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অনুমিত গড় পুষ্টি গ্রহণ মাত্রাকে নির্দেশ করে। এটি মূলত জনগোষ্ঠী বা দলগত মূল্যায়নের জন্য প্রধানত ব্যবহৃত হয়।

ছক ৩-একটি তুলনামূলক কাঙ্খিত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">খাদ্য</td><td colspan="2">কাঙ্খিত গ্রহণ (ডিডিপি), ২০১৩ (২৩৪০ কিলোক্যালরি</td><td colspan="4">ইএটি ল্যাপেট কমিশন, ২০১৯ (২৫০০ কিলোক্যালরি)</td><td colspan="4">আরডিএ ২০২০, ভারত</td></tr>
<tr><td>কাঙ্খিত গ্রহণ (গ্রাম)</td><td>% মোট খাদ্যশক্তি</td><td colspan="2">খাদ্য</td><td>কাঙ্খিত গ্রহণ (গ্রাম)</td><td>% মোট খাদ্যশক্তি</td><td colspan="2">খাদ্য</td><td>কাঙ্খিত গ্রহণ (গ্রাম)</td><td>% মোট খাদ্যশক্তি</td></tr>
<tr><td colspan="2">খাদ্যশস্য</td><td>৪০০</td><td>৫৬</td><td colspan="2" rowspan="3">খাদ্যশস্য</td><td rowspan="3">২৩২</td><td rowspan="3">৩২</td><td colspan="2" rowspan="3">খাদ্যশস্য ও বাজরা</td><td rowspan="3">৩৬০</td><td rowspan="3">৫৩</td></tr>
<tr><td colspan="2">চাল</td><td>৩৫০</td><td>৪৯</td></tr>
<tr><td colspan="2">-গম এবং অন্যান্য শস্য</td><td>৫০</td><td>৭</td></tr>
<tr><td colspan="2">ডাল</td><td>৫০</td><td>৬.৫</td><td colspan="2">ডাল</td><td>৭৫ (০-১০০)</td><td>১১</td><td colspan="2" rowspan="6">ডাল/মাংস জাতীয় খাদ্য (প্রাণিজ খাদ্য)</td><td rowspan="6">১২০</td><td rowspan="6">১১</td></tr>
<tr><td colspan="2">প্রাণিজ খাদ্য</td><td>২৬০</td><td>১০.৫</td><td colspan="2">প্রাণিজ খাদ্য</td><td>৩৩৪</td><td>১২</td></tr>
<tr><td colspan="2">-মাছ</td><td>৬০</td><td>৩</td><td colspan="2">-মাছ</td><td>২৮ (০১-১০০)</td><td>২</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">-মাংস</td><td rowspan="2">৪০</td><td rowspan="2">২</td><td colspan="2">মাংস (গরু, খাসি)</td><td>১৪(০-২৮)</td><td>১</td></tr>
<tr><td colspan="2">মাংস (মুরগী এবং অন্যান্য পোল্ট্রি)</td><td>২৯(০-৫৮)</td><td>২</td></tr>
<tr><td colspan="2">-ডিম</td><td>৩০</td><td>২</td><td colspan="2">ডিম</td><td>১৩(০-২৫)</td><td>১</td></tr>
<tr><td colspan="2">-দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার</td><td>১৩০</td><td>৩.৫</td><td colspan="2">দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার</td><td>২৫০ (০-৫০০)</td><td>৬</td><td colspan="2">দুধ</td><td>৩০০</td><td>৩</td></tr>
<tr><td colspan="2">ফল</td><td>১০০</td><td>৩</td><td colspan="2">ফল</td><td>২০০ (১০০-৩০০)</td><td>৫</td><td colspan="2">ফল</td><td>১৫০</td><td>৪</td></tr>
<tr><td rowspan="2">শাকসবজি</td><td>পাতা জাতীয়</td><td>১০০</td><td>২</td><td colspan="2" rowspan="2">শাকসবজি</td><td rowspan="2">৩০০ (২০০-৬০০)</td><td rowspan="2">৩</td><td rowspan="2">শাক সবজি</td><td>পাতা জাতীয়</td><td>১৫০</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>অন্যান্য</td><td>২০০</td><td>২</td><td>অন্যান্য</td><td>২০০</td><td>৬</td></tr>
<tr><td colspan="2">আলু</td><td>১০০</td><td>৪</td><td colspan="2">কন্দ এবং শ্বেতসার জাতীয় সবজি</td><td>৫০ (০-১০০)</td><td>২</td><td colspan="2">মূল ও কন্দ</td><td>১০০</td><td>৪</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">রান্নায় ব্যবহৃত তেল</td><td rowspan="2">৩০</td><td rowspan="2">১১</td><td rowspan="2">রান্নায়/ খাবারের ব্যবহৃত চর্বি</td><td>অসম্পৃক্ত</td><td>৪০ (২০-৮০)</td><td>১৪</td><td colspan="2" rowspan="2">চর্বি ও তেল</td><td rowspan="2">৩০</td><td rowspan="2">৯</td></tr>
<tr><td>সম্পৃক্ত</td><td>১১.৮ (০-১১.৮)</td><td>৪</td></tr>
<tr><td colspan="2">চিনি/গুড়</td><td>২০</td><td>৩</td><td colspan="2">খাবারের ব্যবহৃত চিনি</td><td>৩১ (০-৩১)</td><td>৫</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">বাদাম</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">বাদাম</td><td>৫০ (০-৭৫)</td><td>১২</td><td colspan="2">বিচি ও বাদাম</td><td>৩০</td><td>৬</td></tr>
<tr><td colspan="2">মশলা</td><td>২০</td><td>২</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">মশলা</td><td>১০</td><td>-</td></tr>
</table>

বাংলাদেশের জনগণের আদর্শ খাদ্য গ্রহণের নির্দেশাবলী

জনগণের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকায় ১০টি নির্দেশাবলী এবং পুষ্টিবার্তা সংযোজিত হয়েছে, যা সাধারণ জনগণের জন্য সহজবোধ্য। এটি পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে সময়োপযোগী ধারণার প্রেরণা যোগাবে। এর মাধ্যমে জনগণ কোন খাদ্য কি পরিমাণ গ্রহণ করবে, প্রতিদিন কি পরিমাণ তেল লবণ, চিনি ও পানি গ্রহণ করবে সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা পাবে (পরিশিষ্ট ১ এ খাদ্য পিরামিড দেখুন)। নির্দেশাবলীতে নিরাপদ খাদ্য ও রান্না সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা প্রয়োগ করলে খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের অপচয় রোধ হবে এবং সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে।

০১। প্রতিবেলায় সুষম ও বৈচিত্র্য পূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করুন।

০২। পরিমিত পরিমাণে তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন ।

০৩। প্রতিদিন সীমিত পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ ।

০৪। মিষ্টি জাতীয় খাদ্য সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন।

০৫। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি ও পানীয় পান করুন।

০৬ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করুন ।

০৭। সুষম খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি নিয়মিত শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে আদর্শ ওজন বজায় রাখুন।

০৮। সঠিক পদ্ধতিতে রান্না, সঠিক খাদ্যভ্যাস এবং সুস্থ জীবনযাপনে নিজেকে অভ্যস্ত করুন।

০৯। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে বাড়িতি খাদ্য চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করুন।

১০। শিশুকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ দিন এবং ৬ মাস বাড়তি খাদ্য প্রদান করুন।

নির্দেশিকা ১: প্রতিবেলায় সুষম ও বৈচিত্রপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করুন

১.১ প্রতিদিন শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্য, শ্বেতসার বিশিষ্ট মূল কন্দ এবং সবজি গ্রহণ করুন

বাংলাদেশে জনপ্রিয় শস্যজাতীয় খাদ্য চাল ও গম । এগুলো আমাদের খাদ্য শক্তির মূল উৎস এবং ভিমিন বি এর ভালে উৎস । চাল থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি জনপ্রিয়। খাদ্যশক্তির পরবর্তী সমৃদ্ধ উৎস হলো গম। গমে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক, কপার এবং ভিটামিন বি কমপেক্সের মতো প্রয়োজনী খনিজ উপাদান। ভূট্টা, গমের আটা এবং সিদ্ধ ও ঢেঁকিছাঁটা চালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পুষ্টি এবং খাদ্য আঁশ থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আঁশ সমৃদ্ধ শস্যজাতীয় খাদ্য পিত্তথলির পাথর হার্টের অসুখ, কোলন ক্যান্সর এবং অন্যান্য অসুখের প্রবণতা হ্রাস করে। আস্ত গম, ভূট্টা এবং গম ছাঁটাইকৃত শস্যজাতীয় খাদ্যে (লাল চাল লাল আটা) গ্লাইসেমিক সূচক (GI) কম থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

চাল এবং গম ছাড়া ও অন্যান্য যেসব দানা এবং খাদ্যশস্য বাংলাদেশের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার অংশ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে : যব,ভূট্টা, কাউন, বাজরা, (চিনা, গোটা দানা), এবং জোয়ার। মূল এবং কন্দ সাধারণত বাংলাদেশে খাওয়া হয় এবং খাদ্যশস্যের পরিবর্তে এদের ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আলু, মিষ্টি আলু[১১],কচু এবং কাঁচকলা। এরা খাদ্যশক্তি এবং পটাসিয়ামের মত খনিজের ভালো উৎস ।

---

[১১] কমলা সুন্দরী নামে পরিচিত কমলা রঙের শাঁসযুক্তর মিষ্টিযুক্ত খাদ্যশক্তির ভালো উৎস, কিন্তু বিটা ক্যারোটিন এরও সমৃদ্ধ উৎস।

পুষ্টি বার্তাঃ

- প্রতিদিন চাহিদা অনুযায়ী, ভাত, রুটি বা অন্যান্য শস্যজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন । পরিশ্রমভেদে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ২৭০-৪২০ গ্রাম (সর্বোচ্চ) যা ৯-১৪ পরিবেশন (১ পরিবেশন=৩০ গ্রাম) এর সমপরিমাণ চাল বা গম গ্রহণ করা উচিত। শ্বেতসার বিশিষ্ট মূল, কন্দ এবং কলার ক্ষেত্রে, ১ পরিবেশন ৭৫-১০০ গ্রাম এর সমান। (খাদ্যের স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপের জন্য পরিশিষ্ট ৪ এবং খাদ্য বিনিময় তালিকার জন্য পরিশিষ্ট ৫ দেখুন)।
- পুষ্টির মানোন্নায়নের জন্য ভাত ও রুটির সাথে ডাল অথবা মাছ/ মাংস/ডিম জাতীয় খাবারের সমন্বয়ে তৈরি খাদ্য গ্রহণ করুন।
- চাল অতিমাত্রায় না ধুয়ে বসাভাত গ্রহণ করুন। রান্না করা ভাত থেকে পানি ফেলে দেয়া যাবে না, কেননা এতে পানিতে দ্রবীভূত হয় এমন ভিটামিন হারানোর আংশকা থাকে ।
- লাল চাল ও লাল আটা এবং বাজরা জাতীয় দানাশস্য খাওয়ার চেষ্টা করুন। এগুলোতে প্রোটিন, চর্বি , খাদ্য আশঁ, খনিজ আয়রন, বি কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন ই থাকে।

১.২ প্রতিদিন চাহিদা অনুযায়ী পর্যন্ত পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল এবং কিছু বাদাম ও বিচি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন

মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, বাদাম ও বিচি হলো প্রোটিনের প্রধান উৎস যা দেহের বৃদ্ধি, কার্যক্ষমতা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন । রোগ প্রতিরোধ এবং খাদ্য শক্তির জন্য প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও সামুদ্রিক মাছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ডি ও ভিটামিন বি অধিক মাত্রায় রেয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কাঁটাযুক্ত ছোট মাছ ক্যালসিয়াম এর উৎকৃষ্ট উৎস যা হাড় ও দাঁত মজবুত করে । মাংসে প্রোটিন ও আয়রন ছাড়াও ক্যালসিয়াম, জিংক ও কপার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে। এগুলো দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সাথে সাথে বিভিন্ন কার্যক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিদিন মাছ খেলে রক্তের ক্ষতিকর চর্বি (কোলেস্টেরল) বাড়ে না। চর্বি যুক্ত মাংস যত কম খাওয়া যায় তত ভালো। কারণ এটি একইসাথে প্রোটিন সরবরাহ করার পাশাপাশি রক্তনালীতে চর্বি জমার পরিমাণ কমিয়ে আনে।

ডিম উচ্চমানের প্রোটিনের একটি প্রধান এবং সাশ্রয়ী উৎস। আমিষের পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টি উপাদান যেমন, লুটিন, কোলিন, আয়রন এবং ভিটামিন ডি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । মাংস/পোল্ট্রি/ডিম হিম আয়রনে ও একটি ভালো উৎস (বায়োএভেইলেবল)।

ডাল ও বিচিজাতীয় খাদ্য (যেমন: বাদাম, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, ছোলা, কাঁঠালের বিচি) প্রোটিনের অন্যতম উৎস যাতে প্রোটিন ছাড়াও দেহের জন্য উপকারী অন্যান্য পুষ্টি উপাদান যেমন: শর্করা, ভিটামিন ই, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ফলিক এসিড, খাদ্যে আঁশ এবং অন্যান্য উপদান, যেমন: এন্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোইস্ট্রোজেন আছে। মটর ও মসুর ডালে স্যাপোনিন রয়েছে যা রক্তের কোলেস্টেরল কমায় । বিভিন্ন ধরনের ডালের মধ্যে রয়েছে মসুর, মটর, ছোলার ডাল, মাসকলাই, মুগ, অড়হর, সয়াবিন এবং অন্যান্য মটরজাতীয় বিচি। ডালজাতীয় শস্যে গ্লুটেন থাকে না এবং সিলিয়াক ডিজিজ এবং গ্লুটেন এন্টারোপ্যাথি এর জন্য খাবার হিসেবে তা ব্যবহার করা যায়।

বাদাম এবং বিচিজাতীয় খাদ্য প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি, আঁশ, ভিটামিন এবং খনিজের উল্লেখযোগ্য উৎস। বাদাম এবং বিচি দেহের ওজন, খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং শক্তি দহনে সহায়তা করে। বাদাম এবং বিচিতে অসম্পৃক্ত চর্বি এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে যা হৃদরোগের প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। এই শ্রেণিতে চীনাবাদামসহ অন্যান্য বাদামও রয়েছে যেমন: কাজুবাদাম, কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম এবং আখরোট। সহজপ্রাপ্য বিচির মধ্যে রয়েছে তিল , সূর্যমুখী , কুমড়া, কাঁঠাল এবং তিসি। শিশুদের অল্প পরিমাণে বাদাম এবং বিচি পরিপূরক খাবার হিসেবে বা দৈনন্দিন খাবারের অংশ হিসেবে খেতে দিলে তা তাদের জন্য অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, আঁশ, খনিজ, টোকোফেরল, ফাইটোস্টেরল এবং ফেনোলিক যৌগসমূহের উল্লেখযোগ্য উৎস হবে।

পুষ্টিবার্তা:

- প্রতিদিন মাঝারি আকারের ১-৪ টুকরো (এক টুকরো=৫০ গ্রাম)মাছ/ মাংস এবং ১ থেকে ২ কাপ ডাল (৩০-৬০ গ্রাম) জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন।
- ভাত ও ডাল অথবা মুড়ি ও ছোলার ওজনের আদর্শ অনুপাত ৩:১ বজায় রাখুন।
- শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়েই নিশ্চিন্তে দৈনিক একটি ডিম খেতে পারবেন।
- অল্প পরিমাণে কাঁচা অথবা শুকনো ভাজা বিভিন্ন ধরনের বাদাম এবং বিচি জাতীয় খাবার লবণ ছাড়া সপ্তাহে চার বা পাঁচবার খাবেন।

১. ৩ পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য গ্রহণ

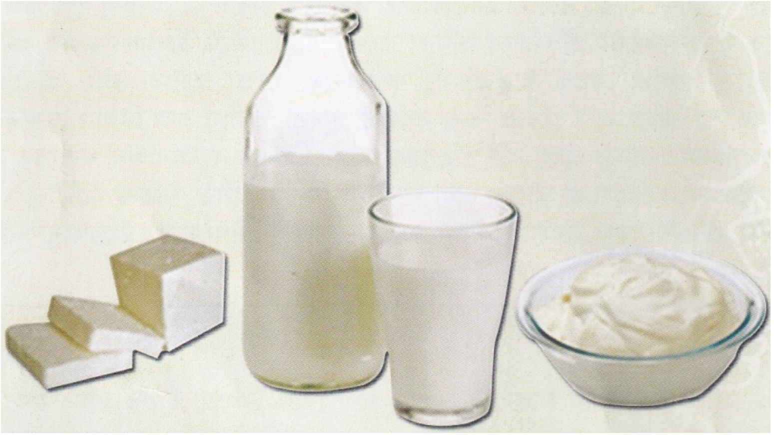

মজবুত হাড় ও দাঁত গঠনে বায়োএভেইলেবল ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এর জন্য দুধ উৎকৃষ্ট উৎস। দুধে প্রোটিন, ল্যাক্টোজ, ভিটামিন (বি-১২) রয়েছে যা পেশীর বৃদ্ধি ও সঠিক কার্যক্ষমতাকে তুরান্বিত করে। হাড়কে অধিক শক্তিশালী করতে এবং হাড়ের বৃদ্ধির জন্য শিশু-কিশোরদের দুধ পান করা প্রয়োজন। দুধ পরবর্তী জীবনে হাড়ের ক্ষয়রোগ অস্টিওপোরোসিস হওয়ার প্রতিরোধ করে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা ও শিশু উভয়ের হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্যই দুধ জরুরি। আমাদের দেশে গুরু, ছাগল এবং মহিষের দুধ জনপ্রিয়। বাংলাদেশে সচরাচর গ্রহণ করা দুগ্ধজাত খাদ্যের মধ্যে রয়েছে দই এবং পনির।

পুষ্টিবার্তা :

- মজবুত হাড় এবং দাঁতের জন্য ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস হিসেবে প্রতিদিন কমপক্ষে ১ কাপ (১৩০-১৫০মিলি) দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য যেমন: ১৫০ গ্রামদই বা ৩০ গ্রাম পনির গ্রহণ করুন।
- দুধ সহ্য না হলে দুধের পরিবর্তে দই বা সয়াদুধ গ্রহণ করুন। দইয়ে ব্রাকটিক এসিড ব্যাকটোরিয়া থাকে যা দেহের জন্য উপকারী এবং যা দুধের ল্যাককটোজ পরিপাক করতে সাহায্য করে।
- বৃদ্ধকালে ননিতোলা দুধ গ্রহণ করুন।

১.৪ প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল গ্রহণ করুন।

শাকসবজি ও ফলমূল ভিটামিন, খনিজ উপাদান ও আঁশের উৎকৃষ্ট উৎস। কমলা সবজি এবং ফল খাদ্য আঁশ, ফোলেট এবং বিভিন্ন রকমের ক্যারোটিনয়েড এবং ভিটামিন সি এর উল্লেখযোগ্য উৎস। শাকে অল্প পরিমাণ প্রোটিন থাকে এবং শস্য, ডাল এবং অন্যান্য খাবার তৈরির সময় তা যথার্থ পরিমাণে মেশানো যায় । শাকসবজি ও ফলমূলের আঁশ শরীরের বর্জ্য, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল এবং কিছু ক্যান্সার উৎপন্নকারী উপাদানকেও অপসারণ করে। প্রতিদিন শাকসবজি ও ফলমূল গ্রহণ করলে ভিটামিন এ এর ঘাটতিজনিত অসুখ রাতকানা ও রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। গবেষণায় দেখা গেছে শাকসবজি এবং ফলের বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন সি রক্তনালীতে চর্বি জমা হওয়াতে বাধা দেয়, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শাক এবং স্থানীয় মৌসুমি ফল পাওয়া যায়। নিয়মিত খাদ্যের অংশ হিসেবে এদের গ্রহণ করা উচিত, বিশেষ করে শিশু এবং কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে এবং শক্তিশালী করে তুলতে প্রত্যেককে প্রতিবেলা খাবারের সময় বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি এবং খাবার শেষে বা নাস্তা হিসেবে ফল খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। মৌসুমি প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে এগুলো গ্রহণ করা উচিত।

পুষ্টিবার্তা :

- প্রতিদিন কমপক্ষে ২ টি মৌসুমি ফল গ্রহণ করুন। একটি লেবু জাতীয়, অন্যটি ভিটামিন এ এর উল্লেখযোগ্য উৎসগুলোর একটি থেকে।
- খাদ্য গ্রহণের পর আয়রনের পরিশোষণ বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল গ্রহণ করুন।
- প্রতিদিন অন্তত ১০০ গ্রাম বা ১ আঁটি শাক এবং ২০০ গ্রাম বা ২ কাপ সবজি গ্রহণ করুন।

  আশেপাশে পাওয় যায় এমন অথবা বাড়িতে জন্মানো শাকসবজি খেতে হবে। আশেপাশে পাওয় যায় এমন খাবার অধিক টাটকা, স্বাস্থকর থাকে এবং অধিক সুস্বাদু হয় কারণ এতে ফসল তোলা এবং টেবিলে পৌছানোর মধ্যে সময়কাল অনেক কম থাকে এবং তাই পুষ্টিমান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

নির্দেশিকা ২: পরিমিত পরিমাণে তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন

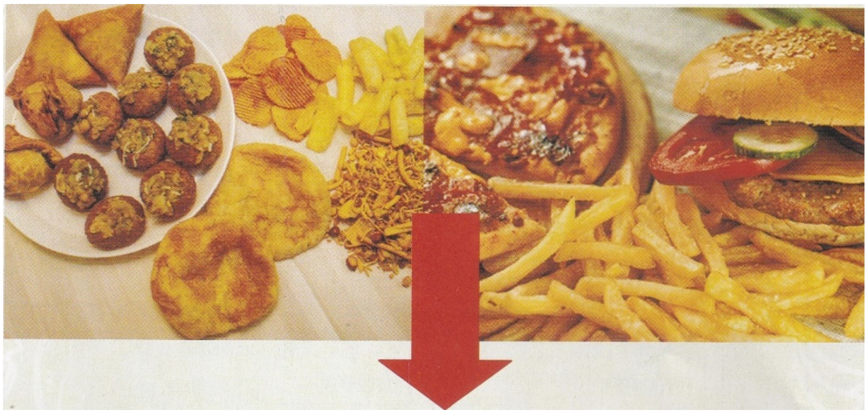

উপরের ছবিতে উচ্চ মাত্রায় তেল ও চর্বি যুক্ত প্রদর্শিত হয়েছে। দৈনিন্দিন খাবারে এগুলো সীমিত করা অত্যাবশ্যক।

দেহে শক্তি সরবরাহের জন্য তেল ও চর্বি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রাপ্ত তেল ও চর্বি শক্তির প্রধান উৎস। রান্নায় বা টেবিলে যে চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার ব্যবহার করা হয় (ভেজিটেবল তেল, বনস্পতি, মাখন এবং ঘি) তাদেরকে 'দৃশ্যমান চর্বি বলে । বিভিন্ন ধরনের খাবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যে চর্বি পাওয়া যায় তাদেরকে 'অদৃশ্য চর্বি' বলা হয়। প্রতি গ্রাম তেল ও চর্বি ৯ কিলোক্যালরি শক্তি সরবরাহ করে । আমাদের দেশে সাধারণত রান্নায় সয়াবিন তেল , সরিষার তেল, রাইস ব্রান ওয়েল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় । মাঝে মাঝে ঘি এবং মাখনও ব্যবহার করা হয় । খাদ্যের তেল ও চর্বি অত্যাবশকীয় ফ্যাটি এসিড সরবরাহ করে এবং ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে ইত্যাদি পরিশোষণ করতে সাহায্য করে। তেল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করে । তেল ও চর্বি খাবারের সুগন্ধ, স্বাদ বাড়াতে ভূমিকা রাখে । খাদ্যে কোলেস্টেরল অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হলেও তা মস্তিস্কের গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কোলেস্টেরল শুধু প্রাণিজ খাদ্য যেমনঃ ননিযুক্ত দুধ, মাখন, ঘি ডিম, মাংস, চিংড়ির মাথা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ খাবারে কোলেস্টেরল থাকে না।

রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী, ফ্যাটি এসিডকে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (Saturated Fatty Acid), একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (Mono Unsaturated Fatty Acid) ও বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (Poly Unsaturated Fatty Acid) এ ভাগ করা হয়। নিচের ছকে তেল ও চর্বিতে থাকা ফ্রাটি এসিড দেখানো হয়েছে। আমদানিকৃত জলপাইয়ের তেলে ওমেগা-৩ এবং ওমেগা- ৬ ফ্যাটি এসিড দুটোই থাকে । হৃদরোগ প্রতিরোধে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি তৈলাক্ত মাছ যেমনঃ ইলিশ মাছ, সামুদ্রিক মাছ ও তিসির তেলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাছের তেল ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের উৎস যা পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দরকারি।

সম্পৃক্ত চর্বি মাংস প্রাণির চামড়া, বনস্পতি, ঘি, মাখন এবং নারিকেল তেলে পাওয়া যায় অধিকমাত্রায় সম্পৃক্ত চর্বি গ্রহণ করলে এথেরোজেনিক ঝুঁকি বাড়ে, তাই তা সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত, এই সাবধানতা বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য। ফাস্ট ফুড, বেকারি পণ্য, অধিকমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্যে অস্বাস্থ্যকর ট্রান্সফ্যাট থাকে যা সম্পৃক্ত চর্বির মতই এলডিএল (LDL) কোলেস্টেরল বাড়তে পারে এবং হৃদরোগ প্রতিরোধকারী এইচডিএল (HDL) কোলেস্টরেল এর মাত্রা কমায়।

ছক ৪ : তেল এবং চর্বিতে পাওয়া যায় এমন প্রধান ফ্যাটি এসিডসমূহ[১২]

সম্পৃক্ত	একক অসম্পৃক্ত	বহু অসম্পৃক্ত লিনোলেইক (n-6)		আলফালিনোলেনিক (n-3)
নারিকেল পাম শাঁস ঘি/মাখন বনস্পতি মার্জারিন	লাল পাম তেল পালমলেইন চীনাবাদাম রাইস ব্রান তিল জলপাই	অল্প মাঝারি	লাল পাম তেল পালমলেইন	সরিষা সয়াবিন
		উচ্চ	চীনাবাদাম, রাইসব্র্যান, তিল	
			কুসুম ফুল, সূর্যমূখী, তুলাবিচি, ভূট্টা, সয়াবিন, ক্যানোলা, জলপাই	

পুষ্টিবার্তা:

- হাইড্রোজেনেটেড তেল কিংবা মাখন এবং ঘি এর মতো সম্পৃক্ত চর্বির তুলনায় সরিষার তেল এবং সয়াবিন, রাইসব্র্যান তেলের মতো উদ্ভিজ্জ তেল বেশি ভালো এবং স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। প্রাকৃতিক সম্পৃক্ত চর্বি যেমনঃ মাখন এবং ঘি নিয়ান্ত্রত মাত্রায় ব্যবহার করুন। অথবা প্রয়োজন হলে ব্যবহার থেকে বিরতি থাকুন।

- প্রয়োজনীয় পরিমাণ রান্নার তেল ব্যবহার করুন। একজনকে দৈনিক ৩০ গ্রামের (সর্বোচ্চ ২ টেবিলচামচ) বেশী দৃশ্যমান চর্বি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়।

- অতিরিক্ত ভাজা এবং তৈলাক্ত খাবার বর্জন করুন।

- নিয়মিত উচ্চ চর্বিযুক্ত বেকারির খাদ্য (বিস্কুট, কেক, প্যাস্ট্রি, পাই), ফাস্ট ফুট (হটডগ, বার্গার), তৈলাক্ত খাবার (বিরিয়ানি, কাচ্চি), জাঙ্ক ফুট (বার্গার, পিজ্জা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই প্রভৃতি) এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস যেমনঃ গ্রিলড চিকেন ইত্যাদি পরিহার করুন। এই খাবারগুলোতে ট্রান্স ফ্যাট থাকে যা করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

[১২] অ্যাডপ্টেড ফ্রম ডায়াটারি গাইডলাইনস ফর ইন্ডিয়ানস-এ মেনুয়াল, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ নিউট্রিশন (এনআইএন), ২০১১

সুস্বাস্থ্যের জন্য চর্বিজাতীয় খাবার গ্রহণ বিষয়ক পরামর্শ

- দৈনন্দিন গৃহীত খাদ্যশক্তির ১৫-৩০% তেল ও চর্বি (দৃশ্যমান+ অদৃশ্য) থেকে আসা উচিত।
- বসে কাজ করার সাথে যারা অভ্যস্ত তারা ২৫ গ্রাম এর মতো দৃশ্যমান চর্বি গ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে, যারা কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত তাদের ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম দৃশ্যমান চর্বির প্রয়োজন হয়।
- দৈনন্দিন গৃহীত খাদ্যশক্তির ১০% এর কম সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থেকে আসা উচিত।
- বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি (ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬) দৈনন্দিন গৃহীত খাদ্যশক্তির ৬-১০% হওয়া উচিত।
- ট্রান্সফ্যাটের গ্রহণমাত্রা দৈনন্দিন গৃহিত খাদ্যশক্তির ১% এর কম হওয়া উচিত।
- বাকি খাদ্যশক্তিটুকু একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থেকে নেয়া যেতে পারে।
- কোলেস্টরেলের গ্রহণমাত্রা দৈনিক ৩০০ মিলিগ্রাম এর কম হওয়া উচিত।
- খাবারে ওমেগা-৬ বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড এবং ওমাগা-৩ বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড এর অনুপাত ৫:১ হওয়া উচিত।

নির্দেশিকা ৩: প্রতিদিন সীমিত পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করুন

পরের ছবিতে উচ্চ মাত্রায় লবণ ও সোডিয়ামযুক্ত খাবার প্রদর্শিত হয়েছে। দৈনন্দিন খাবারে এগুলোর ব্যবহার সীমিত করা অত্যাবশ্যক।

লবণ খাবারের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান এবং এটি স্বাদ বৃদ্ধি করে। প্রিজারভেটিভ হিসাবেও এর ব্যবহার রয়েছে। সব ধরনের খাবারে সোডিয়াম থাকে কিন্ত খাদ্যে যোগ করা লবণ (সোডিয়াম ৪০% ক্লোরাইড ৬০%) আমাদের খাবারে সোডিয়ামের মূল উৎস। খাবার লবণে ৯৭-৯৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে এবং এক চা চামচে প্রায় ৪০০মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে। খাবার লবণ ছাড়াও আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উৎস থেকে সোডিয়াম গ্রহণ করে থাকি, যেমন: সোডিয়াম বাই কার্বনেট বেকিং সোডা), মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট (টেস্টিং সল্ট), সোডিয়াম ফসফেট সোডিয়াম কার্বনেট এবং

সোডিয়াম বেনজয়েট। খুব কম লবণ গ্রহণ পেশিতে ব্যথা, মাথা ঘোরা এবং ইলেক্ট্রোলাইট এর ভারসাম্যহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতি মাত্রায় লবণ গ্রহণ করিলে হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্ত চাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনগন প্রতিদিন গড়ে ১০-১৫ গ্রাম (এক টেবিল চামচ) লবণ গ্রহণ করে যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী দৈনিক ৫ গ্রাম (১ চা চামচ) সেবন করা উচিত । নোনা শুঁটকি, ইলিশ, পনির, সস, সয়াসস, চিপস, চাটনী ইত্যাদিতে অতিমাত্রায় লবণ থাকে । উচ্চমাত্রায় সোডিয়ামযুক্ত খাবারের মধ্যে রয়েছে লবণযুক্ত খাবার যেমন চিপস, চানাচুর, নোনতা বিস্কুট, ইনস্ট্যান্ট নুডলস , নোনা ইলিশ, পনির , শুঁটকি, খাবার লবণ, আচার, ফিস সস, কেচাপ, চিলি সস এবং সয়াসস ইত্যাদি ।

পুষ্টিবার্তা:

- অল্প বয়স থেকেই অতিরিক্ত লবণ সেবন নিয়ন্ত্রণ করুন। নবজাতকের জন্য প্রস্তুকৃত খাবারে (৬ থেকে ১২ মাস) অতিরিক্ত লবণের ব্যবহার নিঃসাহিত করুন।
- লবণের পরিমাণ কম এমন খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- লবণ গ্রহণের পরিমান দৈনিক এক চা চামচের (৫গ্রাম) মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন।
- কেবলমাত্র আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করুন।
- সংরক্ষিত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন চিপস, চানাচুর, পাপড়, ঝালমুড়ি,আচার, সস, কেচাপ, নোনতা বিস্কুট, পনির এবং নোনা মাছ গ্রহণ সীমিত করুন।
- উচ্চমাত্রার লবণ এবং মসলা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং খাবারের সময় বাড়তি লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

নির্দেশিকা ৪: মিষ্টিজাতীয় খাদ্য সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন

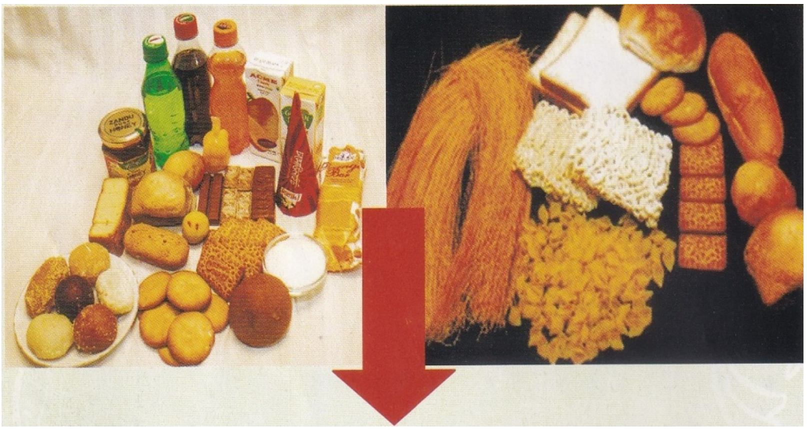

উপরের ছবিতে উচ্চ মাত্রায় চিনি ও পরিশোধিত ষ্টার্চযুক্ত খাবার প্রদর্শিত হয়েছে। দৈনন্দিন খাবারে এগুলোর ব্যবহার সীমিত করা অত্যাবশ্যক।

চিনি প্রাকৃতিকভাবে নিজস্বরূপে এবং বিভিন্ন খাদ্যে উপাদান হিসেবে থেকে থাকে। চিনি ঘনীভূত শক্তির উৎস এবং এটি সরলরূপের কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা দিয়ে তৈরি। সাধারণত চিনি ব্যবহৃত হয় খাদ্য ও পানীয়কে মিষ্টি করার জন্য যেমন: চা, কফি, মিষ্টান্ন। অধিক মাত্রায় চিনি বা গুড়ের তৈরি খাদ্য গ্রহণ করলে অধিক খাদ্যশক্তি দেহে সঞ্চিত হয় । এটি

মানুষকে স্থূলকায় করে এবং পরবর্তীতে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অধিক পরিমাণ চিনি গ্রহণের সাথে দাঁতের সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে। যেসব শিশু বেশি পরিমাণে মিষ্টি গ্রহণ করে তাদের অন্যান্য খাদ্যে অরুচি থাকে এবং দাঁত ক্ষয়ের ঝুঁকি বেশি থাকে। মদু এবং গুড় থেকেও চিনি পাওয়া যায় এবং তা পরিশোধিত চিনির চেয়ে উত্তম। মোট শক্তির ১০ শতাংশেরও কম পরিমাণ খাদ্যশক্তি মুক্ত চিনি থেকে সরবরাহ করা উচিত। খাদ্য গ্রহণ সংশ্লিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধের জন্য চিনি এবং পরিশোধিত খাদ্যশস্য কম ব্যবহার করা উচিত।

পুষ্টিবার্তা:

- দৈনিক ২৫ গ্রাম বা ৫ চা চামচ- এর কম চিনি গ্রহণ করুণ।
- পরিশোধিত চিনি এবং মিষ্টি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার বিশেষত ক্ষীর গোলাপজাম ,কালোজাম, জিলাপি, চমচম, রসগোল্লা, রাবড়ি, পাটিসাপটা, সন্দেশ ইত্যাদি কম পরিমাণে গ্রহণ করুন;
- বেকারির তৈরি খাবার যেমন: বিস্কুট, কেক, জ্যাম, জেলি-মারমেলেড, চকোলেট, টফি, ক্যান্ডি, আইসক্রিম, শীতল বা কোমল পানীয় এর মতন লুকোনো এবং অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাদ্য সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন;
- বিভিন্ন প্রকার মৌসুমি ফল খেয়ে প্রাকৃতিক চিনি গ্রহণকে উৎসাহিত করুন।

নির্দেশকা ৫ : প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি ও পানীয় পান করুন

আমাদের শরীরের মোট ওজনের ৭০% পরিমাণ পানি এবং রক্ত ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক শারীরিক তরলের উপাদানও পানি। এটি মানবদেহের একটি মুখ্য উপাদান এবং একটি অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদান। পানি খাদ্য পরিপাক, পরিশোষণ, পরিবহন, বর্জ্য পদার্থ দূরীকরণ এবং শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন। নবজাতক যারা সঠিক নিয়মে মায়ের দুধ পান করে তাদের জন্য বাড়তি পানির প্রয়োজন হয় না। বাড়ন্ত ভ্রূণ এবং অ্যামনিয়োটিক ফ্লুইডের চাহিদা পূরণ

এবং এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড বৃদ্ধির কারণে গর্ভবর্তী নারীর অতিরিক্ত পানি পানের প্রয়োজন হয়। মায়ের দুধের সাথে বেরিয়ে যাওয়া তরলের ঘাটতি পূরণের জন্য মাতৃদুগ্ধদানকারী নারীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করতে হবে।

পুষ্টিবার্তা:

- দৈনিক তরলের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ ও সুপেয় পানি পান করুন।
- প্রতিদিন ১.৫-৩.৫ লিটার অর্থাৎ ৬-১৪ গ্লাস নিরাপদ পানি পান করুন।
- নিরাপদ পানি বিষয়ে সন্দেহ থাকলে ফুটানো পানি পান করুন।
- কোমল পানীয় এবং কৃত্রিম জুসের পরিবর্তে ডাবের পানি অথবা টাটকা ফলের রস পান করা পুষ্টিসম্মত।
- তাজা ফলমূলের জুস পরিমিত পরিমাণে পান করুন।

নির্দেশিকা ৬: নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করুন

খাদ্যে ভেজাল এবং দূষণ এদেশের বিভিন্ন খাদ্যবাহিত রোগের মূল কারণ। বাসি, পঁচা ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের মারাত্বক অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। কিছু নির্দিষ্ট মোল্ড থেকে উৎপন্ন অ্যাফ্লাটক্সিন কিছু ধরনের খাদ্যে সংক্রমিত হয়ে খাদ্যশস্য, চিনাবাদাম, দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য, ডিম এবং মাংসকে দূষিত করে থাকে। অনিরাপদ ও ভেজাল খাদ্য ডায়রিয়া বা অন্যান্য পানি ও খাদ্য বাহিত রোগ থেকে শুরু করে ক্যান্সার পর্যন্ত নানান ধরনের জটিল রোগের কারণ হতে পারে।

নিম্নমানের সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের কারণে খাদ্যে উপস্থিত প্রাকৃতিক এনজাইমসমূহ খাদ্যকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাকের আক্রমণ খাদ্য পানীয়কে বিষাক্ত করে তোলে। ইঁদুর ও বিষাক্ত পোকামাকড় খাদ্যকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। খাদ্যে ভেজালদ্রব্য মিশ্রণ, অনুমোদনবিহীনও মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিকর রঙ ও গন্ধের ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। রাস্তার পাশের খাবারকে নিরাপদ খাবার বলা যায় না কারণ তা বেশির ভাগ সময়েই অস্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি করা হয়ে থাকে এবং তাতে কলিফর্ম জীবাণু থাকবার সম্ভাবনা থাকে যা কিনা মলদূষণ নির্দেশ করে।

নিরাপদ এবং ভালোমানের খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রথম ধাপ হলো সঠিক খাদ্য নির্বাচন। বিক্রয় ভালো এমন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে তাজা খাবার নিশ্চিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) (Bangladesh Standards and Testing Institute) (BSTI)-এর সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করা উচিত। প্যাকেটজাত খাবার ক্রয়ের পূর্বে সবসময় মেয়াদোত্তীর্ণ (Best before/date of expiry) লেবেলের দিকে নজর দিয়ে এবং পুষ্টিগত তথ্য দেখে ক্রয় করা উচিত।

সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যবিধি, উন্নত পরিচ্ছন্নতাবিধির অনুশীলন খাদ্যবাহিত রোগ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খাদ্য প্রস্তুত ও গ্রহণকালে খাদ্য নির্বাচন, লেবেল, খাদ্য সংরক্ষণ, উৎপাদন ও মেয়াদ এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জ্ঞান ও ধারণা খাদ্যকে নিরাপদ করে এবং সুস্বাস্থ্য অটুট রাখতে সাহায্য করে। দুধ, মাছ, মাংস শাকসবজি এবং ফলমূলের মতন পচনশীল খাদ্যদ্রব্য যথোপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে ফেলতে হবে। খাদ্য তৈরির পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে ব্যক্তিগতভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। যদি কারো উন্মুক্ত কাটাস্থান বা ক্ষত থাকে, তবে তাকে অবশ্যই এই প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যিনি খাবার তৈরি করবেন তিনি খাদ্যের উপর থুতু, হাঁচি বা কাশি ফেলতে পারবেন না। খাবার প্রস্তুতকালে তাদেরকে নাক, মুখ, চুল এবং চামড়ায় হাত দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বারবার ভালোভাবে হাত ধোয়া এবং চারিদিক সতর্কতার সাথে পরিষ্কার রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধুলা, মাছি এবং ময়লাও খাদ্যকে দূষিত করে থাকে, তাই খাদ্যদ্রব্যকে সকল সময়েই ভালোভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে, এবং সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

পুষ্টিবার্তা :

- নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে যাচাই করে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করুন ;
- খাওয়ার আগে শাকসবজি ও ফলমূল ভালোভাবে ধুয়ে নিন ;
- কাঁচা ও রান্না খাবার সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করুন এবং জীবাণু, ইঁদুর ও পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধ করুন ;
- ধুলো ও মাছির সংস্পর্শ ঠেকাতে খাদ্য ঠিকভাবে ঢেকে রাখুন ;
- এক খাবার থেকে অন্য খাবারে জীবাণু সংক্রমণ (cross contamination) রোধ করতে শাকসবজি, ফলমূল দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য, ডিম ও মাংসজাতীয় খাদ্যদ্রব্য আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষণ করুন ;
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ভালোভাবে মেনে চলুন এবং খাদ্য তৈরির ও সংরক্ষণের জায়গা পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখুন ;
- রান্না ও খাওয়ার কাজে সবসময় পরিষ্কার তৈজসপত্র ব্যবহার করুন ;
- খাদ্য গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পচনশীল খাদ্যকে ফ্রিজে বা ঠান্ডা জায়গায় রাখুন ;
- সংরক্ষণ করা হয়ে থাকলে রান্না করা খাদ্যদ্রব্যকে ভালোভাবে পুনরায় গরম করুন। ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারচেয়ে বেশি তাপমাত্রায় পৌছানোর পর ২ মিনিট যাবত খাদ্যদ্রব্যকে গরম করুন ;
- দূষিত পানি ও ধুলাবালির সংস্পর্শে আসে বলে রাস্তার পাশের ঢাকনাবিহীন ও খোলা খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

নির্দেশিকা ৭ : সুষম খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি নিয়মিত শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে আদর্শ ওজন বজায় রাখুন।

শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়া যায়। ছোটবেলা থেকে শারীরিক ভাবে সক্রিয় থাকা বয়সকালে নানানরকমের রোগ এবং অক্ষমতা থেকে রক্ষা করে। ব্যায়াম অক্সিজেন, গ্লুকোজের ব্যবহার বাড়ায় এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। খাদ্য গ্রহণ-সংশ্লিষ্ট নানারকমের দীর্ঘমেয়াদী রোগের সাথে অনুপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, দৈনিক পরিশ্রমের অভাব এবং ত্রুটিযুক্ত জীবনযাত্রা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করার পরামর্শ দেয়া হয় (সংযুক্তি ৩ এ শারীরিক শ্রম পিরামিড দেখুন)। এর পাশাপাশি সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং অল্প ক্যালরি গ্রহণের চেষ্টাও করা উচিত। এটি মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে একই ওজন বজায় রাখার জন্য একজন ব্যক্তির গৃহীত ক্যালরি এবং খরচকৃত ক্যালরির পরিমাণ সমান হতে হবে (সংযুক্তি ৬ এ খাদ্য গ্রহণ ও জীবনযাত্রার মূল্যায়ন দেখুন)।

পুষ্টিবার্তা :

- খাবার সময়মত গ্রহণ করুন ;
- খাবার ভালোমত চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন ;
- অতিরিক্ত খাওয়া রোধ করতে সঠিক সময় বিরতিতে খাদ্য গ্রহণ করুন ;
- ধূমপান, মদ্যপান, তামাক এবং সুপারি চিবানোর মত অভ্যাসসমূহ পরিহার করুন ;
- সুয়ম খাদ্য গ্রহণ এবং শারীরিক শ্রমের সমন্বয়ে আদর্শ ওজন রজায় রাখুন ;
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০-৪৫ মিনিট হাঁটা, দৌড়ানো, ব্যায়াম করা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটার পাশাপাশি গৃহস্থালি কাজকর্মের মতন বিভিন্ন এরোবিক শারীরিক শ্রমে অভ্যস্থ হন[১৩] ;
- বি.এম.আই. ১৮.৫-২৫.০ এর মধ্যে, পুরুষদের কোমর পরিধি ৮০ সেঃমিঃ বা তার কম ও মহিলাদের কোমর পরিধি ৯০ সেঃমিঃ বা তার কম কোমর থেকে নিতম্বের অনুপাত পুরুষদের জন্য ০.৯৫ এর কম, নারীদের জন্য ০.৮০ এর কম বজায় রাখুন ;
- রক্তের শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এবং হজমের উন্নতিতে সাহায্য করে বলে খাওয়ার পরে হালকা শারীরিক ব্যায়াম করুন।

---

[১৩] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ পরামর্শসভায় এশীয়দের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল যে বিএমআই ২৩ কেজি/মি^{২} বা তার অধিক হলে তা বর্ধিত ঝুঁকি এবং ২৭.৫ কেজি/মি^{২} বা তার অধিক হলে তা বিএমআই উচ্চতর ঝুঁকি নির্দেশ করে যা জনস্বাস্থ্যমূলক কার্যক্রম গ্রহণের দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

নির্দেশিকা ৮ : সঠিক পদ্ধতিতে রান্না, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং সুস্থ জীবনযাপনে নিজেকে অভ্যস্ত করুন।

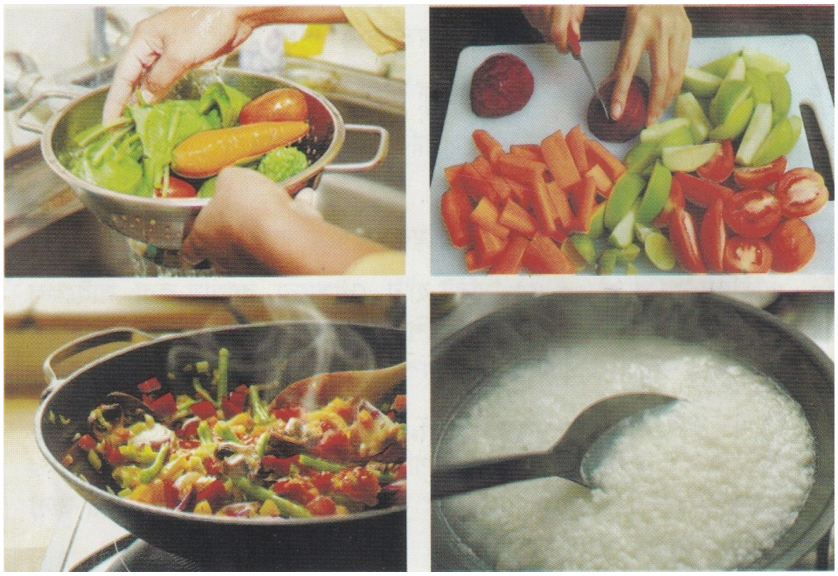

সঠিক পদ্ধতিতে রান্নার ফলে খাবারের আকৃতি, স্বাদ, রং গন্ধ এবং গঠন পরিবর্তিত হয়, যার ফলে খাবার সুস্বাদু হয় এবং খাবারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। রান্নার ফলে খাবার নরম হয়, এতে উপস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয় এবং হজম উপযোগী হয়। বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদান যেমনঃ কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, পরজীবি এবং ধুলাবালি দূর করার জন্য রান্নার পূর্বে খাদ্যদ্রব্যকে পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সবজি ধুয়ে বড় বড় টুকরা করে কাটলে ভিটামিন ও খনিজ লবণের অপচয় কম হয়। রান্নার অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এগুলো হল সিদ্ধ, ভাঁপানো, প্রেশার কুকারে রান্না সেঁকা, ভাজা, ঝলসান এবং পোড়ানো। এর মধ্যে সিদ্ধ, সেকা এবং ভাঁপানো রান্নার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি। বসাভাত এবং ভাঁপানো সবজি স্বাস্থ্যকর খাবার। পারঅক্সাইড ও ফ্রি র‍্যাডিক্যালস উৎপাদনের মাধ্যমে অন্ত্রের মিউকোসার ক্যান্সারের মতো জটিলতা সৃষ্টির কারণ হতে পারে বলে একবার খাবার ভাজায় ব্যবহৃত তেলের পুনঃব্যবহার এড়ানো উচিত।

পুষ্টিবার্তা :

- কাটার পূর্বে শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্য ধুয়ে নিন ;
- শাকসবজিকে বড় বড় টুকরোয় কেটে নিন ;
- কাটার পরে ফল ও সবজি বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখবেন না;
- রান্নার সময় ঢাকনা ব্যবহার করুন ;
- একবারে বেশি খাবার গরম করার অভ্যাস ত্যাগ করুন ;
- সালাদ বা চাটনি হিসেবে গাজর, শসা, টমেটোর মতন কাঁচা সবজি খাওয়াকে উৎসাহিত করুন ;
- লেবু, সিরকা, শর্ষেবাটা এবং তেলছাড়া অন্যান্য মসলা ব্যবহার করে ঘরেই সালাদ ড্রেসিং তৈরী করুন;
- সবজি রান্নার জন্য উচ্চ তাপে ও কম সময়ে রান্নার পদ্ধতি অনুসরণ করুন ;
- ভাজায় ব্যবহৃত তেলের পুনঃব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

নির্দেশিকা ৯: গর্ভবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে বাড়তি খাদ্য চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করুন।

ছবির সৌজন্যেঃ বাংলাদেশ ব্রেষ্টফিডিং ফাউন্ডেশন, আইপিএইচএন

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে একজন মহিলার পুষ্টি চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শিশুর বৃদ্ধি এবং মায়ের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়ের প্রতিদিন পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন। মা যে খাবার খায় তা থেকে শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো আসে। গর্ভাবস্থায় মোট ওজন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো আসে। গর্ভাবস্থায় মোট ওজন বৃদ্ধি ১২ কেজি (১০-১৪ কেজির মধ্যে) হওয়া বাচ্চার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে এবং গর্ভকালীন জটিলতা কমিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে। স্তন্যদানকারী নারীর ক্ষেত্রে তার খাদ্য যত বেশি পুষ্টিকর হবে তার মায়ের দুধও তত বেশি পুষ্টিকর হবে। স্তন্যদানকারী নারীর জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ, প্রচুর পরিমাণে পানি পান, এবং যথাসম্ভব বিশ্রাম নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুষ্টিবার্তা :

- ডিম, গরুর মাংস, খাসির মাংস, হাঁস-মুরগির মাংস এবং মাছ খাওয়ার মাধ্যমে ভালো মানের প্রোটিন ও বায়োএভেইলেবল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (আয়রন, জিংক এবং ক্যালসিয়াম) গ্রহণ করুন। প্রোটিন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের উৎকৃষ্ট উৎস ডাল, শিম, বাদাম ও বিচি গ্রহণ করুন বিশেষ করে খাদ্যশস্যের সাথে ;
- সহজে হজম করা যায় এবং উচ্চ পুষ্টিমান থাকার কারণে আঙ্কুরিত ডাল, গাঁজানো খাদ্য (ফারমেন্টেড ফুড) এবং ঐতিহ্যগতভাবে রোস্টিং, সিদ্ধকরণ ও ভেজানোর মাধ্যমে তৈরী খাদ্য গ্রহণ করুন ;
- পাতাযুক্ত শাকসবজি, হলুদ/ কমলা এবং অন্য রঙের সবজি খেয়ে প্রতিদিনকার আয়রন, ফলিক এসিড, ভিটামিন এ এবং খাদ্য আঁশ (ডায়েটারি ফাইবার) গ্রহণ নিশ্চিত করুন ;
- গর্ভাবস্থায় মৌসুমি ফল বিশেষ করে খাবারের পর পর খাবেন। ফলমূল ভিটামিন সি, পটাশিয়াম এবং খাদ্য আঁশ (ডায়েটারি ফাইবার) এ উৎকৃষ্ট উৎস ;
- ভ্রূণের কঙ্কালের সুষ্ঠু গঠনের জন্য প্রতিদিন দুধ ও দুধজাত খাবার গ্রহণ করুন :
- গর্ভাবস্থায় নিয়মিত শারীরিক শ্রম চালিয়ে যান এবং শরীরের স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন ;
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন ও ফলিক এসিডের সম্পূরক গ্রহণ করুন ;
- স্তন্যদাত্রী মায়েরা মায়ের দুধ উৎপাদেনর অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন, প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন এবং যথেষ্ট বিশ্রাম নিন।

নির্দেশিকা ১০ : শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ দিন এবং ৬ মাস পর বাড়তি খাদ্য প্রদান করুন।

ছবির সৌজন্যেঃ বাংলাদেশ ব্রেষ্টফিডিং ফাউন্ডেশন, আইপিএইচএন

মায়ের দুধ শিশুর জন্য আদর্শ ও অপরিহার্য খাবার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জন্মের এক ঘন্টার ভেতরেই বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান শিশুর প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত চলবে এবং তারপর ২ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিপূরক খাদ্যের পাশাপাশি মায়ের দুধ পান চলতে থাকবে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য মায়ের দুধ সবচেয়ে উপযোগী প্রাকৃতিক খাদ্য, যা শিশুর জীবন বাঁচায়, রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করে এবং প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে পরবর্তী গর্ভধারণকে বিলম্বিত করে। ৬ মাস পরে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবারের প্রয়োজন হয়। এ সময়ে ঘরে তৈরি নিরাপদ পরিপূরক খাবার খাওয়ানো উত্তম। শিশুকে ঘরে তৈরি পরিপূরক খাদ্য, যা কিনা খাদ্যশক্তি ও পুষ্টিতে ভরপুর, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে তৈরি-তা দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

পুষ্টিবার্তা :

- শিশু জন্মের পর ১ ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ পান করান ;
- প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ান ;
- প্রসূতি মায়ের জন্য পারিবারিকভাবে আন্তরিক সহযোগীতা ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করুন ;
- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে যথাযথ পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর শুরু করুন এবং ২ বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ান ;
- ছয় মাস পূর্ণ হবার পরে ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার নির্বাচন করুন ;
- পরিপূরক খাবার প্রস্তুত করার জন্য নিম্নে বর্ণিত সুপারিশকৃত সাতটি খাদ্যশ্রেণির মধ্যে কমপক্ষে চারটি বা তার বেশি খাদ্যশ্রেণি বাছাই করুন ;
    - ❖ শস্য ও শস্যজাত খাবার, মূল এবং কন্দ ;
    - ❖ ডাল, বাদাম ও বিচি জাতীয় খাবার ;
    - ❖ দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার যেমন পনির, দই ;
    - ❖ মাংস জাতীয় খাবার (মাছ, গরু/খাসির মাংস, হাঁস-মুরগির মাংস এবং কলিজা) ;
    - ❖ ডিম ;
    - ❖ ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ফল ও সবজি ;
    - ❖ অন্যান্য ফল ও সবজি।
- শিশুকে লবণাক্ত ও মশলাদার খাবার দেওয়া এড়িয়ে চলুন ; খাবারে বাড়তি লবণ যোগ পরিহার করুন ;
- জন্মের পর প্রথম বছরেই শিশুকে কোমল ও মিষ্টি পানীয় দেওয়া থেকে বিরত রাখুন ;
- স্তন্যদাত্রী মাকে ধূমপান, মদ্যপান, তামাক ও ক্ষতিকর ঔষধ সেবন থেকে বিরত রাখুন।

পরিশিষ্ট :

সংযুক্তি ১ : বাংলাদেশের জন্য খাদ্য নির্দেশিকা পিরামিড

স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণকে করার জন্য খাদ্য পিরামিডের নকশা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ বলতে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি (প্রোটিন, স্নেহ, শর্করা, ভিটামিন এবং খনিজ) সঠিক পরিমাণে গ্রহণকে বোঝায়। একই ধরনের পুষ্টিমানের খাবারগুলোকে খাদ্য পিরামিডের একেক স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের জন্য তালিকা বানানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাবার বেছে নেয়ার সুযোগ থাকে।

শস্যজাতীয় খাদ্য এই পিরামিডের ভিত্তি যা চাহিদামত গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে পিরামিডের শীর্ষে চিনিজাত পণ্য এবং তেল ও চর্বির কথা বলা হয়েছে যা অল্প/সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে, কেননা এসব খাদ্য খুব অল্প পরিমাণে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজের যোগান দেয়। খাদ্য পিরামিডের উপরের অংশ সাধারণত এদের নিয়ে গঠিত । এদের গ্রহণ সীমিত করা পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশের জন্য খাদ্য নির্দেশিকা পিরামিড

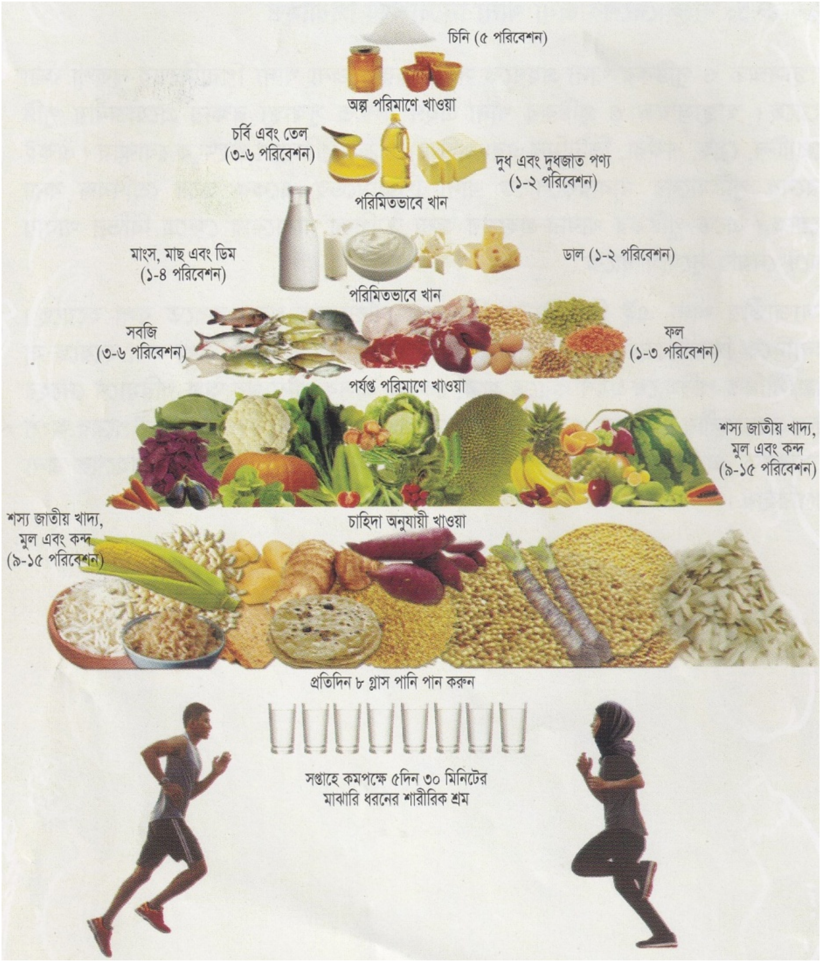

সংযুক্তি ২ : বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত পুষ্টিকর খাবারের প্লেট

প্লেট পদ্ধতিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দুপুরের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের অনুপাত

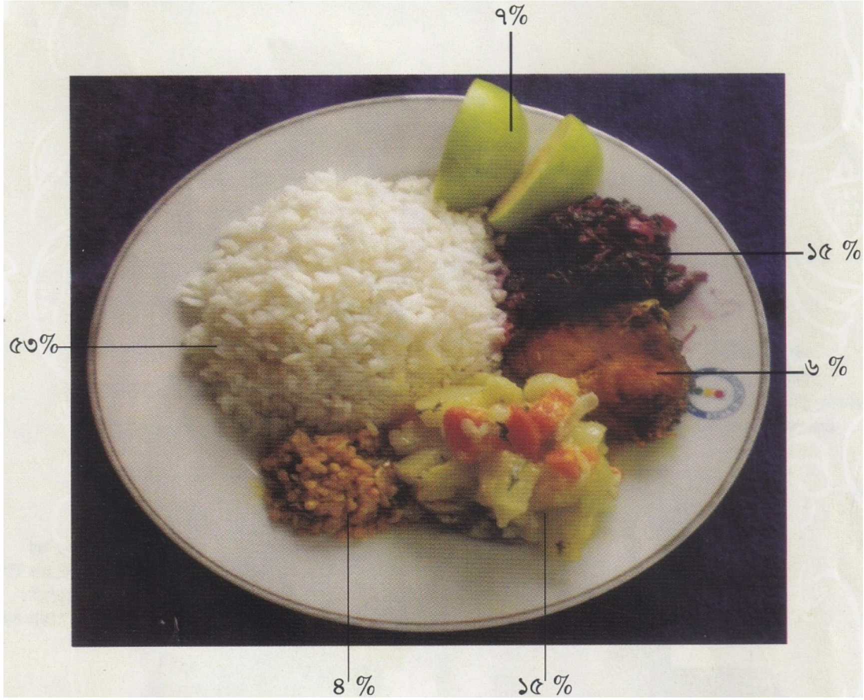

সংযুক্তি ৩: শারীরিক শ্রম পিরামিড

শারীরিক শ্রম পিরামিড থেকে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরিক শ্রম কতক্ষণ করা উচিত তার নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

সংযুক্তি ৪: খাদ্যের আদর্শ পরিমাপ

বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা-তে ব্যবহৃত আদর্শ পরিমাপ কাপ, বাটি এবং চামচকে সার্ভিং সাইজের আদর্শিকরনে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি সার্ভিং এর আনুমানিক খাদ্যশক্তি মান (কিলোক্যালরি) ও প্রদান করা হয়েছে।

১ কাপ (২০০ গ্রাম) রান্না করা সবজি (২ পরিবেশন) থেকে ১০০ কিলোক্যা-লরি পাওয়া যায়।	১টি কলা (১০০ গ্রাম, ১ পরিবেশন) থেকে ৯৫ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়।
১ কাপ (১০০ গ্রাম) রান্না ভাত (১ পরিবেশন) থেকে ১০০ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়।	১০ মিলি তেল (২ পরিবেশন) ৯০ কিলোক্যা-লরি পাওয়া যায়।
১ কাপ (১০০ মিলি) পাতলা ডাল (১ পরিবেশন) থেকে ৫০ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়।	১৫০ মিলি দুধ (১ পরিবেশন) থেকে ১০০ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়।
১০০ গ্রাম রান্না করা মাছ (১ পরিবেশন, ২ টুকরা) থেকে ১০০ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়।	১টা ডিম (৬০ গ্রাম, ১ পরিবেশন) থেকে ১০০ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়।

সংযুক্তি ৫ : খাদ্য পরিবেশন তালিকা

খাদ্য পরিবেশন তালিকায় যেসব খাদ্যে পুষ্টি উপাদান যেমন খাদ্যশক্তি, শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বি প্রায় সম পরিমাণে বিদ্যমান সেসব খাদ্যকে একই শ্রেণির খাদ্য হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

শস্য, ডাল, মাছ এবং মাংসের প্রতি পরিবেশন থেকে ১০০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি সরবরাহ করে, ফল এবং সবজি এর প্রতি পরিবেশন থেকে ৫০ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়।

খাদ্য	পরিবেশন সংখ্যা	গ্রাম/পরিবেশন	পরিবেশন আকার (রান্না ছাড়া)	কিলোক্যালরি
চাল	৮-১২	৩০	১/৩ কাপ	১০০
গম	১-৩	৩০	১/৩ কাপ	১০০
আলু	১-৪	৫০	১ টি মাঝারি	৫০
ডাল	১-২	৩০	১/৩ কাপ	১০০
শাক	১-২	১৫০	১ আঁটি	৫০
সবজি	২-৩	১৫০	১$\frac{১}{২}$ কাপ	৫০
ফল	১-৩	১০০	১ টি	৫০
মাছ, মাংস	১-২	১০০	২ টুকরা	১০০
ডিম	১	৬০	১ টি	১০০
দুধ	১-৩	১৫০	১ কাপ	১০০
চিনি	১-৫	৫	৫ চা চামচ	১০০
রান্নায় ব্যবহৃত তেল	৩-৬	৫	২ চা চামচ	১০০
মশলা*	১	২০	৪ চা চামচ	৫০

*মশলার মধ্যে রয়েছে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ এবং মরিচ।

সংযুক্তি ৬: খাদ্য গ্রহণ ও জীবনযাত্রার মূল্যায়ন

বাংলাদেশের জন্য খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার ১০টি নিয়ম বিবেচনায় রেখে এখন সময় হয়েছে নিজের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার ধারা মূল্যায়নের ।

- নিম্নে প্রদত্ত খালি জায়গায় নিজের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রা অনুযায়ী উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।
- নিম্নে উল্লেখিত ১৭টি খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার ধারার যেকোনটির জন্য, নিয়মিত তে টিক দিতে হবে যদি অভ্যাস বা ধারাটি দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়, মাঝে মাঝে তে টিক দিতে হবে যদি অভ্যাস বা ধারাটি সপ্তাহে তিন দিন অনুশীলন করা হয়, কখনো না তে টিক দিতে হবে যদি অভ্যাস বা ধারাটি সপ্তাহে তিন দিনের কম অনুশীলন করা হয়।
- প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল মূল্যায়ন ফলাফল পেতে সাহায্য করবে।

খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার ধারা	খাদ্যগ্রহণের হার		
	নিয়মিত	মাঝে মাঝে	কখনো না
১। খাদ্য পিরামিডের ৬-৮ টি খাদ্যশ্রেণির মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়া			
২। ঢেঁকিছাঁটা চাল ও লাল আটা খাওয়া			
৩। লেবু/টকজাতীয় এবং ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ফল খাওয়া			
৪। শাকসবজি খাওয়া (পাতাজাতীয় ও অন্যান্য)			
৫। মাছ/মাংস খাওয়া			
৬। ডাল খাওয়া			
৭। চর্বি এবং তেল সমৃদ্ধ খাবার (জাঙ্ক ফুড) পরিত্যাগ করা			
৮। মিষ্টিযুক্ত খাবার সীমিত করা			
৯। দুধ পান করা			
১০। টাটকা এবং ভালোভাবে প্রস্তুতকৃত খাবার খাওয়া			
১১। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ পরিহার করা			
১২। খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া			
১৩। খাবার খাওয়ার আগে সবসময় হাত ধোয়া			
১৪। সাপ্তাহিকভাবে শরীরের ওজন মাপা			
১৫। ব্যায়াম করা/খেলাধুলা করা			
১৬। বছরে অন্তত একবার ডাক্তারি/স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা			
১৭। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়া এবং ঘুমানো			

মূল্যায়ন ফলাফল

উত্তম	মাধ্যম	নিম্নমান
১৫-১৭	১১-১৪	<১০

সংযুক্তি ৭ : মেনু পরিকল্পনা

শারীরিক ওজন, শারীরিক কার্যকলাপের ধরন, শারীরিক অবস্থা, খাদ্যের মূল্য, মৌসুমি খাদ্য এবং খাদ্য বৈচিত্র্যতার উপর ভিত্তি করে মেনু পরিকল্পনা করা হয়েছে। মাঝারি ধরনের শারীরিক কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তির জন্য পরিমিত ব্যয় সাপেক্ষে নীচের মেনুটি পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ

বয়স: (১৯-২৯)

কাজের ধরন: মাঝারি

বর্তমান খাদ্যশক্তি চাহিদা: ২৪৩০ কিলোক্যালরি/দিন

ওজন : ৬০ কেজি

খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি) চাহিদার ভিত্তিতে শর্করা, প্রোটিন, ও চর্বির চাহিদা নির্ণয় :

৭০% কিলোক্যালরি শর্করা (৫০% শস্যজাতীয়+ ২০% অন্যান্য খাদ্য) থেকে

২০% কিলোক্যালরি চর্বি থেকে

১০% কিলোক্যালরি প্রোটিন থেকে

১০০%

২৪৩০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তির জন্য পুষ্টি উপাদানের অনুপাত নিচে দেখানো হলো:

- **শর্করা**

৭০% × ২৪৩০ কিলোক্যালরি=১৭০১ কিলোক্যালরি;
১৭০১ কিলোক্যালরি ÷ ৪ কিলোক্যালরি/গ্রাম=৪২৫ গ্রাম
(অতএব, পুরুষের ৪২৫ গ্রাম শর্করা প্রয়োজন)

- **চর্বি**

২০% × ২৪৩০ কিলোক্যালরি=৪৮৬ কিলোক্যালরি;
৪৮৬ কিলোক্যালরি ÷ ৯ কিলোক্যালরি/গ্রাম=৫৪ গ্রাম
(অতএব, পুরুষের ৫৪ গ্রাম চর্বি প্রয়োজন)

- **প্রোটিন**

১০% × ২৪৩০ কিলোক্যালরি=২৪৩ কিলোক্যালরি;
২৪৩ কিলোক্যালরি ÷ ৪ কিলোক্যালরি/গ্রাম=৬১ গ্রাম
(অতএব, পুরুষের ৬১ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন)

নমুনা মেনু পরিকল্পনা

বয়স	২৮	লিঙ্গ	পুরুষ	ক্যালরি চাহিদা	২৪৩০ (কিলোক্যালরি)
উচ্চতা (সে.মি.)	১৭০	PAL (শারীরিক শ্রমের ধাপ)	১.৫	শর্করা	৭০% (১৭০১ (কিলোক্যালরি)
ওজন (কেজি)	৬০	BMR (কিলোক্যালরি/কেজি/দিন)	২৭	প্রোটিন	১০% (২৪৩ (কিলোক্যালরি)
				স্নেহ	২০% (৪৮৬ (কিলোক্যালরি)

সকালের নাস্তা +		৭০০ কিলোক্যালরি
খাবারের নাম		পরিমাণ (গ্রাম)
সকালের নাস্তা	আটা	৬০
	ছোলা	১৫
	চিচিঙ্গা	১২৫
	মশলা + লবণ	৫
	তেল	১০
নাস্তা	কলা (পাকা)	১০০
	চিড়া	৫০
	গুড়	১০

দুপুরের খাবার নাস্তা +		৯৪০ কিলোক্যালরি
খাবারের নাম		পরিমাণ (গ্রাম)
দুপুরের খাবার	চাল	১৫০
	মসুরের ডাল	১০
	আলু	৫০
	ঢেঁড়স	১২৫
	মাছ	৩০
	পুঁইশাক	১০০
	মসলা+লবণ	১০
	তেল	১০
নাস্তা	গুড়	১০
	তরমুজ	১০০
	মুড়ি	৩০

রাতের খাবার + নাস্তা		৭৯০ কিলোক্যালরি
খাবারের নাম		পরিমাণ (গ্রাম)
রাতের খাবার	ভাত	১২০
	মসুরের ডাল	১০
	লাউ	১২৫
	লাল শাক	১০০
	মুরগী (ফার্ম)	৪০
	মশলা+লবণ	১০
	তেল	১০
নাস্তা	গরুর দুধ (সর-সহ)	১৩০

খাদ্যতালিকা এবং পুষ্টিমান

খাবারের নাম	পরিমাণ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কি.ক্যা)	খাদ্যশক্তি (কি.জুল)	প্রোটিন (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম)	আয়রন (মি.গ্রাম)	ভিটামিন বি১ (মি.গ্রাম)	ভিটামিন বি২ (মি.গ্রাম)	ভিটামিন সি (মি.গ্রাম)	ভিটামিন এ (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন বি৩ (মি. গ্রাম)	ফলিক এসিড (মাইক্রোগ্রাম)	জিংক (মি.গ্রাম)	ম্যাগনেশিয়াম (মি. গ্রাম)	সোডিয়াম (মি. গ্রাম)	পটাসিয়াম (মি.গ্রাম)	ফসফরাস (মি.গ্রাম)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
চিড়া	৫০	০.৬৫	১৭৮	৭৫৫	৩	০.৫৫	৪০	১৩	৩.৪	০.১	০.০২	০	০	২	০	১	২৪	১	৭৫	৬৫
মুড়ি	৩০	০.৪২	১০৮	৪৬২	২	০.০৩	২৫	৩	০.২১	০.০৬	০.০৪	০	০	১.০৫	৩.৪৯	০	১৪	১৯৫	৪৬	৪০
আটা	৬০	৬.৪২	২০০	৮৪৬	৭	১.২৬	৩৭	৩১	২.৯৪	০.২৯	০.১	০	০	৩.৭২	১৭.৪	২	৯১	১০	১৭০	১৮৪
ভাত	২৭০	৯.১৮	৯২৯	৩৯২৬	১৮	১.০৮	২০৭	২৪	১.৮৯	০.৫৭	০.১৪	০	০	১২.৪২	২৯.৭	৪	১১৬	৫	৩৯৪	৩৪০
ছোলা	১৫	২.৬১	৫৩	২২১	৩	০.৯	৭	৩০	১.৩২	০.০৪	০.০৪	০	১	০.৭৪	২৭.৯	০	২০	৫	১০৭	৫৫
মসুর ডাল	২০	২.৬৪	৬৩	২৬৮	৬	০.১৬	৯	৫	১.০২	০.১৬	০.০২	০	১	১.২৬	৭.২	১	১৪	৭	১২৭	৫২
লাল শাক	১০০	৪.২	৩২	১৩১	৫	০.৩	১	২৫৬	৬	০.০৩	০.১৩	৪২	৭৯৩	১.৬	৮৫	১	১৮১	৫৯	২৬১	৩২
পুঁই শাক	১০০	২.২	২৫	১০৫	২	০.৩	২	১১১	২.২	০.০২	০.৩৬	৫২	১৭০	০.৫	১৪০	০	১৭৯	৬৯	১৮৭	৩১
মশলা+লবণ	২৫	০.৪২	৪৮	৫৫	২	১.৫৪	৭	৫	০.১৯	০	০.০৩	১	০	০.০৭	৪.১৮	০	৫	১১৮০	৪৬	৬
আলু	৫০	১.০৫	৩৩	১৪১	১	০.১	৭	৬	০.২৫	০.০৪	০.০৪	১০	১	০.৪	৯	০	১১	৮	১৪৩	২০
লাউ	১২৫	০.৭৫	৪৩	১৭৮	১	০.১২	৯	৩৩	০.৮৮	০.০১	০.০২	১১	২	০.৫	৭.৫	১	১৪	৪৯	১৮৮	৬৬
চিচিঙ্গা	১২৫	১	৩০	১২৯	১	০.৩৮	৬	৩৯	০.৫	০.০৫	০.০৮	২৪	০	১	২০	০	২১	৪৯	১৯৪	৩৫
ঢেঁড়স	১২৫	৩.৮৮	৪৯	২০৫	৩	০.২৫	৭	১১৬	১.১২	০.০৫	০.২	২২	২৪	১.৭৫	৭৫	০	২৫	৪৬	২২৩	৩৫
সরিষার তেল	৩০	০	২৭০	১১১০	০	৩০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
কলা (পাকা)	১০০	২.৬	৯৫	৪০০	১	০.৮	১৯	১১	০.৩	০.০৫	০.০৮	১	২	০.৯	২০	০	২৩	১০	৪১১	৩৬
তরমুজ	১০০	০.৪	২২	৯৩	১	০.২	৪	১২	০.৪	০.০২	০.০৪	২৪	২৯	০.৩	৩	০	১১	১৭	১০৭	১২
কই মাছ	৩০	০	৪২	১৭৪	৫	২.৩১	০	১৯	০.৩৬	০.০১	০.০৫	০	৬৫	০.৭৮	০	০	১৬	১৬	৬৪	৪৮
মুরগী (ফার্ম)	৪০	০	৫১	২১৫	৮	২.২৮	০	৭	০.৪	০.০৪	০.০৫	০	০	৩.৮	১.৬	১	১২	২২	১২০	৭২
গরুর দুধ (সরসহ)	১৩০	০	৮২	৩৪২	৪	৪.৮১	৬	১৩৪	০.১৩	০.০৮	০.৩৬	৩	৪১	১.০৪	১১.৭	১	১৭	৬৬	১৭০	১১৭
গুড়	২০	০	৭৭	৩২৬	০	০.০২	১৯	১৮	০.৩২	০	০	০	০	০	০	০	২৪	১৬	৫৮	১৪
মোট	**১৫৪৫**	**৩৮.৪২**	**২৪৩০**	**১০০৮০**	**৭২**	**৪৭.৩৯**	**৪১০**	**৮৭৩**	**২৩.৮৩**	**১.৬২**	**১.৮**	**১৮৮**	**১১২৮**	**৩৩.৮৩**	**৪৬২.৬৭**	**১৩**	**৮১৬**	**১৮৩২**	**৩০৯৯**	**১২৬১**
আর.ডি.এ	-	৩৮	২৮৩০	১০২০৬	৬২	২০	৪২৫	১০০০	২৭.৪	১.২	১.৩	৪৫	৬০০	১৬	৪০০	৭	২৬০	২০৯২	৩৭৫০	৭০০

সকালের নাস্তা: রুটি ২টি, ছোলা (মাঝারি ঘনত্বের) $\frac{১}{২}$কাপ; চিচিংগা $\frac{১}{২}$কাপ; **মধ্য দুপুর:** কলা (মাঝারি) ১টা, চিড়া-গুড় $\frac{১}{২}$ কাপ; **দুপুরের খাবার:** ভাত ৪$\frac{১}{২}$কাপ, মাছ ১টি ছোট টুকরো, মসুর ডাল $\frac{১}{২}$কাপ, শাকসবজি (আলু, পুঁইশাক, ঢেঁড়স) ১$\frac{১}{২}$ কাপ; **বিকালের নাস্তা:** মুড়ি-গুড় ১ কাপ, তরমুজ ১ কাপ, **রাতের খাবার:** ভাত ৩$\frac{১}{২}$ কাপ, মসুর ডাল $\frac{১}{২}$ কাপ, শাকসবজি (লালশাক, লাউ) $\frac{১}{২}$ কাপ, মুরগী (ফার্ম) ১ টি ছোট টুকরো; **ঘুমানোর সময়:** দুধ ১ কাপ (লবণ=৫ গ্রাম/দিন/ব্যক্তি)

আইডিডিএস: ১২ এর মধ্যে ১০ খাবারের মূল্য: ৬২ টাকা (২০১০ সালের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মূল্য অনুযায়ী)

সংযুক্তি ৮ : বিভিন্ন বয়সের পুষ্টি চাহিদা

৮.১ : বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর প্রোটিন, চর্বি ও আঁশের চাহিদা

বয়স (বছর)	দৈহিক ওজন (কেজি)		প্রোটিন গ্রাম/দিন (এফএও/ ডাব্লিউএইচও ২০০৭)		মোট চর্বি (% মোট খাদ্যশক্তি) (এফএও/ ডাব্লিউএইচও ২০০৮)		খাদ্য আঁশ গ্রাম/দিন	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
<১	৭.৪৭	৬.৯১	১০.২	৯.৪	৪০-৬০	৪০-৬০	কোনো এআই[১৪] ঠিক করা হয়নি	কোনো এআই ঠিক করা হয়নি
১	১১.৪৩	১০.৭৯	১১.৬	১০.৮	৩৫	৩৫	১৪	১৪
২	১৩.৫১	১৩	১১.৯	১১.৪	৩৫	৩৫	১৪	১৪
৩	১৫.৬৭	১৫.০৬	১৩.১	১২.৭	২৫-৩৫	২৫-৩৫	১৪	১৪
৪-৬	১৭.৬৯-১৮.৪৬	১৬.৮১-১৭.৮১	১৭.১	১৬.২	২৫-৩৫	২৫-৩৫	১৮	১৮
৭-৮	২০.৩৭-২২.৫৫	১৯.৭৬-২২.০৯	২৫.৯	২৬.২	২৫-৩৫	২৫-৩৫	১৮	১৮
৯-১০	২৫-২৭.৮	২৪.৮২-২৮.২১	২৫.৯	২৬.২	২৫-৩৫	২৫-৩৫	২৪	২০
১১-১৪	৩০.৮৮-৪৩.৯৬	৩২.৩৬-৪৩.২২	৪০.৫	৪১	২৫-৩৫	২৫-৩৫	২৪	২০
১৫-১৮	৪৯.৮৭-৪৫.৭৫	৪৪.৯৯-৪০.৭৫	৫৭.৯	৪৭.৪	২৫-৩৫	২৫-৩৫	২৮	২২
১৯-৫০	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	৩৩-৬৬	৩৩-৬৬	২০-৩৫	২০-৩৫	৩০	২৫
৫১-৬৫+	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	৩৩-৬৬	৩৩-৬৬	২০-৩৫	২০-৩৫	৩০	২৫
• গর্ভাবস্থায় (১ম ৩ মাস)				+১				২৫-২৮
• গর্ভাবস্থায় (২য় ৩ মাস)				+১০				২৫-২৮
• গর্ভাবস্থায় (৩য় ৩ মাস)				+৩১				২৫-২৮
• দুগ্ধদানকালে (০-৬ মাস)				+১৯				২৭-৩০
• দুগ্ধদানকালে (৭-১২ মাস)				+১৩				২৭-৩০

[১৪]পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ

৮.২ : বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর ভিটামিন চাহিদা[১৫]

বয়স (বছর)	দৈহিক ওজন (কেজি)		ভিটামিন-এ (রেটিনল সমতুল্য)		থায়ামিন		রিবোফ্লোভিন		নায়াসিন		ভিটামিন বি-১২		ফোলেট (DFE[16])		ভিটামিন সি-আরএনআই	
			মাইক্রো গ্রাম/ দিন		মিলিগ্রাম/দিন		মিলিগ্রাম/দিন		মিলিগ্রাম NEs[১৭]/ দিন		মাইক্রো গ্রাম/ দিন		মাইক্রো গ্রাম/ দিন		মিলিগ্রাম/দিন	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
<১	৭.৪৭	৬.৯	৩৭৫-৪০০	৩৭৫-৪০০	০.২-০.৩	০.২-০.৩	০.৩-০.৪	০.৩-০.৪	২-৪	২-৪	০.৪-০.৭	০.৪-০.৭	৮০	৮০	২৫-৩০b	২৫-৩০বি
১-৩	১১.৪-১৫.৭	১১-১৫	৪০০	৪০০	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	৬	৬	০.৯	০.৯	১৫০	১৫০	৩০b	৩০বি
৪-৬	১৭.৭-১৮.৫	১৭-১৮	৪৫০	৪৫০	০.৬	০.৬	০.৬	০.৬	৮	৮	১.২	১.২	২০০	২০০	৩০b	৩০বি
৭-৯	২০.৪-২৫	২০-২৫	৫০০	৫০০	০.৯	০.৯	০.৯	০.৯	১২	১২	১.৮	১.৮	৩০০	৩০০	৩৫b	৩৫বি
১০-১৮	২৭.৮-৭৫	২৮-৭৫	৬০০	৬০০	১.২	১.১	১.৩	১	১৬	১৬	২.৪	২.৪	৪০০	৪০০	৪০	৪০
১৯-৬৫+	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	৬০০	৬০০	১.২	১.১		১	১৬	১৪	২.৪	২.৪	৪০০	৪০০	৪৫	৪৫
গর্ভাবস্থায়				৮০০		১.৪		১.৪		১৮		২.৬		৬০০		৫৫
দুগ্ধদানকালে				৮৫০		১.৫		১.৬		১৭		২.৮		৫০০		৭০

b-ঐচ্ছিক (আরবিট্রারি) মান

---

১৫ ভিটামিন এণ্ড মিনারেল রিকয়রমেন্টস ইন হিউম্যান নিউট্রিশন, সেকেন্ড এডিশিন, এফএও-ডাব্লিউএইচও ২০০৪

১৬ ডায়েটারি ফোলেট সমতুল্য

১৭ নিয়াসিন সমতুল্য

৮.৩ বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর খনিজ লবণের চাহিদা

বয়স (বছর)	দৈহিক ওজন (কেজি)		ক্যালসিয়াম মিলিগ্রাম/দিন (এফএও/ ডাব্লিউএইচও ২০০৪)		ফসফরাস মিলিগ্রাম/দিন (এফএও/ ডাব্লিউএইচও ২০০২)		আয়রন (এফএও/ডাব্লিউএইচও ২০০৪) প্রস্তাবিত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ (মিলিগ্রাম/দিন) আয়রনেরবায়োএভ্যাইল অয়াবেলিটি অনুযায়ী								সোডিয়াম মিলিগ্রাম/দিন আরআই, এন আই এন ২০১০		পটাশিয়াম মিলিগ্রাম/দিন আরআই, এন আই এন ২০১০		ম্যাগনেসিয়াম মিলিগ্রাম/দিন (এফএও/ ডাব্লিউএইচও ২০০৪)	
							১৫%	১২%	১০%	৫%	১৫%	১২%	১০%	৫%						
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				নারী				পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
<১	৭.৪৭	৬.৯১	৩০০ম - ৪০০গ	৩০০ম - ৪০০গ	৯০-২৭৫	৯০-২৭৫	৬.২	৭.৭	৯.৩	১৮.৬	৬.২	৭.৭	৯.৩	১৮.৬	৪০৭	৪০৭	৬২৮	৬২৮	২৬ম-৫৪ফ	২৬ম-৫৪ফ
১-৩	১১.৪৩-১৫.৭	১০.৭৯ - ১৫.০৬	৫০০	৫০০	৪৬০	৪৬০	৩.৯	৪.৮	৫.৮	১১.৬	৩.৯	৪.৮	৫.৮	১১.৬	৫৮৯	৫৮৯	১১০০	১১০০	৬০	৬০
৪-৬	১৭.৬৯ - ১৮.৪৬	১৬.৮১ - ১৭.৮১	৬০০	৬০০	৫০০	৫০০	৪.২	৫.৩	৬.৩	১২.৬	৪.২	৫.৩	৬.৩	১২.৬	১০০৫	১০০৫	১৫৫০	১৫৫০	৭৬	৭৬
৭-৯	২০.৩৭-২৫	১৯.৭৬ - ২৪.৮২	৭০০	৭০০	৫০০	৫০০	৫.৯	৭.৪	৮.৯	১৭.৮	৫.৯	৭.৪	৮.৯	১৭.৮					১০০	১০০
১০	২৭.৮	২৮.২১	১৩০০	১৩০০	১২৫০	১২৫০	৫.৯	৭.৪	৮.৯	১৭.৮	৫.৯	৭.৪	৮.৯	১৭.৮					২৩০	২২০
১১-১৪ মাসিক পূর্ববর্তী সময়											৯.৩	১১.৭	১৪	২৮						
১১-১৪	৩০.৮৮ - ৪৩.৯৬	৩২.৩৬ - ৪৩.২২	১৩০০	১৩০০	১২৫০	১২৫০	৯.৭	১২.২	১৪.৬	২৯.২	২১.৮	২৭.৭	৩২.৭	৬৫.৪					২৩০	২২০
১৫-১৭	৪৯.৮৭ - ৫৮.৬৪	৪৪.৯৯ - ৪৮.৫১	১৩০০	১৩০০	১২৫০	১২৫০	১২.৫	১৫.৭	১৮.৮	৩৭.৬	২০.৭	২৫.৮	৩১	৬২					২৩০	২২০
১৮	৪৫-৭৫	৪০৭৫ -৭৫	১৩০০	১৩০০	১২৫০	১২৫০	৯.১	১১.৪	১৩.৭	২৭.৪	১৯.৬	২৪.৫	২৯.৪	৫৮.৮					২৩০	২২০
১৯-৫০	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	১০০০	১০০০	৭০০	৭০০	৯.১	১১.৪	১৩.৭	২৭.৪	১৯.৬	২৪.৫	২৯.৪	৫৮.৮	২০৯২	১৯০২	৩৭৫০	৩২২৫	২৬০	২২০
৫১-৬৫	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	১০০০	১৩০০	৭০০	৭০০	৯.১	১১.৪	১৩.৭	২৭.৪	১৯.৬	২৪.৫	২৯.৪	৫৮.৮	২০৯২	১৯০২	৩৭৫০	৩২২৫	২৬০	২২০
৬৫+	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	১৩০০	১৩০০	৭০০	৭০০	৯.১	১১.৪	১৩.৭	২৭.৪	১৯.৬	২৪.৫	২৯.৪	৫৮.৮	২০৯২	১৯০২	৩৭৫০	৩২২৫	২২৪	১৯০
গর্ভাবস্থায়				১২০০		৭০০					+৭.৫	+৯.৪	+১১.৩	+২২.৬						২২০
দুগ্ধদানকালে				১০০০		৭০০					+১০.০	+১২.৫	+১৫.০	+৩০.০						২৭০

ম মায়ের দুধ, গ গরুর দুধ, ফ ফর্মুলা ফুড

৮.৪ বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর খনিজ লবণের চাহিদা

বয়স (বছর)	দৈহিক ওজন (কেজি)		আয়োডিন মাইক্রোগ্রাম/ দিন		জিংক মিলিগ্রাম/দিন					
					উচ্চ বায়োএভ্যাইল অ্যাবেলিটি	মাঝারি বায়োএভ্যাইল অ্যাবেলিটি	নিম্ন বায়োএভ্যাইল অ্যাবেলিটি	উচ্চ বায়োএভ্যাইল অ্যাবেলিটি	মাঝারি বায়োএভ্যাইল অ্যাবেলিটি	নিম্ন বায়োএভ্যাইল অ্যাবেলিটি
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ			নারী		
<১	৭.৪৭	৬.৯	৯০	৯০	১.১[১৮]-২.৫	২.৮-৪.১	৬.৬--৮.৪	১.১ম-২.৫	২.৮-৪.১	৬.৬-৮.৪
১-৩	১১.৪-১৫.৭	১১-১৫	৯০	৯০	২.৪	৪.১	৮.৩	২.৪	৪.১	৮.৩
৪-৬	১৭.৭-১৮.৫	১৭-১৮	৯০	৯০	২.৯	৪.৮	৯.৬	২.৯	৪.৮	৯.৬
৭-৯	২০.৪-২৫	২০-২৫	১২০	১২০	৩.৩	৫.৬	১১.২	৩.৩	৫.৬	১১.২
১০-১২	২৭.৮-৩৪.৯	২৮-৩৭	১২০	১২০	৫.১	৮.৬	১৭.১	৪.৩	৭.২	১৪.৪
১৩-১৮	৩৮.৬-৭৫	৪১-৭৫	৫০	১৫০	৫.১	৮.৬	১৭.১	৪.৩	৭.২	১৪.৪
১৯-৬৫+	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	১৫০	১৫০	৪.২	৭	১৪	৩	৪.৯	৯.৮
• গর্ভাবস্থা (১ম ট্রাইমেস্টার)				২০০				৩.৪	৫.৫	১১
• গর্ভাবস্থা (২য় ট্রাইমেস্টার)				২০০				৪.২	৭.০	১৪
• গর্ভাবস্থা (৩য় ট্রাইমেস্টার)				২০০				৬.০	১০	২০
• দুগ্ধদান (০-৬ মাস)				২০০				৫.৮-৫.৩	৯.৫-৮.৮	১৯-১৭.৫
• দুগ্ধদান (৭-১২ মাস)				২০০				৪.৩	৭.২	১৪.৪

ম মায়ের দুধ

[১৮] মাতৃদুগ্ধ পান করানো

সংযুক্তি ৯ : ভারতীয়দের জন্য পুষ্টি উপাদানের আনুমানিক গড় চাহিদা, ২০২০

বয়স (বছর)	কাজের ধরণ	দৈহিক ওজন	খাদ্যশক্তি (++)	চর্বি/ তেল (দৃশ্যমান) (#)	প্রোটিন	শর্করা	ক্যাল সিয়াম	ম্যাগনে সিয়াম	আয়রন	জিংক	আয়ো ডিন	থায়ামিন	রিবো ফ্লাভিন	নায়াসিন	ভিটামিন বি৬	ফলেট	ভিটামিন বি ১২	ভিটামিন সি	ভিটামিন এ	ভিটা মিন ডি
		(কেজি)	(কি ক্যালরি/ দিন	(গ্রাম/ দিন)	(গ্রাম/ দিন)	(গ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মাক্রো গ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মাক্রো গ্রাম/ দিন)	(মাক্রো গ্রাম/ দিন)	(মিগ্রাম/ দিন)	(মাক্রো গ্রাম/ দিন)	(আইইউ/ দিন)
পুরুষ	হালকা		২১১০	২৫								১.২	১.৬	১২	১.৬					
	মাঝারি	৬৫	২৭১০	৩০	৪২.৯	১০০	৮০০	৩২০	১১	১৪.	৯৫	১.৫	২.১	১৫	২.১	২৫০	২	৬৫	৪৬০	৪০০
	ভারী		৩৪৭০	৪০								১.৯	২.৭	১৯	২.৬					
নারী	হালকা		১৬৬০	২০								১.১	১.৬	৯	১.৬					
	মাঝারি	৫৫	২১৩০	২৫	৩৬.৩	১০০	৮০০	২৭০	১৫	১১.	৯৫	১.৪	২	১২	১.৬	১৮০	২	৫৫	৩৯০	৪০০
	ভারী		২৭২০	৩০								১.৮	২.৬	১৫	২.১					
	গর্ভাবস্থায়	৫৫ + ১০	৩৫০	৩০	+৭.৬ (২য় ট্রাইমেস্টার) +১৭.৬ (৩য় ট্রাইমেস্টার)	১৩৫	৮০০	৩২০	৩২	১২.	১৮০	১.৬	২.৩	+২	১.৯	৪৮০	+০.২	+১০	৪০৬	৪০০
	দুগ্ধদান কালে ০-৬ মাস		+৬০০	৩০	+ ১৩.৬	১৫৫	১০০০	২৭০	১৬	১২.০	২০০	১.৭	২.৫	+ ৪	+০.২২	২৮০	+০.৮	+ ৪০	৭২০	৪০০
	৭-১২ মাস		+৫২০		+১০.৬	১৫৫						১.৭	২.৪	+ ৪	+০.১৬	২৮০				
নবজাতক	০-৬ মাস	৫.৮	৫৫০	-	৬.৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	৬-১২ মাস	৮.৫	৬৭০	২৫	৮.৮	-	-	-	২	২.০	১৩০	-	-	-	০.৫	৭১	১	-	১৭০	-
শিশু	১-৩ বছর	১১.৭	১০১০	২৫	৯.২	১০০	৪০০	১১১	৬	২.৫	৬৫	০.৬	০.৮	৬	০.৮	৯০	১	২২	১৮০	৪০০
	৪-৬ বছর	১৮.৩	১৩৬০	২৫	১২.৮	১০০	৪৫০	১৩১	৮	৩.৭	৮০	০.৮	১.১	৮	১.০	১১১	১	২৭	২৪০	
	৭-৯ বছর	২৫.৩	১৭০০	৩০	১৯.০	১০০	৫০০	১৭৮	১০	৪.৯	৮০	১.০	১.৩	১০	১.৩	১৪২	২	৩৬	২৯০	
ছেলে	১০-১২ বছর	৩৪.৯	২২২০	৩৫	২৬.২	১০০	৬৫০	২২৩	১২	৭.০	১০০	১.৩	১.৭	১২	১.৭	১৮০	২	৪৫	৩৬০	৪০০
মেয়ে	১০-১২ বছর	৩৬.৪	২০৬০	৪৫	২৬.৬	১০০	৬৫০	২১৪	১৬	৭.১	১০০	১.২	১.৬	১২	১.৬	১৮৬	২	৪৪	৩৭০	৪০০
ছেলে	১৩-১৫ বছর	৫.০৫	২৮৬০	৫০	৩৬.৪	১০০	৮০০	২৯৪	১৫	১১.৯	১০০	১.৬	২.২	১৬	২.২	২৩৮	২	৬০	৪৩০	৪০০
মেয়ে	১৩-১৫ বছর	৪৯.৬	২৪০০	৩৫	৩৪.৭	১০০	৮০০	২৭০	১৭	১০.৭	১০০	১.৩	১.৯	১৩	১.৮	২০৪	২	৫৫	৪২০	৪০০
ছেলে	১৬-১৮ বছর	৬৪.৪	৩৩২০	৪০	৪৫.১	১০০	৮৫০	৩৩৮	১৮	১৪.৭	১০০	১.৯	২.৫	১৯	২.৫	২৮৬	২	৬৯	৪৮০	৪০০
মেয়ে	১৬-১৮ বছর	৫৫.৭	২৫০০	৩৫	৩৭.৩	১০০	৮৫০	২৭৯	১৮	১১.৮	১০০	১.৪	১.৯	১৪	১.৯	২২৩	২	৫৭	৪০০	৪০০

সংযুক্তি ১০ : ভারতীয় সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা (আরডিএ) ২০২০ এর উপর ভিত্তি করে মাঝারি ধরনের শারীরিক কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তির নমুনা খাবারের তালিকা

একজন মাঝারি শ্রমের ব্যক্তির সুষম খাদ্যের জন্য খাদ্যতালিকা এবং পুষ্টি উপাদানের মান

খাদ্যতালিকা	পরিমাণ গ্রাম/দিন	পুষ্টি উপাদান	নিরামিষভোজী (ভেজিটেরিয়ান ডায়েট)	আমিষভোজী (নন-ভেজিটেরিয়ান ডায়েট)	ইএআর	আরডিএ
খাদ্যশস্য এবং বাজরা	৩৬০	খাদ্যশক্তি (কি.ক্যলরি)	২৬৯০	২৬৫০	২৭১০	২৭১০
ডাল/মাংস জাতীয় খাদ্য[19] (প্রাণিজ খাদ্য)	১২০	প্রোটিন (গ্রাম)	৮৭.৫	৮১.৭	৪৩	৫৪
গাঢ় সবুজ শাক	১৫০	দৃশ্যমান চর্বি (গ্রাম)	৩৫	৩৫	৩০	৩০
অন্যান্য শাকসবজি	২০০	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	১০৮৪	১০৫৪	৮০০	১০০০
মূল এবং কন্দ (আলু ব্যতীত)	১০০	আয়রন (মিলিগ্রাম)	৩৩.৩	৩১.১	১১	১৯.০
ফল	১৫০	জিংক (মিলিগ্রাম)	১৬.৩	১৫.৯	১৪.০	১৭.০
দুধ	৩০০	ম্যাগনেসিয়াম (মিলিগ্রাম)	৯৬৮	৮৯১	৩২০	৩৮৫
চর্বি ও তেল	৩০	ভিটামিন এ (মাইক্রোগ্রাম)*	১৮০২	১৭৯৬	৪৬০	১০০০
তেল বীজ ও বাদাম (তিল এবং চীনা বাদাম)	৩০	বিটা ক্যারোটিন	৯৮৪২	৯৭৭৯	২৭৬০	৬০০০
		থায়ামিন (মিলিগ্রাম)	২.০	১.৯	১.৫	১.৮
		রিবোফ্লাভিন (মিলিগ্রাম)	১.৯	১.৯	২.১	২.৫
		নায়াসিন (মিলিগ্রাম)	১৯	২০.০	১৫	১৮
		ভিটামিন বি৬ (মিলিগ্রাম)	২.৪	২.৪	১.৭	২.১
		ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)	২০৯	২০৯	৬৫	৮০
		মোট ফোলেট (মাইক্রোগ্রাম)	৫৫৯	৪৯১	২৫০	৩০০
		ভিটামিন বি১২[20] (মাইক্রোগ্রাম)	১.৫	২.৪	২.০	২.৫

[১৯]প্রোটিনের প্রকৃতি খাদ্যের ধরনের উপর নির্ভরশীল।

আমিষাশীদের (নন-ভেজিটারিয়ান) জন্য পুষ্টি চাহিদা মেটাতে ডালের বদলে প্রাণিজ খাদ্য (ডিম, মাংস, মাছ এবং মুরগির মাংস) দেয়া যেতে পারে।

[২০] নিরামিষ (ভেজিটেরিয়ান) খাবার ভিটামিন বি১২ এর আরডিএ এর মাত্রা ৬০% মেটাতে পারে।

*মোট পরিমাণে খাবারের বিটা ক্যারোটিন থেকে প্রাপ্ত রেটিনলও যোগ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য এবং বাজরার জন্য ৫০% গোটা শস্য খেতে সুপারিশ করা হয়েছে।

গাঢ় সবুজ শাকসবজির জন্য, সব ধরনের ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা মেটাতে ১৫০ গ্রাম গাঢ় সবুজ শাক, বিশেষ করে সজনে পাতা, ডাটাশাক এবং বতুয়া শাক খেতে সুপারিশ করা হয়েছে।

সংযুক্তি ১১ : নির্বাচিত শব্দকোষ

- **কোলেস্টেরল-** কোলেস্টেরল প্রাণী এবং মানব কোষের ঝিল্লী (সেল মেমব্রেন) এর একটি অংশ যা হরমোন এবং পাচকরস (বাইল এসিড) তৈরি করে। মানুষ তার জীবতাত্ত্বিক চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কোলেস্টেরল সংশ্লেষণ করে। অতিরিক্ত কোলেস্টেরল রক্তনালীতে জমা হয়ে এথেরোস্কেলোসিস ঘটায়। কোলেস্টেরল শুধুমাত্র প্রাণিজ খাদ্য উৎসে পাওয়া যায় যেমনঃ বিভিন্ন অঙ্গের মাংস (কলিজা, কিডনি এবং মগজ), গরুর মাংস, ডিম, সসেজ, মাখন, পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ এবং পনির।

- **ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (CKD)-** কিডনির এমন একটি রোগ যাতে কয়েক মাস থেকে শুরু করে বছর–খানেক সময়ের মধ্যে কিডনি ধীরে ধীরে তার কার্যক্ষমতা হারায়। ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি স্বাভাবিক নিয়মে রক্ত পরিশোধন করতে পারে না। এই ক্ষতির কারণে দেহে বর্জ্য জমা হতে পারে।

- **দই-** দুধের অংশ যা দুধ ফেটে গেলে বা ল্যাকটোব্যসিলাস অণুজীবের মাধ্যমে, আগের দই বীজের মাধ্যমে অথবা সংশ্লিষ্ট বস্তুর সাহায্যে জমাট বাঁধে।

- **হ্রাসকৃত পরিশোধিত চিনির গ্রহণমাত্রা-** গৃহীত খাদ্যশক্তির ১০% এর বেশি বাইরে থেকে যোগ করা চিনি থেকে আসা উচিত নয়।

- **হ্রাসকৃত লবণের গ্রহণমাত্রা-** দৈনিক সোডিয়াম গ্রহণমাত্রা ১.৬ গ্রাম এর কম হওয়া উচিত। (প্রতিদিন ৪ গ্রাম খাবার লবণের সমতুল্য)।

- **খাদ্য বৈচিত্র্য স্কোর (ডিডিএস)-** পরিবারের খাবারের বৈচিত্র্য পরিমাপের একটি পরিমাপক হলো খাদ্য বৈচিত্র্য স্কোর। এটা পরিবারের সদস্যদের খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানের পর্যাপ্ততাকে নির্দেশ করে। গৃহস্থালির খাদ্য বৈচিত্র্য স্কোর পরিমাপের জন্য এফএএনটিও/জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সকল প্রকারের খাদ্য দ্রব্যকে ১২টি শ্রেণিতে ভাগ করেছে, এগুলো হলো- শস্য, কাণ্ড ও মূল, শাকসবজি, ফল, মাংস, ডিম, মাছ ও সামুদ্রিক খাবার, ডাল ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, তেল ও চর্বি, মিষ্টি এবং মশলা। প্রতিটি শ্রেণি থেকে প্রতিদিন ৩০ গ্রাম গ্রহণ করলে স্কোর ১ ধরা হয়। এভাবে প্রতিদিন প্রতিটি শ্রেণি থেকে গৃহীত খাদ্যের স্কোরের যোগফল ৫ এর কম হলে নিম্নমানের, ৬-৮ হলে মাঝারি ধরনের এবং ৯ এর বেশি হলে উত্তম বিবেচনা করা হয়।

- **খাদ্য আঁশ-** খাদ্য আঁশ হল শাকসবজি, ফলমূল ও শস্যের অপরিপাকযোগ্য অংশ। আঁশ ২ ধরনের; দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয়। দ্রবণীয় আঁশে পেকটিন, গাম থাকে যা ফল, বীজ ও যব এ পাওয়া যায়। দ্রবণীয় আঁশ পানিতে দ্রবীভূত হয়। এটি রক্তে স্বল্প ঘনত্বের লিপোপ্রোটিনের পরিমাণ কমায় এবং অন্ত্রের ক্রিয়াকর্মের জন্য প্রয়োজন। অদ্রবণীয় আঁশে সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজ থাকে যা শস্য ও শাকসবজিতে পাওয়া যায় এবং এটি রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

- **মাছের তেল-** মাছের তেল ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের একটি ভালো উৎস। এটি হৃদরোগ, বিষণ্নতা এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

- **গেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলিটাস (জিডিএম)-** গর্ভাবস্থার যে কোন সময় প্রথমবারের মতো হাইপারগ্লাইসেমিয়া ধরা পড়লে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মানদণ্ড অনুযায়ী সেটাকে গেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলিটাস (জিডিএম) অথবা গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস মেলিটাস হিসেবে বিবেচনা করে।

- **গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট (জিএফআর)-** এটি একটি পরীক্ষা যা কিডনির সক্ষমতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এটি প্রতি মিনিটে গ্লোমেরুলির ভেতর দিয়ে কতটুকু রক্ত প্রবাহিত হয় তা পরিমাপ করে। জিএফআর এর মান কম হওয়া মানে কিডনি ভালোভাবে কাজ করছে না। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে, সাধারণ জিএফআর নাম্বার ৯০ বা তার বেশি হয়।

- **সম্পৃক্ত চর্বি-** এটি চর্বির অণু যার মধ্যকার কার্বন অণুগুলোতে দ্বি-বন্ধন থাকে না কেননা তারা হাইড্রোজেন অণু দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। সম্পৃক্ত চর্বি কক্ষ তাপমাত্রায় সাধারণত কঠিন অবস্থায় থাকে। প্রাণিজ উৎস থেকে যে চর্বি পাওয়া যায় তাদের বেশিরভাগই সম্পৃক্ত চর্বি যেমনঃ কেক, বিস্কুট, পেস্ট্রি, অন্যান্য বেকারির খাবার, ভাজাপোড়া খাবার এবং চকোলেট ইত্যাদি। এই ফ্যাটি এসিডগুলো এলডিএল (LDL) কোলেস্টোরল বৃদ্ধি করে এবং করনারী হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

- **আদর্শ শারীরিক ওজন-** যে সর্বোচ্চ মাত্রার ওজন একজন ব্যক্তির জন্য স্বাস্থ্যকর, যা মূলত উচ্চতার উপর নির্ভরশীল কিন্তু অন্যান্য প্রভাবক যেমন বয়স, শারীরিক গড়ন এবং পেশী গঠনের মাত্রাও ভূমিকা রাখে। আদর্শ শারীরিক ওজন এর একটি স্থূল পরিমাপক হলোঃ

    - **নারীঃ** সেন্টিমিটারে দেহের আকার থেকে ১০০ বিয়োগ করে ফলাফল থেকে ১৫% কমাতে হবে।

    - **পুরুষঃ** সেন্টিমিটারে দেহের আকার থেকে ১০০ বিয়োগ করে ফলাফল থেকে ১০% কমাতে হবে।

- **খাদ্য আঁশ গ্রহণমাত্রা বৃদ্ধি-** প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন প্রায় ৩০ গ্রাম আঁশ জাতীয় খাবার গ্রহণ করা উচিত।

- **জটিল শর্করা গ্রহণ বৃদ্ধি-** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের সর্বমোট গৃহীত খাদ্যশক্তির ৭০% জটিল শর্করা থেকে আসা উচিত যার মধ্যে রয়েছে ফল এবং শাকসবজি, ডাল এবং শস্য।

- **ফল এবং শাকসবজি গ্রহণ বৃদ্ধি-** শাক এবং হলুদ রঙের সবজি ভিটামিন, খনিজ এবং এন্টিঅক্সিডেন্টের বেশ ভালো উৎস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুযায়ী আমাদের প্রতিদিন ৪০০ গ্রাম এর বেশি (দিনে পাঁচ পরিবেশন এর মতো) গ্রহণ করা উচিত।

- **গ্লাইসেমিক ইনডেক্সে (GI) সাহায্যে প্রতিবেলার খাদ্য পরিকল্পনা-** একটি সূচক যা ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণের ২ ঘণ্টার মধ্যে রক্তের শর্করার মোট মাত্রা বৃদ্ধিকে বুঝায়। GI নির্ভর করে খাদ্যে অবস্থিত শর্করা, প্রোটিন, চর্বি এবং খাদ্য আঁশের পরিমাণের উপর। GI মানের উপর ভিত্তি করে খাদ্যকে ৩ শ্রেণিতে ভাগ করা হয় যেমন: নিম্ন GI (<৫৫), মধ্যম GI (৫৬-৬৯) এবং উচ্চ GI (>৭০)। গ্লুকোজের GI ১০০, মাছ ও মাংসের GI শূন্য, ডাল, দুধ ও অধিকাংশ ফল ও সবজির GI নিম্ন শ্রেণির। শস্যজাতীয় খাদ্যের GI সাধারণত উচ্চমানের হয় তবে আস্ত গম ও বাদামি চালের GI মধ্যম শ্রেণির। নিয়মিত উচ্চ GI যুক্ত খাবার গ্রহণ করলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

- **চাহিদা অনুযায়ী প্রোটিন গ্রহণ-** এটি সর্বমোট খাদ্যশক্তির প্রায় ১০-১৫ শতাংশ হওয়া উচিত।

- **স্থূলতা-** বিএমআই ৩০ এর বেশি হলে, মূলত এডিপোস কোষ জমা হওয়াকে স্থূলতা বলে।

- **অর্ধসিদ্ধ চাল-** চাল ছাঁটার আগে ধানকে ভাপের মধ্যে দিয়ে নেয়া যার ফলে চাল আংশিক রান্না হয়ে যায়।

- **পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড (PUFA)/বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড-** যে ফ্যাটি এসিডগুলোর কার্বন চেইনে দুই বা ততোধিক কার্বন দ্বি-বন্ধন আছে। এরা অপরিহার্য। অর্থাৎ, শারীরিক কার্যকলাপের জন্য এদের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু শরীর এদের সংশ্লেষণ করতে পারে না, ফলে খাদ্য থেকে PUFA গ্রহণ করতে হয়। ওমেগা-৬ এবং ওমেগা-৩ নামে দুই ধরনের PUFA আছে। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড দেহকোষের কার্যকলাপোর জন্য অপরিহার্য। এরা খাদ্যশক্তি উৎপাদন এবং হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তনালী এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলত তিন ধরনের ওমেগা-৩ রয়েছেঃ এইকোস্যাপিনট্যানোয়িক এসিড (EPA), ডোকোসাহেএক্সোনোয়িক এসিড (DHA) এবং আলফা লিনোলেনিক এসিড (ALA)।

- **কোলেস্টেরল গ্রহণ হ্রাস-** গ্রহণমাত্রা ৩০০ মিগ্রাম/দিন এর কম রাখতে হবে।

- **সর্বমোট চর্বির গ্রহণমাত্রা হ্রাস-** WHO এর পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্যশক্তির কেবল ১৫-৩০ ভাগ চর্বি থেকে আসা উচিত যার মধ্যে সম্পৃক্ত চর্বি সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ হতে পারে।

- **অ্যালকোহল পান নিয়ন্ত্রণ-** দৈনিক এক আউন্সের (৩০ মিলি) বেশি বিশুদ্ধ অ্যালকোহল পান করা যাবে না।

- **ননিতোলা দুধ-** যে দুধ থেকে সর পৃথক করা হয় তাকে ননিতোলা দুধ বলা হয়। মাঝেমধ্যে কেবল অর্ধেক ননি তুলে ফেলা হয় যার ফলে আংশিক ননিতোলা দুধ তৈরি হয়।
- **ট্রান্স ফ্যাট-** ট্রান্স ফ্যাটি এসিড, যারা সাধারণত ট্রান্স ফ্যাট নামেও পরিচিত, হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয় যেখানে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং একটি প্রভাবকের উপস্থিতিতে তরল ভেজিটেবল তেলকে উত্তপ্ত করা হয়। খাবার দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখার জন্য বা খাবারকে উন্নত স্বাদ প্রদান করার জন্য ট্রান্স ফ্যাট ব্যবহার করা হয়।
- **ভেজিটেবল শর্টেনিং-** মার্জারিন, ক্র্যাকার, কুকি এবং নাস্তা জাতীয় খাবার যেমন আলুর চিপসে প্রায়ই ট্রান্স ফ্যাট থাকে। ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করলে তা হৃদরোগের এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।
- **অসম্পৃক্ত চর্বি-** অসম্পৃক্ত চর্বি এক ধরনের চর্বি বা ফ্যাটি এসিড যার ফ্যাটি এসিড চেইনে কমপক্ষে একটি দ্বি-বন্ধন রয়েছে। একটি ফ্যাটি এসিড চেইন একক অসম্পৃক্ত (মনোস্যাচুরেটেড) হয় যদি তাতে একটি দ্বি-বন্ধন থাকে, বহু অসম্পৃক্ত (পলিস্যাচুরেটেড) হয় যদি তাতে একের অধিক দ্বি-বন্ধন থাকে। অসম্পৃক্ত চর্বিকে, যা কক্ষ তাপমাত্রায় তরল থাকে, উপকারী চর্বি হিসেবে ধরা হয় কেননা তা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রার উন্নতি ঘটায় এবং প্রদাহ থেকে মুক্তি দেয়। উদ্ভিজ খাবার থেকে মূলত অসম্পৃক্ত চর্বি পাওয়া যায় যেমন ভেজিটেবল তেল, বাদাম এবং বিচিসমূহ।
- **কোমরের মাপ-** কেন্দ্রীয় স্থূলতা পরিমাপের একটি সূচক হল কোমরের পরিধির পরিমাপ। স্বাভাবিক কোমরের পরিমাপ (পুরুষদের জন্য ৪০ ইঞ্চি এবং মহিলাদের জন্য ৩৫ ইঞ্চি এর কম) এর বেশি হলে অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
- **কোমর-** নিতম্বের অনুপাত (WHR)- এটি শরীরের চর্বির বন্টন পরিমাপের অতিরিক্ত একটি মাপকাঠি এবং স্থূলতার একটি পরিমাপক, যা পক্ষান্তরে অন্যান্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার নির্দেশক (কোমরের পরিধিকে নিতম্বের পরিধি দিয়ে ভাগ)। WHO এর মতামত অনুযায়ী পুরুষের ক্ষেত্রে কোমর- নিতম্বের অনুপাত ০.৯০ এর অধিক এবং নারীদের ক্ষেত্রে ০.৮৫ এর অধিক হলে তা তলপেটের স্থুলতা বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

অনেক (lots) মানে কী ?

প্রত্যক ব্যক্তির প্রতিদিন ছয় থেকে আট গ্লাস পরিষ্কার, নিরাপদ পানি পান করা উচিত। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পানি পান করা উচিত:

- গরমকালে প্রচুর ঘামলে
- সূর্যের নিচে কাজ করলে বা গরমের দিনে কায়িক পরিশ্রম করলে
- তীব্র ব্যয়াম করলে
- জ্বর থাকলে
- ডায়েরিয়া কিংবা বমির কারণে শরীরের পানি কমে গেলে

প্রচুর (plenty) মানে কী ?

প্রচুর মানে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ পরিবেশন শাকসবজি বা ফল খাওয়া উচিত।

উদাহরণস্বরূপ:

১। সকালের নাস্তার সময় ফল খাওয়া। যেমন: একটি কমলালেবু বা একটি আপেল।

২। লাঞ্চবক্সে কাঁচা সবজি যেমন গাজর বা কুঁচি করে কাঁটা শসা/বাঁধাকপি যোগ করতে হবে। দুইবেলার খাবারের মধ্যেও তাজা ফল বা সবজি নাস্তা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

নিয়মিত (regularly) মানে কী ?

নিয়মিত মানে সপ্তাহে অন্তত তিনবার। আপনি যদি ডাল জাতীয় খাবারে অভ্যস্ত না হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে খাদ্য তালিকায় যোগ করতে হবে। শুকনো শিম, ডাল এবং ভাঙা মটরশুঁটি খাওয়ার আগে রান্না করে নরম করে নিতে হবে। একবার রান্না হয়ে গেলে, মটরশুঁটি ঢাকনাযুক্ত পাত্রে পাঁচ দিন পর্যন্ত রেফ্রিজারেটরে রাখা যায়। পাত্রটি বায়ুরোধী হলে ফ্রিজারে তা ছয় মাস পর্যন্ত রাখা যায়।

জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০১৫ হালনাগাদ করে
জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০২০ প্রণয়নে

কারিগরি সহযোগিতায়

অজিহা খাতুন, পি এইচ ডি

জাতীয় পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

রিচমন্ট সেকি

সাবেক পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

ভামি ভোরা

পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

কামরুন নাহার, পি এইচ ডি

প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার এন্ড কোঅর্ডিনেটর, বারডেম

জনাব মোস্তফা ফারুক আল বান্না
সহযোগী গবেষণা পরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও
পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পি এইচ ডি
পুষ্টি নীতি উপদেষ্টা, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

ললিতা ভট্টাচার্য্য, পি এইচ ডি

সিনিয়র পুষ্টি পরামর্শক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০১৫ প্রণয়নে উপদেষ্টা মণ্ডলী.
কোর কমিটির সদস্যসহ গবেষকবৃন্দের তালিকা :

উপদেষ্টা মণ্ডলী

প্রফেসর ডা: এম. আর. খান. জাতীয় অধ্যাপক

প্রফেসর ডা: এম. কিউ. কে. তালুকদার

চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ

প্রফেসর নাজমুন নাহার, মহাপরিচালক বারডেম, শাহ্‌বাগ, ঢাকা

কোর কমিটির সদস্যদের তালিকা

জনাব মো: আতাউর রহমান, মহাপরিচালক, এফ. পি. এম. ইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

জাহান আরা বেগম, যুগ্ম সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জনাব রুহুল আমিন তালুকদার

গবেষণা পরিচালক (উপসচিব), এফ. পি. এম. ইউ. খাদ্য মন্ত্রণালয়।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জনাব মোস্তফা ফারুক আল বান্না, সহযোগী গবেষণা পরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়

ডাঃ মোঃ মওদুদ হোসেন

প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

ডাঃ নাসরিন খান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রফেসর ড. নাজমা শাহীন

পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. খুরশীদ জাহান

পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মোঃ মাহফুজ আলী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রফেসর আফসানা করিম, বারডেম

জনাব আখতারুন নাহার, প্রধান পুষ্টি কর্মকর্তা, বারডেম

ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার, এফএও

ড. ললিতা ভট্টাচার্য্য, পুষ্টিবিদ, এফএও

ড. কামরুন নাহার, বারডেম

জনাব ফারজনা বিলকিস

ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ

ড. এস কে রায়, চেয়ারম্যান, বিবিএফ (বিশেষভাবে আমন্ত্রিত)

গবেষকবৃন্দ

কামরুন নাহার, পি এইচ ডি

সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বারডেম

ডাঃ শুভাগত চৌধুরী, এমবিবিএস, এম ফিল, এফসিপিএস

ডাইরেক্টর অ্যান্ড প্রফেসর, ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস, বারডেম

মোঃ ওমর ফারুক, পি এইচ ডি

সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বারডেম

সৈয়দা সালিহা সালিহীন সুলতানা, এম এসসি

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, হোম ইকোনমিক্স কলেজ, ঢাকা

মোহাম্মাদ আলী সিদ্দিক, পি এইচ ডি

প্রধান, গ্রেইন কোয়ালিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিভিশন, বি আর আর আই

কারিগরি সহযোগিতায়

ললিতা ভট্টাচার্য্য, পি এইচ ডি

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পি এইচ ডি

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১৫, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০০৬/১৪ পৌষ ১৪১৩

বিষয় : জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

নং খাদুব্যম/অভ্যঃ সংগ্রহ/খাদ্যনীতি-২/২০০৬/১৫, তারিখ: ৭ আষাঢ় ১৪১৩ বঃ/২১ জুন ২০০৬ খ্রিঃ—উল্লেখিত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অনুসরণের জন্য সরকার জাতীয় খাদ্যনীতি অনুমোদন করেছেন।

ডঃ সেলিনা আহসান

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।

জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬

ক. পটভূমি

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে দেশের জনগণ তাদের আয়ের বেশীর ভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল সকল সময়ে সবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞা অনুযায়ী সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিতকল্পে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় এর প্রতিফলনও ঘটেছে।

বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালের উরুগুয়ে বাণিজ্য চুক্তি (GATT Uruguary Round Agreement)-এর একটি স্বাক্ষরকারী দেশ—যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণ নীতিও গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভার পরামর্শমতে ২০০০ সালে "বাংলাদেশের জন্য একটি সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নীতি" শিরোনামে টাস্কফোর্স প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমকে বর্ধিত আঙ্গিকে সুসংহত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকারের প্রচেষ্টাকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানকরতঃ ইতোমধ্যে আরও সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসংহত করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি ও কৌশলসমূহ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ১৯৮৮ সালে গৃহীত দেশের প্রথম খাদ্যনীতির লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বিধান। কেবলমাত্র খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে প্রণীত খাদ্যনীতি, ১৯৮৮-তে খাদ্যশস্যের লভ্যতা ব্যতিরেকে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে অপূর্ণতা থেকে যায়। সম্প্রতি গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে এবং বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্ধিত আঙ্গিকে বর্তমান খাদ্যনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিগত দশকে বাংলাদেশে খাদ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে-যেখানে চাল ও গমের বাজারে অধিকমাত্রায় সরকারি হস্তক্ষেপ কমিয়ে বাজারমুখী করা হয়েছে; একই সাথে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য অধিকতর লক্ষ্যমুখী করা হয়েছে। অধিকন্তু, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের লভ্যতা সন্তোষজনকভাবে বজায় থাকায় এবং পুষ্টিশিক্ষাসহ শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী প্রচেষ্টাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে সরকারের খাদ্যনীতির ব্যাপ্তি ক্রমশ প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশের জীবন ধারণোপযোগী গ্রামীণ অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি মৌলিক খাদ্যের উৎপদান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাষযোগ্য জমি হ্রাসের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। দেশে বিদ্যমান দারিদ্রাবস্থায় উপরিউক্ত নিয়ামকসমূহ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধানকে জটিল করে তুলেছে।

সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও খাদ্য লভ্যতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন সত্ত্বেও ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিধান সরকারের জন্য একটি গুরুত্ববহ বিষয় হয়ে থাকছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে তাৎপর্যপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছে—যা বহুলাংশে জাতীয় পর্যায়ে অপ্রতুল খাদ্য লভ্যতার সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক হয়েছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের লভ্যতা নিশ্চিতকরণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য হলেও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথেষ্ট নয়। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও সংগৃহীত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (২০০০) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার সকল দিক, যথা: (১) অভ্যন্তরীণ কৃষি ব্যবস্থার অধিকতর দক্ষতা আনয়নসহ খাদ্যের বর্ধিত লভ্যতা, (২) খাদ্য নিরাপত্তারহীন জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ধিত খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা, (৩) খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর টেকসইভাবে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা, (৪) সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ, এবং (৫) ভোগকৃত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নিজস্ব দায়িত্বাধীন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সহায়ক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিমূলক নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাতে সকল প্রকারের সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে। এভাবে সরকারের সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিমূলক (অনুমোদিত খাদ্যনীতির আলোকে পরবর্তীকালে সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহের সহায়তায় সমন্বিতভাবে প্রণীতব্য খাদ্য নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত) কর্মসূচিসমূহ সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব হবে।

খ. খাদ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত খাদ্যনীতির উদ্দেশ্যসমূহ হবে—

উদ্দেশ্য ১ : নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা;

উদ্দেশ্য ২ : জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা/সুযোগ বৃদ্ধি করা; এবং

উদ্দেশ্য ৩: সকলের (বিশেষত: নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান করা।

গ. সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধারণাগত কাঠামো

খাদ্যনীতির ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খাদ্যনীতি একটি বহুমাত্রিক বিষয়-যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নকল্পে একটি ফলপ্রসূ খাদ্যনীতি প্রণয়ন বাংলাদেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতির কল্যাণে নিয়োজিত সবার জন্য এটি একটি গভীর তাৎপর্যবহ বিষয়। খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞানুযায়ী তখনই খাদ্য নিরাপত্তার বিরাজমান-যখন সকলের জন্য একটি কর্মক্ষম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সকল সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম একটি উপাদান হল জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের লভ্যতা (food availability) যা প্রায়শই জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অপর অপরিহার্য উপাদান হল ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) খাদ্য নিরাপত্তার তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান হল খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilisation of food), যা অন্যান্য নিয়াকমসমূহ যথা-সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের উপস্থিতি এবং পরিবার বা সরকার কর্তৃক সমাজের দুস্থ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল যেখানে যুগপৎভাবে প্রত্যেকটি নিয়ামকই যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়া আবশ্যক। এসকল নিয়ামকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক নির্ভরতা বিদ্যমান থাকায় খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যের লভ্যতা (food availability at national level) অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন, সরকারি ও বেসরকারি মজুদ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাণিজ্য উদারীকরণের সাথে সাথে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। পরিবারের নিজস্ব উৎপাদন/সংগ্রহের ক্ষমতা, পরিবারের খাদ্য মজুদের পরিমাণ এবং স্থানীয় বাজারে খাদ্যের লভ্যতার উপর পরিবার পর্যায়ে খাদ্যের লভ্যতা (food availability at household level) নির্ভর করে। তবে উপরোল্লিখিত বিষয়াদি বাজার কার্যক্রম অবকাঠামো, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মৌসুমী ভিন্নতা, বাজার দক্ষতা ও সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পারিবারিক খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) আয়, সম্পদ, বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ প্রাপ্তি, উপহার, ঋণ, আয় হস্তান্তর এবং খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। পারিবারিক আয় ও খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অধিকন্তু, বর্ধিত সম্পদভিত্তি পারিবারিক আয়ের সাময়িক ব্যাঘাতের ঝুঁকি হ্রাসসহ প্রতিকূল সময়ে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা হ্রাসের মাত্রা ঠেকানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাজারে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকৃত আয় (real income) কমে গিয়ে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় নিম্ন আয়ের পরিবারসমূহ সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় (transitory food insecurity) পতিত হয়।

খাদ্যের লভ্যতা এবং খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা/সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করা সম্ভব হলেও তাতে অপুষ্টি (malnutrition) নিরসন সম্ভব নাও হতে পারে। দীর্ঘকালীন অপুষ্টির কারণ মূলত খাদ্য ভোগ ও অসুস্থতার মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত থাকে যা জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য। খাদ্য-বহির্ভূত অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের (যেমন-উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপদ পানি) অপ্রতুলতা ও অকার্যকর সরবরাহ ব্যবস্থা এবং তার দক্ষ পরিচালনার অভাবে দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতাকে অর্থহীন করে তুলতে পারে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশসম্মত সুবিধাদি স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য করে তা পরিবারের শিশু, নারী ও দুঃস্থ সদস্যদের নিকট পৌঁছানোর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। অন্তঃপরিবার (intra-household) পর্যায়ে যথাযথ পরিচর্যার অভ্যাস গড়নসহ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে লিঙ্গভেদ বা অন্য কোন পক্ষপাতিত্ব না করে জৈবিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে খাদ্যভোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

ঘ. জাতীয় খাদ্যনীতির উদ্দেশ্য, পদ্ধতি-কৌশল ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য-১. নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম আঙ্গিক হল অব্যাহতভাবে সকল জনগোষ্ঠীর আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যের লভ্যতা নিশ্চিত করা। একটি কর্মঠ ও সুস্থ জীবন অর্জনের জন্য যে পরিমাণ গুণসম্পন্ন খাদ্যের প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাদ্য সকলে সবসময় ক্রয় করতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে স্থিতিশীল মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহসহ শস্য বহির্ভূত পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি উন্নয়ন অপরিহার্য। উচ্চ ফলনশীল শস্যজাত ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলাদেশের উর্বর জমি, পর্যাপ্ত শ্রমিক ও পানি সম্পদের প্রতুলতা ইত্যাদি সুবিধার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগবিহীন বছরসমূহে দেশে যথেষ্ট পরিমাণ ধান উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে। এসকল কারণেই অভ্যন্তরীণ খাদ্য অর্থনীতিতে শস্য হিসেবে চালের আধিপত্য বজায় থাকছে। খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া বাংলাদেশ সরকারের একটি লক্ষ্য এবং সরকার অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

কৌশল ১.১. দক্ষ ও টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি

দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রচেষ্টাসমূহের মূল দিক হচ্ছে দক্ষ ও টেকসইভাবে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপদানশীলতা বৃদ্ধি ও সার্বিক পুষ্টি চাহিদার নিরিখে কৃষিকে বহুমুখীকরণ প্রয়োজন। কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ও দক্ষ ব্যবহার, কৃষি উপকরণসহ সেচের জন্য পানির দক্ষ ব্যবহার, পশুসম্পদ, মৎস্য ও ফলসহ অশস্যজাত খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি নিবিড়করণে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, গবেষণা ও কৃষিঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্নোক্ত পদ্ধতি ও কার্যাবলী গ্রহণ করবে :

১.১.১. কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন ও শস্য-বহুমুখীকরণ, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনসহ উন্নত বীজ সরবরাহ এবং মাটির গুণগতমান সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকার গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করবে :

(১) লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রায়োগিক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত অর্থায়ন;

(২) অঞ্চলভিত্তিক ভূমির উৎপাদনশীলতা, শস্যের উপযুক্ততা এবং আনুষঙ্গিক কৃষি পরিবেশ বৈশিষ্ট্যাবলী বিবেচনান্তে একটি দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৩) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে রাস্তাঘাট, খাল ও সেচ ব্যবস্থা, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং বাজার অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ; এবং

(৪) কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসারের জন্য মানব সম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১.১.২. পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার

খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন এবং ফলন বৃদ্ধির জন্য সেচ অন্যতম প্রধান উপাদান। দীর্ঘমেয়াদে ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা ও ফলনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির জন্য একটি সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(১) সেচযুক্ত এলাকাসমূহের মধ্যে ফলন ব্যবধান (yield gap) হ্রাস ও টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে ফসল চাষের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষকদেরকে সম্পূরক সেচ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিতকরণ;

(২) সরকারি ও বেসরকারি খাতে সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং সেচ অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহিতকরণ;

(৩) চাষাবাদের জন্য নিরাপদ, দূষণমুক্ত সেচের পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৪) এলাকাভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন;

(৫) ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে একটি পানি সংরক্ষণ নীতি-কৌশল উদ্ভাবনকরতঃ সংরক্ষিত পানি সম্পূরক সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৬) মৎস্য সম্পদের ক্ষতি না করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির সহনীয় পর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৭) কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত সেচযন্ত্রসমূহে সেচকালে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(৮) পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য বর্ধিতহারে সেচপ্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রয়োগে উৎসাহিতকরণ; এবং

(৯) লাগসই সেচপ্রযুক্তির প্রসার এবং বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় খরা মোকাবেলার জন্য পরিপূরক পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.১.৩. কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা এবং তার দক্ষ ব্যবহার

গ্রহণযোগ্য মূল্যে সময়মত উন্নতমানের কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা ও তার দক্ষ ব্যবহারের উপর খাদ্য উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল। কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা এবং তার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সরকার নিম্নোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ করবে :

(১) শস্য ও মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ ঘাটতি ও উচ্চহারে মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে সারসহ অন্যান্য উপকরণের পর্যাপ্ত পরিমাণে সময়মত ও সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ;

(২) সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যনীতি প্রণয়ন;

(৩) বীজ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

(৪) বিশেষ ক্ষেত্রে বীজ আমদানি উদারীকরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

(৫) বীজ, কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য ও সারের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিধি প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

(৬) কৃষক, মৎস্যচাষী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সার ও কৃষি রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যে trace element-এর পরিমাণ সীমিতকরণ;

(৭) শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক ব্যবহার সীমিতকরণের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;

(৮) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির প্রসার সাধন; এবং

(৯) প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই নিয়ন্ত্রণভিত্তি “সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (IPM)” জোরদারকরণ এবং বর্ধিতহারে জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশসম্মত, টেকসই কৃষিব্যবস্থা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রচলন নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.১.৪. কৃষি বহুমুখীকরণ, উন্নত প্রযুক্তি ও গবেষণা

খাদ্য লভ্যতার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়াও অশস্য ফসল ও ফসল বহির্ভূত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃষিকে বহুমুখীকরণ, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি গবেষণা/সম্প্রসারণ এবং উত্তোলনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি সীমিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে সরকারের নীতি হবে :

(১) অশস্য ফসল (বিশেষতঃ ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও শাকসব্জি)-এর ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা;

(২) মৌসুম, জাত এবং উত্তোলন প্রযুক্তি ব্যবহারের পর্যায়ভেদে ফলমূল, শাক-শব্জি ও মসলার উৎপাদন ভিন্নতর কারণে বাজারে সরবরাহ বেড়ে গেলে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতি ও অপচয় রোধে লাগসই ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) খরাপ্রবণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদে ব্যবহারের জন্য বন্যা ও খরা সহনশীল জাত চিহ্নিতকরণ এবং লবণাক্ততা সীমিতকরণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও প্রসার সাধন;

(৪) অতি সম্প্রতি উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রবর্তিত Genetically Modified (GM) শস্যজাতের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যের স্বাস্থ্যগত প্রভাব পরিধারণ; এবং

(৫) সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ যাবৎ উদ্ভাবিত ফসল ও পশু-পাখীর ক্ষেত্রে উন্নতজাত উদ্ভাবনে জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে আরও গুরুত্ব প্রদানসহ বেসরকারী সংস্থাসমূহকে বর্ধিতহারে সম্পৃক্তকরণ।

১.১.৪.১ খাদ্যশস্য বহির্ভূত (শাকশব্জি, তৈলবীজ, ডাল ও ফলমূল) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি

খাদ্যশস্য বহির্ভূত ফসলের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির শ্লথগতির প্রেক্ষাপটে খাদ্যশস্য বহির্ভূত ফসলের উপাদান ও উৎপদানশীলতা দ্রুত বৃদ্ধিকল্পে এবং মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(১) খাদ্যশস্য বহির্ভূত ফসলের ক্ষেত্রে কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদান;

(২) সুদৃঢ় সম্প্রসারণ ও উপকরণ সেবা-সহায়তাপূর্ণ যথাযথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে আধুনিক জাতের ফসল প্রবর্তন;

(৩) খাদ্যশস্য-বহির্ভূত ফসলের উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সুসংগঠিত বিপণন সুবিধাসহ প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও গুদামজাতকরণ ইত্যাদির উন্নয়ন;

(৪) মৌসুমী ফলমূল, শাকসজি, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যসহ অন্যান্য ফসলের উত্তোলনোত্তর পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি প্রসারের জন্য বিনিয়োগ সহায়তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

(৫) জীবপ্রযুক্তি গবেষণায় সহায়তা প্রদানসহ স্বাস্থ্যের উপর GM খাদ্যের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরিধারণ।

১.১.৪.২ শস্য বহির্ভূত (পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ) কৃষি উন্নয়ন

সুষম খাদ্যভোগের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ, মাংস ও ডিমের উৎস হচ্ছে পশুসম্পদ। দেশের সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য পশুসম্পদ ও মৎস্য খাতে বর্ধিত হারে উৎপাদনকে এক্ষেত্রে অন্যতম নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুসম্পদ ও মৎস্য এ দুটি খাতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনান্তে সরকার নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধনে উৎসাহ প্রদান করবে :

(১) গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে মৎস্য ও পশুসম্পদের গুণগতমান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

(২) ব্যাপকহারে টিকা প্রদানের মাধ্যমে সংক্রামক রোগসহ পরজীবী ক্ষত নিয়ন্ত্রণ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন এবং আদি প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

(৩) মৎস্য ও পশুসম্পদের জন্য মৎস্য ও পশু খাদ্য (fish poultry and livestock feed) উৎপাদন শিল্প উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

(৪) মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের উৎপাদন প্রযুক্তি ও উপকরণ সরবরাহ, পণ্য সংরক্ষণ ও বিপণনে উন্নত প্রযুক্তির প্রসারের জন্য বিনিয়োগ সহায়তা, বিপণন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ;

(৫) স্বল্প-সম্পদশালী ও দরিদ্রদের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাসমূহকে বর্ধিতহারে সম্পৃক্তকরণপূর্বক প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রসারে সহায়তা প্রদান;

(৬) ধান ক্ষেতে সমষ্টিগতভাবে মাছ ও ধান যৌথ উৎপাদনের প্রসার নিশ্চিতকরণ;

(৭) পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানসম্পত চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে উৎস পর্যায়ে উন্নতমান নিশ্চিতকরণসহ বর্ধিত উৎপাদন উৎসাহিতকরণ; এবং

(৮) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণের কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

১.১.৫. কৃষিঋণ

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সম্পদ-নিবিড় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কৃষিকে নিবিড় ও বহুমুখীকরণে কৃষিঋণের ভূমিকা অপরিহার্য। কৃষকদের জন্য কৃষিঋণের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(১) যথাসময়ে কৃষিঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে ঋণ সরবরাহের যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রবর্তন গ্রহণ করবে;

(২) ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকসহ সকল কৃষকের জন্য ঋণপ্রাপ্তির ক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কৃষকদেরকে কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তিকরণ।

কৌশল-১.২ দক্ষ খাদ্য বাজার

খাদ্যবাজারের সন্তোষজনক অবস্থানের ক্ষেত্রে চাহিদা, উৎপাদনের ধারা, প্রযুক্তি এবং বিশ্ববাণিজ্যের পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে অভ্যন্তরীণ খাদ্যবাজার কাঠামোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। বিরাজমান বাজার কাঠামোর দক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্যে বাজারজাতকরণ দায়িত্ব সম্পাদনসহ বাজার পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে চাহিদা ও যোগানের সংবেদনশীলতার বিষয়সমূহ বিবেচ্য। খাদ্যবাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীগণের আগমন, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্য পরিবহনে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা, ত্রুটিপূর্ণ পণ্যবিন্যাস (grading) ইত্যাদি বিষয় প্রতিযোগিতামূলক বাজার পরিবেশ সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে। বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, বেসরকারি বাণিজ্যে অবাধ চলাচল ও গুদামজাতকরণ, বিপণন কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজনবোধে বেসরকারি খাতকে উৎসাহদায়ক সুবিধাদি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বাজার পরিবেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের পক্ষপাতমুক্ত ঋণ, বিপণন সহায়ক আইন ও বাণিজ্য অনুকূলে নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ এবং মূল্য স্থিতিশীলকরণের জন্য খাদ্যশস্য বাজারে অনুকূল সরকারি হস্তক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত।

১.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন

যথোপযুক্ত মানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য বাজার অবকাঠামোই হচ্ছে সামগ্রিক অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের টেকসই প্রবৃদ্ধির মৌলিক নিয়ামক। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় বেসরকারি খাতের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিবহণ সুবিধা, গুদামজাতকরণ, অবকাঠামো ইত্যাদিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান প্রয়োজন। বাজার সুবিধাদি যেমন—বিক্রির জন্য যথোপযুক্ত স্থান, নিলাম স্থান, নিলাম কক্ষ, ওজনযন্ত্র ইত্যাদি খাদ্য বাজারের দক্ষতা উন্নয়নে নিমিত্তস্বরূপ।

দক্ষ খাদ্য বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সরকার নিম্নের কার্যাবলী সম্পাদন করবে—

(১) ফসল উত্তোলন পরবর্তী পর্যায়ে পরিচর্যা, পণ্যবিন্যাস, একত্রীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়ন ও অপচয় হ্রাসের মাধ্যমে খামারজাত পণ্যাদি বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তি সহযোগে অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারণ;

(২) খামারজাত পণ্য বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গঠনে উৎসাহ প্রদান ও উন্নয়ন;

(৩) যথোপযুক্ত স্থানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপনা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদেরকে বর্ধিতহারে মূলধন ও ঋণ, সহায়তা প্রদান;

(৪) যথাযোগ্য স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; এবং

(৫) খামার ও বাজারের সংযুক্তি সড়কের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সেবামূলক সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

১.২.২ বেসরকারি খাদ্য ব্যবসা উৎসাহিতকরণ

দেশে বেসরকারি খাতে খাদ্য ব্যবসায় লক্ষাধিক খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ী এবং মিল মালিকগণ ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপণনে নিয়োজিত। অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী বাজারের চাহিদামাফিক কাঙ্খিত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য আধুনিক ছাঁটাই, পরিচ্ছন্নকরণ, বাছাই ও মোড়কজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন।

বেসরকারি খাদ্য ব্যবসা উৎসাহিতকরণে সরকার নিম্নের কার্যাবলী সম্পাদন করবে :

(১) বেসরকারি খাদ্য বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাছাই ও মজুদ সংরক্ষণে যথোপযুক্ত উৎসাহদায়ক ব্যবস্থা বজায় থাকবে;

(২) প্রয়োজনের সময় শুল্কহার সমন্বয় ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আমদানি উৎসাহিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বিরূপ প্রভাবকারী অতিরিক্ত আমদানি পরিহারের মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব সীমিতকরণ; এবং

(৩) উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও সরবরাহকালীন সময়ে কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণ।

১.২.২.১ খাদ্য দ্রব্যের বেসরকারি গুদাম এবং চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়ন

বেসরকারি খাতে বিদ্যমান গুদামজাতকরণ সুবিধাদি খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের উপযোগী নয়। এজন্য মানসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণাগার নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। নির্ধারিত দ্রব্যভিত্তিক গুদাম ও হিমাগার নির্মাণ এবং পরিবহনের জন্য যানবাহন সংগ্রহ ইত্যাদিতে বেসরকারি খাতে ঋণ সুবিধাদি প্রদানে ব্যাংক আইন সহজীকরণ ও সংশোধনের মাধ্যমে সরকারের নীতি উৎসাহদায়ক হবে। বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ ও চলাচল উন্নয়নে সরকার :

(১) দেশে খাদ্যদ্রব্যের অবাধ চলাচল উদারীকরণ ও

(২) উপযুক্ত স্থানে গুদাম কাঠামো উন্নয়নে ঋণ সুবিধাদি নিশ্চিত করবে।

১.২.২.২. খাদ্য ব্যবসায় উদার ঋণ পদ্ধতি (Liberal Credit) জোরদারকরণ

উন্নত বাজার কাঠামো প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে খাদ্য ব্যবসায় নবাগতদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা-নিষেধ হ্রাস। খাদ্য বিপণনে উদার ঋণ বিতরণ পদ্ধতি জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনজনিত বাজারজাতকরণের সংশ্লিষ্ট অনেক সমস্যাই দূরীকরণ সম্ভব।

খাদ্য ব্যবসায় ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার—

(১) পরামর্শ এবং পরিবীক্ষণ সেবার মাধ্যমে উদার ঋণ বিতরণ পদ্ধতি জোরদার ও

(২) পল্লী এবং দুর্গম এলাকায় ব্যাংকিং সুবিধাদি সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করবে।

১.২.৩. বাণিজ্য সহায়ক আইন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ উন্নয়ন

বাজারকে বাণিজ্য সহায়ক বিধি-বিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বিপণন আইনের ধারাসমূহ এবং কারবার প্রথা পুনর্বিন্যাসসহ বিপণন চার্জ, কর এবং শুল্ক যুক্তিসংগত করা ও বাজার উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খামারজাত পণ্যের বিপণনে সেবাসমূহের দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিপণনে নিয়োজিত বিভিন্ন বিপণন-প্রতিনিধি, পাইকার, অনানুষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী মধ্যস্বত্বকারীদের অনুকূল ভূমিকাকে স্বীকৃত প্রদান করা প্রয়োজন। বাজার কাঠামো উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনগত সহায়তা বাজারের প্রত্যেক পর্যায়ে নতুনদের প্রবেশ উৎসাহিত করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

বাণিজ্য সহায়ক আইন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(১) খাদ্যপণ্যের বেসরকারি মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;

(২) বাজারে নিয়োজিত মধ্যস্থতাকারীদের অনুকূলে স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ; এবং

(৩) প্রতিযোগিতামূলক বিপণন প্রসারে এন্টি-ট্রাষ্ট ও একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠা নিরোধক বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।

১.২.৪ পূর্ব-সতর্কীকরণ ও বাজার তথ্য পদ্ধতি উন্নয়ন এবং প্রচার

জাতীয় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে একটি দক্ষ কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। একটি দক্ষ ও কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ পদ্ধতি বিশ্ব পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সাথে সমন্বিতভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করবে :

(১) জাতীয় ও বিশ্বপর্যায়ের উভয় ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন;

(২) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারসমূহে বিরাজমান সরবরাহ, চাহিদা ও মূল্য পরিস্থিতি এবং জলবায়ু, খাদ্য উৎপাদন ও বিদ্যমান সরবরাহ সম্পর্কে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন পূর্বাভাস প্রদান; এবং

(৩) উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য খাদ্য তথ্য ও পূর্ব-সতর্কীকরণ বিষয়ে বিশেষণমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা পরিচালনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে উন্নত পূর্বাভাস পদ্ধতির প্রবর্তন।

কৌশল-১.৩. মূল্য স্থিতিশীলকরণে খাদশস্য বাজারে অবিকৃত সরকারি হস্তাক্ষেপ

খাদ্যশস্য বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপ এবং খাদ্যশস্যের মজুত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থরক্ষায় ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে কৃষি প্রবৃদ্ধি বা দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিাপত্তা ব্যাহত না হয়। বিশেষতঃ বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের (উৎপাদক ও ভোক্তা) কল্যাণে খাদশস্যের মূল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যয়ের ঊর্দ্ধগতি কৃষকদের আয়ের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করা ছাড়াও কৃষিকাজে অত্যাবশ্যকীয় সেচ, কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী খাতে বেসরকারি বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে। যেহেতু দরিদ্র পরিবারের খাদ্যের জন্য ব্যয় বর্তমানে পরিবারের মোট আয়ের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী, তাই ভোক্তা পর্যায়ে খাদ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র পরিবারের প্রকৃত আয় হ্রাস পায়। ফলে তাদের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায়—যা তাদের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। বাজারের মূল স্থিতিশীলতাকে ত্বরান্বিতকরণ, প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং বেসরকারি বাণিজ্য ও গুদামজাতকরণকে নিরুৎসাহিত না করে সরকার খাদ্যশস্য বাজারে অবিকৃত হস্তক্ষেপ কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে হ্রাসবৃদ্ধি এবং উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যের মূল্য অব্যাহতভাবে স্থিতিশীল রাখা সহজ নয়। খাদ্যশস্যের মূল্যের ব্যাপক উঠানামার কারণে একটি অবিকৃত মূল্য স্থিতিশীলকরণ নীতি একান্ত আবশ্যক।

১.৩.১ অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনে মূল্য সহায়তা

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন সহায়তা প্রদানে প্রধান সংগ্রহ অঞ্চলে (intensive procurement zone) খাদ্যশস্যের গড় উৎপাদন ব্যয়ের উর্দ্ধে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণপূর্বক সরকারি সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারি সংগ্রহমূল্য (fixed procurement price)-এর সাথে গুদাম খরচ, পরিবহন ও বিতরণ ব্যয় জড়িত থাকায় বিতরণ (public food distribution)-এর ক্ষেত্রে সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভর্তুকী প্রদান করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য সরকারের নীতি হবে :

(১) অভ্যন্তরীণ খাদ্য বাজার হতে খাদ্যশস্য ক্রয়ে;

- (ক) কৃষকদের পর্যাপ্ত মুনাফা এবং উৎপাদন ব্যয় পরিপূরণের জন্য যথাযথ মূল্যে (তবে মূল্য এত বেশী না হয় যা অন্যান্য নীতি বিরোধী কাজ করাকে উৎসাহিত করে) অভ্যন্তরীণ সরকারি সংগ্রহ কর্মসূচি গ্রহণ;
- (ক) উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ক্রয়।

(২) উৎপাদকের লাভজনক মূল্য নিশ্চিতকরণে বিপণন পদ্ধতি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; এবং

(৩) বেসরকারি খাতে গুদামজাতকরণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন উৎসাহ প্রদান করা।

১.৩.২. সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমবেশি হবার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধিকালে যুগপৎভাবে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বাজারে হস্তক্ষেপ করে। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল স্বাভাবিক বাজার মূল্যে খাদ্য ক্রয়ে অসমর্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়ক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং আয় সঞ্চালনমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা। খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণ করা ছাড়াও সরকার দুর্যোগকালীন জরুরি প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য নিরাপত্তা মজুদ সংরক্ষণ করে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকা ছাড়াও

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ উন্নতি প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি (১৯৯৭)-তে সরকারি খাদ্য মজুদের পরিমাণ ৮ লাখ মেঃ টনে সংরক্ষণের নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্যশস্য আমদানির অনিশ্চিত আগমন ও জরুরি প্রয়োজনে সরকার ১০ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য সরকারি মজুদ হিসাবে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মৌসুমে সরকারি মজুদের পরিমাণ সাধারণত এ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে এবং ফসল উত্তোলনপূর্ব সময়ে সরকারি মজুদের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার নীচে থাকে। সংগ্রহ ও বিতরণের পরিবর্তন (dynamics) বিবেচনায় এনে খাদ্য মজুদ গড়নে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন থাকবে। সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

(১) খাদ্যশস্য মজুদের নিয়মিত পরিবীক্ষণ, খাদ্য মূল্য, খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বেসরকারি আমদানি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারি সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ;

(২) সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিক বাণিজ্যনীতির সাথে সমন্বিত করে বিশেষতঃ খাদ্য সরবরাহ ঘাটতিকালে প্রয়োজনীয় বাজার সরবরাহ বৃদ্ধিমূলক কৌশল অবলম্বন;

(৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেসরকারি খাদ্য ব্যবসায় উৎসাহায়ক ব্যবস্থা সংরক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে সরকারি খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ নির্ধারণ; এবং

(৪) সংগ্রহ ও বিতরণের মৌসুমী পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে অর্থবছরের শুরুতে ১০ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ সংরক্ষণ।

১.৩.৩ ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা

লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিসমূহ দরিদ্র জনগণের পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক। সরকার দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি যথা—দুস্থ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (VGD), কাজের বিনিময়ে খাদ্য/অর্থ, দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা (VGF) শিক্ষার জন্য খাদ্য/অর্থ ইত্যাদি লক্ষ্যমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে। সীমিত সম্পদের কারণে এসকল কার্যক্রমের আওতাবহির্ভূত অথচ পুষ্টির দিক হতে ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র পরিবারসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার একটি বিকল্প কৌশল হচ্ছে বাজার মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করা।

ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

(১) অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সময়ে খোলা বাজার বিক্রয় (OMS), স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ;

(২) বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত গোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় অগ্রাধিকার (EP), অন্যান্য অগ্রাধিকার (OP) এবং বৃহৎ কর্মসংস্থান শিল্প (LEI) ইত্যাদি বিতরণ খাতে নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়;

(৩) উচ্চ মূল্যের কারণে পুষ্টি ঝুঁকিপ্রবণ দরিদ্র জনগণের মাঝে লক্ষ্যমুখী খাদ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সরবরাহ।

উদ্দেশ্য-২, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা এবং খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

পর্যাপ্ত খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে গৃহীত প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান ছাড়াও সকল পরিবারের (বিশেষতঃ দরিদ্রদের) পারিবারিক খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার দুটি মূখ্য পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমতঃ তাৎক্ষণিক খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য স্বল্প মেয়াদে খাদ্য প্রাপ্তি ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি খাদ্য হস্তান্তর বা খাদ্য-সাহায্য নগদায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণ। দ্বিতীয়তঃ কর্মসংস্থানমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে দরিদ্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তি ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য সংগ্রহের সামর্থসহ ক্রয় ক্ষমতা টেকসইভাবে উন্নীতকরণের জন্য নীতিমালা বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ। দারিদ্র বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার একটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে খাদ্য প্রাপ্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

কৌশল-২.১ তাৎক্ষণিক অভিঘাত ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে প্রায়ই বন্যা, সাইক্লোন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট আপদকালীন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণে জরুরি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে জরুরি ত্রাণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য সতর্কীকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব। দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ সাফল্য সত্ত্বেও ব্যাপক দারিদ্রের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্বল অবকাঠামোতে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব সহণযোগ্য মাত্রা পর্যন্ত হ্রাস করা যায়নি। বর্তমানে জরুরি বিতরণের প্রয়োজনে সরকারকে (তিন) মাসের সমপরিমাণ খাদ্যশস্যের মজুদ সংরক্ষণ এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জরুরি খাদ্য বিতরণসহ নিরাপদ পানি, ঔষধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে দেশের জন্য একটি কার্যকর সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা অপরিহার্য। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতাসহ স্থানীয় আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণে বছরভিত্তিক খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সরকারি মজুদ মাত্রাও পর্যালোচনা (review) প্রয়োজন।

২.১.১. কৃষিতে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ

খরা, বন্যা ও সাইক্লোনের মত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের কৃষি অতিমাত্রায় ঝুঁকিপ্রবণ। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দরিদ্র জনগণের সীমিত সম্পদকে হ্রাস করে এমনকি কখনও কখনও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। নদী ভাংগন এবং কৃষি জমির গুণগত অবক্ষয়ের ফলে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়। বন্যা ও খরাপ্রবণ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা অধিক হয়ে থাকে। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাতে বৈরী কৃষি পরিবেশযুক্ত নাজুক বাস্তুসংস্থান সম্পন্ন দরিদ্র কৃষকদের চাষাবাদে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ফলে তাদের তাৎক্ষণিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়ে যায়। দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ অনুসরণ করবে :

(১) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসলহানি এড়ানোর জন্য খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান;

(২) জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক বন্যা ও খরা সহনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন ও প্রসার এবং প্রধান ফসলসমূহের উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং

(৩) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে ভিটিস্থানে ফলমূল শাকসব্জি চাষাবাদ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়ীতে হাঁস-মুরগী খামার স্থাপনসহ বসতবাড়ীতে বাগান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।

২.১.২ সরকারি মজুদ হতে জরুরি বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনীত জরুরি খাদ্য পরিস্থিতির প্রয়োজনে সরকারি খাদ্য মজুদ হতে খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় সরকারি বিতরণ খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে এবং যোগান ও চাহিদার ভারসাম্যহীনতা নিরসনপূর্বক বাজার মূল্য স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।

দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জরুরি খাদ্য প্রয়োজন মেটাতে সরকারের নীতি হবে:

(১) দুর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে দ্রুত খাদ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ;

(২) নিয়মিত খাদ্যভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় মজুদ সংরক্ষণ ছাড়াও ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) মাসের জরুরি খাদ্য বিতরণ চাহিদা পরিপূরণে খাদশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ সংরক্ষণ;

(৩) কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সরকারি বাণিজ্যিক আমদানি (তবে অধিক আমদানি পরিহারের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনসহ)-এর ক্ষেত্রে উৎস বহুমুখীকরণ; এবং

(৪) পদ্ধতিগত অপচয় হ্রাস এবং দক্ষ মজুদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের সার্বিক খাদ্য বিতরণ ব্যয় হ্রাসকরণ।

২.১.৩ বেসরকারি কারবার এবং মজুদের মাধ্যমে যোগান বৃদ্ধির পদক্ষেপ

খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উদারীকরণের মাধ্যমে সরকার উৎপাদন ঘাটতিকালে স্থানীয় যোগানের স্বল্পতা মেটাতে বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের আমদানি উৎসাহিত করে।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঘাটতি পরিপূরণে এবং অর্থনৈতিকভাবে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সরকার :

(১) খাদ্যের মজুদ এবং চলাচলে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ নিশ্চিত করবে;

(২) গুদামজাতকরণ এবং মজুদ সংরক্ষণের জন্য ঋণ সুবিধাদি প্রদান করবে;

(৩) দক্ষ গুদামজাতকরণে এবং বিতরণ কৌশল উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে;

(৪) অস্বাভাবিকভাবে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাণিজ্য এবং আর্থিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি আমদানি উৎসাহিত করবে; এবং

(৫) বেসরকারিখাতের মাধ্যমে দ্রুত এবং দক্ষভাবে খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকারি গুদাম ও অন্যান্য পরিচালন সুবিধাদি যৌক্তিক মূল্যে বেসরকারি পর্যায়ে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করবে।

কৌলশ-২.২. খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে লক্ষ্যমুখী খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির ফলপ্রদ বাস্তবায়ন

বছরব্যাপী চরম পুষ্টি ঝুঁকির সম্মুখীন অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেসরকারি খাদ্যবাজার থেকে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অপর্যাপ্ত। অধিকন্তু, দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করায় অনেক পরিবারই মৌসুমী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয় অর্থাৎ তারা মন্দা মৌসুমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও বঞ্চনার শিকার হয়। অন্য পেশার জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দিন মজুর, জেলে এবং মাঝিগণও অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও সময়ের সাথে স্থান পরিবর্তনের কারণে দুস্থতায় পতিত এবং বেশীমাত্রায় পুষ্টি ঝুঁকির সম্মুখীন পরিবারসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক একটি দক্ষ লক্ষ্যমুখী কর্মসূচি (স্বচ্ছল সদস্যদের সুবিধা প্রদান না করে) পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় ও খাদ্য ভোগের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যায়। তাই একটি সফল লক্ষমুখী কার্যক্রমে লক্ষ্যবহির্ভূত পরিবারের মাঝে বেহাত হওয়া (leakage) হ্রাস করা অপরিহার্য। বেহাতের ফলে লক্ষ্যমুখী হস্তক্ষেপের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যয়-সাশ্রয় হ্রাস পায়। দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে শহর এলাকার বস্তিবাসী এবং গ্রামের ভূমিহীনরাই চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। আয়ের সীমাবদ্ধতা এবং নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে শহরের বস্তিবাসীদের পুষ্টিহীনতা খুবই প্রকট। গ্রামীণ দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে পুষ্টিহীনতা, ভূমিহীন পরিবার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রকটভাবে বিস্তৃত। এছাড়া বৃদ্ধ, স্বামীবঞ্চিত, অসহায় বিধবা, প্রতিবন্ধী সদস্য নিয়ে গঠিত আরও কিছু দরিদ্র পরিবারের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারিত হওয়া দরকার। ভৌগোলিক নিশানা (geographic targeting)-র মাধ্যমে দেশের সুনির্দিষ্ট দুস্থ জনপূর্ণ এলাকাসমূহে লক্ষ্যমুখী হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব, নিম্নমানের অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়ন এবং বিশষভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ইত্যাদি বিয়ষও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ সকল বিবেচনায় বন্যাপ্রবণ এলাকা বিশেষতঃ প্রধান প্রধান নদী তীরবর্তী ভাংগন এলাকা এবং শহরের বস্তিসমূহ দেশের সবচেয়ে পুষ্টিগতভাবে দুস্থ এলাকা হিসেবে গণ্য। তাই বাংলাদেশ সরকার প্রকট পুষ্টিহীনতা বিরাজমান এমন জনগোষ্ঠী, অঞ্চল এবং মৌসুমে আয়-বন্টন লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ এবং গণপূর্ত কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ্যমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে।

দরিদ্র পরিবারের খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় সরকার নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে :

(১) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবারসমূহের মধ্যে সরাসরি জরুরি ত্রাণ বিতরণ;

(২) দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহ (ভিজিএফ) কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে যৌক্তিক সময় পর্যন্ত লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ;

(৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় পারিশ্রমিক হিসেবে খাদ্যশস্য বিতরণ;

(৪) প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সরাসরি বিতরণ (যেমন-মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত দুস্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন VGD কর্মসূচি বাস্তবায়ন); এবং

(৫) অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ ও ফলপ্রদ বাস্তবায়ন।

কৌশল-২.৩. কর্মসংস্থানমূলক আয় বৃদ্ধি

স্বল্পমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমানে পরিচালিত সরকারি ও এন. জি. ও কর্মসূচিসমূহ যদিও দরিদ্র পরিবারসমূহের বাড়তি খাদ্য প্রাপ্তি ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে, তবে দীর্ঘমেয়াদে শ্রমনিবিড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই দেশের সকল পরিবারের জন্য বিস্তৃতভিত্তিতে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রধান উপায় হতে পারে। যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভূমি ও মূলধনে প্রবেশাধিকার সীমিত, সেহেতু কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। অধিকাংশ দরিদ্র জনগণ পল্লী এলাকায় বসবাসের কারণে বাংলাদেশে টেকসইভাবে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধি। পরিবার পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার মাত্রা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা, মৌলিক সম্পদ (মহিলাদের খাস জমি প্রাপ্তি সুবিধাসহ) এবং বিশেষতঃ দরিদ্র মহিলাদের জন্য ঋণসুবিধা প্রদান। শস্য, পশুসম্পদ (পোল্ট্রিসহ) ও শস্য-বহির্ভূত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমে (যার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে চাহিদা বর্তমানে বিদ্যমান) মহিলাকেন্দ্রিক উদ্যোগসমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

বাংলাদেশ সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধির জন্য বহু উন্নয়নমূলক নীতি ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান;

(২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

(৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা প্রদান;

(৪) গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা;

(৫) শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি; এবং

(৬) ব্যাপকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রসারে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ।

২.৩.১ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা

খাদ্য নিরাপত্তায় মহিলাদের অবদান প্রায়শই মূল্যায়িত হয় না। তারা পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির উৎস সংগতিপূর্ণভাবে বজায় রাখার জন্য সর্বদা প্রাণান্ত চেষ্টারত। পরিবারের কল্যাণে ক্রমবর্ধমান দায়িত্বশীলতার কারণে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীরা কার্যকর মাধ্যম (effective vehicle) হিসেবে বিবেচিত। আন্তঃপরিবার খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পুষ্টিবস্থা নির্ধারণে নারীরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

উৎপাদনপূর্বক সম্পদের প্রাপ্তি সুবিধাসহ উপকরণ ও সেবা

ামূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অধিকহারে অন্তর্ভুক্তিসহ নারীভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। সম্প্রসারণ সেবা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ঋণ এবং প্রযুক্তিতে নারীদের প্রবেশাধিকার কম। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের অধিকতর অবদানের এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এ সকল বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের লক্ষ্য হবে—

(১) কৃষিখাতে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রসার এবং গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজতকরণ এবং বিপণন কর্মকাণ্ডে সুযোগ এবং কৌশল সরবরাহ;

(২) প্রতিবন্ধী ও নারীনির্ভর লক্ষ্যমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ঋণ, নতুন প্রযুক্তিসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিক্ষম সম্পদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ; এবং

(৩) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার জন্য নারীসম্পৃক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রবর্তন; এবং

(৪) পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণের জন্য মহিলাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে যথাযথ সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৩.২ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ

প্রযুক্তি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে কিন্তু তা সাধারণত মূলধননিবিড় এবং শ্রমিক প্রতিস্থাপক হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থা সচরাচর হয় না। তবুও উৎপাদন পদ্ধতির সাথে শ্রম নিবিড় প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটে এমন প্রযুক্তির নির্বাচন বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ উচ্চ-ফলনশীল ধান চাষাবাদের উল্লেখ করা যায়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ ও উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব প্রায়শঃই উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

২.৩.৩ কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা

কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন বহুমূখী কৃষিকে পশ্চাদযোগ শিল্পে পরিণত করে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের বর্তমান অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে এখাতে ঋণসহ আর্থিক সুবিধাভিত্তিক বিশেষ উৎসাহমূলক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রবৃদ্ধির স্বার্থে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়ন সহায়তাসহ গ্রামীণ বাজারের সাথে শহর, আঞ্চলিক ও বিশ্ববাজারের সাথে যোগসূত্র স্থাপন, পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদির সহজলভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩.৪ গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা

গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের স্বার্থে (বিশেষতঃ যে সকল এলাকা এক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ) যথাযথ উৎসাহমূলক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনামূলক সরকারি সহায়তা (যথা-গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র বীমা পদ্ধতিতে আংশিক প্রিমিয়াম সহায়তা) প্রদান করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে মহিলা পরিচালনাধীন শ্রমনিবিড় গৃহভিত্তিক উদ্যোগকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা দরকার।

২.৩.৫ শিক্ষা, দক্ষতা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা হচ্ছে প্রযুক্তি গ্রহণের পূর্বশর্ত। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতে বর্তমানে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহকে শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। এক্ষেত্রে বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি সম্ভাবনা অন্বেষণসহ জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনে দক্ষ শ্রমিকের প্রকারভেদে বাজার চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নির্ধারণকল্পে একটি জরিপ পরিচালনা করা আবশ্যক।

২.৩.৬ শ্রমনিবিড় প্রবৃদ্ধির প্রসারে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকলের আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। সামষ্টিক অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রমবাজার সৃষ্টিসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্রুত আয় বৃদ্ধিই সরকারি নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এজন্য গ্রামীণ অর্থনীতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য ঋণসুবিধা, ভূমি ও মূলধনে দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন-যা প্রকারান্তরে সমাজের বয়োঃবৃদ্ধ, দুস্থ-মহিলা ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

উদ্দেশ্য-৩, সকলের (বিশেষতঃ নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আপদকালীন ঘাটতি ও অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হলেও দেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে পুষ্টি সমস্যা প্রকটভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য কর্মসূচির সাথে সরকার জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি (১৯৯৭) এবং পুষ্টি সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (১৯৯৭) অনুমোদন করেছে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদ সক্রিয়করণসহ বৃহৎ পরিসরে পুষ্টি এবং খাদ্য ব্যবহারের সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিষধাদি বিবেচনায় সরকার জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের আলোকে প্রণীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রেও পুষ্টি বিয়ষকে অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে সরকার গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সমাগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচিসমূহকে কার্যকরভাবে অঙ্গীভূতকরণ। খাদ্যের ব্যবহার এবং পুষ্টি, বিশেষতঃ দুঃস্থ ব্যক্তির (দরিদ্র মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী) জন্য পর্যাপ্ত মুখ্য পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ (ক্যালরী, আমিষ, চর্বি ও তেল) খাদ্য ভোগ, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য কর্মসূচি, পুষ্টি, শিক্ষা ও তথ্য বিতরণ সার্বিক পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার বাইরে বৃহৎ পরিসরে স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

কৌশল ৩.১ স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে সুষম খাদ্যের সংস্থানকল্পে সুদূরপ্রসারী জাতীয় পরিকল্পনা

উন্নত জাতি হিসেবে দেশকে গড়ে তুলতে দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থসম্পন্ন মানব সম্পদের উন্নয়ন আবশ্যক। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পারিবারিক আয়ের পরিবর্তন তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে খাদ্য চাহিদার পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে খাদ্যাভাস পরিবর্তনের নিমিত্তে চালের উপর নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে সুষম খাদ্যের সংস্থানকল্পে সুদূরপ্রসারী জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবে :

৩.১.১ স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

(১) সার্বিক পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ; এবং

(২) খাদ্য চাহিদার পর্যায়ক্রমিক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ।

৩.১.২ দৈহিক মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য গ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ

(১) স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনকল্পে সুষম খাদ্য সংস্থানের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ; এবং

(২) শারীরিক গঠন ও পেশাভেদে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে জনপ্রতি গড় ক্যালরী চাহিদা নির্ধারণ।

৩.১.৩ প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পরিপূরণে সুষম খাদ্য সংস্থানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

(১) সুষম খাদ্য গ্রহণের কাঙ্খিত লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে অর্জনে সংবলিত পরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং

(২) খাদ্য ভোগের উপর নিয়মিত সমীক্ষারভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ফুড ব্যালান্স শীট প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ।

৩.১.৪ স্বল্পতম ব্যয়ে সুষম খাদ্য সংস্থানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

(১) "সুষম খাদ্যভোগে সহায়ক" স্বল্পব্যয় সম্বলিত স্থানীয় মেনুভিত্তিক খাদ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ; এবং

(২) স্বল্পব্যয় সম্বলিত সুষম খাদ্যের স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

কৌলশ-৩.২. দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ

খাদ্য নিরাপত্তা নীতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে পুষ্টিদায়ক খাদ্য (যেমন-ক্যালরী, আমিষ, চর্বি এবং তৈল ইত্যাদি) ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান। দুস্থ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, শিশু ও নারী (বিশেষতঃ কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মাতা)-দের পুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত শর্করা, আমিষ, চর্বি ও তৈল সমৃদ্ধ খাদ্য প্রাপ্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মুখ্য খাদ্য উপাদান (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট) সমৃদ্ধ খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সরকারের নীতি হবে এনজিও এবং উন্নয়নসহযোগীদের সাথে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করা :

(১) দুস্থ জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে পুষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং গোষ্ঠী পর্যায়ে উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ; এবং

(২) প্রতিবন্ধী সহায়ক শিক্ষা সুবিধা, মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, ক্ষুদ্র ঋণ, দুস্থ জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দুস্থ্য জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।

কৌশল-৩.৩. পর্যাপ্ত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সম্পন্ন সুষম খাদ্য

বাংলাদেশের জনগণের জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শর্করা, আমিষ, তৈল ও চর্বি সমৃদ্ধ খাদ্যের পাশাপাশি লৌহ ও ভিটামিন এ' ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়ের জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি ও পুষ্টিশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ ছাড়াও অপর সম্ভাবনাময় ও টেকসই পদ্ধতি হল প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজননে জৈব দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে প্রধান খাদ্যশস্যে লৌহ ও ভিটামিন এ' সমৃদ্ধকরণ। অন্তর্বর্তী সময়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে খাদ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পরিপূরণ ও সংযুক্তিকরণের (প্রতিষ্ঠিত যথাযথ গুণমান ও আইনগত ভিত্তিসহ) কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টজনিত অপুষ্টির সুদূরপ্রসারী ক্ষতি বিবেচনা করে খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ছাড়াও সরকার নিম্নোক্তভাবে পুষ্টির অভাব ও অসম পুষ্টিমান বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৩.৩.১ পুষ্টি-শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি-যার মধ্যে

(১) সুষম খাদ্যগ্রহণ প্রসারকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার ও গণমাধ্যমে সুষম খাদ্য বিষয়ে নির্দেশনামূলক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) বিশেষতঃ পল্লী এলাকায় গোষ্ঠী পর্যায়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন পরিবর্তনমূলক কার্যকর প্রচার কর্মসূচি নিবিড়করণ; এবং

(৩) পুষ্টি-শিক্ষা বিষয়ে আদর্শ মডিউল উন্নয়নসহ বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচিতে তা অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৩.৩.২ খাবার বহুমুখীকরণ

(১) উৎপাদনকারী পর্যায়ে ও বাজারে সবজি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বহুমূখী পুষ্টিদায়ক খাবার গ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি বাগান ও হাঁসমুরগী পালন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।

৩.৩.৩ ফলপ্রসূ খাদ্য পরিপূরণ এবং সুরক্ষাকরণ (food supplementation and fortification)

(১) আটা (খোসাসহ গমের ময়দা) এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য সুরক্ষাকরণ (fortification);

(২) মানুষ ও পশুর ব্যবহারোপযোগী লবণকে বাধ্যতামূলকভাবে আয়োডাইজেশন (iodisation); এবং

(৩) পুষ্টি এবং খাদ্য বিষয়ক হস্তক্ষেপ কমসূচির মাধ্যমে সম্পূরক (supplementary) খাদ্য সরবরাহকরণ।

কৌশল-৩.৪. নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন

বর্তমানে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের প্রকোপ ব্যাপকতর হওয়ায় নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এদেশের পুষ্টিমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান ও পরিকল্পিত সুবিধাদির মধ্যে পানির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ (বিশেষতঃ খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণ) ও সীমিতকরণের প্রচেষ্টা সর্বাধিক গুরুত্বহ।

নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়নে সরকারের নীতি এবং কর্মসূচি নিম্নরূপ :

(১) স্বাস্থ্য শিক্ষা যার মধ্যে শিশুদের সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা এবং নিরাপদ পানীয় জল এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতির ব্যবহারের গুরুত্ব অন্তর্ভুক্তি;

(২) পানি সরবরাহ (কমিউনিটি টিউবওয়েল) এবং পয়ঃনিষ্কাশনে বিনিয়োগসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন; এবং

(৩) পানির গুণাগুণ (বিশেষত আর্সেনিকের মাত্রা) পরীক্ষাকরণ ও বিদ্যমান সরকারি সুবিধাদির সম্প্রসারণ।

কৌশল-৩.৫. নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ

বর্তমান সময়ে নিরাপদ খাদ্যের লভ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে প্রসারমান তৈরি খাদ্যসহ সকল প্রকার মানসম্পন্ন খাদ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়নসহ গুণগতমান রক্ষণের জন্য বিপণন কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে (যথা- একত্রীকরণ, পরিচালন, বিন্যাসকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র আওতায় SPS (sanitary and phytosanitary), TBT (technical barrier to trade) চুক্তি স্বাক্ষরদাতা এবং কোডেক্স এলিমেন্টারীয়াস কমিশনের সদস্য। উৎপাদন পর্যায় থেকে খাবার গ্রহণ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ঝুঁকি নিরূপণ ও রোধকরণ পদ্ধতি প্রাধান্য পেতে পারে। এজন্য বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং বেসরকারি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হবে :

(১) খাদ্যজাত পণ্যের সমরূপ বিন্যাস, মান পদ্ধতির উন্নয়ন, মানদণ্ড প্রণয়ন, আরোপ ও বাধ্যতামূলক প্রয়োগ;

(২) প্যাকিং বা মোড়কীকরণ পদ্ধতি উন্নয়নসহ নিরাপদ গুদামজাতকরণ সুবিধাদিতে বিনিয়োগ;

(৩) খাদ্য ও খাদ্যজাত পণ্যের গুণাগুণ উন্নয়নে গবেষণাগারের সুবিধা ও প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবজ্ঞান প্রদান;

(৪) খাদ্যজাত পণ্যের গুণাগুণ ও মান প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৫) পুষ্টি উন্নয়নকারী মানসম্পন্ন এবং নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে প্রচার; এবং

(৬) খাদ্য উৎপাদন ও বাজার প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকর সংযোজন দ্রব্য, সংরক্ষণ দ্রব্য এ বিষাক্ত দ্রব্যের নির্বিচার ব্যবহার রোধকল্পে নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।

কৌশল-৩.৬. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যমান

রোগ নিয়ন্ত্রণ শুধু পুষ্টি উন্নয়নেই অবদান রাখে না, সার্বিক স্বাস্থ্যমান উন্নয়নেও সহায়তা করে। পুষ্টিখাদ্যের সঠিক জৈবিক ব্যবহার বিষয়ে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেবা প্যাকেজ (NHPSP)-স এনজিও তথা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও সমন্বয়ে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেবা প্যাকেজে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

(১) সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ই. পি. আই),শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত জটিল ক্ষত নিয়ন্ত্রণ (এ. আর. আই), কলেরা এবং আন্ত্রিক রোগসমূহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(২) প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন; এবং

(৩) এনজিওসমূহের মাধ্যমে শিশু ও সক্ষম নারীদের ক্রমাগত দুর্বলতা এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাবজনিত রোগ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ গোষ্ঠীভিত্তিক পুষ্টিসেবা বিতরণকল্পে জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৬. **খাদ্যনীতি গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং সমন্বয়**

খাদ্য নিরাপত্তায় সকল আঙ্গিক (যথা-খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার) একত্রিত হওয়ায় খাদ্যনীতি ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করছে। খাদ্য নিরাপত্তা নীতির এসকল আঙ্গিক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। বিশ্ববাণিজ্য ও খাদ্য সাহায্যের পরিবেশ পরিবর্তনের দ্বারা বর্তমান নীতি-কৌশল প্রভাবিত হচ্ছে যা খাদ্যনীতিকে ভবিষ্যতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকগণ কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং কার্যাবলী সমন্বিতকরণে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। খাদ্যনীতি কাঠামোর আওতায় জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাবলীর সমন্বয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি-কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ও অন্যান্য পর্যায়ের কর্তৃপক্ষই সুসমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

খাদ্যনীতি প্রণয়ন বা হালনাগাদকরণ ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নীতি-নির্ধারকগণ কর্তৃক বিকল্পসমূহ সম্পর্কে সুক্ষ্মভাবে মর্ম উপলব্ধি করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য পন্থাসমূহের বিবরণসহ ইঙ্গিত ফলাফল হাতে থাকতে পারে। এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট চিত্র সৃষ্টির জন্য (ক) তথ্য সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায়; (খ) তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ; (গ) খাদ্য নিরাপত্তা পরিবেশের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা; (ঘ) পর্যাপ্ত সংখ্যক বিকল্প; (ঙ) স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে খাদ্য সরবরাহ ও বাণিজ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বাভাস ইত্যাদি আবশ্যক। খাদ্যনীতি বিশ্লেষক ও গবেষকগণ ক্রমাগতভাবে গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের জন্য ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যে ধরণের তথ্যাদি প্রয়োজন হতে পারে তার আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সামগ্রিক খাদ্যনীতি কাঠামোর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন, সম্পদ আহরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচল ও শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত "খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি" খাদ্যের ব্যবহার ও পুষ্টি বিষয়সহ সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রচেষ্টাসমূহের পরিকল্পনা এবং ফলাফল পরিবীক্ষণ করবে। খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় (যথা: খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অর্থ, পরিকল্পনা, কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) এর প্রতিনিধি এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-যেখানে খাদ্যনীতির সকল আঙ্গিকের অগ্রগতির বিষয় আলোচিত হবে এবং খাদ্যনীতি বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হবে।

চ. **উপসংহার**

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য লভ্যতা অপরিহার্য হলেও পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও খাদ্যের যথাযথ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পুষ্টি বিধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ কৃষিতে দক্ষতা অর্জনসহ শস্য ও অশস্য খাদ্যের লভ্যতা বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় টেকসইভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অর্জন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে অপুষ্টি শিকার ব্যক্তির খাদ্যের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহতকরণ সম্ভব। আশা করা যায় যে, প্রণীত খাদ্যনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জনগণ তাদের কাঙ্খিত খাদ্য নিরাপত্তা ভোগ করতে সক্ষম হবে। এ নীতির সাথে খাদ্য নিরাপত্তার বৃদ্ধিমূলক অন্যান্য নীতি-কৌশল সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনবোধে সরকারি আদেশ জারীর মাধ্যমে প্রণীত নীতি বাস্তবায়নোপযোগী করা হবে।

এ,কে,এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব) উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫৫—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)' নিম্নরূপে গঠন করেছে :—

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	: সভাপতি
২.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৩.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৪.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৫.	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৬.	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৭.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৮.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৯.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	: সদস্য
১০.	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	: সদস্য
১১.	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১২.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	: সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১৩.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৪.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৫.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	: সদস্য
১৬.	সচিব, অর্থ বিভাগ	: সদস্য
১৭.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৮.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) কমিটি সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখবে;

(২) কমিটি খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান, খাদ্যশস্যের চাহিদা নিরূপণ, খাদ্যশস্যের মজুদ, সামগ্রীক খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং খাদ্য সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে; এবং

(৩) পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সরকারকে প্রয়োজনমতে পরামর্শ প্রদান করবে।

(গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৯

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৫ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৫৭-আইন/২০১৯।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "খাদ্য স্পর্শক" অর্থ এমন কোনো উপকরণ যাহা ইতোমধ্যে খাদ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে বা আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(খ) "খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী" অর্থ খাদ্য স্পর্শক উৎপাদন, আমদানি, বিপণন, বিতরণ, প্রক্রিয়া বা বিক্রয়, ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) "পরিদর্শক" অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইনের ধারা ২ এর দফা (২০) এ সংজ্ঞায়িত পরিদর্শক;

(ঘ) "লেবেল" অর্থ মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর প্রবিধান ২ এর দফা (ঝ) তে সংজ্ঞায়িত লেবেল;

মূল্য : টাকা ৮.০০

(ঙ) "সক্রিয় বস্তু ও বস্তুকণা (Active Materials and Articles)" অর্থে সেই সকল উপকরণ ও বস্তুকে বুঝাইবে যাহা প্যাকেটজাত খাদ্যের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে অথবা সংরক্ষণে অথবা অবস্থার উন্নয়নে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা বিশেষ প্রযুক্তিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে যাহাতে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট করিবার উপাদান প্রতিরোধ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবকে দূরীভূত করিতে সক্ষম হইবে। উদাহরণ স্বরূপ-চিপস, বিস্কুট, পাস্তা, গুড়ো দুধ, ইত্যাদিতে বিদ্যমান অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণে অক্সিজেন শোষক (Oxygen scavengers) হিসেবে ক্ষুদ্র প্যাকেট (Sachet যাহা অভোজ্য) ব্যবহার হইয়া থাকে যাহা অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মান বজায় রাখিবে; এবং

(চ) "নির্গমনকারী সক্রিয় বস্তু ও বস্তুকণা (Releasing Active Materials and Articles)" অর্থে খাদ্য স্পর্শকের এমন উপকরণ ও বস্তুকে বুঝাইবে যাহার মোড়কজাত খাদ্যে বা খাদ্য পরিবেশে নির্গত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং এই নির্গমিত বস্তু ও বস্তুকণা অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না বা সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা নিরাপদ খাদ্য আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

৩। **প্রযোজ্যতা**।—(১) এই প্রবিধানমালা—

(ক) খাদ্যের সংস্পর্শে আসে; বা

(খ) খাদ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে; বা

(গ) খাদ্যের সংস্পর্শে আসিবার উপযুক্ত কারণ বা সম্ভাবনা রহিয়াছে; বা

(ঘ) কোনো বস্তুর সাধারণ বা দূরবর্তী ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যের গুণগতমান পরিবর্তনের সম্ভাবনা রহিয়াছে;

এইরূপ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাচীন নিদর্শন, কোনো বস্তুর আবরণ, আচ্ছাদন বা সর্বসাধারণের পানি সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থায় ব্যবহৃত উপকরণ বা বস্তুর ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) Codex Alimentarius Commission (CAC), United States Food and Drug Administration (USFDA) এবং European Food Safety Authority (EFSA) কর্তৃক সর্বশেষ সংস্করণে স্বীকৃত বা অনুমোদিত মান অনুযায়ী খাদ্য স্পর্শকের তালিকা করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **মোড়কাবদ্ধ খাদ্য স্পর্শক**।—(১) যেক্ষেত্রে খাদ্য স্পর্শক কোনো খাদ্যের মোড়ক আকারে ব্যবহৃত হয় সেইক্ষেত্রে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) ভোক্তার জন্য বিভ্রান্তিকর কোনো তথ্য খাদ্য স্পর্শক মোড়কে উল্লেখ করা যাইবে না।

(৩) খাদ্যের অভোজ্য অংশকে পৃথক করিবার লক্ষ্যে খাদ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে এইরূপ কোনো খাদ্য স্পর্শক, যথাযথভাবে লেবেলিং করিতে হইবে।

৫। **খাদ্য স্পর্শক উৎপাদন**।—(১) খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল স্বাস্থ্যসম্মত ও কারিগরি মানসম্পন্ন হইতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনে সক্রিয় বস্তু ও বস্তুকণা, বুদ্ধিবৃত্তিক বস্তু ও বস্তুকণা, নির্গমনকারী সক্রিয় বস্তু ও বস্তুকণা, প্লাস্টিক উপকরণ ও বস্তুকণা এবং গোষ্ঠীবদ্ধ উপকরণ ও বস্তুকণা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রবিধান ৩(২) এ উল্লিখিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত শর্তাবলি ও নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) খাদ্য স্পর্শকে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের উৎস সংক্রান্ত কাগজপত্র খাদ্য স্পর্শকের মেয়াদ সমাপ্ত হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী সংরক্ষণ করিবে।

ব্যাখ্যা।—"বুদ্ধিবৃত্তিক বস্তু ও বস্তুকণা (Intelligent materials and articles)" অর্থে খাদ্য মোড়কের সেই সকল উপকরণ ও বস্তুকে বুঝাইবে যাহা বিশেষায়িত প্রযুক্তিতে তৈরি এবং ইহা মোড়কজাত খাদ্যের অবস্থা ও খাদ্যের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে। বুদ্ধিবৃত্তিক বস্তু ও বস্তুকণা মোড়কাবদ্ধ খাদ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরূপণের মাধ্যমে সতেজতার পর্যায় নির্ধারণ করিতে হইবে যাহা সহজেই ভোক্তার দৃষ্টিগোচরীভূত হয়।

৬। **মান নিশ্চিতকরণ**।—খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী খাদ্য স্পর্শকের মান নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মানিয়া চলিবে, যথাঃ—

(ক) খাদ্য স্পর্শক উৎপাদন এবং উহা সংরক্ষণের যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ;

(খ) খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনে উৎকৃষ্টমানের কাঁচামালের ব্যবহার;

(গ) খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাঁচামাল নির্বাচনে প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন;

(ঘ) খাদ্য স্পর্শক স্থাপনায় যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার;

(ঙ) খাদ্য স্পর্শক উৎপাদন, ব্যবহার ও বিন্যাসে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল নিয়োগ;

(চ) খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের পরিচ্ছন্নতা ও যথাযথ বিন্যাস; এবং

(ছ) খাদ্য স্পর্শক বস্তু ও বস্তুকণার সমষ্টির সুনির্দিষ্ট ও সামগ্রিক নির্গমনের পরিমাণ প্রবিধান ৩(২) এ উল্লিখিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত সর্বশেষ সীমার মধ্যে হইতে হইবে।

৭। **প্রামাণিক নথি সংরক্ষণ**।—(১) খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিপালিত শর্তাবলি, অনুমতি, মান, ফলাফল, নিরাপত্তা ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নথিপত্রের মুদ্রিত অথবা ইলেকট্রনিক কপি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত নথিতে খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনের প্রাথমিক ধাপ হইতে চূড়ান্ত ধাপ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল সহায়ক কাগজপত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যে কোনো সময় প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

৮। **খাদ্য স্পর্শকের লেবেল**।—(১) খাদ্য স্পর্শকের অনুমোদিত ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য লেবেলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) খাদ্যদ্রব্যের অভোজ্য অংশের ঘোষণা পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত চিহ্নের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ীকে খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনের সময় খাদ্যবস্তুর লেবেলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) খাদ্য স্পর্শকের লেবেলে 'খাদ্য স্পর্শক হিসাবে সরবরাহকৃত' শব্দাবলির উল্লেখ;

(খ) খাদ্য স্পর্শকের উৎস সনাক্তকরণ সংক্রান্ত তথ্য;

(গ) খাদ্য স্পর্শকে ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা;

(ঘ) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ যথাযথভাবে অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্য;

(ঙ) খাদ্য স্পর্শকের লেবেলে পরিশিষ্ট-২ এ উল্লিখিত চিহ্নের ব্যবহার; এবং

(চ) উৎপাদক বা, ক্ষেত্রমত, বিপণনকারীর নাম, ঠিকানা ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ খাদ্য স্পর্শক লেভেলে স্পষ্টভাবে, দৃশ্যমান এবং অমোচনীয় কালিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) নির্গমনকারী সক্রিয় বস্তু ও বস্তুকণা থেকে নির্গমিত পদার্থের নাম ও পরিমাণ লেবেলে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৬) খাদ্য স্পর্শক লেবেল ছাপানো অক্ষরের আকার বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী হইতে হইবে।

৯। **ঘোষণা**।—(১) খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী প্রান্তিক পর্যায়ে, বিক্রয় ব্যতীত খাদ্য বিপণনের সকল পর্যায়ে খাদ্য স্পর্শক সংক্রান্ত একটি লিখিত ঘোষণা বিক্রয়কেন্দ্রে সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ঘোষণায় নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ থাকিতে হইবে, যথা :—

(ক) সংশ্লিষ্ট খাদ্য স্পর্শক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আইন, এই প্রবিধানমালা বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রবিধানমালায় উল্লিখিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করা হইয়াছে;

(খ) খাদ্য স্পর্শকের কাঁচামাল ব্যবসায়ীর পরিচিতি ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা;

(গ) খাদ্য স্পর্শকে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিচিতিসহ বিস্তারিত তথ্য;

(ঘ) খাদ্য স্পর্শক ব্যবহার করিবার কারণ;

(ঙ) খাদ্য স্পর্শক সংরক্ষণের নির্ধারিত মেয়াদ ও তাপমাত্রা; এবং

(চ) বিভিন্ন স্তর সম্মিলিত খাদ্য স্পর্শক বস্তু ও বস্তুকণাতে খাদ্যদ্রব্যের উদ্দিষ্ট গুণাবলি বজায় রাখিতে কার্যকরী বাঁধা হিসেবে ব্যবহার করা হইলে উহার উৎস দেশ অথবা বিধি-বিধানের আবশ্যকতা প্রতিপালন করিতে হইবে।

১০। **উৎস সনাক্তকরণ**।—(১) খাদ্য স্পর্শক বস্তু ও বস্তুকণা উৎপাদন শৃঙ্খল সনাক্তকরণ নিশ্চিত করিতে হইবে যাহাতে ত্রুটিপূর্ণ পণ্য প্রত্যাহার এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের চাহিদা সাপেক্ষে উক্ত প্রমাণক প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত তথ্যের অনুকূলে সকল নথিপত্র ছাড়াও খাদ্য স্পর্শক নমুনা বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও ফলাফল এবং নিরাপদতা সম্পর্কিত নথিপত্রের অনুলিপি খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী সংরক্ষণ করিবে।

(৩) খাদ্য স্পর্শক যথাযথ প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে, যাহার মাধ্যমে লেবেল বা সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিলের মাধ্যমে উক্ত পণ্যটি সনাক্তকরণ সম্ভব হইবে।

১১। **পরিদর্শন**।—(১) খাদ্য স্পর্শকের উৎপাদন, আমদানি ও বিতরণের যে কোনো পর্যায়ে উহার মান যাচাইয়ের জন্য নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোনো খাদ্য স্পর্শক স্থাপনা ও খাদ্য-স্থাপনা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শকবৃন্দ উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী খাদ্য স্পর্শক স্থাপনা ও খাদ্য-স্থাপনা পরিদর্শনের পর এতদ্‌সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ীকে সরবরাহ করিবে।

১২। **নোটিশ**।—(১) খাদ্য স্পর্শক স্থাপনা ও খাদ্য-স্থাপনা পরিদর্শনকালে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী বা তাহার কোনো প্রতিনিধি, খাদ্যকর্মী বা কর্মচারী প্রবিধানমালার প্রযোজ্য শর্তাবলি প্রতিপালন করিতেছে না, তাহা হইলে উক্ত খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী বা খাদ্য ব্যবসায়ীকে ফরম-১ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত শর্তাবলি প্রতিপালনের জন্য নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) ফরম-১ এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী বা খাদ্য ব্যবসায়ী যদি উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত করণীয় বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী বা খাদ্য ব্যবসায়ীকে ফরম-২ অনুযায়ী সতর্ক করিয়া নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) কোনো খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী বা খাদ্য ব্যবসায়ী ফরম-২ এ উল্লিখিত করণীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হইলে উহা নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোনো খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী বা খাদ্য ব্যবসায়ী উপ-প্রবিধান (১) বা উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে করণীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করিলে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন তাহার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ীকে বা খাদ্য ব্যবসায়ীকে সরবরাহ করিবে।

(৫) কোনো খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী বা খাদ্য ব্যবসায়ী উপ-প্রবিধান (১) বা উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে করণীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে, নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত খাদ্য স্পর্শক ব্যবসা বা খাদ্য ব্যবসা পরিচালনার লাইসেন্স বা নিবন্ধন সনদ বাতিল করিবার জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী অনুরোধ জানাইবে এবং বিষয়টি তাহার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৬) ভোক্তাকে অবহিতকরণের জন্য এই প্রবিধানের অধীন পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত সকল নোটিশ খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী খাদ্য স্পর্শক ব্যবসা স্থাপনার সামনে প্রদর্শন করিবে।

১৩। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

১৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

পরিশিষ্ট-১

[প্রবিধান ৮(২) দ্রষ্টব্য]

চিহ্ন : অভোজ্য

পরিশিষ্ট-২

[প্রবিধান ৮(৩)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

খাদ্যের সংস্পর্শে আসিবার চিহ্ন

ফরম-১

[প্রবিধান ১২(১) দ্রষ্টব্য]

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য **নিরাপদ খাদ্য অগ্রাধিকার**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
www.bfsa.gov.bd

বিষয় : নিরাপদ খাদ্য স্পর্শক ঝুঁকি সংক্রান্ত নোটিশ।

বরাবর

....

....

(খাদ্য স্পর্শক ব্যবসা বা খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী/ব্যবসায়ীগণের নাম, ঠিকানা, ইত্যাদি)

১. আপনার/আপনাদের খাদ্য স্পর্শক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (............) পরিদর্শনকালে খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ এর প্রবিধান ....প্রতিপালন হয় নাই মর্মে পরিলক্ষিত হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ এর নিম্নোক্ত বিধানসমূহ প্রতিপালন করে নাই/ভঙ্গ করিয়াছে, যথা :—

....

২. ১নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়সমূহ সংশোধনকল্পে আপনি/আপনারা আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন, যথা :—

....

৩. ২নং ক্রমিকে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ আগামী ....তারিখের মধ্যে অবশ্যই বাস্তবায়ন করিতে হইবে। অন্যথায় ইহা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

(স্বাক্ষর)

নাম :

তারিখ :

টেলিফোন নং :

ফরম-২

[প্রবিধান ১২(২) দ্রষ্টব্য]

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য **নিরাপদ খাদ্য অগ্রাধিকার**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
www.bfsa.gov.bd

সূত্র........................... তারিখ :

বিষয় : নিরাপদ খাদ্য স্পর্শক বিষয়ে ঝুঁকি অব্যাহত থাকা সংক্রান্ত সতর্কীকরণ।

বরাবর

....

....

(খাদ্য স্পর্শক ব্যবসা বা খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী/ব্যবসায়ীগণের নাম, ঠিকানা, ইত্যাদি)

১। নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে নিশ্চিত হইয়াছে যে, ইতোপূর্বে ....তারিখের ....নং স্মারকমূলে আপনার/আপনাদের প্রতি জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য স্পর্শক সংক্রান্ত বিদ্যমান ঝুঁকি অপসারণের জন্য আপনি/আপনারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

২। এমতাবস্থায়, আপনাকে/আপনাদেরকে ইতোপূর্বে প্রদত্ত নোটিশ পরিপালন না করিবার জন্য সতর্ক করা হইল। আগামী.......................তারিখের মধ্যে......................... তারিখের........................ নং স্মারকমূলে আপনার/আপনাদের প্রতি জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিত ঝুঁকি অপসারণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। অন্যথায় আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

(স্বাক্ষর)

নাম :

তারিখ :

টেলিফোন নং :

ফরম-৩
[প্রবিধান ১২(৫) দ্রষ্টব্য]

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য **নিরাপদ খাদ্য অগ্রাধিকার**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
www.bfsa.gov.bd

সূত্র.......................... তারিখ :

বরাবর

....

....

বিষয় : খাদ্য স্পর্শক উৎপাদন, ব্যবসা/খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা স্থগিত/বাতিলকরণ সংক্রান্ত।

১। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নিশ্চিত হইয়াছে যে, ... খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী/খাদ্য ব্যবসায়ী খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ এ উল্লিখিত বিধান ধারাবাহিকভাবে লঙ্ঘন করিতেছে। ইতোপূর্বে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে একাধিকবার নিরাপদ খাদ্য স্পর্শকের ঝুঁকি বিষয়ে সতর্ক করিয়া নোটিশ প্রদান করা হইয়াছিল (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ খাদ্য স্পর্শকের ঝুঁকি নিরসন সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে নাই।

২। এমতাবস্থায়, ... খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী/খাদ্য ব্যবসায়ীর লাইসেন্স/নিবন্ধন সনদ বাতিল করিবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানাইতেছি।

নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

(স্বাক্ষর)

নাম :

তারিখ :

টেলিফোন নং :

অনুলিপি :

....

সংশ্লিষ্ট খাদ্য স্পর্শক ব্যবসায়ী/উৎপাদনকারী/খাদ্য ব্যবসায়ী।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৬, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৪ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১১-আইন/২০১৯।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৬, ধারা ২০ ও ২১ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। সংক্ষিপ্ত **শিরোনাম**।—(১) এই বিধিমালা 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ';

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ আইনের ধারা ২০ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(ঙ) "সচিব" অর্থ কর্তৃপক্ষের সচিব।

৩। **তহবিলের উৎস**।—আইনের ধারা ২০ এর বিধান সাপেক্ষে, তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক মঞ্জুরি;

(খ) আইনের অধীন আদায়কৃত ফি ও চার্জ হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) দরপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ, মেলা বা কোনো বিশেষ দিবস উপলক্ষে স্টল বরাদ্দ বা অনুরূপ কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) স্যুভেনির ও প্রচারণা সামগ্রিতে বিজ্ঞাপন বা স্পন্সরশীপ বাবদ বা অনুরূপ কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদ, লাভ বা মুনাফা; এবং

(চ) আইনের অধীন আরোপিত জরিমানা হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। **তহবিল পরিচালন**।—(১) কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকারি বিধি-বিধান অনুসারে, নিম্নবর্ণিত যে কোনো উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে, যথা :—

(ক) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ্যাডভোকেসি (advocacy) কার্যক্রমের অংশ হিসাবে টিভি ফিলার, টিভি বা বেতার ট্রেইলার বা নিউজলেটারের মাধ্যমে প্রচারের ব্যয় নির্বাহ;

(খ) সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টক-শো ইত্যাদি আয়োজনসহ পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা, প্যাম্ফ্লেট, হ্যান্ডবিল বা অনুরূপ কোনো খাতে ব্যয় নির্বাহ;

(গ) খাদ্য পণ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়;

(ঘ) তদারকি, পরিবীক্ষণ বা অনুরূপ কোনো কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি ও টেস্ট কিট, মোবাইল ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক বা অনুরূপ কোনো দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের ব্যয়;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের পক্ষে মামলা দায়ের এবং উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়;

(চ) বাজেটের অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের সদস্য এবং কর্মকর্তাগণের দেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার বা কর্মশালায় অংশগ্রহণজনিত ব্যয়;

(ছ) কারিগরি কমিটিসহ অন্যান্য কমিটির সদস্যগণের সম্মানী, সভায় অংশগ্রহণের জন্য ভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি সংক্রান্ত ব্যয়; এবং

(জ) খাদ্যপণ্য সংক্রান্ত গবেষণা, উন্নয়ন, ঝুঁকি প্রতিরোধ, বিপত্তি নিরসন সংক্রান্ত কোনো ব্যয়।

(২) তহবিলের অর্থ চেয়ারম্যান এবং সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করিতে হইবে।

৫। **তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরি**।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত খাতে সচিব তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরির আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী মঞ্জুরি আদেশের অর্থ একাউন্ট পেয়ী চেক বা ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নগদ অর্থে প্রদান করা যাইবে।

(৩) দৈনন্দিন জরুরি কার্যক্রম নিষ্পত্তিকল্পে কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অঙ্কের টাকা নগদ গচ্ছিত রাখিতে পারিবে।

৬। **আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী বিন্যাস**।—(১) কর্তৃপক্ষের সকল আয় ও ব্যয় পৃথকভাবে খাতওয়ারী বিন্যাস করিতে হইবে।

(২) সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ পৃথকভাবে প্রতিটি হিসাবের খাতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৭। **বার্ষিক বাজেট**।—কর্তৃপক্ষ বার্ষিক বাজেট বিবরণী প্রস্তুতক্রমে সরকারের নিকট পেশ করিবার সময় উক্ত বাজেট বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ সন্নিবেশ করিবে, যথা :—

(ক) বেতন ও বেতনক্রমসহ কর্মচারীদের নাম ও পদের তালিকা এবং বেতন-ভাতা বাবদ বার্ষিক প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ;

(খ) চলমান অর্থ-বৎসরের জন্য প্রাপ্ত বাৎসরিক মঞ্জুরি এবং উহার সম্ভাব্য ব্যয় ও উদ্বৃত্তের বিবরণী;

(গ) বাজেটের কোনো খাত বা উপখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের বা ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে উহার যৌক্তিকতা;

(ঘ) চলমান অর্থ-বৎসর বা পরবর্তী ৩ (তিন) অর্থ-বৎসরে কোনো খাতে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে উহার কারণসম্বলিত ব্যাখ্যা; এবং

(ঙ) সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের যৌক্তিকতা।

৮। **সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রত্যর্পণ**।—প্রত্যেক অর্থ বৎসরে উহার সকল ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষ চলমান কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখিয়া সরকারের নিকট হইতে মঞ্জুরি হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের অব্যয়িত অংশ, যদি থাকে, সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহাবুদ্দিন আহমদ
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ২৩, ২০১৮

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৮৪-আইন/২০১৮।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই প্রবিধানমালা নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(২) **"আচ্ছাদন"** অর্থ কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণগতমান অক্ষুণ্ন অথবা কোনো জীবাণু হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে কোনো ধারণপাত্র বা বস্তু দ্বারা আবৃত করাকে বুঝাইবে;

(৩) **"খাদ্যকর্মী"** অর্থ খাদ্য শৃঙ্খলে ব্যবহৃত খাদ্যোপকরণ, খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র বা খাদ্যের সংস্পর্শে আসে এইরূপ কোনো বস্তু লইয়া যিনি কাজ করেন;

(৪) **"খাদ্যোপকরণ"** অর্থ খাদ্য-সংযোজন দ্রব্যসহ খাদ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত যে উপকরণ বা উপাদান, যেইরূপেই বিদ্যমান থাকুক না কেন, যাহা চূড়ান্ত খাদ্যে উপস্থিত থাকে;

(৫) **"জীবাণুমুক্তকরণ"** অর্থ খাদ্যদ্রব্য নিরাপদ ও উপযুক্ত রাখিবার নিমিত্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও তাপ প্রয়োগ করিয়া অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে খাদ্যে উপস্থিত অণুজীবের পরিমাণ যথাযথরূপে হ্রাস করা;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(৬) **"পারস্পরিক দূষণ"** অর্থ এক ধরনের খাদ্য, খাদ্যোপকরণ বা খাদ্য স্পর্শক পৃষ্ঠদেশ হইতে অণুজীব বা দূষক অন্য ধরনের খাদ্য বা খাদ্যোপকরণের সরাসরি সংস্পর্শে আসে অথবা পরোক্ষভাবে অপরিচ্ছন্ন যন্ত্রপাতি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়;

(৭) **"প্রক্রিয়াকরণ"** অর্থে তাপ প্রয়োগ, হিমায়িতকরণ, ধূমায়িতকরণ, মিশ্রণ ঘটাইয়া, শুকাইয়া বা লবণ দ্বারা সংরক্ষণ, পরিপক্করণ, শুষ্ককরণ, নির্যাসকরণ, সিরকায় সিক্তকরণ, অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিহার করা অথবা অনুরূপ এক বা একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্যের প্রকৃত বা আদি অবস্থার প্রত্যাশিত পরিবর্তন করাকে বুঝাইবে;

(৮) **"মোড়ক"** অর্থ দ্রব্য আচ্ছাদন বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য কোনো খোল (Case), বাক্স, কার্টুন, প্যাকেট, স্যাক-প্যাক, পাত্র, আধার, র‌্যাপার (Wrapper), তরল সংরক্ষণ পাত্র (Vessel), কৌটা, বোতল, ক্যান, ব্যান্ড, টিকেট, রীল, ফ্রেম, কোণ (Cone), ক্যাপসুল, ঢাকনা এবং সমজাতীয় অন্যান্য বস্তু ;

(৯) **"যন্ত্রপাতি"** অর্থ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, নাড়াচাড়া, রান্না, পরিষ্কার, মোড়কীকরণ, পরিবহন ও সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, তৈজসপত্র, যন্ত্রপাতি, ধারণপাত্র ও উপকরণাদি; এবং

(১০) **"সুপেয় পানি"** অর্থ যে কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত বা পরিশোধিত পানি যাহার গুণ ও মান মানুষের পানযোগ্য মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **খাদ্য-স্থাপনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।**—(১) খাদ্য-স্থাপনায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) সহজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য উপযুক্ত বস্তু দ্বারা খাদ্য-স্থাপনার দেয়াল, ছাদ, মেঝে, দরজা-জানালা ও আঙ্গিনার সকল অংশ যথাযথভাবে তৈরি ও মেরামত করা;

(খ) বায়ুবাহিত খাদ্য দূষণ রোধকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) পারস্পরিক দূষণ, জীবাণু সংক্রমণ বা অন্য কোনো ধরনের দূষণ (যেমন খাদ্যে ধুলাবালি, আবর্জনা, ধোঁয়া, বিষাক্ত পদার্থ, রাসায়নিক, পরিবেশগত দূষণ) বা অনুরূপ বস্তুর মিশ্রণ পরিহার বা দূষণরোধে খাদ্য-স্থাপনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা এবং মেঝেতে অনাকাঙ্ক্ষিত অণুজীব বা ছত্রাকের জন্ম প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখা;

(ঘ) অণুজৈবিক দূষণরোধকল্পে উপযুক্ত বালাই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ও অন্যান্য সরিসৃপ প্রবেশ রোধের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঙ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত স্থানে উপযুক্ত তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করা।

(২) খাদ্য-স্থাপনায় পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) দূষণযুক্ত স্থান হইতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানের দিকে বায়ু চলাচল পরিহার করা;

(খ) আলো-বাতাস চলাচলের স্থানে প্রয়োজনীয় ছাকনি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা রাখা;

(গ) সহজে পরিষ্কার করার লক্ষ্যে আলো-বাতাসের জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা; এবং

(ঘ) খাদ্য প্রস্তুত বা সংরক্ষণের স্থানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের জন্য স্থাপিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি উপযুক্ত ঢাকনা দ্বারা সুরক্ষিত রাখা।

৪। **খাদ্যকর্মীর স্বাস্থ্যবিধান।**—(১) খাদ্য ব্যবসায়ীগণ খাদ্যকর্মীর স্বাস্থ্য বিধানের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যথা:—

(ক) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সর্বোত্তম স্বাস্থ্যবিধান নিশ্চিত করা;

(খ) খাদ্যকর্মীদের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারকি করা;

(গ) খাদ্যকর্মীদের কর্মকালীন উপযুক্ত পোশাক সরবরাহ, পোশাক পরিবর্তন, ধৌতকরণ ও গোসলের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত করা;

(ঘ) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধৌতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) খাদ্য-স্থাপনায় নিয়োজিত খাদ্যকর্মী ও সংশ্লিষ্টদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত সেনিটেশন ও হাইজিন উপকরণ নিশ্চিত করা।

(২) কোনো খাদ্যকর্মী খাদ্য-বাহিত বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত অথবা অনুরূপ রোগের বাহক হইলে, তাহাকে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয় কাজে নিয়োজিত করা যাইবে না বা উহাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) কোনো খাদ্যকর্মীর খাদ্যের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টিকারী কোনো ধরনের অসুস্থতা থাকিলে অথবা অসুস্থতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে উহা তাৎক্ষণিকভাবে তাহার তদারককারী ব্যক্তিকে অবহিত করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৫। **নর্দমা ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত বিধান।**—খাদ্য-স্থাপনার নর্দমা ও নিষ্কাশনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) দূষণের ঝুঁকি ও দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য নর্দমা ও নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা;

(খ) পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রক্ষালন কক্ষ রাখা এবং উহাদের দেয়াল, মেঝে ও স্যানিটারী যন্ত্রপাতি মসৃণ, টেকসই এবং অভেদ্য ও মরিচারোধী সরঞ্জাম দ্বারা তৈরী করা ;

(গ) খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত কক্ষের সহিত প্রক্ষালন কক্ষের কোনো দরজা-জানালা বা ভেন্টিলেটর না রাখা।

৬। **খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিধান।**—(১) খাদ্যদূষণ রোধকল্পে খাদ্যের সংস্পর্শে আসা সকল দ্রব্যাদি, ফিটিংস এবং যন্ত্রপাতি—

(ক) মরিচারোধী, ক্ষয়রোধী, মসৃণ, শোষণরোধী ও টেকসই বস্তু দ্বারা তৈরী হইতে হইবে ;

(খ) পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখিতে হইবে ;

(গ) দূষণের ঝুঁকিমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করিতে হইবে ;

(ঘ) খাদ্য স্পর্শক (food contact material) সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন (food grade) হইতে হইবে ;

(ঙ) যথাযথভাবে পরিষ্কারের বিষয়ে খাদ্যকর্মীকে পারদর্শী হইতে হইবে।

(২) পরিষ্কারক সামগ্রী এবং জীবাণুনাশক দ্রব্যসমূহ খাদ্যদ্রব্য হইতে আলাদা স্থানে নিরাপদে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, বিতরণ ও পরিবেশনসহ সকল কাজে আনুষঙ্গিক সুবিধা ও যন্ত্রপাতির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা।

৭। **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**।—খাদ্য স্থাপনায় সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা থাকিবে, যথা:—

(ক) খাদ্যবর্জ্য, অভোজ্য উপজাত, মেয়াদোত্তীর্ণ বা ভক্ষণ অনুপযোগী খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ ও অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি সহজে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায় এইরূপ পাত্রে রাখা এবং উহাদের দ্রুত অপসারণ, নিষ্কাশন বা বিনষ্ট করা ;

(খ) অস্থায়ীভাবে বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থান বা পাত্র ঢাকনা দ্বারা আবদ্ধ রাখা এবং সহজে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা ;

(গ) বায়ু চলাচলের মাধ্যমে বর্জ্যের দুর্গন্ধ যাহাতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবেশন, বিক্রয় বা বিতরণ কক্ষে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮। **পানি সরবরাহ**।—খাদ্য-স্থাপনায়—

(ক) পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে ;

(খ) সুপেয় ও পানের অযোগ্য পানির লাইন আলাদাভাবে থাকিবে ;

(গ) সুপেয় পানির চৌবাচ্চায় যাহাতে কোনো প্রাণি বা বহিঃস্থ পদার্থ সংস্পর্শে আসিয়া পানি দূষিত না করে তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে উহা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে ;

(ঘ) পুনঃব্যবহারযোগ্য পানি দূষণের ঝুঁকিমুক্ত করিতে হইবে ;

(ঙ) খাদ্যের সংস্পর্শে আসা জলীয় বাষ্পে খাদ্য বিপত্তি বা স্বাস্থ্য বিপত্তি প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং

(চ) নির্দিষ্ট বিরতিতে স্বীকৃত ল্যাবরেটরি কর্তৃক সুপেয় পানি পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৯। **খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ পরিবহন**।—নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) খাদ্য সামগ্রী পরিবহনকালে যথাযথ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা ;

(খ) খাদ্য দূষণমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে খাদ্য পরিবহনে ব্যবহৃত যানসহ পুনঃব্যবহারযোগ্য ধারণপাত্রসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় মেরামত করা ;

(গ) খাদ্য পরিবহনে ব্যবহৃত যানের অভ্যন্তর ভাগ মসৃণ, পানিরোধী, সহজে পরিষ্কারযোগ্য ও তাপ অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা যথোপযুক্তভাবে আবৃত রাখা ;

(ঘ) পারস্পরিক দূষণ রোধকল্পে একই যানে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য পরিবহনকালে আলাদা প্যাকেটের ব্যবস্থা রাখা ;

(ঙ) খাদ্য পরিবহনে ব্যবহৃত যানে স্বাভাবিক, শীতলকৃত ও হিমায়িত খাবার পরিবহনের জন্য তাপমাত্রা এবং বায়ুনির্গমন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা ; এবং

(চ) বেশি পরিমাণে তরল, দানাদার অথবা গুঁড়াজাত খাবার পরিবহনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংরক্ষিত যানের মাধ্যমে পরিবহন এবং খাবারের ধারণপাত্রের গায়ে বা লেবেলে পরিষ্কার, দৃশ্যমান ও অমোচনীয়ভাবে খাদ্যের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করা।

১০। **আচ্ছাদন বা মোড়কের ব্যবহার।**—খাদ্য ব্যবসায়ীগণ স্বাস্থ্যসম্মত আচ্ছাদন বা মোড়ক ব্যবহারের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যথাঃ—

(ক) আচ্ছাদন বা মোড়কে ব্যবহৃত বস্তু কোনোভাবেই যেন খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ দূষণের কারণ না হয় উহা নিশ্চিত করা ;

(খ) খাদ্য বা খাদ্যোপকরণের মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আচ্ছাদন বা মোড়কে ব্যবহৃত বস্তু যথোপযুক্ত, সহনশীল, টেকসই ও প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হয় উহা নিশ্চিত করা ;

(গ) আচ্ছাদন বা মোড়কে ব্যবহৃত বস্তু স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ করা;

(ঘ) আচ্ছাদন বা মোড়কে ব্যবহৃত বস্তু পুনঃব্যবহারের ক্ষেত্রে সহজে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা; এবং

(ঙ) খাদ্যের সংস্পর্শে আসা মোড়ক ব্যবহারের পূর্বে যথাযথভাবে পরিষ্কার ও শুকানোর ব্যবস্থা করা।

১১। **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।**—(১) স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধকল্পে, যে সকল খাদ্যদ্রব্য পচনশীল বা যাহাতে রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবের দ্রুত জন্ম-বৃদ্ধি ঘটে বা যাহা বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সেই সকল খাদ্যদ্রব্য সার্বক্ষণিক উপযুক্ত শীতল বা উষ্ণ তাপমাত্রায় রাখিতে হইবে।

(২) খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত তাপমাত্রা বজায় রাখিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) ঠাণ্ডা ও শীতল খাদ্যদ্রব্য ৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নিচে;

(খ) হিমায়িত খাদ্য মাইনাস ১৮° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা উহার নিচের তাপমাত্রা;

(গ) খুচরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত অবস্থায় হিমায়িত খাদ্য মাইনাস ১২° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা উহার নিচের তাপমাত্রা;

(ঘ) অন্যান্য খাবারের ক্ষেত্রে উহার ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত তাপমাত্রা; এবং

(ঙ) রেডি-টু-ইট উষ্ণ খাবার স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উহা পরিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত ৬৩° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা উহার উপরের তাপমাত্রা।

(৩) তরল খাদ্যদ্রব্য সরাসরি সূর্যালোক হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

(৪) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন এবং সংরক্ষণের সামগ্রিক তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার চাহিদানুসারে তাপমাত্রার সংরক্ষিত রেকর্ড প্রদান করিতে হইবে।

১২। **রোগাক্রান্ত বা পঁচা মৎস্য, মাংস, ইত্যাদি নির্ধারণের পদ্ধতি।**—আইনের ধারা ৩৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রোগাক্রান্ত বা পঁচা মৎস্য বা মৎসপণ্য অথবা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম বিবেচনা ও ঐন্দ্রিয়ক পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য হইবে।

১৩। খাদ্য-স্থাপনায় বিক্রয় বা ফেরি করিবার ক্ষেত্রে কতিপয় নির্দেশাবলি।—(১) যানবাহন, ভ্যান, তাঁবু অথবা উন্মুক্ত, আবৃত বা দেয়ালঘেরা কোনো জায়গা অথবা যে কোনো ধরনের অবকাঠামো এবং জলপ্রবাহ, হ্রদ, সমুদ্রতীর, নালা-নর্দমা, খানা-খন্দক, নদী, পোতাশ্রয় বা অন্য কোনো জলাশয়ের উপর অবস্থিত অবকাঠামো বা অনুরূপ কোনো খাদ্য স্থাপনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বা ফেরি করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) খাদ্যের সুরক্ষা ও দূষণ রোধকল্পে খাদ্য-স্থাপনা সূর্যালোক হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিতে হইবে এবং বাহিরের পরিবেশ হইতে সংক্রমণ ঝুঁকি রোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(খ) খাদ্য-স্থাপনার বাহিরের অংশ উপযুক্ত ডিজাইনে পানি-বাতাসরোধী বস্তু দ্বারা তৈরী করিতে হইবে;

(গ) খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে সহজে পরিষ্কার উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক সরঞ্জাম থাকিতে হইবে এবং খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসা সরঞ্জামাদি নিয়মিত পরিষ্কার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জীবাণুমুক্তকরণ ও নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ঘ) অস্থায়ীভাবে নির্মিত খাদ্য-স্থাপনার মেঝে মানসম্মত দৃঢ় আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করিতে হইবে;

(ঙ) খাদ্য-স্থাপনা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ, হাত ধৌতকরণ, শুষ্ককরণ এবং পানের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; এবং

(চ) আবর্জনা, ময়লা ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) বহিরাঙ্গনে খাদ্য প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) খাদ্য সামগ্রীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সুবিধাসম্বলিত স্বাস্থ্যসম্মত নির্ধারিত যানে পরিবহন করা;

(খ) হাত ধৌতকরণের জন্য বহনযোগ্য সরঞ্জামের সুবিধা রাখা;

(গ) ভূগর্ভস্থ নর্দমার সহিত সংযোগবিহীন স্থানের ক্ষেত্রে সকল তরল বর্জ্য পৃথকভাবে ছিদ্ররোধী পাত্রে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করা; এবং

(ঘ) ভ্রাম্যমাণ এবং অস্থায়ী খাদ্য-স্থাপনায় খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ও পর্দাযুক্ত জায়গা ব্যবহার করা ।

১৪। অপ্রযোজ্যতা।—Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত সে সকল বিধান এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

১৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে , বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, আগস্ট ১১, ২০১৮

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারিকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০৭ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২২ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও.নং ২৪২-আইন/২০১৮।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা কর্তৃপক্ষের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালায়, কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরির শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে ইহা, প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(১) **"অসদাচরণ"** অর্থ চাকরির শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোনো কর্মচারীর পক্ষে শোভনীয় নহে এমন আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আইনসঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ;

(খ) কর্তব্যে চরম অবহেলা;

মূল্য ঃ টাকা ৫৬.০০

(গ) কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশাবলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(ঘ) যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসঙ্গত, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ সংবলিত দরখাস্ত দাখিল;

(২) "**উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ**" অর্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ;

(৩) "**কর্তৃপক্ষ**" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তদকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মচারী এবং উক্ত কর্মচারীর উর্ধ্বতন কোন কর্মচারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) "**কর্মচারী**" অর্থ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যে কোন অস্থায়ী বা স্থায়ী কর্মচারী এবং যে কোন নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "**তফসিল**" অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(৬) "**নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ**" অর্থ কর্তৃপক্ষ এবং কোন নির্দিষ্ট নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "**পদ**" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(৮) "**পলায়ন**" অর্থ বিনা অনুমতিতে চাকরি বা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা, অথবা ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবৎ কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান;

(৯) "**প্রয়োজনীয় যোগ্যতা**" অর্থ কোন পদে নিয়োগের নিমিত্ত উক্ত পদের বিপরীতে উল্লিখিত ন্যূনতম যোগ্যতা;

(১০) "**বাছাই কমিটি**" অর্থ তফসিলের কোন পদে নিয়োগ বা পদোন্নতির নিমিত্ত গঠিত বাছাই কমিটি;

(১১) "**শিক্ষানবিশ**" অর্থ কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী;

(১২) "**সিজিপিএ**" অর্থ Cumulative Grade Point Average (CGPA); এবং

(১৩) **"স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়"** বা **"বোর্ড"**বা **"ইনস্টিটিউট"** বা **"প্রতিষ্ঠান"** অর্থ আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ পদ্ধতি, ইত্যাদি

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবে, যথা:—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।**—(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসক তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন না করেন;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োগলাভের জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন;

(গ) উক্ত পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(ঘ) সরকারি চাকরি কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং বিভিন্ন সময়ে এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সরকারের জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোন ভগ্নাংশ আসিলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষকর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় এবং নির্ধারিত মেধা অর্জন না করেন তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) পদোন্নতির উদ্দেশ্যে মেধা যাচাই এর জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, টেকনিক্যাল ও গবেষণাধর্মী পদের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি স্বীয় পদ্ধতিতে মেধা যাচাইপূর্বক পদোন্নতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**।—(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, উহার কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা এবং তৎকর্তৃক গৃহীত কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ এবং হাওলাত গ্রহীতা সংস্থার মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদ ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার অনুরূপ বা সদৃশ পদে কর্মরত থাকিবার জন্য কোন কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে কর্মরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা,কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে, অত:পর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত,কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরূপ আবশ্যকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবেন এবং উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ, উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, ৩ (তিন) বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব সংরক্ষিত থাকিবে এবং প্রেষণের সময়কাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই উহার অবসান ঘটিলে তিনি কর্তৃপক্ষে প্রত্যাবর্তন করিবেন; এবং

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন তহবিলে, যদি থাকে, অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে, কর্তৃপক্ষে চাকুরীতে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্যদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে কর্তৃপক্ষে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে তাঁহার পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহীতা সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়া Next below rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৭) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার বিষয়ে হাওলাত গ্রহীতা সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার প্রেক্ষিতে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ সূচনা করা হইয়াছে, তাহা কর্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ মত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোনদণ্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর কর্তৃপক্ষ যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭। **শিক্ষানবিশি।**—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য, নিয়োগ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবেন এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিশকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালায় আদেশবলে, সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(৫) অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন না, তবে অস্থায়ী পদ যেই তারিখে স্থায়ী হইবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি উক্ত পদে স্থায়ী হইবে।

(৬) যেই সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সকল কর্মচারীকে তফসিলে বর্ণিত পদের শিক্ষানবিশিকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (৪) এ বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকরির সাধারণ শর্তাবলি

৮। **যোগদানের সময়**।—(১) অন্য চাকরিস্থলে বদলির ক্ষেত্রে যোগদানের জন্য কোন কোন নূতন পদে, কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় প্রদান করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ৬ (ছয়) দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোন কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্যত্র বদলি অথবা চাকরিস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পুরাতন চাকরিস্থল, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলির আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যেই স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয় সেই স্থান হইতে তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৪) যদি কোন কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থল, বা এক পদ হইতে অন্য পদে, যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ছুটি গ্রহণ করেন, তবে তাহার দায়িত্ব হস্তান্তর করিবার পর হইতে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা, মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ করিয়া ছুটি গ্রহণ না করিলে, ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পাইলে তাহাদের পূর্বের চাকরির মেয়াদকাল শুধুমাত্র পেনশন বা সিপিএফ, গ্রাচ্যুইটি বিষয়ক আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে গণনা করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে পূর্বের কর্মস্থলের পেনশন স্কিম, সিপিএফ, গ্রাচ্যুইটি স্থানান্তরিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বের চাকরিস্থল হইতে প্রাপ্ত পেনশন বা সিপিএফ, গ্রাচ্যুইটি গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য ইহা প্রযোজ্য হইবে না এবং পূর্বের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে গণনাযোগ্য হইবে না।

৯। **বেতন ও ভাতা**।—সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেইরূপ হইবে।

১০। **প্রারম্ভিক বেতন**।—(১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে, উপরিউক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, যে নির্দেশাবলি জারি করে তদনুসারে কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

১১। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন**।—কোন কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেই পদে তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে সাধারণত সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত স্কেলের বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য প্রাপ্য বেতনক্রমে তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১২। **বেতন বর্ধন**।—(১) বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণত সময়মত নির্ধারিত বেতন বর্ধন মঞ্জুর করা হইবে।

(২) যদি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ তাহা উল্লেখ করিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিশ সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিশিকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকরিতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক ২ (দুই) টি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৩। **জ্যেষ্ঠতা**।—(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের মেধা তালিকা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি যে সুপারিশ করেন সেই সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসর বা সময়ে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপর পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে, সেইক্ষেত্রে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে সেই পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) পদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর উচ্চ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে থাকাকালীন পদোন্নতির সময় হইলে তিনি ফিরিয়া আসিবার পর মেধা যাচাইপূর্বক তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে পরে পদোন্নতি পাইলেও তাহার জ্যেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

(৬) বিভিন্ন পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের প্রারম্ভিক পদে নিয়মিত যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ ইহার কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং, সময় সময়, তাহাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

১৪। **পদোন্নতি**।—(১) তফসিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবেন না।

(৩) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড ৫ (টাকা ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০/-) ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহের পদোন্নতি মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীকে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকরিকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কারণে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, পালা অতিক্রম করত পদোন্নতি প্রদান করা যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

১৫। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরনের ছুটি প্রাপ্য হইবেন, যথাঃ—

(ক) পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি;

(খ) অর্ধ গড় বেতনে ছুটি;

(গ) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি;

(ঘ) অসাধারণ ছুটি;

(ঙ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(চ) সঙ্গরোধ ছুটি;

(ছ) প্রসূতি ছুটি;

(জ) অবসর উত্তর ছুটি;

(ঝ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং

(ঞ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন এবং ইহা সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটির দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন লইয়া, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

১৬। **পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তদ্‌কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্য দিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ গড় বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ ৪ (চার) মাসের অধিক হইবে না।

(২) অর্জিত ছুটির পরিমাণ ৪ (চার) মাসের অধিক হইলে, তাহা ছুটির হিসাবের অন্য খাতে জমা দেখানো হইবে, উহা হইতে ডাক্তারি সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৭। **অর্ধ গড় বেতনে ছুটি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তদ্‌কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্য দিবসের ১/১২ হারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধ গড় বেতনে ২ (দুই) দিনের ছুটির পরিবর্তে ১ (এক) দিনের পূর্ণ গড় বেতনে ছুটির হারে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইতে পারে।

১৮। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি**।—(১) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকরি জীবনে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোন কারণে হইলে, ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) যখন কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হইবার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন তখন তিনি পূর্বেই যে ছুটি ভোগ করিয়াছেন সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে অর্ধ গড় বেতনে কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৯। **অসাধারণ ছুটি**।—(১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথা:—

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের চাকরি করিবেন; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) ছুটি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবে।

(৪) অসাধারণ ছুটিকাল বিনা বেতনে ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

২০। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হইয়াছে, সে অক্ষমতা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি অনুরূপ অক্ষমতার কারণে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজন বলিয়া চিকিৎসা পরিষদ প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং চিকিৎসা পরিষদের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং উক্ত ছুটি কোনক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে অনুরূপ ছুটির পরিমাণ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না এবং তাহা যে কোন একটি অক্ষমতার কারণে মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিকের এবং যে ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে অবসর ভাতার বিষয়ে চাকরি হিসাব করিবার সময়ে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) উপরিউক্ত উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণ গড় বেতন; এবং

(খ) এইরূপ কোন ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ গড় বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশত আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতার দরুণ অক্ষম হইয়াছেন।

২১। **সঙ্গরোধ ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারণকৃত সংক্রামক ব্যাধি থাকিবার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকিবে, সেই সময়কাল হইবে সঙ্গরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান কোন চিকিৎসকের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) দিন, অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) সঙ্গরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সঙ্গরোধ ছুটিও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি প্রদান করা যাইবে না।

২২। **প্রসূতি ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ গড় বেতনে সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) কর্তৃপক্ষের চাকরি জীবনে কোন কর্মচারীকে ২ (দুই) বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৩। **অবসর উত্তর ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারী অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি পাইবেন, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৬১ (একষট্টি) বৎসর এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) বৎসরের বয়সসীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অবসর উত্তর ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী দিনে অবসর উত্তর ছুটিতে যাইবেন।

২৪। **অধ্যয়ন ছুটি**।—(১) কর্তৃপক্ষের তাহার চাকরির জন্য সহায়ক এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে কর্তৃপক্ষ অর্ধ গড় বেতনে অনধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যাহা তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার শিক্ষা কোর্স ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সে ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনধিক ১ (এক) বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) পূর্ণ গড় বেতনে বা অর্ধ গড় বেতনে ছুটি বা অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরিকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না।

২৫। **নৈমিত্তিক ছুটি**।—(১) সরকার, সময় সময়, উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

(২) সরকারি কর্মচারীদের জন্য নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **ছুটির পদ্ধতি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে হইতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অধীন কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, উর্ধ্বতন কর্মচারী যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীন কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি আদেশ সাপেক্ষে তাহাকে অনূর্ধ্ব ১৫ (পনের) দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

২৭। **ছুটিকালীন বেতন**।—(১) কোন কর্মচারী পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে মূল বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে, উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে মূল বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ-হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ছুটি যে দেশেই ভোগ করা হউক, ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশি টাকায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

২৮। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন**।—ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইবে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য উক্ত কর্মচারী ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। **ছুটির নগদায়ন**।—(১) যে কর্মচারী অবসরভাতা বা ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকরিকালের জন্য সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত, প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত ছুটির শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিতে পারিবেন।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তর করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাতা, ইত্যাদি

৩০। **ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি।**―কোন কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণকালে বা বদলি উপলক্ষ্যে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য, সময় সময়, নির্ধারিত হার ও শর্ত অনুযায়ী ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। **সম্মানী, ইত্যাদি।**―(১) কর্তৃপক্ষ উহার কোন কর্মচারীকে, সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব-প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য সম্মানী হিসাবে অর্থ বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে উক্ত সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন সম্মানী বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক উহা সুপারিশ করা না হয়।

৩২। **দায়িত্ব ভাতা।**―কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে সমপদের অথবা উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহাকে মূল বেতনের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে, কিন্তু উক্ত দায়িত্ব ২ (দুই) মাসের অধিক হইলে বাছাই কমিটির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৩। **বোনাস।**―সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, জারীকৃত সরকারি আদেশ মোতাবেক কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকরির বৃত্তান্ত

৩৪। **চাকরির বৃত্তান্ত।**―(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকরির বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং উহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকরি বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কোন কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকরি বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকরি বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কোন কর্মচারীর দৃষ্টিগোচর করিবেন।

৩৫। **বার্ষিক অনুবেদন।**―(১) কর্তৃপক্ষ কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক অনুবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত অনুবেদন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় অনুবেদন প্রয়োজন হইলে তাহাও কর্তৃপক্ষ চাহিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় অনুবেদন দেখিতে পারিবেন না কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের কিংবা তাহার নিজের সংশোধনের সুযোগ প্রদানের জন্য তাহাকে তদ্‌সম্পর্কে অবহিত করা হইবে, এবং কৈফিয়ত সন্তোষজনক হইলে কর্তৃপক্ষ বিরূপ মন্তব্য বিমোচন করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৬। **আচরণ ও শৃঙ্খলা**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাতত কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহার বা তাহাদের দ্বারা, সময় সময়, প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কর্তৃপক্ষের চাকরি করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং কর্তৃপক্ষের স্বার্থের পরিপন্থি কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকরিস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) কর্তৃপক্ষের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাহিরের কোন বৈতনিক বা অবৈতনিক চাকরি গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত অন্য কোন খন্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নিকট বা উহার কোন সদস্যের নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না এবং কোন নিবেদন থাকিলে, উহা কর্মচারীর অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকরি সম্পর্কিত কোন দাবির সমর্থনে কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মচারীর উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ-সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারি বা সরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণ-মাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্থতা পরিহার করিবেন।

(৮) এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, কোন কর্মচারী উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এমন কোন উপহার গ্রহণ করিতে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না, যাহা গ্রহণ কর্তব্য পালনে উপহার দাতার নিকট তাহাকে যে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করে, তবে যদি অনুচিত মনোকষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে উপহারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা যায়, তাহা হইলে, উপহার গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের জন্য 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের' নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী যে সকল বিবাহ অনুষ্ঠান, বার্ষিকী, অন্তেষ্টিক্রিয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপহার গ্রহণের রীতি প্রচলিত, সেই সকল অনুষ্ঠানে দাপ্তরিক লেনদেনের সহিত সম্পৃক্ত নহে, এমন নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধুর নিকট হইতে মাঝে মধ্যে উপহার গ্রহণ করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে, উপহারের মূল্য ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) কোন কর্মচারী তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোন ব্যক্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সংস্থার ঘন ঘন অমিতব্যয়ী দাওয়াত বা ঘন ঘন দাওয়াত পরিহার করিবেন।

৩৭। **যৌতুক প্রদান ও গ্রহণ**।—কোন কর্মচারী—

(ক) যৌতুক প্রদান করিতে বা গ্রহণ করিতে বা যৌতুক প্রদানে বা গ্রহণে প্ররোচিত করিতে পারিবেন না; অথবা

(খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কন্যা বা বরের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করিতে পারিবেন না।

৩৮। **মূল্যবান সামগ্রী ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর**।—(১) প্রকৃত ব্যবসায়ীর সহিত সরল বিশ্বাসে লেনদেনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, জেলা বা যে স্থানীয় এলাকার জন্য তিনি নিয়োজিত, একজন কর্মচারী তাহার কর্মস্থল, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী অথবা ব্যবসা বাণিজ্যরত কোন ব্যক্তির নিকট সেই এলাকায় বসবাসকারী ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক মূল্যের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য কোন পন্থায় হস্তান্তর করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, প্রজোয্য ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, নিজেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইলে সরকারের নিকট অভিপ্রায় জানাইবেন। উক্ত অভিপ্রায়ের বক্তব্যে লেনদেনের কারণ ও স্থিরকৃত মূল্যসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা হইলে, উক্ত হস্তান্তরের পদ্ধতি উল্লেখসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিবে। অতঃপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কাজ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহার অধস্তন কর্মচারীর সহিত সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য পূর্বানুমোদন ব্যতীত—

(ক) ক্রয়, বিক্রয়, দান, উইল বা অন্যভাবে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না; এবং

(খ) কোন বিদেশি, বিদেশি সরকার বা বিদেশি সংস্থার সহিত কোন প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে পারিবেন না।

৩৯। **ইমারত, এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট ইত্যাদি নির্মাণ অথবা ক্রয়।**—কোন কর্মচারী নির্মাণ বা ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসের উল্লেখপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া ব্যবসায়িক বা আবাসিক উদ্দেশ্যে নিজে বা কোন ডেভলপার দ্বারা কোন ইমারত, এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় করিতে পারিবেন না।

৪০। **সম্পত্তি ঘোষণা।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারীকে চাকরিতে প্রবেশের সময়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, তাহার অথবা তাহার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা পলিসি এবং মোট ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা বা ততোধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) যে জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত উক্ত জেলার নাম;

(খ) ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রত্যেক প্রকারের অলংকারাদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে আরো যেই সকল তথ্য চাওয়া হয়।

(২) প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদত্ত ঘোষণায় অথবা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪১। **রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ।**—(১) কোন কর্মচারী কোন রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোন অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না, অথবা বাংলাদেশে বা বিদেশে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে বা কোন প্রকারেই সহায়তা করিতে পারিবেন না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার তত্ত্বাবধানের অধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যবলিয়া গণ্য হয়, এইরূপ কোন আন্দোলনে বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে বা যে কোন উপায়ে সহযোগিতা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অথবা কোন স্থানীয় সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে বা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে অথবা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করিতে বা প্রভাব খাটাইতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোন কর্মচারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা দিয়া থাকেন অথবা অন্য কোন প্রকারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে বা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে জনসম্মুখে কোন ঘোষণা করিয়া থাকেন বা ঘোষণা করার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি উপ-প্রবিধান (৩) এর মর্মমতে উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৫) স্থানীয় সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য একজন কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোন আইনের দ্বারা বা আওতায় বা সরকারের কোন আদেশে অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, ঐ সংস্থা বা পরিষদসমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিধানসমূহ যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রযোজ্য হইবে।

(৬) কোন আন্দোলন বা কর্মকাণ্ড এই উপ-প্রবিধানের আওতায় পড়ে কিনা, সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪২। **নারী সহকর্মীদের প্রতি আচরণ।**—কোন কর্মচারী নারী সহকর্মীদের প্রতি এমন কোন ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যাহা অনুচিত, এবং অফিসিয়াল শিষ্টাচার ও নারী সহকর্মীদের মর্যাদার হানি ঘটায়।

৪৩। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব।**—যখন কোন কর্মচারী নিজ দায়িত্ব পালনকালে দেখিতে পান যে,—

(ক) কোন কোম্পানি বা ফার্ম বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তি সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন বিষয় তাহার বিবেচনাধীন আছে; এবং

(খ) উক্তরূপ কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তির অধীন তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন নিকটাত্মীয় কর্মরত আছেন;

তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি তিনি নিজে বিবেচনা না করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৪৪। **সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ, ইত্যাদি।**—কোন কর্মচারী সরকারের বা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ পালনে জনসম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করিতে বা যে কোন প্রকারে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করিবার জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করিতে পারিবেন না।

৪৫। **বিদেশি মিশন ও সাহায্য সংস্থার নিকট তদ্বির।**—কোন কর্মচারী নিজের জন্য বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ সংগ্রহ অথবা বিদেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা লাভের জন্য দেশে অবস্থিত কোন বিদেশি মিশন বা সাহায্য সংস্থার নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন তদ্বির করিতে পারিবেন না।

৪৬। **কোন অনুরোধ বা প্রস্তাব লইয়া কোন মন্ত্রী বা সংসদ-সদস্য, ইত্যাদির দ্বারস্থ হওয়া।**—কোন কর্মচারী কোন বিষয়ে তাহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কোন অনুরোধ বা প্রস্তাব লইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন মন্ত্রী বা সংসদ-সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারি ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে পারিবেন না।

৪৭। **নাগরিকত্ব, ইত্যাদি।**—(১) কোন কর্মচারী, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোন বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোন কর্মচারীর স্বামী বা স্ত্রী বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহা সরকারকে অবহিত করিবেন।

৪৮। **আচরণ সংক্রান্ত বিধানের প্রযোজ্যতা।**—যেইক্ষেত্রে আচরণ সংক্রান্ত কোন বিধান এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য বিধিবিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। **দণ্ডের ভিত্তি।**—কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন; বা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; বা

(গ) পলায়নের জন্য দোষী হন; বা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন; বা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতি পরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা:—

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ এইরূপ অর্থসম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন এবং কর্তৃপক্ষকে যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন; এবং

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া জীবন-যাপন করেন; বা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; বা

(ছ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং তাহাকে চাকরিতে বহাল রাখা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়;

তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৫০। **দণ্ডসমূহ**।—(১) এই প্রবিধানের অধীন নিম্নবর্ণিত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথাঃ—

(ক) লঘু দণ্ড

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিত রাখা;

(ই) ৭ (সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন; এবং

(ঈ) বেতনস্কেল নিম্নস্তরে অবনমিতকরণ।

(খ) গুরু দণ্ড

(অ) নিম্নপদে বা নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) বাধ্যতামূলক অবসর;

(ঈ) চাকরি হইতে অপসারণ; এবং

(উ) চাকরি হইতে বরখাস্ত।

(২) কোন কর্মচারী চাকরি হইতে অপসারণের ক্ষেত্রে নহে; বরং চাকরি হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বোর্ডে চাকরি প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

৫১। **ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।—(১) প্রবিধান ৪৮ এর দফা (ছ) অনুসারে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার বিষয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবে; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্তকারী কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (গ) অনুসারে তদন্তকারী কমিটি গঠনের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন ৩ (তিন) জন কর্মচারীর সমন্বয়ে তদন্তকারী কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন গঠিত তদন্তকারী কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে।

৫২। **লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।—(১) এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে তাহাকে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত প্রদানের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি থাকে, বিবেচনা করিবেন, এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তদ্সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৪৯ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কারের দণ্ড প্রদান করা হইবে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানি গ্রহণ করতঃ দণ্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে, শুনানি ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দণ্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) ও উপ-প্রবিধান (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরু দণ্ড আরোপ করা যাইবে এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরু দণ্ড আরোপ করিতে হইবে।

৫৩। **গুরু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের কার্যপ্রণালি**।—(১) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরু দণ্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইবে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে, উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তদসম্পর্কে কারণ দর্শাইতে বলিবে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করিবার জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করিবেন, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করিয়া থাকে যে,—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে, উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘু দণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যে কোন লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে অথবা লঘুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৫২ এর অধীনে ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালি অনুসরণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরু দণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মকর্তা অথবা একটি তদন্তকারী বোর্ড নিয়োগ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হইবার তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ৩ (তিন) জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, তদন্তকারী বোর্ড তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবে এবং প্রবিধান ৫৪ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্তকারী পরিচালনা করিবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্তকারী বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট উহার তদন্তকারী প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি অবহিত করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরু দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তদসম্পর্কে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (৬) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কোন কারণ দর্শাইলে, তাহা বিবেচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই প্রবিধানের অধীন তদন্তকারী কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যেক্ষেত্রে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করা হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারী বা বোর্ডের তদন্তকারী প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের স্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি ও কারণ থাকিতে হইবে।

(৯) এইরূপ সকল তদন্তকারী কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৪। **তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি**।—(১) তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মূলতবি রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীন পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যেই সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যের শুনানিও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অভিযোগের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য বিবেচিত হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করিবার এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন সাক্ষীগণকে তলব করিবার অধিকারী হইবেন;

(গ) অভিযোগের সমর্থনে উক্ত বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তিও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার সমর্থনকারী সাক্ষীগণকে জেরা করিবার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না;

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হইবে, তিনি উহা লিখিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি উহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে, তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিবেন, সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্তকার্য সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাহার কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তদসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৪৮ এর দফা (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকারী সমাপ্তির পর ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিতে পারিবে এবং যে যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে তদন্ত বোর্ড উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীন নিযুক্ত বোর্ডের কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না, কিংবা তদসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫৫। **সাময়িক বরখাস্ত।**—(১) প্রবিধান ৪৯ এর অধীন কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরু দণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে, তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর, মূলত যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল সেই বিষয়ে, তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্তকারী কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারি বিধি ও আদেশানুযায়ী খোরাকি ভাতা পাইবেন।

(৪) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ (''কারাগারে সোপর্দ'' অর্থে হেফাজতে রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন) কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকি ভাতা পাইবেন।

৫৬। **পুনর্বহাল**।—(১) যদি প্রবিধান ৫১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা ক্ষেত্রমত, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং উক্ত ছুটিকালীন তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকরি বিধিমালা (Bangladesh Service Rules) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫৭। **ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী**।—(১) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হইবার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা ভাতাদি পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি সমন্বয় সাধন করা হইবে।

(২) অপরাধ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বর্হির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কোন কর্মচারীকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৫৮। **আদেশের বিরুদ্ধে আপিল**।—(১) কোন কর্মচারী, কর্তৃপক্ষকর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেইক্ষেত্রে যে আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা:—

(ক) এই প্রবিধানমালার নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত কিনা; এবং

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা সাপেক্ষে, যে আদেশ প্রদান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তদ্‌সম্পর্কে অবহিত হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপিল দাখিল না করিলে উক্ত আপিল গ্রহণযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপিল কর্তৃপক্ষ উক্ত ৩ (তিন) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোন আপিল বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৯। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা**।—(১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারি মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরূদ্ধে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন বাধা থাকিবে না।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No V of 1985)এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত উক্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীন শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কর্মচারীকে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য উক্ত কর্মচারীকে কোন সুযোগপ্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেক্ষেত্রে তাহাকে চাকরিতে পুনর্বহাল বা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হইতেছে সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৬০। **ভবিষ্য তহবিল**।—ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানের বিষয়ে কোন কর্মচারী সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধি বা প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৬১। **আনুতোষিক**।—(১) নিম্নবর্ণিত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা:—

(ক) যিনি বোর্ডে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপ চাকরি হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকরি অবসান ঘটানো হয় নাই;

(খ) ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকরি হইতে পদত্যাগ বা চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন;

(গ) ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে নিম্নবর্ণিত কোন কারণে যে কর্মচারীর চাকরির অবসান হইয়াছে, যথা:—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকরি হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন; বা

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে; বা

(ই) চাকরিতে থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা উহার অংশ বাবদ ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের উর্ধ্বে কোন সময়ের জন্য ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে, যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়নদান করিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়নদান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে, তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয়, তাহা হইলে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ করিবার সময়ে, উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিবেন।

(৭) কোন মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৬২। **অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা।**—(১)কর্তৃপক্ষ অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্প প্রবর্তন করিলে যেকোন কর্মচারী উক্ত পরিকল্পের অধীন অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইবেন।

(৩) কোন কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল হিসাবে কর্তৃপক্ষের অংশ প্রদান বাবদ জমা টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে অবসর ভাতা ও অন্যান্য অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইতে পারেন।

৬৩। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি।**—অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনঃনিয়োগের বিষয়ে কোন কর্মচারী Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর বিধানাবলি দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৬৪। **চাকরি অবসান, চাকরি হইতে অপসারণ, ইত্যাদি।**—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন করিয়া এবং ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে ১ (এক) মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং শিক্ষানবিশ তাহার চাকরি অবসানের কারণে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শাইয়া কোন কর্মচারীকে ৯০ (নব্বই) দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা ৯০ (নব্বই) দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকরি হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

৬৫। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি।**—(১) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে বা চাকরি হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি কর্তৃপক্ষকে তাহার ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিশ তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ১ (এক) মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি কর্তৃপক্ষকে তাহার ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি কর্তৃপক্ষের চাকরি হইতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেইরূপ শর্তে, কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

তফসিল
[প্রবিধান ২(৫) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	পরিচালক	..	পদোন্নতির মাধ্যমে তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** অতিরিক্ত পরিচালক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোন প্রতিষ্ঠানে পরিচালক বা সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমেঃ তবে শর্ত থাকে যে, অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
২।	অতিরিক্ত পরিচালক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** উপ-পরিচালক পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোন প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত পরিচালক বা সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমেঃ তবে শর্ত থাকে যে, অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
৩।	উপ-পরিচালক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** খাদ্য বিশ্লেষক, নিরাপদ খাদ্য অফিসার, সহকারী পরিচালক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মনিটরিং অফিসার, গবেষণা কর্মকর্তা, আইন কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে : সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোন প্রতিষ্ঠানে উপ-পরিচালক বা সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে: তবে শর্ত থাকে যে, অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
৪।	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপেএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
৫।	খাদ্য বিশ্লেষক	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপেএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
৬।	নিরাপদ খাদ্য অফিসার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপেএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭।	সহকারী পরিচালক	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপেএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
৮।	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপেএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
৯।	মনিটরিং অফিসার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপেএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
১০।	গবেষণা কর্মকর্তা	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অণুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, খাদ্য প্রযুক্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বা খাদ্য প্রকৌশলে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপেএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১১।	আইন কর্মকর্তা	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
১২।	জনসংযোগ কর্মকর্তা	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
১৩।	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিসংখ্যানে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
১৪।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফাইন্যান্স, মার্কেটিং বা ব্যাংকিং-এ প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
১৫।	হিসাব রক্ষক	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** হিসাব সহকারী পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৬।	সহকারী প্রন্থাগারিক	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(১) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (২) কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা; এবং (৩) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা। অথবা (১) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (২) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
১৭।	ব্যক্তিগত সহকারী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (১) অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা ডাটা এন্টি অপারেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে (ওয়ার্ড প্রসিসিং, ডাকা এন্টি, ইত্যাদি) সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাকত বা সমমানের ডিগ্রি; (২) কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; এবং (৩) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজি ৩০ শব্দ।
১৮।	হিসাব সহকারী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(১) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯।	ডাটা এন্টি অপারেটর	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(১) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসচি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ শব্দ এবং ইংরেজি ২০ শব্দ।
২০।	ক্যাটালগার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(১) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) কম্পিউটার চালনায় দক্ষা।
২১।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	নিম্নমান সহকারী-তথা মুদ্রাক্ষরিক, পে-ইন পেপার কপিয়ার, ডুপি-কেটিং মেশিন অপারেটর, ডেসপাস রাইডার, দপ্তরী ও এম, এল, এস, এস (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংযুক্ত অধিদপ্তর) বিধিমালা, ১৯৯৩ এবং সাঁটলিপিকার বা স্টেনোগ্রাফার, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক বা স্টেনো টাইপিস্ট, অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক পদের পদবি পরিবর্তন ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী।		
২২।	টেলিফোন অপারেটর/ অভ্যর্থনাকারী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(১) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
২৩।	নমুনা সংগ্রহ সহকারী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(১) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
২৪।	গাড়ি চালক	আউট সোর্সিং (Out sourceing) এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী।		
২৫।	অফিস সহায়ক	আউট সোর্সিং (Out sourceing) এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী।		
২৬।	নিরাপত্তা প্রহরী	আউট সোর্সিং (Out sourceing) এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী।		
২৭।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	আউট সোর্সিং (Out sourceing) এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী।		

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছারোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.be

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৭ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৭০-আইন/২০১৭।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৬, ধারা ১৭ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ‘নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭’ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) “**আইন**” অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) “**ওয়ার্কিং গ্রুপ**” অর্থ বিধি ৭ এ উল্লিখিত কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ;

(গ) “**কর্তৃপক্ষ**” অর্থ আইনের ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) “**কমিটি**” অর্থ বিধি ৩ এ উল্লিখিত কারিগরি কমিটি;

(ঙ) “**ঝুঁকি**” অর্থ খাদ্যে বিপত্তি ঘটিবার কোন কার্য যাহা স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে;

(চ) “**ফরম**” অর্থ এই বিধিমালার কোনো ফরম;

(ছ) “**বিশেষজ্ঞ**” অর্থ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানে সক্ষম বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি; এবং

(জ) “**সদস্য**” অর্থ কমিটির কোনো সদস্য এবং, ক্ষেত্রমত, উহার সভাপতিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

৩। **কারিগরি কমিটি**।—(১) কর্তৃপক্ষ, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিটি গঠন করা যাইবে, যথা :—

(ক) খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু;

(খ) কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ;

(গ) জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য;

(ঘ) জৈবিক ঝুঁকি;

(ঙ) খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু;

(চ) মোড়ক পরিচিতি;

(ছ) নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি; এবং

(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

৪। **কারিগরি কমিটির গঠন-কাঠামো ও মেয়াদ**।—(১) কমিটি ৭(সাত) হইতে ৯(নয়) সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, বিধি ৮ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেল হইতে, কমিটির সদস্যগণকে নিযুক্ত করিবে।

(৩) কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সদস্যগণের মেয়াদকাল হইবে ৪(চার) বৎসর:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ অবসানের পর, কোনো সদস্যকে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পুনরায় নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তি—

(ক) একাদিক্রমে ২(দুই) মেয়াদের অধিক একই কমিটিতে, এবং

(খ) একই সময়ে ২(দুই) টির অধিক কমিটিতে-

সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

(৬) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময়, আদেশ দ্বারা,—

(ক) কোনো সদস্যকে পরিবর্তনপূর্বক তদস্থলে নূতন কোনো সদস্যকে স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিবে; এবং

(খ) কমিটির বিষয় সংশোধনপূর্বক উহা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ, কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, যে কোনো সময়, যে কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **কারিগরি কমিটির সভা।**—(১) কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময় ঢাকায় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বৎসরে কমপক্ষে ৩(তিন)টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সাপেক্ষে, যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে, সভা আহবান করা যাইবে।

(২) কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য বা এইরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য- সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হইবে, তবে মতামতের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারীর নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) শুধু কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) কমিটির সদস্য-সচিব সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ, সংরক্ষণ ও সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৭) সভার আলোচ্য বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য কমিটি, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট শিল্প ও ভোক্তা প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ বা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৮) এই বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ কমিটির সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৯) কর্তৃপক্ষ প্রতিটি কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৬। **কারিগরি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—(১) কর্তৃপক্ষ, এই বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, আদেশ দ্বারা, প্রতিটি কমিটির বিশেষত্ব বিবেচনায় উহাদের কার্য-পরিধি ও দায়-দায়িত্বসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ স্বীয় প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) জনস্বাস্থ্যে খাদ্য বিপত্তির প্রাদুর্ভাব বা সংকটকালীন অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকিলে কমিটি জরুরি ভিত্তিতে উহা প্রতিরোধ বা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাসহ বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা প্রতিরোধ বা প্রতিকারের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৪) কমিটি, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ব্যবহারের মাধ্যমে, কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উহার প্রাথমিক মতামতের উপর বিশেষজ্ঞের মন্তব্য ও প্রস্তাবনা আহবান করিতে পারিবে।

৭। **কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ।**—(১) কর্তৃপক্ষ, কমিটির পরামর্শের ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, আদেশ দ্বারা, ওয়ার্কিং গ্রুপের গঠন-কাঠামো, কার্য-পরিধি ও দায়-দায়িত্বসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।

৮। **বিশেষজ্ঞের সহায়তা ও বিশেষজ্ঞ প্যানেল**।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর, বিশেষজ্ঞগণের বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা, মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) খাদ্যে দূষণের কারণে জনস্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি;

(খ) ভোক্তা সাধারণের উপর জৈব ও রাসায়নিক ঝুঁকির হুমকি নিরূপণ;

(গ) দূষক বা ক্ষতিকর অনুজীব নিয়ন্ত্রণের অনুশাসন;

(ঘ) জীব ও খাদ্যে জেনেটিক প্রযুক্তি বা অন্য কোনো প্রযুক্তির ব্যবহার;

(ঙ) খাদ্যের নিরাপদ মান নির্ণয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রযুক্তি প্রয়োগ;

(চ) খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ নজরদারি এবং সংকটকালীন জরুরি সাড়া প্রদান;

(ছ) আন্তঃসংস্থা সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ;

(জ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, মূল্যায়ন, পদ্ধতি উদ্ভাবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা;

(ঝ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য বিধান ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরূপণ;

(ঞ) খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;

(ট) জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(ঠ) খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(ড) খাদ্যদ্রব্যে দূষণকারি বস্তুর অবশিষ্টাংশের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(ঢ) খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক স্থাপন, পরীক্ষণ পদ্ধতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;

(ণ) খাদ্যশিল্প ও খাদ্য ব্যবসা পরিচালনায় জনবল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;

(ত) নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের কৌশল;

(থ) সংশ্লিষ্ট অংশীজন সচেতনতা ও সমন্বয় পদ্ধতি;

(দ) খাদ্য দূষণে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণ;

(ধ) নিরাপদ খাদ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ন) নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(প) আইনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও নজরদারি; এবং

(ফ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য, সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত, কমপক্ষে ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে কমপক্ষে ১০ (দশ) সদস্যবিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করিতে এবং উহা, প্রয়োজনবোধে, সময় সময়, সংশোধন করিতে পারিবে।

৯। **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা**।—কমিটি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ—

(ক) এর সভাপতি ও সদস্যগণ, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সর্বোচ্চ নৈতিক মান নিশ্চিতকরণের জন্য, ‘ফরম-ক’ অনুযায়ী ঘোষণা প্রদান করিবেন;

(খ) এর সভাপতি ও সদস্যগণ তাহার পরিবারের কোনো সদস্যের সহিত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকিলে অথবা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে জড়িত থাকিলে, তৎমর্মে ‘ফরম-খ’ অনুযায়ী তথ্য ও ঘোষণা প্রদান করিবেন; এবং

(গ) প্রয়োজনে, উহার সভাপতি ও সদস্যগণের নাম, কার্যপরিধি ও সভার কার্যবিবরণী, কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সাপেক্ষে, জনসম্মুখে প্রকাশ করিবে।

১০। **অপ্রযোজ্যতা**।—Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই বিধিমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

১১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ফরম-ক

[বিধি ৯(ক) দ্রষ্টব্য]

স্বচ্ছতা ও নৈতিক মান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা

নাম :..................................

সভাপতি বা সদস্য,..(কমিটি বা ওয়ার্কিং গ্রুপের নাম)

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, আমি.....................................বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি বা ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি বা সদস্য হিসাবে সভায় উপস্থিত বা অংশগ্রহণ করিয়া স্বীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানসম্মত অভিমত ব্যক্ত করিব এবং আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করিব। আমি জনস্বার্থ বিবেচনায় আমার কর্মকাণ্ডে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা প্রভাবিত হইব না।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, সভায় আলোচ্য বিষয়ে অন্যান্য আলোচকবৃন্দের অভিমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার গোপনীয়তা রক্ষা করিব এবং যে সকল বিষয়ের বা তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবার জন্য সভার নির্দেশনা থাকিবে অথবা সভায় আলোচিত এইরূপ কোনো বিষয় বা তথ্য, যাহার গোপনীয়তা রক্ষা না করিলে উহার ফলাফল জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা বোধ করিব, তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করিব না।

স্বাক্ষর :

তারিখ :

ঠিকানা :

ই-মেইল ও ফোন নম্বর :

ফরম-খ

[বিধি ৯(খ) দ্রষ্টব্য]

স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত তথ্য ও ঘোষণা

নাম:..

সভাপতি বা সদস্য, ... (কমিটি বা ওয়ার্কিং গ্রুপের নাম)

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য (বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সংক্রান্ত)

(১) প্রত্যক্ষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (আর্থিক লাভজনক সংশ্লিষ্টতা, যেমন-চাকরি, চুক্তিবদ্ধ কাজ, বিনিয়োগ, ফি ইত্যাদি)-
....
....

(২) পরোক্ষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (পরোক্ষভাবে আর্থিক লাভজনক সংশ্লিষ্টতা, যেমন- অনুদান, স্পন্সরশীপ, অন্যান্য)-
....
....

(৩) স্বীয় এবং পরিবারের কোনো সদস্যের পেশাগত কার্যক্রম হইতে আয়-
....
....

(৪) কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের আওতাধীন এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা সংগঠন বা ক্লাব এর সদস্যপদ বা সংশ্লিষ্টতা-
....
....

(৫) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা-
....
....

(৬) বিশেষ কোনো স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (কোনো সভার সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যসূচির সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা) আছে কিনা? থাকিলে, উহার বৃত্তান্ত সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা গ্রুপের সদস্য-সচিবের নিকট লিখিতভাবে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে সদস্য-সচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উহা সংশ্লিষ্ট কমিটি বা গ্রুপের সভায় উপস্থাপন করিবেন (বিষয়টি সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট হইলে উহা সভাপতির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে)।

ঘোষণা

আমি.. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি বা ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি বা সদস্য হিসাবে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছে যে, উপরোল্লিখিত তথ্যাদি আমার জানামতে পূর্ণাঙ্গ ও সত্য এবং আমি স্বীয় স্বার্থ অর্জনের জন্য কোন ধরনের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতার তথ্য গোপন করি নাই।

স্বাক্ষর :

তারিখ :

ঠিকানা:

ই-মেইল ও ফোন নম্বর :

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কায়কোবাদ হোসেন

সচিব

খাদ্য মন্ত্রণালয়।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ১০, ২০১৭

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/ ০৭ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ১৮৩-আইন/২০১৭।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭, ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়—

(১) **"অবশিষ্টাংশের সর্বোচ্চ মাত্রা (Maximum Residue Limit)"** অর্থ কোন খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশের উপস্থিতির সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা;

(২) **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(৩) **"টক্সিন"** অর্থ জীব-কোষ হইতে উৎপন্ন এইরূপ একটি বিষাক্ত পদার্থ যাহা খাদ্যের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে মানবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাইতে সক্ষম;

(৪) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(৫) **"দূষক"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৪) তে সংজ্ঞায়িত দূষক;

মূল্য ঃ টাকা ৮০.০০

(৬) **"দৈনিক গ্রহণযোগ্য মাত্রা (Acceptable Daily Intake)"** অর্থ খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশের সেই মাত্রা যাহা দৈনিক প্রতি কিলোগ্রাম শারীরিক ওজনের অনুপাতে কোন প্রকার স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ছাড়াই গ্রহণ করা সম্ভব;

(৭) **"পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২১) এ সংজ্ঞায়িত পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ;

(৮) **"বালাইনাশক"** অর্থ উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, সরবরাহ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষিজ-পণ্য বা প্রাণি-খাদ্য কিংবা একটোপ্যারাসাইটকে নিয়ন্ত্রণের যে কোন পর্যায়ে ব্যবহৃত বস্তু যাহা পোকামাকড় বা অন্যান্য বালাইসমূহকে প্রতিরোধ, ধ্বংস, বিতাড়ন কিংবা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

(৯) **"ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ"** অর্থ টক্সিন, বালাইনাশক এবং পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের তফসিলে বর্ণিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত।

(২) এই প্রবিধানমালায় অন্য যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই প্রবিধানমালায়ও উক্ত অর্থ প্রযোজ্য হইবে।

৩। **খাদ্যদ্রব্যে ভৌত দূষকের উপস্থিতি।**—যে সকল ভৌত দূষক খাদ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ, পরিবহণ, মজুদ অথবা দূষিত পরিবেশ বা অন্য কোন কারণে খাদ্যে উপস্থিত থাকিয়া খাদ্যদ্রব্যকে অনিরাপদ করিতে পারে সেই সকল ভৌত দূষক খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পোকামাকড়ের অংশবিশেষ, চুল, লোম বা এইরূপ অন্য কোন বহিঃস্থ পদার্থ, যেমন- কাঠ, কাঁচ, কাগজ, বালি কিংবা নুড়ি-পাথর, ইত্যাদি যতক্ষণ পর্যন্ত তফসিল-৪ হইতে ১৪ তে বর্ণিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত না হয় এবং যাহা বিভিন্ন প্রকার দূষক বহনের মাধ্যমে বিষাক্ত না হয় বা উক্ত বহিঃস্থ পদার্থের উপস্থিতি স্বয়ং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহারা দূষক বলিয়া গণ্য হইবে না।

৪। **খাদ্যদ্রব্যে ভারী-ধাতু বা অন্য কোন ধাতব পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোন প্রতিনিধি,তফসিল-১ এর কলাম-৩ এ উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যে কলাম-১ এ উল্লিখিত ভারী-ধাতু বা অন্য কোন ধাতব পদার্থের বিপরীতে কলাম-৪ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা বা অন্য কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত হইবার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্তরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

৫। **খাদ্যদ্রব্যে নাইট্রেটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোন প্রতিনিধি, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত অথবা নাইট্রোজেনজাত সারসমূহ অতিমাত্রায় কৃষিজ উৎপাদন কার্যে ব্যবহারের ফলে 'নাইট্রেট' এর উপস্থিতি তফসিল-২ এর কলাম-২ এ উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যের বিপরীতে কলাম-৩ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত হইবার কারণে উহা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্তরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

৬। **খাদ্যদ্রব্যে পলিসাইক্লিক এরোমেটিক হাইড্রোকার্বনসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোন প্রতিনিধি, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত অথবা জৈব রাসায়নিক দূষক পলিসাইক্লিক এরোমেটিক হাইড্রোকার্বন এর উপস্থিতি তফসিল-৩ এর কলাম-২ এ উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যে উহার বিপরীতে কলাম-৩ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত হইবার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্তরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

৭। **খাদ্যদ্রব্যে পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল ও ডাইওক্সিন এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ**।—কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোন প্রতিনিধি, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত অথবা পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল ও ডাইওক্সিন এর উপস্থিতি তফসিল-৪ এর কলাম-২ এ উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যে উহার বিপরীতে কলাম-৩ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত হইবার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্তরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

৮। **খাদ্যদ্রব্যে রেডিওনিউক্লাইডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ**।—কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোন প্রতিনিধি,তফসিল-৫ এর কলাম-২ এ উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যে কলাম-১ এ উল্লিখিত রেডিওনিউক্লাইড এর বিপরীতে কলাম-৩ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা বা অন্য কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত হইবার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্তরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

৯। **খাদ্যদ্রব্যে টক্সিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি**।—কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোন প্রতিনিধি,তফসিল-৬ এর কলাম-৩ এ উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যে কলাম-১ এ উল্লিখিত টক্সিনসমূহ কলাম-৪ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত হইবার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্তরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

১০। **খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ**।—কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি, তফসিল-৭ হইতে তফসিল-১৩ এ উল্লিখিত যথাক্রমে, কীটনাশক এর অবশিষ্টাংশ, ছত্রাকনাশক এর অবশিষ্টাংশ, আগাছানাশক এর অবশিষ্টাংশ, মাকড়নাশক এর অবশিষ্টাংশ, কৃমিনাশক এর অবশিষ্টাংশ, কীটনাশক (গুদামজাত খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত) এর অবশিষ্টাংশ এবং উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক এর অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি খাদ্যদ্রব্যে, উক্ত তফসিলসমূহে উল্লিখিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত হইবার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্তরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, আমদানি, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

১১। **খাদ্যদ্রব্যে পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ**।—কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোন প্রতিনিধি,তফসিল-১৪ এর কলাম-৩ এ উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যে কলাম-১ এ উল্লিখিত **পশু বা মৎস্য-রোগের** ঔষধসমূহ কলাম-৪ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত হইবার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্তরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

১২। **আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ**।—তফসিল-১ হইতে তফসিল-১৪ তে উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ কোন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, আমদানি, বিপণন বা বিক্রয় করিতে হইলে রাসায়নিক দূষক, টক্সিন এবং ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশের সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোডেক্স এর সর্বশেষ সংস্করণে নির্ধারিত মাত্রা বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩। **বিজ্ঞাপন প্রচার**।—আইনের ধারা ৪১ ও ৪২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ক্রেতার জন্য ক্ষতিকর হয় বা জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে পারে এইরূপ কোন খাদ্যদ্রব্য, যাহা তফসিল-১ হইতে তফসিল-১৪ তে বর্ণিত রাসায়নিক দূষক, টক্সিন এবং ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশের সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত মাত্রাসম্পন্ন এইরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, বিপণন বা বিক্রয়ের জন্য কোন ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিক্রয় করিতে পারিবে না।

১৪। **অপ্রযোজ্যতা**।—Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

১৫। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-১

ভারী-ধাতু (Heavy Metals) বা অন্য কোন ধাতব পদার্থ

ভারী-ধাতু ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
আর্সেনিক (Arsenic)	২.১	তেল ও চর্বি	
		ভোজ্য তেল ও চর্বি	০.১০
		পরিশোধিত জলপাই তেল	০.১০
		জলপাই তেল ভার্জিন	০.১০
		অবশেষ জলপাই তেল	০.১০
		অশোধিত সবজি তেল	০.১০
		ভোজ্য সবজি তেল	০.১০
	১২.১.১	লবণ, খাদ্যমান (Salt, Food grade)	০.৫০
	১৪.১.১.১	প্রাকৃতিক খনিজ পানি	০.০১
ক্যাডমিয়াম (Cadmium)	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রাসিকা সবজি	০.০৫
		কন্দ সবজি	০.০৫
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট ব্যতীত অন্যান্য	০.০৫
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	০.০৫
		পাতা জাতীয় সবজি বা শাক	০.২০
		লেগুম জাতীয় সবজি (Legume vegetables)	০.১০
		আলু	০.১০
		ডাল	০.১০
		মূল ও কন্দ সবজি (Root and tuber vegetables)	০.১০
		কান্ড ও ডগা জাতীয় সবজি (Stalk and stem vegetables)	০.১০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ (Whole, broken, or flaked grain, including rice)	
		দানাদার খাদ্যশস্য (Cereal grains)	০.১০
		পালিশকৃত চাল	০.৪০
		গম	০.২০
	১২.১.১	লবণ, খাদ্যমান	০.৫০
	১৪.১.১.১	প্রাকৃতিক খনিজ পানি	০.০০৩

ভারী-ধাতু ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ক্রোমিয়াম (Chromium)	১১.১.১	পরিশোধিত চিনি	০.০২
কপার (Copper)	৪.০	ফল ও সবজি	
	৪.১.২.৮	যে কোন ফল ও ফলজাত দ্রব্য	৫.০
	৪.২.২.৬	টমেটো পিউরি, পেষ্ট, গুড়া, রস ও রসের মিশ্রণ (শুকনা টমেটোর কঠিন দ্রব্যের ভিত্তিতে)	১০০.০
		টমেটো কেচাপ (শুকনা টমেটোর কঠিন দ্রব্যের ভিত্তিতে)	৫০.০
	৫.১.১	কোকো পাউডার (চর্বিমুক্ত দ্রব্য)	৭০.০
	৫.২.১	অতি সিদ্ধ চিনির বেকারী পণ্য	৫.০
	৫.৪	রঞ্জক (শুকনা ওজনের ভিত্তিতে)	৩০.০
	১২.১.২	লৌহ সমৃদ্ধকৃত খাবার লবণ	২.০
	১২.২	ভেষজ, মসলা এবং সিজনিং (Herbs, spices, seasonings)	
		হলুদ এবং গুঁড়া হলুদ	৫.০
কপার (Copper)	১২.৩.১	গাঁজনকৃত ভিনেগার এবং কৃত্রিম ভিনেগার (Brewed vinegar and synthetic vinegar)	০.০ (শূন্য)
	১২.৮.১	ইস্ট ও ইস্টজাত দ্রব্য (শুকনো দ্রব্যের ওজনের ভিত্তিতে)	৬০.০
	১২.৯.১	কঠিন পেকটিন	৩০০.০
	১৩.১.১	শিশু খাদ্য ও শিশুদের দুধের বিকল্প খাদ্য	১৫.০ (কিন্তু ২.৮ পিপিএম এর কম নহে)
	১৪.১.২.১	কৌটাজাত বা বোতলজাত (পাস্তুরিত) ফলের রস	
		ঘন ও কার্বনেটেড পানি ব্যতীত কোমল পানীয়	৭.০
		কমলা, আঙ্গুর, আপেল, টমেটো, আনারস এবং লেবুর রস	৫.০
	১৪.১.২.৩	ঘনকৃত ফলের রস (তরল বা কঠিন)	
		ঘন কোমল পানীয় এর জন্য	২০.০
	১৪.১.৪.১	কার্বনেটেড পানি	১.৫
	১৪.১.৫.১	কালো ও সবুজ চা (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	
		চা	১৫০.০
	১৪.১.৫.২	কফি বিন	৩০.০

ভারী-ধাতু ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১৬	যৌগিক বা মিশ্রখাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫ এর বহির্ভূত Composite foods (e.g. casseroles, meat pies, mincemeat)- foods that could not be placed in categories 1-15	৩০.০
		নির্দিষ্টকরণ নয় এমন খাদ্য	৩০.০
সীসা (Lead)	১.১.১	দুধ	০.০২
		সেকেন্ডারী দুগ্ধজাত পণ্য (Secondary milk products)	০.০২
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		তেল ও চর্বি, ভোজ্য	০.১০
		জলপাই তেল, পরিশোধিত	০.১০
		জলপাই তেল, ভার্জিন	০.১০
		জলপাই তেল, অবশেষ (Olive, residual oil)	০.১০
		সবজি তেল, অশোধিত	০.১০
		সবজি তেল, ভোজ্য	০.১০
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		হাঁস মুরগির চর্বি	০.১০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		উপ গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চলের ফল, ভোজ্য খোসা	০.১০
		উপ গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চলের ফল, অভোজ্য খোসা	০.১০
		বেরি এবং অন্যান্য ছোট ফল	০.২০
		লেবু জাতীয় ফল (Citrus fruits)	০.১০
		জলপাই	১.০
		পোম ফল (Pome fruits)	০.১০
		স্টোন ফল (Stone fruits)	০.১০
	৪.১.২.৪	কৌটাজাত ফলঃ মিশ্রফল, আঙ্গুর, ম্যান্ডারিন অরেঞ্জ, আম, আনারস, রাস্পবেরি, স্ট্রবেরী, এবং কৌটাজাত গ্রীষ্ম মন্ডলীয় ফলের সালাদ	১.০
সীসা (Lead)	৪.১.২.৫	জ্যাম ও জেলি	১.০
	৪.১.২.৮	প্রক্রিয়াজাত ফল যাহাতে ফলের পাল্প, ফলের টপিং এবং নারকেলের দুধ অন্তর্গত	
		আমের আচার	১.০

ভারী-ধাতু ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রাসিকা সবজি (Brassica vegetables)	০.৩০
		কন্দ সবজি (Bulb vegetables)	০.১০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট ব্যতীত অন্যান্য	০.১০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	০.১০
		পাতা জাতীয় সবজি বা শাক	০.৩০
		লেগুম জাতীয় সবজি	০.২০
		ডাল	০.২০
		মূল ও কন্দ জাতীয় সবজি	০.১০
	৪.২.২.৪	কৌটাজাত বা বোতলজাত (পাস্তুরিত) বা প্যাকেটকৃত (retort pouch) সবজিঃ কৌটাজাত অ্যাসপারাগাস, গাঁজর, বরবটি (গ্রীন বিন) ও ওয়াক্স বিন, পরিপুষ্ট প্রক্রিয়াজাত মটরশুটি, মাশরুম, মিষ্টি ভুট্টা, এবং টমেটো	১.০
		কৌটাজাত চেস্টনাট ও চেস্টনাট পিউরি	১.০
	৪.২.২.৬.১	প্রক্রিয়াজাত ঘন টমেটো	১.৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		দানাদার শস্য (বাজরা বা Buckwheat, ক্যানিহুয়া এবং কুইনোয়া ব্যতীত)	০.২
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস (Fresh meat, poultry and game whole pieces or cut)	
		গবাদি পশুর ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.৫০
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.৫০
		গবাদি পশু, ভেড়ার মাংস	০.১০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.১০
	১২.১.১	লবণ , খাদ্যমান	২.০
	১৩.১	শিশু খাদ্য ও তাঁর ফলো-অন ফর্মূলা (Infant formulae and follow-on formulae)	০.০২
	১৪	কোমল পানীয় (দুগ্ধজাত পণ্য ব্যাতীত)	
	১৪.১.১	প্রাকৃতিক খনিজ পানি	০.০১
	১৪.১.২	ফলের রস	০.০৫

ভারী-ধাতু ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
মারকারী (Mercury)	১২.১.১	লবণ, খাদ্যমান	০.১০
	১৪.১.১.১	প্রাকৃতিক খনিজ পানি	০.০০১
নিকেল (Nickel)	২.১	তেল ও চর্বি	
		সকল হাইড্রোজেনযুক্ত, আংশিক হাইড্রোজেনযুক্ত, আন্তএস্টারকৃত সবজি তেল ও চর্বি যেমন বনস্পতি, মারজারিন, বেকারি সর্টেনিং বাহক, বিস্তৃতব্য চর্বি এবং আংশিক হাইড্রোজেনযুক্ত সয়াবিন তেল	১.৫
টিন (Tin)	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল (Untreated fresh fruits)	
		জলপাই	২৫০.০০
	৪.১.২.৪	কৌটাজাত বা বোতলজাত (পাস্তুরিত) ফল	
		কৌটাজাত ফল- মিশ্রফল, আঙ্গুর, ম্যান্ডারিন অরেঞ্জ, আম, আনারস, র‍্যাপসবেরি, স্ট্রবেরী, এবং কৌটাজাত গ্রীষ্ম মন্ডলীয় ফলের সালাদ	২৫০.০০
টিন (Tin)	৪.১.২.৫	জ্যাম, জেলি, মারমালেড (Jams, Jellies, marmalades)	
		জ্যাম ও জেলি	২৫০.০০
	৪.১.২.৮	আমের আচার	২৫০.০০
	৪.২.২.৪	কৌটাজাত বা বোতলজাত (পাস্তুরিত) বা প্যাকেটকৃত (retort pouch) সবজিঃ কৌটাজাত অ্যাসপারাগাস, গাঁজর, বরবটি (গ্রীন বিন) ও ওয়াক্স বিন, পরিপুষ্ট প্রক্রিয়াজাত মটরশুটি, মাশরুম, মিষ্টি ভুট্টা, এবং টমেটো	২৫০.০০
	৪.২.২.৬	প্রক্রিয়াজাত ঘন টমেটো (Tomato concentrates)	২৫০.০০
	৪.২.২.৭	গাঁজনকৃত সব্জিজাত পণ্য	
		শসার আচার	২৫০.০০
	৮.২.১	টিনপ্লেট ধারণপাত্রে রন্ধনকৃত উরুর মাংস	২০০.০০
		টিনপ্লেট ব্যতীত অন্য ধারণপাত্রে রন্ধনকৃত উরুর মাংস	৫০.০০
		টিনপ্লেট ধারণপাত্রে ভুট্টা সমেত গরুর মাংস	২০০.০০
		টিনপ্লেট ব্যতীত অন্য ধারণপাত্রে ভুট্টা সমেত গরুর মাংস	৫০.০০
		টিনপ্লেট ধারণপাত্রে লানচিওন মাংস	২০০.০০
		টিনপ্লেট ব্যতীত অন্য ধারণপাত্রে লানচিওন মাংস	৫০.০০

ভারী-ধাতু ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১৪.১.২.১	কৌটাজাত বা বোতলজাত (পাস্তুরিত) ফলের রস	
		কৌটাজাত কোমল পানীয়	১৫০.০০
	১৬	যৌগিক বা মিশ্র খাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫ এর বহির্ভূত	
		কৌটাজাত খাদ্য কোমল পানীয় ব্যতীত (Canned food other than beverages)	২৫০.০০
জিংক (Zinc)	৪.২.২.৬	যে কোন ফল ও ফলজাত দ্রব্য	৫.০
	১১	মিষ্টিকারক, মধুসহ (Sweeteners, including honey)	
	১১.১	অতি সিদ্ধ চিনিজাত বেকারি পণ্য	৫.০
	১২.২	ভেষজ, মসলা এবং সিজনিং (Herbs, spices, seasonings)	
		হলুদ এবং গুঁড়া হলুদ	২৫.০
	১২.১০	ভোজ্য জিলেটিন	১০০.০
	১৩.১.১	শিশু খাদ্য ও শিশুদের দুধের বিকল্প খাদ্য	৫০.০ (কিন্তু ২৫ পিপিএম এর কম নহে)

তফসিল-২

নাইট্রেট (Nitrates)

কোডেক্স ফুড কোড	**খাদ্যদ্রব্যের নাম**	**সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা** ($mg\ NO_3/kg$)
১	**২**	**৩**
৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
	লেটুস (আচ্ছাদিত অবস্থায় উৎপন্ন)	৫০০০
	লেটুস (অনাচ্ছাদিত অবস্থায় উৎপন্ন)	৪০০০
	'আইসবার্গ' জাতীয় লেটুস (আচ্ছাদিত অবস্থায় উৎপন্ন)	২৫০০
	'আইসবার্গ' জাতীয় লেটুস (অনাচ্ছাদিত অবস্থায় উৎপন্ন)	২০০০
	তাজা পালং শাক	৩৫০০
৪.২.২.১	হিমায়িত শাকসবজি	
	সংরক্ষিত, অতি হিমায়িত বা হিমায়িত পালং শাক	২০০০
১৩	বিশেষ পুষ্টিগত ব্যবহারের জন্য উপযোগী খাদ্যদ্রব্য (Foodstuffs intended for particular nutritional uses)	
	প্রক্রিয়াকৃত শস্যজাত খাদ্য এবং শিশু ও বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি খাদ্য	২০০

তফসিল-৩
পলিসাইক্লিক এরোমেটিক হাইড্রোকার্বন (পিএএইচ)
[Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)]

কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিবি বা µg/kg)	
		বেঞ্জো(এ) পাইরিন	বেঞ্জো(এ)পাইরিন, বেঞ্জ(এ) এনথ্রাসিন, বেঞ্জো(বি) ফ্লুরান্থিন এবং ক্রাইসিন এর সমষ্টি
১	২	৩	
২.১.১	তেল ও চর্বি (কোকো বাটার ও নারিকেল তেল ব্যতীত) যা মানুষের দ্বারা সরাসরি ভক্ষণ অথবা খাদ্যপোকরণের তৈরীর উপাদান হিসেবে	২.০	১০.০
২.১.২	নারিকেল তেল যা মানুষের দ্বারা সরাসরি ভক্ষণ অথবা খাদ্যপোকরণ তৈরির উপাদান হিসেবে	২.০	২০.০
৪.২.২.২	শুষ্ক সবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ		
	কোকো বিন এবং তদোতপন্ন দ্রব্য	৫.০	৩৫.০
৬	প্রক্রিয়াকৃত শস্যজাত খাদ্য এবং শিশু ও বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্য তৈরি খাদ্য	১.০	১.০
৮.১.১	ধূমায়িত মাংস এবং তদোতপন্ন খাদ্যদ্রব্য	২.০	১২.০
৯	ধূমায়িত মাছ ও ধূমায়িত মাছজাত পণ্য, (বড় পাকাল, বড় মিঠা পানির মাছ, মাছের কলিজা ও তদোতপন্ন দ্রব্য এবং মেরিন তেল ব্যতীত)	২.০	১২.০
	ধূমায়িত স্প্রেট মাছ এবং কৌটাজাত ধূমায়িত স্প্রেট মাছ, দ্বিভাল্বযুক্ত মলাস্ক (তাজা, কালান বা হিমায়িত), তাপিত মাংস এবং তাপিত মাংসজাত পণ্য ভোক্তার কাছে বিক্রিত	৫.০	৩০.০
	দ্বিভাল্বযুক্ত মলাস্ক (ধূমায়িত) (Bivalve molluscs, smoked)	৬.০	৩৫.০
১৩	বিশেষ পুষ্টিগত ব্যবহারের জন্য উপযোগী খাদ্যদ্রব্য (Foodstuffs intended for particular nutritional uses)		
	প্রক্রিয়াকৃত শস্যজাত খাদ্য এবং শিশু ও বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্য খাদ্য	১.০	১.০
	শিশু খাদ্য ও তার ফলো-অন ফর্মূলা (শিশু দুধ ও তার ফলো-অন ফর্মূলাসহ) Infant formulae and follow-on formulae, including infant milk and follow-on milk	১.০	১.০
	চিকিৎসার জন্য পথ্যজনিত খাদ্য বিশেষভাবে শিশুদের জন্য Dietary foods for special medical purposes intended specifically for infants	১.০	১.০

তফসিল-৪

পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (পিসিবি) [(Poychlorinated biphenyls (PCBs)] ও ডাইওক্সিন (Dioxins)

কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিবি বা µg/kg)		
		ডাইওক্সিন সমূহের সমষ্টি Sum of dioxins (pg/g fat)-WHO-PCDD/F-TEQ	ডাইওক্সিন ও ডাইওক্সিনসম পিসিবি সমূহের সমষ্টি Sum of dioxins and dioxin-like PCBs (pg/g fat)- WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 এবং PCB180 এর সমষ্টি (ng/g fat)-ICES-6
১	২	৩		
১.১.১	কাঁচা দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (বাটার ও চর্বিসহ) Raw milks and dairy products including butter fats	২.৫	৫.৫	৪০.০
২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	০.৭৫	১.২৫	৪০.০
২.১.৩	লার্ড, ট্যালো, মাছের তেল, এবং অন্যান্য পশুর চর্বি			
	মেরিন তেল (মাছের তেল, মাছের কলিজার তেল, এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণির তেল মানুষের খাওয়ার জন্য	১.৭৫	৬.০	২০০.০
	হাঁস মুরগির চর্বি	১.৭৫	৩.০	৪০.০
	গবাদি পশু ও ভেড়ার চর্বি	২.৫	৪.০	৪০.০
	মিশ্র পশুর চর্বি	১.৫	২.৫	৪০.০
৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস Fresh meat, poultry and game whole pieces or cut			
	গবাদি পশুর মাংস এবং মাংসজাত পণ্য	২.৫	৪.০	৪০.০
	হাঁস মুরগির মাংস এবং মাংসজাত পণ্য	১.৭৫	৩.০	৪০.০
	স্থলজ প্রাণির কলিজা (ভেড়া এবং তদোতপন্ন দ্রব্যসমূহ ব্যতীত)	০.৩ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে) (wet weight basis)	০.৫ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	৩.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)
	ভেড়ার কলিজা এবং তদোতপন্ন দ্রব্যসমূহ	১.২৫ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	২.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	৩.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)

কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিবি বা ug/kg)		
		ডাইওক্সিন সমূহের সমষ্টি Sum of dioxins (pg/g fat)-WHO-PCDD/F-TEQ	ডাইওক্সিন ও ডাইওক্সিনসম পিসিবি সমূহের সমষ্টি Sum of dioxins and dioxin-like PCBs (pg/g fat)- WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 এবং PCB180 এর সমষ্টি (ng/g fat)-ICES-6
১	২	3		
৯	মাছ ও মাছজাত পণ্য, মোলাস্ক, ক্রাস্টেশিয়ান ও একাইনোডার্ম সহ Fish and fish products, including mollusks, crustaceans and echinoderms			
	তাজা মাছ এবং মৎস্য পণ্য (বড় পাঁকাল, বড় মিঠাপানির মাছ, মাছের কলিজা, এবং মেরিন তেল ব্যতীত)	৩.৫ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	৬.৫ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	৭৫.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)
	উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের মাংসপেশি, ডায়াড্রোমাস মাছ ও মাছজাত পণ্য ব্যতীত	৩.৫ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	৬.৫ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	১২৫.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)
	বড় পাঁকাল এবং তদোতপন্ন দ্রব্য	৩.৫ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	১০.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	৩০০.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)
	মাছের কলিজা এবং তদোতপন্ন দ্রব্য (মেরিন তেল ব্যতিত)	---	২০.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	২০০.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)
১০.১	মুরগির ডিম এবং ডিমের পণ্য	২.৫ (চর্বির ওজন ভিত্তিতে)	৫.০ (চর্বির ওজন ভিত্তিতে)	৪০.০ (চর্বির ওজন ভিত্তিতে)
১৩	বিশেষ পুষ্টিগত ব্যবহারের জন্য উপযোগী খাদ্যদ্রব্য Foodstuffs intended for particular nutritional uses			
	শিশু ও বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্য খাদ্য	০.১ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	০.২ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)	১.০ (আর্দ্র ওজন ভিত্তিতে)

তফসিল-৫

তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন পদার্থ (Radionuclides) অথবা প্রাকৃতিক বা অন্য কোনোভাবে থাকা সমজাতীয় পদার্থ

তেজস্ক্রিয় কণা	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (Bq/kg)
১	২	৩
^{238}Pu, ^{239}Pu, ^{240}Pu, ^{241}Am	শিশু খাদ্য*	১
^{90}Sr, ^{106}Ru, ^{129}I, ^{131}I, ^{235}U	শিশু খাদ্য*	১০০
$^{35}S^{**}$, ^{60}Co, ^{89}Sr, ^{103}Ru, ^{134}Cs, ^{137}Cs, ^{144}Ce, ^{192}Ir	শিশু খাদ্য*	১০০০
^{3}H***, ^{14}C, ^{99}Tc	শিশু খাদ্য*	১০০০
^{238}Pu, ^{239}Pu, ^{240}Pu, ^{241}Am	শিশু খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য	১০
^{90}Sr, ^{106}Ru, ^{129}I, ^{131}I, ^{235}U	শিশু খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য	১০০
$^{35}S^{**}$, ^{60}Co, ^{89}Sr, ^{103}Ru, ^{134}CS, ^{137}Cs, ^{144}Ce, ^{192}Ir	শিশু খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য	১০০০
^{3}H***, ^{14}C, ^{99}Tc	শিশু খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য	১০০০০
^{134}Cs, ^{137}Cs, ^{239}Pu, ^{90}Sr, ^{131}I	গুঁড়ো দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য****	৯৫
^{134}Cs, ^{137}Cs, ^{239}Pu, ^{90}Sr, ^{131}I	অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী*****	৫০

* যখন সরাসরি ব্যবহার করা হইবে

** ইহা প্রাকৃতিকভাবে যুক্ত সালফার এর মাত্রা প্রকাশ করে

*** ইহা প্রাকৃতিকভাবে যুক্ত ট্রিটিয়াম এর মাত্রা প্রকাশ করে

**** গুঁড়ো দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য (গুড়োদুধ, ঘনীভূত বা ঘণকৃত দুধ, পনির, ঘি, বাটার, সেরেল্যাক, ওভালটিন, মালটোভা, হরলিক্স, ফারলাক, এবং দুগ্ধজাত পণ্য)

***** অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী (চাউল, গম, রেপ বীজ, মাছ, মাংস, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, মসলা, সবজি, সকল ভোজ্য তেল, পানীয় ও খাবার পানি, এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী)

সকল প্রকার আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যে তেজস্ক্রিয় কণার উপস্থিতিজনিত দূষণ মাত্রা পণ্যসমূহ বন্দরে পৌঁছানোর অবস্থায় অর্থাৎ কোন প্রকার লুঘুকরণ, ঘনকরণ বা প্রক্রিয়াকরণ না করা অবস্থায় বুঝাইবে।

তফসিল-৬
টক্সিন (Toxsin)
(ক) শস্য দূষক (Mycotoxins)

দূষকের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিবি)
১	২	৩	৪
আফ্লাটক্সিন টোটাল (বি১, বী২, জি১ এবং জি২ এর যোগফল)	৪.১.১.১	আলমন্ড, ব্রাজিল বাদাম, হেজেল বাদাম, পেস্তাবাদাম-সরাসরি ভক্ষণ অথবা খাদ্যপণ্য তৈরির জন্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হইবে	১০
		চিনাবাদাম, আলমন্ড, ব্রাজিল বাদাম, হেজেল বাদাম, পেস্তাবাদাম-সংরক্ষণ, বা মানুষের খাওয়ার পূর্বে প্রকিয়াকরণ অথবা খাদ্যপণ্য তৈরির জন্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হইবে	১৫
আফ্লাটক্সিন এম১	১.১	দুধ	০.৫
অক্রাটক্সিন এ	৬.১	গম, বার্লি এবং রাই (Rye)	৫
পাতুলিন	১৪.১.২	আপেল জুস	৫০

(খ) বিবিধ মাইকোটক্সিন

দূষকের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
আগারিক এসিড	১-১৬	যে কোন খাদ্য পণ্যে	১০০
হাইড্রোসায়ানিক এসিড	১-১৬	যে কোন খাদ্য পণ্যে	৫.০
হাইপারিসিন	১-১৬	যে কোন খাদ্য পণ্যে	১.০
স্যাফ্রোল	১-১৬	যে কোন খাদ্য পণ্যে	১০
এক্রিলোনাইট্রাইল	১-১৬	যে কোন খাদ্য পণ্যে	০.০২
ক্লোরোপ্রোপানলসমূহ (3-MCPD)		তরল আঁচার বা সস যাহাতে অম্ল দ্বারা আর্দ্র-বিশ্লেষিত উদ্ভিজ প্রোটিন বিদ্যমান (প্রাকৃতিক উপায়ে গাঁজনকৃত সয়া সস ব্যতীত)	০.৪
ম্যালামাইন	১৩	শিশু খাদ্যপযোগী গুঁড়ো দুধ	১.০
	১৬	অন্যান্য খাদ্য (যাহা শিশুর জন্য নহে)	২.৫

দূষকের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমার	১-১৬	যে কোন খাদ্য পণ্যে	০.০১
ফিউমোনিসিনসমূহ	৬.১	ভুট্টা (প্রক্রিয়াকৃত নয়)	৪.০
	৬.৩	ভুট্টার তৈরি নাস্তার সিরিয়াল বা স্ন্যাকস জাতীয় খাবার (Maiz-based breakfast cereals and maize-based snacks)	০.৮
	১৫, ১৬	ভুট্টা থেকে তৈরি খাবার সরাসরি মানুষের ভক্ষণযোগ্য (ভুট্টার আটা, ভুট্টার তৈরি খাবার, ভুট্টার জই, ভুট্টার জার্ম, পরিশোধিত ভুট্টার তেল, প্রক্রিয়াকৃত ভুট্টাজাত খাবার এবং শিশুখাদ্য ব্যতীত)	১.০
	১৫, ১৬	প্রক্রিয়াকৃত ভুট্টাজাত খাবার এবং শিশুখাদ্য যাহা মানুষের ভক্ষণযোগ্য	০.২

তফসিল-৭
কীটনাশক (Insecticides) এর অবশিষ্টাংশ

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
এবামেকটিন (Abamectin)	১.১.১	গবাদি পশু ও ছাগলের দুধ	০.০০৫
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		গবাদি পশুর চর্বি	০.১০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আলমন্ড	০.০১
		লেবু জাতীয় ফল (Citrus fruits)	০.০১
		বাঙ্গি (Melons, except watermelon)	০.০১
		তরমুজ	০.০১
		আখরোট (Walnuts)	০.০১
		আপেল	০.০২
		নাশপাতি (Pear)	০.০২
		স্ট্রবেরি	০.০২
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		টমেটো	০.০২
		শসা	০.০১
		আলু	০.০১
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন	০.০১
		লেটুস পাতা	০.০৫
		মিষ্টি মরিচ	০.০২
		তুলার বীজ	০.০১
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস (Fresh meat, poultry and game whole pieces or cut)	
		গবাদি পশুর মাংস	০.০১
		গবাদি পশুর বৃক্ক (Cattle kidney)	০.০৫
		গবাদি পশুর যকৃৎ (Cattle liver)	০.১০
		ছাগলের মাংস	০.০১
		ছাগলের ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ (Edible offal of goat)	০.১০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং (Herbs, spices, seasonings)	
		শুকনা মরিচ (Peppers chili, dried)	০.২০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
এসিফেট (Acephate)	১.১.১	দুধ	০.০২
	২.১.৩	হাঁস মুরগির চর্বি (Poultry fats)	০.১০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		ক্রানবেরী (Cranberry)	০.৫০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		টমেটো	১.০০
		আর্টিচোক, গ্লোব (Artichoke, globe)	০.৩০
		বিনসমূহ (সীম ও সয়াবিন ব্যতীত)	৫.০০
		বাঁধাকপি, হেড (Cabbage, heads)	২.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		চাউল, কাঁড়া (Rice, husked)	১.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ (Edible offal of poultry)	০.০১
এসিফেট (Acephate)	৮.১.১	স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক প্রাণি ব্যতীত)	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ (Edible offal of mammalian)	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মশলা, সিজনিং	
		মসলাসমূহ (Spices)	০.২০
		শুকনা মরিচ	৫০.০
		শুষ্ক সয়াবিন (Soya bean, dried)	০.৩০
এসিটামিপ্রিড (Acetamiprid)	১.১.১	দুধ	০.০২
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির চর্বি (দুগ্ধজাত ব্যতীত)	০.০২
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		বেরি ও অন্যান্য ছোট ফলসমূহ (Berries and other small fruits)	২.০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		চেরি, সকল প্রকার (Cherries, includes all commodities in this subgroup)	১.৫
		লেবু জাতীয় ফল	১.০
		আঙ্গুর	০.৫০
		নেকটারিন (Nectarine)	০.৭০
		পীচ (Peach)	০.৭০
		বরই বা কূল (Plums including prunes, all commodities in this subgroup)	০.২০
		পোমে ফল (Pome fruits)	০.৮০
		শুষ্ক বরই বা কূল (Prunes)	০.৬০
		স্ট্রবেরি	০.৫০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		খোসা ছাড়ানো মটর (রসপূর্ণ বীজ) (succulent seeds)	০.৩০
		বিনসমূহ (মটরশুটি ও সয়াবিন ব্যতীত)	০.৪০
		বাঁধাকপি, হেড	০.৭০
		ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি (ব্রকলি, চাইনিজ ব্রাসিকা ও ফুলকপিসহ)	০.৪০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট ব্যতীত অন্যান্য	০.২০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট	০.২০
		সেলেরি (Celery)	১.৫০
		পিঁয়াজ পাতা (Spring onion)	৫.০
		গাছ বাদাম (Tree nuts)	০.০৬
		তুলার বীজ	০.৭০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক প্রাণি ব্যতীত)	০.০২
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ (Edible offal of poultry)	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		শুকনা মরিচ	২.০০
		রসুন	০.০২
		পিঁয়াজ, বাল্ব (Onion, bulb)	০.০২

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
এমিট্রাজ (Amitraz)	১.১.১	দুধ	০.০১
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		তুলার বীজের তেল , অপরিশোধিত	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		চেরি, সকল প্রকার	০.৫০
		কমলা, মিষ্টি, টক (অরেঞ্জ জাতীয় হাইব্রিড ফলসহ)	০.৫০
		পীচ	০.৫০
		পোমে ফল	০.৫০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		টমেটো	০.৫০
		শসা	০.৫০
		তুলার বীজ	০.৫০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		গবাদি পশু ও ভেড়ার ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.২০
		গবাদি পশুর মাংস	০.০৫
		ভেড়ার মাংস	০.১০
বাইফেনথ্রিন (Bifenthrin)	১.১.১	দুধ	০.২০
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		রেপ বীজ তেল , ভোজ্য	০.১০
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		দুধের চর্বি	৩.০০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.১০
		ব্ল্যাক বেরি	১.০০
		লেবু জাতীয় ফল	০.০৫
		র‍্যাস্পবেরি, লাল, কালো	১.০০
		স্ট্রবেরি	১.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রাসিকা শ্রেণির সবজি, বাঁধাকপি, ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি	০.৪০
		বেগুন	০.৩০
		মূলা শাঁক (including radish tops)	৪.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
বাইফেনথ্রিন (Bifenthrin)		মূল ও কন্দ জাতীয় সবজি (Root and tuber vegetables)	০.০৫
		টমেটো	০.৩০
		গাছ বাদাম	০.০৫
		তুলার বীজ	০.৫০
		সবুজ সরিষা	৪.০০
		ডাল (Pulses)	০.৩০
		রেপ বীজ	০.০৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		বার্লি	০.০৫
		ভুট্টা	০.০৫
		গম	০.৫০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.২০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	৩.০০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ (Peppers)	০.৫০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	৫.০০
		মসলা, ফল এবং বেরি (Spices, Fruits and Berries)	০.০৩
		মসলা, মূল এবং রাইজোম (Spices, Roots and Rhizomes)	০.০৫
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক) Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	৩০.০
বায়োরেস্মিথ্রিন (Bioresmethrin)	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		গম	১.০০
		গমের আটা	১.০০
বুপ্রোফেজিন (Buprofezin)	১.১.১	দুধ	০.০১
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আলমন্ড	০.০৫
		আপেল	৩.০০
		কলা	০.৩০
		চেরি, সকল প্রকার	২.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		লেবু জাতীয় ফল	১.০০
		আঙ্গুর	১.০০
		আম	০.১০
		নেক্টারিন	৯.০০
		জলপাই	৫.০০
		পীচ	৯.০০
		নাশপাতি	৬.০০
		বরই এবং শুষ্ক কূল (Plums and prunes)	২.০০
		স্ট্রবেরি	৩.০০
	৪.১.১.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	২.০০
	৪.১.২.৮	প্রক্রিয়াকৃত ফলের আঁশ, পিউরি, ফলের টপিং এবং নারকেলের দুধ	
		লেবু জাতীয় ফলের আঁশ, শুষ্ক	২.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		টমেটো	১.০০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট	০.৭০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ (Peppers)	২.০০
		মরিচ (Peppers chili)	১০.০০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	১০.০০
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন (Tea, Green)	৩০.০
কাড়ুসাফস (Cadusafos)	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.০১
কার্বেরিল (Carbaryl)	১.১.১	দুধ	০.০৫
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		ভুট্টার তেল , অপরিশোধিত (Maize oil, crude)	০.১০
		অলিভ তেল , ভার্জিন (Olive oil, virgin)	২৫.০
		সূর্য্যমুখি বীজের তেল , অপরিশোধিত	০.০৫
		সয়াবিন তেল , অপরিশোধিত	০.২০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		লেবু জাতীয় ফল	১৫.০
		ক্রানবেরি (Cranberry)	৫.০০
		জলপাই	৩০.০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	১৫.০
		বিট	০.১০
		বেগুন	১.০০
		গাঁজর	০.৫০
		মিষ্টি ভুট্টা (Sweet corn)	০.১০
		টমেটো	৫.০০
		শালগম (Turnip)	১.০০
		সূর্য্যমুখি বীজ	০.২০
		গাছ বাদাম	১.০০
	৪.২.২	প্রক্রিয়াকৃত সবজি (Processed vegetables)	
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.২০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		পালিশকৃত চাউল	১.০০
		জোয়ার (Sorghum)	১০.০
		ভুট্টা	০.০২
		গম	২.০০
		মিষ্টি আলু	০.০২
	৬.২	আটা ও শর্করা	
		গমের আটা	০.২০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক প্রাণি ব্যতীত)	০.০৫
		গবাদিপশু, ছাগল ও ভেড়ার বৃক্ক	৩.০০
		গবাদিপশু, ছাগল ও ভেড়ার যকৃৎ	১.০০
কার্বেরিল (Carbaryl)	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, মিষ্টি (Peppers, sweet)	৫.০০
		মরিচ (Peppers chili)	০.৫০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	২.০০
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	০.৮০
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices, roots and rhizomes)	০.১০
	১৪.১.২.২	কৌটা বা বোতলজাত (পাস্তুরিত) সবজির জুস	
		টমেটো জুস	৩.০০
	১৪.১.২.৪	ঘনকৃত (তরল বা কঠিন) সবজির জুস	
		টমেটো পেস্ট	১০.০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
কার্বোফিউরান (Carbofuran)	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার চর্বি	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.০১
		কমলা, মিষ্টি, টক (অরেঞ্জ জাতীয় হাইব্রিড ফলসহ) ও ম্যান্ডারিন	০.৫০
	৪.১.২.৮	প্রক্রিয়াকৃত ফলের আঁশ, পিউরি, ফলের টপিং এবং নারকেলের দুধ	
		লেবু জাতীয় ফলের আঁশ, শুষ্ক	২.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		রেপ বীজ	০.০৫
		সুগার বীট	০.২০
		সূর্য্যমুখি বীজ	০.১০
		কটন বা তুলার বীজ	০.১০
	৪.২.২.২	শুষ্ক সবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম এবং বীজ	
		কফি বিন	১.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		চাউল, কাঁড়া (Rice husked)	০.১০
		জোয়ার (Sorghum)	০.১০
		ভুট্টা	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		গবাদিপশু, ছাগল ও ভেড়ার মাংস	০.০৫
		গবাদিপশু, ছাগল ও ভেড়ার ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices, Roots and rhizomes)	০.১০
	১৬	যৌগিক বা মিশ্রখাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫এর বহির্ভূত	
		ইক্ষু	০.১০
কার্বোসালফান (Carbosulfan)	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		ম্যান্ডারিন	০.১০
		কমলা, মিষ্টি, টক (অরেঞ্জ জাতীয় হাইব্রিড ফলসহ)	০.১০
	৪.১.২.৮	প্রক্রিয়াকৃত ফলের আঁশ, পিউরি, ফলের টপিং এবং নারকেলের দুধ	
		লেবু জাতীয় ফলের আঁশ, শুষ্ক	০.১০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
কার্বোসালফান (Carbosulfan)	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		শর্করা বিট (Sugar beet)	০.৩০
		কটন বা তুলার বীজ	০.০৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		ভুট্টা	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	০.০৭
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices, roots and rhizomes)	০.১০
ক্লোরপাইরিফস (Chlorpyrifos)	১.১.১	গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার দুধ	০.০২
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		সয়াবিন তেল , পরিশোধিত	০.০৩
		তুলা বীজের তেল , ভোজ্য	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আলমন্ড	০.০৫
		কলা	২.০০
		ক্রানবেরি (Cranberry)	১.০০
		লেবু জাতীয় ফল	১.০০
		আঙ্গুর	০.৫০
		পোমে ফল	১.০০
		পীচ	০.৫০
		বরই এবং শুষ্ক কূল (Plums and prunes)	০.৫০
		স্ট্রবেরি	০.৩০
		আখরোট (Walnut)	০.০৫
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		আঙ্গুর, শুষ্ক (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	০.১০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রকলি	২.০০
		বাঁধাকপি, হেড	১.০০
		চাইনিজ ক্যাবেজ (Chinese cabbage)	১.০০
		ফুলকপি	০.০৫
		সাধারণ বিন (Common bean, pods and /or immature seeds)	০.০১
		মটর (Peas, pods and succulent immature seeds)	০.০১
		গাঁজর	০.১০
		আলু	২.০০
		সুগার বিট	০.০৫
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০১
		তুলার বীজ	০.৩০
ক্লোরপাইরিফস (Chlorpyrifos)	৪.২.২.২	শুষ্ক সবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম এবং বীজ	
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.১০
		কফি বিন	০.০৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		চাউল	০.৫০
		ভুট্টা	০.০৫
		জোয়ার (Sorghum)	০.৫০
		গম	০.৫০
		গমের আটা	০.১০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		গবাদি পশুর মাংস	১.০০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
		ভেড়ার মাংস	১.০০
		গবাদি পশুর বৃক্ক	০.০১
		গবাদি পশুর যকৃৎ	০.০১
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		ভেড়ার ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		মরিচ, মিষ্টি (Peppers, sweet)	২.০০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	২০.০
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	১.০০
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices roots and rhizomes)	১.০০
		মসলা, বীজ	৫.০০
		পিঁয়াজ, কন্দ	০.২০
	১৪	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত ও শুষ্ক)	২.০০
ক্লোরফেনাপির (Chlorfenapyr)	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		এসিরোলা, Acerola	৯৯.০
সাইফ্লুথ্রিন/বিটা-সাইফ্লুথ্রিন (Cyfluthrin/beta-cyfluthrin)	১.১.১	দুধ	০.০১
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		তুলা বীজের তেল , অপরিশোধিত	১.০০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.১০
		লেবু জাতীয় ফল	০.৩০
		নাশপাতি	০.১০
	৪.১.২.৮	প্রক্রিয়াকৃত ফলের আঁশ, পিউরি, ফলের টপিং এবং নারকেলের দুধ	
		লেবু জাতীয় ফলের আঁশ, শুষ্ক	২.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		বাঁধাকপি, হেড	০.০৮
		ফুলকপি	২.০০
		বেগুন	০.২০
সাইফ্লুথ্রিন/ বিটা-সাইফ্লুথ্রিন (Cyfluthrin/ beta-cyfluthrin)	৪.২.১.১	আলু	০.০১
		টমেটো	০.২০
		তুলার বীজ	০.৭০
		রেপ বীজ	০.০৭
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.০৩
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০২
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.২০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ	০.২০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	১.০০
		মসলা, ফল এবং বেরি (Spices, Fruits and Berries)	০.০৩
		মসলা, মূল এবং রাইজোম (Spices, Roots and Rhizomes)	০.০৫
সাইহেক্সাটিন (Cyhexatin)	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.২০
		কিশমিশ (কালো, লাল, সাদা)	০.১০
		আঙ্গুর	০.৩০
		কমলা, মিষ্টি, টক (কমলা জাতীয় অন্য কোন হাইব্রিড ফল সহ)	০.২০
		নাশপাতি	০.২০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	৫.০০
সাইপারমেথ্রিন (আলফা- এবং জেটা-সাইপারমেথ্রিনসহ) (Cypermethrin including alpha-and zeta-cypermethrin)	১.১	দুধ	০.০৫
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		অলিভ তেল, পরিশোধিত	০.৫০
		অলিভ তেল, ভার্জিন	০.৫০
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		দুগ্ধজাত চর্বি	০.৫০
		হাঁস মুরগির চর্বি	০.১০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কামরাঙা (Carambola)	০.২০
		লেবু জাতীয় ফল	০.৩০
		ডুরিয়ান	১.০০
		আঙ্গুর	০.২০
		লিচু	২.০০
		লটকন (Longan)	১.০০
		আম	০.৭০
		জলপাই	০.০৫

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		পেঁপে	০.৫০
		পোমে ফল	০.৭০
		জাম্বুরা ও মোসাম্বি বা শরবতি লেবু (হাইব্রিড সহ)	০.৫০
		স্টোন ফল	২.০০
		স্ট্রবেরি	০.০৭
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		আঙ্গুর, শুষ্ক (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	০.৫০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আর্টিচোক, গ্লোব (Artichoke, globe)	০.১০
		অ্যাসপারাগাস	০.৪০
		ব্রাসিকা শ্রেণির সবজি, বাঁধাকপি, ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি Brassica (Cole or cabbage) vegetables, head cabbage, flower head Brassicas	১.০০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	০.০৭
		বেগুন	০.০৩
		শাক	০.৭০
		লীক	০.০৫
		লেগুম জাতীয় শাকসবজি (Legume vegetables)	০.৭০
		ওকরা (Okra)	০.৫০
		টমেটো	০.২০
		মূল ও কন্দ জাতীয় শাকসবজি (Root and tuber vegetables)	০.০১
		ডাল (Pulses)	০.০৫
		সুগার বিট	০.১০
		গাছ বাদাম	০.০৫
	৪.২.২.২	শুষ্ক সবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম এবং বীজ	
		কফি বিন	০.০৫
		তেল বীজ (Oil seed)	০.১০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		বার্লি	২.০০
		দানাদার খাদ্যশস্য (Cereal grains)	০.৩০
		যব	২.০০
		চাউল	২.০০
		রাই (Rye)	২.০০
		গম	২.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		মাংস (স্তন্যপায়ী প্রাণির, সামুদ্রিক ব্যতীত)	২.০০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.১০
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, মিষ্টি (Peppers, sweet)	০.১০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	১০.০
		মরিচ (Peppers chili)	২.০০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	০.০১
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	০.৫০
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices roots and rhizomes)	০.২০
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	১৫.০
	১৬	যৌগিক বা মিশ্রখাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫ এর বহির্ভূত	
		ইক্ষু	০.২০
ডেলটামেথ্রিন (Deltamethrin)	১.১.১	দুধ	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.২০
		লেবু জাতীয় ফল	০.০২

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		আঙ্গুর	০.২০
		নেক্টারিন (Nectarine)	০.০৫
		জলপাই	১.০০
		পীচ	০.০৫
		বরই এবং শুষ্ক কূল (Plums including prunes)	০.০৫
		স্ট্রবেরি	০.২০
		আখরোট (Walnuts)	০.০২
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		গাঁজর	০.০২
		ব্রাসিকা শ্রেণির ফুলেল সবজি (ব্রকলি, চাইনিজ ও ফুলকপি সহ)	০.১০
		ফলজ সবজি, কিউকারবিট (Fruiting vegetables, cucurbits)	০.২০
		হেজেল বাদাম	০.০২
		শাক	২.০০
		লীক	০.২০
		লেগুম জাতীয় শাকসবজি (Legume vegetables)	০.২০
		মাশরুম	০.০৫
		আলু	০.০১
		মূলা	০.০১
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০২
		টমেটো	০.৩০
		ডাল	১.০০
		সূর্য্যমুখি বীজ	০.০৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য	২.০০
	৬.২	আটা এবং শর্করাসমূহ (Flours and Starches)	
		গমের আটা	০.৩০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		মাংস (স্তন্যপায়ী প্রাণির, সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.৫০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.১০
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার বৃক্ক	০.০৩
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার যকৃৎ	০.০৩
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০২
ডেলটামেথ্রিন (Deltamethrin)	১০.১	ডিম	০.০২
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	০.০৩
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices, roots and rhizomes)	০.৫০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	০.০৫
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	৫.০০
ডায়াজিনন (Diazinon)	১.১.১	দুধ	০.০২
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আলমন্ড	০.০৫
		ব্ল্যাকবেরি	০.১০
		চেরি	১.০০
		ক্রানবেরি	০.২০
		কিশমিশ, (কালো, লাল, সাদা)	০.২০
		কিউই ফল (Kiwifruit)	০.২০
		পীচ	০.২০
		আনারস	০.১০
		বরই (শুষ্ক কূলসহ) Plums (including prunes)	১.০০
		পোমে ফল	০.৩০
		আলুবোখারা (Prunes)	২.০০
		র‌্যাস্পবেরি, লাল, কালো	০.২০
		স্ট্রবেরি	০.১০
		আখরোট (Walnuts)	০.০১

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রকলি	০.৫০
		বাঁধাকপি (Cabbage, Head)	০.৫০
		চাইনিজ ক্যাবেজ	০.০৫
		ফুটি বা খরমুজ (Cantaloupe)	০.২০
		গাঁজর	০.৫০
		শসা	০.১০
		বাগান মটর, খোসা ছাড়ানো Garden pea, Shelled (succulent seed)	০.২০
		সাধারণ বিন (Common bean, pods and/or immature seeds)	০.২০
		পাতা কপি (Kale)	০.০৫
		ওল কপি (Kohlrabi)	০.২০
		লেটুস হেড ও লেটুস পাতা	০.৫০
		আলু	০.০১
		মূলা	০.১০
		পালং শাঁক	০.৫০
		পিঁয়াজ কলি/পাতা (Spring onion)	১.০০
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্ম কালীন (Squash, Summer)	০.০৫
		সুগার বিট	০.১০
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০২
ডায়াজিনন (Diazinon)		টমেটো	০.৫০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		ভুট্টা	০.০২
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		মুরগির মাংস	০.০২
		ছাগলের মাংস	২.০০
		গবাদি পশু ও ভেড়ার মাংস	২.০০
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার বৃক্ক	০.০৩
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার যকৃৎ	০.০৩
		মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০২

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১০.১	মুরগির ডিম	০.০২
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, মিষ্টি (Peppers, sweet)	০.০৫
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	০.৫০
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	০.১০
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices, roots and rhizomes)	০.৫০
		মসলা, বীজ	৫.০০
		পিঁয়াজ, কন্দ	০.০৫
ডাইমেথয়েট (Dimethoate)	১.১.১	গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার দুধ	০.০৫
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির চর্বি (দুগ্ধজাত ব্যতীত)	০.০৫
		হাঁস মুরগির চর্বি	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		চেরি	২.০০
		লেবু জাতীয় ফল	৫.০০
		আম	১.০০
		জলপাই	০.৫০
		নাশপাতি	১.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আর্টিচোক, গ্লোব (Artichoke, Globe)	০.০৫
		অ্যাসপারাগাস	০.০৫
		ব্রাসেলস স্প্রাউট (Brussel’s sprouts)	০.২০
		বাঁধাকপি, সেভয় (Cabbage, savoy)	০.০৫
		ফুলকপি	০.২০
		আলু	০.০৫
		সেলেরি	০.৫০
		লেটুস, হেড	০.৩০
		মটর (Peas, Pods and succulent immature seeds)	১.০০
		সুগার বিট	০.০৫
		শালগম, সবুজ	১.০০
		শালগম, বাগান	০.১০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		বার্লি	২.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ডাইমেথয়েট (Dimethoate)	৬.১	গম	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার মাংস	০.০৫
		গবাদি পশুর ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		ভেড়ার ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, মিষ্টি (Peppers, sweet)	০.৫০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	৩.০০
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	০.৫০
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices, roots and rhizomes)	০.১০
		মসলা, বীজ	৫.০০
ইমামেকটিন বেনজয়েট (Emamectin Benzoate)	১.১.১	দুধ	০.০০২
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির চর্বি (দুগ্ধজাত ব্যতীত)	০.০২
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আঙ্গুর	০.০৩
		নেকটারিন (Nectarine)	০.০৩
		পীচ	০.০৩
		পোমে ফল	০.০২
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		বিন, সীম ও সয়াবিন ব্যতীত	০.০১
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট ব্যতীত	০.০২
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটসমূহ	০.০০৭
		লেটুস, হেড	১.০০
		লেটুস, পাতা	০.৭০
		সবুজ সরিষা	০.২০
		রেপ বীজ	০.০০৫
		তুলার বীজ	০.০০২
		গাছ বাদাম	০.০০১

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৮
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০০৪
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	০.২০
এসফেনভালেরেট (Esfenvalerate)	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		টমেটো	০.১০
		তুলার বীজ	০.০৫
		রেপ বীজ	০.০১
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		গম	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০১
এথিয়ন (Ethion)	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, ফল এবং বেরি (Spices, Fruits and Berries)	৫.০০
		মসলা, মূল এবং রাইজোম (Spices, Roots and Rhizomes)	০.৩০
		মসলা, বীজ	৩.০০
এটোফেনপ্রক্স (Etofenprox)	১.১.১	দুধ	০.০২
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.৬০
		আঙ্গুর	৪.০০
		নেকটারিন	০.৬০
		পীচ	০.৬০
		নাশপাতি	০.৬০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৮.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		রেপ বীজ	০.০১
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		বিন (শুষ্ক)	০.০৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		ভুট্টা	০.০৫
		চাউল	০.০১
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.৫০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০১
ফেনিট্রোথিয়ন (Fenitrothion)	১.১.১	দুধ	০.০১
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.৫০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.০১
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য	৬.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০৫

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, ফল এবং বেরি	১.০০
		মসলা, মূল এবং রাইজোম	০.১০
		মসলা, বীজ	৭.০০
ফেনপ্রোপাথ্রিন (Fenpropathrin)	১.১.১	দুধ	০.০১
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		সাইট্রাস তেল , ভোজ্য (Cirus oil, edible)	১০০.০
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		হাঁস মুরগির চর্বি	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রানির চর্বি (দুগ্ধজাত ব্যতীত)	০.০৩
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		পোমে ফল	৫.০০
		লেবু জাতীয় ফল	২.০০
		আলুবোখারা (Prunes)	৩.০০
		বরই ও শুষ্ক কূল	১.০০
		স্ট্রবেরি	২.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		টমেটো	১.০০
		গাছ বাদাম	০.১৫
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বিন	০.০৩
		সয়াবিন, শুষ্ক	০.০১
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০১
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ	১.০০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	১০.০
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	৩.০০
ফেনথিয়ন (Fenthion)	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		জলপাই তেল , ভার্জিন	১.০০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		চেরি	২.০০
		লেবু জাতীয় ফল	২.০০
		জলপাই	১.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		চাউল, কাঁড়া	০.০৫
ফেনভালেরেট (Fenvalerate)	১.১.১	দুধ	০.১০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আম	১.৫০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রকলি, চাইনিজ	৩.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০২
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	১.০০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, ফল এবং বেরি	০.০৩
		মসলা, মূল এবং রাইজোম	০.০৫
ফিপ্রোনিল (Fipronil)	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০২
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.০০৫

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রাসিকা শ্রেণির সবজি (ব্রকলি ও ফুলকপিসহ)	০.০২
		বাঁধাকপি, হেড	০.০২
		আলু	০.০২
		সুগার বিট	০.২০
		সূর্য্যমুখি বীজ	০.০০২
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		বার্লি	০.০০২
		ভুট্টা	০.০১
		যব	০.০০২
		চাউল	০.০১
		রাই	০.০০২
		ট্রিটিকেল (Triticale)	০.০০২
		গম	০.০০২
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		গবাদি পশুর মাংস	০.৫০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০২
		গবাদি পশুর বৃক্ক	০.০২
		গবাদি পশুর যকৃৎ	০.১০
	১০.১	ডিম	০.০২
ফ্লুবেনডায়ামাইড (Flubendiamide)	১.১.১	দুধ	০.১০
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		দুধের চর্বি	৫.০০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আঙ্গুর	২.০০
		পোমে ফল	০.৮০
		স্টোন ফল	২.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রাসিকা শ্রেণির সবজি, বাঁধাকপি, ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি	৪.০০
		সেলেরি	৫.০০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট (Fruiting vegetables, Cucurbits)	০.২০
		লেগুম জাতীয় শাকসবজি (Legume vegetables)	২.০০
		লেটুস, পাতা	৭.০০
		লেটুস, হেড	৫.০০
		ডাল	১.০০
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০২
		টমেটো	২.০০
		গাছ বাদাম	০.১০
		তুলার বীজ	১.৫০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		ভুট্টা	০.০২
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	২.০০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	১.০০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ	০.৭০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	৭.০০
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	৫০.০০
ইমিডাক্লোপ্রিড (Imidacloprid)	১.১.১	দুধ	০.১০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.৫০
		এপ্রিকট	০.৫০
		কলা	০.০৫

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		বেরি ও অন্যান্য ছোট ফল	৫.০০
		মিষ্টি চেরি	০.৫০
		লেবু জাতীয় ফল	১.০০
		ক্রানবেরি	০.০৫
		আঙ্গুর	১.০০
		আম	০.২০
		বাঙ্গি ও তরমুজ	০.২০
		নেকটারিন	০.৫০
		পীচ	০.৫০
		নাশপাতি	১.০০
		বরই বা কূল (শুষ্ক কূলসহ) (Plum including prunes)	০.২০
		বেদানা (Pomegranate)	১.০০
		স্ট্রবেরি	০.৫০
	৪.১.২.৮	প্রক্রিয়াকৃত ফলের আঁশ, পিউরি, ফলের টপিং এবং নারকেলের দুধ	
		লেবু জাতীয় ফলের আঁশ, শুষ্ক	১০.০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		বিন, সীম ও সয়াবিন ব্যতীত	২.০০
		ব্রকলি	০.৫০
		ব্রাসেলস স্প্রাউট	০.৫০
ইমিডাক্লোপ্রিড (Imidacloprid)	৪.২.১.১	বাঁধাকপি, হেড	০.৫০
		ফুলকপি	০.৫০
		সেলেরি	৬.০০
		শসা	১.০০
		বেগুন	০.২০
		লীক	০.০৫
		লেটুস, হেড	২.০০
		মটর (Peas: Pods and succulent, immature seeds)	৫.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		মটর, খোসা ছাড়ানো (Shelled, succulent seeds)	২.০০
		মূল ও কন্দ জাতীয় সবজি	০.৫০
		মূলা শাঁক	৫.০০
		রেপ বিজ	০.০৫
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন	১.০০
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০২
		টমেটো	০.৫০
		ডাল	২.০০
		গাছ বাদাম	০.০১
		সূর্য্যমুখি বীজ	০.০৫
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বিন	১.০০
		চীনাবাদাম (Peanuts)	১.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য	০.০৫
	৬.২	আটা ও শর্করা	
		গমের আটা	০.০৩
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.১০
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.৩০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০২
	১০.১	ডিম	০.০২
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ	১.০০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	১০.০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	০.১০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ইনডোক্সাকার্ব (Indoxacarb)	১.১.১	দুধ	০.১০
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		দুধের চর্বি	২.০০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.৫০
		আঙ্গুর	২.০০
		ক্রানবেরি	১.০০
		নাশপাতি	০.২০
		আলুবোখারা	৩.০০
		স্টোন ফল	১.০০
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৫.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রকলি	০.২০
		বাঁধাকপি, হেড	৩.০০
		ফুলকপি	০.২০
		বেগুন	০.৫০
		ফলজ সবজি, কিউকারবিট	০.৫০
		লেটুস, হেড	৭.০০
		লেটুস, পাতা	৩.০০
		আলু	০.০২
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০২
		টমেটো	০.৫০
		তুলার বীজ	১.০০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কুক্কুট মটর (শুষ্ক) Chick-pea (dry)	০.২০
		মুগ ডাল (শুষ্ক)	০.২০
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.৫০
		চিনাবাদাম	০.০২

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	২.০০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০২
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ (Pepper)	০.৩০
		পুদিনা	১৫.০
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	৫.০০
ম্যালাথিয়ন (Malathion)	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		তুলা বীজের তেল , অপরিশোধিত (Cotton seed soil, crude)	১৩.০
		তুলা বীজের তেল , ভোজ্য (Cotton seed soil, edible)	১৩.০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.৫০
		ব্লু বেরি	১০.০
		চেরি, সকল প্রকার	৩.০০
		লেবু জাতীয় ফল	৭.০০
		আঙ্গুর	৫.০০
		স্ট্রবেরি	১.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	১.০০
		বিন, সীম ও সয়াবিন ব্যতীত	১.০০
ম্যালাথিয়ন (Malathion)	৪.২.১.১	শসা	০.২০
		পালং শাঁক	৩.০০
		পিঁয়াজ কলি/পাতা	৫.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০২
		টমেটো	০.৫০
		শালগম, সবুজ	৫.০০
		শালগম, বাগান (Turnip. garden)	০.২০
		তুলার বীজ	২০.০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		শুষ্ক বিন	২.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		ভুট্টা	০.০৫
		জোয়ার	৩.০০
		গম	১০.০
		গমের আটা	০.২০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ	০.১০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	১.০০
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	১.০০
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices roots and rhizomes)	০.৫০
		মসলা, বীজ	২.০০
		সবুজ সরিষা	২.০০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	১.০০
	১৪.১.২.২	কৌটা বা বোতলজাত (পাস্তুরিত) সবজির জুস	
		টমেটো জুস	০.০১
মেথমিল (Methomyl)	১.১.১	দুধ	০.০২
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		সয়াবিন তেল , অপরিশোধিত	০.২০
		সয়াবিন তেল , পরিশোধিত	০.২০
		তুলা বীজের তেল , ভোজ্য	০.০৪
		ভুট্টার তেল , ভোজ্য	০.০২
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.৩০
		লেবু জাতীয় ফল	১.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
মেথমিল (Methomyl)		নেকটারিন	০.২০
		আঙ্গুর	০.৩০
		পীচ	০.২০
		নাশপাতি	০.৩০
		বরই (শুষ্ক কূল সহ) (Including prunes)	১.০০
	৪.১.২.৮	প্রক্রিয়াকৃত ফলের আঁশ, পিউরি, ফলের টপিং এবং নারকেলের দুধ	
		লেবু জাতীয় ফলের আঁশ, শুষ্ক	৩.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	২.০০
		বিন, সীম ও সয়াবিন ব্যতীত	১.০০
		সাধারণ বিন (Common beans: Pods and/or immature seeds)	১.০০
		ফলজ সবজি, কিউকারবিটস	০.১০
		লেটুস, হেড	০.২০
		লেটুস, পাতা	০.২০
		মটর (Peas, Pods and succulent = immature seeds)	৫.০০
		আলু	০.০২
		টমেটো	১.০০
		তুলার বীজ	০.২০
		রেপ বীজ	০.০৫
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		বিন (শুষ্ক)	০.০৫
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.২০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		বার্লি	২.০০
		ভুট্টা	০.০২
		গম	২.০০
		গমের আটা	০.০৩
		যব (Oats)	০.০২

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
মেথমিল (Methomyl)	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় আংশ	০.০২
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০২
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০২
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০২
	১০.১	ডিম	০.০২
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ (Peppers)	০.৭০
		পিঁয়াজ, কন্দ	০.২০
		পুদিনা খড় (Mint hay)	০.৫০
		মরিচ, শুষ্ক (Peppers chili, Dried)	১০.০
		মসলা, ফল এবং বেরি (Spices, Fruits and Berries)	০.০৭
অক্সিডেমিটন-মিথাইল (Oxydemeton-Methyl)	১.১.১	দুধ	০.০১
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		গবাদি পশুর চর্বি	০.০৫
		হাঁস মুরগির চর্বি	০.০৫
		ভেড়ার চর্বি	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		লেবু	০.২০
		নাশপাতি	০.০৫
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ফুলকপি	০.০১
		পাতা কপি (Kale)	০.০১
		ওলকপি (Kohlrabi)	০.০৫
		আলু	০.০১
অক্সিডেমিটন-মিথাইল (Oxydemeton-Methyl)	৪.২.১.১	শর্করা বিট	০.০১
		তুলার বীজ	০.০৫
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		সাধারন বিন (শুষ্ক)	০.১০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		বার্লি	০.০২
		রাই (Rye)	০.০২
		গম	০.০২

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		গবাদি পশু ও ভেড়ার মাংস	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০৫
পারমেথ্রিন (Permethrin)	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		তুলা বীজের তেল , ভোজ্য	০.১০
		সয়াবিন তেল , অপরিশোধিত	০.১০
		সূর্য্যমুখি তেল , ভোজ্য	১.০০
		সূর্য্যমুখি তেল , অপরিশোধিত	১.০০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আলমন্ড	০.১০
		ব্ল্যাকবেরি	১.০০
		বৈঁচি (Gooseberry)	২.০০
		কিশমিশ, কালো, লাল, সাদা	২.০০
		লেবু জাতীয় ফল	০.৫০
		আঙ্গুর	২.০০
		কিউই ফল	২.০০
		বাঙ্গি	০.১০
		জলপাই	১.০০
		পোমে ফল	২.০০
		পেস্তা বাদাম	০.০৫
		র‍্যাস্পবেরি, লাল, কালো	১.০০
		স্টোন ফল	২.০০
		স্ট্রবেরি	১.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	১.০০
		ব্রকলি	২.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
পারমেথ্রিন (Permethrin)		সাধারণ বিন (Common beans: Pods and/or immature seeds)	১.০০
		ব্রাসেলস স্প্রাউট	১.০০
		বাঁধাকপি, হেড	৫.০০
		বাঁধাকপি, সেভয়	৫.০০
		চাইনিজ ক্যাবেজ	৫.০০
		গাঁজর	০.১০
		ফুলকপি	০.৫০
		সেলেরি	২.০০
		শসা	০.৫০
		বেগুন	১.০০
		পাতা কপি	৫.০০
		সজিনা (Horseradish)	০.৫০
		ওলকপি	০.১০
		লিক	০.৫০
		লেটুস, হেড	২.০০
		মাশরুম	০.১০
		মটর, খোসা ছাড়ানো (রসপূর্ন বীজ) (succulent seeds)	০.১০
		আলু	০.০৫
		মূলা, জাপানিজ	০.১০
		পালং শাঁক	২.০০
		পিঁয়াজ কলি/পাতা	০.৫০
		ক্ষীরা (Gherkin)	০.৫০
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন	০.৫০
		স্কোয়াশ, শীতকালীন	০.৫০
		সুগার বিট	০.০৫
		মিষ্টি ভুট্টা	০.১০
		টমেটো	১.০০
		তুলার বীজ	০.৫০
		রেপ বীজ	০.০৫
		সূর্য্যমুখি বীজ	১.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
পারমেথ্রিন (Permethrin)	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বিন	০.০৫
		চীনাবাদাম	০.১০
		সয়া বিন (শুষ্ক)	০.০৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য	২.০০
		গমের আটা	০.৫০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.১০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	১.০০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.১০
	১০.১	ডিম	০.১০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা (Spices)	০.০৫
		গোলমরিচ	১.০০
		মরিচ, শুষ্ক (Peppers chili, Dried)	১০.০
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	২০.০
ফেনথয়েট (Phenthoate)	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, বীজ (Spices, seeds)	৭.০০
পিরিমিফস মিথাইল (Pirimiphos-Methyl)	১.১.১	দুধ	০.০১
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য	৭.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০১
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, ফল এবং বেরি (Spices, Fruits and Berries)	০.৫০
		মসলা, বীজ	৩.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
প্রফেনোফস (Profenofos)	১.১.১	দুধ	০.০১
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আম	০.২০
		ম্যাঙ্গোস্টিন (Mangosteen)	১০.০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		টমেটো	১০.০
		তুলার বীজ	৩.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০২
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ	৩.০০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, dried)	২০.০
		মসলা, ফল ও বেরি (Spices, fruits and berries)	০.০৭
		মসলা, মূল ও রাইজোম (Spices roots and rhizomes)	০.০৫
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	
		চা এবং ভেষজ চা	০.৫০
স্পাইরোটেট্রামেট (Spirotetramate)	১.১.১	দুধ	০.০০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		বুশ বেরি	১.৫০
		ক্রান বেরি	০.২০
		লেবু জাতীয় ফল	০.৫০
		আঙ্গুর	২.০০
		কিউই ফল	০.০২
		লিচু	১৫.০
		আম	০.৩০
		পেঁপে	০.৪০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
স্পাইরোটেট্রামেট (Spirotetramate)	৪.১.১.১	পোমে ফল	০.৭০
		আলুবোখারা (Prunes)	৫.০০
		স্টোন ফল	৩.০০
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৪.০০
		আঙ্গুর পোমেস, শুষ্ক (Grape pomace, Dry)	৪.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আর্টিচোক, গ্লোব	১.০০
		বাঁধাকপি, হেড	২.০০
		সেলেরি	৪.০০
		শাঁক	৭.০০
		লেগুম জাতীয় শাকসবজি	১.৫০
		ফুলেল ব্রাসিকাসমূহ (ব্রকলি, চাইনিজ ও ফুলকপি)	১.০০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	০.২০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট ব্যতীত অন্যান্য	১.০০
		আলু	০.৮০
		গাছ বাদাম	০.৫০
		ডাল	২.০০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		তুলার বীজ	০.৪০
		সয়াবিন (শুষ্ক)	৪.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	১.০০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ	২.০০
		পিঁয়াজ, কন্দ	০.৪০
		মরিচ, শুষ্ক	১৫.০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
থায়াক্লোপ্রিড (Thiacloprid)	১.১.১	দুধ	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		বেরি ও অন্যান্য ছোট ফল	১.০০
		বাঙ্গি ও তরমুজ	০.২০
		পোমে ফল	০.৭০
		স্টোন ফল	০.৫০
		কিউই ফল	০.২০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		শসা	০.৩০
		বেগুন	০.৭০
		আলু	০.০২
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন	০.৩০
		স্কোয়াশ, শীতকালীন	০.২০
		টমেটো	০.৫০
		গাছ বাদাম	০.০২
		তুলার বীজ	০.০২
		সরিষা বীজ	০.৫০
		রেপ বীজ	০.৫০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		চাউল	০.০২
		গম	০.১০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.৫০
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০২
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.১০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০২
	১০.১	ডিম	০.০২
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, মিষ্টি	১.০০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
থায়ামিথক্সাম (Thiamethoxam)	১.১.১	দুধ	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.০২
		আম	০.২০
		বেরি ও অন্যান্য ছোট ফল	০.৫০
		লেবু জাতীয় ফল	০.৫০
		পোমে ফল	০.৩০
		আনারস	০.০১
		স্টোন ফল	১.০০
		পেঁপে	০.০১
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আর্টিচোক, গ্লোব	০.৫০
		এভোকাডো	০.৫০
		ব্রাসিকা শ্রেণির সবজি, বাঁধাকপি, ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি	৫.০০
		বিন সমূহ (সীম ও সয়াবিন ব্যতীত)	০.৩০
		সেলেরি	১.০০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট ব্যতীত	০.৭০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট	০.৫০
		শাঁক	৩.০০
		লেগুম জাতীয় শাকসবজি	০.০১
		মূল ও কন্দ জাতীয় সবজি	০.৩০
		ডাল	০.০৪
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০১
		তেল বীজ	০.০২
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বিন	০.২০
		কোকো বিন (Cocoa beans)	০.০২
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		বার্লি	০.৪০

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
থায়ামিথক্সাম (Thiamethoxam)	৬.১	ভুট্টা	০.০৫
		গম	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০২
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, Dried)	৭.০০
		পুদিনা	১.৫০
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	২০.০
	১৬	যৌগিক বা মিশ্রখাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫ এর বহির্ভূত	
		পপকর্ন	০.০১
ট্রায়াজোফস (Triazophos)	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		তুলার বীজের তেল , অপরিশোধিত	১.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		তুলার বীজ	০.২০
		সয়াবিন (অপরিপক্ক বীজ)	০.৫০
		সয়াবিন (Young pods)	১.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		চাউল, পালিশকৃত	০.৬০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, ফল এবং বেরি (Spices, Fruits and Berries)	০.০৭
		মসলা, মূল এবং রাইজোম (Spices, Roots and Rhizomes)	০.১০

তফসিল-৮
ছত্রাকনাশক (Fungicides) এর অবশিষ্টাংশ

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
এজোক্সিস্ট্রবিন (Azoxystrobin)	১.১.১	দুধ	০.০১
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		ভুট্টার তেল, ভোজ্য	০.১০
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		দুগ্ধজাত চর্বি	০.০৩
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	২.০০
		বেরি ও অন্যান্য ছোট ফল সমূহ	৫.০০
		কামরাঙ্গা (Carambola)	০.১০
		লেবু জাতীয় ফল	১৫.০
		ক্রানবেরি (Cranberry)	০.৫০
		আঙ্গুর	২.০০
		আম	০.৭০
		পেঁপে	০.৩০
		স্টোন ফল	২.০০
		স্ট্রবেরি	১০.০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আর্টিচোক, গ্লোব	৫.০০
		অ্যাসপারাগাস	০.০১
		ব্রাসিকা শ্রেণির সবজি, বাঁধাকপি, ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি	৫.০০
		বাল্ব জাতীয় সবজি (Bulb vegetables)	১০.০
		সেলেরি	৫.০০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিট ব্যতীত অন্যান্য	৩.০০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	১.০০
		লেগুম জাতীয় শাকসবজি (Legume vegetables)	৩.০০
		লেটুস, পাতা	৩.০০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
এজোক্সিস্ট্রবিন (Azoxystrobin)		লেটুস, হেড	৩.০০
		কদলী, কলা (Plantain)	২.০০
		আলু	৭.০০
		পেস্তা বাদাম (Pistachio nuts)	১.০০
		ডাল	০.০৭
		মূল ও কন্দ জাতীয় সবজি (Root and tuber vegetables)	১.০০
		গাছ বাদাম	০.০১
		সূর্য্যমুখি বীজ	০.৫০
		তুলার বীজ	০.৭০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বিন	০.০৩
		চীনাবাদাম	০.২০
		সয়াবিন, শুষ্ক	০.৫০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		বার্লি	১.৫০
		ভূট্টা	০.০২
	৬.১	যব (Oats)	১.৫০
		জোয়ার (Sorghum)	১০.০
		রাই	০.২০
		চাউল	৫.০০
		ট্রিটিকেল (Triticale)	০.২০
		গম	০.২০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৭
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		শুষ্ক ভেষজ (Dried herbs)	৩০০.০
		ভেষজ	৭০.০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, Dried)	৩০.০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
বেনালাক্সিল (Benalaxyl)	**৪.১.১.১**	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আঙ্গুর	০.৩০
		তরমুজ	০.১০
		বাঙ্গি (Melons except watermelon)	০.৩০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		লেটুস, হেড	১.০০
		আলু	০.০২
		টমেটো	০.২০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		পিঁয়াজ, বাল্ব	০.০২
কার্বেনডাজিম (Carbendazim)	১.১.১	দুধ	০.০৫
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		মুরগির চর্বি	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		এপ্রিকট (Apricot)	২.০০
		কলা	০.২০
		কমলা, মিষ্টি, টক (হাইব্রিড কমলাসহ), বিভিন্ন প্রজাতির	১.০০
		বেরি ও অন্যান্য ছোট ফল সমূহ	১.০০
		চেরি	১০.০
		আঙ্গুর	৩.০০
		আম	৫.০০
		নেকটারিন (Nectarine)	২.০০
		পীচ	২.০০
		আনারস	৫.০০
		বরই (শুষ্ক কূল সহ) Plums (including prunes)	০.৫০
		পোমে ফল	৩.০০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
কার্বেনডাজিম (Carbendazim)	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	০.২০
		ব্রাসেলস স্প্রাউট (Brussels sprout)	০.৫০
		গাঁজর	০.২০
		সাধারণ বিন (Pods and/or immature seeds)	০.৫০
		শসা	০.০৫
		গার্ডেন মটর, খোসা ছাড়ানো Garden pea, shelled (succulent seeds)	০.০২
		ক্ষীরা (Gherkin)	০.০৫
		লেটুস, হেড	৫.০০
		চীনাবাদাম	০.১০
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.৫০
		রাই (Rye)	০.১০
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন	০.৫০
		সুগার বীট (Sugar beet)	০.১০
		টমেটো	০.৫০
		গাছ বাদাম	০.১০
		রেপ বীজ	০.০৫
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বিন	০.১০
		বিন (শুষ্ক)	০.৫০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		চাউল, কাঁড়া (Rice, Husked)	২.০০
		বার্লি	০.৫০
		গম	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		গবাদি পশুর মাংস	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১০.১	ডিম	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ	২.০০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, Dried)	২০.০
		মসলা, ফল এবং বেরি (Spices, Fruits and Berries)	০.১০
		মসলা, মূল এবং রাইজোম (Spices, Roots and Rhizomes)	০.১০
ডাইফেনোকোনাজোল (Difenoconazole)	১.১.১	দুধ	০.০২
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.১০
		চেরি	০.২০
		লেবু জাতীয় ফল	০.৬০
		নেকটারিন (Nectarine)	০.৫০
		আঙ্গুর	৩.০০
		আম	০.০৭
		বাঙ্গি (Melons except watermelon)	০.৭০
		জলপাই	২.০০
		পেঁপে	০.২০
		প্যাশন ফল (Passion fruit)	০.০৫
		পোমে ফল	০.৮০
		পীচ	০.৫০
		বরই (শুষ্ক কুল সহ) Plums (including prunes)	০.২০
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৬.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	০.০৩
		বিন (সীম ও সয়াবিন ব্যতীত) Beans except broad bean and soybean	০.৭০
		ব্রাসিকা শ্রেণির সবজি, বাঁধাকপি, ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি Brassica (cole or cabbage) vegetables, head cabbage, flower head brassicas	২.০০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ডাইফেনোকোনাজোল (Difenoconazole)		গাঁজর	০.২০
		সেলেরি (Celery)	৩.০০
		শসা	০.২০
		লীক (Leek)	০.৩০
		ফলজ সবজি, কিউকারবিটস ব্যতীত অন্যান্য	০.৬০
		ক্ষীরা (Gherkin)	০.২০
		লেটুস, হেড ও পাতা	২.০০
		মটর (Peas, Pods and succulent= immature seeds)	০.৭০
		আলু	৪.০০
		পিঁয়াজ কলি/পাতা (Spring onion)	৯.০০
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন	০.২০
		সুগার বীট	০.২০
		গাছ বাদাম	০.০৩
		রেপ বীজ	০.০৫
		সূর্য্যমুখি বীজ	০.০২
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.০২
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		গম	০.০২
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	১.৫০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.২০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০৩
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		রসুন	০.০২
		জিনসেং	০.০৮
		জিনসেং, শুষ্ক (লাল জিনসেংসহ) (Ginseng, dried including red ginseng)	০.২০
		জিনসেং, নির্যাস (Ginseng, extracts)	০.৬০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	০.১০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, Dried)	৫.০০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ডাইমেথোমর্ফ (Dimethomorph)	১.১.১	দুধ	০.০১
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আঙ্গুর	৩.০০
		আনারস	০.০১
		স্ট্রবেরি	০.৫০
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৫.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আর্টিচোক, গ্লোব	২.০০
		ব্রকলি	৪.০০
		বিন, খোসা ছাড়ানো	০.৭০
		বাঁধাকপি, হেড	৬.০০
		সেলেরি	১৫.০
		ওলকপি (Kohlrabi)	০.০২
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	০.৫০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস ব্যতীত অন্যান্য	১.৫০
		মটর, খোসা ছাড়ানো (রসপূর্ন বীজ)	০.১৫
		পালং শাঁক	৩০.০
		লেটুস, হেড	১০.০
		পিঁয়াজ কলি/পাতা	৯.০০
		আলু	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০১
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, Dried)	৫.০০
		রসুন	০.৬০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	০.৬০
	১৫.১	ভুট্টার সালাদ (Corn salad)	১০.০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ফ্লুসিলাজোল (Flusilazole)	১.১.১	দুধ	০.০৫
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		সয়াবিন তেল , পরিশোধিত	০.১০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		এপ্রিকট	০.২০
		আঙ্গুর	০.২০
		কলা	০.০৩
		নেকটারিন (Nectarine)	০.২০
		পোমে ফল	০.৩০
		পীচ	০.২০
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	০.৩০
		আঙ্গুরের পোমেস, শুষ্ক (Grape pomace, Dry)	২.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		সুগার বীট	০.০৫
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০১
		রেপ বীজ	০.১০
		সূর্য্যমুখি বীজ	০.১০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.০৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য	০.২০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.২০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	২.০০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	১.০০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.২০
	১০.১	ডিম	০.১০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ইপ্রোডিওন (Iprodione)	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আলমন্ড	০.২০
		ব্ল্যাকবেরি	৩০.০
		চেরি, সকল প্রকার	১০.০
		আঙ্গুর	১০.০
		কিউই ফল (Kiwi fruit)	৫.০০
		পীচ	১০.০
		পোমে ফল	৫.০০
		র‌্যাপস বেরি, লাল, কালো (Raspberries, Red, Black)	৩০.০
		স্ট্রবেরি	১০.০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রকলি	২৫.০
		গাঁজর	১০.০
		সাধারণ বিন (Pods and/or immature seeds)	২.০০
		লেটুস পাতা	২৫.০
		লেটুস, হেড	১০.০
		শসা	২.০০
		রেপ বীজ	০.৫০
		সুগার বীট	০.১০
		টমেটো	৫.০০
		সূর্য্যমূখি বীজ	০.৫০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		বীন (শুষ্ক)	০.১০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		বার্লি	২.০০
		চাউল, কাঁড়া (Rice, Husked)	১০.০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মসলা, মূল এবং রাইজোম (Spices, Roots and Rhizomes)	০.১০
		মসলা, বীজ (Spices, Seeds)	০.০৫
		পিঁয়াজ, বাল্ব (Onion, Bulb)	০.২০
মেটালাক্সিল (Metalaxyl)	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		লেবু জাতীয় ফল	৫.০০
		আঙ্গুর	১.০০
		বাঙ্গি (Melons, except watermelon)	০.২০
		পোমে ফল	১.০০
		র‌্যাপসবেরি, লাল, কালো	০.২০
		তরমুজ	০.২০
		অ্যাভোকাডো	০.২০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	০.০৫
		ব্রকলি	০.৫০
		ব্রাসেলস স্প্রাউট (Brussels sprout)	০.২০
		বাঁধাকপি, হেড (Cabbage, Head)	০.৫০
		গাঁজর	০.০৫
		ফুলকপি	০.৫০
		শসা	০.৫০
		লেটুস, হেড	২.০০
		আলু	০.০৫
		মটর, খোসা ছাড়ানো (Shelled, succulent seeds)	০.০৫
		পালং শাঁক	২.০০
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন	০.২০
		স্কোয়াশ, শীতকালীন	০.২০
		সুগার বীট	০.০৫
		টমেটো	০.৫০
		সূর্য্যমূখি বীজ	০.০৫
		ক্ষীরা (Gherkin)	০.৫০
		তুলা বীজ	০.০৫

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		সয়াবিন, শুষ্ক	০.০৫
		চীনাবাদাম	০.১০
		কোকো বিন (Cocao beans)	০.২০
মেটালাক্সিল (Metalaxyl)	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য (Cereal grains)	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ	১.০০
		মরিচ, শুকনা Peppers chili, Dried	১০.০
		মসলা, বীজ	৫.০০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	২.০০
প্রপামোকার্ব (Propamocarb)	১.১.১	দুধ	০.০১
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		হাঁস মুরগির চর্বি	০.০১
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ব্রকলি	৩.০০
		ব্রাসেলস স্প্রাউট	২.০০
		ফুলকপি	২.০০
		বেগুন	০.৩০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	৫.০০
		লেটুস, হেড	১০০.০
		লেটুস, পাতা	১০০.০
		লীক (Leek)	৩০.০
		আলু	০.৩০
		মূলা	১.০০
		পালং শাঁক	৪০.০
		টমেটো	২.০০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০১
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
	১০.১	ডিম	০.০১
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, মিষ্টি	৩.০০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, Dried)	১০.০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	২.০০
প্রপিকোনাজোল (Propiconazole)	১.১.১	দুধ	০.০১
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির চর্বি (দুগ্ধজাত ব্যতীত)	০.০১
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.১০
		ক্রানবেরি (Cranberry)	০.৩০
		কমলা, মিষ্টি, টক (হাইব্রিড কমলাসহ)ঃ বিভিন্ন প্রজাতির Orange, Sweet, Sour (including orange like hybrids): several cultivars	৯.০০
		পীচ	৫.০০
		বরই (শুষ্ক কূল সহ) Plums (including prunes)	০.৬০
		আনারস	০.০২
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		রেপ বীজ	০.০২
		সুগার বীট	০.০২
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০৫
		টমেটো	৩.০০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বীন	০.০২
		সয়াবিন, শুষ্ক	০.০৭
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		বার্লি	০.২০
		ভূট্টা	০.০৫
		রাই	০.০২
		ট্রিটিকেল (Triticale)	০.০২
		গম	০.০২
		পপকর্ন	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০১
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.৫০
	১০.১	ডিম	০.০১
	১৬	যৌগিক বা মিশ্রখাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, ক্যাসেরোল, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫ এর বহির্ভূত	
		ইক্ষু (Sugarcane)	০.০২
পাইরাক্লোসট্রবিন (Pyraclostrobin)	১.১.১	দুধ	০.০৩
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		সাইট্রাস তেল, ভোজ্য (Citrus oil, edible)	১০.০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	০.৫০
		কলা	০.০২
		ব্ল্যাকবেরি	৩.০০
		চেরি, সকল প্রকার	৩.০০
		লেবু জাতীয় ফল	২.০০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		আঙ্গুর	২.০০
		আম	০.০৫
		পীচ	০.৩০
		ফুটি বা খরমুজ (Cantaloupe)	০.২০
		বরই (শুষ্ক কূলসহ) Plums (including prunes)	০.৮০
		র‌্যাস্পবেরি, লাল, কালো	৩.০০
		স্ট্রবেরি	১.৫০
		ব্লুবেরি	৪.০০
		পেঁপে	০.১৫
পাইরাক্লোসট্রবিন (Pyraclostrobin)	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৫.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আর্টিচোক, গ্লোব	২.০০
		ব্রাসেলস স্প্রাউট	০.৩০
		বাঁধাকপি, হেড	০.২০
		গাঁজর	০.৫০
		বেগুন	০.৩০
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	০.৫০
		লীক	০.৭০
		লেটুস, হেড	২.০০
		আলু	০.০২
		মটর (Pods and succulent, immature seeds)	০.০২
		মূলা	০.৫০
		মূলা পাতা (Including radish tops)	২০.০
		পিঁয়াজ কলি/পাতা	১.৫০
		সুগার বীট	০.২০
		টমেটো	০.৩০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
পাইরাক্লোসট্রবিন (Pyraclostrobin)		পেস্তা বাদাম (Pistachio nuts)	১.০০
		গাছ বাদাম	০.০২
		পাতা কপি (Kale)	১.০০
		ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি (ব্রকলি, চাইনিজ ও ফুলকপিসহ) Flower head brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and cauliflower)	০.১০
		তেল বীজ, চীনাবাদাম ব্যতীত (Oil seeds, except peanut)	০.৪০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		বিন (শুষ্ক)	০.২০
		কফি বিন	০.৩০
		মসুর ডাল (শুষ্ক)	০.৫০
		মটর (শুষ্ক)	০.৩০
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.০৫
		চীনাবাদাম, সম্পূর্ণ (Peanut, whole)	০.০২
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		বার্লি	১.০০
		ভুট্টা	০.০২
		যব (Oats)	১.০০
		জোয়ার (Sorghum)	০.৫০
		রাই	০.২০
		ট্রিটিকেল (Triticale)	০.২০
		গম	০.২০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.৫০
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১০.১	ডিম	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		গোলমরিচ	০.৫০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	১.৫০
		রসুন	০.১৫
টেবুকোনাজোল (Tebuconazole)	১.১.১	দুধ	০.০১
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	১.০০
		এপ্রিকট	২.০০
		কলা	০.০৫
		চেরি, সকল প্রকার	৪.০০
		আঙ্গুর	৬.০০
		জলপাই	০.০৫
		আম	০.০৫
		বাঙ্গি (Melons, except watermelon)	০.১৫
টেবুকোনাজোল (Tebuconazole)		নেকটারিন (Nectarine)	২.০০
		পীচ	২.০০
		নাশপাতি	১.০০
		বরই (শুষ্ক কুলসহ) Plums (including prunes)	১.০০
		আলুবোখারা	৩.০০
		পেঁপে	২.০০
		প্যাশন ফল (Passion fruit)	০.১০
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৭.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আর্টিচোক, গ্লোব	০.৬০
		ব্রকলি	০.২০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
		ব্রাসেলস স্প্রাউট	০.৩০
		বাঁধাকপি, হেড	১.০০
		গাঁজর	০.৪০
		ফুলকপি	০.০৫
		শসা	০.১৫
		বেগুন	০.১০
		লীক (Leek)	০.৭০
		লেটুস, হেড	৫.০০
		সয়াবিন, শুষ্ক	০.১৫
		রেপ বীজ	০.৩০
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন	০.২০
		মিষ্টি ভুট্টা	০.৬০
		টমেটো	০.৭০
		গাছ বাদাম	০.০৫
		তুলা বীজ	২.০০
টেবুকোনাজোল (Tebuconazole)	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		বিন (শুষ্ক)	০.৩০
		কফি বিন	০.১০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		বার্লি	২.০০
		যব (Oats)	২.০০
		চাউল	১.৫০
		রাই	০.১৫
		ট্রিটিকেল (Triticale)	০.১৫
		গম	০.১৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০৫
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.২০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
	১০.১	ডিম	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, মিষ্টি	১.০০
		মরিচ, শুকনা	১০.০
		পিঁয়াজ, বাল্ব	০.১০
		রসুন	০.১০
ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন (Trifloxystrobin)	১.১.১	দুধ	০.০২
	২.১.২	উদ্ভিজ তেল ও চর্বি	
		জলপাই তেল , পরিশোধিত	১.২০
		জলপাই তেল , ভার্জিন	০.৯০
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.০৫
		লেবু জাতীয় ফল	০.৫০
		আঙ্গুর	৩.০০
ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন (Trifloxystrobin)		জলপাই	০.৩০
		পেঁপে	০.৬০
		পোমে ফল	০.৭০
		স্টোন ফল	৩.০০
		স্ট্রবেরি	১.০০
	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৫.০০
	৪.১.২.৮	প্রক্রিয়াকৃত ফলের আঁশ, পিউরি, ফলের টপিং এবং নারকেলের দুধ	
		লেবু জাতীয় ফলের আঁশ, শুষ্ক (Citrus pulp, dry)	১.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	০.০৫
		ব্রাসেলস স্প্রাউট	০.১০
		বাঁধাকপি, হেড	০.৫০
		গাঁজর	০.১০
		সেলেরি (Celery)	১.০০
		বেগুন	০.৭০

ছত্রাকনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন (Trifloxystrobin)		লীক (Leek)	০.৭০
		ব্রাসিকা জাতীয় ফুলেল সবজি (ব্রকলি, চাইনিজ ও ফুলকপিসহ) Flower head brassicas (includes Broccoli, Chinese and cauliflower)	০.৫০
		ফলজ সবজি, কিউকারবিটস	০.৩০
		লেটুস, হেড	১৫.০
		আলু	০.০২
		মূলা	০.০৮
		মূলা পাতা (Including radish tops)	১৫.০
		সুগার বীট	০.০৫
		টমেটো	০.৭০
		গাছ বাদাম	০.০২
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		চীনাবাদাম	০.০২
		সুগার বীটের আঁশ, শুষ্ক (Sugar beet pulp, Dry)	০.২০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		বার্লি	০.৫০
		ভুট্টা	০.০২
		চাউল	৫.০০
		গম	০.২০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৪
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার বৃক্ক (Kidney of cattle, goat and sheep)	০.০৪
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার যকৃৎ (Liver of cattle, goat and sheep)	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৪
	১০.১	ডিম	০.০৪
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ, মিষ্টি	০.৩০

তফসিল-৯
আগাছানাশক (Herbicides) এর অবশিষ্টাংশ

আগাছানাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
২,৪-ডি 2,4-D (2,4-Dichloro-phenoxyacetic acid)	১.১.১	দুধ	০.০১
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		বেরি ও অন্যান্য ছোট ফলসমূহ	০.১০
		লেবু জাতীয় ফল	১.০০
		পোমে ফল	০.০১
		স্টোন ফল	০.০৫
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		আলু	০.২০
		রাই	২.০০
		মিষ্টি ভুট্টা	০.০৫
		গাছ বাদাম	০.২০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		সয়াবিন (শুষ্ক)	০.০১
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		ভুট্টা	০.০৫
		জোয়ার (Sorghum)	০.০১
		চাউল, কাঁড়া (Rice, Husked)	০.১০
		গম	২.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.২০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	৫.০০
	১০.১	ডিম	০.০১
	১৬	যৌগিক বা মিশ্রখাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, ক্যাসেরোল, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫ এর বহির্ভূত	
		ইক্ষু (Sugar cane)	০.০৫

আগাছানাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ডিকাম্বা (Dicamba)	১.১.১	দুধ	০.২০
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		হাঁস মুরগির চর্বি	০.০৪
		স্তন্যপায়ী প্রাণির চর্বি (দুধের চর্বি ব্যতীত)	০.০৭
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	৫.০০
		তুলা বীজ	০.০৪
		মিষ্টি ভুট্টা (কারনেলস), Sweet corn (kernels)	০.০২
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		সয়াবিন (শুষ্ক)	১০.০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্যদানা, চাউলসহ	
		বার্লি	৭.০০
		ভুট্টা	০.০১
		গম	২.০০
		জোয়ার (Sorghum)	৪.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৭
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.৭০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০৩
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০২
	১০.১	ডিম	০.০১
	১৬	যৌগিক বা মিশ্রখাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, ক্যাসেরোল, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫ এর বহির্ভূত	
		ইক্ষু (Sugar cane)	১.০০

আগাছানাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
গ্লুফোসিনেট-এমোনিয়াম (Glufosinate-Ammonium)	১.১.১	দুধ	০.০২
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		হরেক রকম গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও উপ-ক্রান্তীয় ফল (খোসা ভোজ্য) Assorted tropical and sub-tropical fruits (edible peel)	০.১০
		হরেক রকম গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও উপ-ক্রান্তীয় ফল (খোসা অভোজ্য) Assorted tropical and sub-tropical fruits (inedible peel)	০.১০
		কলা	০.২০
		ব্লুবেরি	০.১০
		কিশমিশ, কালো, লাল, সাদা (Currants, Black, Red, White)	১.০০
		বৈচি (Gooseberry)	০.১০
		লেবু জাতীয় ফল	০.০৫
		আঙ্গুর	০.১৫
		কিউই ফল (Kiwifruit)	০.৬০
		আলুবোখারা (Prunes)	০.৩০
		র‌্যাস্পবেরি, লাল, কালো	০.১০
		পোমে ফল	০.১০
		স্টোন ফল	০.১৫
		স্ট্রবেরি	০.৩০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		অ্যাসপারাগাস	০.৪০
		গাঁজর	০.০৫
		সাধারন বিন (Common beans: Pods and/or immature seeds)	০.০৫
		লেটুস, হেড	০.৪০
		লেটুস, পাতা	০.৪০
		আলু	০.১০
		সুগার বীট	১.৫০
		গাছ বাদাম	০.১০
		তুলা বীজ	৫.০০
		রেপ বীজ	১.৫০

আগাছানাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
গ্লুফোসিনেট-এমোনিয়াম (Glufosinate-Ammonium)	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বিন	০.১০
		সাধারন বিন (শুষ্ক)	০.০৫
		সয়াবিন (শুষ্ক)	২.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		ভুট্টা	০.১০
		চাউল	০.৯০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.১০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	৩.০০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০৫
	১২.২	ভেষজ, মশলা, সিজনিং	
		পিঁয়াজ, বাল্ব	০.০৫
	১৫.১	ভুট্টার সালাদ (Corn salad)	০.০৫
গ্লাইফোসেট (Glyphosate)	১.১.১	দুধ	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.০৫
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		রেপ বীজ	৩০.০
		সুগার বীট	১৫.০
		মিষ্টি ভুট্টা	৩.০০
		সূর্য্যমুখি বীজ	৭.০০
		তুলা বীজ	৪০.০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		মসুর ডাল (শুষ্ক)	৫.০০
		মটর (শুষ্ক)	৫.০০
		বিন, শুষ্ক	২.০০
		সয়াবিন (শুষ্ক)	২০.০

আগাছানাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
গ্লাইফোসেট (Glyphosate)	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য	৩০.০
		ভুট্টা	৫.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০৫
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.৫০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	৫.০০
	১০.১	ডিম	০.০৫
	১৬	যৌগিক বা মিশ্রখাদ্য (যথাঃ মাংসের পাই, ক্যাসেরোল, টুকরা মাংস) যাহা খাদ্য শ্রেণি ১-১৫ এর বহির্ভূত	
		ইক্ষু (Sugarcane)	২.০০
এমসিপিএ (MCPA)	১.১.১	দুধ	০.০৪
	২.১.৩	চর্বি, ট্যালো, মাছের তেল এবং অন্যান্য পশুর চর্বি	
		হাঁস মুরগির চর্বি	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির চর্বি (দুধের চর্বি ব্যতীত)	০.২০
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		মটর (শুষ্ক)	০.০১
		তিসির বীজ (Flax-seed)	০.০১
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		বার্লি	০.২০
		ভুট্টা	০.০১
		রাই	০.২০
		গম	০.২০
		ট্রিটিকেল (Triticale)	০.২০
		যব (Oats)	০.২০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	৩.০০
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.১০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০৫

আগাছানাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
প্যারাকুয়েট (Paraquat)	১.১.১	দুধ	০.০০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		হরেক রকম গ্রীষ্ম মন্ডলীয় ও উপ-ক্রান্তীয় ফল, খোসা অভোজ্য (Assorted tropical and sub-tropical fruits, inedible peel)	০.০১
		বেরি ও অন্যান্য ছোট ফল সমূহ	০.০১
		লেবু জাতীয় ফল	০.০২
		জলপাই	০.১০
		পোমে ফল	০.০১
		স্টোন ফল	০.০১
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস ব্যতীত	০.০৫
		ফল জাতীয় সবজি, কিউকারবিটস	০.০২
		শাঁক	০.০৭
		মূল ও কন্দ জাতীয় সবজি	০.০৫
		ডাল	০.৫০
		গাছ বাদাম	০.০৫
		সূর্য্যমুখি বীজ	২.০০
		তুলা বীজ	২.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		ভুট্টা	০.০৩
		জোয়ার (Sorghum)	০.০৩
প্যারাকুয়েট (Paraquat)	৬.১	চাউল (Rice)	০.০৫
		ভুট্টার আটা	০.০৫
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস, সামুদ্রিক ব্যতীত	০.০০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০০৫
	১০.১	ডিম	০.০০৫
	১৪.১.৫	চা, গ্রীন, কালো (কালো, গাঁজনকৃত এবং শুষ্ক)	০.২০

তফসিল-১০

মাকড়নাশক (Miticide) এর অবশিষ্টাংশ

মাকড়নাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ব্রোমোপ্রপাইলেট (Bromopropylate)	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		লেবু জাতীয় ফল	২.০০
		আঙ্গুর	২.০০
		বাঙ্গি (Melons, except watermelon)	০.৫০
		পাম এবং শুষ্ক কূল (Plums including prunes)	২.০০
		পোমে ফল (Pome fruits)	২.০০
		স্ট্রবেরি	২.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		সাধারণ বিন Common beans (pods and/or immature seeds)	৩.০০
		শসা	০.৫০
		স্কোয়াশ, গ্রীষ্মকালীন (Squash, Summer)	০.৫০

তফসিল-১১

কৃমিনাশক (Nematicide) এর অবশিষ্টাংশ

কৃমিনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
টারবুফস (Terbufos)	১.১.১	দুধ	০.০১
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		কলা	০.০৫
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		সুগার বীট (Sugar beet)	০.০২
		মিষ্টি ভুট্টা (Sweet corn)	০.০১
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কফি বীন (Coffee beans)	০.০৫
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		ভুট্টা	০.০১
		জোয়ার (Sorghum)	০.০১
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		স্তন্যপায়ী প্রাণির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.০৫
		স্তন্যপায়ী প্রাণির মাংস (সামুদ্রিক ব্যতীত)	০.০৫
		হাঁস মুরগির মাংস	০.০৫
	১০.১	ডিম	০.০১

তফসিল-১২

কীটনাশক (গুদামজাত খাদ্যপণ্যে ব্যবহৃত) এর অবশিষ্টাংশ

কীটনাশক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
মিথাইল ব্রোমাইড (Methyl Bromide)	৪.১.২.২	শুষ্ক ফল-মূল (Dried fruits)	২.০০*
		শুষ্ক ফল-মূল (Dried fruits)	০.০১**
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		গাছ বাদাম (Tree nuts)	১০.০০*
		গাছ বাদাম (Tree nuts)	০.০১**
	৪.২.২.২	শুষ্ক শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল, বাদাম ও বীজ	
		কোকো বিন (Cocoa beans)	৫.০০*
		চিনাবাদাম (Pea nut)	১০.০০*
		চিনাবাদাম (Pea nut)	০.০১**
	৫	কনফেকশনারি	
	৫.১.১	কোকো জাতীয় পণ্য (Cocoa products)	০.০১**
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউল সহ	
		দানাদার খাদ্যশস্য (Cereal grains)	৫.০০*
		গুঁড়াকৃত শস্য পণ্য (Milled cereal products)	১.০০*
		গুঁড়াকৃত শস্য পণ্য (Milled cereal products)	০.০১**
	৭	বেকারি পণ্য (Bakery wares)	
	৭.১	পাউরুটি (Bread)	০.০১**
	১৫.১	স্ন্যাকস-আলু, খাদ্যশস্য, আটা বা শর্করা ভিত্তিক (মূল, কন্দ ডাল বা লেগুম হইতে) Snacks- potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)	
		রান্না করা শস্য জাতীয় খাদ্যপণ্য (Cooked cereal products)	০.০১**

* To apply at point of entry into a country and, in case of cereal for milling, if product has been freely exposed to air for a period of at least 24 h after fumigation and before of retail sale or when offered for consumption

** To apply to commodity at point of retail sale or when offered for consumption

তফসিল-১৩

উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (Plant Growth Regulator) এর অবশিষ্টাংশ

উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
এথিফোন (Ethephon)	১.১.১	গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার দুধ	০.০৫
	৪.১.১.১	অপরিশোধিত তাজা ফল	
		আপেল	৫.০০
		ব্লু বেরি (Blue berry)	২০.০০
		চেরি, সকল প্রকার	১০.০০
		ফুটি বা খরমুজ (Cantaloupe)	১.০০
		আঙ্গুর	১.০০
		আনারস	২.০০
		আখরোট	০.৫০
		ডুমুর, (Figs, Dried or dried and candied)	১০.০০
	৪.২.১.১	অপরিশোধিত তাজা সবজি, বাদাম ও বীজ	
		টমেটো	২.০০
		হেজেল বাদাম	০.২০
		তুলা বীজ	২.০০
	৪.২.২.২	শুষ্ক ফল	
		শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ, রেইজিন ও সুলতানা)	৫.০০
	৬.১	সম্পূর্ণ, ভাঙা, বা ফ্লেক শস্য দানা, চাউলসহ	
		বার্লি	১.০০
		রাই (Rye)	১.০০
		গম	১.০০
	৮.১.১	তাজা মাংস, পোল্ট্রি, এবং আস্ত বা টুকরা শিকারের মাংস	
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার মাংস	০.১০
		হাঁস মুরগির মাংস	০.১০
		হাঁস মুরগির ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.২০
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার ভোজ্য অপ্রয়োজনীয় অংশ	০.২০
	১০.১	মুরগির ডিম	০.২০
	১২.২	ভেষজ, মসলা, সিজনিং	
		মরিচ (Peppers)	৫.০০
		মরিচ, শুকনা (Peppers chili, Dried)	৫০.০০

তফসিল-১৪
পশু বা মৎস্য রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ

ঔষধের নামঃ অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের সক্রিয় যৌগ	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম বা শ্রেণি	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
এ্যালবেন্ডাজলঃ এ্যালবেন্ডাজল-২-এমাইনোসালফোন Albendazole. Residue: Albendazole-2-Aminosulfone	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.১
	২.১.৩	চর্বি (নির্ধারিত নয়)	০.১
	৮.১.১	মাংস (নির্ধারিত নয়)	০.১
		বৃক্ক (নির্ধারিত নয়)	৫.০
		যকৃৎ (নির্ধারিত নয়)	৫.০
এ্যামোক্সিসিলিন Amoxicillin. Residue: Amoxicillion	১.১.১	গবাদি পশু ও ভেড়ার দুধ	০.০০৪
	২.১.৩	গবাদি পশু ও ভেড়ার চর্বি	০.০৫
	৮.১.১	গবাদি পশু ও ভেড়ার মাংস	০.০৫
		গবাদি পশু ও ভেড়ার বৃক্ক	০.০৫
		গবাদি পশু ও ভেড়ার যকৃৎ	০.০৫
এ্যামপিসিলিনঃ এ্যামপিসিলিন Ampicillin. Residue: Ampicillin	১.১.১	ভোজ্য সকল পশুর দুধ	০.০০৪
	২.১.৩	ভোজ্য সকল পশুর চর্বি	০.০৫
	৮.১.১	ভোজ্য সকল পশুর মাংস, বৃক্ক ও যকৃৎ	০.০৫
বেনজাইলপেনিসিলিনঃ বেনজাইলপেনিসিলিন Benzylpenicillin (Anti-microbial agent). Residue: Benzylpenicillin	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০০৪
	৮.১.১	গবাদি পশু ও মুরগির মাংস	০.০৫
		গবাদি পশু ও মুরগির বৃক্ক	০.০৫
		গবাদি পশু ও মুরগির যকৃৎ	০.০৫
সেফালেক্সিনঃ সেফালেক্সিন Cefalexin. Residue: Cefalexin	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.১
	২.১.৩	গবাদি পশুর চর্বি	০.২
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস ও যকৃৎ	০.২
		গবাদি পশুর বৃক্ক	১.০
সেফটিওফারঃ ডেসফিউরাইল সেফটিওফার Ceftiofur. Residue: Desfuroyl ceftiofur	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.১
	২.১.৩	গবাদি পশুর চর্বি	২.০
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস	১.০
		গবাদি পশুর বৃক্ক	৬.০
		গবাদি পশুর যকৃৎ	২.০

ঔষধের নামঃ অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের সক্রিয় যৌগ	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম বা শ্রেণি	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন/ অক্সিটেট্রাসাইক্লিন/টেট্রাসাইক্লিনঃ Chlortetracycline/ Oxytetracycline/Tetracycline Residue: Chlortetracycline	১.১.১	গবাদি পশু ও ভেড়ার দুধ	০.১
	৮.১.১	গবাদি পশু, ভেড়া এবং হাঁস মুরগির মাংস	০.২
		গবাদি পশু, ভেড়া এবং হাঁস মুরগির বৃক্ক	১.২
		গবাদি পশু, ভেড়া এবং হাঁস মুরগির যকৃৎ	০.৬
	১০.১	হাঁস মুরগির ডিম	০.৪
কলিস্টিনঃ কলিস্টিন এ এবং বি এর সমষ্টি Colistin. Residue: Sum of Colistin A & B	১.১.১	গবাদি পশু ও ভেড়ার দুধ	০.০৫
	২.১.৩	গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল, খরগোশ, টার্কি এবং মুরগির চর্বি	০.১৫
	৮.১.১	গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল, খরগোশ, টার্কি এবং মুরগির মাংস	০.১৫
		গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল, খরগোশ, টার্কি এবং মুরগির বৃক্ক	০.২
		গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল, খরগোশ, টার্কি এবং মুরগির যকৃত	০.১৫
	১০.১	মুরগির ডিম	০.৩
ডেক্সামেথাসনঃ ডেক্সামেথাসন Dexamethasone. Residue: Dexamethasone	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০০০৩
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস	০.০০১
		গবাদি পশুর বৃক্ক	০.০০১
		গবাদি পশুর যকৃৎ	০.০০২
ডাইক্লোফেনাকঃ ডাইক্লোফেনাক Diclofenac Residue: Diclofenac	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০০০১
	২.১.৩	গবাদি পশুর চর্বি	০.০০১
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস ও যকৃৎ	০.০০৫
		গবাদি পশুর বৃক্ক	০.০১

ঔষধের নামঃ অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের সক্রিয় যৌগ	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম বা শ্রেণি	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ডাইক্লক্সাসিলিনঃ ডাইক্লক্সাসিলিন Dicloxacillin. Residue: Dicloxacillin	১.১.১	দুধ	০.০৩
	২.১.৩	ভোজ্য সকল প্রাণির চর্বি	০.৩
	৮.১.১	ভোজ্য সকল প্রাণির মাংস	০.৩
		ভোজ্য সকল প্রাণির বৃক্ক	০.৩
		ভোজ্য সকল প্রাণির যকৃৎ	০.৩
ডক্সিসাইক্লিনঃ ডক্সিসাইক্লিন Doxycyclin Residue: Doxycyclin	২.১.৩	হাঁস মুরগির চর্বি	০.৩
	৮.১.১	গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির মাংস	০.১
		গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির বৃক্ক	০.৬
		গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির যকৃৎ	০.৩
এনরোফ্লোক্সাসিনঃ এনরোফ্লোক্সাসিন ও সিপ্রোফ্লোক্সাসিন এর সমষ্টি Enrofloxacin. Residue-Sum of Enrofloxacin & Ciprofloxacin	১.১.১	গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার দুধ	০.১
	২.১.৩	গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া, খরগোশ ও হাঁস মুরগির চর্বি	০.১
	৮.১.১	গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া, খরগোশ ও হাঁস মুরগির মাংস	০.১
এনরোফ্লোক্সাসিনঃ এনরোফ্লোক্সাসিন ও সিপ্রোফ্লোক্সাসিন এর সমষ্টি Enrofloxacin. Residue-Sum of Enrofloxacin & Ciprofloxacin		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার বৃক্ক	০.২
		খরগোশ ও হাঁস মুরগির বৃক্ক	০.৩
		গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার যকৃৎ	০.৩
		খরগোশ ও হাঁস মুরগির যকৃৎ	০.২
ইরাইথ্রোমাইসিনঃ ইরাইথ্রোমাইসিন এ Erythromycin (antimicrobial agent). Residue- Erythromycin A	১.১.১	দুধ	০.০৪
	২.১.৩	টার্কি ও মুরগির চর্বি	০.১
		ভোজ্য সকল পশুর চর্বি	০.২
	৮.১.১	টার্কি ও মুরগির মাংস	০.১
		ভোজ্য সকল পশুর মাংস	০.২
		টার্কি ও মুরগির বৃক্ক	০.১
		ভোজ্য সকল পশুর বৃক্ক	০.২
		টার্কি ও মুরগির যকৃত	০.১
		ভোজ্য সকল পশুর যকৃৎ	০.২
	১০.১	মুরগির ডিম	০.০৫

ঔষধের নামঃ অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের সক্রিয় যৌগ	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম বা শ্রেণি	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
ফেনবেন্ডাজল/ফেবান্টেল/ অক্সফেন্ডাজল (ফেনবেন্ডাজল, অক্সফেন্ডাজল ও অক্সফেন্ডাজল সালফোনের সমষ্টি) Sum of Fenbendazole, Oxfendazole and oxfendazole sulphone	১.১.১	গবাদি পশু ও ভেড়ার দুধ	০.১
	২.১.৩	গবাদি পশু, ভেড়া ও ছাগলের চর্বি	০.১
	৮.১.১	গবাদি পশু, ভেড়া ও ছাগলের মাংস ও বৃক্ক	০.১
		গবাদি পশু, ভেড়া ও ছাগলের যকৃৎ	০.৫
ফ্লুমেকুইন Flumequine. Residue-Flumequine	২.১.৩	গবাদি পশু, ভেড়া ও মুরগির চর্বি	১.০
	৮.১.১	গবাদি পশু, ভেড়া ও মুরগির মাংস ও যকৃৎ	০.৫
		গবাদি পশু, ভেড়া ও মুরগির বৃক্ক	৩.০
জেনটামাইসিনঃ জেনটামাইসিন Gentamicin. Residue-Gentamicin	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.২
	২.১.৩	গবাদি পশুর চর্বি	০.১
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস	০.১
		গবাদি পশুর বৃক্ক	৫.০
		গবাদি পশুর যকৃৎ	২.০
ইমিডোকার্বঃ ইমিডোকার্ব Imidocarb. Residue- Imidocarb	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০৫
	২.১.৩	গবাদি পশুর চর্বি	০.০৫
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস	০.৩
		গবাদি পশুর বৃক্ক	২.০
		গবাদি পশুর যকৃৎ	১.৫
আইভারমেকটিনঃ ২২,২৩-ডাইহাইড্রোএভারমেকটিন বি১এ Ivermectin. Residue: 22,23-Dihydroavermectin B1a (H2B1a)	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০১
	২.১.৩	গবাদি পশুর চর্বি	০.০৪
		ভেড়ার চর্বি	০.০২
	৮.১.১	ভোজ্য সকল পশুর বৃক্ক	০.০৩
		গবাদি পশুর যকৃৎ	০.১
		ভেড়ার যকৃৎ	০.০১৫

ঔষধের নামঃ অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের সক্রিয় যৌগ	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম বা শ্রেণি	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
লিভামিসলঃ লিভামিসল Levamisole. Residue: Levamisole	২.১.৩	গবাদি পশু, ভেড়া ও হাঁস মুরগির চর্বি	০.০১
	৮.১.১	গবাদি পশু, ভেড়া ও হাঁস মুরগির মাংস ও বৃক্ক	০.০১
		গবাদি পশু, ভেড়া ও হাঁস মুরগির যকৃৎ	০.১
লিনকোমাইসিনঃ লিনকোমাইসিন Lincomycin Residue: Lincomycin	১.১.১	ভোজ্য সকল পশুর দুধ	০.১৫
	২.১.৩	ভোজ্য সকল প্রাণির চর্বি	০.০৫
	৮.১.১	ভোজ্য সকল প্রাণির মাংস	০.১
		ভোজ্য সকল প্রাণির বৃক্ক	১.৫
		ভোজ্য সকল প্রাণির যকৃৎ	০.৫
	১০.১	ভোজ্য সকল প্রাণির ডিম	০.০৫
মেলোক্সিকামঃ মেলোক্সিকাম Meloxicam. Residue: Meloxicam	১.১.১	গবাদি পশু ও ছাগলের দুধ	০.০১৫
	৮.১.১	গবাদি পশু, ছাগল ও খরগোশের মাংস	০.০২
		গবাদি পশু, ছাগল ও খরগোশের বৃক্ক ও যকৃৎ	০.০৬৫
মোরানটেলঃ এন-মিথাইল ১,৩ প্রোপ্যানিডায়ামাইন Morantel. Residue: n-Methyl-1, 3-propanediamine	১.১.১	ভোজ্য সকল পশুর দুধ	০.০৫
	২.১.৩	ভোজ্য সকল প্রাণির চর্বি	০.১
	৮.১.১	ভোজ্য সকল প্রাণির মাংস	০.১
		ভোজ্য সকল প্রাণির বৃক্ক	০.২
		ভোজ্য সকল প্রাণির যকৃৎ	০.৮
নিওমাইসিনঃ নিওমাইসিন Neomycin. Residue: Neomycin	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	১.৫
	২.১.৩	গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া, টার্কি, হাঁস ও মুরগির চর্বি	০.৫
	৮.১.১	গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া, টার্কি, হাঁস ও মুরগির মাংস	০.৫
		গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া, টার্কি, হাঁস ও মুরগির বৃক্ক	১০.০
		গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া, টার্কি, হাঁস ও মুরগির যকৃৎ	০.৫
	১০.১	মুরগির ডিম	০.৫

ঔষধের নামঃ অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের সক্রিয় যৌগ	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম বা শ্রেণি	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
নাইটোক্সিনিলঃ Nitoxinil. Residue: Nitoxinil	২.১.৩	গবাদি পশু ও ভেড়ার চর্বি	০.২
	৮.১.১	গবাদি পশু ও ভেড়ার মাংস ও বৃক্ক	০.৪
		গবাদি পশু ও ভেড়ার যকৃৎ	০.০২
অক্সিক্লোযানাইডঃ অক্সিক্লোযানাইড Oxyclozanide. Residue: Oxyclozanide	১.১.১	ভোজ্য সকল পশুর দুধ	০.০১
	২.১.৩	ভোজ্য সকল প্রাণির চর্বি	০.০২
	৮.১.১	ভোজ্য সকল প্রাণির মাংস	০.০২
		ভোজ্য সকল প্রাণির বৃক্ক	০.১
		ভোজ্য সকল প্রাণির যকৃৎ	০.৫
অক্সিটেট্রাসাইক্লিনঃ মূল যৌগ এবং ইহার ৪-ইপিমারের সমষ্টি Oxytetracycline: Residue: Sum of parent drug and its 4-epimer	১.১.১	ভোজ্য সকল পশুর দুধ	০.১
	৮.১.১	ভোজ্য সকল প্রকার মাংস	০.১
		ভোজ্য সকল প্রকার বৃক্ক	০.৬
		ভোজ্য সকল প্রকার যকৃৎ	০.৩
	১০.১	ভোজ্য সকল প্রকার ডিম	০.২
পাইপেরাজিনঃ পাইপেরাজিনঃ Piperazine Residue: Piperazine	১০.১	মুরগির ডিম	২.০
প্রেডনিসোলনঃ প্রেডনিসোলন Prednisolone. Residue: Prednisolone	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০০৬
	২.১.৩	গবাদি পশুর চর্বি	০.০০৪
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস	০.০০৪
		গবাদি পশুর বৃক্ক ও যকৃৎ	০.০১
স্ট্রেপটোমাইসিনঃ স্ট্রেপটোমাইসিন Streptomycin Residue: Streptomycin	১.১.১	ভোজ্য সকল পশুর দুধ	০.২
	২.১.৩	ভোজ্য সকল প্রাণির চর্বি	০.৫
	৮.১.১	ভোজ্য সকল প্রাণির মাংস	০.৫
		ভোজ্য সকল প্রাণির বৃক্ক	১.০
		ভোজ্য সকল প্রাণির যকৃৎ	০.৫

ঔষধের নামঃ অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের সক্রিয় যৌগ	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম বা শ্রেণি	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
সালফোনামাইড (এই গ্রুপের সকল যৌগ): Sulfonamides (all substences belonging to sulfonamide group)	১.১.১	গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার দুধ	০.১
	২.১.৩	ভোজ্য সকল প্রাণির চর্বি	০.১
	৮.১.১	ভোজ্য সকল প্রাণির মাংস, বৃক্ক ও যকৃৎ	০.১
সালফাডাইমিডিন: সালফাডাইমিডিন Sulfadimidine. Residue: Sulfadimidine	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০২৫
	২.১.৩	চর্বি (অনির্ধারিত)	০.১
	৮.১.১	মাংস, বৃক্ক ও যকৃৎ (অনির্ধারিত)	০.১
টায়ামুলিনঃ মেটাবোলাইটসমূহের সমষ্টি যাহা আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া ৮-আলফা-হাইডক্সিমিউটিলিন এ রূপান্তরিত হইতে পারে (তবে ডিমের ক্ষেত্রে শুধু টায়ামুলিন) Tiamulin. Residue: Sum of metabolites that may be hydrolysed to 8-α-hydroxymutilin	২.১.৩	টার্কি ও মুরগির চামড়া ও চর্বি	০.১
	৮.১.১	টার্কি, মুরগি ও খরগোশের মাংস	০.১
		মুরগির যকৃৎ	১.০
		টার্কির যকৃৎ	০.৩
		খরগোশের যকৃৎ	০.৫
	১০.১	মুরগির ডিম	১.০
তিলমিকোসিন: তিলমিকোসিন Tilmicosin. Residue: Tilmicosin	২.১.৩	গবাদি পশু ও ভেড়ার চর্বি	০.১
		টার্কি ও মুরগির চামড়া/চর্বি	০.২৫
	৮.১.১	গবাদি পশু, টার্কি ও ভেড়ার মাংস	০.১
		মুরগির মাংস	০.১৫
		গবাদি পশু ও ভেড়ার বৃক্ক	০.৩
		মুরগির বৃক্ক	০.৬
		টার্কির বৃক্ক	১.২
		গবাদি পশু ও ভেড়ার যকৃৎ	১.০
		টার্কির যকৃৎ	১.৪
		মুরগির যকৃৎ	২.৪
টোলফেনামিক এসিডঃ টোলফেনামিক এসিড Tolfenamic acid. Residue: Tolfenamic acid	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০৫
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস	০.০৫
		গবাদি পশুর বৃক্ক	০.১
		গবাদি পশুর যকৃৎ	০.৪

ঔষধের নামঃ অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের সক্রিয় যৌগ	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম বা শ্রেণি	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
টোল্ট্রাজুরিলঃ টোল্ট্রাজুরিল সালফোন Toltrazuril. Residue: Toltrazuril sulfone	২.১.৩	টার্কি ও মুরগির চামড়া/চর্বি	০.২
		ভোজ্য অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণির চর্বি	০.১৫
	৮.১.১	টার্কি, মুরগি এবং অন্যান্য ভোজ্য স্তন্যপায়ী প্রানির মাংস	০.১
		টার্কি ও মুরগির বৃক্ক	০.৪
		ভোজ্য অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রানির বৃক্ক	০.২৫
		টার্কি ও মুরগির যকৃৎ	০.৬
		ভোজ্য অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণির যকৃৎ	০.৫
ট্রাইক্লোরফনঃ ট্রাইক্লোরফন Trichlorfon- Residue: Trichlorfon	১.১.১	গবাদি পশুর দুধ	০.০৫
ট্রাইক্লাবেনডাজলঃ কিটোট্রাইক্লাবেনডাজল Triclabendazole Residue: Ketotriclabendazole	২.১.৩	গবাদি পশু ও ভেড়ার চর্বি	০.১
	৮.১.১	গবাদি পশুর মাংস	০.২৫
		ভেড়ার মাংস	০.২
		গবাদি পশুর বৃক্ক	০.৪
		ভেড়ার বৃক্ক	০.২
ট্রাইক্লাবেনডাজলঃ কিটোট্রাইক্লাবেনডাজল Triclabendazole Residue: Ketotriclabendazole	৮.১.১	গবাদি পশুর যকৃৎ	০.৮৫
		ভেড়ার যকৃৎ	০.৩
টাইলোসিনঃ টাইলোসিন এ Tylosin Residue: Tylosin A		গবাদি পশুর দুধ	০.১
	২.১.৩	গবাদি পশু ও মুরগির চামড়া ও চর্বি	০.১
	৮.১.১	গবাদি পশু ও মুরগির মাংস, বৃক্ক ও যকৃৎ	০.১
	১০.১	মুরগির ডিম	০.৩

বিঃ দ্রঃ তফসিল-১ হইতে তফসিল-১৪ এর শিরোনামভুক্ত রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ এর উপস্থিতি বলিতে সর্বোচ্চ উপস্থিতির পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান।

মোঃ মজিবর রহমান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ৯, ২০১৭

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৯৩-আইন/২০১৭।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১)এই প্রবিধানমালা মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩নং আইন);

(খ) **"উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ (Best Before)"** অর্থ খাদ্য বা খাদ্যপণ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপদতার সর্বোচ্চ মেয়াদ, যে সময়ে নির্ধারিত সংরক্ষণ পদ্ধতিতে পণ্যটি উহার নির্দিষ্ট প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গুণাবলি ধারণ করিবে মর্মে নির্দেশ করে, তবে উক্ত সময়ের পর খাদ্য বা খাদ্যপণ্যটির মান সন্তোষজনক থাকিতে পারে, কিন্তু উহা বিক্রয়যোগ্য থাকিবে না;

(গ) **"খাদ্য ভোক্তা"** অর্থ কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের চূড়ান্ত ভোগকারী, যিনি উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যকে খাদ্য ব্যবসার কোনো কার্যক্রমে ব্যবহার করেন না;

(ঘ) **"খাদ্যোপকরণ"** অর্থ খাদ্য-সংযোজন দ্রব্যসহ খাদ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত যে কোনো উপকরণ বা উপাদান, যেরূপেই বিদ্যমান থাকুক না কেন, যাহা চূড়ান্ত খাদ্যে উপস্থিত থাকে;

(ঙ) **"নেট ওজন"** অর্থ কেবল ধারণ-পাত্রস্থিত বস্তুর প্রকৃত ওজন;

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

(চ) **"মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ (Expiry Date)" বা "ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ (Use by Date)"** অর্থ নির্ণয়কৃত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল, যাহার পরে কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য, যে অবস্থায়ই সংরক্ষণ করা হউক না কেন, প্রত্যাশিত স্বাভাবিক গুণাবলি হারাইতে পারে এবং উক্ত সময়কালের পরে উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বিক্রয়যোগ্য হইবে না;

(ছ) **"মোড়ক"** অর্থ কোনো দ্রব্য আচ্ছাদন বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য খোল (case),বাক্স, কার্টুন, প্যাকেট, স্যাক-প্যাক, পাত্র, আধার, র‍্যাপার (wrapper), তরল সংরক্ষণ পাত্র (vessel),কৌটা, বোতল, ক্যান, ব্যান্ড, টিকেট, রীল, ফ্রেম, কোণ (cone), ক্যাপসুল, ঢাকনা এবং সমজাতীয় অন্যান্য বস্তু;

(জ) **"মোড়কাবদ্ধ খাদ্য"** অর্থ যে খাদ্য বা খাদ্যপণ্য পূর্ব হইতেই কোনো মোড়কে বা ধারণপাত্রে রক্ষিত অবস্থায় খাদ্য ভোক্তা বা খাদ্য সরবরাহকারীর নিকট উপস্থাপিত হয়;

(ঝ) **"লেবেল"** অর্থ কোনো খাদ্যদ্রব্যের মোড়কের উপর সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো ট্যাগ, ব্রান্ড, মার্ক, চিত্র, চিহ্ন, হলমার্ক, গ্রাফিক্স বা বর্ণনামূলক নির্দেশনা, যাহা লিখিত, মুদ্রিত, সিলমোহরকৃত অথবা স্টেনসিল, এ্যাম্বোশ বা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং এর মাধ্যমে অথবা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ছাপ প্রদান করা হয় বা সংযোজন করা হয়; এবং

(ঞ) **"লেবেলিং"** অর্থ লিখিত, মুদ্রিত বা গ্রাফিক্স আকারে বর্ণিত কোনো দ্রব্যের পরিচিতিমূলক বর্ণনা, যাহা লেবেলে সন্নিবেশিত বা সংযোজনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

৩। **অন্যান্য আইনের অতিরিক্ততা।**—এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি লেবেলিং বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধানাবলির অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেবেলিং

৪। **মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর সাধারণ শর্তাবলি, ইত্যাদি।**—(১) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) দেশে প্রস্তুতকৃত মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে প্রদেয় সংশ্লিষ্ট তথ্য বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; তবে, প্রয়োজনে, বাংলার পাশাপাশি এক বা একাধিক বিদেশি ভাষাও ব্যবহার করা যাইবে;

(খ) আমদানিকৃত মোড়কাবদ্ধ খাদ্য দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, লেবেল বিদেশি ভাষায় হইলে, বাংলা ভাষাতেও লেবেল বা একটি সাব-লেবেল সংযুক্ত করিতে হইবে;

(গ) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেল, ধারণপাত্র বা প্যাকিং এর অভ্যন্তরস্থ খাদ্য ও খাদ্য-সংযোজনকারী দ্রব্য সংক্রান্ত তথ্যাদির ঘোষণা সম্বলিত হইতে হইবে;

(ঘ) খাদ্য ভোক্তার জন্য যথাসম্ভব সহজবোধ্যভাবে খাদ্যের নাম ও উপকরণের তালিকা বা বিবরণ লেবেলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঙ) লেবেল অনাবৃত, সহজে দৃশ্যমান ও সহজপাঠ্য হইতে হইবে এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করিয়া, মোড়কের আয়তন অনুপাতে ফন্টের আকার নির্ধারণ করিতে হইবে;

(চ) মোড়ক হইতে লেবেলের বিচ্ছিন্নতা রোধকল্পে, মোড়কের ধরন অনুযায়ী, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে;

(ছ) লেবেলে, ক্ষেত্রমত, প্রতি ১০০ গ্রাম বা ১০০ মি.গ্রা. পরিমাণে অথবা প্রত্যেক পরিবেশনায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিগত উপাদানের উপস্থিতি ঘোষণা করিতে হইবে; তবে কৃষিজাত কাঁচামাল, যেমন-শস্য, শাকসব্জি, মশলা, চিনি ও অপুষ্টিদায়ক দ্রব্যাদির পুষ্টিগত উপাদানের তথ্যাদি উল্লেখের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না;

(জ) মোড়কের দৃষ্টিগোচরিভূত স্থান (field of vision) ১০০ বর্গসেন্টিমিটার অপেক্ষা কম আয়তনবিশিষ্ট হইলে লেবেলে সংশ্লিষ্ট উপকরণের তালিকা, পুষ্টিগত তথ্যাবলি ও ব্যবহার বিধি উল্লেখ করিতে হইবে না, যদি—

(অ) পাইকারি পর্যায়ের মোড়কে উক্ত তথ্যাবলি সন্নিবেশ নিশ্চিত করা হয়; এবং

(আ) খুচরা ক্রেতাগণের চাহিদা অনুসারে লিফলেট আকারে উক্ত তথ্যাদির অনুলিপি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

(২) লেবেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) উৎপাদক, মোড়কজাতকারী, সরবরাহকারী বা বাজারজাতকারীর নাম ও ঠিকানা;

(খ) খাদ্য উপাদান বা উপকরণের ধরন ও নাম (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম);

(গ) ব্যাচ, কোড বা লট নম্বর;

(ঘ) নেট ওজন বা আয়তন বা সংখ্যা ও মোট ওজন;

(ঙ) উৎপাদনের তারিখ (Date of Manufacture);

(চ) মোড়কীকরণের তারিখ (Date of Pakaging);

(ছ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ;

(জ) উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ;

(ঝ) পুষ্টিগত তথ্যাবলি;

(ঞ) খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য; এবং

(ট) নির্দেশনা ব্যতীত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব না হইলে, উহার ব্যবহার নির্দেশনা।

(৩) ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক লেবেলে সুস্পষ্টভাবে খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) একাধিক স্থলে প্রস্তুতকরণ ইউনিট সম্পন্ন প্রস্তুতকারকের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয়ের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা;

(খ) প্রস্তুতকারক, মোড়কজাতকারক, বোতলজাতকারক বা টিনজাতকারক একাধিক সত্তা হইলে, সকল সত্তার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা;

(গ) চুক্তিভিত্তিক প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্যে প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা এবং বাজারজাতকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা।

(৪) আমদানিকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা ছাড়াও আমদানিকারকসহ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পুনঃমোড়কজাতকারক, পুনঃবোতলজাতকারক, পুনঃটিনজাতকারক, বিতরণকারী এবং এজেন্টের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক জারীকৃত আমদানি নীতি আদেশে এতদ্‌বিষয়ে কোনো নির্দেশনা থাকিলে উহাও বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, লেবেলে এইরূপ কোনো শব্দ বা অভিব্যক্তি প্রকাশ বা ঘোষণা করা যাইবে না, যাহাতে ধারণা হয় যে, আমদানিকৃত পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য অপেক্ষা উন্নতমানের।

(৫) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের উৎস সনাক্তকরণের নিমিত্ত উহার প্রস্তুতকারীকে, যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে, লেবেলে রেখা সংকেত প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে; তবে, রেখা সংকেতের ব্যবহার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত, উৎস সনাক্তকরণের যাবতীয় তথ্য, যেমন-কাঁচামাল, খাদ্যোপকরণ এবং মোড়কজাত খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণের সকল ধাপের তথ্যাদি, সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ন্যূনতম ৩(তিন) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং চাহিবামাত্র উহা খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৬) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের স্বার্থে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কীকরণ, সংরক্ষণ, মজুদ, পরিবহন এবং পরিবেশনার সহিত সম্পর্কিত বিশেষ নির্দেশনা, যদি থাকে, মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) লেবেলে 'চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ বা সমতুল্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত' ধরনের কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ বা ঘোষণা করা যাইবে না, যাহা হইতে ক্রেতা বিভ্রান্ত হইতে পারে।

(৮) খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে উহার পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে লেবেলে কোনো মিথ্যা তথ্য, দাবি বা অপকৌশল অথবা "রোগ নিরাময়কারী", ইত্যাদি ধরনের কোনো বিভ্রান্তিকর তথ্য বা দাবি এবং উৎসস্থল সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তিকর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বা তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধান সম্বলিত সিল প্রদান করা যাইবে।

(৯) মোড়কাবদ্ধ কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি কাটিয়া বা মুছিয়া পরিবর্তন করিয়া কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(১০) রপ্তানিযোগ্য খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের বা অঞ্চলের ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথভাবে লেবেলিং করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত—

(ক) **"উৎস সনাক্তকরণ** (Traceability)" বলিতে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বিপণনের সুনির্দিষ্ট ধাপসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য এবং উহার উপাদানসমূহের আদি উৎস সন্ধান করিবার সক্ষমতাকে বুঝাইবে;

(খ) **"ব্যাচ** (Batch)", **"কোড** (Code)" **বা "লট** (Lot)" বলিতে সর্বশেষ উৎপাদিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্যকে বুঝাইবে, যাহা একই প্রক্রিয়ায় ও পরিবেশে উৎপাদন করা হইয়াছে;

(গ) **"মোট ওজন"** বলিতে ধারণ-পাত্রের ওজনসহ ধারণ-পাত্রস্থিত বস্তুর ওজনকে বুঝাইবে; এবং

(ঘ) **"রেখা সংকেত** (Bar Code)" বলিতে সাদা-কালো রেখার নকশা সম্বলিত কোনো ছাপকে বুঝাইবে, যাহার মধ্যে ইলেক্ট্রোনিক যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারযোগ্য বা পঠনযোগ্য তথ্য নিহিত থাকে ; এবং

(ঙ) **"দাবি** (Claim)" বলিতে যে কোনো ধরনের উপস্থাপনা যাহা কোনো একটি খাদ্যের লক্ষণীয় গুণাগুণ, যেমন-উহার উৎপত্তি, পুষ্টিগুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রক্রিয়াকরণ, গঠন, প্রকৃতি, ইত্যাদি, প্রকাশ করে এবং যে কোনো ধরনের উপস্থাপনা বা বর্ণনা বা পরামর্শ, যাহা উক্ত গুণাগুণের সহিত সম্পর্কিত, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫। মোড়কাবদ্ধ সুগন্ধি বস্তু বা রঞ্জক দ্রব্য সমৃদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।— সুগন্ধি বস্তু বা রঞ্জক দ্রব্য সমৃদ্ধ মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রাকৃতিক সুগন্ধি বস্তু ধারণ করিলে উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের লেবেলে "প্রাকৃতিক সুগন্ধি" বা "প্রাকৃতিক সুগন্ধিযুক্ত" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে;

(খ) সুগন্ধি বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে "অনুমোদিত প্রাকৃতিক" বা "অনুমোদিত কৃত্রিম" বা "অনুমোদিত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সুগন্ধি বস্তু ব্যবহৃত" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে;

(গ) কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রাকৃতিক রঞ্জক বস্তু ধারণ করিলে উক্ত খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের লেবেলে "প্রাকৃতিক রঞ্জক" বা "প্রাকৃতিক রঞ্জক রহিয়াছে" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) রঞ্জক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে "অনুমোদিত প্রাকৃতিক" বা "অনুমোদিত কৃত্রিম" বা "অনুমোদিত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রঞ্জক ব্যবহৃত" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঙ) লেবেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি যথাযথভাবে উল্লেখ না থাকিলে কোনো কৃত্রিম রঞ্জক বা সুগন্ধি বা কৃত্রিম রঞ্জক বা সুগন্ধির মিশ্রণ বিক্রয় করা যাইবে না, যথাঃ—

(অ) "কৃত্রিম খাদ্য রঞ্জক" বা "কৃত্রিম সুগন্ধি" অভিব্যক্তি;

(আ) সাধারণ ও, ক্ষেত্রমত, ইনডেক্স নাম (Colour Index Name);

(ই) লট নম্বর;

(ঈ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;

(উ) নেট ওজন;

(ঊ) ব্যবহার-বিধি সম্পর্কিত নির্দেশনা; এবং

(ঋ) উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত—

(ক) **"রঞ্জক দ্রব্য"** বলিতে এইরূপ কোনো দ্রব্যকে বুঝাইবে যাহা খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে যুক্ত করিলে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী প্রভাব ব্যতীত কেবল রং যুক্ত করে; এবং

(খ) **"সুগন্ধি বস্তু (Flavouring Substance)"** বলিতে এইরূপ কোনো দ্রব্যকে বুঝাইবে, যাহা খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে যুক্ত করিলে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী প্রভাব ব্যতীত কেবল খাদ্যের সুগন্ধ বৃদ্ধি করে বা ছড়ায় এবং সুগন্ধি হিসাবে খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে যুক্ত থাকে।

৬। মোড়কাবদ্ধ খাদ্য সংযোজনকারী দ্রব্য সমৃদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।— খাদ্য সংযোজনকারী দ্রব্য সমৃদ্ধ মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) খাদ্য সংযোজনকারী দ্রব্য রহিয়াছে এইরূপ খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের ধারণপাত্রের গাত্রে বা মোড়কে "বিশুদ্ধ খাদ্য" অথবা "খাঁটি" বা "পিওর" অথবা অনুরূপ কোনো অভিব্যক্তি সম্বলিত লেবেল আটা যাইবে না;

(খ) কোনো খাদ্য সংযোজনকারী দ্রব্যের লেবেলে উক্ত দ্রব্য সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিততথ্যের উল্লেখ না থাকিলে খাদ্যে ব্যবহারের নিমিত্ত উহা বিক্রয় করা যাইবে না:—

(অ) সাধারণ নাম;

(আ) রাসায়নিক নাম;

(ই) নেট ওজন;

(ঈ) ব্যবহার-বিধি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত নির্দেশনা;

(উ) উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা; এবং

(ঊ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ।

৭। মোড়কাবদ্ধ বিকিরিত খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত বিকিরণের নিরাপদ মাত্রার প্রতীক এবং বিদ্যমান আইনে প্রযোজ্য বিধানসহ বিকিরিত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের লেবেলে নিম্নরূপ ঘোষণা থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) বিকিরণ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত;

(খ) বিকিরণের তারিখ, মাস ও বৎসর;

(গ) বিকিরণ ইউনিট; এবং

(ঘ) বিকিরণের উদ্দেশ্য।

৮। মোড়কাবদ্ধ এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—(১) মোড়কাবদ্ধ এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও খাদ্যপণ্যে এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ থাকিলে লেবেলে উহার সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিতখাদ্য বা খাদ্যপণ্যসমূহ সংবেদনশীল ভোক্তার ক্ষেত্রে এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া ঘটায় বলিয়া বিবেচিত হইবে, যথা:—

(ক) যে সমস্ত খাদ্যে গ্লুটেন রহিয়াছে, যেমন- গম, রাই, যব, বার্লি ও গম জাতীয় শস্য অথবা উহাদের উপাদানসমূহের শংকর এবং উহা হইতে উৎপাদিত কোনো পণ্য;

(খ) খোলসযুক্ত প্রাণী (Crustacean Shellfish), চিংড়ি (Shrimp), গলদা চিংড়ি (Lobster), কাঁকড়া (Crab);

(গ) ডিম;

(ঘ) মৎস্য;

(ঙ) চীনা বাদাম;

(চ) দুগ্ধ (ল্যাকটোজসহ);

(ছ) গাছ বাদাম, যেমন- কাঠবাদাম (Almond), হ্যাজেল নাট (Hezel nut),ওয়াল নাট (Walnut), কাজুবাদাম(Cashew nut), পিকান নাট(Pecan nut), ব্রাজিল নাট (Brazil nut), পেস্তাবাদাম (Pistachio nut) ও ম্যাকাডেমিয়া(Macadamia);

(জ) যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে সালফাইটের ঘনত্ব প্রতি কেজিতে ১০ মিলিগ্রাম বা অধিক;

(ঝ) সরিষা;

(ঞ) তিলবীজ;

(ট) সয়াবিন; এবং

(ঠ) সেলেরি (celery) শ্রেণিভুক্ত শাকবিশেষ।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিতএলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ হইতে প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্যের জন্য লেবেলে উহার নাম উল্লেখ করিবার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, যথা:—

(ক) গমজাত গ্লুকোজ সিরাপ, ডেক্সট্রোজ (dextrose), ম্যাল্টোডেক্সট্রিন (maltodextrine);

(খ) বার্লিজাত গ্লুকোজ সিরাপ;

(গ) মৎস্যজাত জিলাটিন (Gelatine);

(ঘ) সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত সয়াবিনজাত তৈল ও চর্বি;

(ঙ) প্রাকৃতিকভাবে মিশ্রিত টকোফেরল, যেমন-Tocopherol E-306, প্রাকৃতিকD-alpha Tocopherol, প্রাকৃতিকD-alpha Tocopherol acetate, প্রাকৃতিকD-alpha Tocopherol succinate ও স্টানল এস্টার (Stanol Ester);এবং

(চ) দুগ্ধজাত ল্যাকটিটল (Lactitol)।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত **"এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ"** বলিতে ঐ সকল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ অথবা উহা হইতে প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্যকে বুঝাইবে, যাহা সংবেদনশীল ভোক্তার শারীবৃত্তীয় এলার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বা কোনো অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

৯। মোড়কাবদ্ধ শিশুখাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য শিশুখাদ্য বা শিশুখাদ্যের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইলে, লেবেলে "উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ" উল্লেখসহ 'মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' এর বিধান বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

১০। মোড়কাবদ্ধ ভেজিটেরিয়ান বা নন-ভেজিটেরিয়ান খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—ভেজিটেরিয়ান বা নন-ভেজিটেরিয়ান খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের লেবেলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, "ভেজিটেরিয়ান" বা "নন-ভেজিটেরিয়ান" অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ ঘোষণার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) নন-ভেজিটেরিয়ান খাদ্য সম্পর্কিত ঘোষণা নিম্নের টেবিলে বর্ণিত চিহ্নের মাধ্যমে করিতে হইবে, যাহার বহিঃরেখায় বাদামি রঙবিশিষ্ট একটি বর্গের অভ্যন্তরে বাদামি রঙ দ্বারা আবৃত একটি বৃত্ত থাকিবে এবং উক্ত বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য হইবে বৃত্তের ব্যাসের দ্বিগুণ, যথা :—

টেবিল

রঙ	চিহ্ন
(১)	(২)
বাদামি রঙ	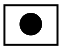

(খ) কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে নন-ভেজিটেরিয়ান উপাদান বা উপকরণ হিসাবে শুধু ডিমের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকিলে উৎপাদক বা মোড়ককারী বা বিক্রেতা কর্তৃক অতিরিক্ত হিসাবে লেবেলে এতদ্‌সম্বলিত ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে;

(গ) ভেজিটেরিয়ান খাদ্য সম্পর্কিত ঘোষণা নিম্নের টেবিলে বর্ণিত চিহ্নের মাধ্যমে করিতে হইবে, যাহার বহিঃরেখায় সবুজ রঙবিশিষ্ট একটি বর্গের অভ্যন্তরে সবুজ রঙ দ্বারা আবৃত একটি বৃত্ত থাকিবে এবং উক্ত বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য হইবে বৃত্তের ব্যাসের দ্বিগুণ, যথা :—

টেবিল

রঙ	চিহ্ন
(১)	(২)
সবুজ রঙ	

(ঘ) দফা (ক) ও (গ) তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট রঙিন চিহ্নের পরিমাপ হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

টেবিল

ক্রমিক নং	মূল প্রদর্শিত প্যানেলের ক্ষেত্রফল (বর্গ সে.মি.)	সর্বনিম্ন ব্যাস (মি.মি.)
(১)	(২)	(৩)
১।	১০০ পর্যন্ত	৩
২।	১০০ এর উর্ধ্বে ৫০০ পর্যন্ত	৪
৩।	৫০০ এর উর্ধ্বে ২৫০০ পর্যন্ত	৬
৪।	২৫০০ এর উর্ধ্বে	৮

(ঙ) দফা (ক) ও (গ) তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট রঙিন চিহ্নটি নিম্নবর্ণিতভাবে স্পষ্টাকারে প্রদর্শিত হইতে হইবে, যথা :—

(অ) মোড়কের মূল প্রদর্শিত প্যানেলে কন্ট্রাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডসহ;

(আ) পণ্যের নাম বা ব্রান্ড নামের যথাসম্ভব সন্নিকটে; এবং

(ই) লেবেলে, পাত্রে, প্রচারপত্রে, লিফলেটে এবং যে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত—

(ক) **"নন-ভেজিটেরিয়ান খাদ্য"**বলিতে এইরূপ খাদ্যকে বুঝাইবে, যাহা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে প্রাণিজ উৎস হইতে প্রস্তুতকৃত, যেমন- পশু, পাখি, মৎস্য ও ডিমসহ অন্যান্য প্রাণিজ উপাদান, তবে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্যপণ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এবং

(খ) **"ভেজিটেরিয়ান খাদ্য"**বলিতে প্রাণিজ খাদ্যোপকরণ ব্যতীত অন্যান্য সকল খাদ্য বা খাদ্যপণ্যকে বুঝাইবে।

১১। মোড়কাবদ্ধ বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—কৃষিজাত পণ্য বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত হইলে উহার মোড়কের লেবেলে "জিএম খাদ্য (Genetically Modified Food)"অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে।

১২। মোড়কাবদ্ধ প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি।—প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লেবেলিং করিতে হইবে, যথা :—

(ক) "ননীমুক্ত দুগ্ধ" বা "পাস্তুরিত দুগ্ধ" বা অন্য কোনো প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধের ক্ষেত্রে পাত্রের গাত্রে "ননীমুক্ত দুগ্ধ" বা "পাস্তুরিত দুগ্ধ" অভিব্যক্তিটি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা ছাড়াও, ক্ষেত্রমত, ননীর পরিমাণ, নেট দুগ্ধের পরিমাণ ও ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) ঘনীভূত দুগ্ধ, মিষ্ট বা অমিষ্ট পূর্ণ ননীযুক্ত বা অর্ধ ননীযুক্ত অথবা ননীমুক্ত যে অবস্থায়ই হোক না কেন, প্রতিটি পাত্রের গাত্রে "শিশুদের উপযোগী নহে" অভিব্যক্তিটি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং

(গ) পূর্ণ ননীযুক্ত এবং ননীমুক্ত উভয় প্রকারের শুকনা গুঁড়া দুগ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিটি পাত্রের গাত্রে উৎপাদন পদ্ধতি (স্প্রে, রোলার বা ফ্রিজ ড্রাইং) স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং মিষ্ট বা অমিষ্ট ননীমুক্ত শুকনা দুগ্ধের ক্ষেত্রে "শিশুদের উপযোগী নয়" অভিব্যক্তিটি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৩। কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা।—কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট মোড়কীকরণ ব্যতীত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা বিক্রয়ের সময় ভোক্তার অনুরোধে মোড়কীকরণের ক্ষেত্রে প্রবিধান ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ প্রযোজ্য হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্যপণ্যের নাম, পরিমাণ, একক খাদ্যোপকরণ, পুষ্টিগত তথ্য ও ব্যবহারের তারিখ

১৪। খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের নাম।—মোড়কাবদ্ধ খাদ্য নামকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতনির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) নাম হইবে সুনির্দিষ্ট, শ্রেণিগত নহে, যাহা খাদ্যের প্রকৃতিকে নির্দেশ করিবে;

(খ) সাধারণভাবে আইনগত নাম (Legal Name) ব্যবহার করিতে হইবে, তবে উক্তরূপ নামের অনুপস্থিতিতে প্রচলিত নাম এবং প্রচলিত নাম (Customary Name) না থাকিলে বা ব্যবহার করা না হইলে বর্ণনামূলক নাম (Descriptive Name) প্রদান করিতে হইবে;

(গ) যে নামে বিক্রয় হইবে তাহা বাংলাদেশে প্রযোজ্য নাম হইতে হইবে;

(ঘ) যে নামে বিক্রয় হইবে সেই নাম কোনো ট্রেড মার্ক, ব্রান্ড নাম বা অভিনব নাম দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যাইবে না;

(ঙ) ক্রেতার মনের সন্দেহ দূরীভূত করিবার জন্য যে নামে বিক্রয় হইবে সেই নামের সহিত খাদ্যের ভৌত অবস্থা অথবা যদি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যেমন- গুঁড়াকৃত, শীতলীকরণের মাধ্যমে শুষ্ককৃত, অতি নিম্নতাপে হিমায়িত, ঘণীভূত, ধূমায়িত, সেই সকল বিষয় সংযুক্ত করিতে হইবে; এবং

(চ) আমদানিকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের নাম এমনভাবে লেবেলিং করিতে হইবে যেন ভোক্তা সাধারণ বিভ্রান্ত না হয়।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত—

(ক) **"আইনগত নাম"** বলিতে কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের আইন, বিধি, প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা নির্ধারিত নামকে বুঝাইবে, যাহা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারযোগ্য এবং যেনামে সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা খাদ্যপণ্য খাদ্য ভোক্তা বা খাদ্য সরবরাহকারীর নিকট বিক্রয়যোগ্য;

(খ) **"প্রচলিত নাম"** বলিতে কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের এইরূপ কোনো নামকে বুঝাইবে, যে নামে উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যটি কোনো এলাকার ভোক্তা সাধারণের নিকট পরিচিত ও বিক্রিত হয়; এবং

(গ) **"বর্ণনামূলক নাম"** বলিতে কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের এইরূপ কোনো নামকে বুঝাইবে, যে নামটি সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে বর্ণনা প্রদান করে এবং, প্রয়োজন হইলে, অন্য পণ্য হইতে উক্ত পণ্যের পার্থক্য বুঝাইতে এবং খাদ্য ভোক্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরীকরণে উহার ব্যবহার ও সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে।

১৫। খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের পরিমাণ, একক ও উপকরণ।—(১) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের নেট ওজন এবং পরিমাণ নিম্নরূপে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) তরল খাদ্যের ক্ষেত্রে আয়তনের একক মিলিলিটার বা লিটার; এবং

(খ) তরল ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যের ক্ষেত্রে ওজনের একক মিলিগ্রাম বা গ্রাম বা কিলোগ্রাম।

(২) একক উপকরণের খাদ্য ব্যতীত লেবেলে "উপকরণসমূহ" শিরোনামে ওজনের নিম্নক্রমানুসারে সংশ্লিষ্ট উপকরণের তালিকা প্রদান করিতে হইবে, যাহা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) উৎপাদিত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যে সংযোজিত পানি ও উদ্বায়ী বস্তুসমূহ ওজনের নিম্নক্রমানুসারে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যাহার পরিমাণ ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ হইতে বিয়োগ করিয়া নির্ণয় করা যাইবে, তবে সংযোজিত পানির পরিমাণ সর্বমোট ওজনের ৫% এর অধিক না হইলে উহা ধর্তব্য হইবে না।

১৬। পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য।—(১) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে বাধ্যতামূলকভাবে পুষ্টি সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ঘোষণা করিতে হইবে, যথা :—

(ক) শক্তি মান (Energy Value) ; এবং

(খ) চর্বি, স্যাচুরেটস (Saturates), শর্করা, চিনি, আমিষ ও লবণের পরিমাণ।

(২) কেবল প্রাকৃতিক কারণে কোনো খাদ্য বা খাদ্য পণ্যে লবণের উপস্থিতি থাকিলে, পুষ্টি ঘোষণার পাশাপাশি, তৎমর্মে একটি বিবৃতি প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পুষ্টি ঘোষণার বিষয়বস্তুর সহিত নিম্নবর্ণিতউপকরণের পরিমাণ সংযোজন করা যাইবে, যথা :—

(ক) মনো-আনস্যাচুরেটস (mono-unsaturates);

(খ) পলি-আনস্যাচুরেটস (poly-unsaturates);

(গ) ট্রান্স ফ্যাট (trans-fat);

(ঘ) কোলেস্টেরল (cholesterol);

(ঙ) পলিওল(poly-ol);

(চ) আঁশ (Fibre); এবং

(ছ) সংশ্লিষ্ট কোনো ভিটামিন ও খনিজ উপাদান।

১৭। খাদ্য ও খাদ্যপণ্য ব্যবহারের তারিখ।—(১)নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক মোড়কাবদ্ধ প্রত্যেক খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের মোড়কে উহা ব্যবহারের তারিখ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) দ্রুত পচনশীল বা স্বল্পমেয়াদী সংরক্ষণকালসম্পন্ন খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে "মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ" বা "ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ" এবং দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণকাল সম্পন্ন খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে "উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ" অমোচনীয় কালি দ্বারা বা খোদাই করিয়া লিখিতে হইবে;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত "মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ" ও "ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ" বা "উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ" অভিব্যক্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট তারিখের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে; এবং

(গ) "মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ" ও "ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ"বা "উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ" দিন, মাস ও বৎসর সমন্বয়ে কালানুক্রমিক আকারে লিখিতে হইবে।

(২) উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখের পর কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বিক্রয়, বিপণন বা বিতরণ করা যাইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার

১৮। বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার।—(১) এই প্রবিধানমালার কোনো বিধানের ব্যত্যয় ঘটাইয়া লেবেলে বিভ্রান্তিকর, অসত্য বা মিথ্যা নির্ভরতামূলক তথ্য সন্নিবেশ করা যাইবে না এবং উক্ত তথ্য ব্যবহার করিয়া কোনো বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ বা প্রচার করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা আইনের ধারা ৪১ ও ৪২ এর লংঘন বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

১৯। অপ্রযোজ্যতা।—Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

২০। ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ।—এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৩, ২০১৭

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ৩৩-আইন/২০১৭।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) **"খাদ্য কর্মকর্তা"** অর্থ নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্য কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(গ) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন তফসিল;

(ঘ) **"নমুনা"** অর্থ খাদ্য পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য খাদ্য ব্যবসাক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত খাদ্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা;

(ঙ) **"নমুনা কোড"** অর্থ নমুনায় ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট সংকেত লিপি;

(চ) **"নমুনা ধারণ পাত্র"** অর্থ নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যবহার্য এইরূপ কোন আধার বা মোড়ক, যাহা ধুলাবালি, অণুজৈবিক বা রাসায়নিক দূষক বা ভারী ধাতু হইতে মুক্ত, শুষ্ক ও শোষণরোধী এবং নির্জীবিত ও নমুনার সহিত নিষ্ক্রিয়;

(ছ) **"নমুনা প্রদানকারী"** অর্থ কোন খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধি, যিনি নমুনা সংগ্রহকারীর চাহিদা অনুযায়ী নমুনা বিক্রয় বা সমর্পণ করেন;

(জ) **"নমুনা সংগ্রহকারী"** অর্থ পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যিনি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করেন;

(ঝ) **"পরীক্ষা"** অর্থ খাদ্য বা খাদ্যোপকরণে প্রয়োজনীয় ভৌত, রাসায়নিক, অণুজৈবিক ও ঐন্দ্রিয়ক পরীক্ষা;

(ঞ) **"ফরম"** অর্থ তফসিল-১ এ উল্লিখিত কোন ফরম;

(ট) **"বিশ্লেষণ"** অর্থ খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ পরীক্ষা ও প্রাপ্ত ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ; এবং

(ঠ) **"সনদ"** অর্থ নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলাফল সম্বলিত খাদ্য বিশ্লেষকের প্রতিবেদন।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **নমুনা সংগ্রহ।**—(১) পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট, কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত দায়িত্ব পালনকালে, কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে দূষক, ভেজাল বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন দ্রব্য রহিয়াছে মর্মে সন্দেহের উদ্রেক হইলে বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে অথবা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ অনিরাপদ মনে হইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য, মূল্য পরিশোধপূর্বক, প্রয়োজনীয় পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত নমুনা উৎপাদন, সরবরাহ, বিক্রয় বা মজুদস্থলসহ যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং যে ব্যক্তির দখলে থাকাবস্থায় উহা যাচনা করা হইবে, সেই ব্যক্তি উক্ত নমুনা বিক্রয় বা, ক্ষেত্রমত, সমর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহকারী বিষয়টি ফরম-১ এ লিপিবদ্ধ করিবেন, যাহাতে ন্যূনতম একজন সাক্ষীর এবং নমুনা প্রদানকারীর ঘোষণায় তাহার স্বাক্ষর বা, ক্ষেত্রমত, টিপসহি গ্রহণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নমুনা প্রদানকারী স্বীকারোক্তিমূলক ঘোষণায় স্বাক্ষর বা টিপসহি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে বিষয়টি ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন নমুনা কোন খোলা বা উন্মুক্ত পাত্র হইতে সংগ্রহ করা হইবে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নমুনা যে মূল ধারণপাত্র হইতে বাহির করিয়া খোলা বা উন্মুক্ত পাত্রে রাখা হয়, সেই মূল ধারণপাত্র হইতেও নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ ক্রয় করিবার পর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, আইনের ধারা ৪৬ এর বিধান সাপেক্ষে, উহার নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। **নমুনা বিভাজন ও বিতরণ।**—(১) প্রবিধান ৩ এর বিধান অনুযায়ী নমুনা সংগ্রহের পর নমুনা সংগ্রহকারী নমুনা প্রদানকারীর উপস্থিতিতে নমুনাকে ৪ (চার) টি অংশে বিভক্ত করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, মোড়কাবদ্ধ যে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের ক্ষেত্রে একই লটের ৪ (চার) টি নমুনা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নমুনার ৪ (চার) টি অংশ ৪ (চার) টি পৃথক নমুনা ধারণপাত্রে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক অংশের জন্য প্রয়োজনীয় চিহ্নিতকরণ নমুনা কোড প্রদানসহ প্রয়োজনীয় লেবেলিং করিয়া নমুনা ধারণপাত্রসমূহ সিলগালা বা ট্যাম্পার প্রুফ করিয়া নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) ১ (এক)টি অংশ নমুনা প্রদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে;

(খ) ১ (এক)টি অংশ, ভবিষ্যতে তুলনা করিবার উদ্দেশ্যে, খাদ্যের ধরনভেদে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময়, নির্দেশিত উপযুক্ত স্থান ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা খাদ্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(গ) অবশিষ্ট ২ (দুই) টি অংশ অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) প্রবিধান ৩ এর উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী মূল ধারণপাত্র হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইলে উহাও এই প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী বিভাজনপূর্বক পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) আইনের ধারা ৫০ এর অধীন কোন খাদ্য আদালত কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিলে, খাদ্য আদালতের ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে, কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নমুনা সংগ্রহপূর্বক উহার নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া উহার প্রতিবেদন খাদ্য আদালতে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহার কোন কর্মকর্তা বা পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৫) খাদ্য আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য কোন খাদ্য পরীক্ষাগারে প্রেরিত হইলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে ফরম-২ অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন উক্ত খাদ্য আদালতের অবগতির জন্য প্রেরণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের অনুপযুক্ত হইলে বা অন্য কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা থাকিলে, উহা উক্ত ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট খাদ্য আদালতকে অবহিত করিতে হইবে।

৫। **নমুনা ধারণপাত্রের ব্যবহার।**—(১) নমুনা সংগ্রহের পর উহা নমুনা ধারণপাত্রে রাখিতে হইবে, যাহাতে নমুনার মান উহা সংরক্ষণ বা প্রেরণকালে অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে।

(২) নমুনা সংগ্রহকালে নমুনা সংগ্রহকারীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে এবং নমুনা সংগ্রহের কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও ধারণপাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চমানে রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে নমুনার মান অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে।

(৩) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য মোড়কজাত বা খোলা ধারণপাত্র হইতে সংগৃহীত নমুনা, নমুনার ধরন ও কাঙ্খিত পরীক্ষার শর্ত অনুযায়ী, যথাযথ তাপমাত্রা ও পরিবেশ নিশ্চিতপূর্বক, নমুনা ধারণপাত্রে এমনভাবে রাখিতে ও আটকাইতে হইবে, যেন নমুনা ধারণপাত্রস্থিত নমুনার মান অপরিবর্তিত থাকে।

৬। **নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি।**—(১) প্রত্যেক নমুনা মূল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, নমুনার মোড়ক ও ধারণপাত্র বিবেচনা করিয়া যথাযথ পদ্ধতিতে এবং পরিবেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে উহার মান অপরিবর্তিত থাকে।

(২) নমুনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নমুনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগোলিক ও স্থানীয় আবহাওয়া বিবেচনা করিয়া স্বাভাবিক তাপ ও চাপ এবং, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, নিয়ন্ত্রিত তাপ ও চাপ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানে নমুনা সংরক্ষণ করিতে হইবে; তবে প্রয়োজনে, যে কোন আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানও নমুনা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নমুনা প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিয়া নমুনা সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে এবং নমুনা প্রেরণের সময় ফরম-৩ পূরণ করিয়া নমুনা সংরক্ষণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে হইবে।

(৪) নমুনা প্রাপ্তির পর নমুনা প্রাপক প্রতিষ্ঠানকে ফরম-৪ অনুযায়ী প্রাপ্তিস্বীকার ও নমুনাটির বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে প্রেরককে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) নমুনা প্রাপ্তির পর নমুনা প্রাপক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নমুনার জন্য যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিতপূর্বক উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) সাধারণভাবে কোন নমুনাই ৩ (তিন) মাসের অধিক সময় সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না, তবে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত নমুনা সংশ্লিষ্ট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা খাদ্য আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ নমুনা সংরক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করিয়া গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করিবে।

৭।। **খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট নমুনা প্রেরণ।**―(১) প্রবিধান ৪ এর উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান অনুযায়ী বিভাজনকৃত নমুনার ২ (দুই) টি অংশ সংশ্লিষ্ট নমুনা যে এলাকা হইতে সংগ্রহ করা হইবে সেই অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট পৃথক পৃথক ২ (দুই) টি চালানের মাধ্যমে, যতদ্রুত সম্ভব, প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করিবার স্বার্থে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নমুনা যে কোন খাদ্য বিশ্লেষক, পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধানের নিকট প্রেরণ করা যাইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, তফসিল-২ এ উল্লিখিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের ক্ষেত্রে উক্ত তালিকায় উল্লিখিত পরিমাণ নমুনা খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত কোন নমুনা প্রেরণকালে নমুনার সহিত ফরম-৫ পূরণ করিয়া তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি, আইনের ধারা ৪৬ এর বিধান সাপেক্ষে, পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নমুনা সংগ্রহ করিলে, তাহাকে নিজ উদ্যোগে উক্ত নমুনা সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) নমুনার মান যাহাতে অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে তাহা বিবেচনায় লইয়া প্রত্যেক নমুনা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে, হাতে হাতে, নিরাপদ বাহনে অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিশেষ প্রকৃতির কোন নমুনার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও চাপ নিয়ন্ত্রিত রাখিবার স্বার্থে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত, অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রেরণ করিতে হইবে।

৮। **নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব, ইত্যাদি।**―(১) নমুনা প্রাপ্তির পর বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষক নিম্নরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন, যথা :―

(ক) নমুনার ২ (দুই) টি অংশ ধারণপাত্রের সহিত প্রাপ্ত পত্র, লেবেল, সিলমোহর, নমুনা কোড, প্রেরকের স্বাক্ষর ও ফোন নম্বর এবং মোড়কের সঠিকতার বিষয়সমূহ পরীক্ষান্তে রেকর্ড করিবেন এবং কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে বা সন্দেহের উদ্রেক হইলে তাহাও রেকর্ড করিবেন এবং প্রাথমিক সন্দেহ দূর করিবার জন্য প্রেরকের দপ্তরে যোগাযোগ করিবেন;

(খ) ২ (দুই) টি নমুনার কোন একটি বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য অনুপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে তাহা রেকর্ড করিবেন এবং প্রেরকের দপ্তরকে অবহিত রাখিয়া অপর নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(গ) ২ (দুই) টি নমুনাই বিশ্লেষণের জন্য অনুপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে তাহা রেকর্ড করিবেন এবং অনতিবিলম্বে উহা প্রেরকের দপ্তরে প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) তে বর্ণিত বিষয়াদি, যদি থাকে, উল্লেখকরত ফরম-৬ অনুযায়ী নমুনা প্রেরকের নিকট প্রাপ্তিস্বীকার করিবেন এবং নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের যোগ্য না হইলে তাহাও উহাতে উল্লেখ করিবেন; এবং

(ঙ) পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য অনুপযুক্ত নমুনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক ধ্বংস করিবেন।

(২) নমুনা প্রেরণকারী কর্মকর্তা, কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য অনুপযুক্ত মর্মে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অবহিত হইলে, তাহার হেফাজতে রক্ষিত নমুনার অপর অংশটি যথাযথ পদ্ধতিতে পুনরায় খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৩) খাদ্য বিশ্লেষক, যথাযথভাবে নমুনা গ্রহণের পর, খাদ্য ব্যবসার সহিত জড়িত নহে এমন যে কোন অ্যাক্রিডিটেড খাদ্য পরীক্ষাগার বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা নির্ধারিত খাদ্য পরীক্ষাগারে সংশ্লিষ্ট নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিবার ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষক উৎকৃষ্ট পন্থা বা আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, খাদ্য আদালতের নির্দেশ অনুসারে কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) খাদ্য বিশ্লেষক, এই প্রবিধানের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নরূপ বিষয়সমূহ প্রতিপালন করিবেন, যথা :—

(ক) প্রেরিত নমুনার তথ্যাদি লিপিবদ্ধকরণ;

(খ) গৃহীত নমুনার গুণগত ও পরিমাণগত অভিন্নতা এবং যথাযথ মান বজায় রাখিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন;

(গ) নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তথ্য ও উপাত্তসমূহের হার্ড ও সফট কপি সংরক্ষণ এবং, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষকে সরবরাহকরণ;

(ঘ) যথাযথ পদ্ধতিতে নমুনা ব্যবহার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন বা সঠিকতার মান নিরূপণ ও বজায় রাখিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের মানের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধিকরণ;

(ছ) নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষণে ভ্রম-শূন্যতা, নিরপেক্ষতা ও সমদর্শিতা বজায় রাখা;

(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে সম্পন্নকরণ; এবং

(ঝ) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশ পালন।

৯। **খাদ্য পরীক্ষাগার, ইত্যাদি।**—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য খাদ্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) খাদ্য পরীক্ষাগার ও উহার খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হইতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, স্বীকৃত খাদ্য পরীক্ষাগারসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিবে, যাহাতে প্রতিটি খাদ্য পরীক্ষাগারের সার্বিক কার্যক্রম, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের সক্ষমতা এবং বিভিন্ন পরীক্ষাগার ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের সহিত সহযোগিতা ও সমন্বয়ের বিশদ বিবরণ থাকিবে।

ব্যাখ্যা : খাদ্য পরীক্ষাগার বলিতে কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন খাদ্য পরীক্ষাগার বা প্রতিষ্ঠানকে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বুঝাইবে।

(৪) খাদ্য পরীক্ষাগার এবং উহার নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মান নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড বা আন্তর্জাতিক কোন অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা সরকার কর্তৃক মূল্যায়িত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত;

(খ) পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত স্টাফ;

(গ) যথাযথ অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, বিকারক ও বিশেষজ্ঞ;

(ঘ) আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষা পদ্ধতিসম্পন্ন পরীক্ষাগার; এবং

(ঙ) বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা পদ্ধতিতে উত্তম ও বিশ্বাসযোগ্য ফলাফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য নিজস্ব গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধান পদ্ধতি (Quality Assurance System)।

(৫) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সময় সময়, খাদ্য পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশিকা জারি করিতে পারিবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন জারীকৃত নির্দেশিকায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতির উল্লেখ না থাকিলে, যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক, এতদ্‌বিষয়ক কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে।

১০। **পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ**।—(১) খাদ্য বিশ্লেষক, নমুনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাধারণ ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জরুরি ক্ষেত্রে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ফলাফল উল্লেখপূর্বক সনদ প্রদান করিবেন।

(২) খাদ্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খাদ্য আদালতের নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া ইহার সনদসহ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট খাদ্য আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হইলে, নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, খাদ্য আদালতের নিকট সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

১১। **সনদ প্রদান, ইত্যাদি**।—(১) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে খাদ্য বিশ্লেষণ ফরম ৭ মোতাবেক ৪ (চার) প্রস্থ সনদ প্রস্তুত করিয়া ১ (এক)টি কপি নিজ দপ্তরে সংরক্ষণকরত ১ (এক)টি কপি কর্তৃপক্ষ বরাবরে, ১ (এক)টি কপি সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য কর্মকর্তার দপ্তরে এবং ১ (এক)টি কপি নমুনা প্রেরক বরাবর প্রেরণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, খাদ্য আদালতের নির্দেশে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সনদের ভিত্তিতে একটি পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করিয়া উক্ত সনদ সহকারে উহা সংশ্লিষ্ট খাদ্য আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে :

আরো শর্ত থাকে যে, নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের সনদ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট নমুনা সংগ্রহকারী উক্ত সনদের একটি অনুলিপি নমুনা প্রদানকারীকে প্রেরণ করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের সীল ও স্বাক্ষর ব্যতীত কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের সনদ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) নমুনা প্রাপ্তি হইতে সনদ প্রদান পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখিতে হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ফাঁস হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিলে খাদ্য বিশ্লেষক, কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়, তাহা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) খাদ্য বিশ্লেষক প্রত্যেক নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদির সফট কপি কম্পিউটার ডাটাবেজে ধারণ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত কার্যে তিনি খাদ্য পরীক্ষাগারের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন।

(৫) প্রত্যেক খাদ্য পরীক্ষাগার খাদ্য বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদির হার্ড কপি ও সফট কপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত সময়কাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ, গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, খাদ্য পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য ধারণ, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য আদান-প্রদানসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

১২। **সনদ প্রাপ্তির পর করণীয়**।—(১) কোন খাদ্য পরীক্ষার সনদে সংশ্লিষ্ট নমুনার খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণটি নিরাপদ খাদ্য নহে মর্মে প্রতীয়মান হইলে, সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য কর্মকর্তা বা তাহার পক্ষে পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ দূষক বা ভেজাল বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে মর্মে আইনের ধারা ৪৬ এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত সনদে উল্লেখ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, উক্ত সনদের অনুলিপিসহ, বিষয়টি কর্তৃপক্ষ, খাদ্য কর্মকর্তা বা পরিদর্শককে অবহিত করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধানের অধীন কোন তথ্য প্রদত্ত হইলে তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখিতে হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিবিড় বাজার পরিবীক্ষণের অংশ হিসাবে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দেশিত হইয়া যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা ভ্রাম্যমাণ বা অন্য কোনো খাদ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং প্রাপ্ত ফলাফলে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ দূষক বা ভেজাল বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য পরিলক্ষিত হইলে, উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৪) খাদ্য কর্মকর্তা তাহার হেফাজতে রক্ষিত নমুনা ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বা উহা মামলা সংক্রান্ত হইলে উক্ত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা খাদ্য আদালতের ভিন্নরূপ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন, তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উহা অধিক সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাইবে।

১৩। **সংক্ষুব্ধ পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থন**।—(১) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ফলাফলে কোনো ব্যক্তি বা পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, বিষয়টি অবহিত হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া সুবিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে কর্তৃপক্ষ, আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা**।—কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তফসিলের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও সংযোজনের এখতিয়ার সংরক্ষণ করিবে এবং গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে পারিবে।

১৫। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—এই প্রবিধানমালার কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

১৬। **অপ্রযোজ্যতা**।—Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

১৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রধান্য পাইবে।

তফসিল-১

ফরম-১

[প্রবিধান ৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং... তারিখ :............................

বিষয় ঃ **খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহ।**

১। খাদ্য ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর : ....
....

২। নমুনা প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর : ....
....

৩। নমুনা সংগ্রহের স্থান, তারিখ ও সময় : ....
....

৪। নমুনার নাম :...

৫। উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখসহ উৎপাদন ব্যাচ নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....

৬। উৎপাদন কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....

৭। উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

৮। মোড়কীকরণ স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....

৯। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ : ....

১০। নমুনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য : ....

১১। নমুনা সংগ্রহের কারণ : ....

১২। নমুনা পরীক্ষার বিষয় : ....

১৩। নমুনা কোড (প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে) : ....

১৪। অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) : ....

১৫। সংযুক্ত দলিলপত্রের তালিকা : ....

১৬। সাক্ষীদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, ই মেইল, ফোন নম্বর ও স্বাক্ষর :

(ক)

(খ)

নমুনা প্রদানকারীর ঘোষণা

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, আমি .... স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে বর্ণিত নমুনা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক/বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয়/সমর্পণ করিয়াছি। কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন উক্ত নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবে।

নাম :

ঠিকানা :

ফোন নম্বর :

ই-মেইল :

স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ :

তারিখ :

অনুলিপি :

(১) জনাব..(নমুনা বিক্রেতা/সমর্পণকারী)

(২) খাদ্য কর্মকর্তা, ...

(৩) ....

(৪) ....

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম,
স্বাক্ষর, তারিখ, সিল, পদবি, ঠিকানা
ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-২

[প্রবিধান ৪ (৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং.. তারিখ :............................

প্রাপক : .... আদালত
....

বিষয় : **খাদ্য আদালতের নির্দেশে প্রাপ্ত নমুনা সম্পর্কে অবহিতকরণ।**

১। রেফারেন্স নং : ....
২। মামলা নং : ....
৩। নমুনা প্রাপ্তির সময় ও তারিখ : ....
৪। নমুনার নাম : ....
৫। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ : ....
৬। উৎপাদন ব্যাচ নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....
৭। উৎপাদন কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....
৮। মোড়কীকরণ স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....
৯। উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা : ....
১০। নমুনা কোড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....
১১। নমুনার সহিত প্রাপ্ত দলিলপত্রের তালিকা : ....
১২। নমুনাটি অবিকল নাকি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে : ....
১৩। ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে বিস্তারিত বর্ণনা : ....
১৪। প্রাপ্ত নমুনায় কি ধরনের অসঙ্গতি রহিয়াছে : ....
১৫। নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের যোগ্য কিনা : ....
১৬। নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের অযোগ্য হইলে কারণসমূহ : ....
১৭। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য : ....

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন (নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের অযোগ্য হইলে বা সুনির্দিষ্ট অসঙ্গতি থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষকের পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)।

পরীক্ষাগার কর্তৃপক্ষ/খাদ্য কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, সিল, তারিখ, ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৩
[প্রবিধান ৬ (৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং... তারিখ :...........................

বিষয় : **সংরক্ষণের নিমিত্ত নমুনা প্রেরণ।**

প্রাপক : সংস্থা প্রধান/অফিস প্রধান

....

....

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত নমুনা সংরক্ষণ করিবার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করা হইল। নমুনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ, যথা :-

১। সংরক্ষণের জন্য নমুনা প্রেরণের সময় ও তারিখ : ....

২। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ : ....

৩। নমুনা কোড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....

৪। নমুনা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ : ....

৫। সংরক্ষণের মেয়াদ : ....

৬। নমুনা ধারণপাত্রের সঠিক বর্ণনা : ....

৭। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য : ....

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

খাদ্য কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম,
স্বাক্ষর, সিল, তারিখ, ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৪
[প্রবিধান ৬ (৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং.. তারিখ :............................

বিষয় : **সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত নমুনার প্রাপ্তি স্বীকার।**

সূত্র : .... তারিখ : ....

প্রাপক :

.... (নমুনা প্রেরণকারী)

....

বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য প্রাপ্ত নমুনা ও ধারণপাত্রের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) কেবল পত্র পাওয়া গিয়াছে, কোনো নমুনা পাওয়া যায় নাই;

(খ) কেবল নমুনা পাওয়া গিয়াছে, কোনো পত্র পাওয়া যায় নাই;

(গ) নমুনার ধারণপাত্র অক্ষত অবস্থায়/ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন);

....

(ঘ) নমুনার ধারণপাত্রের গায়ে সাঁটা লেবেল অক্ষত/ক্ষতিগ্রস্ত/মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন)...

(ঙ) প্রেরিত পত্রে সংরক্ষণের মেয়াদকাল উল্লেখ আছে বা নাই;

(চ) প্রেরিত পত্রে প্রেরকের স্বাক্ষর আছে/নাই;

(ছ) প্রেরিত পত্রে নমুনা কোড আছে/নাই;

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

খাদ্য কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম,
স্বাক্ষর, সিল, তারিখ, ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৫
[প্রবিধান ৭ (২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং.. তারিখ :............................

বিষয় : **পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য নমুনা প্রেরণ।**

প্রাপক : খাদ্য বিশ্লেষক

....

....

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন নিম্নবর্ণিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহার ২ (দুই)টি নমুনা, নমুনা কোডসহ, আপনার নিকট প্রেরণ করা হইল। নমুনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ, যথা :—

১। নমুনা সংগ্রহের সময় ও তারিখ : ....

২। নমুনার নাম : ....

৩। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ : ....

৪। উৎপাদন ব্যাচ নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....

৫। উৎপাদন কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....

৬। নমুনা কোড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....

৭। নমুনা সংগ্রহের কারণ : ....

৮। নমুনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য : ....

৯। পরীক্ষার অভিপ্রায় বা বিষয় : ....

১০। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য : ....

১১। নমুনা প্রেরণের সময় ও তারিখ : ....

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

নমুনা প্রেরণকারীর নাম, স্বাক্ষর, সিল, তারিখ
ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৬
[প্রবিধান ৮ (১) (ঘ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং.. তারিখ :............................

প্রাপক : .... (নমুনা প্রেরণকারী)

সূত্র : .... তারিখ :............................

বিষয় : **পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রেরিত নমুনার প্রাপ্তিস্বীকার।**

বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রেরিত নমুনার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) কেবল পত্র পাওয়া গিয়াছে, কোনো নমুনা পাওয়া যায় নাই;

(খ) কেবল নমুনা পাওয়া গিয়াছে, কোনো পত্র পাওয়া যায় নাই;

(গ) নমুনার ধারণপাত্র অক্ষত অবস্থায়/ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন); ....

(ঘ) নমুনার ধারণপাত্রের গায়ে সাঁটা লেবেল অক্ষত/ক্ষতিগ্রস্ত/মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন); ....

(ঙ) ধারণপাত্রের ভিতরে নমুনা কোড পাওয়া যায় নাই/অস্পষ্ট/ঘষামাজা করা;

(চ) পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম পরিমাণ নমুনা/কম পরিমাণ নমুনা পাওয়া গিয়াছে (কম পরিমাণ হইলে উহার পরিমাণ লিখিতে হইবে);

(ছ) নমুনাটি অবিকল/ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন) ; ....

(জ) প্রেরিত পত্রের প্রেরকের স্বাক্ষর আছে/নাই;

(ঝ) প্রেরিত পত্রে নমুনা কোড আছে/নাই।

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

খাদ্য বিশ্লেষকের নাম, স্বাক্ষর, সিল, তারিখ,
ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৭
[প্রবিধান ১১ (১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলাফলের সনদ

নং.. তারিখ :............................

প্রাপক : .... (নমুনা প্রেরণকারী ব্যক্তি/ খাদ্য আদালত)

সূত্র : .... তারিখ :............................

নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলাফল :

....

....

....

নমুনা কোড :

(ক) ভৌত পরীক্ষা :

(খ) রাসায়নিক পরীক্ষা :

(গ) অণুজৈবিক পরীক্ষা :

(ঘ) অন্যান্য পরীক্ষা :

আমি (নিম্ন স্বাক্ষরকারী) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খাদ্য পরীক্ষাগার কর্তৃক কৃত নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া এই মর্মে সনদ প্রদান করিতেছি যে, প্রাপ্ত নমুনার খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক—

(ক) নিরাপদ;

(খ) নিরাপদ নয়;

(গ) মানসম্পন্ন;

(ঘ) মানসম্পন্ন নয়;

(ঙ) ভেজাল/নকল/মিসব্রান্ডেড;

(চ) ....(অন্যান্য)

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

খাদ্য বিশ্লেষকের নাম, স্বাক্ষর, সিল, তারিখ,
ই-মেইল ও ফোন নম্বর

তফসিল-২
[প্রবিধান ৭ (১ দ্রষ্টব্য)]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বিশ্লেষণের জন্য নমুনার ন্যূনতম পরিমাণ

ক্রমিক	খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১	**দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য**	
১.১	তরলদুগ্ধ (পাস্তরিত, নির্জীবকৃত)/তরল বাটার দুগ্ধ	৫০০ মিলিলিটার
১.২	ফারমেন্টেড দুগ্ধ/মিষ্টি দধি/সুগন্ধিযুক্ত দুগ্ধ	৫০০ মিলিলিটার
১.৩	ঘন দুগ্ধ/বাস্পায়িত দুগ্ধ/টক দধি/মালাই	২০০ গ্রাম
১.৪	ক্রিম/আইসক্রিম/আইস-ক্যান্ডি/আইস ললি/কুলফি	৩০০ গ্রাম
১.৫	গুঁড়া দুগ্ধ/গুঁড়া ঘোল/গুঁড়া ক্রিম/দুগ্ধ জাতীয় বিকল্পসমূহ	২৫০ গ্রাম
১.৬	পনির/ছানা	২৫০ গ্রাম
১.৭	দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন/পুডিং	২৫০ গ্রাম
১.৮	তরল ঘোল/ঘোল জাতীয় খাদ্যদ্রব্য	৫০০ মিলিলিটার
২	**ভোজ্য তৈল এবং তৈল জাতীয় খাদ্য**	
২.১	ভেজিটেবল তৈল/বাটার তৈল/মাছের তৈল/অন্যান্য ভোজ্য তৈল	৪০০ মিলিমিটার
২.২	ফ্যাট ইমালশন/বাটার/ঘি/মাখন	২০০ গ্রাম
৩	**সরবত এবং সরবত জাতীয় পানীয়**	
৩.১	চিনি বা গুড়ের সরবত	৫০০ মিলিমিটার
৩.২	কৃত্রিম চিনির সরবত	৫০০ মিলিলিটার
৩.৩	অন্যান্য সরবত	৫০০ মিলিলিটার
৪	**ফল এবং শাক-সবজী জাতীয় খাদ্য**	
৪.১	তাজা ফল/হিমায়িত ফল	৫০০ গ্রাম
৪.২	শুষ্ক ফল/অন্যান্য ফলজাত খাবার	২৫০ গ্রাম
৪.৩	তাজা সবজী/হিমায়িত সবজী/অন্যান্য সবজী-জাত খাবার	৫০০ গ্রাম

১	২	৩
৪.৪	আচার/চাটনি/জেলি	২৫০ গ্রাম
৫	**কনফেকশনারি**	
৫.১	কোকো পাউডার/চকলেট পাউডার	২৫০ গ্রাম
৫.২	ক্যান্ডি/নাগেট/চকলেট	২৫০ গ্রাম
৫.৩	চুইং গাম	২৫০ গ্রাম
৫.৪	ফুড ডেকোরেশন/টপিংস/সুইট সস	২৫০ গ্রাম
৬	**খাদ্যশস্য এবং শস্য জাতীয় খাদ্য**	
৬.১	খাদ্যশস্য ও ডাল (আস্ত বা ভাঙ্গা)	১ কেজি
৬.২	আটা/ময়দা/সুজি/বেসন/সমজাতীয় গুঁড়া দ্রব্য	৫০০ গ্রাম
৬.৩	ভাত/রুটি	৫০০ গ্রাম
৬.৪	পাসতা/নুডুল	৫০০ গ্রাম
৬.৫	রাইস পুডিং/পায়েস	৫০০ গ্রাম
৬.৬	আবরণী তরল (মৎস্য বা মাংসে ব্যবহৃত)	৫০০ গ্রাম
৬.৭	চালের পিঠা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য	৫০০ গ্রাম
৬.৮	সয়াবিন কার্ড/সয়া-বেভারেজ/টফু	৫০০ গ্রাম
৭	**বেকারি জাতীয় খাবার**	
৭.১	ব্রেড/রোলস/বান/মাফিন/পিঠা	২৫০ গ্রাম
৭.২	কেক/বিস্কিট/পাই/ডোনাট	২৫০ গ্রাম
৭.৩	ক্রিস্প/চিপস	২৫০ গ্রাম
৭.৪	কর্ণ ফ্লেক্স/রাইস ফ্লেক্স	২০০ গ্রাম
৮	**মাংস এবং মাংসজাতীয় খাদ্যদ্রব্য**	
৮.১	তাজা মাংস/পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৮.২	প্রক্রিয়াজাত মাংস/পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৮.৩	প্রক্রিয়াজাত কমুটেড মাংস/পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৯	**ভক্ষণযোগ্য খাদ্যাবরণ**	
৯.১	সসেস আবরণ	২৫০ গ্রাম
১০	**মাৎস্য এবং মাৎস্য জাতীয় খাদ্য**	৫০০ গ্রাম
১১	**মিষ্টিকারক দ্রব্য**	
১১.১	দানাদার চিনি/ফ্রুকটোজ/ডেক্সটোজ/ল্যাকটোজ/সমজাতীয় দ্রব্য	২৫০ গ্রাম

(১)	(২)	(৩)
১১.২	গুড়/মোলাসেস	২৫০ গ্রাম
১১.৩	সিরাপ/ঘন চিনি/ঘন ফলের রস	২৫০ গ্রাম
১১.৪	মধু/মল্টজাত পণ্য	২৫০ গ্রাম
১১.৫	কৃত্রিম মিষ্টিকারক দ্রব্য	১০০ গ্রাম
১২	**লবণ, মশলা, খাদ্য রং, ইত্যাদি**	
১২.১	ভোজ্য লবণ/ফরটিফাইড লবণ/লবণ সাবস্টিটিউট	২০০ গ্রাম
১২.২	মশল্লা	২৫০ গ্রাম
১২.৩	সিরকা	৩০০ মিলিলিটার
১২.৪	খাদ্য রং/খাদ্য রং প্রস্তুতিসমূহ	২৫ গ্রাম
১২.৫	বেকিং পাউডার	২৫ গ্রাম
১২.৬	সিলভার পাতা	২ গ্রাম
১৩	**ফরমুলেটেড খাবার**	
১৩.১	শিশু খাদ্য/ওয়েনিং ফুড	৫০০ গ্রাম
১৩.২	কমপ্লিমেন্টারী খাবার (বিভিন্ন বয়সের)	৫০০ গ্রাম
১৩.৩	বিশেষায়িত খাবার (চিকিৎসার কারণে)	৫০০ গ্রাম
১৩.৪	অন্যান্য ফুড সাপ্লিমেন্টস	৫০০ গ্রাম
১৪	**বেভারেজ (অ্যালকোহলমুক্ত)**	
১৪.১	সাধারণ খাবার পানি (প্রাকৃতিক/প্যাকেটজাত) (৫০০ মিলি × ৪ প্যাকেট)	২ লিটার
১৪.২	ফল/সবজির রস	১ লিটার
১৪.৩	খেজুর/তালের রস	১ লিটার
১৪.৪	কারবোনেটেড এনার্জি/নন-এনার্জি বেভারেজ	৩ লিটার
১৪.৫	তরল চা/কফি	৫০০ মিলিলিটার
১৪.৬	ইনস্ট্যান্ট গুঁড়া চা/কফি	১০০ গ্রাম
১৫	**রেডি খাবার**	৫০০ গ্রাম
১৬	**হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবার**	৫০০ গ্রাম
১৭	**অনির্ধারিত খাবার**	৫০০ গ্রাম

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ১৫ মার্চ, ২০১৭

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ৩৪-আইন/২০১৭।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭, ধারা ২৭ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) **"অন্যান্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য"** অর্থ নিম্নরূপ কোনো দ্রব্য বা উপাদান, যথা :—

(১) মিষ্টিকারক—খাদ্যদ্রব্যে মিষ্টি স্বাদ প্রদান করে;

(২) এসিড বা অম্ল—খাদ্যদ্রব্যের অম্লতা বা টক স্বাদ পরিবর্তনে সহায়তা করে;

(৩) ফেনারোধী—খাদ্যদ্রব্যে ফেনা সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে;

(৪) ফেনাকারক—তরল বা কঠিন খাদ্যে বায়বীয় দ্রব্যের সমসত্ব বিচ্ছুরণ গঠন করে বা বজায় রাখে;

(৫) দৃঢ়কারক—ফল বা সবজির কোষকে দৃঢ় করে বা দৃঢ় রাখিতে সহায়তা করে;

(৬) পুরুত্বকারক—খাদ্যের সান্দ্রতা (viscosity) বৃদ্ধি করে;

(৭) জমাটরোধক—খাদ্যকণাসমূহের একটির সহিত অন্যটির যুক্ত হইবার প্রবণতা হ্রাস বা রোধ করে;

(৮) স্বাতন্ত্রকারক—খাদ্যদ্রব্যে ধনাত্মক আয়ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে;

(৯) জেলিকারক—জেলি তৈরি করিয়া খাদ্যের গ্রহণযোগ্য গঠন বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে;

(১০) ইমালসিফাইয়ার—খাদ্যদ্রব্যে দুই বা ততোধিক পৃষ্ঠদশার পরস্পর অদ্রবণীয় অবস্থায় সমসত্ব মিশ্রণ বজায় রাখে বা তৈরিতে সহায়তা করে;

(১১) স্ফীতকারক—খাদ্যপণ্য হইতে প্রাপ্ত মোট শক্তির কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই, বায়ু ও পানি ব্যতীত, খাদ্যদ্রব্যের আয়তন বৃদ্ধি করে;

(১২) ময়দা প্রক্রিয়াকারক—ময়দার খামিরের সেকনমান (baking) সঠিক রাখে;

(১৩) উজ্জ্বলকারক—খাদ্যের বহিঃপৃষ্ঠে প্রয়োগে খাদ্যপণ্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে এবং রক্ষামূলক বর্ম হিসাবে কাজ করে;

(১৪) আর্দ্রতাকারক—নিম্ন আর্দ্র পরিবেশে শুষ্ককরণ প্রক্রিয়ার বিপরীতে খাদ্যদ্রব্যকে আর্দ্র রাখে;

(১৫) চালক দ্রব্য—বায়ু ব্যতীত অন্য কোনো গ্যাস, যাহার মাধ্যমে কৌটা হইতে সহজে খাদ্য বাহির হয়; এবং

(১৬) বৃদ্ধিকারক—দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহের মিশ্রণ, যাহা খামিরের আয়তন বৃদ্ধি করে;

(খ) **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(গ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) **"কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস"** অর্থ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গঠিত কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশন কর্তৃক খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক নির্ধারিত বা স্বীকৃত মান, ব্যবহার বিধি, নির্দেশনা এবং অন্যান্য সুপারিশ সম্বলিত সমন্বিত খাদ্য কোড;

(ঙ) **"খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য"** অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে খাদ্যের সহিত সংযোজিত কোনো বস্তু, যাহা সাধারণত মূল আহার্য হিসাবে ভক্ষণ করা হয় না, তবে বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হিসাবে কারিগরি প্রয়োজনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কজাতকরণ বা সংরক্ষণের নিমিত্ত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যাশিত উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য, খাদ্যে ব্যবহৃত হয় এবং দূষক বা অন্য কোনো মিশ্রিত পদার্থের অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকেই খাদ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য মূল খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে;

(চ) **"জারণরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট"** অর্থ এইরূপ দ্রব্য যাহা খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে যুক্ত করা হইলে অক্সিজেন সংযুক্তির কারণে অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস বা প্রতিরোধ করে;

(ছ) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো তফসিল;

(জ) **"পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদান"** অর্থ এইরূপ কোনো উপাদান, যাহা খাদ্যের মিষ্টি স্বাদকে বৃদ্ধি করে, কিন্তু খাদ্যের চিনি বা অন্যান্য শর্করা, পলিহাইড্রিক এ্যালকোহল, মধু বা কোনো পুষ্টিকর উপাদানকে বর্ধিত করে না;

(ঝ) **"বর্ণধারক দ্রব্য"** অর্থ এইরূপ কোনো দ্রব্য যাহা রঞ্জক দ্রব্যের রঞ্জন গুণ ধরিয়া রাখে বা রঞ্জন গুণ পরিবর্তন প্রতিরোধ করে;

(ঞ) **"বাংলাদেশ জাতীয় মান"** অর্থ; Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 এর section 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত Bangladesh Standard;

(ট) **"রঞ্জক দ্রব্য"** অর্থ এইরূপ কোনো দ্রব্য যাহা খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে যুক্ত করিলে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী প্রভাব ব্যতীত কেবল রং যুক্ত করে;

(ঠ) **"সতর্কতা"** অর্থ কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সতর্কতা এবং ইহার অবর্তমানে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো দলিলে প্রকাশিত সতর্ক বার্তা;

(ড) **"সংরক্ষণকারী দ্রব্য"** অর্থ খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণের মধ্যে সেই সকল দ্রব্যাদির অন্তর্ভুক্তি, যাহা জারণ, পচন বা ক্ষয়ক্রিয়া বা অম্লতা বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান বা বিলম্বিত করিয়া খাদ্যের গুণগতমান সুরক্ষা করিতে সহায়ক হিসাবে কার্যসম্পাদনে সক্ষম, তবে ইহাতে লবণ, চিনি, এসিটিক এসিড, গ্লিসারিন, এ্যালকোহল, মশলা, ভেষজ-ঔষধ এবং অপরিহার্য তেল, যাহারা সাধারণত স্বাদ বা সুগন্ধ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত, অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঢ) **"সুগন্ধি দ্রব্য"** অর্থ এইরূপ কোনো দ্রব্য যাহা খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে যুক্ত করিলে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী প্রভাব ব্যতীত কেবল খাদ্যের সুগন্ধ বৃদ্ধি করে বা ছড়ায় এবং সুগন্ধি হিসাবে খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে যুক্ত থাকে; এবং

(ণ) **"স্থিতিকারক দ্রব্য"** বা **"স্টাবিলাইজার"** অর্থ এইরূপ কোনো দ্রব্য যাহা দুই বা ততোধিক দ্রব্যের অদ্রবণীয় অবস্থায় সমসত্ত্ব মিশ্রণ বজায় রাখিতে বা তৈরিতে সহায়তা করে।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **খাদ্যে রঞ্জক দ্রব্য বা বর্ণধারক দ্রব্যের ব্যবহার।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো অজৈব রঞ্জক দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে মিশ্রিত করিতে অথবা উক্তরূপ মিশ্রণে প্রস্তুতকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তফসিল-১ এর অংশ-১ এ উল্লিখিত কোনো রঞ্জক দ্রব্য বা বর্ণধারক দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ বাংলাদেশ জাতীয় মানের অতিরিক্ত পরিমাণে কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবারাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ জাতীয় মানে অথবা বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন রঞ্জক দ্রব্য বা বর্ণধারক দ্রব্যের মাত্রা নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে নির্ধারিত মাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী নহে এইরূপ প্রাকৃতিক রঞ্জক দ্রব্য বা বর্ণধারক দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) তফসিল-১ এর অংশ-১ এ উল্লেখ নাই এইরূপ কোনো রঞ্জক দ্রব্য বা বর্ণধারক দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করিতে হইলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী করিতে হইবে।

(৪) তফসিল-২ এর অংশ-১ এ উল্লিখিত কোনো রঞ্জক দ্রব্য বা বর্ণধারক দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে উল্লিখিত রিভাইজড জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড এর নোটে বর্ণিত সর্বোচ্চ মাত্রা ও মতামত বাধ্যতামূলকভাবে সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে।

৪। **খাদ্যে সংরক্ষণকারী দ্রব্যের ব্যবহার।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তফসিল-১ এর অংশ-২ এ উল্লিখিত কোনো সংরক্ষণকারী দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ বাংলাদেশ জাতীয় মানের অতিরিক্ত পরিমাণে কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ জাতীয় মানে অথবা বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন সংরক্ষণকারী দ্রব্যের মাত্রা নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে নির্ধারিত মাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী নহে এইরূপ প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষণকারী দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করা যাইবে।

(২) তফসিল-১ এর অংশ-২ এ উল্লেখ নাই এইরূপ কোনো সংরক্ষণকারী দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করিতে হইলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী করিতে হইবে।

(৩) তফসিল-২ এর অংশ-২ এ উল্লিখিত কোনো সংরক্ষণকারী দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে উল্লিখিত রিভাইজড জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড এর নোটে বর্ণিত সর্বোচ্চ মাত্রা ও মতামত বাধ্যতামূলকভাবে সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে।

৫। **খাদ্যে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তফসিল-১ এর অংশ-৩ এ উল্লিখিত কোনো সুগন্ধি দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ বাংলাদেশ জাতীয় মানের অতিরিক্ত পরিমাণে কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ জাতীয় মানে অথবা বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন সুগন্ধি দ্রব্যের মাত্রা নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে নির্ধারিত মাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী নহে এইরূপ প্রাকৃতিক সুগন্ধি দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করা যাইবে।

(২) তফসিল-১ এর অংশ-৩ এ উল্লেখ নাই এইরূপ কোনো সুগন্ধি দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করিতে হইলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী করিতে হইবে।

(৩) তফসিল-২ এর অংশ-৩ এ উল্লিখিত কোনো সুগন্ধি দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে উল্লিখিত রিভাইজড জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড এর নোটে বর্ণিত সর্বোচ্চ মাত্রা ও মতামত বাধ্যতামূলকভাবে সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে।

৬। **খাদ্যে জারণরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এর ব্যবহার।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তফসিল-১ এর অংশ-৪ এ উল্লিখিত কোনো জারণরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বা উহার মিশ্রণ বাংলাদেশ জাতীয় মানের অতিরিক্ত পরিমাণে কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ জাতীয় মানে অথবা বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন জারণরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে নির্ধারিত মাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী নহে এইরূপ প্রাকৃতিক জারণবিরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করা যাইবে।

(২) তফসিল-১ এর অংশ-৪ এ উল্লেখ নাই এইরূপ কোনো জারণরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বা উহার মিশ্রণ কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করিতে হইলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী করিতে হইবে।

(৩) তফসিল-২ এর অংশ-৪ এ উল্লিখিত কোনো জারণরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বা উহার মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে উল্লিখিত রিভাইজড জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড এর নোটে বর্ণিত সর্বোচ্চ মাত্রা ও মতামত বাধ্যতামূলকভাবে সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে।

৭। **খাদ্যে স্থিতিকারক দ্রব্য বা স্ট্যাবিলাইজারের ব্যবহার।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তফসিল-১ এর অংশ-৫ এ উল্লিখিত কোনো স্থিতিকারক দ্রব্য বা স্ট্যাবিলাইজার অথবা উহার মিশ্রণ বাংলাদেশ জাতীয় মানের অতিরিক্ত পরিমাণে কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ জাতীয় মানে অথবা বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন স্থিতিকারক দ্রব্য বা স্ট্যাবিলাইজারের মাত্রা নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে নির্ধারিত মাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী নহে এইরূপ প্রাকৃতিক স্থিতিকারক দ্রব্য বা স্ট্যাবিলাইজার খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করা যাইবে।

(২) তফসিল-১ এর অংশ-৫ এ উল্লেখ নাই এইরূপ কোনো স্থিতিকারক দ্রব্য বা স্ট্যাবিলাইজার অথবা উহার মিশ্রণ কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করিতে হইলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী করিতে হইবে।

(৩) তফসিল-২ এর অংশ-৫ এ উল্লিখিত কোনো স্থিতিকারক দ্রব্য বা স্ট্যাবিলাইজার অথবা উহার মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে উল্লিখিত রিভাইজড জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড এর নোটে বর্ণিত সর্বোচ্চ মাত্রা ও মতামত বাধ্যতামূলকভাবে সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে।

৮। **খাদ্যে পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদানের ব্যবহার**।—(১) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তফসিল-১ এর অংশ-৬ এ উল্লিখিত কোনো পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদান বা উহার মিশ্রণ বাংলাদেশ জাতীয় মানের অতিরিক্ত পরিমাণে কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ জাতীয় মানে অথবা বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদানের মাত্রা নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে নির্ধারিত মাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী নহে এইরূপ প্রাকৃতিক পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদান খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করা যাইবে।

(২) তফসিল-১ এর অংশ-৬ এ উল্লেখ নাই এইরূপ কোনো পুষ্টিবিহীন সহায়ক বা উহার মিশ্রণ কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করিতে হইলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী করিতে হইবে।

(৩) তফসিল-২ এর অংশ-৬ এ উল্লিখিত কোনো পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদান বা উহার মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে উল্লিখিত রিভাইজড জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড এর নোটে বর্ণিত সর্বোচ্চ মাত্রা ও মতামত বাধ্যতামূলকভাবে সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে।

৯। **খাদ্যে অন্যান্য সংযোজন দ্রব্যের ব্যবহার**।—(১) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তফসিল-১ এর অংশ-৭ এ উল্লিখিত কোনো অন্যান্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ বাংলাদেশ জাতীয় মানের অতিরিক্ত পরিমাণে কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যেপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ জাতীয় মানে অথবা বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন অন্যান্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্যের মাত্রা নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্টান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে নির্ধারিত মাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী নহে এইরূপ প্রাকৃতিক অন্যান্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করা যাইবে।

(২) তফসিল-১ এর অংশ-৭ এ উল্লেখ নাই এইরূপ কোনো অন্যান্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার করিতে হইলে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী করিতে হইবে।

(৩) তফসিল-২ এর অংশ-৭ এ উল্লিখিত কোনো অন্যান্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড এ্যাডিটিভ ১৯২-১৯৯৫ এর সর্বশেষ সংস্করণে উল্লিখিত রিভাইজড জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড এর নোটে বর্ণিত সর্বোচ্চ মাত্রা ও মতামত বাধ্যতামূলকভাবে সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে।

১০। **অপ্রযোজ্যতা।**—Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

১১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-১

[প্রবিধান ২(১) (ছ) দ্রষ্টব্য]

খাদ্য-সংযোজন দ্রব্যের তালিকা

অংশ-১

রঞ্জক বা বর্ণধারক দ্রব্য

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	রঞ্জক (Colour)
১	২	৩
১	162	বীট লাল (Beet red)
২	170i	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate)
৩	161g	ক্যান্থাজানথিন (Canthaxanthin)
৪	160e	কেরটিনাল, বিটা-এপো-৮’ (Carotenal, beta-apo-8)
৫	160aiii	বিটা কেরোটিন, ব্ল্যাকেস্লি ট্রাইস্পোরা (beta-Carotenes, Blakeslea trispora)
৬	160ai	বিটা-কেরোটিন, কৃত্রিম (beta-Carotenes, synthetic)
৭	160aii	বিটা-কেরোটিন, সবজি (beta-Carotenes, Vegetable)
৮	160f	কেরটিনইক এসিড, ইথাইল এস্টার, বিটার-এপো-৮’-(Carotenoic acid, ethyl ester, beta-apo-8’-)
৯	141ii	ক্লোরোফিল কপার কমপ্লেক্স, K এবং Na এর লবণ (Chlorophyllin cooper complexes, potassium and sodium salts)
১০	140	ক্লোরোফিল (Chlorophylls)
১১	141i	ক্লোরোফিল, কপার কমপ্লেক্স (Chlorophylis, copper complexes)
১২	100i	কারকিউমিন (Curcumin)
১৩	163ii	আঙ্গুরের খোসার নির্যাস (Grape skin extract)
১৪	172i	আয়রণ অক্সাইড, কালো (Iron oxide, black)
১৫	172ii	আয়রণ অক্সাইড, লাল (Iron oxide, red)
১৬	172iii	আয়রণ অক্সাইড, হলুদ (Iron oxide, yellow)
১৭	161bi	লিউটিন (টেগেট ইরেক্টা হইতে) (Lutein from Tagetes erecta)
১৮	160diii	লাইকোপিন, ব্ল্যাকেস্লি ট্রাইস্পোরা (Lycopene, Blakeslea trispora)
১৯	160di	লাইকোপিন, কৃত্রিম (Lycopene, synthetic)
২০	160dii	লাইকোপিন, টমেটো (Lycopene, tomato)
২১	101ii	রাইবোফ্লাভিন ৫’-ফসফেট, সোডিয়াম (Riboflavin 5’-phosphate, sodium)
২২	101iii	রাইবোফ্লাভিন (ব্যাসিলাস সাবটিলিস হইতে) (Riboflavin from Bacillus subtilis)
২৩	101i	রাইবোফ্লাভিন, কৃত্রিম (Riboflavin, synthetic)
২৪	181	ট্যানিক এসিড (ট্যানিন) [Tannic acid (Tannins)]
২৫	161hi	জিয়াজ্যনথিন, কৃত্রিম (Zeaxanthin, synthetic)

বর্ণধারক দ্রব্য

১	২	৩
২৬	523	অ্যালুমিনিয়াম এমোনিয়াম সালফেট (Aluminium ammonium sulphate)
২৭	385	ক্যালসিয়াম ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইএমিন টেট্রাএসিটেট (Calcium disodium ethylene diamine tetraacetate)
২৮	330	সাইট্রিক এসিড (Citric acid)
২৯	386	ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইএমিন টেট্রাএসিটেট (Disodium ethylene diamine tetraacetate)
৩০	579	ফেরাস গ্লুকোনেট (Ferrous gluconate)
৩১	585	ফেরাস ল্যাকটেট (Ferrous lactate)
৩২	504i	ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট (Magnesium carbonate)
৩৩	511	ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (Magnesium chloride)
৩৪	528	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড (Magnesium hydroxide)
৩৫	504ii	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড কার্বনেট (Magnesium hydroxide carbonate)
৩৬	512	স্টেনাস ক্লোরাইড (Stannous chloride)

অংশ-২
সংরক্ষণকারী দ্রব্য

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	সংরক্ষণকারী (Preservatives)
১	২	৩
১	263	ক্যালসিয়াম এসিটেট (Calcium acetate)
২	385	ক্যালসিয়াম ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইএমিন টেট্রাএসিটেট (Calcium disodium ethylene diamine tetraacetate)
৩	282	ক্যালসিয়াম প্রপায়োনেট (Calcium propionate)
৪	290	কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide)
৫	242	ডাইমিথাইল ডাইকার্বনেট (Dimethyl dicarbonate)
৬	386	ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইএমিন টেট্রাএসিটেট (Disodium ethylene diamine tetraacetate)
৭	384	আইসোপ্রপাইল সাইট্রেট (Isopropyl citrates)

১	২	৩
৮	243	লরিক আরজিনেট ইথাইল এস্টার (Lauric Arginate Ethyl Ester)
৯	1105	লাইসোজাইম (Lysozyme)
১০	218	মিথাইল প্যারা-হাইড্রক্সিনেজয়েন্ট (Methyl para-hydroxybenzoate)
১১	235	ন্যাটামাইসিন (পিমারিসিন) [Natamycin (Pimaricin)]
১২	234	নাইসিন (Nisin)
১৩	261i	পটাসিয়াম এসিটেট (Potassium acetate)
১৪	262i	সোডিয়াম এসিটেট (Sodium acetate)
১৫	262ii	সোডিয়াম ডাইএসিটেট (Sodium diacetate)
১৬	232	সোডিয়াম অর্থো-ফিনাইলফেনল (Sodium ortho-phenylphenol)
১৭	339iii	ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট (Trisodium phosphate)

অংশ-৩
সুগন্ধি দ্রব্য

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	সুগন্ধ বর্ধক (Flavour Enhancer)
১	২	৩
১	1101iii	ব্রোমেলেইন (Bromelain)
২	629	ক্যালসিয়াম ৫’-গুয়ানাইলেট (Calcium 5’-guanylate)
৩	633	ক্যালসিয়াম ৫’-আইনোসিনেট (Calcium 5’-inosinate)
৪	634	ক্যালসিয়াম ৫’-রাইবোনিউক্লিওটাইড (Calcium 5’-ribonucleotides)
৫	628	ডাইপটাসিয়াম ৫’-গুয়ানাইলেট (Dipotassium 5’-guanylate)
৬	968	ইরিথ্রিটল (Erythritol)
৭	637	ইথাইল ম্যালটল (Ethyl maltol)
৮	620	গ্লুটামিক এসিড, এল (+) -[Glutamic acid, L(+)-]
৯	626	গুয়ানাইলিক এডিস, ৫’-(Glutamic acid, 5’-)
১০	630	ইনোসিনিক এসিড, ৫’-(Inosinic acid, 5’-)
১১	1104	লাইপেজ (Lipases)
১২	580	ম্যাগনেসিয়াম গ্লুকোনেট (Magnesium gluconate)
১৩	636	ম্যালটল (Maltol)
১৪	961	নিওটেম (Neotame)
১৫	1101ii	পেপেইন (Papain)
১৬	632	পটাসিয়াম ৫’-ইনোসিনেট (Potassium 5’-inosinate)
১৭	508	পটাসিয়াম ক্লোরাইড (Potassium choloride)
১৮	1101i	প্রোটিয়েজ (Protease)
১৯	334	এল (+)-টারটারিক এডিস [L(+)-Tartaric acid]
২০	957	থাউমাটিন (Thaumatin)

অংশ-৪

জারণরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	জারণরোধী **(Antioxidant)**
১	২	৩
১	300	অ্যাসকরবিক এসিড, এল- (Ascorbic acid, L-)
২	304	অ্যাসকর্বাইল পামিটেট (Ascorbyl palmitate)
৩	305	অ্যাসকর্বাইল স্টিয়ারেট (Ascorbyl stearate)
৪	302	ক্যালসিয়াম এসকর্বেট (Calcium ascorbate
৫	385	ক্যালসিয়াম ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইএমিন টেট্রাএসিটেট (Calcium disodium ethylene diamine tetraacetate)
৬	330	সাইট্রিক এসিড (Citric acid)
৭	472c	গ্লিসারলের সাইট্রিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Citric and fatty acid esters of glycerol)
৮	389	ডাইলরাইল থায়োডাইপ্রপায়োনেট (Dilauryl thiodipropionate)
৯	386	ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইএমিন টেট্রাএসিটেট (Disodium ethylene diamine tetraacetate)
১০	315	ইরাইথর্বিক এসিড (আইসোঅ্যাসকরবিক এসিড) Erythorbic Acid (Isoascorbic acid)
১১	1102	গ্লুকোজ অক্সিডেজ (Glucose oxidase)
১২	314	গোয়াইয়াক রেসিন (Guaiac resin)
১৩	384	আইসোপ্রপাইল সাইট্রেড (Isopropyl citrates)
১৪	322i	লেসিথিন (Lecithin)
১৫	942	নাইট্রাস অক্সাইড (Nitrous oxide)
১৬	338	ফসফোরিক এসিড (Phosphoric acid)
১৭	326	পটাসিয়াম ল্যাকটেট (Potassium lactate)
১৮	301	সোডিয়াম অ্যাসকরবেক (Sodium ascorbate)
১৯	316	সোডিয়াম ইরাইথর্বেট (সোডিয়াম আইসোঅ্যাসকরবে) [Sodium erythorbic (Sodium isoascorbate)]
২০	325	সোডিয়াম ল্যাকটেট (Sodium lactate)
২১	539	সোডিয়াম থায়োসালফেট (Sodium thiosulfate)
২২	512	স্টেনাস ক্লোরাইড (Stannous chloride)
২৩	484	স্টেরাইল সাইট্রেট (Stearyl citrate)
২৪	334	এল (+)-টারটারিক এসিড [L(+)-Tartaric acid]
২৫	388	থায়োডাইপ্রপায়োনিক এসিড (Thiodipropionic acid)
২৬	307b	টকোফেরল ঘণ, মিশ্রিত (Tocopherol concentrate, mixed)
২৭	307a	ডি-আলফা টকোফেরল (d-alpha Tocopherol)
২৮	307c	ডিএল-আলফা টকোফেরল (dl-alpha Tocopherol)

অংশ-৫

স্থিতিকারক দ্রব্য বা স্ট্যাবিলাইজার

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	স্থিতিকারক (Stabilizer)
১	২	৩
১	472a	গ্লিসারলের এসিটিক এবং ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Acetic and fatty acid esters of glycerol)
২	1422	এসিটাইলেটেড ডাইস্টার্চ এডিপেট (Acetylated distrach adipate)
৩	1414	এসিটাইলেটেড ডাইস্টার্চ ফসফেট (Acetylated distrach phosphate)
৪	1451	এসিটাইলেটেড জারিত স্টার্চ (Acetylated oxidized starch)
৫	1401	এসিড শোধিত স্টার্চ (Acid treated starch)
৬	406	আগার (Agar)
৭	400	অ্যালজিনিক এসিড (Alginic acid)
৮	1402	ক্ষার শোধিত স্টার্চ (Alkaline treated starch)
৯	523	অ্যালুমিনিয়াম এমোনিয়াম সালফেট (Aluminium ammonium sulfate)
১০	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
১১	452v	এমোনিয়াম পলিফসফেট (Ammonium polyphodphate)
১২	901	মৌমাছির মোম (Beeswax)
১৩	1403	ব্লিচড স্টার্চ (Bleached starch)
১৪	1101iii	ব্রোমেলেইন (Bromelain)
১৫	263	ক্যালসিয়াম এসিটেট (Calcium acetate)
১৬	404	ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট (Calcium alginate)
১৭	170i	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate)
১৮	509	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (Calcium chloride)
১৯	450vii	ক্যালসিয়াম ডাহাইড্রোজেন ডাইফসফেট (Calcium dihydrogen diphosphate)
২০	341i	ক্যালসিয়াম ডাহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
২১	341ii	ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium hydrogen phosphate)
২২	452vi	ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Calcium polyphosphate)
২৩	482i	ক্যালসিয়াম স্টিয়ারয়েল ল্যাকটাইলেট (Calcium stearoyl lactylate)
২৪	516	ক্যালসিয়াম সালফেট (Calcium sulfate)
২৫	410	কারোব বীন গাম (Carob bean gum)
২৬	427	কেসিয়া গাম (Cassia gum)

১	২	৩
২৭	472c	গ্লিসারলের সাইট্রিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Citric and fatty acid esters of glycerol)
২৮	468	ক্রস-সংযুক্ত সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ (ক্রস-সংযুক্ত সেলুলোজ গাম) (Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose) (Cross- linked cellulose gum)
২৯	424	কার্ডলান (Curdlan)
৩০	457	সাইক্লোডেক্সট্রিন, আলফা- (Cyclodextrin, alpha-)
৩১	459	সাইক্লোডেক্সট্রিন, বিটা- (Cyclodextrin, beta-)
৩২	458	সাইক্লোডেক্সট্রিন, গামা- (Cyclodextrin, gamma-)
৩৩	1400	ডেক্সট্রিন, রোস্টেড স্টার্চ (Dextrins, roasted starch)
৩৪	472e	গ্লিসারল এর ডাইএসিটাইলটারটারিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol)
৩৫	450vi	ডাইক্যালসিয়াম ডাইফসফেট (Dicalcium diphospate)
৩৬	340ii	ডাইপটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Dipotassium hydrogen phospate)
৩৭	336ii	ডাইপটাসিয়াম টারট্রেট (Dipotassium tartrate)
৩৮	450i	ডাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Disodium diphospate)
৩৯	386	ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইএমিন টেট্রাএসিটেট (Disodium ethylene diamine tetraacetate)
৪০	339ii	ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Disodium hydrogen phospate)
৪১	1412	ডাইস্টার্চ ফসফেট (Distarch phospate)
৪২	467	ইথাইল হাইড্রক্সিইথাইল সেলুলোজ (Ethyl hydroxyethyl cellulose)
৪৩	418	গেলান গাম (Gellan gum)
৪৪	445iii	উড রজিন এর গ্লিসারল এস্টার (Glycerol ester of wood rosin)
৪৫	412	গুয়ার গাম (Guar gum)
৪৬	463	হাইড্রক্সিপ্রপাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl cellulose)
৪৭	1442	হাইড্রক্সিপ্রপাইল ডাইস্টার্চ ফসফেট (Hydroxypropyl distarch phospate)
৪৮	464	হাইড্রক্সিপ্রপাইল মিথাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl methyl cellulose)
৪৯	1440	হাইড্রক্সিপ্রপাইল স্টার্চ (Hydroxypropyl starch)
৫০	1103	ইনভারটেজ (Invertases)
৫১	953	আইসোমল্ট (হাইড্রজিনেটেড আইসোমল্টুলোজ) [Isomalt (Hydrogenated isomaltulose)]
৫২	425	কোনিয়াক ময়দা (Konjac flour)
৫৩	472b	গ্লিসারলের ল্যাকটিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Lactic and fatty acid esters of glycerol)
৫৪	511	ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (Magnesium chloride)

১	২	৩
৫৫	965i	ম্যালটিটল (Maltitol)
৫৬	965ii	ম্যালটিটল সিরাপ (Maltitol syrup)
৫৭	461	মিথাইল সেলুলোজ (Methyl cellulose)
৫৮	465	মিথাইল ইথাইল সেলুলোজ (Methyl ethyl cellulose)
৫৯	460i	মিহি স্ফটিক সেলুলোজ (সেলুলোজ জেল) [Microcrystalline cellulose (Cellulose gel)]
৬০	471	ফ্যাটি এসিডের মনো এবং ডাই-গ্লিসারাইড (Mono- and di-glycerides of fatty acids)
৬১	336i	মনোপটাসিয়াম টারট্রেট (Monopotassium tartrate)
৬২	335i	মনোসোডিয়াম টারট্রেট (Monosodium tartrate)
৬৩	1410	মনোস্টার্চ ফসফেট (Monostarch phosphate)
৬৪	1404	জারিত স্টার্চ (Oxidized starch)
৬৫	440	পেকটিন (Pectins)
৬৬	451ii	পেন্টাপটাসিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentapotassium triphosphate)
৬৭	451i	পেন্টাসোডিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentasodium triphosphate)
৬৮	1413	ফসফেটেড ডাইস্টার্চ ফসফেট (Phosphated distarch Phosphate)
৬৯	1200	পলিডেক্সট্রোজ (Polydexitroses)
৭০	1201	পলিভিনাইল পাইরোলিডন (Polyvinyl pyrrolidone)
৭১	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
৭২	501i	পটাসিয়াম কার্বনেট (Potassium carbonate)
৭৩	508	পটাসিয়াম ক্লোরাইড (Potassium chloride)
৭৪	332i	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন সাইট্রেট (Potassium dihydrogen citrate)
৭৫	340i	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Potassium dihydrogen phosphate)
৭৬	501ii	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন কার্বনেট (Potassium dihydrogen carbonate)
৭৭	452ii	পটাসিয়াম পলিফসফেট (Potassium polyphosphate)
৭৮	337	পটাসিয়াম সোডিয়াম এল (+) টারট্রেট [Potassium sodium L (+)- tartrate]
৭৯	460ii	গুড়া সেলুলোজ (Powdered cellulose)
৮০	407a	প্রক্রিয়াজাত ইউসুমা সীউইড (পিইএস) [Processed eucheuma seaweed (PES)]
৮১	405	প্রপাইলিন গ্লাইকল অ্যালজিনেট (Propylene glycol alginate)
৮২	1101i	প্রোটিয়েজ (Protease)
৮৩	470i	মাইরিস্টিক, পালমিটিক ও স্টিয়ারিক এসিডের এমোনিয়া, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়াম লবণ (Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium)
৮৪	470ii	অলিক এসিডের ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়াম লবণ (Salts of oleic, acid with calcium, potassium and sodium)

১	২	৩
৮৫	335ii	সোডিয়াম এল (+) টারট্রেট [Sodium L (+) –tartrate]
৮৬	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)
৮৭	541i	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, অম্লিয় (Sodium aluminium phosphate, acidic)
৮৮	541ii	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, ক্ষারিয় (Sodium aluminium phosphate, basic)
৮৯	452iii	সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Sodium calcium polyphosphate)
৯০	469	এনজাইম দ্বারা আর্দ্র-বিশ্লেষিত সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ (সেলুলোজ গাম, এনজাইম দ্বারা আর্দ্র- বিশ্লেষিত) [Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (Cellulose gum, enzymatically hydrolysed)]
৯১	331i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন সাইট্রেড (Sodium dihydrogen citrate)
৯২	339i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Sodium dihydrogen phosphate)
৯৩	576	সোডিয়াম গ্লুকোনেট (Sodium gluconate)
৯৪	452i	সোডিয়াম পলিফসফেট (Sodium polyphosphate)
৯৫	481i	সোডিয়াম স্টিয়ারয়েল ল্যাকটাইলেট (Sodium stearoyl lactylate)
৯৬	493	সরবিটান মনোলরেট (Sorbitan monolaurate)
৯৭	494	সরবিটান মনোঅলিয়েট (Sorbitan monooleate)
৯৮	420i	সরবিটল (Sorbitol)
৯৯	420ii	সরবিটল সিরাপ (Sorbitol syrup)
১০০	1420	স্টার্চ এসিটেট (Starch acetate)
১০১	1450	স্টার্চ সোডিয়াম অকটেনাইল সাকসিনেট (Starch sodium octenyl succinate)
১০২	1405	এনজাইম শোধিত স্টার্চ (Starches, enzyme treated)
১০৩	473a	সুক্রোজ অলিগো এস্টার, টাইপ ১ ও টাইপ ২ (Sucrose Oligoesters, Type I and Type II)
১০৪	444	সুক্রোজ এসিটেট আইসোবিউটাইরেট (Sucrose acetate isobutyrate)
১০৫	473	ফ্যাটি এসিডের সুক্রোজ এস্টার (Sucrose esters of fatty acids)
১০৬	181	ট্যানিক এসিড, ট্যানিন (Tannic acid, Tannins)
১০৭	417	টারা গাম (Tara gum)
১০৮	450v	টেট্রাপটাসিয়াম ডাইফসফেট (Tetrapotassium diphosphate)
১০৯	450iii	টেট্রাসোডিয়াম ডাইফসফেট (Tetrasodium diphosphate)
১১০	333iii	ট্রাইক্যালসিয়াম সাইট্রেট (Tricalcium citrate)
১১১	341iii	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
১১২	1505	ট্রাইইথাইল সাইট্রেট (Triethyl citrate)
১১৩	332ii	ট্রাইপটাসিয়াম সাইট্রেট (Tripotassium citrate)
১১৪	340iii	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Triptassium phosphate)
১১৫	331iii	ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট (Trisodium citrate)
১১৬	450ii	ট্রাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Trisodium Diphosphate)
১১৭	339iii	ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট (Trisodium phosphate)
১১৮	415	জ্যানথান গাম (Xanthan gum)
১১৯	967	জাইলিটল (Xylitol)

অংশ-৬

পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদান

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদান (Non-Nutritative Agent)
১	২	৩
১	961	নিওটেম (Neotame)
২	955	সুক্রালোজ (ট্রাইক্লোরোগ্যালাক্টোসুক্রোজ) [Sucralose (Trichlorogalactosucrose)]
৩	962	এসপারটেম/এসিসালফেম লবণ (Aspertame-acesulfame salt)

অংশ-৭

অন্যান্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য

উপ-অংশ-১

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	মিষ্টিকারক (Sweetener)
১	২	৩
১	956	আলিটেম (Alitame)
২	962	এসপারটেম-এসিসালফেম লবণ (Aspartame-acesulfame salt)
৩	964	পলিগ্লাইসিটল সিরাপ (Polyglycitol syrup)
৪	960	স্টেভিয়ল গ্লাইকোসাইড (Steviol glycosides)
৫	420i	সরবিটল (Sorbitol)
৬	420ii	সরবিটল সিরাপ (Sorbitol syrup)
৭	953	আইসোমল্ট (হাইড্রজিনেটেড আইসোমল্টুলোজ) [Isomalt (Hydrogenated isomaltulose)]
৮	955	সুক্রালোজ (ট্রাইক্লোরোগ্যালাক্টোসুক্রোজ) [Sucralose (Trichlorogalactosucrose)]
৯	957	থাউমাটিন (Thaumatin)
১০	961	নিওটেম (Neotame)
১১	965i	ম্যালটিটল (Maltitol)
১২	965ii	ম্যালটিটল সিরাপ (Maltitol syrup)
১৩	966	ল্যাকটিটল (Lactitol)
১৪	967	জাইলিটল (Xylitol)
১৫	968	ইরিথ্রিটল (Erythritol)

উপ-অংশ-২

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	অম্ল বা অম্লত্ব নিয়ন্ত্রক (Acid or Acidity regulator)
১	২	৩
১	260	এসিটিক এসিড, গ্ল্যাসিয়েল (Acetic acid, glacial)
২	523	অ্যালুমিনিয়াম এমোনিয়াম সালফেট (Aluminium ammonium sulfate)
৩	503i	এমোনিয়াম কার্বনেট (Ammonium carbonate)
৪	342i	এমোনিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Ammonium dihydrogen phosphate)
৫	503ii	এমোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (Ammonium hydrogen carbonate)
৬	527	এমোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (Ammonium hydroxide)
৭	300	অ্যাসকর্বিক এসিড, এল. (Ascorbice acid, L-)
৮	263	ক্যালসিয়াম এসিটেট (Calcium acetate)
৯	170 i	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate)
১০	450vii	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ডাইফসফেট (Calcium dihydrogen diphosphate)
১১	341i	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
১২	578	ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট (Calcium gluconate)
১৩	341ii	ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium hydrogen phosphate)
১৪	526	ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Calcium hydroxide)
১৫	327	ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট (Calcium lactate)
১৬	352ii	ক্যালসিয়াম ম্যালেট, ডিএল-(Calcium malate, DL-)
১৭	529	ক্যালসিয়াম অক্সাইড (Calcium oxide)
১৮	452iv	ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Calcium polyphosphate)
১৯	516	ক্যালসিয়াম সালফেট (Calcium sulphate)
২০	330	সাইট্রিক এসিড (Citric Acid)
২১	342ii	ডাইএমোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Diammonium hydrogen phosphate)
২২	450vi	ডাইক্যালসিয়াম ডাইফসফেট (Dicalcium diphosphate)
২৩	340ii	ডাইপটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Dipotassium hydrogen phosphate)
২৪	336ii	ডাইপটাসিয়াম টারট্রেট (Dipotassium tartrate)
২৫	450i	ডাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Disodium diphosphate)
২৬	339ii	ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Disodium hydrogen phosphate)
২৭	297	ফিউমারিক এসিড (Fumaric acid)
২৮	575	গ্লুকোনো ডেলটা-ল্যাকটোন (Glucono delta-lactone)
২৯	270	ল্যাকটিক এসিড, এল. ডি-, এবং ডিএল-(Lactic acid, L-,D-and DL-)
৩০	504i	ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট (Magnesium carbonate)
৩১	343i	ম্যাগনেসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Magnesium dihydrogen phosphate)
৩২	580	ম্যাগনেসিয়াম গ্লুকোনেট (Magnesium gluconate)

১	২	৩
৩৩	343ii	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Magnesium hydrogen phosphate)
৩৪	528	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড (Magnesium hydroxide)
৩৫	504ii	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড কার্বনেট (Magnesium Hydroxide Carbonate)
৩৬	329	ম্যাগনেসিয়াম ল্যাকটেট ডিএল- (Magnesium lactate, DL-)
৩৭	296	ম্যালিক এসিড, ডিএল-(Malic acid, DL-)
৩৮	336i	মনোপটাসিয়াম টারট্রেট (Monopotassium tartate)
৩৯	335i	মনোসোডিয়াম টারট্রেট (Monosodium tartate)
৪০	451ii	পেন্টাপটাসিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentapotassium triphosphate)
৪১	451i	পেন্টাসোডিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentasodium triphosphate)
৪২	338	ফসফোরিক এসিড (Phosphoric acid)
৪৩	501i	পটাসিয়াম কার্বনেট (Potassium carbonate)
৪৪	332i	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন সাইট্রেট (Potassium dihydrogen citrate)
৪৫	340i	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Potassium dihydrogen phosphate)
৪৬	577	পটাসিয়াম গ্লুকোনেট (Potassium gluconate)
৪৭	501ii	পটাসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (Potassium hydrogen carbonate)
৪৮	515ii	পটাসিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট (Potassium hydrogen sulfate)
৪৯	525	পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (Potassium hydroxide)
৫০	326	পটাসিয়াম ল্যাকটেট (Potassium lactate)
৫১	452ii	পটাসিয়াম পলিফসফেট (Potassium polyphosphate)
৫২	337	পটাসিয়াম সোডিয়াম এল (+)-টারট্রেট [(Potassium sodium L (+)- tartrate)]
৫৩	515i	পটাসিয়াম সালফেট (Potassium sulphate)
৫৪	350ii	সোডিয়াম ডিএল-ম্যালেট (Sodium DL-malate)
৫৫	335ii	সোডিয়াম এল (+)-টারট্রেট (Sodium L(+)-tartrate)
৫৬	262i	সোডিয়াম এসিটেট (Sodium acetate)
৫৭	541i	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, অম্লিয় (Sodium aluminium phosphate, acidic)
৫৮	541ii	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, ক্ষারিয় (Sodium aluminium phosphate, basic)
৫৯	452iii	সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Sodium calcium polyphosphate)
৬০	500i	সোডিয়াম কার্বনেট (Sodium carbonate)
৬১	331i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন সাইট্রেট (Sodium dihydrogen citrate)
৬২	339i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Sodium dihydrogen phosphate)
৬৩	365	সোডিয়াম ফিউমারেট (Sodium fumarates)
৬৪	350i	সোডিয়াম হাইড্রোজেন ডিএল-ম্যালেট (Sodium hydrogen DL-malate)
৬৫	500ii	সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (Sodium hydrogen carbonate)
৬৬	514ii	সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট (Sodium hydrogen sulphate)
৬৭	524	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (Sodium hydroxide)

১	২	৩
৬৮	325	সোডিয়াম ল্যাকটেট (Sodium lactate)
৬৯	452i	সোডিয়াম পলিফসফেট (Sodium polyphosphate)
৭০	500iii	সোডিয়াম সেসকুইকার্বনেট (Sodium sesquicarbonate)
৭১	514i	সোডিয়াম সালফেট (Sodium sulfate)
৭২	334	এল(+)-টারটারিক এসিড [L(+)-Tartaric acid]
৭৩	450v	টেট্রাপটাসিয়াম ডাইফসফেট (Tetrapotassium diphosphate)
৭৪	450iii	টেট্রাসোডিয়াম ডাইফসফেট (Tetrasodium diphosphate)
৭৫	380	ট্রাইএমোনিয়াম সাইট্রেট (Triammonium citrate)
৭৬	333iii	ট্রাইক্যালসিয়াম সাইট্রেট (Tricalcium citrate)
৭৭	341iii	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
৭৮	343iii	ট্রাইম্যাগনেসিয়াম ফসফেট (Trimagnesium phosphate)
৭৯	332ii	ট্রাইপটাসিয়াম সাইট্রেট (Tripotassium citrate)
৮০	340iii	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Tripotassium phosphate)
৮১	331iii	ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট (Trisodium citrate)
৮২	450ii	ট্রাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Trisodium diphosphate)
৮৩	339iii	ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট (Trisodium phosphate)

উপ-অংশ-৩

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	ফেনারোধী (Antifoaming agent)
১	২	৩
১	404	ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট (Calcium alginate)
২	905d	উচ্চ সান্দ্রতাসম্পন্ন খনিজ তেল (Mineral oil, high viscosity)
৩	471	ফ্যাটি এসিডের মনো এবং ডাই-গ্লিসারাইড (Mono-and di-glycerides of fatty acids)
৪	900a	পলিডাইমিথাইল সাইলক্সেন (Polydimethyl siloxane)
৫	1521	পলিইথিলিন গ্লাইকল (Polyethylene glycol)

উপ-অংশ-৪

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	ফেনাকারক (Foaming agent)
১	২	৩
১	400	অ্যালজিনিক এসিড (Alginic acid)
২	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
৩	404	ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট (Calcium alginate)
৪	482(i)	ক্যালসিয়াম স্টিয়ারয়েল ল্যাকটাইলেট (Calcium stearoyl lactylate)
৫	463	হাইড্রক্সিপ্রপাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl cellulose)

১	২	৩
৬	465	মিথাইল ইথাইল সেলুলোজ (Methyl ethyl cellulose)
৭	460(i)	মিহি স্ফটিকায়িত সেলুলোজ (সেলুলোজ জেল) [Microcrystalline cellulose (Cellulose gel)]
৮	942	নাইট্রাস অক্সাইড (Nitrous oxide)
৯	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
১০	405	প্রপাইলিন গ্লাইকল অ্যালজিনেট (Propylene glycol alginate)
১১	999(ii)	কুইলিয়া নির্যাস শ্রেণি ২ (Quillaia extract type 2)
১২	999(i)	কুইলিয়া নির্যাস শ্রেণি ১ (Quillaia extract type 1)
১৩	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)
১৪	481(i)	সোডিয়াম স্টিয়ারয়েল ল্যাকটাইলেট (Sodium stearoyl lactylate)
১৫	415	জ্যানথান গাম (Xanthan gum)

উপ-অংশ-৫

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	দৃঢ়কারক (Firming agent)
১	২	৩
১	523	অ্যালুমিনিয়াম এমোনিয়াম সালফেট (Aluminium ammonium sulfate)
২	170(i)	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate)
৩	509	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (Calcium chloride)
৪	341(i)	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
৫	578	ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট (Calcium gluconate)
৬	341(ii)	ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium hydrogen phosphate)
৭	526	ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড (Calcium hydroxide)
৮	327	ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট (Calcium lactate)
৯	516	ক্যালসিয়াম সালফেট (Calcium sulfate)
১০	424	কার্ডনাল (Curdlan)
১১	450(vi)	ডাইক্যালসিয়াম ডাইফসফেট (Dicalcium diphosphate)
১২	511	ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (Magnesium chloride)
১৩	580	ম্যাগনেসিয়াম গ্লুকোনেট (Magnesium gluconate)
১৪	333(iii)	ট্রাইক্যালসিয়াম সাইট্রেট (Tricalcium citrate)
১৫	341(iii)	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
১৬	340(iii)	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Tripotassium phosphate)

উপ-অংশ-৬

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	পুরুত্বকারক (Thickener)
১	২	৩
১	1422	এসিটাইলেটেড ডাইস্টার্চ এডিপেট (Acetylated distarch adipate)
২	1414	এসিটাইলেটেড ডাইস্টার্চ ফসফেট (Acetylated distarch phosphate)
৩	1451	এসিটাইলেটেড জ্বারিত স্টার্চ (Acetylated oxidized starch)
৪	1401	এসিড শোধিত স্টার্চ (Acid treated starch)
৫	406	আগার (Agar)
৬	400	অ্যালজিনিক এসিড (Aginic acid)
৭	1402	ক্ষার শোধিত স্টার্চ (Alkaline theated starch)
৮	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
৯	452(v)	এমোনিয়াম পলিফসফেট (Ammonium polyphosphate)
১০	901	মৌমাছির মোম (Beeswax)
১১	1403	ব্লিচড স্টার্চ (Bleached starch)
১২	404	ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট (Calcium alginate)
১৩	509	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (Calcium chloride)
১৪	341(i)	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
১৫	341(ii)	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
১৬	452(iv)	ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Calcium polyphosphate)
১৭	902	ক্যানডেলিলা মোম (Candelilla wax)
১৮	410	ক্যারব বীন গাম (Carob bean gum)
১৯	427	ক্যাসিয়া গাম (Cassia gum)
২০	468	ক্রস-সংযুক্ত সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ (ক্রস-সংযুক্ত সেলুলোজ গাম) [Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose (Cross-linked cellulose gum)]
২১	424	কারডলান (Curdlan)
২২	457	সাইক্লোডেক্সট্রিন, আলফা- (Cyclodextrin, alpha-)
২৩	459	সাইক্লোডেক্সট্রিন, বিটা- (Cyclodextrin, beta-)
২৪	458	সাইক্লোডেক্সট্রিন, গামা- (Cyclodextrin, gamma-)
২৫	1400	ডেক্সট্রিন, রোস্টেড স্টার্চ (Dextrins, roasted starch)
২৬	450(vi)	ডাইক্যালসিয়াম ডাইফসফেট (Dicalcium diphosphate)
২৭	340(ii)	ডাইপটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Dipotassium hydrogen phosphate)
২৮	450(i)	ডাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Disodium diphosphate)

১	২	৩
২৯	339(ii)	ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Disodium hydrogen phosphate)
৩০	1412	ডাইস্টার্চ ফসফেট (Distarch phosphate)
৩১	462	ইথাইল সেলুলোজ (Ethyl cellulose)
৩২	467	ইথাইল হাইড্রক্সিইথাইল সেলুলোজ (Ethyl hydroxyethyl cellulose)
৩৩	418	গেলান গাম (Gellan gum)
৩৪	422	গ্লিসারল (Glycerol)
৩৫	412	গুয়ার গাম (Guar gum)
৩৬	463	হাইড্রক্সিপ্রপাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl cellulose)
৩৭	1442	হাইড্রক্সিপ্রপাইল ডাইস্টার্চ ফসফেট (Hydroxypropyl distarch phosphate)
৩৮	464	হাইড্রক্সিপ্রপাইল মিথাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl methyl cellulose)
৩৯	1440	হাইড্রক্সিপ্রপাইল স্টার্চ (Hydroxypropyl starch)
৪০	953	আইসোমল্ট (হাইড্রজিনেটেড আইসোমল্টুলোজ) [Isomalt (Hydrogenated isomaltulose)]
৪১	425	কোনিয়াক ময়দা (Koniac flour)
৪২	966	ল্যাকটিটল (Lactitol)
৪৩	965(i)	ম্যালটিটল (Maltitol)
৪৪	965 (ii)	ম্যালটিটল সিরাপ (Maltitol syrup)
৪৫	461	মিথাইল সেলুলোজ (Methyl cellulose)
৪৬	465	মিথাইল ইথাইল সেলুলোজ (Methyl ethyl cillulose)
৪৭	460 (i)	মিহি স্ফটিকায়িত সেলুলোজ (সেলুলোজ জেল) [Microcrystlline cellulose (Cellulose gel)]
৪৮	1410	মনোস্টার্চ ফসফেট (Monostarch phosphate)
৪৯	1404	জারিত স্টার্চ (Oxidized starch)
৫০	440	পেকটিন (Pectins)
৫১	451(ii)	পেন্টাপটাসিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentapotassium triphosphate)
৫২	451(i)	পেন্টাসোডিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentasodium triphosphate)
৫৩	1413	ফসফেটেড ডাইস্টার্চ ফসফেট (Phosphated distarch phosphate)
৫৪	1200	পলিডেকস্ট্রোজ সমূহ (Polydextroses)
৫৫	1521	পলিইথিলিন গ্লাইকল (Polyethylene glycol)
৫৬	1203	পলিভিনাইল এলকোহল (Polyvinyl alcohol)
৫৭	1201	পলিভিনাইল পাইরলিডন (Polyvinyl pyrrolidone)
৫৮	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
৫৯	508	পটাসিয়াম ক্লোরাইড (Potassium chloride)

১	২	৩
৬০	340(i)	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Potassium dihydrogen phosphate)
৬১	452(ii)	পটাসিয়াম পলিফসফেট (Potassium polyphosphate)
৬২	460(i)	গুঁড়া সেলুলোজ (Powdered cellulose)
৬৩	407a	প্রক্রিয়াজাত ইউসুমা সীউইড (পিইএস) [Processed eucheuma seaweed (PES)]
৬৪	405	প্রপাইলিন গ্লাইকল অ্যালজিনেট (Propylene glycol alginate)
৬৫	1204	পুলুলান (Pullulan)
৬৬	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)
৬৭	541 (i)	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, অম্লিয় (Sodium aluminium phosphate, acidic)
৬৮	541(ii)	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, ক্ষারিয় (Sodium aluminium phosphate, basic)
৬৯	469	এনজাইম দ্বারা আর্দ্র-বিশ্লেষিত সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ (সেলুলোজ গাম, এনজাইম দ্বারা আর্দ্র-বিশ্লেষিত) [Sodium carboxymethyl cellulose enzymatically hydrolysed (Cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)]
৭০	339(i)	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Sodium dihydrogen phosphate)
৭১	576	সোডিয়াম গ্লুকোনেট (Sodium gluconate)
৭২	325	সোডিয়াম ল্যাকটেট (Sodium lactate)
৭৩	452(i)	সোডিয়াম পলিফসফেট (Sodium polyphosphate)
৭৪	420(i)	সরবিটল (Sorbitol)
৭৫	420(ii)	সরবিটল সিরাপ (Sorbitol syrup)
৭৬	1420	স্টার্চ এসিটেট (Starch acetate)
৭৭	1450	স্টার্চ সোডিয়াম অকটেনাইল সাকসিনেট (Starch sodium octenyl succinate)
৭৮	1405	এনজাইম শোধিত স্টার্চ (Starches, enzyme treated)
৭৯	181	ট্যানিক এসিড (ট্যানিন) [Tannic acid (Tannins)]
৮০	417	টারা গাম (Tara gum)
৮১	450(v)	টেট্রাপটাসিয়াম ডাইফসফেট (Tetrapotassium diphosphate)
৮২	450(iii)	টেট্রাসোডিয়াম ডাইফসফেট (Tetrasodium diphosphate)
৮৩	341(iii)	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
৮৪	340(iii)	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Tripotassium phoshate)
৮৫	450(ii)	ট্রাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Trisodium diphosphate)
৮৬	339(iii)	ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট (Trisodium phosphate)
৮৭	415	জ্যানথান গাম (Xanthan gum)
৮৮	967	জাইলিটল (Xylitol)

উপ-অংশ-৭

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	জমাটরোধক (Anti-caking agent)
১	২	৩
১	559	অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট (Aluminium silicate)
২	542	বোন ফসফেট (Bone phosphate)
৩	556	ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট (Calcium aluminium silicate)
৪	170(i)	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate)
৫	341(i)	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
৬	538	ক্যালসিয়াম ফেরোসায়ানাইড (Calcium Ferrocyanide)
৭	341(ii)	ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium hydrogen phosphate)
৮	552	ক্যালসিয়াম সিলিকেট (Calcium silicate)
৯	1503	ক্যাস্টর তেল (Castor oil)
১০	381	ফেরিক এমোনিয়াম সাইট্রেট (Ferric ammonium citrate)
১১	953	আইসোমল্ট (হাইড্রজিনেটেড আইসোমল্টুলোজ) (Isomalt) [Hydrogenated isomaltulose)]
১২	504(i)	ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট (Magnesium carbonate)
১৩	343(i)	ম্যাগনেসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Magnesium dihydrogen phosphate)
১৪	343(ii)	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Magnesium hydrogen phosphate)
১৫	504(ii)	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড কার্বনেট (Magnesium hydroxide carbonate)
১৬	530	ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (Magnesium oxide)
১৭	553(i)	ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট, কৃত্রিম (Magnesium silicate, synthetic)
১৮	460(i)	মিহি স্ফটিকিকৃত সেলুলোজ (সেলুলোজ জেল) [Microcrystalline cellulose (Cellulose gel)]
১৯	900a	পলিডাইমিথাইল সাইলকজেন (Polydimethyl siloxane)
২০	460(ii)	গুড়া সেলুলোজ (Powdered cellulose)
২১	470(i)	মাইরিস্টিক, পালমিটিক ও স্টিয়ারিক এসিডের এমোনিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়াম লবণ (Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium)
২২	470(ii)	অলিইক এসিডের ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়াম লবণ (Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium))
২৩	554	সোডিয়াম অ্যালুমিনোসিলিকেট (Sodium aluminosilicate)
২৪	500(i)	সোডিয়াম কার্বনেট (Sodium carbonate)
২৫	535	সোডিয়াম ফেরোসায়ানাইড (Sodium ferrocyanide)

১	২	৩
২৬	500(ii)	সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (Sodium hydrogen carbonate)
২৭	500(iii)	সোডিয়াম সেসকুইকার্বনেট (Sodium sesquicarbonate)
২৮	341(iii)	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
২৯	343(iii)	ট্রাইম্যাগনেসিয়াম ফসফেট (Trimagnesium phosphate)
৩০	340(iii)	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Tripotasslm phosphate)

উপ-অংশ-৮

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	স্বাতন্ত্রকারক (Sequestrant)
১	২	৩
১	472a	গ্লিসারল এর এসিটিক এবং ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Acetic and fatty acid esters of glycerol)
২	400	অ্যালজিনিক এসিড (Alginic acid)
৩	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
৪	452v	এমোনিয়াম পলিফসফেট (Ammonium polyphosphate)
৫	404	ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট (Calcium alginate)
৬	450vii	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ডাইফসফেট (Calcium dihydrogen diphosphate)
৭	341i	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
৮	385	ক্যালসিয়াম ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইঅ্যামিন টেট্রাএসিটেট (Calcium disodium ethylene diamine tetraacetate)
৯	578	ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট (Calcium gluconate)
১০	452iv	ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Calcium polyphosphate)
১১	516	ক্যালসিয়াম সালফেট (Calcium sulfate)
১২	330	সাইট্রিক এসিড (Citric acid)
১৩	472c	গ্লিসারল এর সাইট্রিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Citric and fatty acid esters of glycerol)
১৪	472e	গ্লিসারল এর ডাইএসিটাইল টারটারিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol)
১৫	450vi	ডাইক্যালসিয়াম ডাইফসফেট (Dicalcium diphosphate)
১৬	340ii	ডাইপটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Dipotassium hydrogen phosphate)
১৭	336ii	ডাইপটাসিয়াম টারট্রেট (Dipotassium tartrate)
১৮	450i	ডাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Disodium diphosphate)
১৯	386	ডাইসোডিয়াম ইথাইলিন ডাইঅ্যামিন টেট্রাএসিটেট (Disodium ethylene diamine tetraacetate)
২০	339ii	ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Disodium hydrogen phosphate)
২১	575	গ্লুকোনো ডেলটা-ল্যাকটোন (Glucone delta-lactone)

১	২	৩
২২	384	আইসোপ্রপাইল সাইট্রেট (Isopropyl citrates)
২৩	472b	গ্লিসারল এর ল্যাকটিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টা (Lactic and fatty acid esters of glycerol)
২৪	336i	মনোপটাসিয়াম টারট্রেট (Monopotassium tartrate)
২৫	335i	মনোসোডিয়াম টারট্রেট (Monosodium tartrate)
২৬	451ii	পেন্টাপটাসিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentapotassium triposphate)
২৭	451i	পেন্টাসোডিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentasodium triphosphate)
২৮	338	ফসফোরিক এসিড (Phosphoric acid)
২৯	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
৩০	332i	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন সাইট্রেট (Potassium dihydrogen citrate)
৩১	340i	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Potassium dihydrogen phosphate)
৩২	577	পটাসিয়াম গ্লুকোনেট (Potassium gluconate)
৩৩	452ii	পটাসিয়াম পলিফসফেট (Potassium polyphosphate)
৩৪	337	পটাসিয়াম সোডিয়াম, এল (+)-টারট্রেট [(Potassium sodium L(+)-tartrate]
৩৫	335ii	সোডিয়াম এল(+)-টারট্রেট [Sodium L(+)-tartrate]
৩৬	262i	সোডিয়াম এসিটেট (Sodium Acetate)
৩৭	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)
৩৮	452iii	সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Sodium calcium polyphosphate)
৩৯	262ii	সোডিয়াম ডাইএসিটেট (Sodium diacetate)
৪০	331i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন সাইট্রেট (Sodium dihydrogen citrate)
৪১	339i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Sodium dihydrogen phosphate)
৪২	576	সোডিয়াম গ্লুকোনেট (Sodium gluconate)
৪৩	452i	সোডিয়াম পলিফসফেট (Sodium polyphosphae)
৪৪	539	সোডিয়াম থায়োসালফেট (Sodium thiosulfate)
৪৫	420i	সরবিটল (Sorbitol)
৪৬	420ii	সরবিটল সিরাপ (Sorbitol syrup)
৪৭	484	স্টেরাইল সাইট্রেট (Stearyl citrate)
৪৮	334	এল (+)-টারটারিক এসিড [L(+)-Tartaric acid]
৪৯	450v	টেট্রাপটাসিয়াম ডাইফসফেট (Tetrapotassium diphosphate)
৫০	450iii	টেট্রাসোডিয়াম ডাইফসফেট (Tetrasodium diphosphate)
৫১	333iii	ট্রাইক্যালাসিয়াম সাইট্রেট (Tricalcium citrate)
৫২	1505	ট্রাইইথাইল সাইট্রেট (Triethyl citrate)

১	২	৩
৫৩	332ii	ট্রাইপটাসিয়াম সাইট্রেট (Tripotassium citrate)
৫৪	340iii	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Tripotassium phosphate)
৫৫	331iii	ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট (Trisodium citrate)
৫৬	450ii	ট্রাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Trisodium diphosphate)
৫৭	339ii	ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট (Trisodium phosphate)

উপ-অংশ-৯

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	জেলিকারক (Gelling agent)
১	২	৩
১	406	আগার (Agar)
২	400	অ্যালজিনিক এসিড (Alginic acid)
৩	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
৪	404	ক্যালসিয়াম আলজিনেট (Calclium alginate)
৫	427	ক্যাসিয়া গাম (Cassia gum)
৬	424	কারডলান (Curdlan)
৭	425	কোনিয়াক ময়দা (Konjac flour)
৮	440	পেকটিন (Pectins)
৯	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
১০	407a	প্রক্রিয়াজাত ইউসুমা সীউইড (পিইএস) [Processed eucheuma seaweed (PES)]
১১	405	প্রপাইলিন গ্লাইকল অ্যালজিনেট (Propylene glycol alginate)
১২	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)
১৩	417	টারা গাম (Tara gum)

উপ-অংশ-১০

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	ইমালসিফাইয়ার (Emulsifier)
১	২	৩
১	472a	গ্লিসারল এর এসিটিক এবং ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Acetic and fatty acid esters of glycerol)
২	1422	এসিটাইলেটেড ডাইস্টার্চ এডিপেট (Acetylated distarch adipate)

১	২	৩
৩	1414	এসিটাইলেটেড ডাইস্টার্চ ফসফেট (Acetylated distarch phosphate)
৪	1451	জারিত এসিটাইলেটেড স্টার্চ (Acetylated oxidized starch)
৫	1401	এসিড শোধিত স্টার্চ (Acid-treated starch)
৬	406	আগার (agar)
৭	400	অ্যালজিনিক এসিড (Alginic acid)
৮	1402	ক্ষার শোধিত স্টার্চ (Alkaline treated starch)
৯	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
১০	452v	এমোনিয়াম পলিফসফেট (Ammonium polyphosphate)
১১	442	ফসফেটিডিক এসিড এর এমোনিয়াম লবণ (Ammonium salts of phosphatidic acid)
১২	901	মৌমাছির মোম (Beeswax)
১৩	1403	ব্লিচড স্টার্চ (Bleached starch)
১৪	542	বোন ফসফেট (Bone phosphate)
১৫	450vii	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ডাইফসফেট (Calcium dihydrogen diphosphate)
১৬	452iv	ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Calcium polyphosphate)
১৭	482i	ক্যালসিয়াম স্টিয়ারয়েল ল্যাকটাইলেট (Calcium stearoyl lactylate)
১৮	902	ক্যানডেলিলা মোম (Candelilla wax)
১৯	410	ক্যারব বীন গাম (Carob bean gum)
২০	427	ক্যাসিয়া গাম (Cassia gum)
২১	1503	ক্যাস্টর তেল (Castor oil)
২২	472c	গ্লিসারল এর সাইট্রিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Citric and fatty acid esters of glycerol)
২৩	1400	ডেক্সট্রিন, রোস্টেড স্টার্চ (Dextrins, roasted starch)
২৪	472e	গ্লিসারল এর ডাইএসিটাইল টারটারিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol)
২৫	450vi	ডাইক্যালসিয়াম ডাইফসফেট (Dicalcium diphosphate)
২৬	480	ডাইঅকটাইল সোডিয়াম সালফোসাকসিনেট (Dioctyl sodium sulfosuccinate)
২৭	340ii	ডাইপটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Dipotassium hydrogen phosphate)
২৮	450i	ডাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Disodium diphosphate)
২৯	339ii	ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Disodium hydrogen phosphate)
৩০	1412	ডাইস্টার্চ ফসফেট (Distarch phosphate)
৩১	467	ইথাইল হাইড্রক্সিইথাইল সেলুলোজ (Ethyl hydroxyethyl cellulose)

১	২	৩
৩২	445iii	উড রজিনের গ্লিসারল এস্টার (Glycerol ester of wood rosin)
৩৩	412	গুয়ার গাম (Guar gum)
৩৪	463	হাইড্রক্সিপ্রপাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl cellulose)
৩৫	1442	হাইড্রক্সিপ্রপাইল ডাইস্টার্চ ফসফেট (Hydroxypropyl distarch phosphate)
৩৬	464	হাইড্রক্সিপ্রপাইল মিথাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl methyl cellulose)
৩৭	1440	হাইড্রক্সিপ্রপাইল স্টার্চ (Hydroxypropyl starch)
৩৮	425	কোনিয়াক ময়দা (Koniac flour)
৩৯	472b	গ্লিসারল এর ল্যাকটিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Lactic and fatty acid esters of glycerol)
৪০	966	ল্যাকটিটল (Lactitol)
৪১	322i	লিসিথিন (Lecithin)
৪২	965i	ম্যালটিটল (Maltitol)
৪৩	965ii	ম্যালটিটল সিরাপ (Maltitol syrup)
৪৪	461	মিথাইল সেলুলোজ (Methyl cellulose)
৪৫	465	মিথাইল ইথাইল সেলুলোজ (Methyl ethyl cellulose)
৪৬	460i	মিহি স্ফটিকায়িত সেলুলোজ (সেলুলোজ জেল) [Microcrystalline cellulose (Cellulose gel)]
৪৭	471	ফ্যাটি এসিডের মনো-ও-ডাই-গ্লিসারাইড (Mono-and di-glycerides of fatty acids)
৪৮	1410	মনোস্টার্চ ফসফেট (Monostarch phosphate)
৪৯	1404	জারিত স্টার্চ (Oxidized starch)
৫০	440	পেকটিন (Pectins)
৫১	451ii	পেন্টাপটাসিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentapotassium triphosphate)
৫২	451i	পেন্টাসোডিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentasodium triphosphate)
৫৩	1413	ফসফেটেড ডাইস্টার্চ ফসফেট (Phosphated distarch phosphate)
৫৪	900a	পলিডাইমিথাইল সাইলোকজেন (Polydimethyl siloxane)
৫৫	1521	পলিইথিলিন গ্লাইকল (Polyethylene glycol)
৫৬	475	ফ্যাটি এসিডের পলিগ্লিসারল এস্টার (Polyglycerol esters of fatty acids)
৫৭	476	ইন্টারএস্টারিফাইড রিসিনলিক এসিডের পলিগ্লিসারল এস্টার (Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
৫৮	1201	পলিভিনাইল পাইরোলিডন (Polyvinyl pyrrolidone)
৫৯	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
৬০	340i	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Potassium dihydrogen phosphate)

১	২	৩
৬১	326	পটাসিয়াম ল্যাকটেট (Potassium lactate)
৬২	452ii	পটাসিয়াম পলিফসফেট (Potassium polyphosphate)
৬৩	460ii	গুঁড়া সেলুলোজ (Powdered cellulose)
৬৪	407a	প্রক্রিয়াজাত ইউসুমা সীউইড (পিইএস) [Processed eucheuma seaweed (PES)]
৬৫	1520	প্রপাইলিন গ্লাইকল (Propylene glycol)
৬৬	405	প্রপাইলিন গ্লাইকল অ্যালজিনেট (Propylene glycol alginate)
৬৭	477	ফ্যাটি এসিডের প্রপাইলিন গ্লাইকল এস্টার (Propylene glycol esters of fatty acids)
৬৮	999ii	কুইলিয়া নির্যাস টাইপ-২ (Quillaia extract type 2)
৬৯	999i	কুইলিয়া নির্যাস টাইপ-১ (Quillaia extract type 1)
৭০	470i	মাইরিসটিক, পালমিটিক ও স্টিয়ারিক এসিডের এমোনিয়া, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়াম লবণ (Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia calcium, potassium and sodium)
৭১	470ii	অলিক এসিডের ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়াম লবণ (Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium)
৭২	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)
৭৩	541i	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, অম্লিয় (Sodium aluminium phosphate, acidic)
৭৪	541ii	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, ক্ষারিয় (Sodium aluminium phosphate, basic)
৭৫	452iii	সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Sodium calcium polyphosphate)
৭৬	331i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন সাইট্রেট (Sodium dihydrogen citrate)
৭৭	339i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Sodium dihydrogen phosphate)
৭৮	325	সোডিয়াম ল্যাকটেট (Sodium lactate)
৭৯	452i	সোডিয়াম পলিফসফেট (Sodium polyphosphate)
৮০	481i	সোডিয়াম স্টিয়ারিয়ল ল্যাকটাইলেট (Sodium stearoyl lactylate)
৮১	493	সর্বিটান মনোলরেট (Sorbitan monolaurate)
৮২	494	সর্বিটান মনোঅলিয়েট (Sorbitan monooleate)
৮৩	495	সর্বিটাল মনোপামিটেট (Sorbitan monopalmitate)
৮৪	491	সর্বিটান মনোস্টিয়ারেট (Sorbitan monostearate)
৮৫	492	সর্বিটান ট্রাইস্টিয়ারেট (Sorbitan tristearate)
৮৬	1420	স্টার্চ এসিটেট (Starch acetate)
৮৭	1450	স্টার্চ সোডিয়াম অকটেনাইল সাকসিনেট (Starch sodium octenyl succinate)

১	২	৩
৮৮	1405	এনজাইম শোধিত স্টার্চ (Starches, enzyme treated)
৮৯	484	স্টেরাইল সাইট্রেট (Stearyl citrate)
৯০	474	সুক্রোগ্লিসারাইড (Sucroglycerides)
৯১	473a	সুক্রোজ অলিগো এস্টার টাইপ-১ এবং টাইপ-২ (Sucrose Oligoesters, Type I and Type II)
৯২	444	সুক্রোজ এসিটেট আইসোবিউটাইরেট (Sucrose acetate isobutyrate)
৯৩	473	ফ্যাটি এসিডের সুক্রোজ এস্টার (Sucrose esters of fatty acids)
৯৪	181	ট্যানিক এসিড, ট্যানিন (Tannic acid, Tannins)
৯৫	450v	টেট্রাপটাসিয়াম ডাইফসফেট (Tetrapotassium, diphosphate)
৯৬	450iii	টেট্রাসোডিয়াম ডাইফসফেট (Tetrasodium, diphosphate)
৯৭	479	ফ্যাটি এসিডের মনো- ও ডাই-গ্লাইসারাইডের সহিত বিক্রিয়াকৃত তাপে জারিত সয়াবিন তেল (Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono-and diglycerides of fatty acids)
৯৮	1518	ট্রাইএসিটিন (Triacetin)
৯৯	341iii	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
১০০	1505	ট্রাইইথাইল সাইট্রেট (Triethyl citrate)
১০১	331iii	ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট (Trisodium citrate)
১০২	450ii	ট্রাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Trisodimu diphosphate)
১০৩	339iii	ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট (Trisodium phosphate)
১০৪	415	জ্যানথেন গাম (Xanthan gum)
১০৫	967	জাইলিটল (Xylitol)

উপ-অংশ-১১

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	স্ফীতকারক (Bulking agent)
১	২	৩
১	406	আগার (Agar)
২	400	অ্যালজিনিক এসিড (Alginic acid)
৩	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
৪	404	ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট (Calcium alginate)

১	২	৩
৫	462	ইথাইল সেলুলোজ (Ethyl cellulose)
৬	464	হাইড্রক্সিপ্রপাইল মিথাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl methyl cellulose)
৭	953	আইসোমল্ট (হাইড্রোজিনেটেড আইসোমল্টুলোজ) [Isomalt (Hydrogenated isomaltulose)]
৮	965i	ম্যালটিটল (Maltitol)
৯	965ii	ম্যালটিটল সিরাপ (Maltitol syrup)
১০	461	মিথাইল সেলুলোজ (Methyl cellulose)
১১	460i	মিহি স্ফটিকায়িত সেলুলোজ (সেলুলোজ জেল) [Microcrystalline cellulose (Cellulose gel)]
১২	1200	পলিডেক্সট্রোজ (Polydextroses)
১৩	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
১৪	460ii	গুঁড়া সেলুলোজ (Powdered cellulose)
১৫	407a	প্রক্রিয়াজাত ইউসুমা সীউইড (পিইএস) [Processed eucheuma seaweed (PES)]
১৬	405	প্রপাইলিন গ্লাইকল অ্যালজিনেট (Propylene glycol alginate)
১৭	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)
১৮	325	সোডিয়াম ল্যাকটেট (Sodium lactate)
১৯	420i	সরবিটল (Sorbitol)
২০	420ii	সরবিটল সিরাপ (Sorbitol syrup)

উপ-অংশ-১২

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	ময়দা প্রক্রিয়াকারক (Flour treatment agent)
১	২	৩
১	510	এমোনিয়াম ক্লোরাইড (Ammonium chloride)
২	342i	এমোনিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Ammonium dihydrogen phosphate)
৩	1100(i)	আলফা-এমাইলেজ (এসপারজিলাস অরাইযি ভ্যার হইতে) (alpha-Amylase from Aspergillus oryzae var.)
৪	1100(vi)	কার্বহাইড্রেজ (ব্যাসিলাস লাইচেনিফরমিস হইতে) (Carbohydrase from Bacillus licheniformis)
৫	1100(iv)	আলফা-এমাইলেজ (ব্যাসিলাস মেগাটেরিয়াম হইতে যা ব্যাসিলাস সাবটিলিস হিসেবে প্রকাশিত হইয়া থাকে) (alpha-Amylase from Bacillus megaterium expressed in Bacillus subtillis)

১	২	৩
৬	1100(v)	আলফা-এমাইলেজ (ব্যাসিলাস স্টেয়ারওথারমোফিলাস হইতে যা ব্যাসিলাস সাবটিলিস হিসেবে প্রকাশিত হইয়া থাকে) (alpha-Amylase from Bacillus stearothermophilus expressed in Bacillus subtilis)
৭	1100(ii)	আলফা-এমাইলেজ (ব্যাসিলাস স্টেয়ারওথারমোফিলাস হইতে) (alpha-Amylase from Bacillus stearothermophilus)
৮	1100(iii)	আলফা-এমাইলেজ (ব্যাসিলাস সাবটিলিস হইতে) (alpha-Amylase from Bacillus subtilis)
৯	300	অ্যাসকর্বিক এসডি, এল- (Ascorbic aci, L-)
১০	927a	এজোডাইকার্বনামাইড (Azodicarbonamide)
১১	1101iii	ব্রোমেলেইন (Bromelain)
১২	170i	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate)
১৩	341i	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
১৪	341ii	ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium hydrogen phosphate)
১৫	327	ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট (Calcium lactate)
১৬	529	ক্যালসিয়াম অক্সাইড (Calcium oxide)
১৭	482i	ক্যালসিয়াম স্টিয়ারয়েল ল্যাকটাইলেট (Calcium stearoyl lactylate)
১৮	516	ক্যালসিয়াম সালফেট (Calcium sulfate)
১৯	472c	গ্লিসারল এর সাইট্রিক ও ফ্যাটি এসিডের এস্টার (Citric and fatty acid esters of glycerol)
২০	342ii	ডাইএমোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Diammonium hydrogen phosphate)
২১	329	ম্যাগনেসিয়াম ল্যাকটেট, ডিএল- (Magnesium lactate, DL-)
২২	1101i	প্রোটিয়েজ (Protease)
২৩	481i	সোডিয়াম স্টিয়ারয়েল ল্যাকটাইলেট (Sodium stearoyl lactylate)
২৪	483	স্টেরাইল টারট্রেট (Stearyl tartrate)
২৫	341iii	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
২৬	340iii	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Tripotassium phosphate)

উপ-অংশ-১৩

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	উজ্জ্বলকারক (Glazing agent)
১	২	৩
১	406	আগার (Agar)
২	400	অ্যালজিনিক এসিড (Alginic acid)
৩	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
৪	901	মৌমাছির মোম (Beeswax)
৫	404	ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট (Calcium alginate)
৬	902	ক্যানডেলিলা মোম (Candelilla wax)
৭	1503	ক্যাস্টর তেল (Castor oil)
৮	462	ইথাইল সেলুলোজ (Ethyl cellulose)
৯	907	হাইড্রজিনেটেড পলি-১ ডিসেনস (Hydrogenated poly-1-decenes)
১০	463	হাইড্রক্সিপ্রপাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl cellulose)
১১	464	হাইড্রক্সিপ্রপাইল মিথাইল সেলুলোজ (Hydroxypropyl methyl cellulose)
১২	953	আইসোমল্ট (হাইড্রজিনেটেড আইসোমল্টুলোজ) [Isomalt (Hydrogenated isomaltulose)]
১৩	425	কোনিয়াক ময়দা (Koniac flour)
১৪	461	মিথাইল সেলুলোজ (Methyl cellulose)
১৫	460i	মিহি স্ফটিকায়িত সেলুলোজ (সেলুলোজ জেল) [Microcrystalline cellulose (Cellulose gel)]
১৬	905d	উচ্চ সান্দ্রতাসম্পন্ন খনিজ তেল (Mineral oil, high viscosity)
১৭	905e	মাঝারি সান্দ্রতাসম্পন্ন খনিজ তেল (Mineral oil, medium viscosity)
১৮	1200	পলিডেক্সট্রোজ (Polydextroses)
১৯	1521	পলিইথিলিন গ্লাইকল (Polyethylene glycol)
২০	1203	পলিভিনাইল এলকোহল (Polyvinyl alcohol)
২১	1201	পলিভিনাইল পাইরোলিডন (Polyvinyl pyrrolidone)
২২	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
২৩	460ii	গুঁড়া সেলুলোজ (Powdered cellulose)
২৪	407a	প্রক্রিয়াজাত ইউসুমা সীউইড (পিইএস) [Processed eucheuma seaweed (PES)]
২৫	1520	প্রপাইলিন গ্লাইকল (Proylene glycol)
২৬	1204	পুলুলান (Pullulan)
২৭	904	শেলাক, ব্লিচড (Shellac, bleached)
২৮	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)

উপ-অংশ-১৪

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	আর্দ্রতাকারক (Humectant)
১	২	৩
১	406	আগার (Agar)
২	400	অ্যালজিনিক এসিড (Alginic acid)
৩	403	এমোনিয়াম অ্যালজিনেট (Ammonium alginate)
৪	452v	এমোনিয়াম পলিফসফেট (Ammonium polyphosphate)
৫	542	বোন ফসফেট (Bone phosphate)
৬	404	ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট (Calcium alginate)
৭	450vii	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ডাইফসফেট (Calcium dihydrogen diphosphate)
৮	341i	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
৯	341i	ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium hydrogen phosphate)
১০	452iv	ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Calcium polyphosphate)
১১	480	ডাইঅকটাইল সোডিয়াম সালফোসাকসিনেট (Dioctyl sodium sulfosuccinate)
১২	340ii	ডাইপটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Dipotassium hydrogen phosphate)
১৩	450i	ডাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Disodium diphosphate)
১৪	339ii	ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Dipotassium hydrogen phosphate)
১৫	968	ইরিথ্রিটল (Erythritol)
১৬	422	গ্লিসারল (Glycerol)
১৭	425	কোনিয়াক ময়দা (Koniac flour)
১৮	965i	ম্যালটিটল (Maltitol)
১৯	965ii	ম্যালটিটল সিরাপ (Maltitol Syrup)
২০	451ii	পেন্টাপটাসিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentapotassium triphosphate)
২১	451i	পেন্টাসোডিয়াম ট্রাইফসফেট (Pentasodium triphosphate)
২২	1200	পলিডেক্সট্রোজ (Polydextroses)
২৩	402	পটাসিয়াম অ্যালজিনেট (Potassium alginate)
২৪	340i	পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Potassium dihydrogen phosphate)
২৫	326	পটাসিয়াম ল্যাকটেট (Potassium lactate)
২৬	452ii	পটাসিয়াম পলিফসফেট (Potassium polyphosphate)
২৭	460ii	গুঁড়া সেলুলোজ (Powdered cellulose)

১	২	৩
২৮	407a	প্রক্রিয়াজাত ইউসুমা সীউইড (পিইএস) [Processed eucheuma seaweed (PES)]
২৯	1520	প্রপাইলিন গ্লাইকল (Propylene glycol)
৩০	350ii	সোডিয়াম ডিএল-ম্যালেট (Sodium DL-malate)
৩১	401	সোডিয়াম অ্যালজিনেট (Sodium alginate)
৩২	452iii	সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Sodium calcium polyphosphate)
৩৩	339i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Sodium dihydrogen phosphate)
৩৪	350i	সোডিয়াম হাইড্রোজেন ডিএল-ম্যালেট (Sodium hydrogen DL-malate)
৩৫	325	সোডিয়াম ল্যাকটেট (Sodium lactate)
৩৬	452i	সোডিয়াম পলিফসফেট (Sodium Polyphosphate)
৩৭	420i	সরবিটল (Sorbitol)
৩৮	420ii	সরবিটল সিরাপ (Sorbitol syrup)
৩৯	450v	টেট্রাপটাসিয়াম ডাইফসফেট (Tetrapotassium diphosphate)
৪০	450iii	টেট্রাসোডিয়াম ডাইফসফেট (Tetrasodium diphosphate)
৪১	1518	ট্রাইএসিটিন (Triacetin)
৪২	341iii	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
৪৩	340iii	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Tripotassium phosphate)
৪৪	450ii	ট্রাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Trisodium diphosphate)
৪৫	339iii	ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট (Trisodium phosphate)
৪৬	967	জাইলিটল (Xylitol)

উপ-অংশ-১৫

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	চালক দ্রব্য (Propellant)
১	২	৩
১	290	কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide)
২	941	নাইট্রোজেন (Nitrogen)
৩	942	নাইট্রাস অক্সাইড (Nitrous oxide))
৪	523	অ্যালুমিনিয়াম এমোনিয়াম সালফেট (Aluminium ammonium sulfate)
৫	503i	এমোনিয়াম কার্বনেট (Ammonium Carbonate)
৬	503ii	এমোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (Ammonium hydrogen Carbonate)
৭	450vii	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ডাইফসফেট (Calcium dihydrogen diphosphate)

উপ-অংশ-১৬

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	বৃদ্ধিকারক (Raising agent)
১	341i	ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium dihydrogen phosphate)
২	341ii	ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Calcium hydrogen phosphate)
৩	452iv	ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Calcium polyphosphate)
৪	450vi	ডাইক্যালসিয়াম ডাইফসফেট (Dicalcium diphosphate)
৫	450i	ডাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Disodium diphosphate)
৬	575	গ্লুকোনো ডেল্টা-ল্যাকটোন (Glucono delta-lactone)
৭	501ii	পটাসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (Potassium hydrogen carbonate)
৮	452ii	পটাসিয়াম পলিফসফেট (Potassium ployphosphate)
৯	541i	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, অম্লীয় (Sodium aluminium phosphate, acidic)
১০	452iii	সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পলিফসফেট (Sodium calcium ployphosphate)
১১	500i	সোডিয়াম কার্বনেট (Sodium carbonate)
১২	339i	সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Sodium dihydrogen phosphate)
১৩	500ii	সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (Sodium hydrogen Carbonate)
১৪	452i	সোডিয়াম পলিফসফেট (Sodium ployphosphate)
১৫	500iii	সোডিয়াম সেসকুইকার্বনেট (Sodium sesquicarbonate)
১৬	450v	টেট্রাপটাসিয়াম ডাইফসফেট (Tetrapotassium diphosphate)
১৭	450iii	টেট্রাসোডিয়াম ডাইফসফেট (Tetrasodium diphosphate)
১৮	341iii	ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (Tricalcium phosphate)
১৯	340iii	ট্রাইপটাসিয়াম ফসফেট (Tripotassium phosphate)
২০	450ii	ট্রাইসোডিয়াম ডাইফসফেট (Trisodium diphosphate)

তফসিল-২

[প্রবিধান ২(১)(ছ) দ্রষ্টব্য]

সতর্কতার সহিত ব্যবহার্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্যের তালিকা

অংশ-১

রঞ্জক বা বর্ণধারক দ্রব্য

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	রঞ্জক (Colour)
১	২	৩
১	102	টারট্রাজিন (Tartrazine)
২	104	কুইনোলিন ইয়েলো (Quinoline Yellow)
৩	110	সানসেট ইয়েলো এফসিএফ (Sunset Yellow FCF)
৪	120	কারমাইনস, কচিনিয়েল (Carmines, Cochineal)
৫	122	এজোরুবিন (Azorubine), কারমোইসিন (Carmoisine)
৬	123	অ্যামারান্থ (Amaranth)
৭	124	পনসিউ ৪আর (কচিনিয়েল রেড এ) [Ponceau 4R (Cochineal red A)]
৮	127	ইরিথ্রোসিন (Erythrosine)
৯	128	রেড ২জি (Red 2G)
১০	129	এলুরা রেড এসি (Allura Red AC)
১১	132	ইন্ডিগোটিন, ইন্ডিগো কারমাইন (Indigotine, Indigo Carmine)
১২	133	ব্রিলিয়ান্ট ব্লু (Brilliant blue)
১৩	143	ফাস্ট গ্রীন (Fast green)
১৪	150a	ক্যারামেল-১, সাধারণ ক্যারামেল (Caramel-I—plain caramel)
১৫	150b	ক্যারামেল-২, সালফাইট ক্যারামেল (Caramel-II—sulfite caramel)
১৬	150c	ক্যারামেল-৩, এমোনিয়া ক্যারামেল (Caramel-III—ammonia caramel)
১৭	150d	ক্যারামেল-৪, সালফাইট এমোনিয়া (Caramel-IV—sulfite ammonia)
১৮	151	ব্রিলিয়ান্ট ব্ল্যাক (ব্লাক পিএন) [Brilliant black (Black PN)]
১৯	155	চকোলেট ব্রাউন এইচটি (Chocolate Brown HT)
২০	160b (i)	আন্নাত্তোর নির্যাস, বিক্সিনভিত্তিক (Annatto extracts, bixin based)
২১	160b (ii)	আন্নাত্তোর নির্যাস, নরবিক্সিনভিত্তিক (Annatto extracts, norbixin based)
২২	171	টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড (Titanium Dioxide, TiO_2)

অংশ-২

সংরক্ষণকারী দব্য

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	সংরক্ষণকারী (Preservatives)
১	২	৩
১	200	সরবিক এসিড (Sorbic acid)
২	201	সোডিয়াম সরবেট (Sodium sorbates)
৩	202	পটাসিয়াম সরবেট (Potassium sorbates)
৪	203	ক্যালসিয়াম সরবেট (Calcium sorbates)
৫	210	বেনজয়িক এসিড (Benzoic acid)
৬	211	সোডিয়াম বেনজয়েট (Sodium benzoate)
৭	212	পটাসিয়াম বেনজয়েট (Potassium benzoate)
৮	213	ক্যালসিয়াম বেনজয়েট (Calcium benzoate)
৯	214	ইথাইল প্যারা হাইড্রক্সিবেনজয়েট (Ethyl para hydroxybenzoate)
১০	220	সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide)
১১	221	সোডিয়াম সালফাইট (Sodium sulfite)
১২	222	সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইট (Sodium hydrogen sulfite)
১৩	223	সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইট (Sodium metabisulphite)
১৪	224	পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (Potassium metabisulphite)
১৫	225	পটাসিয়াম সালফাইট (Potassium sulfite)
১৬	226	ক্যালসিয়াম সালফাইট (Calcium sulfite)
১৭	227	ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইট (Calcium hydrogen sulfite)
১৮	228	পটাসিয়াম বাইসালফাইট (Potassium bisulfite)
১৯	230	ডাইফিনাইল (Diphenyl)
২০	231	অর্থোফিনাইল ফেনল (Orthophenyl phenol)
২১	239	হেক্সামিথিলিন টেট্রামিন (Hexamethylene tetramine)
২২	249	পটাসিয়াম নাইট্রাইট (Potassium nitrite)
২৩	250	সোডিয়াম নাইট্রাইট (Sodium nitrite)
২৪	251	সোডিয়াম নাইট্রেট (Sodium nitrate)
২৫	252	পটাসিয়াম নাইট্রেট (Potassium nitrate)
২৬	260	এসিটিক এসিড, গ্ল্যাসিয়েল (Acetic acid, Glacial)
২৭	280	প্রপায়নিক অ্যাসিড (Propionic acid)
২৮	281	সোডিয়াম প্রপায়োনেট (Sodium propionate)
২৯	282	ক্যালসিয়াম প্রপায়োনেট (Calcium propionate)
৩০	283	পটাসিয়াম প্রপায়োনেট (Potassium propionate)

অংশ-৩

সুগন্ধি দ্রব্য

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	সুগন্ধ বর্ধক (Flavour Enhancer)
(১)	(২)	(৩)
১	621	মনোসোডিয়াম এল-গ্লুটামেট (Monosodium L-glutamate)
২	622	মনোপটাসিয়াম এল-গ্লুটামেট (Monopotassium L-glutamate)
৩	623	ক্যালসিয়াম ডাই-এল-গ্লুটামেট (Calcium di-L-glutamate)
৪	624	মনোএমোনিয়াম এল-গ্লুটামেট (Monoammonium L-glutamate)
৫	625	ম্যাগনেসিয়াম ডাই-এল-গ্লুটামেট (Magnesium di-L-glutamate)
৬	627	ডাইসোডিয়াম ৫’-গুয়ানাইলেট (Disodium 5’-guanylate)
৭	631	ডাইসোডিয়াম ৫’-আইনোসিনেট (Disodium 5’-inosinate)
৮	635	ডাইসোডিয়াম ৫’-রাইবোনিউক্লিওটাইড (Disodium 5’-ribonucleotides)

অংশ-৪

জারণরোধী বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	জারণরোধী (Antioxidant)
১	২	৩
১	310	প্রপাইল গেলেট (Propyl gallate)
২	319	টারসিয়ারি বিউটাইলহাইড্রোকুইনোন (Tertiary butylhydroquinone)
৩	320	বিউটাইলেটেড হাইডোক্সিএনিসোল (Butylated hydroxyanisole)
৪	321	বিউটাইলেটেড হাইড্রোক্সিটলুয়িন (Butylated hydroxytoluene)

অংশ-৫

স্থিতিকারক দ্রব্য বা স্ট্যাবিলাইজার

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	স্থিতিকারক (Stabilizer)
১	২	৩
১	407	ক্যারাগিনান (Carrageenan)
২	413	ট্রাগাকান্থ (Tragacanth)
৩	414	গাম এরাবিক (একাসিয়া গাম) [Gum arabic (Acacia gum)]

অংশ-৬

পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদান

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	পুষ্টিবিহীন সহায়ক উপাদান (Non-Nutritritative Agent)
১	২	৩
১	951	এসপারটেম (Aspartame)
২	950	এসিসালফেম পটাসিয়াম (Acesulfame potassium)

অংশ-৭

অন্যান্য খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য

উপ-অংশ-১

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	মিষ্টিকারক (Sweetener)
১	২	৩
১	421	ম্যানিটল (Mannitol)
২	952 i	সাইক্লামিক এসিড (Cyclamic acid)
৩	952 ii	ক্যালসিয়াম সাইক্লামেট (Calcium cyclamate)
৪	954 i	স্যাকারিন (Saccharin)
৫	954 ii	ক্যালসিয়াম স্যাকারিন (Calcium saccharin)
৬	954iii	পটাসিয়াম স্যাকারিন (Potassium saccharin)
৭	954 iv	সোডিয়াম স্যাকারিন (Sodium saccharin)

উপ-অংশ-২

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	অম্ল বা অম্লত্ব নিয়ন্ত্রক (Acid or Acidity regulator)
১	২	৩
১	507	হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric acid)
২	518	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (Magnesium sulfate)

উপ-অংশ-৩

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	ফেনারোধী (Antifoaming agent)
১	২	৩
১	551	সিলিকন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোরফাস (Silicon dioxide, amorphous)

উপ-অংশ-৪

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	পুরুত্বকারক (Thickener)
১	২	৩
১	407	ক্যারাগিনান (Carrageenan)
২	413	ট্রাগাকান্থ গাম (Tragacanth gum)
৩	414	গাম এরাবিক (একাসিয়া গাম) [Gum arabic (Acacia gum)]

উপ-অংশ-৫

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	জমাটরোধক (Anti-caking agent)
১	২	৩
১	536	পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড (Potassium ferrocyanide)
২	553(iii)	অভ্র (Talc)

উপ-অংশ-৬

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	জেলিকারক (Gelling agent)
১	২	৩
১	466	সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ (সেলুলোজ গাম) [Sodium carboxymethyl cellulose (Cellulose gum)]

উপ-অংশ-৭

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	ইমালসিফাইয়ার (Emulsifier)
১	২	৩
১	416	কারাইয়া গাম (Karaya Gum)
২	430	পলিঅক্সি ইথিলিন (৮) স্টিয়ারেট [Polyoxyethylene (8) stearate]
৩	431	পলিঅক্সি ইথিলিন (৪০) স্টিয়ারেট [Polyoxyethylene (40) stearate]
৪	432	পলিঅক্সিইথিলিন ২০ সর্বিটান মনোলরেট (Polyoxyethylene 20 sorbitan monolaurate)
৫	433	পলিঅক্সিইথিলিন ২০ সর্বিটান মনোঅলিয়েট (Polyoxyethylene 20 sorbitan monooleate)
৬	434	পলিঅক্সিইথিলিন ২০ সর্বিটান মনোপালমিটেট (Polyoxyethylene 20 sorbitan monopalmitate)

১	২	৩
৭	435	পলিঅক্সিইথিলিন ২০ সর্বিটান মনোস্টিয়ারেট (Polyoxyethylene 20 sorbitan monostearate)
৮	436	পলিঅক্সিইথিলিন ২০ সর্বিটান ট্রাইস্টিয়ারেট (Polyoxyethylene 20 sorbitan tristearate)
৯	466	সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ (সেলুলোজ গাম) [Sodium carboxymethyl cellulose (Cellulose gum)]

উপ-অংশ-৮

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	উজ্জ্বলকারক (Glazing agent)
১	২	৩
১	903	কার্নবা মোম (Carnauba wax)
২	905c(i)	মিহিস্ফটিকায়িত মোম (Microcrystalline wax)
৩	925	ক্লোরিন (Chlorine)
৪	928	বেনজয়িল পারক্সাইড (Benzoyl peroxide)

উপ-অংশ-৯

ক্রমিক নং	আইএনএস ক্রমিক নং	ঘনকারক
১	২	৩
১	1202	অদ্রাব্য পলিভিনাইলপাইরোলিডোন (Insoluble polyvinylpyrrolidone)
২	1403	ব্লিচড স্টার্চ (Bleached starch)

ব্যাখ্যা :

"আইএনএস" অর্থ খাদ্য-সংযোজন দ্রব্যের ইন্টারন্যাশনাল নাম্বারিং সিস্টেম, যাহা আন্তর্জাতিক ফুড স্ট্যান্ডার্ডস সংগঠন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘ এর খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এবং যাহা সময়ে সময়ে সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জনকৃত।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

চেয়ারম্যান।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৯, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ কার্তিক ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৩ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৪৯-আইন/২০১৪।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৬ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম।**—(১) এই বিধিমালা নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,—

(ক) **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোনো ফরম।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **ভেজাল খাদ্য জব্দকরণ পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ৫৫ এর বিধান অনুযায়ী ভেজাল খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরম 'ক' অনুযায়ী উক্ত খাদ্যদ্রব্যের একটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং যাহার নিকট হইতে উহা জব্দ করিবেন তাহাকে উক্ত তালিকার একটি কপি প্রদান করতঃ তাহার বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে ফরম 'খ' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবেন।

(২) পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যাংশের ধারণপাত্র সিলগালা করিবার পর উহা অবিকল অবস্থায় নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার জন্য খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধিকে ফরম 'গ' মোতাবেক আদেশ প্রদান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

মূল্য: টাকা ৮.০০

(৩) পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে একটি মুচলেকা গ্রহণ করিবেন।

৪। **প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি**।—(১) আইনের ধারা ৭৮ এর বিধান মোতাবেক কোনো খাদ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বরাবর কোনো ব্যক্তি কোনো অভিযোগ উত্থাপন করিলে অভিযোগ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে উক্ত অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য উহার কোনো কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উহার কোনো কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করতঃ বিষয়টি প্রশাসনিক উপায়ে নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এতদ্‌বিষয়ে শুনানি গ্রহণের জন্য অবিলম্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং দায়িত্ব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে শুনানি সম্পন্ন করিবেন।

(৫) শুনানির তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৬) শুনানিকালে উত্থাপিত বক্তব্য বিবেচনান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের যে বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে তাহা অ-আমলযোগ্য অপরাধ, তাহা হইলে অভিযোগ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশোধনমূলক সময়াবদ্ধ ও আশু করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গৃহীত অপরাধটি আমলযোগ্য মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়েরের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিপালিত বা সম্পাদিত হইয়াছে কিনা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রশাসনিক অনুসন্ধান পরিচালনার মাধ্যমে অবগত হইবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন পরিচালিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতিয়মান হয় যে, তদকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালনে কোনো ব্যক্তি ব্যর্থ হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উপর অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পর কর্তৃপক্ষ তদবিবেচনায় জরিমানা আরোপ ও উহা আদায় করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১০) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্তে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফরম 'ঘ' অনুযায়ী সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং সরকার উহা আইনের ধারা ৭৯ এর বিধান মোতাবেক নিষ্পত্তি করিবে।

(১১) কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা তাহার জন্য নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে এই বিধির আওতায় পরিচালিত প্রতিটি তদন্ত, মামলা, আপিল এবং খাদ্য আদালতের কার্যক্রম সংক্রান্ত দলিলাদির অনুলিপি সংরক্ষণ করতঃ কর্তৃপক্ষের আদেশ বাস্তবায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

৫। **বিধিমালার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ**।—এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৬। **রহিতকরণ**।—এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bangladesh Pure Food Rules, 1967 এর যতখানি এই বিধিমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত ততখানি রহিত হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম ‘ক’

[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

জব্দ তালিকা

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৫-এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি উক্ত আইন লংঘন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, মেসার্স .... স্থলে রক্ষিত নিম্নবর্ণিত খাদ্যদ্রব্যসমূহ এবং তদসংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ জব্দ করিলাম।

ক্রমিক নম্বর	খাদ্যদ্রব্যের নাম	ব্যাচ নং	সংখ্যা	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

দলিল-দস্তাবেজের সংখ্যা ও বিবরণ :

নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উপরি-উক্ত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করা হইয়াছে।

নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর :

১।

২।

খাদ্য ব্যবসায়ী/প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর: **পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম 'খ'

[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

স্বীকারোক্তি

আমি (নাম) ....(ব্যক্তির ঠিকানা) .... এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, (প্রতিষ্ঠান) .... (ঠিকানা) ....পক্ষে নিম্নবর্ণিত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন/আমদানি/প্রক্রিয়াকরণ/মজুদ/সরবরাহ/ বিপণন/বিক্রয় করিয়াছি, যাহা পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ করা হইয়াছে।

ক্রমিক নম্বর	খাদ্যদ্রব্যের নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

সাক্ষ্যদাতার নাম ও স্বাক্ষরঃ খাদ্য ব্যবসায়ী/প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর

১।

২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম 'গ'

[বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

হেফাজত আদেশ

প্রতি,

খাদ্য ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা :

যেহেতু, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নবর্ণিত খাদ্যদ্রব্য আমার নিকট ভেজাল/নকল/মিসব্রান্ডেড বা অনিরাপদ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে :

ক্রমিক নম্বর	খাদ্যদ্রব্যের নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

সেহেতু, আমি, পরবর্তী আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, উল্লিখিত জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য অবিকল অবস্থায় আপনার নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছি।

পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম/স্বাক্ষর, স্থান ও তারিখ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম 'ঘ'

[বিধি ৪(১০) দ্রষ্টব্য]

প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন

প্রতি,

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

১।	আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	:	....
২।	আপিলের তারিখ	:	....
৩।	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)	:	....
৪।	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	:	....
৫।	আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	....
৬।	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	:	....
৭।	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	:	....
৮।	আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	:	....
৯।	অন্য কোনো তথ্য যাহা আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	:	....

আপিলকারীর স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহমদ
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৩, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

(সংস্থা প্রশাসন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ০৪ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর ১৩.০০.০০০০.০২২.০৪.০০১.১৩-২০৬।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' গঠন করিল:—

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(১)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	চেয়ারপারসন
(২)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	যুগ্ম-সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	যুগ্ম-সচিব (উপ বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	যুগ্ম-সচিব (আইআইটি-১), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	যুগ্ম-সচিব (পুলিশ-২), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য

(১১)	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(১২)	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৬)	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৭)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
(১৮)	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৯)	মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সদস্য
(২০)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট	সদস্য
(২১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড	সদস্য
(২২)	পরিচালক, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৩)	সিনিয়র সহ সভাপতি, ওয়ার্ল্ড পোল্ট্রি সায়েন্স অ্যাসেসিয়েশন-বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ, ঢাকা (খাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২৪)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা (খাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২৫)	সভাপতি, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা (খাদ্য ভোক্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২৬)	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ঢাকা (খাদ্য ভোক্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২৭)	সভাপতি, বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসর্স অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা (খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২৮)	সভাপতি, বাংলাদেশ সুপারমার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা (খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২৯)	সভাপতি, মহানগর দোকান মালিক সমিতি, ঢাকা (খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩০)	সাধারণ সম্পাদক, মহানগর ফল আমদানিকারক সমিতি, ঢাকা (খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩১)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা (খাদ্য পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

(৩২)	মহাপরিচালক, এটমিক এনার্জি রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্ট, সাভার, ঢাকা (খাদ্য পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩৩)	সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব

(২) সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব সংস্থার পক্ষ হইতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(৪) সমন্বয় কমিটির চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে, বৎসরে কমপক্ষে ৩ (তিন) বার, কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫) সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করিতে অথবা কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ.এম. বদরুদ্দোজা
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ **কর্তৃক প্রকাশিত**

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১০, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা : ১০ অক্টোবর, ২০১৩/২৫ আশ্বিন, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ অক্টোবর, ২০১৩ (২৫ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল—

মূল্য : টাকা ৪০.০০

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

(২) **"কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ"** অর্থ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিক্রয় বা বিপণনের যে কোন পর্যায়ে, কীটনাশক বা বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে, খাদ্য বস্তুতে উপস্থিত কোন বিশেষ বস্তু বা উদ্ভূত কোন অবস্থা, যাহাতে কীটনাশক বা বালাইনাশকের মূল উপাদান, সহযোগী অংশ, রূপান্তরিত উৎপন্ন দ্রব্য, বিপাক বা শোষণকৃত (metabolites) অবশিষ্টাংশ, বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু বা সৃষ্ট দূষিত বস্তুসহ এইরূপ কোন বস্তু বিদ্যমান থাকে ও যাহাদের উপস্থিতিতে খাদ্যদ্রব্যে মারাত্মক বিষক্রিয়া সংঘটিত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং কোন খাদ্যদ্রব্যে পরিবেশ হইতে সংক্রমিত অবশিষ্টাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(৩) **"খাদ্য"** অর্থ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য (যেমন-খাদ্যশস্য, ডাল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ডিম, ভোজ্য-তৈল, ফলমূল, শাকসব্জি, ইত্যাদি) বা পেয় (যেমন- সাধারণ পানি, বায়ুবাহিত পানি, অঙ্গারায়িত পানি, এনার্জি-ড্রিংক, ইত্যাদি)-সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত, আংশিক-প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য উৎপাদন এবং খাদ্য, প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামালও, যাহা মানবদেহের জন্য উপকারী আহার্য হিসাবে জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ব্যাখ্যা—

(ক) আহার্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত রঞ্জক, সুগন্ধি, মশলা, সংযোজন-দ্রব্য, সংরক্ষণ-দ্রব্য, এন্টি-অক্সিডেন্ট, যাহা মূল আহার্য নহে কিন্তু খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা খাদ্য বলিয়া ঘোষিত দ্রব্যাদি, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

তবে ঔষধ, ভেষজ, মাদক ও সৌন্দর্য সামগ্রী, ইত্যাদি খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) **"খাদ্য আদালত"** অর্থ ধারা ৬৪ এর অধীন নির্ধারিত বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত;

(৫) **"খাদ্য উৎপাদন"** অর্থ যে কোন খাদ্যের উপাদানকে খাদ্যদ্রব্যে পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়া, যাহার সহিত অন্যান্য প্রক্রিয়াও অঙ্গীভূত থাকিতে পারে;

(৬) **"খাদ্য পরীক্ষাগার"** অর্থ কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন খাদ্য পরীক্ষাগার বা প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(৭) **"খাদ্য বিশ্লেষক"** অর্থ ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কোন খাদ্য বিশ্লেষক এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) **"খাদ্য ব্যবসা"** অর্থ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, আমদানি, বিতরণ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড এবং মজুদ, যোগান, সরবরাহ ও সেবাসহ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ অথবা খাদ্যের উপাদান বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) **"খাদ্য ব্যবসায়ী"** অর্থ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন বা প্রবিধান অনুযায়ী খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং যিনি উক্ত ব্যবসার প্রতি দায়িত্বশীল বা উক্ত ব্যবসার স্বত্বাধিকারী;

(১০) **"খাদ্য সংযোজন দ্রব্য"** অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে খাদ্যের সহিত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার সংযোজিত যে কোন বস্তু, যাহা সাধারণত মূল আহার্য হিসাবে ভক্ষণ করা হয় না, তবে বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হিসাবে কারিগরী প্রয়োজনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কজাতকরণ, সংরক্ষণের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যাশিত উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য খাদ্যে ব্যবহৃত হয় এবং দূষক বা অন্য কোন মিশ্রিত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ব্যতিরেকেই খাদ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মূল খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে;

(১১) **"খাদ্য-স্থাপনা"** অর্থ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, সরবরাহ, মজুদ, বিতরণ বা বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভূমি, দালানকোঠা, যানবাহন, ভ্যান, তাঁবু অথবা উন্মুক্ত, আবৃত বা দেওয়ালঘেরা কোন জায়গা অথবা যে কোন ধরনের অবকাঠামো এবং জলপ্রবাহ, হ্রদ, সমুদ্রতীর, নালানর্দমা, খানা-খন্দক, নদী, পোতাশ্রয় বা অন্য কোন জলাশয়ের উপর অবস্থিত অবকাঠামোও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(১৩) **"দণ্ডবিধি"** অর্থ Penal Code (Act. No. XLV of 1860);

(১৪) **"দূষক"** অর্থ এইরূপ কোন বস্তু যাহা, খাদ্যদ্রব্যে যোগ করা হউক বা না হউক, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ, পরিবহন, মজুদ অথবা পরিবেশ-দূষণ বা অন্য কোন কারণে খাদ্যে উপস্থিত থাকিতে পারে, তবে পোকামাকড়ের অংশবিশেষ, চুল, লোম বা অন্য কোন বহিঃস্থ পদার্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১৫) **"ধারণপাত্র"** অর্থ ইতোপূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোন স্বাস্থ্য হানিকর পাত্র হইতে প্রস্তুত নয়, এইরূপ কোন আধার বা মোড়ক, যাহা ধূলাবালি, অননুমোদিত মাত্রার জৈব বা রাসায়নিক দূষক, আর্সেনিক, পারদ বা স্বাস্থ্য হানিকর ভারী-ধাতু হইতে মুক্ত;

(১৬) **"নকল খাদ্য"** অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত বা লেবেলিং করা, যাহার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যের উপাদান, উপকরণ, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক;

(১৭) **"নিরাপদ খাদ্য"** অর্থ প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য;

(১৮) **"নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য"** অর্থ পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত খাদ্য ব্যবসা পরিচালনায় বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনজনিত কোন কার্য;

(১৯) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(২০) **"পরিদর্শক"** অর্থ ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কোন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) **"পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ"** অর্থ পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধে ব্যবহৃত মূল যৌগ বা তাহার বিপাক বা শোষণকৃত বস্তু, যাহা কোন প্রাণীজ উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্যের ভোজ্য অংশে বা পশু বা মৎস্য খাদ্যের উপকরণের মধ্যে উপস্থিত ঔষধের অবশিষ্টাংশ এবং সহযোগী দূষণকারী দ্রব্যাদি (impurities) থাকিলে উহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২২) **"পরিষদ"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ;

(২৩) **"প্রক্রিয়াকরণ-সহায়ক দ্রব্য"** অর্থ যন্ত্রপাতি ও গৃহ-সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থ বা বস্তু, যাহা খাদ্য হিসাবে সরাসরি ভক্ষণ করা হয় না, তবে খাদ্যোপকরণ হিসাবে বিশেষ কারিগরি প্রয়োজনে কোন শোধন অথবা প্রক্রিয়াকরণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় বা প্রক্রিয়াকরণের পর চূড়ান্ত খাদ্যদ্রব্যে উপজাত বা অবশিষ্টাংশ (residue) বা যাহাদের অনিবার্য উপস্থিতি আদি নহে এইরূপ বস্তু হিসাবে পরিলক্ষিত হয়;

(২৪) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(২৫) **"ফৌজদারি কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(২৬) **"বহিঃস্থ পদার্থ (extraneous matter)"** অর্থ এইরূপ কোন পদার্থ যাহা খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকরণে কাঁচামাল বা উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা প্যাকেজিং এ ব্যবহৃত হইবার কারণে উহার মধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত খাদ্যপণ্যকে অনিরাপদ করে না;

(২৭) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৮) **"ব্যক্তি"** অর্থে কোন কোম্পানি, সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ, সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৯) **"ভেজাল খাদ্য"** অর্থ এমন কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ,—

(ক) যাহাকে রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করিবার জন্য এইরূপ পরিমাণ উপাদান দ্বারা মিশ্রিত করা হইয়াছে, যে পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যাহা কোন আইনের অধীন নিষিদ্ধ; বা

(খ) যাহাকে রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করিবার জন্য এমন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা হইয়াছে যাহার ফলে মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে উহার গুণাগুণ বা পুষ্টিমান হ্রাস পাইয়াছে; বা

(গ) যাহার মধ্য হইতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করিবার মাধ্যমে আপাত ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করিয়া খাদ্যক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয়;

(৩০) **"মৎস্য"** অর্থ সকল প্রকার কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ, স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি, উভচর জলজ প্রাণী, কচ্ছপ, কাছিম, কাঁকড়া ও শামুক বা ঝিনুক জাতীয় জলজ প্রাণী, একাইনোডার্ম জাতীয় প্রাণী, ব্যাঙ ও উহার জীবনচক্রের যে কোন ধাপ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোন জলজ প্রাণীও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩১) **"সদস্য"** অর্থ কর্তৃপক্ষের কোন সদস্য এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৩২) **"সভাপতি"** অর্থ পরিষদের সভাপতি এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিষদের সহসভাপতিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৩৩) **"সমন্বয় কমিটি"** অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন গঠিত কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৩। **জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ নামে একটি পরিষদ থাকিবে।

(২) পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;
(গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;
(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(চ) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(ছ) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;
(জ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;
(ঝ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;
(ঞ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;
(ট) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;
(ঠ) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;
(ড) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;
(ঢ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
(ণ) সচিব, অর্থ বিভাগ;
(ত) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;
(থ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ;
(দ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন;
(ধ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;
(ন) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(প) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর;
(ফ) মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর;
(ব) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন;
(ভ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড;
(ম) পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
(য) চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
(র) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ;
(ল) সরকার কর্তৃক মনোনীত, একজন সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও একজন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান; এবং
(শ) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) ও (ল) এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য দফায় বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ পদাধিকারবলে পরিষদের সংশ্লিষ্ট পদে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৪) পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে পরিষদের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় **"সচিব"** অর্থে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪। **পরিষদের সভা।**—(১) বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে পরিষদের সহ-সভাপতি অথবা উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উহার অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৬) শুধু পরিষদের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৫। **বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।**—(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন বলবৎ হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ, স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৬। **কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।**—কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকায় এবং কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। **কর্তৃপক্ষের গঠন।**—(১) একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, মর্যাদা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৬) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ**।—চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিয়োগ লাভের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৯। **চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**।—(১) খাদ্য বিষয়ে অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, প্রত্যেক বিষয় হইতে একজন করিয়া, সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, যথা :—

(ক) জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি;

(খ) খাদ্য শিল্প বা খাদ্য উৎপাদন;

(গ) খাদ্যভোগ ও ভোক্তা-অধিকার; এবং

(ঘ) খাদ্য বিষয়ক আইন ও নীতি।

(৩) এই ধারার অন্যান্য বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) নিয়োগ প্রদানের তারিখে, তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসরের অধিক হয়;

(গ) তিনি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হন;

(ঘ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করেন;

(ঙ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে ২ (দুই) বৎসর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়কাল অতিক্রান্ত না হয়; এবং

(চ) তিনি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন খাদ্য ব্যবসার সহিত যুক্ত থাকেন।

(৪) কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনকালে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ একইসংগে অন্য কোন দপ্তর, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে বা দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না অথবা কোন লাভজনক কর্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না।

১০। **পদত্যাগ, অপসারণ বা দায়িত্বপালনে অসমর্থতা**।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি—

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন;

(ঘ) চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে কর্মসম্পাদনে শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হন;

(ঙ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন;

(চ) চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা বিশ্বাসভঙ্গ করেন কিংবা বেআইনীভাবে আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করেন; অথবা

(ছ) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত কোন পদে অধিষ্ঠিত হন বা দায়িত্ব পালন করেন অথবা কোন লাভজনক কর্মে নিয়োজিত হন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করিয়া, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না।

১১। **চেয়ারম্যান পদে সাময়িক শূন্যতা পূরণ**।—চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শূন্য পদে যোগদান না করা পর্যন্ত অথবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষের জ্যেষ্ঠতম সদস্য সাময়িকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। **কর্তৃপক্ষের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভার অলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষের সচিব এইরূপ সভা আহবান করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান এবং কমপক্ষে দুইজন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) চেয়ারম্যান, সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে, প্রয়োজনে, সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

১৩। **কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথা :—

(ক) নিরাপদতার নিরিখে, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের কার্যাবলী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(খ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(গ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদণ্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ;

(ঘ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু (microbial contaminants), সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু (heavy metal), প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক (processing aid), খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য (food additive or preservative), মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক (growth promoter), ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ঙ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু, সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু, প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক, খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য, মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা না হইলে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহাদের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ;

(চ) খাদ্যে তেজস্ক্রিয়তার সহনীয় মাত্রা সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ছ) খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সনদের জন্য, সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য অনুসরণীয় এ্যাক্রেডিটেনশনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(জ) খাদ্য পরীক্ষাগারের এ্যাক্রেডিটেনশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ঝ) খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণকালে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা না হইলে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মানদণ্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তদ্‌ভিত্তিতে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ট) খাদ্য মোড়কীকরণ এবং মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশেষ পথ্য গুণ ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত দাবী প্রকাশের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং উহা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ, অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ; এবং

(ড) খাদ্যের নমুনা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহিত তথ্য বিনিময়।

(৩) কর্তৃপক্ষ, উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনে, নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং তুলনা বিশ্লেষণ, যথা:—

(অ) খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;

(আ) জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(ই) খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(ঈ) খাদ্যদ্রব্যে দূষণকারী বস্তুর অবশিষ্টাংশের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(গ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে বিদ্যমান পদ্ধতি হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ঘ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ এবং উহা জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) নিরাপদ খাদ্যের সংকট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

(চ) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং এতদবিষয়ে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও উত্তম অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা;

(ছ) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

(জ) এই আইন বাস্তবায়নের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) খাদ্যদ্রব্য এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঞ) খাদ্যের গুণগত মানের বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

(ট) খাদ্য পরীক্ষা, গবেষণা ও মানদণ্ড নির্ধারণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাসমূহের মধ্যে ফলপ্রসু যোগাযোগ স্থাপন;

(ঠ) আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণ;

(ড) নিরাপদ খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ প্রবিধান প্রণয়ন করিবে। ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

(ক) "নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Food Safety Management System)" অর্থ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে উৎকৃষ্ট পদ্ধতির (Good Agricultural Practices, Good Aquacultural Practices, Good Manufacturing Practices, Good Hygienic Practices) অনুশীলনসহ গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা, বিপত্তি বিশ্লেষণ (Hazard Analysis), সংকট-কালীন জরুরী খাদ্য নিরাপত্তা সাড়া (Food Safety Emergency Response), অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Residual Control System) ও খাদ্যের অনিরাপদতার উৎস নিরীক্ষা পদ্ধতি (Food Safety Auditing System) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুশীলন, যাহা এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে নির্ধারিত মানদণ্ড ও বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমোদিত নির্দেশনায় (approved guidance or directives) বিদ্যমান; এবং

(খ) "বিপত্তি (Hazard)" অর্থ মানব-স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কোন কারণের উদ্ভব করিতে পারে এইরূপ কোন জৈবিক, রাসায়নিক বা ভৌত, ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পদার্থের উপস্থিতি বা সৃষ্ট অবস্থা।

১৪। **কর্তৃপক্ষের সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সাংগঠনিক কাঠামো, ইত্যাদি**।—(১) কর্তৃপক্ষের একজন সচিব থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) সচিব নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:—

(ক) চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের সভার অলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ;

(খ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত;

(গ) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ; এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(৩) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত উহার সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫ (পাঁচ) জন পরিচালকের নেতৃত্বে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) টি বিভাগ থাকিবে, যথা:—

(ক) খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম;

(খ) খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় কার্যক্রম;

(গ) নিরাপদ খাদ্যমান প্রমিতকরণ সমন্বয় কার্যক্রম;

(ঘ) খাদ্যভোক্তা সচেতনতা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; এবং

(ঙ) কর্তৃপক্ষের সংস্থাপন, আর্থিক ও জন-সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।

(৫) কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপর চেয়ারম্যানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিটি, ইত্যাদি

১৫। **কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন, ইত্যাদি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করিবে, যথা:—

(ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যিনি উহার চেয়ারপারসনও হইবেন;

(খ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ছ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(জ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ঞ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ঠ) স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ড) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ঢ) আইন ও বিচার বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা;

(ণ) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ত) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(থ) মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(দ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ধ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ন) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশনের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(প) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ফ) জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ব) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি;

(ভ) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য ভোক্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি;

(ম) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি;

(য) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি;

(র) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য পরীক্ষাগারসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি; এবং

(ল) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) সমন্বয় কমিটি এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব সংস্থার পক্ষ হইতে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উহাকে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

১৬। **সমন্বয় কমিটির সভা**।—(১) সমন্বয় কমিটির চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে, বৎসরে কমপক্ষে ৩ (তিন) বার, উহার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সমন্বয় কমিটির চেয়ারপারসন উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত উক্ত কমিটির অন্য কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) সমন্বয় কমিটি, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, সমন্বয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৭। **কারিগরি কমিটি**।—(১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করা যাইবে, যথা :—

(ক) খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু;

(খ) কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ;

(গ) জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য;

(ঘ) জৈবিক ঝুঁকি (biological risk and biosecurity);

(ঙ) খাদ্য শৃঙ্খলে (food chain) দূষিত বস্তু;

(চ) মোড়ক পরিচিতি;

(ছ) নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি; এবং

(জ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয়।

(৩) কারিগরি কমিটি, প্রয়োজনে, উহার আলোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট শিল্প ও ভোক্তা প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞগণকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) কারিগরি কমিটি উহার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, কারিগরি কমিটির বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ মতামত গ্রহণ করিলে উহা উহার বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করিবে এবং জনগণের নিকট সহজলভ্য করিবার জন্য, তাৎক্ষণিকভাবে উহার ওয়েব সাইটসহ বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) কারিগরি কমিটির গঠন-কাঠামো ও দায়-দায়িত্বসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৮। **অন্যান্য কমিটি**।—কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, বিশেষ উদ্দেশ্যে উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৯। **অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা, ইত্যাদি**।—(১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তিকে নিরাপদ খাদ্য ও উহার গুণগতমান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদনে বাধ্য থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা যাচনা করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

তহবিল, বাজেট ও হিসাব নিরীক্ষা

২০। **কর্তৃপক্ষের তহবিল**।—(১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) কর্তৃপক্ষের তহবিল কর্তৃপক্ষের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিতে হইবে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত তহবিল পরিচালনা করা যাইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উহার তহবিল হইতে, সরকারি বিধি-বিধান অনুসারে, উহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় উল্লিখিত তফসিলি ব্যাংক অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.No.127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank ।

২১। **বার্ষিক বাজেট**।—কর্তৃপক্ষ প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২২। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No.2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৬) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তদ্‌কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ

২৩। **বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার**।—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা উহার উপাদান বা বস্তু (যেমন-ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইক্লামেট), কীটনাশক বা বালাইনাশক (যেমন-ডি.ডি.টি., পি.সি.বি. তৈল, ইত্যাদি), খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি, আকর্ষণ সৃষ্টি করুক বা না করুক, বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সহায়ক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

২৪। **তেজস্ক্রিয়, ভারী-ধাতু, ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার**।—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন বা বিকিরণযুক্ত পদার্থ অথবা প্রাকৃতিক বা অন্য কোনভাবে থাকা কোন সমজাতীয় পদার্থ বা ভারী-ধাতু কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না।

২৫। **ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, বিপণন, ইত্যাদি**।—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

২৬। **নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন, ইত্যাদি**।—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানুষের আহার্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

২৭। **খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক দ্রব্যের ব্যবহার**।—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য সংযোজন-দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকরণ-সহায়ক দ্রব্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

২৮। **শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈল, বর্জ্য, ভেজাল বা দূষণকারী দ্রব্য, ইত্যাদি খাদ্য স্থাপনায় রাখা**।—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে কোন ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করিবার উদ্দেশ্যে, শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈল, বর্জ্য বা কোন ভেজালকারী দ্রব্য তাহার খাদ্য স্থাপনায় রাখিতে বা রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৯। **মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ**।—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মেয়াদোত্তীর্ণ কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩০। **বৃদ্ধি প্রবর্ধক, কীটনাশক, বালাইনাশক বা ঔষধের অবশিষ্টাংশ, অণুজীব, ইত্যাদির ব্যবহার**।—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন, এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধকের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ-পত্রের সক্রিয় পদার্থ, অণুজীব বা পরজীবী কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না বা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩১। **বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত খাদ্য, জৈব-খাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, স্বত্বাধিকারী খাদ্য, ইত্যাদি।**—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য, জৈব-খাদ্য, কিরণ-সম্পাতকৃত খাদ্য (irradiated food), স্বত্বাধিকারী খাদ্য, অভিনব খাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য, নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং উক্তরূপ অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

(ক) "স্বত্বাধিকারী খাদ্য (proprietary food)" বা **"অভিনব খাদ্য** (novel food)" অর্থ মান সুনির্দিষ্টকরণ সম্পন্ন হয় নাই, তবে অনিরাপদ নয়, এইরূপ কোন খাদ্য, যাহাতে প্রবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ কোন দ্রব্য বা উপাদান উপস্থিত নাই;

(খ) "বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য", "ব্যবহারিক খাদ্য (functional food)", "নিউট্রাসিউটিক্যাল খাদ্য" বা "স্বাস্থ্য সম্পূরক খাদ্য" অর্থ কোন বিশেষ বাস্তব বা শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত অবস্থা বা বিশেষ রোগ-ব্যাধি ও অসুস্থতায় নির্দিষ্ট পথ্যের প্রয়োজন মিটাইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও বিশেষ প্রক্রিয়া প্রতিপালনক্রমে প্রস্তুতকৃত খাদ্য;

(গ) "জৈব-খাদ্য (organic food)" অর্থ কোন জৈব উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া প্রস্তুতকৃত খাদ্য; এবং

(ঘ) "বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য (genetically modified or engineered food)" অর্থ খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান সমন্বয়ে গঠিত বা আধুনিক জীব-প্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধন বা পরিবর্তনকৃত জীবসত্তা রহিয়াছে এইরূপ উৎপাদিত খাদ্য বা খাদ্য উপাদান, যাহাতে আধুনিক জীব-পযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধিত বা পরিবর্তনকৃত জীবসত্তা নাই।

৩২। **খাদ্য মোড়কীকরণ ও লেবেলিং।**—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে,—

(ক) প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেবেল সংযোজন ব্যতিরেকে কোন প্যাকেটকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না;

(খ) খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে, পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে, দফা (ক) তে উল্লিখিত লেবেলে কোন মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা অপ-কৌশল অথবা মোড়কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী ঔষধি বলিয়া দাবী অথবা উৎসস্থল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কোন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না;

(গ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়ক গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎস-শনাক্তকরণ তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না; এবং

(ঘ) প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করিয়া বা মুছিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৩। **মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয়, ইত্যাদি।**—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়া অনুসরণের মানদণ্ড ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৪। **রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ বিক্রয়, ইত্যাদি।**—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য বা মৎস্যপণ্য অথবা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশুপাখির মাংস, দুগ্ধ বা ডিম দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৫। **হোটেল রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলের পরিবেশন-সেবা।**—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি হোটেল রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা প্রদানকারী, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ডের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতার মাধ্যমে খাদ্যগ্রহীতার স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে পারিবেন না।

৩৬। **ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, ইত্যাদি।**—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৭। **নকল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয়, ইত্যাদি।**—কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯(২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ট্রেডমার্ক বা ট্রেডনামে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে কোন নকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৮। **সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম, ঠিকানা ও রসিদ বা চালান সংরক্ষণ ও প্রদর্শন।**—প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম, ঠিকানা ও রসিদ বা চালান সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৯। **অনিবন্ধিত অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয়, ইত্যাদি।**—কোন ব্যক্তি, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হইলে উহার ব্যত্যয় ঘটাইয়া, অনিবন্ধিত অবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিত পারিবেন না।

৪০। **কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সহযোগিতা।**—প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে পরিদর্শন, তদন্ত, নমুনা সংগ্রহ বা পরীক্ষাকরণে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪১। **বিজ্ঞাপনে অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য।**—কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিপণন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদান করিয়া অথবা মিথ্যা নির্ভরতামূলক বক্তব্য প্রদান করিয়া ক্রেতার ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না।

৪২। **মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ বা প্রচার।**—(১) কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান, ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বর্ণনাসম্বলিত কোন বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার করিতে পারিবেন না যাহার দ্বারা জনগণ বিভ্রান্ত হইতে পারে।

(২) এই ধারার অধীন আনীত কোন মামলায় বিবাদিকে, আত্মপক্ষ সমর্থনে, প্রমাণ করিতে হইবে যে—

(ক) উক্তরূপ অসত্য তথ্যসম্বলিত বিজ্ঞাপনের বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না অথবা বিষয়টি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহার নিকট প্রতিভাত হয় নাই; এবং

(খ) বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচারকারী হিসাবে তিনি সাধারণ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপনটি প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে, ভিন্নরূপ না হইলে, আদালত এই মর্মে বিবেচনা করিতে পারিবে যে, সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা বিক্রয়কারী কর্তৃক উক্ত বিজ্ঞাপন, প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচারের প্রয়াস বা সহায়তা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্য ব্যবসায়ীর বিশেষ দায়-দায়িত্ব

৪৩। **নিম্নমানের অথবা ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার**।—(১) যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, তিনি যে সকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিয়াছেন সেইগুলির ক্ষেত্রে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে না অথবা উহাতে কোন দূষক, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত, বিকিরণযুক্ত বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারসহ, অনতিবিলম্বে সন্দেহজনক প্রশ্নবিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ, কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাজার বা খাদ্য ভোক্তার নিকট হইতে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) যদি কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে সকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা হইয়াছে, সেইগুলির ক্ষেত্রে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে না অথবা উহাতে কোন দূষক, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত, বিকিরণযুক্ত বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ, সন্দেহজনক প্রশ্নবিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বাজার বা ভোক্তার নিকট হইতে প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসরণে সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪৪। **উৎপাদনকারী, মোড়ককারী, বিতরণকারী এবং বিক্রয়কারীর বিশেষ দায়বদ্ধতা**।—(১) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যেপকরণ উৎপাদনকারী বা মোড়ককারী এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে উহা এই আইনের লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদকারী বা বিতরণকারী এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি,—

(ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোন খাদ্য সরবরাহ করেন;

(খ) উৎপাদনকারী ঘোষিত সাবধানতা সংক্রান্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করিয়া খাদ্য মজুদ বা বিতরণ করেন;

(গ) খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন;

(ঘ) যাহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা বিতরণের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বা উৎপাদনকারীর উৎস শনাক্তকরণ করিতে না পারেন; বা

(ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা বিতরণের জন্য গ্রহণ করেন।

(৩) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রেতা কোন খাদ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান লংঘনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি,—

(ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন অথবা বিক্রয়স্থলে মজুদ রাখেন;

(খ) অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় কোন খাদ্য বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ বা মজুদ করেন অথবা বিক্রয় করেন;

(গ) খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন;

(ঘ) যাহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বা বিতরণকারী বা উৎপাদনকারীর উৎস শনাক্তকরণ করিতে না পারেন; বা

(ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও মজুদ অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন।

সপ্তম অধ্যায়

খাদ্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ

৪৫। **খাদ্য বিশ্লেষক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান**।—(১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য বিশ্লেষক নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, সরকার বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রম, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তাকে খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন খাদ্য বিশ্লেষক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে খাদ্য বিশ্লেষক হিসাবে নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকেন।

৪৬। **খাদ্যবস্তু পরীক্ষা**।—(১) কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ বা ক্রয় করিবার পর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফিস পরিশোধপূর্বক, যে স্থান বা উৎস হইতে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ বা ক্রয় করিবেন, তাহা যে, অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের এখতিয়ারাধীন হইবে, সেই খাদ্য বিশ্লেষকের দ্বারা উহার নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইতে পারিবেন এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্তরূপ বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফলের সনদ গ্রহণ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি খাদ্য বিশ্লেষক প্রদত্ত কোন সনদ বা উহার অনুলিপি তাহার ব্যবসায়িক স্থাপনা বা অন্য কোন স্থানে প্রদর্শন করিতে বা বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) এই ধারার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৭। **নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য খাদ্যের নমুনা বাধ্যতামূলক বিক্রয় বা সমর্পণ**।—(১) খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিক্রয় বা প্রস্তুতিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মূল্য প্রদানপূর্বক উহার নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের জন্য না হইলেও উহা নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নমুনা বিক্রয়, উৎপাদন, সরবরাহ বা মজুদস্থলসহ যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং যে ব্যক্তির দখলে থাকাবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহের জন্য যাচনা করা হইবে, সেই ব্যক্তি, এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী, উক্ত নমুনা বিক্রয় বা, ক্ষেত্রমত, সমর্পণ (Surrender) করিতে বাধ্য থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সমর্পণকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকণের মূল্য দাবী করা হইলে, উক্তরূপ দাবীর এক মাসের মধ্যে দাবীকৃত নমুনার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা প্রদানকারী, কর্তৃপক্ষ বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট, বিশ্লেষণ বা পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে, উক্ত নমুনা বিক্রয় বা, ক্ষেত্রমত, সমর্পণ করিয়াছেন মর্মে নির্ধারিত ফর্মে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি প্রদান করিবেন।

(৪) উৎপাদন বা মজুদস্থল হইতে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ যে সকল সরবরাহ পথ অতিক্রম করে বা যে সকল স্থানে সরবরাহ বা মজুদ করা হইয়া থাকে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে, সে সকল স্থানে প্রবেশের এবং উক্ত স্থানের যে কোন রেকর্ডপত্র পরিদর্শনের অধিকার থাকিবে।

৪৮। **নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহের পদ্ধতি।**—(১) ধারা ৪৬ এর বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা অন্যভাবে পরীক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে অথবা ধারা ৪৭ এর বিধান অনুসারে কোন নমুনা বিক্রিত বা সমর্পিত হইলে, নমুনা গ্রহণকারী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,—

(ক) নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীকে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে অবহিত করিবেন;

(খ) নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীর উপস্থিতিতে নমুনাকে চারটি অংশে বিভক্ত করিবেন এবং প্রত্যেকটি অংশ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, চিহ্নিতকরতঃ সিলগালা করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবেন এবং অতঃপর,—

(অ) একটি অংশ নমুনা প্রদানকারী বা বিক্রেতাকে প্রদান করিবেন;

(আ) একটি অংশ, ভবিষ্যতে তুলনা করিবার উদ্দেশ্যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(ই) অবশিষ্ট দুইটি অংশ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথ ধারণপাত্রের উপর নাম, ঠিকানা ও নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার অভিপ্রায় উল্লেখসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে, সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষক বা খাদ্য পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) খাদ্য বিশ্লেষক বা খাদ্য পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধান উপ-ধারা (১) এর অধীনপ্রাপ্ত নমুনার দুইটি অংশের মধ্যে একটি অংশ ধারা ৪৯ এর বিধান অনুযায়ী বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইয়া পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং অবশিষ্ট অংশ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও স্থানে সংরক্ষণ করিবেন।

৪৯। **নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা এবং সনদ প্রদানে খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব।**—(১) ধারা ৪৮ এর বিধান অনুযায়ী খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট কোন নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত হইলে,—

(ক) তিনি নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) নমুনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাধারণ ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জরুরী ক্ষেত্রে ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখপূর্বক নমুনা প্রেরককে সনদ প্রদান করিবেন; এবং

(গ) বিশ্লেষণের ফলাফলের একটি অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন যে কোন তদন্ত, বিচার বা কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষক কর্তৃক, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, সনদ হিসাবে স্বাক্ষরিত কোন দলিল এই ধারার অধীন একটি বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফলের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৫০। **নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষায় আদালতের নির্দেশ**।—(১) এই আইনের অধীন কোন তদন্ত বা বিচার চলাকালে খাদ্য আদালত, প্রয়োজনে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অথবা বাদী বা বিবাদীর আবেদনক্রমে, যে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন খাদ্য আদালত কর্তৃক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষ, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইয়া উহার প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আদালতে উপস্থাপিত প্রতিবেদন সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা যাইবে।

(৪) এই ধারার অধীন সকল পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ব্যয়, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, বাদী বিবাদী বা উভয় পক্ষ কর্তৃক পরিশোধিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

পরিদর্শন এবং খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ

৫১। **পরিদর্শক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান**।—(১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, সরকার বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তাকে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকেন।

৫২। **পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য**।—(১) পরিদর্শক নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন, যথা :—

(ক) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী যে কোন খাদ্য স্থাপনা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, খাদ্য স্থাপনার লাইসেন্সের শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ;

(গ) এই আইন বা বিদ্যমান অন্য কোন আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া উৎপাদিত, মজুদকৃত, বিক্রিত বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হইলে যে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ;

(ঘ) খাদ্যদ্রব্যের নমুনা গ্রহণ, মজুদ, জব্দ এবং খাদ্য আদালতের নির্দেশানুযায়ী সকল পরিদর্শন ও গৃহীত রেকর্ডের অনুলিপি প্রদান ও সংরক্ষণ;

(ঙ) এই আইন বা বিদ্যমান অন্য কোন আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের উৎপাদন, মজুদ বা বিপণন করা হইতেছে কি না তাহা নিরূপণের জন্য, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান ও পরিদর্শন;

(চ) অনিরাপদ খাদ্যবাহী বলিয়া সন্দেহ হইলে যুক্তিসঙ্গতভাবে ন্যূনতম সময়ের জন্য যে কোন যানবাহন থামাইয়া তল্লাশী;

(ছ) এই আইনের অধীন কোন মামলায় কোন ব্যক্তির খাদ্য ব্যবসার লাইসেন্স বা নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করা হইলে, তাহার নাম, ঠিকানা, প্রকৃতি ও ব্যবসা স্থানের রেকর্ড সংরক্ষণ;

(জ) এই আইনের আওতায় পরিচালিত প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্তসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ;

(ঝ) এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা রুজুকৃত মামলায় আদালত পদ্র ত্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

(ঞ) আমদানি বা বিপণনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্দেহজনক খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আটক;

(ট) এই আইনের ব্যত্যয় সম্পর্কে লিখিতভাবে কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত অভিযোগ অনুসন্ধান বা, ক্ষেত্রমত, তদন্ত;

(ঠ) ভেজাল খাদ্য জব্দ; এবং

(ড) কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫৩। **খাদ্য স্থাপনা, ভবন বা গৃহে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া খাদ্য স্থাপনা, ভবন বা গৃহে কোন ঘটনা সংঘটিত হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইবার জন্য পরিদর্শক, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় যে কোন সময়ে, যে কোন খাদ্য স্থাপনা বা ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন আইনানুগ কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন পরিদর্শককে কোন খাদ্য-স্থাপনা, ভবন বা গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

৫৪। **জমা-খরচের বহি, রসিদ, দলিল এবং হিসাব দাখিল**।—কোন পরিদর্শক, তদন্ত করিবার জন্য, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংক্রান্ত ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনাকারী অথবা উৎপাদন বা বিপণনকারীর নিকট, লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া, উহার সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন, উৎস-সনাক্তকরণ (traceability) বা বিপণন সংক্রান্ত জমা-খরচের বহি, রসিদ ও অন্যান্য দলিলপত্র যাচনা করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শকের চাহিদা অনুযায়ী নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫৫। **ভেজাল খাদ্য জব্দ করিবার ক্ষমতা**।—(১) পরিদর্শক, মধ্যরাত হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় ব্যতীত, যে কোন সময়ে—

(ক) খাদ্য বিপণনের সরবরাহস্থল, সরবরাহ পথ, মজুদস্থল বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহারযোগ্য যে কোন বস্তুর অবস্থা, স্থান অথবা উহার উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন; এবং

(খ) খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য রক্ষিত উপকরণ বা এইরূপ যে কোন বস্তু এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা বিপণনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন কৌটা বা ধারণপাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে কোন পরিদর্শন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরিদর্শককে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শন এবং পরীক্ষাকালে যদি পরিদর্শকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা বিপণন সংক্রান্ত কাজে নির্দিষ্ট কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান যাহা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা অনুপযোগী বা ভেজাল, তাহা হইলে তিনি ঐ সকল বস্তু বা উহা দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন কিছু জব্দের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে যে কোন খাদ্য, উপকরণ বা বস্তুকে ভেজাল বা দূষিত হিসাবে বিশ্বাস করিয়া জব্দ করা হইলে পরিদর্শক জব্দকৃত নমুনাকে ধারা ৪৮ এর বিধান অনুসারে, যথাশীঘ্র সম্ভব, পৃথক করিয়া, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সকল নমুনা বণ্টন ও হস্তান্তর করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান বা উহা দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিবার ক্ষেত্রে, জব্দকারী,—

(ক) খাদ্যদ্রব্য, জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান অবিলম্বে অপসারণ করিবেন; এবং

(খ) অপসারণের পর উহাদিগকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্ন ও সীলমোহর প্রদান করিয়া নিরাপদ হেফাজতে রাখিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, ধারা ৫৬ বা ৫৭ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান অনুসারে পরিচালিত কোন অপসারণ কার্যকে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না এবং কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ খাদ্যদ্রব্য পদার্থ, বা ধারণপাত্র উপ-ধারা (৬) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে রক্ষিত হেফাজত হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন না বা হেফাজতে থাকাকালীন উহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

৫৬। **জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বিনষ্ট, ইত্যাদি।**—(১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন পরিদর্শক বা কোন কর্তৃপক্ষ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন পরিদর্শক বা জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ, ধারণপাত্র জব্দ করা হইলে, উহা যে মালিকের দখলে পাওয়া যাইবে সেই ব্যক্তি বা মালিকের লিখিত সম্মতিতে দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে উহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করা যাইবে;

(২) যদি উক্তরূপ সম্মতি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে জব্দকৃত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা উপকরণ, পদার্থ দ্রুত পচনশীল প্রকৃতির হইলে এবং ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন জব্দকারী পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিবেচনায় উহা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের সমুদয় ব্যয় উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ, বা ধারণপাত্র জব্দের সময় যাহার দখলে পাওয়া যাইবে তাহার নিকট হইতে সরকারি দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৫৭। **জব্দকৃত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ, পদার্থ ও ধারণপাত্র নিষ্পত্তি।**—(১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিদর্শক বা এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক অধীন যে কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ, বা ধারণপাত্র পরিদর্শক কর্তৃক জব্দ করা হইলে, ধারা ৫৬ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ, পদার্থ, ধারণপাত্র ধ্বংস করা না গেলে, যে ব্যক্তির দখলে থাকাবস্থায় উহা জব্দ করা হইয়াছে তাহাকে উক্তরূপ জব্দের বিষয়টি এইমর্মে অবহিত করিতে হইবে যে, জব্দকৃত বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্রটি এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে।

(২) এই আইনে বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন কোন অভিযোগ উত্থাপিত হউক বা না হউক, উপ-ধারা (১) এর অধীন বিবেচনার জন্য কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট, তদ্‌বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি গ্রহণের পর, যদি মনে করেন যে, উক্ত—

(ক) খাদ্যদ্রব্য, জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী বা দূষিত বা ভেজাল-মিশ্রিত; অথবা

(খ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ধারণপাত্রটিতে কোন ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য, মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী বা দূষিত খাদ্য উৎপাদন বা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে বা ধারণপাত্রটিতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী কোন বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ রহিয়াছে,—

তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট, উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতঃ কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ উহা ধ্বংস করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে কর্তৃপক্ষ উহা ধ্বংস বা অন্য কোন ভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

নবম অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি

৫৮। **এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিবার দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি তফসিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত বিধানের বিপরীতে কলাম (৪) এ বর্ণিত দণ্ডে এবং একই বিধান পুনরায় লঙ্ঘন করিলে কলাম (৫) এ বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৯। **কোম্পানী কর্তৃক বিধান লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন।**—(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, অংশীদার, স্বত্বাধিকার, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্ট, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্তা (Body Corporate) হইলে,উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

(ক) 'কোম্পানী' অর্থে যে কোন সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' অর্থে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬০। **জামিনযোগ্যতা ও আমলযোগ্যতা।**—এই আইনের ধারা ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ এ বর্ণিত অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable) ও অজামিনযোগ্য (non-bailable) হইবে এবং উক্ত অপরাধ ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য অপরাধ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

৬১। **অন্য আইনে অপরাধ হইবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ যদি অন্য কোন আইনে বিশেষ অপরাধ হিসাবে উচ্চতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী বিশেষ অপরাধ হিসাবে গণ্য করিয়া বিচারের জন্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনত কোন বাধা থাকিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে, যাহা প্রযোজ্য, উহার বিচার হওয়া সমীচীন হইবে, তাহা হইলে এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে, উহার অধিকতর কার্যকর বিচার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, বিশেষ আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যাহা প্রযোজ্য, মামলা দায়েরের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬২। **অর্থদণ্ডের অর্থের অংশ অভিযোগকারীকে প্রদান।**—এই আইনের অধীন কোন মামলায় খাদ্য আদালত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কোন অর্থদণ্ড আরোপ করিলে উক্ত অর্থের ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী প্রাপ্ত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইলে, তিনি উক্ত প্রণোদনা প্রাপ্য হইবেন না।

৬৩। **প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্তকরণে সহায়তা, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনজনিত কোন কার্যের সহিত কোন বিক্রেতার জ্ঞাতসারে সংশ্লিষ্টতা না থাকার বিষয়টি যদি সন্দেহাতীত ভাবে বোধগম্য হয় এবং প্রয়োজনবোধে উক্ত বিক্রেতা আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে শনাক্তকরণে সহযোগিতা করিতে যদি প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য দায়ী করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে শনাক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(২) কোন দোকান হইতে বিক্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য দূষিত, ভেজাল, নকল বা ত্রুটিপূর্ণ হইবার ক্ষেত্রে যদি উক্ত খাদ্যদ্রব্য কোন বৈধ বা অনুমোদিত কারখানা, ফ্যাক্টরি বা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যদি সন্দেহাতীতভাবে বোধগম্য হয় যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহিত দোকানের মালিক বা পরিচালকের কোন সংশ্লিষ্টতা নাই এবং প্রয়োজনবোধে যদি উক্ত ব্যক্তি আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে শনাক্তকরণে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে দোকানের মালিক বা পরিচালককে দায়ী করিয়া কোন ফৌজদারী বা প্রশাসনিক কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে শনাক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া হকার বা ফেরিওয়ালা হিসাবে বিক্রয় করিলে এবং অনুরূপ বিক্রিত খাদ্যদ্রব্য যদি নকল, ভেজাল বা অন্য কোনরূপ ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারা কোন খাদ্যভোক্তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ কারণে যদি সন্দেহাতীতভাবে বোধগম্য হয় যে, তিনি অবৈধভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে সজ্ঞানে বা যোগসাজশে অথবা জানিয়া শুনিয়া উহা খাদ্য ভোক্তার নিকট বিক্রয় করেন নাই এবং প্রয়োজবোধে যদি উক্ত হকার বা ফেরিওয়ালা বিধান লঙ্ঘনকারীকে শনাক্তকরণে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত হকার বা ফেরিওয়ালাকে দায়ী করিয়া কোন ফৌজদারী বা প্রশাসনিক কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে শনাক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) কাঁচা মৎস্য ও শাক-সবজির ন্যায় দ্রুত পচনশীল কোন খাদ্যদ্রব্য কোন হকার বা ফেরিওয়ালার নিকটি বা কোন দোকানে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে পচিয়া যাওয়া অবস্থায় পাওয়া গেলে যদি ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে পচিয়া গিয়াছে জানিয়াও অবৈধভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে সজ্ঞানে বা যোগসাজশে তিনি উহা খাদ্য ভোক্তার নিকট বিক্রয় বা বিক্রয়ের চেষ্টা করেন নাই তাহা হইলে উক্ত হকার, ফেরিওয়ালা বা দোকানদারকে দায়ী করিয়া কোন ফৌজদারী বা প্রশাসনিক কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পচনশীলতা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) এই ধারার অধীন দায় হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হইলে তাৎক্ষণিকভাবে নকল বা ভেজালের উৎস উদঘাটনের বিষয়ে এবং প্রয়োজনবোধে বিচার কার্যের সাক্ষী হিসাবে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

দশম অধ্যায়

খাদ্য আদালত, অভিযোগ, বিচার, ইত্যাদি

৬৪। **খাদ্য আদালত নির্ধারণ, ক্ষমতা ও এখতিয়ার।**—(১) এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত থাকিবে যাহা বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত নামে অভিহিত হইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত হিসাবে নির্ধারণ করিবে এবং একাধিক আদালত নির্ধারণ করা হইলে উহাদের প্রত্যেকটি আদালতের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

(৩) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত খাদ্য আদালতের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ বা পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির উপর অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে খাদ্য আদালতের এই আইনে উল্লিখিত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৬৫। **বিচার।**—(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ যে খাদ্য আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে সংগঠিত হইবে, সাধারণভাবে সেই আদালতে উহার বিচার অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) খাদ্য আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে, এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধির

Chapter XXII-তে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিবে।

৬৬। **অভিযোগ ও মামলা দায়ের।**—(১) খাদ্য ক্রেতা, ভোক্তা, গ্রহীতা বা খাদ্য ব্যবহারকারীসহ যে কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য সম্পর্কে চেয়ারম্যান বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা পরিদর্শকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা পরিদর্শক, এই আইনের অধীন যে কোন অপরাধ সংঘটনের বিষয় অবহিত হইবার পর, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হইলে, খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করিবে।

(৩) এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের জন্য কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নিরাপদ খাদ্য বিরোধী যে কোন কার্য সম্পর্কে খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৬৭। **তদন্ত ও তদন্তকারী কর্মকর্তা।**—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নিয়োজিত পরিদর্শক তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে এই আইনে বর্ণিত সকল অভিযোগের তদন্ত করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন কোন অভিযোগের তদন্তকার্য পরিচালনাকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসরণে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রয়োজনে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ অন্য যে কোন সংস্থার নিকট সহায়তা যাচনা করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সহায়তা যাচনা করা হইলে উক্ত সংস্থা যাচিত সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৬৮। **তদন্তের সময়সীমা।**—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পরিদর্শক খাদ্য আদালত কর্তৃক কোন অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন।

(২) কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে, তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক খাদ্য আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে খাদ্য আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর খাদ্য আদালত উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিবে এবং উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাসময়ে তদন্তকার্য সম্পন্ন না করিবার ব্যর্থতাকে অযোগ্যতা গণ্যে তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিবে।

৬৯। **পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা।**—কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আর্জির প্রেক্ষিতে বা স্বীয় বিবেচনায় খাদ্য আদালতের যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,—

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, বা

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল, দস্তাবেজ বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা কোন ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে, তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা উক্ত স্থানে, দিনে বা রাতে যে কোন সময়ে, পরোয়ানা জারি করিতে পারিবে।

৭০। **তল্লাশি, গ্রেফতার, ইত্যাদির ক্ষমতা।**—এই আইনের অধীন জারীকৃত পরোয়ানা তল্লাশি, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৭১। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান।**—(১) ধারা ৬৯ এর অধীন জারীকৃত কোন পরোয়ানার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে বা কোন বস্তু আটক করা হইলে অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা আটককৃত বস্তুটিকে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি বা বস্তু যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭২। **ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্য মূল্য**।—Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) তে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার বিষয়ে ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা রেকর্ড করিলে উক্ত ভিডিও, স্থিরচিত্র, অডিও উক্ত অপরাধ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

৭৩। **অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষা**।—(১) অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে খাদ্য আদালত যদি মনে করে যে, উক্ত খাদ্যদ্রব্যের যথাযথ পরীক্ষা ব্যতীত অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে আদালত অভিযোগকারীর নিকট হইতে উক্ত পণ্যের একটি নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহাতে সীলমোহর প্রদানক্রমে তৎনির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়ন করিবে এবং নমুনায় নিষিদ্ধ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবার বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ উহা সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবে।

(২) কোন পরীক্ষাগারে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইলে, প্রেরণের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে উহার রিপোর্ট আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করা না গেলে, পরীক্ষাগারের চাহিদামত, পরীক্ষার সময় আরও ২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩)খাদ্য আদালত কোন খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষাগারে প্রেরণের পূর্বে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের নমুনায় উত্থাপিত অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অর্থ বা ফি জমা দানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭৪। **আপীল**।—খাদ্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৭৫। **মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার**।—এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, যে ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে।

একাদশ অধ্যায়

দেওয়ানী প্রতিকার

৭৬। **দেওয়ানী প্রতিকার**।—(১) এই আইন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম দায়ের ও তদ্‌কারণে সংঘটিত ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হইবার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি বা খাদ্যভোক্তা কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী প্রতিকার দাবী করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে আইনগত কোন বাধা থাকিবে না।

(২) কোন বিক্রেতার নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্যের দ্বারা কোন খাদ্য-গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উক্ত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হইলে, তিনি উক্ত নিরূপিত অর্থের অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গুণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) দেওয়ানী আদালত বাদীর আর্জি, বিবাদীর জবাব, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করিয়া নিরূপিত ক্ষতির সঠিক পরিমাণের অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গুণের মধ্যে যে কোন অংকের ক্ষতিপূরণ, যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হইবে, প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908), Contract Act, 1872 (Act No. IX of 1872) এবং Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

৭৭। **দেওয়ানী আপীল**।—Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এবং Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৭৬ এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা জজের আদালতে আপীল দায়ের করা যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রশাসনিক তদন্ত ও জরিমানা

৭৮। **প্রশাসনিক তদন্ত পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা**।—(১) কোন ব্যক্তির খাদ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে তিনি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার পর যে ব্যক্তি উক্ত খাদ্য প্রস্তুত, বিপণন বা বিক্রয় করিয়াছেন সেই ব্যক্তিকে তাহার করণীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদন্ত পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ উহার যে কোন কর্মকর্তাকে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তদন্ত কার্য পরিচালনা করিবেন এবং তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ যাহা থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এই ধারার অধীন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।

(৭) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর অধীন সরকারি দাবী গণ্যে আদায়যোগ্য হইবে।

৭৯। **আপীল**।—কোন ব্যক্তি ধারা ৭৮ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং সরকার উক্ত আপীল দায়েরের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ

৮০। **জনসেবক**।—কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণসহ এই আইনের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক খাদ্য বিশ্লেষক এবং পরিদর্শক দণ্ডবিধির ধারা ২১ এ public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবে।

৮১। **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা**।—(১) এই আইনের অধীন অপরাধ দমনে সহায়তাকারী কোন সরকারি কর্মচারী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে বা কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনুরূপ ব্যর্থতা বা লঙ্ঘনের জন্য তিনি দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অনুরূপ ব্যর্থতা বা, ক্ষেত্রমত, লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে বা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যর্থতা বা লঙ্ঘনের অভিযোগে কোন সরকারি কর্মচারী দায়ী হইলে তিনি সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপরাধে অভিযুক্ত হইবেন এবং উক্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৮২। **সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতা**।—সরকার, প্রয়োজনে, এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত, পরিষদের পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং উহাদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

৮৩। **গোপনীয় তথ্য সংরক্ষণ**।—কোন ব্যক্তি কর্তৃক কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহকৃত কোন তথ্য গোপন রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইলে এবং কর্তৃপক্ষ উহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া থাকিলে, কর্তৃপক্ষ উহা তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট প্রকাশ করিতে কিংবা প্রকাশের উৎস হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হইলে, সংশ্লিষ্ট তথ্য জনসমক্ষে প্রচার করা যাইবে।

৮৪। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—প্রত্যেক বৎসরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী যাচনা করিতে পারিবে।

৮৫। **ক্ষমতা অর্পণ**।—কর্তৃপক্ষ, জরুরি প্রয়োজনে, লিখিত আদেশ দ্বারা, সুনির্দিষ্ট শর্তে, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, উহার চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৮৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮৮। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানভবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৮৯। **আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ**।—এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৯০। **রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে Pure Food Ordinance, 1959 (E. P. Ordinance No. LXVIII of 1959), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত Pure Food Court ধারা ৬১ এর অধীন নির্ধারিত বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং উপ-ধারা (৩) অনুসারে উহাতে উল্লিখিত মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(৩) উক্ত ধারা রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে রহিত আইনের অধীন অনিষ্পন্ন মামলা সংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত, এবং উক্তরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরূদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট আদালতে, এমনভাবে পরিচালিত, নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিমালা বা প্রবিধিমালা এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এবং এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে;

(খ) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন কোন কার্য অথবা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত রহিত আইনের বিধান অনুসারে এই রূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

তফসিল
(ধারা ৫৮ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	ধারা	অপরাধের বিবরণ	প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দণ্ড	পুনরায় একই অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দণ্ড
১	২	৩	৪	৫
(১)	২৩	মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা উহার উপাদান বা বস্তু, কীটনাশক বা বালাইনাশক, খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সহায়ক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কিন্তু অন্যূন চার বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(২)	২৪	প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন বা বিকিরণযুক্ত পদার্থ অথবা প্রাকৃতিক বা অন্য কোনভাবে থাকা কোন সমজাতীয় পদার্থ বা ভারী-ধাতু কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি।	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব আট লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	চার বৎসর কারাদণ্ড বা ষোল লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(৩)	২৫	কোন ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(৪)	২৬	মানুষের আহার্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(৫)	২৭	প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য সংযোজন-দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকরণ-সহায়ক দ্রব্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

১	২	৩	৪	৫
(৬)	২৮	খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে কোন ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করিবার উদ্দেশ্যে, শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত তৈল, বর্জ্য বা কোন ভেজালকারী দ্রব্য খাদ্য স্থাপনায় রাখা বা রাখিবার অনুমতি প্রদান।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(৭)	২৯	মেয়াদোত্তীর্ণ কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(৮)	৩০	প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমান কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন, এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধকের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ-পত্রের সক্রিয় পদার্থ, অণুজীব বা পরজীবী কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(৯)	৩১	প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে বংশগত বৈশিষ্ট পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য, জৈব-খাদ্য, কিরণ-সম্পাতকৃত খাদ্য, স্বত্বাধিকারী খাদ্য, অভিনব খাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য, নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং উক্তরূপ অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(১০)	৩২(ক)	প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেবেল সংযোজন ব্যতিরেকে কোন প্যাকেটকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	দুই বৎসর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

১	২	৩	৪	৫
(১১)	৩২(খ)	খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে, পরিমান ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে, ধারা ৩২ এর দফা (ক) তে উল্লিখিত লেবেলে কোন মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা অপ-কৌশল অথবা মোড়কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী ঔষধি বলিয়া দাবী অথবা উৎস স্থল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কোন বক্তব্য লিপিবদ্ধ-করণ;	অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	দুই বৎসর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(১২)	৩২(গ)	প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়ক গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎসশনাক্তকরণ তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	দুই বৎসর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(১৩)	৩২(ঘ)	প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করিয়া বা মুছিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	দুই বৎসর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(১৪)	৩৩	প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়া অনুসরণের মানদণ্ড ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(১৫)	৩৪	রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য বা মৎস্যপণ্য অথবা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস, দুগ্ধ বা ডিম দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(১৬)	৩৫	হোটেল রেস্তোঁরা বা ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা প্রদানকারী কর্তৃক, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ডের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহীতার স্বাস্থ্যহানি ঘটানো।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

১	২	৩	৪	৫
(১৭)	৩৬	ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	দুই বৎসর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(১৮)	৩৭	ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ট্রেডমার্ক ট্রেডনামে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননু-মোদিতভাবে কোন নকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বৎসর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(১৯)	৩৮	খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম, ঠিকানা ও রসিদ বা চালান সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষ বা তদকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদর্শন না করা।	অনূর্ধ্ব এক বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	এক বৎসর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(২০)	৩৯	আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হইলে উহার ব্যত্যয় ঘটাইয়া, অনিবন্ধিত অবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয়।	অনূর্ধ্ব এক বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	এক বৎসর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(২১)	৪০	খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, কর্তৃপক্ষ বা তদকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট যে কোন পরিদর্শন, তদন্ত, নমুনা সংগ্রহ বা পরীক্ষাকরণে সহযোগিতা না করা।	অনূর্ধ্ব এক বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	এক বৎসর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(২২)	৪১	খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিপণন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদান অথবা মিথ্যা নির্ভরতামূলক বক্তব্য প্রদান।	অনূর্ধ্ব এক বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	এক বৎসর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

১	২	৩	৪	৫
(২৩)	৪২	খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান, ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বর্ণনাসম্বলিত কোন বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার।	অনূর্ধ্ব এক বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	এক বৎসর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

খাদ্য মহা-পরিদপ্তর

খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য বিভাগ

১৬ নং আবদুল গণি সড়ক, ঢাকা।

সার্কুলার

তারিখ : ৩ এপ্রিল ১৯৮৪ ইং

নং ম,গ,/আঃনিঃ/৬(১০০০)—খাদ্য বিভাগের অধীন পরিদপ্তরসমূহ পুনঃ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা হিসাব পরিদপ্তরের সহিত সংযুক্ত ছিল। বর্তমানে পরিদপ্তরসমূহ পুনঃ গঠনের ফলে আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা একজন অতিরিক্ত পরিচালকের দায়িত্বে অর্থ ও হিসাব পরিদপ্তর হইতে আলাদা করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ৩ (তিন) ভাবে ভাগ করে পরিচালনা করা হইবে।

(১) ধারাবাহিক নিরীক্ষা।

(২) বাৎসরিক নিরীক্ষা।

(৩) বিশেষ নিরীক্ষা।

১। **ধারাবাহিক নিরীক্ষা :**

খাদ্য পরিদপ্তর ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক হইতে যে সব চলাচল আদেশ (খাদ্য সামগ্রী মুভমেন্ট প্রোগ্রাম) জারি হইবে সেই গুলি অনুসরণপূর্বক প্রেরক কর্তৃক প্রকৃত মালামাল প্রেরণ ও প্রাপক কর্তৃক প্রকৃত প্রাপ্ত মালামাল এবং তৎসংক্রান্ত ইনভয়েস জারি ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ হইয়াছে কিনা তাহা ধারাবাহিকভাবে নিরীক্ষা করিবে। প্রয়োজনবোধে আভ্যন্তরীণ অডিটে কর্মরত কর্মকর্তাগণ ধারাবাহিক নিরীক্ষাকালে প্রাপ্ত মাল সঠিকভাবে গুদামজাতকরণ করা হইয়াছে কিনা বস্তা, ড্রাম ইত্যাদি (সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তার উপস্থিতিতে) গুনিয়া দেখিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল ধারাবাহিকভাবে শ্রমিক, পরিবহন ঠিকাদার ইত্যাদির পরিশোধকৃত বিল গুলি নিরীক্ষা করিবে। সকল রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে কিনা নিরীক্ষা দল দেখিবেন এবং প্রতি মাসে একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

২। **বাৎসরিক নিরীক্ষা :**

প্রতিটি নিরীক্ষা দল একজন তত্ত্বাবধায়ক ও ২ জন অডিটরের সমন্বয়ে গঠন করা হইবে। তাহাদের কাজ একজন সহকারী উপ-পরিচালক তত্ত্বাবধান করিবেন। তাঁহারা স্থানীয় খাদ্য অফিসের প্রতি আর্থিক বৎসরের হিসাব (বেতন ও ভ্রমণ ভাতা বাদে) নিরীক্ষা করিবে এবং প্রতিবেদন পেশ করিবে।

আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার আওতায় আপাততঃ নিম্ন লিখিত কার্যালয়সমূহ আনা হইয়াছে।

১। হিসাব ও অর্থ পরিদপ্তর (শ্রমিক ও পরিবহন ঠিকাদারের পরিশোধকৃত বিল সমূহ)

২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় সমূহ।

৩। জেলা/মহকুমা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় সমূহ।

৪। উপজেলা খাদ্য কার্যালয় সমূহ।

৫। সহকারী রেশনিং কার্যালয় সমূহ।

৬। শহর রেশনিং কার্যালয় সমূহ।

৭। কেন্দ্রীয় খাদ্য সংরক্ষণাগার কার্যালয়।

৮। স্থানীয় খাদ্য গুদাম কার্যালয়সমূহ

৯। অমূখী ক্রয় কেন্দ্রসমূহ

১০। চলাচল ও সংরক্ষন নিয়ন্ত্রক কার্যালয়

১১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং

১২। অধীক্ষক সাইলো কার্যালয়সমূহ

১৩। সরকারী ময়দা ও পশু খাদ্য সেবা কার্যালয়

১৪। খাদ্য বিভাগীয় যানবাহন গ্যারেজ কার্যালয়সমূহ।

১৫। চিনি কল সমূহ (সরকারী প্রাপ্য টাকার হিসাব)।

৩। **বিশেষ অডিট :**

কোন খাদ্য কার্যালয় হইতে জুচ্চুরী, জালিয়াতি বা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সম্বলিত কোন অভিযোগ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে বিশেষ নিরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করা হইবে।

আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যাহাতে তাঁহাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে পারেন সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্থানীয় খাদ্য কর্মকর্তাগণ সর্ব প্রকারের সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদের চাহিদা মোতাবেক সমস্ত রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করিবেন। নিরীক্ষাকালে কোনো প্রকার অনিয়ম জালিয়াতি ইত্যাদি ধরা পড়িলে অথবা আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে কোন রকম অসহযোগিতা করিলে সংশ্লিষ্ট খাদ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(আঃ বাঃ মঃ সিদ্দিক)
মহাপরিচালক (খাদ্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

খাদ্য মহা-পরিদপ্তর

১৬ নং আবদুল গণি সড়ক, ঢাকা।

সার্কুলার।

তারিখ : **১১** ফেব্রুয়ারি **১৯৮৪** ইং

স্মারক নং মঃপঃ/আঃনিঃ/৮৪/১২/১৪১(২২৯)——মহা-পরিচালক খাদ্য এর অধীন আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ হইতে বিভিন্ন খাদ্য অফিস/গুদামের হিসাব নিরীক্ষার কাজে প্রেরিত নিরীক্ষা দলের আপত্তি এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব সহকারে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সময়মত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/কর্মকর্তার বরাবরে ইস্যু করা এবং স্থানীয় খাদ্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উহার যথাযথ জবাব প্রদানে/নিস্পত্তি করিতে যথেষ্ট বিলম্ব পরিলক্ষিত হইতেছে বিধায় সরকার অধীকতর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে। এমন কি নিরীক্ষা আপত্তির ব্যাপারে ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদাসীনতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

এমতাবস্থায় আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কার্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় করনীয় নিম্নে বর্ণিত নির্দেশ মোতাবেক সমাধা করিতে হইবে :

১। নিরীক্ষা দল স্থানীয় খাদ্য অফিস/গুদামের হিসাব নিরীক্ষা করার পর অনিয়ম, কারচুপি, জালিয়াতি ইত্যাদির বিষয়ে প্যারাভিত্তিক আপত্তি নামা ৩ (তিন) প্রস্থে প্রস্তুত করিয়া ১ম এবং ২য় কপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্মকর্তাকে সরবরাহ করিবেন এবং ৩য় কপি নিজেদের নিকট সংরক্ষণ করিবেন। স্থানীয় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত জবাব গ্রহণ করিয়া ১ম এবং ২য় কপির মধ্যে হইতে ১ম কপি সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট পরবর্তী মতামতের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং ২য় কপি সরাসরি আভ্যন্তরীণ অডিট, খাদ্য মহা-পরিদপ্তরে দাখিল করিবেন।

২। সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব সম্বলিত নিরীক্ষা আপত্তিনামা প্রাপ্তির পর তাঁহার সুনির্দিষ্ট মতামতসহ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৩। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে মতামত সহ আপত্তি কপি প্রাপ্তির পর তাঁহার মন্তব্যসহ উহা সরাসরি অতিরিক্ত পরিচালক, আভ্যন্তরীণ অডিট খাদ্য মহাপরিদপ্তরের পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৪। কোনো একটি স্থানীয় খাদ্য অফিস/গুদামের হিসাবের উপর উত্থাপিত আপত্তির পরবর্তী কার্যক্রম কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে সেই উদ্দেশ্যে অত্রসংগে এক খানা "ছক" সংযুক্ত করা হইল।

উল্লেখ্য যে, আপত্তি নামার অনুলিপিসমূহ প্রাপ্তির পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহাদের মতামত এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তাহাদের মন্তব্যসহ "ছক" পূরণ করিয়া প্রেরণ করিবেন।

(সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী)
১০-২-১৯৮৫
মহাপরিচালক
খাদ্য মহা পরিদদপ্তহর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

খাদ্য মহা-পরিদপ্তর

১৬ নং আবদুল গণি রোড, ঢাকা।

স্থানীয় খাদ্য অফিস/গুদামের নাম :-

আপত্তি নামা নং তাং-

আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিসের কর্মকর্তার জবাব	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মতামত	আঃ খাঃ নিঃ এর মন্তব্য

মপ/আনি তাং

১। স্থানীয় অফিস

২। কন্ট্রোলিং অফিস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা
খাদ্য মহা-পরিদপ্তর
১৬ নং আবদুল গণি সড়ক, ঢাকা।

সার্কুলার।

তারিখ: ১-২-৮৭ ইং/১৮-১০-১৩৯৩ বং

স্মারক নং মপ/আনি/৮৪/১২/১৭৫(২২৫)—আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষা দল খাদ্য বিভাগের অফিস এবং খাদ্য গুদাম গুলি নিরীক্ষা করিয়া অন্যান্য বিষয় ছাড়া ও বিশেষ করিয়া সরকারের আর্থিক বিষয়ে জড়িত নিম্নের আপত্তিসমূহ উত্থাপন করা হইয়া থাকে :—

(১) যথাযথভাবে রেকর্ডপত্র ও রেজিস্টারাদি সংরক্ষণ না করা।

(২) আদায়কৃত টাকা সরকারের খাতে জমা না দেওয়া।

(৩) খাদ্য শষ্যের প্রকৃত মূল্যের চাইতে চালানের মাধ্যমে কম টাকা জমা দেওয়া।

(৪) আভ্যান্তরীণ সংগ্রহকালে প্রকৃত মূল্যের চাইতে বিক্রেতাকে অধিক মূল্য প্রদান এবং অনিয়মিতভাবে বাট্টার সুযোগ প্রদান।

(৫) প্রভেদক মূল্য আদায় না করা।

(৬) ডি, ও পরিমাণের চাইতে গ্রাহককে বেশী পণ্য সরবরাহ করা।

(৭) পরিবহন ঘাটতির মূল্য সরকারী নির্দেশ মোতাবেক আদায়/অবলোপন না করা।

(৮) গুদাম ঘাটতির মূল্য আদায়/অবলোপন না করা।

(৯) বিধি মোতাবেক ঘাটতির মূল্য আদায় না করিয়া ঠিকাদারগণের বিল পরিশোধ করা।

(১০) হস্তর্পন ঠিকাদারগণের বিলে বেশী পরিশোধ করা।

(১১) চাউল কল হইতে ভাল বস্তার পরিবর্তে অব্যবহারযোগ্য বস্তা গ্রহণ করা।

(১২) টালি ঘষামাজা করিয়া পরিবহন ঘাটতি কম দেখানো।

(১৩) ওয়ারেন্টি ভংগ করিয়া সরকারের ক্ষতি সাধন।

(১৪) বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত পণ্য গন্তব্যস্থলে না পৌছানোর দরুন দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও সরকারী ক্ষতি আদায় করা।

(১৫) প্রেরিত পণ্যের বরাবরে ইস্যুকৃত ইন ভয়েসের ফেরত কপি সময়মত না পাওয়া।

(১৬) চাউল কলে প্রেরিত ধানের অনুকূলে আনুপাতিক হার অনুযায়ী চাউল সরবরাহ না করা।

(১৭) চাউল কলকে পরিশোধকৃত মিলিং কমিশন বিলের মাধ্যমে অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ করা।

(১৮) আর, টি, সি/বি, বি, সি, সি/আই, বি, সি, সি/আই, আর, টি, সি/ডি, আর, টি, সি/এল, এইচ এ্যন্ড টি, সি ইত্যাদি প্রকার ঠিকাদারগণকে পরিশোধকৃত বিলের মাধ্যমে টাকা বেশী পরিশোধ করা।

(১৯) ষ্টিভেডর/হ্যাচ লেবারগণের পরিশোধকৃত বিল পরীক্ষা করা।

(২০) সাইলোতে লেনদেনকৃত গমের হিসাবে প্রাপ্তি বিলি ঘাটতি নিরূপণ করা।

(২১) রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহনকৃত পণ্যের পরিবহন ঘাটতির জন্য সরকারী ক্ষতি নিরূপণ করা।

(২২) সরকারী যানবহান মেরামত এবং জ্বালানী খাতে খরচকৃত টাকার যথার্থতা যাচাই করা।

(২৩) বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহৃত সরকারী টেলিফোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের দরুন পাওনা নির্ধারন।

(২৪) মনোহারী দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন দরকারী জিনিস ক্রয় খাতে পরিশোধকৃত কন্টিজেন্স বিলে অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ এবং ক্ষমতা বহির্ভুতভাবে মালামাল ক্রয় করা।

ইহা ছাড়া ও নিরীক্ষা দল সাধারণ নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষাকালে মারাত্মক আর্থিক কারচুপি জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারী পণ্য আত্মসাত ইত্যাদির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে এবং সরকারী পাওনা আদায় ও দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এই সকল বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ ত্বরিত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। ফলে একদিকে যেমন সরকারী ক্ষতি/পাওনা আদায়ে বিলম্ব হয় অন্যদিকে নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তির ব্যাপারে বছরের পর বছর পত্রালাপ চলিতে থাকে, ফলশ্রুতিতে নিরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।

উপরোক্ত ক্রমিকে ১ হইতে ২৪ পর্যন্ত যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ (জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক) সঠিক দায় দায়িত্ব নির্ধারণ না করিয়া প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা/পর্যালোচনা ইত্যাদির অজুহাতে প্রদর্শন করতঃ সম্পূর্ণ দায়সারাভাবে নিরীক্ষা আপত্তিতে তাহার মতামত প্রদান করেন এবং বিলম্বে আপত্তির বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়াস পান। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক তাহার মন্তব্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মতামতের উপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঐক্যমত পোষণ করতঃ বাদবাকী ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন ফলে বিলম্বে প্রাপ্ত নিরীক্ষা আপত্তির জবাব পর্যালোচনান্তে ইহাই পরিলক্ষিত হয় যে, উত্থাপিত আপত্তি পূর্বাবস্থায় রহিয়াছে পত্রালাপের নামে শুধুমাত্র সময়ের অপচয় ছাড়া আর কোনো অগ্রগতি সাধিত হয় নাই।

উদাহরণ স্বরুপ বিভিন্ন ধরনের আপত্তির উপর স্থানীয় কর্মকর্তাগণের জবাবের কিছু উদাহরণ নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল।

(১) পরবর্তীকালে সুষ্ঠুভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(২) আদায়কৃত টোকেন ফি অতি সত্ত্বর জমা দেওয়ার জন্য বলা হইল।

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ইইতে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হইয়াছে।

(৪) পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

(৫) আদায় করিয়া নিরীক্ষাকে জানানো হইবে।

(৬-১৩) বিষয়টির প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইয়াছে।

(১৪-২৪) সরকারী পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। অগ্রগতি জানানো হইবে।

কোনো একটি বৎসরের কোনো কেন্দ্রের নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তির জন্য সাথে সাথেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দরুণ পর্যায়ক্রমে পরবর্তী বৎসরসমূহের নিরীক্ষার কাজ নিয়মানুযায়ী সম্পন্ন করিতে হইতেছে এবং সর্বদাই পত্রালাপ ছাড়া আর কোনো আশানুরুপ অগ্রগতি সাধিত না হওয়ায় পুরাতন ঘটনা হিসাবে সরকারের আর্থিক বিষয় চাপা পড়িয়া যাইতেছে এবং অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করা যাইতেছে যে, (১) নিরীক্ষা দল কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পরই সরাসরি আর্থিক ক্ষতির গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মচারী/কর্মকর্তাগণের বরাবরে ডিমান্ড নোটিশ ইস্যু করিবেন এবং প্রয়োজন বোধে দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে তাহাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তদন্তানুষ্ঠান শেষে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এতদসংক্রান্ত অগ্রগতি আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে জ্ঞাত করাইবেন। (১) বিভিন্নভাবে প্রদশিত পরিবহন ঘাটতি, গুদাম ঘাটতি, বাস্তব ঘাটতি খামালের খাদ্যসশ্য "পুনঃসংস্করন ( ) কালে প্রদর্শিত ঘাটতির ব্যাপারে নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হইলে স্থানীয় কর্মকর্তাগণ তদন্তানুষ্ঠানে আশ্বাস প্রদান করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি যথার্থক্রমে যুক্তি প্রদর্শন করেন। যাহা কোন অবস্থাতেই গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা পরিবহন ঘাটতি এবং গুদাম ঘাটতির মূল্য আদায় অবলোপনের সরকারী আদেশানুযায়ী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় বিবরণী প্রাপ্তির পরপরই ঘাটতি সংঘঠিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতঃ সরকার নির্দেশানুসারে ক্ষমতানুযায়ী ঘাটতির মূল্য আদায়/অবলোপন নিশ্চিত করিবেন এবং ক্ষমতা বহির্ভূত ঘাটতির মূল্য আদায়/অবলোপনের প্রস্তাব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন। সুতরাং আপত্তি উত্থাপনের পর এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন আসে না, যেহেতু উহা সংশ্লিষ্ট বৎসরের জুন মাসের পূর্বেই করণীয় এবং নিরীক্ষা আরম্ভ করা হয় জুন মাসের অনেক পরে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ঘাটতির (সীমিত হইলেও) মূল্য অবলোপন করা হইবে না ততক্ষণ পর্যন্ত উহা আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়ী করা হইবে।

(৩) ডিলার/মিলার/ঠিকাদার/পাইকার ইত্যাদি সহ বিভিন্ন এজেন্সির নিকট হইতে সরকারী পাওনা আদায়ের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অহেতুক বিলম্ব করা চলিবে না, প্রশাসনিক অদুরদর্শিতার দরুণ সরকারী পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হইলে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরাসরি দায় দায়িত্বে জড়িত থাকিবে।

(৪) এতদব্যতীত বিভিন্ন অনিয়মের ব্যাপারে উত্থাপিত আপত্তির কোনরুপ দায়সারা জবাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কেননা সরকারী বিধান অনুযায়ী রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের দরুণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এবং সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সংশিষ্ট কর্মচারী/কর্মকর্তাকে অবশ্যই দায়ী করিতে হইবে।

(৫) ইহা বিশেষ অসন্তোষের সংগে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, বিভিন্ন নিরীক্ষা আপত্তিতে সরকারী পাওনা ২ গুণ বা ৩ গুন হারে আদায়ের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও (সরকারী আদেশানুযায়ী) নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির নিকট হইতে একক হারে মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপকর্মের জন্য আর কোনো বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না যাহা সরকারী আইনের পরিপন্থি। কেননা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারী ক্ষতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে শুধুমাত্র পাওনা আদায় যথার্থ নয় প্রয়োজনে তাহার অপকর্মের জন্য বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

(৬) ক্রমিক ১ হইতে ৫ এ উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে জ্ঞাত করাইতে হইবে এবং কোন কেন্দ্রের নিরীক্ষা আপত্তির প্রথম প্রশস্ত পত্রের জবাবে সকল আপত্তির নিষ্পত্তির বাস্তব ও কার্যকরী প্রতিফলন থাকিতে হইবে।

উল্লেখ্য যে, আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই উপরোল্লিখিত নির্দেশ মত কাজ সমাধা করিতে হইবে। তবে বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা সম্বলিত পত্রালাপের কোন অনুলিপি বা কার্যকরী ব্যবস্থার অগ্রগতি আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণের প্রয়োজন নাই, যেহেতু আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করা বিভাগীয় ব্যবস্থা। স্থানীয় কর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য আলাদা আলাদা নথি সংরক্ষণ করিবেন।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ তাহাদের উপর ন্যস্ত উপরোল্লিখিত করনীয় কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে বা নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যাপারে গাফিলতি পরলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা

(সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী)
মহাপরিচালক
খাদ্য মহা পরিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
মহাপরিচালকের দপ্তর
খাদ্য ভবন, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর : **১৩.০১.০০০০.০৬২.০৬.০০১.১৭.১৪**

তারিখ : ১৩ আশ্বিন ১৪২৪ / ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

অফিস আদেশ

খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের পুঞ্জিভূত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিরসনকল্পে কম গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের মধ্যে ১০০০ (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতির টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে আদায়/জমা সাপেক্ষে একক আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষমতা অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এর উপর ন্যস্ত করা হলো। এতদসঙ্গে আর্থিক বিষয় জড়িত নাই, এমন শিরোনামযুক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় তাঁর উপর বহাল থাকবে।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি-২ অধিশাখা
www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৩.০০১.১৩-৫১

তারিখ : ১৯ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০৩ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : **খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা নির্ধারণ।**

সূত্র : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০২২.২৫.০০২.১৭-১৮, তারিখ : ১২/০১/২০১৯খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণভাতা বর্ণিত হারে নিম্নবর্ণিত শর্তে পুনঃনির্ধারণে নির্দেশক্রমে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো :

ক্রঃ নং	গ্রেড	বিদ্যমান হার	অর্থ বিভাগের সম্মতি
১.	১—৯	১০০/-	৬০০/-(ছয়শত) টাকা
২.	১০	১০০/-	৫০০/-(পাঁচশত) টাকা
৩.	১১—২০	৬০/-	৪০০/-(চারশত) টাকা

শর্তাবলি :

(ক) নিজস্ব Resource ceiling এর মধ্যে এ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। এজন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি করা যাবে না;

(খ) এ অর্থ ব্যয়ে যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(গ) এ ব্যয়ে কোনো আর্থিক অনিয়ম দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে;

(ঘ) আদেশ জারির তারিখ থেকে পুন:নির্ধারিত হার কার্যকর হবে; এবং

(ঙ) প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্য হবেন; কোনো দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

(ড. নাছিমা আকতার)
উপসচিব
ফোন : ৯৫১৪৪৮৭

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি-২ অধিশাখা

www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৩.০০১.১৩-২৪৭

তারিখ : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ২৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : **খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষক/অতিথি বক্তাদের সম্মানী পুন:নির্ধারণ।**

সূত্র : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০২২.২৫.০০২.১৭-৪৯০, তারিখ : ০৬/১০/২০১৯খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে সম্পৃক্ত প্রশিক্ষকগণের সম্মানী নিম্নবর্ণিত শর্তে ছকে উল্লিখিত হারে পুন:নির্ধারণে নির্দেশক্রমে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো :

ক্র নং	পদবি	সময়কাল	অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত সম্মানীর হার
১	২	৩	৪
১.	যুগ্মসচিব এবং তদুর্ধ্ব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের জন্য	প্রতি সেশনের জন্য	১,৮০০/-(এক হাজার আটশত) টাকা
২.	যুগ্মসচিব এর নিম্নপদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের জন্য	প্রতি সেশনের জন্য	১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকা

শর্তাবলি :

(ক) নিজস্ব Resource ceiling এর মধ্যে এ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। এজন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি করা যাবে না;

(খ) এ অর্থ ব্যয়ে যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(গ) এ ব্যয়ে কোনো আর্থিক অনিয়ম দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে; এবং

(ঘ) আদেশ জারির তারিখ থেকে পুন:নির্ধারিত হার কার্যকর হবে।

(লায়লা মুনতাজেরী দীনা)
উপসচিব।
ফোন: ৯৫১৪৪৮৭

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০১৩.১৮.০০২.১৬-২২২

তারিখ : ১৬ চৈত্র ১৪২৩ / ৩০ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর গণকর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০১৭।

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গণকর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০১৭ জারি করা হলো।

১। **ভূমিকা :**

১.১। **খাদ্য মন্ত্রণালয় :** খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতিতে[১] সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে; খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্যতা ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির কথা বলা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন এবং কর্মরত কর্মচারীদের প্রণোদনা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার লক্ষ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য 'বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট' সৃষ্টি করা হয়। এরপর অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয় এবং ২০০৪ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় পুনর্গঠিত হয়ে খাদ্য বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে উক্ত দুটি বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে দুটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।

১.২। **খাদ্য অধিদপ্তর :** সময়ের বিবর্তনে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট আজকের খাদ্য অধিদপ্তর। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক; মাঠ পর্যায়ে প্রধান মিলার, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সাইলো অধীক্ষক, চিফ কন্ট্রোলার অব ঢাকা রেশনিং, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক এবং অন্যান্য সহায়ক পদে কর্মচারী রয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরে মঞ্জুরীকৃত মোট-১৩,৬৭৬টি পদের মধ্যে বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারে ২৩৬টি, নন-ক্যাডারে ৬৫৭টি, ১০ম গ্রেডে ১,৭৫৭টি, ১১—১৬তম গ্রেডে ৪,৭৩০টি এবং ১৭—২০তম গ্রেডে ৬২৯৬টি পদ রয়েছে। কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও প্রযুক্তি নির্ভর জনবলে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

১.৩। **বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ :** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুমোদন করে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। আইনের আলোকে এবং উৎকৃষ্ট পন্থায় গৃহীত খাবার সবসময় এবং সকলের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পৌঁছানো এ কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মত মহতি কাজে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে।

১.৪। প্রশিক্ষণ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক। **প্রশিক্ষণ নীতিমালার লক্ষ্য :** টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প, ২০২১ এ ঘোষিত ক্ষুধামুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী জ্ঞান, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করার মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিত করা;

খ। **প্রশিক্ষণ নীতিমালার উদ্দেশ্য :**

১. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল স্তরের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং দায়িত্বশীলতা, পেশাগত জ্ঞান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যবধানে রিফ্রেসার্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা;

২. খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন, খাদ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ, চলাচল ও বিতরণ ব্যবস্থা সময়োপযোগী ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে গবেষণা এবং কার্যকর ও দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে খাদ্য অধিদপ্তরে ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে একটি করে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা;

৩. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আধুনিকায়ন ও প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করা।

১.৫। **প্রশিক্ষণ নীতিমালার কৌশল :**

ক. জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২],২০০৩ অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

খ. অর্থ বছরের শুরুতেই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নবনিযুক্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিভাগীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মরত কর্মচারীদের জন্য স্কিল আপডেটিং, আপগ্রেডিং, স্পেশাল কোর্স এবং রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করা;

গ. বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা করা;

ঘ. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ;

ঙ. খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটি (TSC) ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুরূপ ট্রেনিং মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় ও মনিটরিং এর কাজ করবে। এছাড়া এ কমিটিসমূহ প্রশিক্ষণ নীতিমালা হালনাগাদসহ প্রয়োজনীয় আদেশ ও গাইডলাইন তৈরি করবে। ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটির (TSC) একটি নির্বাহী কমিটি (ECTSC) যা ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষে কাজ করবে।

২। **প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা :**

২.১। **নীতিমালা ও প্রযোজ্যতা :** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

২.২। **সুবিধাভোগী :** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে :

১। বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা;

২। খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা;

৩। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা;

৪। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত পদোন্নতিপ্রাপ্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা;

৫। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত ২য় শ্রেণীর সকল কর্মকর্তা;

৬। খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল সাপোর্ট স্টাফ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)।

২.৩। **খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ :**

১। বিসিএস ক্যাডারের নবনিযুক্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা-বিশেষত খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ, চলাচল ও বিতরণ;

২। সরকারি কর্মচারীদের জন্য চাকরি সম্পর্কিত প্রচলিত বিধিবিধান এবং সংবিধান, আইন, মামলা ও কোর্ট কেইস, দূর্নীতি দমন, হিসাব ও নিরীক্ষা ইত্যাদি;

৩। স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৪। ব্যাংকিং, অর্থনীতি, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা;

৫। বাংলাদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, মানবাধিকার, নৈতিকতা ও সুশাসন;

৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

৭। শিপিং, আন্তর্জাতিক ট্রেড ও সংস্থা;

৮। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্যবিধি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

৯। জনসংযোগ ও সংবাদ লিখনের কলাকৌশল;

১০। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

১১। অফিস ও নথি ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা;

১২। প্রয়োজন অনুসারে অন্য যে কোনো বিষয়;

১৩। ক্লাসরুমভিত্তিক ইন্টারএ্যাকটিভ প্রশিক্ষণ ছাড়াও কেইস স্টাডি, ডেমনস্ট্রেশন, ডিসকাসন, এসাইনমেন্ট, ভিডিও প্রদর্শন, ইনডিভিজুয়াল/গ্রুপ এক্সারসাইজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

১৪। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ই-ট্রেনিং/অনলাইন স্টাডিজের ব্যবস্থা করা হবে;

১৫। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, ললিতকলা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করা হবে;

১৬। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শরীর চর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা হবে এবং অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

২.৪। **প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ :**

ক. **বিভাগীয় প্রশিক্ষণ :** বিসিএস ক্যাডারে নবনিযুক্ত সহকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সহকারি রক্ষণ প্রকৌশলী এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের ৪ মাসমেয়াদী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থাপনা পরিদর্শন ও অন দি জব ট্রেনিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

খ. **বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ :** বিসিএস ক্যাডারে পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সহকারি রক্ষণ প্রকৌশলীদের ২ মাসমেয়াদী বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থাপনা পরিদর্শন ও অন দি জব ট্রেনিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য, যে সকল কর্মকর্তাদের বয়স ৪০ বছর অতিক্রম করেছে এবং ৫০ বছর এর নিচে তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে।

২.৫। **প্রভেশন পিরিয়ড :** দুই বছরের প্রভেশন পিরিয়ডে যে সকল ১ম শ্রেণির খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা বুনিয়াদি ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করবে এবং বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে চাকরিতে স্থায়ী করা হবে।

২.৬। **নবনিযুক্ত ও প্রদোন্নতিপ্রাপ্ত :** উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক এবং প্রধান সহকারি, হিসাবরক্ষক, উচ্চমান সহকারি ও অফিস সহকারি কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকসহ অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ১ মাসব্যাপী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। এ ছাড়া ১৭—২০তম গ্রেডে নিযুক্ত কর্মচারীদেরও ১৫ দিনব্যাপী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২.৭। বিভাগীয় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক-ও প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল্যায়ন নীতিমালা, ২০১৩ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে।

২.৮। বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কৃতিত্ব অর্জনকারীদেরকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা হবে।

২.৯। প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতি বছর রিফ্রেসার্স কোর্সের আয়োজন করবে এবং খাদ্য ক্যাডার/নন-ক্যাডার সকল কর্মকর্তাদের এবং অন্যান্য কর্মচরীদের জন্য ৫ বছর অন্তর রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজন করবে। এই নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও নতুন বিষয় রিফ্রেসার্স কোর্সের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

২.১০। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত রেশনিং, বন্দর, ময়দাকল ও ল্যাবরেটরীতে কর্মরত কর্মচারী এবং গুদামে কর্মরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়মিত ব্যবধানে ইন-সার্ভিস কোর্স হিসেবে স্কিল আপডেটিং কোর্স; স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কর্মচারী, কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক, সাইলো সুপারভাইজার ও মোটরযান বিভাগের কর্মচারীদের জন্য টেকনিক্যাল স্কিল আপগ্রেডিং কোর্স এবং সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে Need Based Tranining Course/বিশেষ কোর্সের আয়োজন করা হবে।

২.১১। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার সাক্ষরতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে মৌলিক ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

২.১২। **আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ:** খাদ্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্তমানে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রযুক্তিসহ প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। এখানে উপ-খাদ্য পরিদর্শক, সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক এবং অফিস স্টাফসহ কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স ও অন্যান্য কোর্সের আয়োজন করা হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে বছরে অন্তত ৩টি প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

২.১৩। সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে তদের পেশাগত উন্নতির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ওয়ার্কসপ সেমিনারে প্রেরণ করতে হবে।

২.১৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে বছরে ১০০ ঘণ্টা ইন-হাউজ/স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিধায় অনুরূপ ট্রেনিং প্রদান করা হবে।

২.১৫। **২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য এই নীতিমালার আওতায় বছরে ১০০ ঘণ্টা ইন-হাউজ/স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। **সাপোর্ট স্টাফ প্রশিক্ষণ :**

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য এই নীতিমালার আওতায় বছরে ১০০ ঘণ্টা ইন-হাউজ/স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১। **মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ :** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য Advanced Course on Administration and Development (ACAD) ট্রেনিং এর অনুরূপ ২ মাসমেয়াদি ট্রেনিং এর আয়োজন করতে হবে।

৩.২। **উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ :** খাদ্য মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য Senior Staff Course (SSC) ট্রেনিং এর অনুরূপ দেড় মাসমেয়াদি ট্রেনিং এর আয়োজন করতে হবে।

৩.৩। **স্থানীয় প্রশিক্ষণ :**

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রথিতযশা সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যথা বিপিএটিসি, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস একাডেমী, বার্ড, আরডিএ, এনএপিডি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, বিআইএএম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে যোগ্য ও আগ্রহীদের মনোনয়ন প্রদান করা হবে।

খ. জনপ্রশাসন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন কোর্স/প্রশিক্ষণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে।

গ. সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক নীতিমালার[8] আলোকে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স, এমএস, এমফিল, পিএইচডি এবং পোষ্ট ডক্টরাল রিসার্চের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হবে। প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ করলে বৃত্তি প্রদানের নিমিত্তে অর্থ প্রদান করতে হবে।

৩.৪। উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে এবং অন্যান্য ইনস্টিটিউটে অনুরূপ সেমিনার/ওয়ার্কশপে কর্মচারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে।

৩.৫। খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুষ্টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এ বিষয়ে নবসৃষ্ট ধারণার সাথে পরিচিতির জন্য সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

৩.৬। খাদ্য ক্যাডার/নন-ক্যাডার সকল কর্মকর্তাদের এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৫ বছর অন্তর রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজন করতে হবে। এই নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও নতুন বিষয় রিফ্রেসার্স কোর্সের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৩.৭। **বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ ও "Training of Trainers" (ToT) ট্রেনিং :** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিয়োজিত প্রকৌশলীদের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের ও ট্রেনারদের জন্য "Training of Trainers" (ToT) আয়োজন করতে হবে।

৩.৮। **প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি :** বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত মধ্যম এবং উচ্চ পর্যায়ের যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৫৬ বছরের ঊর্ধ্বে তাদের ACAD/SSC এর অনুরূপ প্রশিক্ষণে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।

৪। **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ :**

৪.১. **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ :**

ক. খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টি সম্পর্কে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের হালনাগাদ জ্ঞান ও ধারণার সাথে পরিচিতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

খ. বৈদেশিক সূত্র হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সফরে মনোনয়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তরের ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাদের বিবেচনা করা হবে।

গ. বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে যারা ইতোপূর্বে কোনো বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেননি তারা অগ্রাধিকার পাবে। খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তথ্যাদির একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করবে।

ঘ. ভারত থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ উন্নত ও উন্নয়নশীল যে সব দেশে 'সরকারি' পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সে সব দেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি এবং তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

ঙ. বিভিন্ন দেশের সাথে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

চ. সার্ক ফুড ব্যাংকের সদস্য দেশসমূহে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ/সফরের ব্যবস্থা করা হবে।

ছ. ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদের স্টাডি ট্যুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

জ. খাদ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের ইনস্টিটিউটের সাথে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে।

ঝ. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিজস্ব প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক "Training of Trainers" (ToT) এর ব্যবস্থা করা হবে।

ঞ. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহিত বৃত্তি/প্রশিক্ষণে এ উৎসাহিত করা হবে।

৪.২. **স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স :** আট সপ্তাহ থেকে ছয় মাসমেয়াদি প্রশিক্ষণকে স্বল্প মেয়াদি, ছয় মাস থেকে এক বছরের কম মেয়াদি প্রশিক্ষণকে মধ্য মেয়াদি এবং এক বছর ও এর ঊর্ধ্বের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গণ্য করা হবে এবং এমএস এবং পিএইচডি দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ এর অন্তর্গত হবে।

৪.৩. **বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যোগ্যতা সংক্রান্ত বিস্তারিত গাইড লাইন ও পদ্ধতি :** এবং মনোনয়ন এর পদ্ধতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত বিধিবিধান ও নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

ক. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৫২ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্পমেয়াদি কোর্সের জন্য মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

খ. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৪৫ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

গ. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৪০ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

ঘ. মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে মনোনয়নের জন্য শিক্ষা জীবনে ন্যূনতম একটি ১ম শ্রেণী থাকতে হবে।

ঙ. যে সকল কর্মকর্তা চাকরি জীবনে একবার দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে তারা পরবর্তীতে আর কোনো মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

চ. কোনো নির্দিষ্ট/বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য উপরোক্ত বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে না।

ছ. যেসকল কর্মকর্তা দুই বছর প্রবেশন পিরিয়ডের চাকরি পূর্ণ করেছে এবং বুনিয়াদি ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে তারাই বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হবে।

জ. সভা, সেমিনার, স্টাডি ভিজিট ও ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণের জন্য কোনো বয়সসীমা থাকবে না।

৪.৪. **বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অন্যান্য নিয়মাবলী :** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তা তিন মাস বা এর উর্ধ্বে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে এর আদেশ জারি করতে হবে। ছয় মাসের উর্ধ্বে বিদেশ প্রশিক্ষণ থেকে ফেরত আসার পর দুই বছর তাকে প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কাজে নিয়োগ করতে হবে।

৪.৫. দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ থেকে ফেরত আসার পর উক্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পোষ্টিং প্রদানে প্রাধান্য দিতে হবে।

৪.৬. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হতে বৈদেশিক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

৪.৭. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহিত বৃত্তি/প্রশিক্ষণ এ উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে স্টাডি লিভ দিতে হবে। পোস্ট ডকটোরাল ডিগ্রির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডেপুটেশন/স্টাডি লিভ দিতে হবে।

৪.৮. প্রকল্পভিত্তিক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪.৯. **স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রেষণ মঞ্জুর :**

নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণ মঞ্জুর করবে :

ক. স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা যা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত।

খ. স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা যার খরচ সরকার বা স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বহন করা হবে।

গ. স্বায়ত্তশাসিত, আধা-সরকারি, আধা স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নিজস্ব খরচে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যাবে।

ঘ. **শর্তাবলী :**

প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে এম এস এবং সমপর্যায়ের ডিগ্রির জন্য ২ বছর এবং পি এইচ ডি কোর্সের জন্য ৩ বছর মঞ্জুর করা হবে এবং এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হলে স্টাডি লিভ বিধি মোতাবেক দেওয়া হবে।

৫। **প্রশিক্ষণ আয়োজনের পদ্ধতি :**

প্রশিক্ষণ মডিউল অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি করতে হবে যা কোর্সের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৫.১. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনের উপরে সমীক্ষা পরিচালনা করবে।

৫.২. **প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ** : প্রতিটি প্রশিক্ষণের বিষয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেশন, সিডিউল, লেসন প্ল্যান, লেকচার মেটেরিয়াল, রিসোর্স পারসোন, প্রশিক্ষণের ফলাফল এবং মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫.৩. **বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা** : জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২], ২০০৩ এ বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা রয়েছে বিধায় বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে।

ক. সংখ্যা এবং টার্গেট গ্রুপ (লেভেল অব অফিসার) নির্ধারণ।

খ. নির্বাচন পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণের বিষয়।

গ. ট্রেনিং সিডিউল।

ঘ. রিসোর্স পারসোন নির্বাচন।

ঙ. বাজেট প্রস্তুত।

৫.৪. **ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ** : জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২], ২০০৩ এ ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রণয়ন করার নির্দেশনা রয়েছে বিধায় ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রণয়ন করতে হবে।

৫.৫. **প্রশিক্ষণ কোষ গঠন :**

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) ২০০৩ এর ৫.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণ কোষ গঠন করতে হবে। উক্ত কোষ গঠন না হওয়া পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা/অধিশাখা প্রশিক্ষণ কোষ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫.৬ **মডুলার পদ্ধতি ব্যবহার** : ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে মডুলার পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৬. **প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, তত্ত্বাবধান ও প্রতিবেদন :**

ক. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কর্মকর্তা মনোনয়নের জন্য একটি স্টান্ডিং কমিটি থাকবে। এই কমিটি কর্মকর্তা মনোনয়নসহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করবেন।

খ. খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সভাপতি এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও সকল পরিচালককে সদস্য করে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি[৪] এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করবে এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। পরিচালক, প্রশিক্ষণ এ কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণের জন্য অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

গ. বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও লব্ধ শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন/দাখিল করবে।

ঘ. **গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম** : প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট গঠন করতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ১০—১৫% বাজেট ব্যবহার করতে হবে।

৭। **পরামর্শক নিয়োগ :** জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদনক্রমে ও বিধি মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক নিয়োগ করা যাবে।

৮। **রিসোর্স পারসোন তৈরি করা :** প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে রিসোর্স পারসোন তৈরি করতে হবে।

৮.১ **প্রশিক্ষণপুল গঠন :** প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্য ও আগ্রহীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষক পুল গঠন করা হবে। প্রশিক্ষকদের উচ্চতর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৮.২. **"Training of Trainers" (ToT) ট্রেনি প্রদান :** পর্যায়ক্রমিকভাবে "Training of Trainers" (ToT) এর ব্যবস্থা করা হবে।

৮.৩. **প্রকাশনা কার্যক্রম :** বছরে অন্তত ২টি স্টাডি/আর্টিক্যাল খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশ করতে হবে।

৮.৪. **গবেষণা কার্যক্রম :** একজন প্রশিক্ষক বছরে অন্তত একটি গবেষণা তার নিজস্ব এরিয়াতে পরিচালনা করবে।

৮.৫. **সেমিনার :** প্রতিটি প্রশিক্ষক তার নিজস্ব স্পেশালাইজেশন এরিয়াতে একটি সেমিনার আয়োজন করবে।

৮.৬. **দক্ষতার মূল্যায়ন :** একটি দক্ষতার মূল্যায়ন ফরমেট প্রস্তুত করে প্রতিটি প্রশিক্ষকের দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। প্রশিক্ষকের গৃহীত কোর্সের সংখ্যা সেশনসমূহ, প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক কোর্স মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রমের সংখ্যা এবং জার্নালে প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা দ্বারা মূল্যায়ন এ গুরুত্ব দিতে হবে।

৯। **প্রশিক্ষকদের প্রণোদনা :** প্রশিক্ষকদেরকে নিম্নোক্ত প্রণোদনা দিতে হবে ঃ

ক. বৈদেশিক প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ফেলোশিপ এবং বৃত্তি প্রদান করা হবে।

খ. বিশেষ প্রশিক্ষণ ভাতা : মূল বেতনের ৩০% বিশেষ প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হবে।

গ. জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) ২০০৩ এর অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাবলী দেওয়া হবে।

১০। **প্রশিক্ষণার্থীদের প্রণোদনা :** প্রশিক্ষণে ভাল ফল করলে প্রশিক্ষণার্থীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১১। **বিধি প্রণয়ন :** প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১২। **পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ :** দেশে/বিদেশে ও সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। **আয় বর্ধক কার্যক্রম (Income Generation Activities) গ্রহণ :** প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাদের আয় বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪। **বাজেট প্রণয়ন :**

১. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের নিমিত্ত অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করতে হবে। এছাড়াও Domestic Fund for Foreign Training গঠন করা হবে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেতন বাজেটের ২% অর্থ প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

২. বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হবে।

১৫। **ন্যাশনাল একাডেমি ফর ফুড ম্যানেজমেন্ট, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ গঠন :**

ক. উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় খাদ্যনীতিতে সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

১. বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মরত কর্মচারীদের জন্য স্কিল আপডেটিং, আপগ্রেডিং, ২য় শ্রেণীর সকল কর্মকর্তাদের স্পেশাল কোর্স, সকল সাপোর্ট স্টাফ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর জন্য প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেসার্স কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি;

২. খাদ্যশস্যের মজুদ, খাদ্য মূল্য, খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বেসরকারি আমদানি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারি সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম;

৩. সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিক বাণিজ্যনীতির সাথে সমন্বিত করে বিশেষতঃ খাদ্য সরবরাহ ঘাটতিকালে প্রয়োজনীয় বাজার সরবরাহ বৃদ্ধিমূলক কৌশল অবলম্বন করা;

৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ করা; এবং

৫. সংগ্রহ ও বিতরণের মৌসুমী পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে অর্থ বছরের শুরুতে ১০ লাখ মে.টন খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ সংরক্ষণ করা।

খ. খাদ্যনীতিতে উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্রশিক্ষণ বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ অপারেশন এন্ড রিসার্চ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হবে।

১৬। **সেইফ ফুড ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি গঠন :** সেইফ ফুড ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি গঠন করে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭। **দেশী বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক গঠন :**

১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ভিজিট ও স্টাডি ট্যুরের আয়োজন।

২. দেশী ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন।

১৮। **জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা :** বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি[4] এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে/উচ্চ শিক্ষায় কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করবে।

১৭। জনস্বার্থে জারিকৃত এ প্রশিক্ষণ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
হিসাব ও অর্থ বিভাগ
১৬, আবদুল গণি রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৭৪.২০.০১৪.১৫.১৩৪৯(১০৭৫) তারিখ: ২৬-১১-২০১৮খ্রিঃ

বিষয় : আইবাস++ এর মাধ্যমে বাজেট এণ্ড একাউন্টিং ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইবাস++ এর মাধ্যমে নতুনভাবে বাজেট এণ্ড একাউন্টিং ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তরের অন্তর্গত এলএসডি দপ্তরসমূহকে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ন্যায় পৃথক পরিচালন ইউনিট হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে, এলএসডি কার্যালয়সমূহকে অন্যান্য কার্যালয়ের ন্যায় পৃথকভাবে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাব রক্ষণের কার্যক্রম পালন করতে হবে। পক্ষান্তরে, বেতন ও ভাতাদি বাবদ ইত:পূর্বে দপ্তরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন না হলেও বর্তমান শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী অন্যান্য খাতসমূহের ন্যায় বেতন ও ভাতাদি খাতেও অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। ফলে এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ (আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক-এলএসডি পর্যন্ত) থেকে সুনির্দিষ্ট এবং সঠিক তথ্য প্রেরণ করা আবশ্যক। বিষয়টি পূর্বেও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ দপ্তর থেকে সঠিক ও চাহিদা মাফিক তথ্য প্রেরণ করা হলেও অনেক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং এলএসডি কার্যালয়সমূহ থেকে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করা হয়নি বা হচ্ছে না। এলএসডিসমূহকে উপজেলা কার্যালয় থেকে পৃথক করার কারণে এমনটি হয়ে থাকতে পারে।

২। এমতাবস্থায়, সরকারের নতুন বাজেট এণ্ড একাউন্টিং ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্য বিভাগে নতুন পরিচালন ইউনিট হিসেবে প্রদর্শিত এলএসডিসমূকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো:—

(ক) সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসে যোগাযোগ করত: প্রতিটি এলএসডি কার্যালয়কে নির্দিষ্ট অফিস আইডি ব্যবহার করে ডিডিও ওপেন করতে হবে।

(খ) এলএসডি কার্যালয়সমূহকে অন্যান্য কার্যালয়গুলোর ন্যায় পৃথকভাবে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও খরচের হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) এলএসডিসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে আর্থিক যে কোনো বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের (কমপক্ষে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক) মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-খাদুব্যম/অভ্যঃসং/সংগ্রহ-৫/০২(অংশ-১)/১২২ তারিখ: **০৫ এপ্রিল ১৪১৫** / ২০ জুলাই ২০০৮খ্রিঃ

বিষয় : **অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য স্থানীয়ভাবে দ্রুত পুনর্ভরণের লক্ষ্যে খাত ও কোডের বিপরীতে খাদ্য মন্ত্রণালয় হইতে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের অনুকূলে থোক বরাদ্দ প্রদান এবং অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার উপজেলা পর্যায় হইতে পুনর্ভরণ পদ্ধতি চালুকরণ।**

সূত্র : স্মরক নং হিঅপ/ক্রয়-২/অভ্যঃসং/২০০৪/০৭/৬১ তাং ৩-৭-০৮

নির্দেশক্রমে উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানান যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যকর করার জন্য ২০০৪ সালে জারিকৃত পরিপত্রে আংশিক সংশোধন করা হলো যা নিম্নরূপ:—

(ক) পুনর্ভরণ বিল দাখিলের পর 'দশ বিদসের' পরিবর্তে '১০টি কার্য দিবস সুদবিহীন' করা;

(খ) ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ে পুনর্ভরণ বিল প্রদান পদ্ধতি চালু করা;

(গ) 'ব্যাংক রেট' শব্দের পরিবর্তে ব্যাংকের লগ্নিকৃত টাকার উপর ১২% হারে সুদ প্রদেয় কথাটির প্রতিস্থাপন;

(ঘ) ১% হারে প্রদত্ত কমিশন পুনর্ভরণ খাত থেকেই প্রদত্ত হবে মর্মে উল্লেখ করা।

২। ইহা আপনার সদয় অবগতি ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

ড. কাইসার খান
উপ-সচিব (অভ্যঃ সং)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-খাদুব্যম/অভ্যঃসং/ফাণ্ড ফ্লো-১/২০০৪/২২৫ তারিখ: **১০ অগ্রহায়ণ ১৪১১বাং** / ২৪ নভেম্বর ২০০৪খ্রিঃ

বিষয় : **ওজন, মান ও মজুদ সনদ (WQSC)এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ বাবদ বিভিন্ন ব্যাংকের লগ্নীকৃত অর্থ স্থানীয়ভাবে পরিশোধ পদ্ধতি সম্বলিত পরিপত্র প্রসঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পরিপত্র নং-**খাদুব্যম/অভ্যঃসং/ফাণ্ড ফ্লো-১/২০০৪/২২৪ তাং ২৪ নভেম্বর ২০০৪ খ্রিঃ সদয় অবগতি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধসহ ২ (দুই) কপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হল।**

সংযুক্ত : বর্ণনামতে ৬ (ছয়) পাতা।

মোঃ আবুল কাসেম ভুইয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।

স্মারক নং-খাদুব্যম/ফাণ্ড ফ্লো-১/২০০৪/২২৪

তারিখ: **১০ অগ্রহায়ণ ১৪১১বাং**
২৪ নভেম্বর ২০০৪খ্রিঃ

পরিপত্র

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের আওতায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রতি বছর ধান, চাল ও গম সংগ্রহ করে থাকে। সংগ্রহকালীন ওজন, মান ও মজুদ সনদ (WQSC) এর ভিত্তিতে স্থানীয় ব্যাংক কর্তৃক কৃষক/সরবরাহকারীকে বিক্রিত খাদ্যশস্যের পরিশোধিত মূল্য বাবদ লগ্নীকৃত অর্থ কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার পরিশোধ করে। এ পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সরকারের সুদজনিত ব্যয় আধিক্য এবং প্রয়োজনবোধে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের পরিশোধিত মূল্যের সামঞ্জস্যতা যাচাইকরণে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি সহজীকরণ ও সুদজনিত ব্যয় হ্রাস কল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি প্রণীত সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের ৫ (পাঁচ)টি জেলায় (জামালপুর, নাটোর, পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার) বিকল্প ব্যবস্থায় ২০০০ সাল থেকে স্থানীয়ভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে ব্যাংক লগ্নীকৃত অর্থের পুনর্ভরণ বিল পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়।

ইতোমধ্যে উক্ত ৫টি জেলায় স্থানীয়ভাবে মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় সংগ্রহ কার্যক্রমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছ ও সুদজনিত ব্যয় হ্রাসে অর্থবহ বলে প্রতিভাত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় যুগ্ম-সচিব (খাদ্য) এর নেতৃত্বে গঠিত আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটি এ পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ৫ জেলার অনুরূপ ৫৯ জেলায় পুনর্ভরণ বিল পরিশোধ পদ্ধতি চালুকরণের সুপারিশ প্রণয়ন করে।

এ প্রেক্ষিতে, গত ১৪-৮-২০০৪ তারিখ খাদ্য অধিদপ্তর, অর্থ মন্ত্রণালয়, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক ও অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহকালীন ওজন, মান ও মজুদ সনদ (WQSC) এর বিপরীতে দেশের ৫৯টি জেলায় স্থানীয়ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে পুনর্ভরণ বিল পরিশোধ পদ্ধতি চালুকরণ এবং পাঁচটি জেলা তথা জামালপুর, নাটোর পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার জেলার উপজেলাসমূহে পরীক্ষামূলকভাবে উপজেলা পর্যায়ে পুনর্ভরণ বিল পরিশোধ পদ্ধতি চালুকরণের সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়।

এ অবস্থায়, ইতোপূর্বে ৭-৫-২০০০ তারিখ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাম/শাখা-১৩/সংগ্রহ-২/২০০১-৯৫নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রে পুনর্ভরণ বিল পরিশোধ পদ্ধতির পরিবর্তিতরূপে আসন্ন আমন সংগ্রহ মৌসুম থেকে ৫৯টি জেলায় জেলা পর্যায়ে এবং ৫টি জেলার (জামালপুর, নাটোর, পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার) উপজেলা পর্যায়ে নতুন পুনর্ভরণ বিল পরিশোধ পদ্ধতি বলবৎ হবে।

নতুন পদ্ধতিতে অর্থ লগ্নীকারক ব্যাংকের শাখাসমূহের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মূল্য পরিশোধ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা কর্তৃক পুনর্ভরণ বিল দাখিল, জেলা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে বিল প্রক্রিয়াকরণ এবং সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত পুনর্ভরণ বিল পরিশোধের বিষয়ে নিম্নরূপ নিয়মাবলী ও সময়সীমা প্রতিপালনযোগ্য হবে।

১। মৌসুমভিত্তিক খাদ্যশস্যের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের অব্যবহিত পর পর মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সংগ্রহ বিভাজন প্রস্তাব অনুমোদনের সাথে সাথে আলাদাভাবে ৫৯ জেলার জন্য জেলাভিত্তিক এবং ৫ জেলার (জামালপুর, নাটোর, পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার) জন্য উপজেলা ভিত্তিক সংগ্রহতব্য খাদ্যশস্যের মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহ বিভাজনের পরিমাণ অনুমোদনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নীতিমালা অনুযায়ী ক্রয়কেন্দ্রভিত্তিক ক্রয় কর্মকর্তা, মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা ও মূল্য পরিশোধকারী নির্ধারিত ব্যাংক (পেয়িং এজেন্ট) নিয়োগ করবেন। সংগ্রহ কেন্দ্রের ক্রয় কর্মকর্তা এবং মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা ক্রয়কৃত খাদ্যশস্যের মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত বিক্রেতাকে নির্ধারিত ফরমে ওজন, মান, মজুদ সনদ (WQSC) প্রদান করবেন। বিক্রেতা উক্ত সনদ নির্দিষ্ট ব্যাংকে দাখিলপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক হতে বিক্রিত খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ নগদ অর্থ গ্রহণ করবেন।

৩। (ক) মন্ত্রণালয় অনুমোদিত সংগ্রহ বিভাজনের বিপরীতে অর্থ ছাড়ের জি.ও. জারি করবে। এ অর্থ বরাদ্দের জি.ও. প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়), সংশ্লিষ্ট জেলায় এবং ৪(চার) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে ক্ষেত্র বিশেষে নীতিমালা অনুযায়ী জেলা সংগ্রহ কমিটির মাধ্যমে জেলার খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য সংগ্রহ বরাদ্দ সমর্পণের প্রয়োজন হলে সমর্পণতব্য পরিমাণ খাদ্যশস্যের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক একইসাথে খাদ্য অধিদপ্তরে সমর্পণ করবেন। যে জেলায় সমর্পিত খাদ্যশস্য পুনঃ বরাদ্দ দেয়া হবে সে জেলায় সমর্পিত অর্থ বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি খাদ্য অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে।

(গ) তবে একই জেলার অধিভুক্ত এক উপজেলার সংগ্রহ বরাদ্দ অন্য উপজেলায় সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্ত উপজেলায় বরাদ্দকৃত অর্থ সমন্বয় করতে পারবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয়ের বিষয়টি খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।

৪। (ক) পাঁচ জেলার (জামালপুর, নাটোর, পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার) উপজেলাসমূহে (**WQSC**) এর মাধ্যমে লগ্নীকৃত অর্থের পুনর্ভরণ বিল পরিশোধের নিমিত্ত পরীক্ষামূলকভাবে উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ বিভাজনের সাথে সরাসরি অর্থও বরাদ্দ দেয়া হবে।

(খ) পাঁচ জেলার (জামালপুর, নাটোর, পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার) ক্ষেত্র বিশেষে নীতিমালা অনুযায়ী একই জেলার অধিভুক্ত এক উপজেলার সংগ্রহ বরাদ্দ জেলা সংগ্রহ কমিটির মাধ্যমে অন্য উপজেলায় সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্ত উপজেলায় বরাদ্দকৃত অর্থ সমন্বয় করতে পারবে।

(গ) তবে জেলার সংগ্রহ কমিটির মাধ্যমে জেলার সংগ্রহ বরাদ্দ সমর্পণের প্রয়োজন হলে সমর্পণতব্য পরিমাণ খাদ্যশস্যের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক একইসাথে খাদ্য অধিদপ্তরে সমর্পণ করবেন। যে জেলায় সমর্পিত খাদ্যশস্য পুনঃ বরাদ্দ দেয়া হবে সে জেলায় সমর্পিত অর্থ বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি খাদ্য অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে।

৫। (ক) প্রতি ৩ (তিন) দিন অন্তর অন্তর ব্যাংক লগ্নীকৃত টাকার বিপরীতে সমর্থনমূলক প্রযোজ্য কাগজপত্রসহ পুনর্ভরণ বিল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করবে। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্যাংক থেকে বিল প্রাপ্তির পর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিপাদন করে ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা ভিত্তিক প্রাপ্ত পুনর্ভরণ বিল একীভুত করে ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করবেন। অন্য কোন অসঙ্গতি না থাকলে জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস বিল প্রাপ্তির ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে পুনর্ভরণ বিল পাশ করবে। এ পদ্ধতি পাঁচ জেলা (জামালপুর, নাটোর, পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার) ব্যতীত অন্যান্য জেলার জন্য প্রযোজ্য হবে।

(খ) বিদ্যমান স্থানীয়ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে পুনর্ভরণ বিল পরিশোধের আওতাভুক্ত পাঁচ জেলার (জামালপুর, নাটোর, পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার) উপজেলাসমূহের স্থানীয় ব্যাংকসমূহ (**WQSC**) এর মাধ্যমে পরিশোধিত খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ লগ্নীকৃত অর্থের বিপরীতে সমর্থনীয় প্রমাণ/কাগজপত্রসহ ৩(তিন) দিন অন্তর অন্তর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পুনর্ভরণ বিল দাখিল করবে। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর পুনর্ভরণ বিল প্রাপ্তির ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরে পেশ করবে। অন্য কোনো অসঙ্গতি না থাকলে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ১(এক) কর্মদিবসের মধ্যে বিল পাশ করবে। এ পদ্ধতি উক্ত ৫ জেলার অধিভুক্ত উপজেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলার উপজেলাসমূহে আপাততঃ প্রযোজ্য হবে না।

৬।	ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত পুনর্ভরণ বিল দাখিলের পরবর্তী ১০ (দশ) দিন সুদবিহীন (Non-Interest Grace period) সময়কাল হিসেবে গণ্য হবে। প্রথম ১০ (দশ) দিনের পরবর্তী ২৫ (পঁচিশ) দিন পর্যন্ত প্রচলিত ব্যাংক রেটে লগ্নীকৃত টাকার উপর যথারীতি সুদ ধার্য করা যাবে এবং ব্যাংকের বিদ্যমান কমিশনের হার কার্যকর থাকবে। ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত পুনর্ভরণ বিল দাখিলের পর যদি কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তৎপ্রেক্ষিতে বিলটি ফেরৎ দেয়া হলে পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃক ত্রুটিমুক্ত পুনর্ভরণ বিল দাখিলের পরবর্তী ১০(দশ) দিন সুদবিহীন সময়কাল হিসেবে গণ্য হবে।

৭।	WQSC এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মূল্য পরিশোধ বাবদ ব্যাংক লগ্নীকৃত অর্থের দাবীর বিপরীতে সমর্থনমূলক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিল/ভাউচার/প্রমাণাদি একসাথে বিলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রেরণ করবে। এতদ্‌সংশ্লিষ্টতায় পুনর্ভরণ বিল পরিশোধের সমর্থনে কি কি কাগজপত্র/প্রমাণাদি/বিবরণ প্রয়োজন তা হিসাব রক্ষণ অফিস একবারই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/খাদ্য বিভাগীয় অফিসকে জানিয়ে দিবে।

৮।	**এ পদ্ধতি আগামী (২০০৪-২০০৫) আমন সংগ্রহ মৌসুম থেকে চালুকরণের লক্ষ্যে ২৫-১১-২০০৪ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।**

৯।	**রেকর্ডিং ও তথ্য প্রবাহ:**

(ক) এই পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ ও সংগ্রহ কার্যক্রমে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত সকল ফর্ম-প্রতিবেদন, রেকর্ড-রেজিষ্টার আপাতত: অপরিবর্তিত থাকবে। তবে নতুনভাবে ফর্ম প্রবর্তিত হলে সেই ফর্মে মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রতি মাসে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের এবং সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বিপরীতে ব্যাংকে পরিশোধিত অর্থের বিবরণী পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহে খাদ্য মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পরিচালক (হিসাব ও অর্থ) এবং পরিচালক (সংগ্রহ) এর নিকট প্রেরণ করবেন।

(গ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওতাধীন জেলাসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হিসাব অর্থ) এবং পরিচরলক (সংগ্রহ) এর নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) সংগ্রহ মৌসুম শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ম মাসের মধ্যে প্রত্যেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর দায় পরিশোধ বিবরণী খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। সংগ্রহ মৌসুম শেষে নিম্নলিখিত পাঁচ জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় সংগৃহীত পণ্যের মূল্য, কমিশন এবং সুদ পরিশোধের পরিমাণ প্রদর্শনপূর্বক জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং ব্যাংকের যৌথ স্বাক্ষরে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। পাঁচ জেলা তথ্য জামালপুর, নাটোর, পটুয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার জেলার অধিভুক্ত উপজেলাসমূহের ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং ব্যাংকের যৌথ স্বাক্ষরে অনুরূপ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে। পাঁচ জেলার অধিভুক্ত উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিযন্ত্রকের মাধ্যমে এবং অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সরাসরি এ প্রতিবেদনের কপি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পরিচালক (হিসাব ও অর্থ) এবং পরিচালক (সংগ্রহ) এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

মোঃ আমজাদ হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ
১৬, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.১১১.২৮.০৯৮.১৬-১৮৪৫(৭) তারিখ : ২০-১২-২০১৬ খ্রিঃ।

প্রাপক: আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ঢাকা/সিলেট/চট্টগ্রাম/বরিশাল/রাজশাহী/খুলনা/রংপুর।

বিষয়: **২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত পূর্ত কাজের আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল বিভাগ/জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনার নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় সম্পাদন করা হচ্ছে। এ সকল কার্য ও ভৌত সেবা দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল বিভাগ/জেলার নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজের ক্রয় মূল্য প্রতি ক্ষেত্রে ১.০০ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সম্পাদন করার জন্য ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এমতাবস্থায়, Sub-Delegation of Financial Powers, 2015 ও PPA-2006 এবং PPR-2008 এর বিধিমালা অনুসরণ করে আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১.০০ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

এ অবস্থায়, আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রতিটি বিভাগ/আঞ্চলিক অফিস হতে প্রয়োজনীয় পূর্ত কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক বাজেট প্রণয়ন করে তা খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

এ পত্রে মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন রয়েছে।

(জোয়ারদার আশরাফুল ইসলাম)
পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ

১৬, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

www.dgfood.gov.bd

সার্কুলার

নম্বর পউকা/ল্যাব-১৪/৯০/১৯৫(১৮) **তারিখ : ১৮/০৭/২০০০ ইং**

আমদানিকৃত খাদ্য সামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও গুণগত দাবী প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেওয়া হইল :—

প্রাথমিক নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উহার প্রতিবেদন প্রদানঃ

১। আমদানিকৃত খাদ্য সামগ্রীবাহী জাহাজ বন্দরে আগমনের পর বিক্রেতার/সরবরাহকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সহকারী রসায়নবিদ, চট্টগ্রাম/খুলনা প্রতিটি হ্যাচ হইতে খাদ্য সামগ্রীর প্রতিনিধিত্বমূলক ২ (দুই) সেট নমুনা সংগ্রহপূর্বক উক্ত প্রতিনিধির সহিত যৌথ স্বাক্ষরে নমুনা পাত্র সীলগালা করিবেন। প্রতিটি নমুনা খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোগ্রাম এবং ভোজ্য তৈলের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১ (এক) লিটার পরিমাণ হইতে হইবে। এই প্রাথমিক নমুনা বস্তাবন্দী/ড্রাম ভর্তি খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে উপরের স্তরের বিভিন্ন অংশের বস্তার/ড্রামের মধ্য হইতে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে। ঢালা খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে হ্যাচের বিভিন্ন স্থান হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে, যাহাতে উহা উপরের স্তরের খাদ্য শস্যের সামগ্রিক গুণাগুণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিভিন্ন হ্যাচের সংগৃহীত নমুনায় দৃশ্যত ব্যাপক গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলে হ্যাচভিত্তিক ১ (এক) টি করিয়া নমুনা বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তবে গুণগত মানে পার্থক্য পরিলক্ষিত না হইলে সকল হ্যাচের ১ (এক) টি করিয়া প্রাথমিক নমুনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১ (এক) টি কম্পোজিট নমুনা প্রস্তুতপূর্বক বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিশ্লেষণ শেষে জাহাজে আনীত খাদ্য সামগ্রী চুক্তি পত্রে বর্ণিত শর্ত ও বিনির্দেশ মোতাবেক গ্রহণযোগ্য কি না সে সম্পর্কে চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা এর নিকট মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। প্রাথমিক নমুনার অপর ১ (এক) সেট সংরক্ষণ করিতে হইবে।

খালাসের সকল পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ, কম্পোজিট নমুনা প্রস্তুতকরণ, প্রেরণ/হস্তান্তর ও সংরক্ষণঃ

২। প্রাথমিক নমুনা মতে মালামাল খালাস শুরু করার উপযোগী বিবেচিত হইলে ১ম দিনের সংগৃহীত ও সংরক্ষিত নমুনা ছাড়াও খালাসের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন স্তর হইতে প্রতিদিন প্রতি হ্যাচের নমুনা বিক্রেতার অনুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংগ্রহপূর্বক যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর ১ম হইতে শেষ পর্যন্ত সংগৃহীত সকল নমুনা হইতে হ্যাচভিত্তিক ৪ (চার) সেট কম্পোজিট নমুনা বিক্রেতার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রস্তুত করিয়া যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করিতে হইবে। উল্লেখ্য, বস্তাবন্দী বা ড্রামে ভর্তি খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে নমুনা গ্রহণের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতি হ্যাচের বস্তা/ড্রামের সংখ্যার ন্যূনতম বর্গমূল সংখ্যক বস্তা/ড্রাম হইতে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ঢালা খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে প্রতিদিন খালাসের বিভিন্ন স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণ নমুনা বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে উহা খাদ্য সামগ্রীর সার্বিক গুণগতমানের সহিত প্রতিনিধিত্বমূলক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উক্ত ৪ (চার) সেট নমুনার মধ্যে ২ (দুই) সেট খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণের নিমিত্তে পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বরাবরে বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ১ (এক) সেট নমুনা বিক্রেতার অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ১ (এক) সেট নমুনা সহকারী রসায়নবিদ, চট্টগ্রাম/খুলনা তাহার দপ্তরে নমুনা প্রস্তুতের দিন হইতে ৬০ (ষাট) পঞ্জিকা দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।

নমুনা বিভাজন, প্যাকিং ও মার্কিং :

৩। খাদ্য শস্যের সংগৃহীত নমুনা একটি পলিথিন ব্যাগে (minimum tube thickness 5.0 micrometer, minimum film thickness 2.5 micrometer) ভর্তি করিয়া অতঃপর উহা একটি কাপড়ের ব্যাগ, শক্ত কাগজের ঠোঙ্গা অথবা অপর একটি পলিথিন ব্যাগে ভর্তি করিতে হইবে। ভোজ্য তৈলের নমুনার জন্য ১ (এক) লিটার আকারের স্বচ্ছ (transparent) নূতন PVC পাত্র ব্যবহার করিতে হইবে। নমুনা কম্পোজিট করা, বড় আকারের নমুনা হইতে প্রমাণ আকারের (standard size) নমুনা প্রস্তুত করা বা নমুনার বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই নমুনা বিভাজক (sample divider) ব্যবহার করিতে হইবে। তবে ভোজ্য তৈলের নমুনার আকার বড় হইলে পরিষ্কার পাত্রে নমুনা নিয়া ভালভাবে ঝাঁকাইয়া মিশ্রিত করিবার পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ নমুনা ঢালিয়া নিলেই চলিবে। ইহা ছাড়া ভোজ্য তৈলের বিশ্লেষণের পূর্বে নমুনা ভর্তি পাত্রটি ভালভাবে ঝাঁকাইয়া নিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি নমুনার পরিচিতি (sample slip) স্পষ্টভাবে নমুনা পাত্রের বাহিরে গাম দ্বারা পাত্রের গায়ে সংযুক্ত করিতে হইবে।

জাহাজভিত্তিক/হ্যাচভিত্তিক নমুনা বিশ্লেষণ, পউকা বিভাগে নমুনা সংরক্ষণ:

৪। পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগে নমুনা প্রাপ্তির পর হ্যাচভিত্তিক উল্লেখযোগ্য গুণগত তারতম্য (major deviation), পরিলক্ষিত না হইলে প্রতিটি হ্যাচের ১ (এক) সেট নমুনা সহযোগে জাহাজভিত্তিক একটি কম্পোজিট নমুনা প্রস্তুত করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তবে গুণগত পার্থক্য থাকিলে প্রতি হ্যাচের জন্য আলাদাভাবে একটি করিয়া নমুনা বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া নমুনা প্রাপ্তির পর হইতে ৬০ (ষাট) পঞ্জিকা দিন পর্যন্ত অবশিষ্ট সেট নমুনা পউকা বিভাগে সংরক্ষিত থাকিবে।

নমুনার সীল খোলা, বিশ্লেষণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতি, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, স্বাক্ষরকরণ ও বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ:

৫। চট্টগ্রাম/খুলনা'র সহকারি রসায়নবিদ কর্তৃক প্রেরিত আমদানিকৃত খাদ্য সামগ্রীর নমুনার সীল খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরীতে সহকারী রসায়নবিদ/সহকারী উপ পরিচালক এর উপস্থিতিতে খুলিতে হইবে। সীল খোলার পর সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান নমুনা বিশ্লেষণ সম্পন্ন করিয়া হস্তলিখিত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন, পর্যায়ক্রমে যাহা সহকারী রসায়নবিদ/সহকারী উপ পরিচালক (ল্যাব), রসায়নবিদ এবং পরিচালক পর্যায়ে অনুমোদিত হইবার পর মুদ্রিত বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে (Fair copy) সহকারী রসায়নবিদ/সহকারী উপ-পরিচালক (ল্যাব) স্বাক্ষর করিবেন এবং তৎসঙ্গে রসায়নবিদ প্রতিস্বাক্ষর করিবেন। বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পর্কিত ফরোয়ার্ডিং পত্রে পরিচালক পউকা, স্বাক্ষর করিবেন। প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর প্রেরিত হইবে। প্রতিবেদনের অনুলিপি চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা, সহকারী রসায়নবিদ, চট্টগ্রাম/খুলনা এবং বিক্রেতার স্থানীয় প্রতিনিধিকে (খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে) প্রদান করিতে হইবে। এই প্রতিবেদন নমুনা প্রাপ্তির পর হইতে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে জারি করিতে হইবে।

গুণগত ঘাটতির উপর দাবীনামা পেশ:

৬। চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা গুণাগণ বিষয়ক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যেই গুণগত ত্রুটিকে (যদি থাকে) ক্রয় চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঘাটতি হিসাবে ধরিয়া বিক্রেতা অথবা বিক্রেতার স্থানীয় এজেন্টের বরাবরে সাময়িক দাবীনামা প্রেরণ করিবেন। দাবীনামার অনুলিপি খাদ্য মন্ত্রণালয়, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ এবং পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগে প্রেরণ করিবেন। বর্ণিত নিয়মাবলি কঠোরভাবে পালন নিশ্চিত করিতে হইবে এবং ইহার কোন ব্যত্যয় ঘটিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

এ, কে, এম, নুরুল আফসার
মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-খাদুব্যম/সর-১/বিবিধ-১০/০৪/১৬৪ তারিখঃ ৪ মে ২০০৮ ইং।

বিষয়ঃ **খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরীক্ষাগারসমূহে বেসরকারী খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণ ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

সূত্রে : খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩-৩-২০০৮ তারিখের পউকা/ল্যাব-পরীক্ষা-১০/২০০৭/১১৫ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারসমূহে বেসরকারী খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষার নিমিত্তে পরীক্ষণ ফি পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৮-৪-২০০৮, তারিখে অম/অবি/ এনটিআর-০৩/১৪/২০০২-০৭/৩৮ সম্মতি পাওয়া গেছে।

২। উক্ত সম্মতি পত্রের ছায়ালিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সালাহ উদ্দিন মাহমুদ
উপ-সচিব (সরবরাহ-১)।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
সম্পদ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ অধিশাখা-৩

নং-অম/অবি/এনটিআর-৩/১৪/২০০২-০৭/৩৮ তারিখঃ ২৮-৪-২০০৮ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ **খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন পরীক্ষাগারসমূহে বেসরকারী খাদ্য সামগ্রীর পরীক্ষণ ফি পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র : **খাদুব্যম/সর-১/বিবিধ-১০/০৪/১২৪; তারিখঃ ১০-৪-২০০৮ খ্রিঃ।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত "খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন পরীক্ষাগারসমূহের বেসরকারী খাদ্য সামগ্রীর পরীক্ষণ ফি পুন:নির্ধারণ" সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রস্তাবে নির্দেশক্রমে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হলো :

নং	রাসায়নিক পরীক্ষার ধরন	বিদ্যমান ফিসের হার	প্রস্তাবিত ফিসের হার
১।	খাদ্য সামগ্রীর ভৌত বিশ্লেষণ, প্রতি প্যারামিটার	২০০ (দুইশত)	৩০০ (তিনশত)
২।	খাদ্য সামগ্রীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ, প্রতি প্যারামিটার	৫০০ (পাঁচশত)	৭০০ (সাতশত)
৩।	মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা, প্রতি প্যারামিটার	৫০০ (পাঁচশত)	৭০০ (সাতশত)
৪।	মাইকোটক্সিন, প্রতি প্যারামিটার	১০০০ (এক হাজার)	২০০০ (দুই হাজার)
৫।	ট্রেস মেটাল পরীক্ষা, প্রতি প্যারামিটার	৭০০ (সাতশত)	১০০০ (এক হাজার)
৬।	পেষ্টিসাইড রেসিডিউ পরীক্ষা, প্রতি প্যারামিটার	১০০০ (এক হাজার)	২০০০ (দুই হাজার)
৭।	ভিটামিন পরীক্ষা, প্রতি প্যারামিটার	-	১০০০ (এক হাজার)

২। প্রস্তাবটি কার্যকর করে অর্থ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

শামস আল-মুজাহিদ
উপসচিব।

একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ

১৬, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

www.dgfood.gov.bd

পরিপত্র

স্মারক নং-পউকা/উন্নয়ন-১১৮/০৭/৬১৮(৮৭) তারিখ: ১৬-০৫-২০১০

প্রাপক: ১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট।

২। সাইলো অধীক্ষক (সকল)..।

৩। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)..।

৪। ম্যানেজার সিএসডি (সকল)...।

বিষয় : **মাঠ পর্যায়ে ৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তা ব্যবহার ও খামাল গঠনের দিক নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

সরকারী ধান, চাল ও অন্যান্য খাদ্য জাত জাতীয় খাদ্য শস্য খাদ্য গুদামে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর বস্তা ক্রয় করে থাকে। সরকারি সিদ্ধান্ত মতে ৮৫ কেজি ধারণক্ষম সাইজের বস্তার পরিবর্তে ৫০ কেজি ধারণ ক্ষমতার সাইজের বস্তা খাদ্য অধিপ্তরের সংগ্রহ বিভাগ কর্তৃক ক্রয় করে মাঠ পর্যায়ে বিলি বিতরণ করেছে। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ৫০ কেজি ধারণক্ষম সাইজের বস্তায় কি পরিমাণ খাদ্য শস্য মজুদ করা হবে এবং গুদামজাত করতে কিভাবে খামাল গঠন হবে তার দিক নির্দেশনা দেয়া হল:—

(১) **মজুদ পরিমাণ:** বর্তমানে প্রচলিত ওজন মানের অর্থাৎ ৮৫ কেজি চাল-গম ও ৭০ কেজি ধান ধারণ উপযোগী বস্তার পরিবর্তে ৫০ কেজি চাল/গম ও ৪০ কেজি ধান ধারণ করা হবে।

খামাল গঠন পদ্ধতি

(২) ৩৭″×২২.৫″ সাইজের বস্তায় খামালের আকার, উচ্চতা ও স্তর সর্বোচ্চ নিম্নরূপ হতে পারে:

(ক) সাইজ : দৈর্ঘ্য : ২৬ ফুট

প্রস্থ : ১৪ ফুট

উচ্চতা : ২০ লেয়ার (১০.৫ ফুট প্রায়)/২২ লেয়ার (১১.৭৫ ফুট প্রায়)

(খ) খামালে বস্তার লেয়ার ও লেয়ারে বস্তার সংখ্যা এবং মজুদ পরিমাণ:

(১) প্রথম ও পরবর্তী ৯টি বিজোড় স্তর-১৭×৬×১০=১০২০=৫১.০০০ মেঃটন।

(২) দ্বিতীয় ও পরবর্তী ৯টি জোড় স্তর-১১×৯×১০=৯৯০=৪৯.৫০০ মেঃটন।

২০১০=১০০.৫০০ মেঃটন।

বিশেষ প্রয়োজনে ২২ লেয়ারে ২২১১ বস্তায় ১১০.৫৫০ মেঃটন মজুত করা যাবে।

মোঃ বাদরুজ্জামান

পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ

১৬, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.১১৩.৬৬.০২৬.১৭-২৫০(৭) তারিখ: ০৪-১২-২০১৭ খ্রিঃ।

প্রাপক: আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক,
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।

বিষয় : **গুদামে মজুত খাদ্য শস্যের কীট নিয়ন্ত্রণ।**

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিদেশ হতে আমদানিকৃত এবং অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিভিন্ন খাদ্য গুদামে মজুত করা হয়। গুদামজাত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব জরুরি। সংরক্ষণ নীতিমালা ও গুদামের স্বাস্থ্যনীতি প্রতিপালনের পাশাপাশি কীট নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ কার্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ব্যবহার পদ্ধতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনাগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালনের জন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো :

(১) বর্তমানে খাদ্য বিভাগে গুদামজাত খাদ্যশস্যের কীট প্রতিরোধক (Preventive measures) ব্যবস্থা হিসেবে স্পর্শ বা ছোঁয়াচে কীটনাশক (তরল) পিরিমিফস মিথাইল ৫০ ইসি (EC-Emulsifiable Concentrates) গুদামের ভেতরে খামাল, ডানেজ, দেয়াল এবং সিলিং এর উপরিভাগে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের কীটনাশকের সম্পর্শে আসা মাত্র কীটপতঙ্গ মারা যায়। গুদামের সব খামাল এবং অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া স্পর্শ বা ছোঁয়াচে কীটনাশক প্রয়োগ করে খাদ্যশস্যকে বাহিরের কীটাক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। পিরিমিফস মিথাইল ৫০ ইসি বা সমমানের একটেলিক ৫০ ইসি, ফেনিট্রথিয়ন ৫০ ইসি প্রভৃতি তরল ছোঁয়াচে/স্পর্শ কীটনাশক নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার্য :—

- ১০ লিটার পানিতে ২০০ মিলি লিটার তরল কীটনাশক মিশ্রণপূর্বক দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে। প্রথমে স্প্রেয়ারের অর্ধেক পানি দিয়ে ভরানোর পর কীটনাশক ঢালতে হবে, অতঃপর অবশিষ্ট পানি ঢেলে দিতে হবে;
- প্রস্তুতকৃত দ্রবণের ৫ লিটার দ্রবণ দ্বারা একটি স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজের খামাল (১০০-১১০ বর্গমিটার জায়গা) স্প্রে করতে হবে;
- স্প্রে করার পূর্বে খামালের চতুস্পার্শ্ব ঝাড়ু/ব্রাশ দ্বারা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ডানেজসমূহ ব্যবহারের আগে ও পরে পরিষ্কার করে স্প্রে করতে হবে;
- প্রস্তুতকৃত দ্রবণ প্রথমে খামালের উপরিভাগে, সিলিং, উপরের দিকে দেয়ালে; তারপর খামালের চতুর্দিকে এবং সবশেষে ডানেজ, অন্যান্য দেয়াল এবং মেঝেতে প্রয়োগ করতে হবে;
- দিনের পূর্বভাগে অনুকূলে আবহাওয়া বুঝে স্প্রে কার্য করতে হবে এবং স্প্রে কার্য শেষ হওয়ার পর উভয় দরজা ও ভেন্টিলেটর খুলে রেখেই বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে বাষ্পীভূতকরণ নিশ্চিত করতে হবে;
- যে জায়গায় কীটনাশকের দ্রবণ ছড়াতে হবে, সেখান থেকে হস্তচালিত যন্ত্রের নলমুখ একফুট এবং যন্ত্রচালিত স্প্রেয়ারের বেলায় ৫/৬ ফুট দূরে রেখে ঘন কুয়াশার ন্যায় (Fog) সমানভাবে সিক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্প্রে অব্যাহত রাখতে হবে;
- কীটনাশক স্প্রে করার সময় যেদিকে নলমুখ দিয়ে ছড়ানো হবে, তার উল্টোদিকে বা পিছনের দিকে সরে আসতে হবে;
- গুদামজাত খাদ্যশস্যে বাহিরের কীটাক্রমণ রক্ষার্থে গ্রীষ্মকাল/উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রতিমাসে একবার করে এবং শীতকালে দুইমাসে একবার রুটিন স্প্রে হিসেবে তরল কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- কীটনাশক ছড়াবার/ স্প্রে করার পূর্বেই যদি কোন খামালের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্যে কীটাক্রমণ ও জীবন্ত কীট থাকে, তবে সেগুলো বংশবৃদ্ধি করেই যাবে, কীটপতঙ্গ দমনের প্রতিরোধক ব্যবস্থায় তরল কীটনাশক দ্বারা রুটিন স্প্রে করে এগুলিকে দমন করা যাবে না। সেজন্য আগে কীট নির্মূল করে পরে এ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) গুদামে মজুত খাদ্যশস্যের গুণগতমান রক্ষার্থে সংরক্ষণ নীতিমালা, স্বাস্থ্যনীতি এবং কীট নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তরল কীটনাশক দ্বারা রুটিন স্প্রে প্রভৃতি প্রতিরোধক ব্যবস্থাগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালনের পরেও যদি খাদ্যশস্য কীটাক্রান্ত হতে দেখা যায়, কেবলমাত্র তখনই কীটনিয়ন্ত্রনের প্রতিকারক/নিরাময় (Curative measures) ব্যবস্থায় ফিউমিগেন্টস কীটনাশক অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইট (AIP) ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে গুদামসমূহে চিহ্নিত খামালের কীটাক্রান্ত মজুদ খাদ্যশস্যের কীট নিরাময়ের প্রতিকারক ব্যবস্থায় কঠিন ফিউমিগেন্টস লক ৫৭% (Lock 57%) দ্বারা খামাল ধূমায়ন করা হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট বিভিন্ন যথা ফসটক্সিন, সেলফস, এগ্রিফস প্রভৃতি বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়। সাফল্যজনকভাবে খামাল ধূমায়ন (Fumigation) করার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে জিপি শীট (Gas proof sheet) দ্বারা খামাল আবৃত করে বাতাস রুদ্ধকরণ করা। অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ব্যবহার করে নিম্নরূপভাবে খামাল ধূমায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে—

- যে কীটাক্রান্ত খাদশস্যের খামাল ধূমায়ন করা হবে, তার উপর ও চতুর্দিকে মেঝে পর্যন্ত জিপি শীট এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে কোন দিক দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ফসফসাইট ট্যাবলেট হতে নির্গত বিষাক্ত ফসফিন গ্যাস (PH_3) বের হতে না পারে;
- প্রতিটি অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেটের ওজন ৩ গ্রাম। প্রতি মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের জন্য ৪টি ট্যাবলেট বা ১২ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। কোনক্রমেই উক্ত হিসেবের কম/বেশি করা যাবে না। উক্ত হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্যাবলেট শুধুমাত্র খামালের উপরের স্তরের চারটি কর্ণার ও মাঝে ২টি স্থানে চটের বস্তা/ ট্রে/কাগজ এর উপর প্রয়োগ করতে হবে। উক্ত স্থানগুলি ব্যতিত খামালের অন্য কোন স্থান যেমন- খামালের নিচে, খামালের চারিপার্শ্বে তা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট থেকে উৎপন্ন ফসফিন গ্যাস বাতাস অপেক্ষা ভারী; তাই উক্ত ট্যাবলেট খামালের উপরের স্তরে প্রয়োগ করা হয়। ট্যাবলেট হতে নির্গত বিষাক্ত ফসফিন গ্যাস উপরিস্তর হতে পর্যায়ক্রমে খামালের প্রত্যেকটি বস্তার স্তর ভেদ করে নীচের স্তরে গুদামের মেঝে পর্যন্ত সুষমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ট্যাবলেট প্রয়োগের পর যতদ্রুত সম্ভব জিপি শীট দিয়ে খামাল ফেকে গুদামের মেঝে বরাবর ছড়িয়ে দিয়ে ভালভাবে ভাঁজ করে তার উপর বায়ু রুদ্ধকরণ ব্যবস্থার জন্য বালির বস্তা (sand snake) অথবা কীটমুক্ত ঢালা খাদ্যশস্য দ্বারা চাপা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে গ্যাসরোধী করতে হবে। এ অবস্থায় ন্যূনতম ৪ দিন অর্থাৎ ৯৬ ঘন্টা পর্যন্ত খামাল ঢাকা থাকবে। এ সময়ের পূর্বে কোনক্রমেই জিপি শীট সরানো যাবেনা। প্রয়োগকৃত ট্যাবলেট বায়ুর সংস্পর্শে আসার ১-৩ ঘন্টার মধ্যেই বিয়োজন শুরু করে এবং সম্পূর্ণভাবে বিয়োজিত হতে ৪৮-৭২ ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগে। নির্গত বিষাক্ত ফসফিন গ্যাসে খাদ্যশস্যে লুকায়িত জীবন্ত কীটের মৃত্যু ঘটে। এমন কি খাদ্য কণার মধ্যে অবস্থিত কীটের ডিমও বিনষ্ট হয়;
- কীটাক্রান্ত খামালের ধূমায়ন কার্যে ৪ দিন/৯৬ ঘন্টা সময় শেষ হলে জিপি শীট খুলে দেয়ার ৪ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ খামালের খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ করা যাবে না;
- ধূমায়ন কার্য শেষে জিপি শীট সরিয়ে নেয়ার পর খামালের উপরে চটের বস্তা/ট্রে/কাগজের উপর সংরক্ষণকৃত অ্যালুমিনিয়ান ফসফাইড ট্যাবলেটর অবস্থিত ডাষ্ট সতর্কতার সাথে অপসারণপূর্বক মাটির নীতে পুঁতে রাখতে হবে। কোনক্রমেই উক্ত ডাষ্ট খাদ্যশস্যের মধ্যে মিশ্রিত করা এবং গুদামের বাহিরের ড্রেনে অথবা জলাশয়ে ফেলা যাবেনা;
- খামাল ধূমায়ন শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তরল কীটনাশক দ্বারা স্প্রে করতে হবে;
- অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট দ্বারা শুধুমাত্র খামাল ধূমায়ন করতে হবে। কখনোই গুদাম ধূমায়ন করা যাবে না।

(৩) এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র দায়িত্বশীল ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যাদের কীটনাশক প্রয়োগের প্রশিক্ষণ রয়েছে, তারাই কীটনাশক প্রয়োগ করতে পারবেন। স্পর্শ ও ধূমায়ন কীটনাশক ব্যবহারে নিম্নেবর্ণিত নিরাপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে :

- লেভেলে লিখিত নির্দেশমালা ভালভাবে পড়তে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে;
- লেভেল অক্ষত রাখা নিশ্চিত করতে হবে;
- কীটনাশক ছিটানো যন্ত্র ও হোস পাইপে কোন ছিদ্র আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে;

- নির্দেশিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে;
- অনুমোদিত ছাকনিযুক্ত নিরাপত্তা মুখোশ (মাস্ক) পরে নিতে হবে;
- কীটনাশকের ড্রাম/কার্টুন সতর্কতার সাথে হ্যান্ডলিং করতে হবে;
- কীটনাশক অবশ্যই নিরাপত্তা স্থানে রাখতে হবে (সম্ভব হলে তালাবদ্ধ স্থানে):
- কীটনাশক খাদ্য গুদামে রাখা ঠিক নয়; এতে খাদ্য শস্য দুর্ঘটনাক্রমে দূষিত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে;
- কীটনাশক ঠান্ডা ও শুকনো স্থানে ডানেজের উপর সংরক্ষণ করতে হবে;
- কীটনাশক প্রয়োগ বা নাড়াচাড়ার সময়ে সকল ধরনের আহার গ্রহণ বা ধূমপান নিষিদ্ধ;
- কীটনাশকের পরিত্যক্ত পাত্র কখনই খাদ্যশস্য বা ভোজ্য তেল রাখার কাজে ব্যবহার করা চলবে না।

(৪) স্পর্শ কীটনাশক (তরল) ব্যবহারের স্প্রেয়ার রক্ষণাবেক্ষণ:

- খালি স্প্রেয়ারে সরাসরি কোন কীটনাশক দ্রব্য ঢালা উচিত নয়;
- কাজ শেষ হওয়ার পর কীটনাশকের মিশ্রণ স্প্রেয়ারে রেখে দেয়া উচিত নয়। ব্যবহার করার পর স্প্রেয়ার খালি করে পরিষ্কার পানি দিয়ে কমপক্ষে ৩ বার ভাল করে ধুতে হবে;
- পাম্প চালিত স্প্রেয়ারের (বায়ু দ্বারা চালিত) সিলিন্ডারে চাপ প্রয়োগের আগে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যেন চাপ কমানোর বাল্বটি বন্ধ না থাকে;
- লিভার টাইপ স্প্রেয়ারের (হাইড্রোলিক/ডায়াফ্রাম) মাঝে মাঝে পিষ্টনে অল্প তেল লাগাতে হবে যাতে অকেজো থাকা অবস্থায় শক্ত না হয়ে যায়;
- খামালের উপর থেকে স্প্রেয়ার কখনও মাটিতে ফেলা উচিত নয়। তাতে জোড়াগুলি খুলে গিয়ে স্প্রেয়ার নষ্ট হয়ে যেতে পারে;

(৫) ফিউমিগেন্টস কীটনাশক ব্যবহারে জিপি শীটের রক্ষণাবেক্ষ:

- খাদ্য গুদামে ধূমায়নের জন্য গ্যাস প্রুফ শীট (জিপি শীট) দ্বারা খামাল বায়ুরোধী করা হয়। সাধারণত খাদ্য বিভাগে ব্যবহৃত জিপি শীটের আকার ১৫মি.×১৮ মি. এবং ওজন প্রায় ১০০ কেজি। তাই জিপি শীট ব্যবহারের নিমিত্ত বহন/ সংরক্ষণ করতে জ্জ জন লোক প্রয়োজন হবে;
- জিপি শীট টেনে হেচড়ে আনা নেয়া করলে ছিদ্র/ছিঁড়ে যাওয়ার আংশকা থাকে;
- পেরেক বের হয়ে থাকা ডানেজ অথবা কোন সুচালো শক্ত বস্তু জিপি শীটের উপর রাখা যাবে না;
- জিপি শীট ভাঁজ/রোল করে যত দূর সম্ভব ছোট পুটলি করে খালি ড্রামের উপর অথবা বিশেষ প্লাস্টিকে ব্যাগ/কাঠের বাক্সে গুদামের ভিতর সংরক্ষণ করতে হবে;
- ভাজ করা জিপি শীট সর্বদা গুদামের অভ্যন্তরে যেখানে সব সময় কাজ করা হয় সেরকম স্থানে রাখতে হবে;
- গুদামের ভিতরে দূরবর্তী কোনে রাখা হলে ইদুঁরের আক্রমনের আশংকা থাকে;
- কোন জিপি শীট ফুটো বা ছিঁড়ে গেলে তা বিশেষ ধরণের সিনথেটিক আঠাযুক্ত রেক্সিন টেপ/আঠালো টেপ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ যথাযথভাবে গ্যাসরোধী করার ব্যবস্থা গ্রহণ স্থানীয়ভাবে করতে হবে।

(৬) এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তর হতে ইতোপূর্বে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জারিকৃত নির্দেশাবলি প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

(৭) এ পত্র প্রেরণে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন রয়েছে।

জোয়ারদার আশরাফুল ইসলাম
পরিচালক।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরবরাহ-১ শাখা

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০১.১৬.১১৭

তারিখ: ২৬ চৈত্র, ১৪২৩
০৯ এপ্রিল, ২০১৭

বিষয়ঃ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে "ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ, নীতিমালা ২০১৬" পরিবর্তন/সংশোধনক্রমে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা,২০১৭ এর অনুমোদিত কপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। এ বিষয়ে নিম্নরূপ কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলোঃ

(১) এ নীতিমালার কপি সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট এ নীতিমালার কপি প্রেরণপূর্বক যথারীতি কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে

স্বাক্ষরিত-০৯/০৪/২০১৭ খ্রিঃ

মোঃ নুরুল ইসলাম শেখ
সহকারী সচিব।
ফোন : ৯৫৪০০২৭
e-mail: sknuislam@gmail.com

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০১৭

১। ভূমিকাঃ

২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতিতে সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে (এসডিজি) 'নো পোভারটি' ও 'জিরো হাঙ্গার' অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্য, প্রত্যয় ও অভিপ্রায় অর্জনের জন্য এবং পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও পুষ্টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র পরিবারকে শুভেচ্ছা মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে প্রণীত 'ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬' সংশোধন/পরিবর্তন করে কার্যক্রম আরও সুসংহত এবং সময়োপযোগী করার জন্য 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করা হলো।

২। **কমিটিঃ**

ক. ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কমিটিঃ

(১)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-সভাপতি;
(২)	ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	-সদস্য;
(৩)	ইউএনও কর্তৃক মনোনীত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-সদস্য;
(৪)	সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ	-সদস্য-সচিব।

কার্যপরিধিঃ

(১) ওয়ার্ডভিত্তিক দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতা ইত্যাদি বিবেচনায় উপকারভোগী পরিবার নির্বাচন এবং অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(২) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(৩) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে তালিকা প্রকাশ;

(৪) বিবিধ।

খ. উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটিঃ

(১)	সংসদ সদস্য	-প্রধান উপদেষ্টা;
(২)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	-উপদেষ্টা;
(৩)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-সভাপতি;
(৪)	ভাইস চেয়ারম্যানগণ, উপজেলা পরিষদ	-সদস্য;
(৫)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-সদস্য;
(৬)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-সদস্য;
(৭)	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-সদস্য;
(৮)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-সদস্য;
(৯)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-সদস্য;
(১০)	সিটিজেন জার্নালিজম গ্রুপের ১ জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য;
(১১)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শক	-সদস্য-সচিব।

কার্যপরিধিঃ

(১) দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতা বিবেচনায় ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের সংখ্যা বিভাজন;

(২) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত তালিকা যাচাই-বাছাই;

(৩) খাদ্যবান্ধব কার্ড প্রয়োজনে সংশোধন বা বাতিল করণ;

(৪) ডিলার বাছাই, নিয়োগ এবং ডিলারশিপ বাতিল অনুমোদন;

(৫) সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন/বার নির্ধারণ;

(৬) প্রয়োজনে বিতরণ কেন্দ্রের অবস্থান পুনর্নির্ধারণ;

(৭) প্রতি প্রান্তিকে অবিক্রিত চাল নিষ্পত্তি;

(৮) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

গ. **জেলা খাদ্যবান্ধব কমিটিঃ**

(১) জেলা প্রশাসক	-সভাপতি;
(২) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-সদস্য;
(৩) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-সদস্য;
(৪) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-সদস্য;
(৫) জেল ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	-সদস্য;
(৬) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা/জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-সদস্য;
(৭) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি	-সদস্য;
(৮) সভাপতি, প্রেসক্লাব	-সদস্য;
(৯) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-সদস্য-সচিব।

কার্যপরিধিঃ

(১) কর্মসূচির সার্বিক পরিবীক্ষণ;

(২) কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান;

(৩) বিবিধ।

৩। **উপকারভোগী পরিবার বাছাইঃ**

৩.১ ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে থেকে হতদরিদ্র পরিবার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপজেলা দপ্তরে সংরক্ষিত ডিপি (ড্রিস্টেস প্রাইওরিটি) লিস্ট ইত্যাদি বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পরিবারকে নির্বাচন করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৩.২ নির্বাচিত পরিবারকে ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং পরিবার প্রধানের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে;

৩.৩ নিম্নের অনুচ্ছেদে বিবৃত মানদণ্ডের ভিত্তিতে পরিবারকে চিহ্নিত করতে হবে;

৩.৪ যাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে—

(১) গ্রামে বসবাসরত সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবার: ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, উপার্জনে অক্ষম;

(২) বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যাক্তা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যে সব দুঃস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধি রয়েছে তারা অগ্রাধিকার পাবে।

৩.৫ যাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে না—

(১) একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত করা যাবে না;

(২) ভিজিডি কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তদেরকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৪। পরিমাণ, মূল্য ও বিতরণ:

৪.১ নির্বাচিত প্রতিটি পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি চাল সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা হবে;

৪.২ উপকারভোগীদেরকে ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তায় চাল সরবরাহ করা হবে। বস্তার মুখ মেশিনে সেলাইকৃত হতে হবে;

৪.৩ সাধারণভাবে সরকার ঘোষিত শুভেচ্ছা মূল্যে পল্লি অঞ্চলে কর্মাভাবকালীন সময়ে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ০৫ (পাঁচ) মাস খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে;

৪.৪ চালের এক্স-গুদাম ও বিক্রয় মূল্য এবং পরিচালন ব্যয় সরকার সময় সময় নির্ধারণ/পুননির্ধারণ করবে;

৪.৫ সপ্তাহের রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ০৫ দিনের মধ্যে যে কোন ২ বা ৩ দিন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। উপজেলা কমিটি উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে যে কোন ২ বা ৩ দিন বিতরণ বার নির্ধারণ করে দিবেন।

৫। ডিলার নিয়োগ:

৫.১ উপজেলা কমিটি প্রতি ইউনিয়নে গড়পরতা প্রতি ৫০০ (পাঁচশত) জন উপকারভোগী পরিবারের জন্য ০১ (এক) জন করে ডিলার নিয়োগের অনুমোদন করবে। কোন ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার পাওয়া না গেলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে;

৫.২ ডিলার নিয়োগে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে:

(ক) বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে ও যোগ্যতা যাচাই করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

(খ) আবেদনকারীর ইউনিয়নের বড় হাটে বা বাজারে নিজস্ব/ভাড়ায় দোকান থাকতে হবে;

(গ) কোন ওয়ার্ডে বাজার বা হাট না থাকলে উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে বিক্রয় স্থান নির্ধারণ করা যাবে;

(ঘ) আবেদনকারীর দোকানের মেঝে পাকা হতে হবে এবং খাদ্যশস্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারীর দোকান/সংযুক্ত গুদামে কমপক্ষে ১৫(পনের) মেঃ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে;

(চ) আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও খাদ্যশস্য হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;

(ছ) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত, কিংবা আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিলার নিয়োগ করা যাবে না;

(জ) একই ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের একাধিক কর্মসূচির ডিলার হতে পারবেন না;

(ঝ) কোন সরকারি কর্মচারি কিংবা জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না;

(ঞ) উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ প্রদান করবেন;

(ট) নির্বাচিত ডিলারের নিকট থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পে-অর্ডার আকারে ফেরতযোগ্য জামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ডিলারের নিকট হতে নির্ধারিত শর্তাবলী সংবলিত ৩০০/- টাকার (পরিবর্তনযোগ্য) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (মডেল সংযুক্ত) নিতে হবে।

৫.৩। **নির্বাচিত ডিলারদের করণীয়:**

(ক) খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য ফি দিয়ে ডিলার শ্রেণির লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ডিলারের দোকানের সামনে উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট মাপ এবং রং এ লিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। উক্ত সাইনবোর্ডে খাদ্যশস্য বিতরণের দিন, পরিমাণ এবং মূল্য উল্লেখ থাকতে হবে।

(গ) প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ইউএনও এবং ইউসিএফ দপ্তরে দৃশ্যমান জায়গায় বড় হরফে বিক্রয়ের দিন উল্লেখ করে নোটিশ টাঙ্গাতে হবে।

৬। খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণ:

৬.১ উপকারভোগী পরিবারের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ডিলারকে মাসিক চাহিদার কমপক্ষে অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য মাসের ৭ তারিখের মধ্যে উত্তোলন করতে হবে;

৬.২ সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানে টাকা জমা করে ডিলার উপজেলার গুদাম হতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্যের মান যাচাই ও ওজন বুঝে নিয়ে উত্তোলন করবেন এবং বিক্রয় শুরু করবেন;

৬.৩ একই উপজেলায় একাধিক গুদাম থাকলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দূরত্ব বিবেচনা করে ডিলারদেরকে গুদামভিত্তিক সংযুক্ত করে দিবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উত্তোলনের সুবিধার্থে ডিলারকে পার্শ্ববর্তী উপজেলার নিকটবর্তী কোন গুদামেও সংযুক্ত করে দিতে পারেন;

৬.৪ গুদাম হতে খাদ্যশস্য উত্তোলনের সাথে সাথে ডিলার এসএমএস করে ট্যাগ অফিসার ও ইউএনও কে অবহিত করবেন;

৬.৫ ডিলারের কেন্দ্র সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে;

৬.৬ কার্ডের বিপরীতে উপকারভোগীদের মাঝে স্থানীয় উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনে চাল বিতরণ করা হবে;

৬.৭ উপকারভোগী পরিবারকে মাসের বরাদ্দ ৩০ কেজি চাল এক দফায় প্রদান করতে হবে;

৬.৮ সাধারণত কার্ডধারীকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে। সংগত কারণে কোন কার্ডধারী আসতে না পারলে তার প্রাপ্য খাদ্যশস্য বৈধ প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত ট্যাগ অফিসার/মেম্বার/ভোক্তাদের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে;

৬.৯ ডিলার বিতরণকৃত অবিতরণকৃত খাদ্যশস্য মাস্টাররোল ও হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টার নির্বাহ করবেন;

৬.১০ ডিলার পরবর্তী মাসের চাহিদাপত্র প্রণয়ন করার সময় পূর্ববর্তী মাসের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করবেন;

৬.১১ প্রতি প্রান্তিকে অবিক্রিত চাল উপজেলা কমিটির অনুমোদিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।

৭। পরিচালন ও তত্ত্বাবধান:

৭.১ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংঙ্গে পরামর্শ করে খাদ্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকির ব্যবস্থা করবেন;

৭.২ প্রতিটি ডিলারের দোকান তদারকির জন্য একজন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করতে হবে এবং ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় হবে;

৭.৩ নিযুক্ত ট্যাগ অফিসার প্রচলিত নিয়মে তার দপ্তর হতে টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন। অনুরূপভাবে, খাদ্য বিভাগের তদারকি কর্মকর্তা প্রচলিত নিয়মে টিএ/ডিএ প্রাপ্ত হবেন;

৭.৪ দি কন্ট্রোল অফ এসেনসিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর আওতায় ডিলার কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা যাবে;

৭.৫ খাদ্য বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের যে কোন কর্মকর্তা ডিলারের কার্যক্রম তদারকি বা পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনকালে খাদ্যশস্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য (রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্টার ইত্যাদি) চাহিদা অনুযায়ী ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

৭.৬ উপজেল খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ১০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। এর মধ্যে ২টি কেন্দ্রে উপকারভোগীদের তালিকা ও উত্তোলন ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের যাচাই করবেন। অনুরূপভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ২টি উপজেলার এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ২টি জেলার বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

৭.৭ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। মহাপরিচালক কর্মসূচির প্রতি প্রান্তিকের বিতরণ শেষে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৮। ডিলারশিপ বাতিল ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ:

৮.১ এ নীতিমালার ও অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত লংঘন করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন অমান্য করলে, ডিলারশিপ বাতিল করা যাবে এবং অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা যাবে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা করা যাবে।

৮.২ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ বা ঘাটতি হলে অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে আদায়যোগ্য হবে এবং ডিলারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা যাবে;

৮.৩ ডিলার নির্ধারিত ৭ তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে কিংবা খাদ্যশস্য বিতরণ চলাকালে ডিলারশিপ বাতিল হলে উপকারভোগীদের স্বার্থে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের ডিলারকে দিয়ে বা ইউনিয়ন কমিটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য উত্তোলন/বিতরণ করা যাবে।

৯। নির্দেশদানের ক্ষমতা:

৯.১ সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন আদেশ-নির্দেশ জারি করতে পারবেন।

১০। নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন:

১০.১ সরকার প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালার যে কোন শর্ত ও বিষয়, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন করতে পারবেন।

১০.২ 'ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬' এর অনুবৃত্তিক্রমে সংশোধন/পরিবর্তনের পর জারিকৃত নীতিমালাটি 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমাল, ২০১৭ হিসেবে অভিহিত হবে।

স্বাক্ষরিত- ০৯/০৪/২০১৭ খ্রিঃ

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব।
খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নং ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০৩.১৪-৩৫৮

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪২২ বঃ / ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পরিচালন নীতিমালা-২০১৫ চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী ও অনুমোদিত নীতিমালা প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮-১২-২০১৫ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পরিচালন নীতিমালা-২০১৫ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, ২৮-১২-২০১৫ তারিখের সভার কার্যবিবরণী এবং সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পরিচালন নীতিমালা-২০১৫ এর অনুমোদিত কপি এতদসংগে প্রেরণ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০৬ (ছয়) পাতা।

স্বাক্ষরিত/-৩০/১২/২০১৫

সালমা মমতাজ
উপসচিব (সরবরাহ)।
ফোনঃ ৯৫১৪৬১৬
e-mail: dssupply@mofood.gov.bd

সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পরিচালন নীতিমালা-২০১৫

সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলে আটা/ময়দা/সুজি উৎপাদন এবং উৎপাদিত আটা/ময়দা/সুজি/ভুষি বিক্রি/নিষ্পত্তি ও খালিবস্তা প্রাপ্তি/পুনঃব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলো নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করতে হবে ঃ

১.০.গম প্রাপ্তি :

১.১। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান মিলার, সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগের কাছে গমের চাহিদাপত্র পেশ করবেন।

১.২। সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ প্রধান মিলারের চাহিদাক্রমে মিলের অনুকূলে গম বরাদ্দের ব্যবস্থা নিবেন। সে মতে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ গম প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন।

১.৩। প্রথমে ন্যূনতম এক মাসের গমের মজুদ গড়ে তুলে উৎপাদন শুরু করতে হবে। উৎপাদন চলমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ গমের মজুদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১.৪। গম প্রাপ্তি এবং আটা/ময়দা উৎপাদনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

১.৫। উৎপাদন পর্যায়ে অপরাপর উপজাতের উদ্ভব হলে তা বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।

১.৬। ওএমএস কার্যক্রমে সরকারের নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমাণ সরবরাহে সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল অসমর্থ হলে, সেক্ষেত্রে বেসরকারি ফ্লাওয়ার মিলের কাছ হতে চলমান নীতি অনুসারে গম পেষাই করে আটা/ময়দা, ডিলারের নিকট সরবরাহ করা যাবে।

১.৭ প্রাপ্ত গমের খালিবস্তাসমূহ সংগ্রহ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত গুদামে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। পরবর্তী সংগ্রহ কার্যক্রমে এই বস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে। তবে কোন কারণে ছেঁড়া/অব্যবহারযোগ্য বস্তা পাওয়া গেলে তদন্ত করে তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক খাদ্য বিভাগের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী প্রধান মিলার তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবেন।

২.০. উৎপাদন :

২.১। সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলে সাধারণভাবে সুজি উৎপাদন করা যাবেনা, তবে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে সুজি উৎপাদন করা যাবে।

২.২। ফ্লাওয়ার মিল ১০(দশ) দিনের চাহিদাপত্রের আওতায় আটা উৎপাদন করবে। তবে উৎপাদিত আটা যাতে (১০ দশ) দিনের অধিক মিলে গুদামজাত না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩। ফ্লাওয়ার মিলে গম পেষাই অনুপাত অনুযায়ী ৭৫% আটা উৎপাদিত হবে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ ভুষি ও অন্যান্য উপজাত হিসাবে উৎপাদিত হবে।

২.৪। সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রতি বছর জানুয়ারি ও জুলাই মাস মৌসুমভিত্তিক ভুষির দাম নির্ধারণ করবে। কমিটির গঠন ও পরিধি নিম্নরূপঃ—

<u>কমিটিঃ</u>

(ক)	পরিচালক, সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন, খাদ্য অধিদপ্তর	-	সভাপতি
(খ)	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-	সদস্য
(গ)	সহযোগী গবেষণা পরিচালক, বাজার, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি :—

(ক) কমিটি প্রতিবছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসে মৌসুমভিত্তিক ভুষির দাম নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) সদস্যগণ ভুষির বাজার দর যাচাইপূর্বক দাম নির্ধারণ করবেন।

(গ) কমিটি প্রস্তাবিত ভুষির দাম মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যকর হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) বিবিধ

২.৫। প্রধান মিলার, সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় ভুষি ব্যবসায়ী তালিকাভুক্ত করবেন। তালিকাভুক্ত ভুষি ব্যবসায়ীগণ উক্ত মিলে উৎপাদিত ভুষি বরাদ্দানুযায়ী মিল হতে উত্তোলনে বাধ্য থাকবেন।

২.৬। কোন কারণে তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ীগণ ভুষি সরবরাহ না নিলে খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান মিলার উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ভুষি বিক্রি করবেন।

৩.০ <u>মান-সংরক্ষণ</u> :

৩.১। সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলে মজুদ গম ও উৎপাদিত আটা/ময়দা এর গুণগতমান পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পাক্ষিকভিত্তিতে মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২। মিলের আটা/ময়দা বিপণনের ক্ষেত্রে বি.এস.টি আই এর সনদ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩। মিলে উৎপাদিত আটা/ময়দা বিপণনে খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব লোগো ব্যবহার করতে হবে।

৩.৪। বস্তা/প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনের তারিখসহ পরিমাণ, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য (বিক্রয়মূল্য) মুদ্রিত থাকবে।

৩.৫। উৎপাদিত আটার মান যাচাইয়ের জন্য একটি কারিগরি কমিটি থাকবে। কমিটি আটা উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও এর মান সম্পর্কে খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং এর কপি প্রধান মিলারের নিকটও প্রদান করবে। কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ—

কমিটি:

(ক)	রসায়নবিদ, খাদ্য অধিদপ্তর	-	আহ্বায়ক
(খ)	সহকারী উপ-পরিচালক (বণ্টন ও বিপণন), খাদ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
(গ)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি), ঢাকা জেলা, খাদ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) কমিটি উৎপাদিত আটার মান যাচাই করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রতিবেদন দিবেন।

(খ) উৎপাদিত আটার/পণ্যের মান নিয়ে সংশয় দেখা দিলে জরুরিভাবে মান যাচাই করে প্রতিবেদন প্রদান করবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে মিলে স্থাপিত ল্যাবে বা কেন্দ্রীয় ল্যাব, খাদ্য অধিদপ্তরে পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দিবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) বিবিধ।

৪.০. বিপণন:

৪.১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলের আটা/ময়দা (প্যাকেটজাত/বস্তাজাত) ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিবে।

৪.২। ওএমএস নীতিমালা অনুযায়ী বিক্রয়স্থল নির্ধারিত হবে।

৪.৩। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে চলমান ওএমএস কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলে উৎপাদিত প্যাকেটজাত /বস্তার আটা ঢাকা মহানগরসহ ঢাকা জেলায় ও প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী শ্রমঘন জেলাসমূহ বিক্রি করা যাবে।

৪.৪। আটা/ময়দা বিক্রির কার্যক্রম চাহিদার ভিত্তিতে "সুলভ মূল্য কার্যক্রমে" বিক্রয় করা যাবে।

৪.৫। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত আটা, ময়দা, সুজি প্যাকেটজাত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্যাকেজিং ইউনিট সংযোজন না হওয়া পর্যন্ত বস্তার মাধ্যমে আটা/ময়দা বাজারজাত করা যাবে।

৪.৬। বিপণনে পাটজাত প্যাকেট/বস্তা এর ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.৭। ওএমএস কার্যক্রমের ডিলারগণ আটা/ময়দা বিক্রি ওএমএস নীতিমালা অনুযায়ী কেজিপ্রতি পরিচালন ব্যয় (লভ্যাংশ) পাবেন; যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও সময় সময় পুনঃনির্ধারণযোগ্য হবে।

৪.৮। সরকার দৈনিক বিক্রয়ের জন্য আটা/ময়দার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ সে অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্ত হবেন।

৪.৯। ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় ভোক্তার অনুকূলে "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে আটা/ময়দা বিক্রি করতে হবে।

৪.১০। কোন কারণে অবিক্রিত উৎপাদিত পণ্য থাকলে সরকারের অনুমোদনক্রমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবেন।

৪.১১। প্রধান মিলার/পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু সিএসডিতে প্যাকেটজাত/বস্তাবন্দি আটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিবেন এবং পার্শ্ববর্তী শ্রমঘন জেলাসমূহের ক্ষেত্রেও একইভাবে সদর খাদ্য গুদামে তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিবেন।

৪.১২। সরকার বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫.০. **বিবিধঃ**

৫.১। সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল কর্তৃক উৎপাদিত আটা, ময়দা, সুজি, ভুষির বিক্রয় মূল্য চালানের মাধ্যমে সরকারের নিদিষ্ট খাতে জমা হওয়ার পর ডি.ও.মূলে মিল/সিএসডি/এলএসডি হতে ডিলারের কাছে সরবরাহ করতে হবে।

৫.২। ডি.ও.ইস্যুকারী কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট চালান প্রতিপাদন নিশ্চিত রাখবেন।

৫.৩। প্রধান মিলার, আটা, ময়দা, ভুষি, সুজির অধিযাচন এবং সরবরাহের হিসাব বিবরণী রেজিস্টারভুক্ত রাখবেন।

৫.৪। প্রধান মিলার, নিয়মিত সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারসমূহ যাচাই করবেন এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৫.৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা পরিবর্তন/সংযোজন/পরিবর্ধন করার এখতিয়ার সরকার সংরক্ষণ করে।

স্বাক্ষরিত/-৩০/১২-২০১৫
মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পরিচালন নীতিমাল-২০১৫
চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মুশফেকা ইকফাৎ, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	সচিবের দপ্তর
সভার তারিখ	:	২৮-১২-২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময়	:	বিকাল ৩.০০ ঘটিকায়
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	সংযোজিত তালিকা "ক" সন্নিবেশ করা আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি পোস্তগোলাতে নবনির্মিত সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল স্থাপনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যকর করাসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী এবং আটার বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে আধুনিক এ ফ্লাওয়ার মিলটি উদ্বোধন করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে সভাপতি মিলটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সকলের আন্তরিক ভূমিকা প্রত্যাশা করেন। তিনি এ সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা উপস্থাপনের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অনুরোধ জানান।

০২। মহাপরিচালকের পক্ষে পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর নীতিমালাটি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় নীতিমালার প্রতিটি পর্যায় বিশ্লেষণের জন্য উপস্থিত সকল সদস্যের মতামত আহবান করেন।

০৩। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে প্রস্তাবিত এ নীতিমালাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা হয়েছে এবং এটি সভায় অনুমোদিত হলে মিলটিতে পূর্ণাঙ্গরূপে পরিচালনা শুরু করা সম্ভব হবে। এছাড়া মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর অবহিত করেন যে, পোস্তগোলা ফ্লাওয়ার এন্ড ফিড মিলস্ এর জনবলের সাথে সমন্বয় করে বর্তমানে নবনির্মিত সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলটির জন্য প্রযোজ্য নতুন জনবলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৪। অতঃপর সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থাপিত খসড়া নীতিমালার প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মতামতসহ বিভিন্ন সংশোধনী/সংযোজনী আনয়নের প্রস্তাব করেন।

০৫। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, খাদ্য মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে জানান যে, পোস্তাগোলা সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলটি সরকারি খাতে দেশের একমাত্র ময়দার মিল। মিল পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালার অভাবে এ মিলটি চালু করা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত মিলটি পরিচালনার জন্য জনবল সংক্রান্ত কোন কাঠামো নেই; মিলটি চালু করতে গেলে অন্যান্য সাইলো থেকে লোক এনে তা চালু করতে হবে। Silo Bin এ গম পাঠানোর জন্য যে Grain Receiving Pit রয়েছে তার উপরে কোন শেড না থাকায় বর্ষাকালে বা বৃষ্টির সময় Receiving Pit এ কোন গম দেয়া যাবে না । মিলটি চালু না হওয়ায় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি প্যাকেটজাত করে রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন এ অবস্থায় থাকলে যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তিনি সভায় আরও জানান যে, মিলটির কার্যকারিতার লক্ষ্যে সরাসরি নদীতে আগত কার্গো থেকে গম Conveyer Belt এর মাধ্যমে গ্রহণের জন্য একটি প্রকল্প খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে অনতিবিলম্বে সরকারি ফ্লাওয়ার মিলটির কার্যক্রম নীতিমালার আওতায় শুরু করার গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য Conveyer Belt এর প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্যাকেজিং ইউনিট স্থাপনের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং মিলটি উৎপাদনে যাওয়ার এক মাসের মধ্যে এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার এবং আর্থিক সংশ্লেষের বিষয়টিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সুপারিশসহ খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রেরণের আবশকতা সভায় তুলে ধরেন।

০৬। **গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:**—উপরিউল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সকল সদস্য একমত হয়ে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

(ক) 'সরকারি আধুনিক ফ্লওয়ার মিল পরিচালন নীতিমালা-২০১৫' এর খসড়া সংশোধনক্রমে চূড়ান্তকরণ করা হলো।

বাস্তবায়ন :—যুগ্মসচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) খাদ্য মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে খাদ্য অধিদপ্তর প্রেরণ করবেন।

(খ) "গম গ্রহণ পিট"এর শেড নির্মাণ, সরাসরি নদীতে আগত কার্গো থেকে গম Conveyer Belt এর প্রস্তাবিত প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্যাকেজিং ইউনিট স্থাপনসহ সরকারি ফ্লাওয়ার মিলের আরো কার্যকারিতা সমন্বয় করতে হবে।

বাস্তবায়নে:-অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয়।

(গ) সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল এর এক মাসের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ মিলটির আরো উৎপাদনমুখী করার সুপারিশ প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে:—মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।

(ঘ) পোস্তগোলা ফ্লাওয়ার এন্ড ফিড মিলস্ এর জনবলের সাথে সমন্বয় করে বর্তমানে নবনির্মিত সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলটির প্রযোজ্য নতুন জনবল অনুমোদনের বিষয়টি আরো ত্বরান্বিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে:—অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

০৭। সভাপতি 'সরকারি ফ্লাওয়ার মিল পরিচালন নীতিমালা-২০১৫' এর খসড়া চূড়ান্তকরনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-৩০/১২/১৫
মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব।
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নং ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৯.০০১.১৫-২৮৩

তারিখ: **৩০ ভাদ্র ১৪২২বাং**
১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫খ্রি:

বিষয়ঃ **ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় "সরকারি ব্যয়ে পুষ্টি চাল বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা" ও "চুক্তিপত্রের নমুনা" অনুমোদন।**

সূত্রঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ২৪-০৬-২০১৫ তারিখের ৬৩১-নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত পত্রের প্রস্তাবমতে "সরকারি ব্যয়ে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা" ও "চুক্তিপত্রের মডেল" সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে যা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, "সরকারি ব্যয়ে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা" জারিপূর্বক উক্ত বাস্তবায়ন নীতিমালা ও "চুক্তিপত্রের মডেল" এর আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-১৪/০৯/১৫

মোঃ কাউসার আহাম্মদ
উপ-সচিব (সরবরাহ)
ফোন: ৯৫১৪
e-mail: dssupply@mofood.gov.bd

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

অনুলিপি:
১। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ উপসচিব (উন্নঃ-২), পরিবহনপুল ভবন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় সরকারী ব্যয়ে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা"

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী মহিলাদের অনুপুষ্টি অভাবপূরণে পুষ্টিচাল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সরকারি ব্যয়ে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিতভাবে এর বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হল:

১। প্রিমিক্স কার্নেল ও সাধারণ চাল মিশ্রণের জন্য মিল নির্বাচন:

(ক) প্রিমিক্স কার্নেল ও সাধারণ চাল নির্ধারিত অনুপাতে মিশ্রণের জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রকল্প এলাকার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিল নির্বাচন করবেন। তবে কাজের সুবিধা বিবেচনা করে একই মিল হতে একাধিক উপজেলায় পুষ্টি চাল সরবরাহ করা যাবে;

(খ) কোন উপজেলায় বা জেলায় উপযুক্ত/আগ্রহী মিল না থাকলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিকটস্থ জেলা বা অন্য যে কোন জেলার উপযুক্ত/আগ্রহী মিল নির্বাচন করতে পারবেন এবং সেই মিলের মাধ্যমে মিশ্রণ কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবেন;

(গ) মিশ্রণ মিলের অবস্থান অনুযায়ী নিকটস্থ এলএসডি/সিএসডি হতে সাধারণ চাল উত্তোলন করতে হবে। মিলের অবস্থান ভিন্ন জেলা/উপজেলায় হলে ভিজিডির বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিকটস্থ এল.এস.ডি/সিএসডি হতে প্রিমিক্স কার্নেল ও সাধারণ চাল উত্তোলনের জন্য মিশ্রণ মিলারের অনুকূলে সরবরাহ আদেশ জারি করতে পারবেন। প্রিমিক্স কার্নেল মিশ্রণের পর পুষ্টি চাল প্রকল্প এলাকার এলএসডি/সিএসডি বা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট সরবরাহ করা যাবে। মালামাল উত্তোলন ও মিশ্রণ যেখানেই হোক না কেন, প্রকল্প এলাকার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এ কার্যক্রমের ডি.ডি.ও হিসেবে কাজ করবেন। প্রকল্প এলাকার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঘ) চলমান আইআরটিসি, ডিআরটিসি ও সিআরটিসি'র পরিবহন ব্যয়, চালকলের মাধ্যমে ধান হতে চাল প্রস্তুত করার ব্যয়, গুদামের হ্যান্ডেলিং ব্যয়, ডব্লিউএফপি কর্তৃক এ কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয়, সর্বোপরি মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ পিপিএ/২০০৬ এবং পিপিআর/২০০৮ এর আওতায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণে একক উৎস হতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মিলারের সাথে মিশ্রণ, পরিবহণ ও প্যাকেজিং এর জন্য চুক্তির ব্যবস্থা নেবেন। প্রকল্প এলাকার আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চলমান পদ্ধতি অনুসরণে তা সম্পন্ন করে অনুমোদন দেবেন;

(ঙ) ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসরণে চুক্তিবদ্ধ মিলারের মাধ্যমে গুদাম হতে সাধারণ চাল উত্তোলন, মিলার কর্তৃক সাধারণ চালে প্রিমিক্স মেশানোর ব্যবস্থা গ্রহণ, বস্তাবন্দিকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/বিতরণ কেন্দ্রে পুষ্টিচাল সরবরাহকরণে খাদ্য অধিদপ্তর এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করবেন;

(চ) কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিশ্রণ মিলারের গুদামে মজুদকৃত পুষ্টিচাল পরিদর্শনকালে খামাল হতে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা পরীক্ষা করবেন এবং পরীক্ষায় পুষ্টি চালের মিশ্রণ $\pm$ ১৫% হলে তথা ১০০টি মিশ্রিত চালের মধ্যে গড়পরতা যেখানে ১টি প্রিমিক্স কার্ণেল থাকার কথা সেখানে ৮৫ হতে ১১৫টি মিশ্রিত চালের মধ্যে ১ টি প্রিমিক্স কার্ণেল থাকলেই কেবল তা সরবরাহের জন্য প্রত্যয়ন করবেন। প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে মিশ্রণ মিলারের গুদাম হতে কোন প্রকার মজুদ পুষ্টিচাল এলএসডি/সিএসডি/ইউনিয়ন পর্যায়ে সরবরাহের জন্য পরিবহন করা যাবে না;

(ছ) প্রকল্প এলাকার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিশ্রণ মিলের অনুকূলে সরবরাহতব্য সাধারণ চাল ও প্রিমিক্স কার্ণেল এর সমমূল্যের পে-অর্ডার/ব্যাংক গ্যারান্টি জামানত হিসেবে মিশ্রণ মিলারের নিকট হতে গ্রহণ করে নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে উপজেলাওয়ারী চুক্তি সম্পন্ন করবেন (চুক্তি নমুনা পরিশিষ্ট-'খ'-তে দেয়া হল):

(জ) চুক্তিবদ্ধ মিশ্রণ মিলের অনুকূলে খাদ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনে চাল সংগ্রহের মৌশুমে অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা দিতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে এএসডি/সিএসডি হতে মিলে চাল সরবরাহের জন্য পরিবহন খরচ প্রযোজ্য হবে না; এবং

(ঝ) খাদ্য অধিদপ্তর চাল মিশ্রণের অনুপাত ভৌত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর নিকট হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

২। **<u>"প্রিমিক্স কার্ণেল" ক্রয় :-</u>**

(ক) খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগ প্রয়োজনীয় পরিমাণ কার্ণেল ক্রয় করবে। দেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেলে স্থানীয়ভাবে তা সংগ্রহ করা যাবে। তবে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ হলে দেশের বাইরে থেকেও তা আমদানি করা যাবে:

(খ) ক্রয়কৃত প্রিমিক্স কার্ণেল সাধারণত কর্মসূচি এলাকার নিকটবর্তী এলএসডি/সিএসডি-তে সংরক্ষণ করতে হবে;

(গ) প্রিমিক্স কার্ণেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বি.এস.টি.আই হতে অনুমোদিত বিনির্দেশ অনুসরণ করতে হবে; এবং

(ঘ) কোন কারণে সরকারী পর্যায়ে প্রিমিক্স কার্ণেল ক্রয় করা সম্ভব না হলে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রিমিক্স কার্ণেল ধারে সংগ্রহ করা যাবে। পরবর্তীতে ক্রয়কৃত প্রিমিক্স হতে ধার নেয়া প্রিমিক্স পরিশোধ করা যাবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

৩। **<u>প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয় নির্বাহ:-</u>**

সরকারী ব্যয়ে ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে বাস্তবায়ন করা হবে। ফলে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ কাজের ব্যয়িত অর্থ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন থাকায় নিম্নরূপে তা বাস্তবায়ন ও স্থানান্তর হবে;

(ক) অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহকরা প্রিমিক্স কার্ণেলের জন্য অভ্যন্তরীণ ধান/চাল সংগ্রহ খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। আমদানি করার প্রয়োজন হলে, তা বৈদেশিক সংগ্রহ খাত হতে মেটানো হবে;

(খ) প্রিমিক্স কার্ণেল মিশ্রণের ব্যয় মিলিং কমিশন খাত হতে এবং প্রিমিক্স কার্ণেল ও পুষ্টিচাল পরিবহণ ব্যয় খাদ্যশস্য পরিবহণ ব্যয় (চাল) খাত হতে নির্বাহ হবে;

(গ) খালি বস্তা এর খাত হতে বস্তার ব্যয় নির্বাহ করা হবে;

(ঘ) পুষ্টিচাল প্যাকেজিং ও প্যাকেজিং দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় মিশ্রণ ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ মিশ্রণ মিলারের সমুদয় ব্যয় ২ ভাগে ভাগ হবে, যথা-(i) মিশ্রণ ব্যয় ও (ii) পরিবহণ ব্যয়;

(ঙ) খাদ্য অধিদপ্তর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে;

(চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ খাদ্য অধিদপ্তরের ‘কর ব্যতিত প্রাপ্তি খাতে কোড নং-১/৪৮৩১/০০০১/২৬৮১’ বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি খাতে স্থানান্তরের (বুক এডজাষ্টমেন্ট) মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে;

(ছ) এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম শুরুর প্রারম্ভে/অর্থ বছরের শুরুতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ সম্পর্কে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

এছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলি আদেশ জারি, সাধারণ চাল গুদাম হতে উত্তোলন, মিলার কর্তৃক তা মিশ্রণ, মান পরিবীক্ষণ, বস্তাবন্দিকরণ, পরিবহণ, অর্থের বরাদ্দ প্রাপ্তি, ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জারি করা ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকার সাথে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা সাংঘর্ষিকতার উদ্ভব হলে, তা নিরসনকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করা যাবে।

গুদাম হতে উত্তোলিত সাধারণ চাল ও প্রিমিক্স কার্নেল নির্ধারিত অনুপাতে মিশ্রণ এবং মিশ্রিত পুষ্টি চাল নেট ৩০.৩০০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেমিনেটেড পিপি ব্যাগে সরকারী গুদাম/বিতরণ কেন্দ্রে সরবরাহের চুক্তিপত্র

চুক্তির নং-..............তারিখ ঃ.................খ্রিঃ।

অদ্য...........বাংলা সনের.............মোতাবেক............খ্রিঃ সনের.........তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক......প্রথমপক্ষ

এবং

জনাব/মেসার্স:...................গ্রামঃ.............পোঃ..............থানাঃ............জেলাঃ.............মালিক................ মিশ্রণ চালকল.................লাইসেন্স নং.............................. দ্বিতীয়পক্ষ অত্র চুক্তি সম্পাদন করলেন (এই চুক্তিনামা এবং শর্তাবলী উক্ত চালকলের মালিক, তার প্রতিনিধি/উত্তরাধিকার/উত্তরসুরীগণের উপর প্রযোজ্য হবে)।

প্রথম পক্ষের সরকারী গুদাম হতে চাল ও প্রিমিক্স কার্নেল উত্তোলন/গ্রহণ করে দ্বিতীয়পক্ষ নির্ধারিত অনুপাতে তা চালের সাথে মিশ্রণ করে ৩০.৩০০ কেজি নেট ওজন সম্বলিত পুষ্টিচাল লেমিনেটেড পিপি (পলি প্রোপাইলিন) ব্যাগে ভিজিডি কর্মসূচিতে বিতরণের লক্ষ্যে সরকারী গুদাম/বিতরণ কেন্দ্রে সরবরাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং মিশ্রণ মিলার তাঁর মিলের অনুকূলে সরবরাহতব্য চালের অর্থনৈতিক মূল্য(.........টাকা/মেঃ টন) ও প্রিমিক্স কার্নেলের নির্ধারিত মূল্য (..........টাকা/মেঃটন) বাবদ মোট........টাকার (যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,.........এর অনুকূলে শর্তহীন ও পরিশোধযোগ্য) পে-অর্ডার/ব্যাংক গ্যারান্টি (জামানতের বর্ণনা..........) জামানত হিসেবে প্রদান করায় নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতিক্রমে এ চুক্তি সম্পাদিত হলঃ-

১। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিজিডি কর্মসূচির নির্দেশিকা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বরাদ্দ আদেশের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক...........প্রতি মাসে কম/বেশী..........মেঃ টন সাধারণ চাল ও আনুপাতিক হারে..........মেঃ টন প্রিমিক্স কার্নেল প্রদানের জন্য মিশ্রণ মিলারের অনুকূলে সরবরাহ আদেশ জারি করবেন। মিশ্রণ মিলার জেলা সদরে অবস্থিত খাদ্য গুদাম অথবা নির্দেশিত/নির্ধারিত যে কোন এলএসডি/সিএসডি হতে বরাদ্দকৃত সাধারণ চাল ও প্রিমিক্স কার্নেল উত্তোলন ও পরিবহণ করে নিয়ে আসবেন;

২। মিশ্রণ মিলার গুদাম হতে উত্তোলিত সাধারণ চাল ও প্রিমিক্স কার্নেল নির্ধারিত হারে অর্থাৎ ১০০ ঃ ১ অনুপাতে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রণ করবেন এবং ৩০.৩০০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন (একাধিকবার হাতবদলযোগ্য) লেমিনেটেড পিপি ব্যাগ প্যাকেজিং ও যান্ত্রিকভাবে মুখ সেলাই করে মিল-গুদামের উপযুক্ত স্থানে ডানেজ পেতে মজুদ করে রাখবেন। প্রতিটি ব্যাগে নেট ওজন ±০.৫% গ্রহণযোগ্য হবে;

৩। গুদাম হতে উত্তোলিত সাধারণ চাল ও প্রিমিক্স কার্নেলের মান অক্ষুণ্ণ রাখা এবং পোকার আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য মিশ্রণ মিলারকে সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪। মিশ্রণ মিলার সাধারণ চালের সাথে প্রিমিক্স কার্নেল মিশ্রণকালে ভাংগাদানার হার ও অন্যান্য বিনির্দেশ (যেমন- আর্দ্রতার পরিমাণ ইত্যাদি) অপরিবর্তিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৫। মিশ্রণ মিলার কর্তৃক চাল মিশ্রণের পূর্বে, মিশ্রণকালে এবং মিশ্রণের পর প্রাপক-কে বুঝিয়ে দেয়ার আগে যে কোন সময় খাদ্য অধিদপ্তরের কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক/খাদ্য পরিদর্শক/মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি পুষ্টি চালের মান পরীক্ষা করবেন এবং প্রত্যয়ন করবেন। এ প্রত্যয়ন ছাড়া পুষ্টি চাল সরবরাহযোগ্য হবে না;

৬। মিশ্রণ মিলার পুষ্টি চাল প্রক্রিয়াকরণের সময় মান পরীক্ষা করবেন এবং তা রেজিষ্টার/খাতায় রেকর্ড করবেন। প্রিমিক্স কার্নেল/পুষ্টি চালের মিশণ ±১৫% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে; অর্থাৎ ১০০ টি মিশ্রত চালের মধ্যে গড়পরতা যেখানে ১টি প্রিমিক্স কার্নেল থাকার কথা, সেখানে গড়পরতা ৮৫ হতে ১১৫ টি মিশ্রিত চালের মধ্যে ১টি প্রিমিক্স কার্নেল থাকলেও চলবে। এইরূপ মিশ্রণ না হলে, মিলারকে নিজ খরচে পুনরায় মিশ্রণ করতে হবে;

৭। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,............এর চাহিদা অনুযায়ী উপরের বর্ণিত প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত ও প্যাকেটজাত পুষ্টি চাল ভাল অবস্থায় অর্থাৎ মান অক্ষুণ্ন অবস্থায় নির্দিষ্ট সরকারি গুদামে অথবা নির্দেশিত ভিজিডি বিতরণ কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মিশ্রণ মিলারকে নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থায় ও দায়িত্বে (পরিমাণ ও মান) পৌঁছে দিতে হবে;

৮। গুদাম হতে উত্তোলিত সাধারণ চাল, গৃহীত প্রিমিক্স কার্নেল এবং হস্তান্তরিত পুষ্টি চালের ক্ষেত্রে কোন গুদাম বা পরিবহণ ঘাটতি অনুমোদনযোগ্য নয়। তবে প্রতিটি ব্যাগের ওজন ±০.৫% গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি সংঘটি হলে সরকারী অর্থনৈতিক মূল্যে মিশ্রণ মিলারের বিল হতে তার মূল্য আদায়যোগ্য হবে অথবা তার জামানত হতে তা সমন্বয় করা হবে;

৯। মিশ্রণ মিলার পুষ্টি চাল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহে ব্যর্থ হলে বা আত্নসাৎ করলে অর্থনৈতিক মূল্যে দ্বিগুন হারে টাকা আদায়সহ প্রচলিত ফৌজদারি আইনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

১০। মিশ্রণ মিলার খোলা বাজার হতে ৭৫ (±.৫%) গ্রাম ওজনসম্পন্ন ও ৩০.৩০০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যামিনেটেড পিপি, পরিষ্কার ও অবিনষ্ট ব্যাগ/প্যাকেজ সংগ্রহ করবেন; ব্যাগ/প্যাকেজের গায়ের উভয় দিকে নিম্নোক্ত তথ্য সম্বলিত ছাপ থাকতে হবেঃ

প্যাকেজের সম্মুখে		প্যাকেজের পশ্চাতে
গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার (লগোসহ)	-	মিলারের নাম :..............
পুষ্টি চাল (ভিটামিন এ, বি১,বি১২,ফলিক এসিড এবং খনিজ লবন, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ)	-	উৎপাদনের তারিখ :............ নেট ওজন ৩০.৩০০ কেজি বিক্রয়/বিনিময়ের জন্য নয়

১১। পুষ্টি চাল প্রাপককে বুঝিয়ে দেয়ার আগে ব্যাগ ফেঁটে গেলে বা কোন ব্যাগের গায়ে সন্নিবেশিত তথ্য স্পষ্ট না থাকলে বা অপর্যাপ্ত সেলাই হলে,মিশ্রণ মিলার ঐ সব ব্যাগ নিজ খরচে প্রতিস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

১২। মিশ্রণ মিলার গুদাম হতে উত্তোলিত সাধারণ চাল ও প্রিমিক্স কার্নেল এবং হস্তান্তরিত পুষ্টি চালের মাসভিত্তিক রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন এবং পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা/প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থাপন করবেন;

১৩। মিশ্রণ মিলার প্রতি মেঃটন পুষ্টি চালের জন্য .... টাকা হারে মিশ্রণ কমিশন এবং .... টাকা হারে পরিবহন বিল প্রাপ্য হবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ... ডিডিও হিসেবে বিল পরিশোধ করবেন। মিশ্রণ মিলার বিলের ভাউচার হিসেবে বিলি আদেশের ১ম কপি ও চালানের কপি বিলের সাথে জমা করবেন;

১৪। এই চুক্তির মেয়াদ আগামী........... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে চুক্তি মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাব; এবং ২ মাস পূর্বে নোটিশ প্রধান করে চুক্তির অবসান করা যাবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ১ মাসের মধ্যে জামানত অবমুক্ত করা যাবে। তবে মিশ্রণ মিলারের নিকট সরকারী পাওনা থাকলে তা আদায়/সমন্নয় করে অবশিষ্ট জামানত অবমুক্ত করতে হবে;

১৫। সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলীতে এবং শর্তাবলী কার্যকরী করতে কোনরূপ মতানৈক্য দেখা দিলে ২০০১ সালের সালিশ আইনের আওতায় প্রথমপক্ষ বিষয়টি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নিকট সালিশের জন্য উপস্থাপন করতে পারবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক উভয় পক্ষের সালিশদার হিসাবে নিষ্পত্তির আদেশ দেবেন। সালিদারের রায় উভয় পক্ষ মানতে বাধ্য থাকবেন। সালিশী মামলা চলাকালে কোন পক্ষ দেওয়ানী মামলা করতে পারবেন না। ২০০১ সনের সালিশ আইন অনুযায়ী সালিশ পরিচালিত হবে।

মিলারের নাম		গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকারের পক্ষে

খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০১৫ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

সরবরাহ অধিশাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূচিপত্র :

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	কার্যক্রমের আওতা	১
২।	পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান	১
৩।	ডিলারের যোগ্যতা (ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার)	২
৪।	বিক্রয় প্রক্রিয়া	২
৫।	চাল/আটা/গম উত্তোলন	৩
৬।	বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচিতি	৩
৭।	ট্রাকে চাল/আটা/গম বিক্রয় প্রক্রিয়া	৩
৮।	মনিটরিং	৪
৯।	ডিলার সংখ্যা ও তাদের নিয়োগ	৪
১০।	গঠিত কমিটিসমূহ	৫
১১।	কমিটিসমূহের কার্যপরিধি	৬
১২।	অঙ্গীকারনামা	৬
১৩।	অঙ্গীকারনামার ছক (পরিশিষ্ট-ক)	৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩২.০০১.১৫.১৩৯ তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২১ বঃ/০৭ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিঃ

খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০১৫ খ্রিঃ

Public Food Distribution System (পিএফডিএস) এর আওতায় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রবণতা রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা (Price Support) দেয়া এবং বাজার দর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ওএমএস নীতিমালা, ২০১২ বাতিলক্রমে "খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০১৫" নিম্নরূপভাবে জারি করা হল :—

১। কার্যক্রমের আওতা:

(ক) খোলা বাজারে চাল/আটা/গম বিক্রির এলাকা/আওতা, শুরুর সময় ও মূল্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস এর আওতায় চাল/আটা/গম বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) বর্তমানে পরিচালিত ওএমএস পদ্ধতিতে শনিবার ব্যতীত সপ্তাহে ০৬ দিন প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ০২ মেঃ টন চাল এবং ১ মেঃ টন আটা প্রতিটি ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি করা যাবে। ওএমএস কার্যক্রমে সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন, বন্ধের দিন ও দৈনন্দিন বিক্রয়ের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্নির্ধারণ করতে পারবেন।

(গ) সরকার প্রয়োজনবোধে খাদ্যশস্যের মূল্য, বিতরণের পরিমাণ, ডিলার সংখ্যা, সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং এ কার্যক্রমের আওতা/পরিধি ইত্যাদি হ্রাস/বৃদ্ধিসহ এ নীতিমালার যে কোন অংশ সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবেন।

২। পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান :

(ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে জেলা সদর এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদর, ও জেলা/উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সংগে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করে এ কার্যক্রম পরিচালনা/পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি টিম পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(খ) ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার/উভয় প্রকার ডিলারের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

(গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার যে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওএমএস ডিলারদের কাজ তদারকি করতে পারবেন।

৩। ডিলারের যোগ্যতা (ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার):—

(ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক/জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্ত হতে হবে এবং তার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে;

(খ) ডিলারকে প্রতিষ্ঠিত মুদি দোকানদার/চালের খুচরা দোকানদার/সাধারণ ব্যবসায়ী হতে হবে;

(গ) ডিলারের একসাথে কমপক্ষে ০২ (দুই) মেঃ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উপযোগী সংরক্ষণাগার থাকতে হবে;

(ঘ) দোকানের মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে ও খাদ্যশস্য নিরাপদ সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারীকে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে;

(চ) ডিলারকে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও মালামালের হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;

(ছ) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ট্রাক ডিলারকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ট্রাকে এবং দোকান ডিলারকে দোকানে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে হবে। তবে ট্রাক ডিলারেরও উপযোগী সংরক্ষণাগার থাকতে হবে;

(জ) ডিলারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী খোলা জায়গায়/ট্রাকে/অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে খাদ্যশস্য বিক্রয়ে সম্মত থাকতে হবে;

(ঝ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কোন ডিলার/মিলার/ঠিকাদারি কাজে ইতোপূর্বে শাস্তিপ্রাপ্ত, কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন ব্যক্তি ডিলার হতে পারবেন না;

(ঞ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পরিবহন ঠিকাদার/শ্রম ঠিকাদার/মিলার/ডিলার হিসেবে কর্মরত কোন ব্যক্তি/তাঁর উপর নির্ভরশীল কেউ পুনরায় এ কার্যক্রমের ডিলার হতে পারবে না; এবং

(ট) প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না।

৪। বিক্রয় প্রক্রিয়া :

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চাল/আটা/গম বিক্রয় করতে হবে:—

(ক) সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা অথবা চাল/আটা/গম বিক্রয় শেষ হওয়া পর্যন্ত (যা আগে হয়) দোকান খোলা রাখতে হবে।

(খ) জনপ্রতি নির্ধারিত পরিমাণ চাল/আটা/গম বিক্রয় এবং বিক্রিত খাদ্যশস্যের মাস্টার রোল তৈরি করতে হবে।

(গ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব মজুদ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ঘ) ডিলারের কার্যক্রম তদারকি করার প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চাল/আটা/গম বিক্রয় শুরু করতে হবে। তদারকি কর্মকর্তা বিক্রয়স্থলে দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের বস্তা ও পরিমাণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে বিক্রয় আদেশ দিবেন। তাছাড়া দিনের বিক্রয় শেষে ডিলার ও তদারকি কর্মকর্তাকে বিক্রিত খাদ্যশস্যের মাস্টার রোল ও মজুদ খাদ্যশস্য যাচাই করে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতে হবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(ঙ) ভোক্তাদের ভিড়ে ডিলারের দোকান অপরিসর প্রতীয়মান হলে বা অন্যকোন কারণে প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী কোন প্রশস্ত খোলা জায়গায় অস্থায়ীভাবে নির্মিত কাঠামোতে চাল/আটা/গম বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(চ) ওএমএস কার্যক্রম বন্ধ হবার পরও কোন ডিলারের নিকট উত্তোলিত, কিন্তু অবিক্রিত চাল/আটা থেকে গেলে, তা এ নীতিমালার আওতায় বিক্রয় করে নিঃশেষ করতে হবে।

৫। **চাল/আটা/গম উত্তোলন:**

(ক) চাল/আটা/গম উত্তোলনের জন্য ডিলারকে চাহিদাপত্র দেয়ার সময় আগের দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী দিনের চাহিদাপত্র তৈরি করতে হবে।

(খ) প্রতিটি দোকানে কমপক্ষে ০২ (দুই) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য একসঙ্গে উত্তোলন করতে হবে। তবে কোন ডিলার ইচ্ছা করলে ও সংরক্ষণ সুবিধা থাকলে একসাথে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য উত্তোলন করতে পারবেন।

(গ) বিক্রয় দিনের খাদ্যশস্যের মূল্য কমপক্ষে একদিন পূর্বে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে চাল/আটা/গম উত্তোলন করতে হবে।

(ঘ) কোন বস্তার ওজন ৫০ কেজি বা ৮৫ কেজির (বস্তা ছাড়া) কম হবে না। সরকারি গুদাম হতে সরবরাহকালে চাল/আটা/গমের নমুনা গ্রহণ করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা ও ডিলারের যৌথ স্বাক্ষরে সিলগালাকৃত একটি করে নমুনা গুদামে ও অপরটি ডিলারের নিকট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। **বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচিতি:**

(ক) ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য দোকান/ট্রাকে প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ফুট—৩ফুট) ঝুলাতে হবে এবং প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে নিম্নরূপ কথা লেখা (সাদা রং) থাকতে হবে:—

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ওএমএস দোকান/ট্রাক সেল

প্রতিকেজির মূল্য	মাথাপিছু সর্বোচ্চ
(ক) চাল : ....টাকা/কেজি	(ক) চাল : ....কেজি
(খ) আটা : ....টাকা/কেজি	(খ) আটা : ....কেজি
(গ) গম : ....টাকা/কেজি	(গ) গম : ....কেজি

(খ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের কমান্ড এরিয়াতে ঢোল শহরত ও মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। **ট্রাকে চাল/আটা/গম বিক্রয় প্রক্রিয়া:**

(ক) নিয়োজিত ডিলারকে প্রতিদিন নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হবে।

(খ) ডিলারকে ট্রাকে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হবে।

(গ) ডিলারকে প্রতিদিনের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিয়ে আগের দিন ডি,ও (ডেলিভারি অর্ডার) গ্রহণ করতে হবে এবং খাদ্যশস্য বিক্রির দিন সিএসডি/এলএসডি হতে চাল/আটা/গম গ্রহণপূর্বক সকাল ৯.০০ টার মধ্যে বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

(ঘ) ট্রাকে খাদ্যশস্য বিক্রয় মনিটরিং এর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক একজন করে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

(ঙ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পরবর্তী দিবসে পূর্বাহ্নে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

(চ) দিনের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয় অন্তে নিঃশেষ না হলে দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য পরবর্তী ওএমএস দিবসের বরাদ্দের সাথে সমন্বয় করে ডিলারের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে।

(ছ) মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে কোন মহানগর/সিটি কর্পোরেশন/জেলা শহরে বা অন্য শহরে ট্রাকের পরিবর্তে দোকানের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য আদেশ দিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণে আগ্রহী ট্রাক ডিলারগণ এ কার্যক্রম চালাতে পারবেন।

৮। **মনিটরিং:**

(ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের ওএমএস এর জন্য উত্তোলিত ও বিক্রিত চাল/আটা/গমের হিসাব মনিটরিং এর জন্য নিজ নিজ কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলবেন। এসব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে ডিলার সংখ্যা, উত্তোলিত ও বিক্রয়ের পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ফ্যাক্স/ই-মেইল/টেলিফোনে ঐ দিন বিকাল ৬.০০ ঘটিকার মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজম্যান্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এন্ড মনিটরিং (এমআইএসএন্ডএম) বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সমন্বিত প্রতিবেদন পরবর্তী দিবসে পূর্বাহ্নে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সাধারণতঃ সকাল ৯.০০ টা হতে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। তবে প্রত্যাশিত তথ্য (এমআইএসএন্ডএম) বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে না জানানো পর্যন্ত তা বন্ধ করা যাবে না।

(গ) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে। এছাড়া সমন্বিত প্রতিবেদন পরবর্তী দিবসে পূর্বাহ্নে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৯। **ডিলার সংখ্যা ও তাদের নিয়োগ :**

এ নীতিমালার আওতায় সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদর, সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও বড় বড় হাট বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারিত) ডিলার নিয়োগ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে :—

(ক) এ নীতিমালার আওতায় সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদর, সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও বড় বড় হাট বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করা যাবে।

(খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব ও দরিদ্রতা বিবেচনায় নিয়ে ডিলারের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে খাদ্য অধিদপ্তর দফা ৯ (ক)(খ) মোতাবেক এলাকাভিত্তিক ডিলারের সংখ্যার কোটা নির্ধারণ করবে।

(ঘ) লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করতে হবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগদান করবেন;

(চ) সংখ্যা নির্ধারণক্রমে বড় বড় হাট-বাজার, শিল্প প্রধান ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

(ছ) সংশ্লিষ্ট কমিটি ইতোপূর্বে ওএমএস কার্যক্রমে নিয়োজিতদের মধ্য থেকে যোগ্যতা সম্পন্নদেরকে ডিলার হিসেবে নির্বাচন করতে পারবে। এভাবে নিয়োজিতদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিলার নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। তবে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করে নিয়োগ দিতে হবে;

(জ) ঢাকা মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা এবং উপজেলাভিত্তিক নির্ধারিত সংখ্যক ডিলার ঠিক রেখে সংশ্লিষ্ট কমিটি ভোক্তাদের প্রয়োজনের নিরিখে, মহানগর ও সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থান, জেলা সদর, পৌরসভা ও উপজেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে ডিলার নিয়োগের জন্য এলাকা নির্বাচন করবে;

(ঝ) ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার নিয়োগকালে ট্রাক ডিলারের নিকট হতে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। ওএমএস কার্যক্রম শেষে কোন দায়-দেনা বা ত্রুটি না থাকলে এ জামানত ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। দায়-দেনা বা ত্রুটি থাকলে হারাহারি মতে মূল্য নির্ধারণ করে উক্ত জামানত থেকে সমন্বয় করে অবশিষ্ট টাকা ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। এতদ্‌ব্যতীত অঙ্গীকার নামার উল্লিখিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে।

১০। **নিম্নোক্ত কমিটিগুলো স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস-এ খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বাজার ও ডিলার নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবে :—**

(১) ঢাকা মহানগরী :

১.	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ,ঢাকা	-সভাপতি
২.	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-সদস্য
৩.	খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-সদস্য
৪.	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৫.	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা	-সদস্য
৬.	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-সদস্য-সচিব

(২) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় কমিটি :

১.	বিভাগীয় কমিশনার	-সভাপতি
২.	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-সদস্য
৩.	উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন	-সদস্য
৪.	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৫.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (বিভাগীয় সদর)	সদস্য
৬.	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

(৩) জেলা কমিটি :

১.	জেলা প্রশাসক	-সভাপতি
২.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-সদস্য
৪.	জেলা মার্কেটিং অফিসার	-সদস্য
৫.	২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-সদস্য-সচিব

(৪) উপজেলা কমিটি :

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-সভাপতি
২.	উপজেলা চেয়ারম্যানের মনোনীত প্রতিনিধি	-সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়রের প্রতিনিধি/সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-সদস্য
৪.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-সদস্য
৫.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-সদস্য
৬.	২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭.	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

১০.১। ওএমএস ডিলার নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১১। কমিটিসমূহের কার্যপরিধি :

(ক) জনবহুলতা ও দরিদ্র মানুষের ঘনবসতি বিবেচনায় নিয়ে বিক্রয় কেন্দ্র নির্বাচনের সুপারিশ করা;

(খ) যোগ্যতার আলোকে যাচাই-বাছাই করে ডিলার নিয়োগের সুপারিশ করা; এবং

(গ) কোন কারণে নিয়োজিত ডিলারশিপ বাতিল হলে বা কোন ডিলার কাজে আগ্রহী না হলে বা অন্যকোন কারণে ডিলারশিপ পরিচালনা করা সম্ভব না হলে, সেখানে দ্রুত ডিলার পুনর্নিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২। অঙ্গীকারনামা :

(ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন শর্তাবলি সংবলিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (পরিশিষ্ট-ক) দাখিল করার পর ডিলার নিয়োগ করতে হবে।

(খ) এ অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন ভঙ্গ করলে ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল করা যাবে ও অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা হবে।

(গ) এ ছাড়া প্রচলিত আইনে ডিলারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

স্বাক্ষরিত/-৭/৪/১৫

মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ‘ক’

অঙ্গীকারনামা (ওএমএস ট্রাক/দোকান ডিলার):

আমি..

পিতা/স্বামী..

মাতা...ওয়ার্ড নং..

পূর্ণ ঠিকানা..

ওএমএস ট্রাক/দোকান ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

(১) খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ওএমএস খাতে চাল/আটা/গম বিক্রয় করতে বাধ্য থাকব।

(২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরনের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না।

(৩) আমার নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে/দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ফুট—৩ফুট) ঝুলাতে বাধ্য থাকব এবং প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে নিম্নরূপ কথা লেখা (সাদা রং) থাকতে হবে :—

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ওএমএস দোকান/ট্রাক সেল

প্রতিকেজির মূল্য	মাথাপিছু সর্বোচ্চ
(ক) চাল : .... টাকা/কেজি	(ক) চাল : .... কেজি
(খ) আটা : .... টাকা/কেজি	(খ) আটা : .... কেজি
(গ) গম : .... টাকা/কেজি	(গ) গম : ....কেজি

(৪) নির্দেশিত সময়ে চাল/আটা/গম বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব/ট্রাকযোগে নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকব।

(৫) চাল/আটা/গমের হিসাবপত্র সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারি মাস্টার রোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করব।

(৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না। যে কোন কারচুপি জন্য আমি আইনতঃ দণ্ডনীয় হব।

(৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

(৮) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং আবেদনে উল্লিখিত দোকানের ঠিকানায় বা খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুদ রাখব।

(৯) জনসাধারণের স্বার্থে ট্রাক/ দোকানযোগে খোলাবাজারে চাল বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারি করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

(১০) সরকারী নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে (দণ্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে) অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দণ্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবেন।

(১১) ওএমএস-এ ট্রাক/দোকান হিসেবে অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলি ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারী খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন(ট্রাক ডিলারের ক্ষেত্রে) এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশিপ বাতিল বা কালোতালিকাভুক্ত করতে পারবেন।

ডিলারের স্বাক্ষর :..

দোকান/ট্রাক ডিলারের নাম :...

দোকান/ট্রাক ডিলারের ঠিকান :...

স্বাক্ষী-১ :	স্বাক্ষী-২ :
স্বাক্ষর :...	স্বাক্ষর :...
নাম :...	নাম :...
ঠিকানা :..	ঠিকানা :..

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-খাদুব্যম/খাবি/সর-১/রেশন-৪/১০/৫৭ তারিখ: ২১ মাঘ, ১৪১৭ বঃ/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিঃ

বিষয় ঃ সরকারী কর্মচারীদের ফেয়ার প্রাইস কার্যক্রমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা ২০১১।

সূত্র ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ১৩-০১-২০১১ তারিখের ২১ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বর্ণিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরকারী কর্মচারীদের ফেয়ার প্রাইস কার্যক্রমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমাল ২০১১ এর অনুমোদিত কপি এর সাথে প্রেরণ করা হলো। এ নীতিমালার কপি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণপূর্বক নীতিমালা অনুযায়ী অবিলম্বে কার্যক্রম শুরু করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : ০৪ (চার) পাতা। স্বাক্ষরিত/-৩/২/২০১১

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
উপ-সচিব (সরবরাহ)।
ফোন: ৯৫১৪৬১৬
e-mail: dssupply@fd.gov.bd

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

সরকারী কর্মচারীদের ফেয়ার প্রাইস কার্যক্রমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা-২০১১

স্বল্প ও সীমিত আয়ের ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের খাদ্য সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে সরকার কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সারাদেশে কর্মরত ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ও গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার-দফাদার) এ কার্যক্রমের সুবিধা পাবেন।

১। সুবিধাভোগী বাছাইয়ের মানদণ্ড :

ক) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মরত সরকারী কর্মচারী হতে হবে।

খ) স্থানীয় অফিস প্রধান অধিনস্থ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর তালিকা প্রদান করবেন।

গ) ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত চৌকিদার-দফাদার হতে হবে।

ঘ) চৌকিদার দফাদারদের তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত হতে হবে।

ঙ) সুবিধাভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে।

চ) সুবিধাভোগীর তালিকার সফ্‌ট কপি/সিডি খাদ্য বিভাগের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

২। মূল্য ও পরিমাণ :

সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডধারীদের মাসে ২০ কেজি চাল অথবা ২০ কেজি গম কিংবা চাল-গম সমন্বয়ে ২০ কেজি পরিমাণ খাদ্যশস্য দেয়া হবে। চালের বিক্রয় মূল্য হবে প্রতিকেজি ২৪.০০ টাকা; ডিলারের কমিশন ১.৫০ টাকা এবং এক্স-গুদাম মূল্য প্রতিকেজি ২২.৫০ টাকা। গমের বিক্রয় মূল্য প্রতিকেজি ২০ টাকা; ডিলার কমিশন ১.৫০ টাকা এবং এক্স-গুদাম মূল্য প্রতিকেজি ১৮.৫০ টাকা। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে পরিমাণ ও দর হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩। পরিচালন ও তত্ত্বাবধান :

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

খ) খাদ্য বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা/প্রশাসনের যে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিক্রয় কার্যক্রম ও ডিলারদের কাজ তদারকী করতে পারবেন।

গ) প্রধান নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সংশ্লিষ্ট সরকারী কার্যালয়ের প্রধান কর্তৃক প্রণীত তালিকা অনুযায়ী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রণীত তালিকা অনুযায়ী গ্রাম পুলিশদের রেশন কার্ড জারি করবেন।

ঘ) কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ড জারীর তথ্য যথাযথভাবে রেজিস্টারভুক্ত করতে হবে।

৪। ডিলারের যোগ্যতা :

ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ডে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্যক্রমের ডিলার হতে নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে:—

(ক) ডিলারকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স হতে হবে।

(খ) দোকানের মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে ও পণ্য নিরাপদ সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে।

(গ) ডিলারের একসঙ্গে কমপক্ষে ১০ (দশ) মেঃ টন চাল/গম সংরক্ষণের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(ঘ) ডিলারকে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে।

(ঙ) ডিলারকে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও মালামালের হিসাব সংরক্ষণের সক্ষম হতে হবে।

(চ) শাস্তি প্রাপ্ত, কালো তালিকাভুক্ত, বাতিল করা বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা ব্যক্তিকে ডিলার নিয়োগ করা যাবে না।

(ছ) একই ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের একাধিক ক্ষেত্রে ডিলার হতে পারবেন না।

৫। **খাদ্যশস্য বিক্রয় প্রক্রিয়া :**

নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করে কার্ডধারীদের নিকট খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হবে :—

(ক) সপ্তাহে ৩ দিন যথাক্রমে শুক্র, শনি ও মংগলবার সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখতে হবে।

(খ) **প্রতি মাসে কার্ড প্রতি ২০ কেজি চাল অথবা ২০ কেজি গম কিংবা চাল-গম সমন্বয়ে ২০ কেজি পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে। তবে কার্ডধারী ইচ্ছা করলে সর্বোচ্চ ২ বারে মাসের পুরো খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে পারবেন।**

(গ) বিক্রিত চাল/গমের হিসার রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কার্ডধারীর নাম, কার্ড নম্বর বিক্রয়ের তারিখ ও পরিমাণ উল্লেখ থাকে। একই সাথে ডিলারকে কার্ডে বিতরণকৃত মালের পরিমাণ ও বিতরণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। দিন শেষে ডিলার মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব মজুদ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

৬। **খাদ্যশস্য উত্তোলন :**

(ক) ডিলারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্ড সংযুক্ত করা হবে। সংযুক্ত কার্ডের চাহিদা অনুযায়ী ডিলার সমপক্ষে ১৫ দিনের মালামাল উত্তোলন করবেন। তবে সংরক্ষণ সুবিধা থাকলে মাসিক চাহিদার সমুদয় মালামালও উত্তোলন করতে পারবেন।

(খ) চাহিদাপত্র প্রণয়ন করার সময় পূর্বের অবিক্রিত মালামাল (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী চাহিদাপত্র তৈরী করতে হবে।

(গ) সরবরাহ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে টাকা জমা করে গুদাম হতে চাল/গম উত্তোলন করতে হবে।

৭। **দোকানের পরিচিতি :—**

(ক) ডিলার এর দোকান সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য দোকানে বড় বড় অক্ষরে লেখা স্পষ্ট সাইনবোর্ড থাকতে হবে এবং তাতে নিম্নরূপ কথা লেখা থাকতে হবে।

"খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস দোকান"

ডিলারের নাম :

ঠিকানা :

শুক্র, শনি ও মংগলবার সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকবে।

(খ) কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ডে ডিলারের নাম ও দোকানের ঠিকানা থাকতে হবে।

(গ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য দোকানের সম্পৃক্ত এলাকায় ঢোল, শহরত ও মাইকিং করা যেতে পারে।

৮। **পরিবীক্ষণ :**

প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ড পরিচালন ও পরিবীক্ষণ করবেন।

৯। **ডিলার সংখ্যা ও নিয়োগ :**

এ নীতিমালার আওতায় সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ড সংখ্যা কার্ডধারীদের মালামাল সংগ্রহের সুবিধা বিবেচনা করে জেলা ও উপজেলা সদরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করতে হবে। ৫০০ কার্ডের নীচের কোন সংখ্যার জন্য ডিলার নিয়োগ করা যাবে না। তবে জেলা বা উপজেলায় ৫০০ জনের কম কর্মচারী পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে ১ জন করে ডিলার নিয়োগ করা যাবে। নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে :—

(ক) ডিলার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোক্তার বসতি এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(খ) বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি ডিলার নির্বাচন করবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ দান করবেন।

(ঘ) কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ডিলারের নিকট থেকে ২৫,০০০ টাকার ফেরতযোগ্য জামানত (পে-অর্ডার আকারে) এবং ৩০০/- (তিনশত) টাকার-নন‌জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে।

১০। **ডিলার নিয়োগ কমিটি :**

নিম্নোক্ত কমিটি স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে "সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস ডিলার" নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবে ঃ-

(ক) ঢাকা মহানগরী ডিলার নির্বাচন কমিটি

(১) পরিচালক, সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ	..... সভাপতি
(২) খাদ্য বিভাগের প্রতিনিধি	.......সদস্য
(৩) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এর প্রতিনিধি	.......সদস্য
(৪) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা	.......সদস্য
(৫) ২জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	......সদস্য
(৬) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	......সদস্য-সচিব

(খ) জেলা ডিলার নির্বাচন কমিটি :

১। জেলা প্রশাসক	.....সভাপতি
২। পুলিশ সুপার	.....সদস্য
৩। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	......সদস্য
৪। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	......সদস্য
৫। ২ জন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	......সদস্য
৬। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	.....সদস্য-সচিব

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ডধারীদের বসতি বিবেচনায় নিয়ে দোকানের স্থান নির্বাচন করা;

(২) যোগ্যতা ও স্থান ইত্যাদি বিবেচনা করে ডিলার নির্বাচন করা ;

(৩) কোন কারণে নিয়োজিত ডিলারশীপ বাতিল হলে বা কোন ডিলার কাজে আগ্রহী না হলে বা অন্য কোন কারণে ডিলারশীপ পরিচালনা করা সম্ভব না হলে, সেখানে দ্রুত ডিলার পুনঃনিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১। অঙ্গীকারনামা ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ :

(ক) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন শর্তাবলি সম্বলিত ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করার পর ডিলার নিয়োগ করতে হবে (কপি সংযুক্ত)।

(খ) এ অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত ভংগ করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন ভংগ করলে, ডিলারের ডিলারশীপ বাতিল করা যাবে ও অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা হবে।

(গ) এ ছাড়া প্রচলিত আইনে ডিলারের বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা বিক্রয়/বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন বা তদারকীর সময় ডিলার মালামাল বিতরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য উপস্থাপন করবেন।

১২। নির্দেশ দানের ক্ষমতা :

সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ডে খাদ্যশস্য বিতরণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আদেশ/নির্দেশ জারি করতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-৩/২/২০১১

আবদুল আউয়াল হাওলাদার
অতিরিক্ত সচিব (সচিবের রুটিন দায়িত্বে)।
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

(নমুনা)

: অঙ্গীকারনামা :

আমি..

পিতা/স্বামী..

মাতা...ওয়ার্ড
নং..

পূর্ণ ঠিকানা..

....,

সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যে চাল/গম বিক্রির ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

(১) খাদ্য বিভাগ নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ডের দোকানে চাল/গম বিক্রি করতে বাধ্য থাকব।

(২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরনের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না।

(৩) আমার নির্ধারিত দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী বড় বড় আকারে লেখা স্পষ্ট সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখব। "সাইনবোর্ডে" নিম্নরূপ লেখা থাকবে :-

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস দোকান

ডিলারের নাম :.................................

ঠিকানা :.......................................

শুক্র, শনি ও মঙ্গলবার সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকবে।

(৪) নির্দেশিত সময়ে চাল/গম বিক্রয়ার্থে আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব।

(৫) চাল/গমের হিসাবপত্র নির্বাহ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ।

(৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না। যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দণ্ডনীয় হব।

(৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

(৮) বিতরণার্থে বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং আবেদনে উল্লিখিত দোকানের ঠিকানায় বিক্রয় করার জন্য মজুদ রাখব।

(৯) সরকার নির্ধারিত মূল্যে কর্মচারী ফেয়ার প্রাইস কার্ডে চাল/গম বিক্রি কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারি করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

(১০) সরকারী নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ আমার জামানত সরকারী খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবেন।

(১১) সরকারী কর্মচারী ফেয়ার প্রইস দোকানের ডিলার হিসেবে অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলি ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশিপ বাতিল করতে পারবেন।

ডিলারের স্বাক্ষর :.........................তাং-..............................

দোকানের নাম :............................**দোকানের ঠিকানা :..............**

স্বাক্ষী-১ :	স্বাক্ষী-২ :
স্বাক্ষর :..	স্বাক্ষর :..
নাম :..	নাম :..
ঠিকানা :..	ঠিকানা :..

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd.

নং-**১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০১.২০-৮৭**

তারিখ : ১১ ফাল্গুন, ১৪২৬
২৪ জানুয়ারি, ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ময়দাকল তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া।

বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ময়দাকল তালিকাভুক্তির নিমিত্ত বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অধিকতর সহজ ও ব্যবসা বান্ধব করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো ঃ

(ক) মিল মালিক/প্রতিষ্ঠান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ (ট্রেড লাইসেন্স, ফুড গ্রেইন লাইসেন্স, আয়কর সনদ, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিদ্যুৎ বিলের কপি, বিএসটিআই সনদ ও ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের সনদ) আবেদন দাখিল করবেন।

(খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কাগজপত্র যাচাইপূর্বক যথাযথ বিবেচিত হলে আবেদন পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করবেন। কোন তথ্যের ঘাটতি থাকলে বা আবেদন ত্রুটিপূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে পত্র মারফত জানাবেন।

(গ) প্রাথমিকভাবে গৃহীত আবেদন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাইলো অধিক্ষক, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয়ে গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত করে পেষণ ক্ষমতা নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তদন্ত প্রতিবেদন আনুষঙ্গিক সকল কাগজপত্রসহ অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করে অনুলিপি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করবেন।

(ঙ) তদন্ত প্রতিবেদনসহ প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি মহাপরিচালক কর্তৃক যাচাইয়ের পর আবেদনটি অনুমোদনযোগ্য হলে সুস্পষ্ট সুপারিশসহ অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(চ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই অন্তে চুড়ান্ত অনুমোদন আদেশ জারি করা হবে।

০২। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/
২৪/২/২০২০

রায়না আহমদ
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৪৬১৬।
E-mail : dssupply@mofood.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofod.gov.bd

নং-**১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৯.০০২.১৭.১৭১** তারিখ : ৭ শ্রাবণ ১৪২৭ / ২২ জুলাই, ২০২০

পরিপত্র

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩২.৩০১.১৫.১৩৯ ও তারিখ ০৭ এপ্রিল ২০১৫ এর মাধ্যমে জারিকৃত খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয় খোলা বাজারে চাল বিক্রি করে। বর্তমানে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) সহ অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় দেশের COVID-19 পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ওএমএস কর্মসূচিতে ঢাকা মহানগরের ২টি সিটি করপোরেশনে (ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ) পুষ্টি চাল বিতরণ করা হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য মহানগর/ পৌরসভা/জেলা/ উপজেলা/সদরে এই পুষ্টিচাল বিতরণ করা হলে সেক্ষেত্রেও এ পরিপত্র প্রযোজ্য হবে।

১। **পুষ্টিচালের কার্নেল সংগ্রহ ও মিশ্রণ-মিল মালিক নির্বাচন :**

১.১। খাদ্য অধিদপ্তর পুষ্টিচালের কার্নেল সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী সংগ্রহ করবে এবং সাধারণ চাল ও পুষ্টিচালের কার্নেল মিশ্রণের জন্য নির্ধারিত মিশ্রণ-মিল মালিক নির্বাচন করবে।

১.২। যেসব অঞ্চলে উন্নয়ন সংস্থার অর্থানুকূল্যে পুষ্টিচাল বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেসব অঞ্চলে পুষ্টিচালের কার্নেল সংগ্রহ এবং পুষ্টিচাল মিশ্রণের মিল নির্বাচন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিজস্ব নিয়মানুযায়ী পালন করা হবে।

১.৩। নির্বাচিত মিশ্রণ-মিল মালিকগণের সাথে কার্নেল ও সাধারণ চাল উত্তোলন, মিশ্রণ হ্যান্ডেলিং, পুন:বস্তাবন্দিকরণ, পরিবহন প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট খাদ্য কর্মকর্তা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (WFP) চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন।

২। **সরকারি আদেশ জারি :**

২.১। বরাদ্দকৃত সাধারণ চাল নির্ধারিত গুদাম (সিএসডি/এলএসডি) হতে উত্তোলনকরত পুষ্টিচাল মিশ্রণের জন্য নির্বাচিত মিলকে ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্তে খাদ্য অধিদপ্তর সরকারি আদেশ জারি করবে।

৩। মিল মালিক কর্তৃক সাধারণ চাল ও কার্নেল উত্তোলন, মিশ্রণ ও পরিবহন;

৩.১। মিল মালিক/মালিকগণ চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় গুদাম (সিএসডি/এলএসডি) অথবা চুক্তিতে নির্দেশিত স্থান হতে বরাদ্দকৃত সাধারণ চাল ও কার্নেল উত্তোলন করবেন।

৩.২। মিল মালিক/মালিকগণ সাধারণ চাল ও কার্নেল একত্রে মিশ্রণের মাধ্যমে পুষ্টিচাল প্রস্তুত করে পুন:বস্তাবন্দিকরণ করার মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবেন।

৩.৩। মিশ্রণ-মিল মালিক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঠিকতার প্রত্যয়ন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম বরাবর নির্ধারিত পরিমাণ পুষ্টিচাল সরবরাহ করবেন। (অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী বিস্তারিত পরিদর্শন শেষে)

৩.৪। মিল মালিক/মালিকগণ এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবেন যে, তারা নিয়মিত মিশ্রণ-মিল ও গুদামঘর জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করবেন, কর্মচারী/শ্রমিকদের মাস্ক সরবরাহ এবং জীবাণুমুক্ত করবেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সীমিত সংখ্যক কর্মী নিয়োজিত করবেন।

**৪।	পুষ্টিচালের নাড়াচাড়া ও সংরক্ষণ পদ্ধতি:**

৪.১। পুষ্টিচালের মিশ্রণ, প্যাকেজিং এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে যে কোন ত্রুটি বা গাফিলতির জন্য মিশ্রণ মিল মালিকদের বিরুদ্ধে খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস নীতমালা বা প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২। ডিলার, মিল মালিক ও সংশ্লিষ্ট গুদাম-কর্মকর্তাগণ বস্তা গ্রহণ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ছেঁড়া, ফাঁটা বা পানিতে ভেজা কোন বস্তা যেন গৃহীত না হয়। সরবরাহের পর এবং বিতরণের পূর্ব পর্যন্ত পুষ্টিচালের বস্তাসমূহ সরাসরি সূর্যের আলোয় ফেলে রাখা যাবে না কেননা, পুষ্টিচালে মিশ্রিত ভিটামিন ও খনিজ লবণসমূহের উপর তাপ, পানি ও জলীয় বাষ্পের বিরূপ প্রভাব পড়ে।

**৫	পুষ্টিচাল বিতরণ :**

৫.১	নির্ধারিত গুদাম (সিএসডি/এলএসডি) হতে পুষ্টিচালের সরবরাহ বুঝে পাওয়ার পর ওএমএস নীতিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে ডিলারকে পুষ্টিচাল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২	দেশে COVID-19 বিরাজমান থাকাবস্থায় পুষ্টিচালের বিতরণের সময় ডিলারকে অবশ্যই সামাজিক/শারীরিক দূরত্ব এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩	ডিলার পুষ্টিচালের বিতরণের জন্য উন্মুক্ত স্থানকে অগ্রাধিকার দিবেন এবং বিতরণের সময় তাকে অবশ্যই ভোক্তা/ক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ব অনুযায়ী লাইন বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে চক বা রঙ দ্বারা দূরত্ব চিহ্নিত করতে হবে। অতিরিক্ত ভিড় এড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনে রশি টানিয়ে কিংবা বাঁশের বেড়া দিতে হবে। এছাড়া ক্রেতাদের হাত জীবাণুমুক্ত করার জন্য ডিলারকে প্রয়োজনমত জীবাণুনাশকের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৪	ডিলার ওএমএস ক্রেতাদের/কার্ডধারীদের প্রয়োজনীয় বার্তা দেওয়ার জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করবেন এবং মন্ত্রণালয় বা উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির সহযোগীতায় প্রচারপত্র (handouts) বিতরণ করবে।

৫.৫	ডিলার বিতরণ কেন্দ্রের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নিবেন।

৬	অবহিতকরণ/ব্রিফিং:

৬.১	খাদ্য অধিদপ্তর উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় ওএমএস কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে পুষ্টিচাল ও তার নিরাপদ বিতরণ সম্পর্কে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করবে। তবে দেশে COVID-19 বিরাজমান থাকাবস্থায় ভিডিও/অডিও সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

৬.২	খাদ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ইন্টার এজেন্সি রাইস ফর্টিফিকেশন কোঅর্ডিনেশন কমিটির (IRFCC) পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP), নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল (NI) এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রোভ নিউট্রিশন (GAIN) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সরবরাহকৃত ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট এবং অডিও বার্তার মাধ্যমে বিতরণকেন্দ্রে ক্রেতাদের পুষ্টিচালের গুণাগুণ, মজুদ কৌশল, রান্নার পদ্ধতি, পুষ্টিচাল গ্রহণের উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

৬.৩	খাদ্য অধিদপ্তর/উন্নয়ন সংস্থার কর্তৃক নির্বাচিত ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট এবং অডিও বার্তা ডিজাইন করবে, যেখানে পুষ্টিচালের ভিটামিন ও আয়রনের বিবরণসহ পুষ্টিচাল রান্নার পদ্ধতি, মজুদ কৌশল ও পুষ্টিচাল গ্রহণের উপকারিতা এবং ভাক্তা/ক্রেতাদের অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ঠিকানা ইত্যাদি থাকবে। তবে দেশে COVID-19 বিরাজমান থাকাবস্থায় সামাজিক/শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সতর্কতা অবলম্বন করে উল্লিখিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেয়া যেতে পারে।

৬.৪ মিলার সংশ্লিষ্ট গুদামে পুষ্টিচাল সরবরাহ করার কালে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট এবং অডিও বার্তাসমূহ সরবরাহ করবেন।

৬.৫ ডিলার প্রাপ্ত ব্যানার, পোস্টার, লিফলেটসমূহ খাদ্য গুদাম হতে সংগ্রহ করবেন। ডিলার বিতরণ কেন্দ্রে বা ট্রাকে ব্যানার ও পোস্টারসমূহ প্রদর্শনী নিশ্চিত করবেন এবং ক্রেতাদের মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণের সময় লিফলেটসমূহ বিতরণ করবেন।

৭ পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ:

৭.১ খাদ্য অধিদপ্তর WFP/উন্নয়ন সংস্থার সহযোগীতায় সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পুষ্টিচাল মিশ্রণ প্রক্রিয়া পরিদর্শন ও মিশ্রণ-মিল পর্যবেক্ষণ বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন।

৭.২ যথাযথ অনুপাতে পুষ্টিচাল মিশ্রণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর (ক্রমিক ৩.৩ অনুসারে) মিশ্রণ-মিল মালিকগণ প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং (সিসিডিআর) অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক/জেলা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে লিখিত/ই-মেইল/টেলিফোনের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

৭.৩ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য কর্মকর্তা এবং WFP এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মিশ্রণ-মিলের অবকাঠামো, প্রক্রিয়া-নিয়ন্ত্রন, সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করবেন। এছাড়াও সংরক্ষিত পুষ্টিচাল চালের স্টক থেকে যথাযথ নিয়মে নমুনা সংগ্রহ করে তার মিশ্রণের অনুপাত যাচাই করে দেখবেন যে, কার্নেল ও সাধারণ চালের মিশ্রণের অনুপাত যেন ১:১০০(+/-১৫%) হয়। একইসাথে পাটের বস্তার মার্কিং, সিল ও পুষ্টিচালের ওজন যাচাই করবেন।

৭.৪ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা এবং/বা কারিগরি পরিদর্শক তদারকির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল সিসিডিআর অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক/জেলা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং/বা ডিজি, খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।

৭.৫ সিসিডিআর অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক/জেলা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং/বা ডিজি, খাদ্য অধিদপ্তর প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং যদি নির্ধারিত অনুপাতে মিশ্রণ না হয় তবে প্রয়োজন অনুযায়ী মিল মালিককে তার নিজ খরচে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেবেন।

৭.৬ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য কর্মকর্তা বিতরণ কেন্দ্রে খাদ্য অধিদপ্তর পুষ্টিচালের বিতরণ প্রক্রিয়া, তথ্যাদি প্রচার ও অন্যান্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থাসমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্য নিয়ন্ত্রককে সুপারিশসহ কর্মসম্পাদন সম্পর্কে রিপোর্ট করবেন। খাদ্য অধিদপ্তরকে সহায়তার নিমিত্তে WFP এর প্রতিনিধিগণ দেশে COVID-19 বিরাজমান থাকাবস্থায় দূর থেকে এবং পরবর্তীতে সরাসরি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র পূর্বে অবগত না করে পরিদর্শন করবেন।

৭.৭ ডিলারগণ ওএমএস নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী ভোক্তাদের নিকট নির্ধারিত নিয়মে পুষ্টিচালের বিক্রয় করার সময় ভোক্তাদের কার্ড নম্বর ও মোবাইল নম্বরসহ অন্যান্য তথ্যাদি রেজিস্টারে সংগ্রহ করবেন।

৭.৮ ডিলারগণ রেজিস্টারে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিতরণ কেন্দ্রে খাদ্য অধিদপ্তরের তদারককারী কর্মকর্তা লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ সিসিডিআর অথবা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জমা দিবেন। অত:পর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে তা খাদ্য অধিদপ্তরের MIS&M বিভাগে প্রেরণ করবেন, যেখানে প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমের মনিটরিং করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের MIS&M বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা a2i এর সঙ্গে সমন্বয় করে কার্ডধারী চাল ক্রেতাদের কার্ড নম্বর ধরে মোবাইল নম্বরে টেলিফোন করে তথ্য যাচাই করবেন এবং তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবেন। খাদ্য অধিদপ্তরের MIS&M বিভাগ অনলাইন কিংবা অফলাইন পদ্ধতিতে ওএমএস নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত মনিটরিং রিপোর্ট খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত মনিটরিং টিম সময়মত রিপোর্ট দাখিল ও চাল ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করবেন।

৭.৯ ওএমএস ক্রেতাদের নিকট বিতরণকৃত লিফলেটে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী, ওএমএস সংক্রান্ত যেকোন ধরনের অনিয়ম, প্রতিক্রিয়া বা অভিযোগ Grievance Redress System (GRS) website address বা সচিবালয়ের ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে বা হটলাইন ৩৩৩ এর মাধ্যমে বা ফোনের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি অফিসারকে জানাতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/৭/২০২০

মোঃ তাহমিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব
ফোন : +৮৮০২৯৫৪০১২২
ফ্যাক্স : +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইমেইল : jsprocurement@mofood.gov.bd

বিতরণ :

১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং **১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০২.১৮.৬৫** তারিখ : ১৩ চৈত্র, ১৪২৩ / ২৭ মার্চ ২০১৮

পরিপত্র

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০১.১৬.১১৭ ও তারিখ ৯এপ্রিল ২০১৭ এর মাধ্যমে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী নীতিমালা, ২০১৭ বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীতে পাইলট কার্যক্রম হিসেবে নির্বাচিত ২টি উপজেলায় (কুড়িগ্রাম সদর ও ফুলবাড়ী) পুষ্টিচাল বিতরণ করা হবে। পরবর্তীতে অন্য জেলা/উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের ক্ষেত্রে এ পরিপত্র প্রযোজ্য হবে।

১। **সরকারি আদেশ জারিঃ**

১.১ খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর অধীনে বরাদ্দকৃত চাল উত্তোলনকরত পুষ্টিচাল মিশ্রণের জন্য নির্বাচিত মিল মালিক বা ডিলারকে ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্ত সরকারি আদেশ জারি করবে। বিষয়টি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) কে অবহিত করতে হবে।

১.২ খাদ্য অধিদপ্তর পুষ্টিচাল মিশ্রণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে চাল উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত মিশ্রণ-মিল মালিক বা সংশ্লিষ্ট ডিলার বরাবর সরকারি আদেশ জারি করবে। ডিলার চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা জমা করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে ডিও গ্রহণ করবেন। ডিলারের ডিও এর বিপরীতে উত্তোলিত চাল মিলার সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে গ্রহণ করে নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে তার মিলে পরিবহন করবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিলার, মিলার এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করবেন (চুক্তিপত্রে মিলার কর্তৃক গৃহীত চালের বিপরীতে জামানতের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে।)

১.৩ খাদ্য অধিদপ্তর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী হতে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুষ্টিচালের কার্নেল (Fortified Rice Kernel) সংগ্রহ করবে এবং সাধারণ চাল ও পুষ্টিচালের কার্নেল মিশ্রণের জন্য নির্ধারিত মিশ্রণ মিল মালিকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করবে।

১.৪ যেসব অঞ্চলে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থানুকূল্যে পুষ্টিচাল বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেসব অঞ্চলের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর পুষ্টিচাল সংগ্রহ করবে। মিশ্রণ-মিল নির্বাচনের ক্ষেত্রে খাদ্য অধিদপ্তর ও (WFP) যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে। নির্ধারিত মিশ্রণ-মিল মালিক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অথবা ডিলারগণ কার্নেল ও সাধারণ চাল মিশ্রণের বিষয়ে চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন।

২। চালের বরাদ্দ ও পরিবহন :

২.১ খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগকৃত ডিলারগণ গুদাম হতে বরাদ্দকৃত সাধারণ চাল এবং WFP কর্তৃক নির্বাচিত মিশ্রণ-মিল মালিকগণ চুক্তি অনুযায়ী সাধারণ চাল ও কার্নেল উত্তোলন করবেন। অতঃপর সাধারণ চাল ও কার্নেল একত্রে মিশ্রণের মাধ্যমে পুষ্টিচাল প্রস্তুত করে বস্তাবন্দি করবেন। মিল মালিকগণ মিশ্রণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ জানাবেন। মিলার তার মিলে চালের বস্তা খুলে পুষ্টিচাল মিশ্রণ করে পুনরায় বস্তাবন্দি করে বস্তার গাঁয়ে যথাযথ স্টেনসিল করে সংশ্লিস্ট ডিলারের দোকানে নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে সঠিক ওজনে (প্রতি বস্তা ৩০.৩০০ কেজি) ত্রিশ কেজি তিনশত গ্রাম বুঝিয়ে দিবেন।

২.২ মিশ্রণ-মিল মালিক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নীরিক্ষার সঠিকতার প্রত্যয়ন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ডিলার বরাবর নির্ধারিত পরিমাণ পুষ্টিচাল সরবরাহ করবেন।

৩। অবহিতকরণ/ব্রিফিং :

৩.১ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট ডিলারদের সমন্বয়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত কার্ডধারীদের জন্য অবহিতকরণ সভার আয়োজন করবেন। সভার পুষ্টিচালের গুণাগুণ, মজুদ কৌশল, রান্নার পদ্ধতি, পুষ্টিচাল গ্রহণের উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৩.২ খাদ্য অধিদপ্তর ও WFP খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ডিলার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করবে।

৩.৩ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও WFP এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত টিম প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের (ToT) আয়োজন করবে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রিফিং বা অবহিতকরণ সভা আয়োজনের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সামগ্রী সরবরাহ করবেন।

৩.৪ সহযোগী বেসরকারী সংস্থাসমূহ গৃহ পর্যায়ে পুষ্টিচাল সংরক্ষণ ও রন্ধন প্রক্রিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।

৪। চাল মিশ্রণের সঠিকতা পরিদর্শন/যাচাই এবং পর্যবেক্ষণ:

৪.১ যথাযথ অনুপাতে পুষ্টিচাল মিশ্রণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মিশ্রণ-মিল মালিকগণ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন।

৪.২ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য কর্মকর্তা পুষ্টিচাল মিশ্রণের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত মিশ্রণ-মিলে সংরক্ষিত চালের স্টক থেকে যথাযথ নিয়মে দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করবে, ভৌত প্রক্রিয়ার মিশ্রণের অনুপাত যাচাই করে দেখবেন এবং প্রত্যয়ন করবেন যে, কার্নেল ও সাধারণ চালের মিশ্রণের হার ১:১০০। মিশ্রণের অনুপাত ১:১০০ এর স্থলে ১৫% ভাগ তফাৎ হলেও তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪.৩ খাদ্য অধিদপ্তর বা WFP চাল মিশ্রণের অনুপাত ভৌত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৪.৪ উপরে বর্ণিত গ্রহণযোগ্য অনুপাত অনুযায়ী চাল মিশ্রণ না হলে তা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তদারকির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং WFP কে অবহিত করবেন।

৪.৫ উপজেলা পর্যায়ের উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং প্রযোজন মনে করলে মিল মালিককে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেবেন।

৪.৬ পুষ্টিচালের মান সংরক্ষণের জন্য এর সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিতরণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। সে জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ের খাদ্য কর্মকর্তাগণ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণ কার্যাদি পর্যবেক্ষণকালে চাল-মিশ্রণ মিল পরিদর্শন করবেন।

৪.৭ WFP কর্মকর্তাগণ খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র ও মিশ্রণ-মিলসমূহ পূর্বে অবগত না করে দৈবাৎ পরিদর্শন করবেন এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অনুসরণীয় বিষয়াদি জানাবেন।

৫। পুষ্টিচাল বিতরণ:

৫.১ পুষ্টিচালের সরবরাহ বুঝে পাওয়ার পর খাদ্যবান্ধব নীতিমালা অনুসরণে পুষ্টিচাল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২ বিতরণ কেন্দ্রে প্রদর্শিত সাইনবোর্ডে প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যের সাথে পুষ্টিচালে মিশ্রিত অনুপুষ্টি উপাদানের নাম ও পরিমাণসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

৬। পুষ্টিচালের নাড়াচাড়া ও সংরক্ষণ পদ্ধতি:

৬.১ পুষ্টিচালে মিশ্রিত ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমূহের উপর তাপ, পানি ও জলীয় বাষ্পের বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বস্তা গ্রহণ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ছেঁড়া, ফাটা বা পানিতে ভেজা কোন বস্তা যেন গৃহীত না হয়। সরবরাহের পর এবং বিতরণের পূর্ব পর্যন্ত পুষ্টিচালের বস্তাসমূহ সরসরি সূর্যের আলোয় ফেলে রাখা যাবে না।

৬.২ পুষ্টিচালের মিশ্রণ, প্যাকেজিং এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে যে কোন ত্রুটি বা গাফিলতির জন্য মিশ্রণ মিল মালিকদের বিরুদ্ধে খাদ্যবান্ধব নীতিমালা বা প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। বিদ্যমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৭/৩/২০১৮

মোঃ ওমর ফারুক
অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং **-১৩.০১.০০০০.০৫০.৪৮.০৪০.১৬-৬৯৩** তারিখ : ২৯/০৮/২০১৭

পরিপত্র

বিষয় ঃ খাদ্যশস্য লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভন্ন প্রকার ফি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৬/০৭/১৭ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৫.৪৮.০০১.১৫-৩৩ নং স্মারক এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০.০৮.২০১৭ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩২.০১২.১৬-২৭০ নং স্মারকে খাদ্যশস্যের লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে :

(ক) খাদ্যশস্য লাইসেন্স মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের (৩০ সেপ্টেম্বর) মধ্যে নবায়ন ফি'র সাথে ১০% অতিরিক্ত ফি নিয়ে নবায়ন;

(খ) ফি পুনর্নির্ধারণ ঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্স/ব্যসার ধরন	লাইসেন্স ফি (টাকা)	নবায়ন ফি (টাকা)	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি (টাকা)
১.	মেজর ও কম্প্যাক্ট ময়দা কল	৩,০০০/- (তিন হাজার)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)	৬০০/- (ছয়শত)
২.	ওএমএস ডিলার	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/- (পাঁচশত)	২০০/- (দুইশত)

স্বাক্ষরিত/-
২৯/৮/২০১৭

কাজী নূরুল ইসলাম
পরিচালক
সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ।
dsdm@dgfood.gov.bd
ফোন : ৯৫৫৩৮৭৮

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ৪, ১৯৮৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৯৪/৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮৭

নং এস, আর, ও ২৪২-আইন/৮৭/খাম(এস-২)/১সি-১/৮৩ অংশ—Essential Commodities Act, 1957 (III of 1957) Section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার Food Stuff price Control and Anti-Hoarding Order, 1953 তে নিম্নরূপ সংশোধন করিলেন, যথা :—

উপরি-উক্ত Order এর Paragraph 2তে Clause (f) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Clause প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-
"(f) "wholesaler" means a trader other than a retail trader and includes an importers;"

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন
উপসচিব (সরবরাহ)।

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৯৪/৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮৭

নং এস, আর,ও ২৪৩-আইন/৮৭/খাম(এস-২)/১সি-১/৮৩ অংশ—Food Stuff price Control and Anti-Hoarding Order, 1953Paragraph 7-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৯৮৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখের এস, আর, ও ৫-এল/৮৭-খাম(এস-২)/১সি-১/৮৩ অংশ নং বিজ্ঞপ্তিটি বাতিলক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিলেন :—

(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যাতিরেকে কোনো খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এককালীন ২০ মণের বেশী খাদ্যশস্য তাঁহার অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে পারিবেন না,

(২) কোনো পাইকারী বিক্রেতা এবং কোনো খুচরা বিক্রেতা যথাক্রম ৫,০০০ মণ এবং ২৫০ মণের অধিক ধান/চাউল নিজ অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবেন না,

মূল্য : টাকা ১০.০০

(৩) আমদানিকারক ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী কোন খাদ্যশস্য ক্রয়ের তারিখ হইতে ২০ দিনের বেশী উহা তাঁহার অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে পারিবেন না, বা উহা এক জায়গায় ৭ দিনের বেশী মওজুদ রাখিতে পারিবেন না,

(৪) কোনো আমদানিকারক তাঁহার আমদানীকৃত চাউল, উহা আমদানীর তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত মেয়াদের অতিরিক্তি সময় নিজ অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবেন না, যথা :—

(ক)	আমদানিকৃত চাউলের সম্পূর্ণ	—	৩০ দিন।
(খ)	আমদানিকৃত চাউলের ৫০%	—	৫০ দিন।
(গ)	আমদানিকৃত চাউলের ২৫%	—	৬৫ দিন।
(ঘ)	আমদানিকৃত চাউলের ২৫% ভাগের কম যে কোনো পরিমাণ	—	৭৫ দিন।

(৫) প্রত্যেক আমদানিকারক তাঁহার আমদানিকৃত চাউলের মওজুদ ও বিক্রয়ের মাসিক হিসাব **উক্ত** Order এর Paragraph 10(a) এবং (b) অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা; কোনো খাদ্যশস্য রেল বা ষ্টীমারযোগে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ৭ দিনের অতিরিক্ত সময় লাগিলে এইরূপ অতিরিক্ত সময় উপরোক্ত (৩) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ২০ দিনের মধ্যে গণনা করা হইবে না।

২। এই প্রজ্ঞাপন ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন
উপসচিব (সরবরাহ)।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ২১, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বানিজ্য মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ, ০২ চৈত্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৬৩-আইন/২০১১।–Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act I of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিল, যথা :–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।–এই আদেশ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।–বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(১) "অত্যাবশ্যকীয় পণ্য" বা "পণ্য" অর্থ Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act I of 1956) এর section 2 এর]

(ক) clause (a) (xxiv) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত চিনি;

(খ) clause (b) তে সংজ্ঞায়িত foodstuffs এর অন্তর্ভুক্ত edible oils;

(২) "আবেদনকারী"অর্থ পরিবেশক হইবার জন্য ফরম "ক" অনুসারে দাখিলকৃত আবেদনপত্র দাখিলকারী কোনো ব্যক্তি;

(৩) "আমদানিকারক" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর paragraph 2 (f) এ সংজ্ঞায়িত importers;

(৪) "উপজেলা নির্বাহী অফিসার" অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(৫) "উৎপাদক" অর্থ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন বা প্রস্তুতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(৬) "কমিটি" অর্থ জাতীয় মনিটরিং কমিটি, জেলা মনিটরিং কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা মনিটরিং কমিটি;

মূল্য : টাকা ১০.০০

(৭) "খুচরা মোড়ক" অর্থ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ২(গ) এ সংজ্ঞায়িত খুচরা মোড়ক;

(৮) "জেলা প্রশাসক" অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণনের জন্য পরিবেশক নিয়োগকারী উৎপাদক, পরিশোধক বা, ক্ষেত্রমত, আমদানিকারক;

(১০) "পরিবেশক" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি অত্যাবশ্যকীয় যে কোন পণ্য বিতরণের জন্য উৎপাদক, পরিশোধক বা, আমদানিকারক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত;

(১১) "পরিশোধক" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পরিশোধন করেন;

(১২) "ফরম" অর্থ এ আদেশের সাথে সংযুক্ত ফরম;

(১৩) "বিপণন এলাকা" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণনের জন্য অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে নির্দিষ্টকৃত এলাকা বিশেষ;

(১৪) "ব্যবসায়ী সমিতি" অর্থ Trade Organization Ordinance, 1961 (Ord. No. XLV of 1961) এর article 2(12)এ সংজ্ঞায়িত trade organization;

(১৫) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্য কোন সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "মনিটরিং সেল" অর্থ অনুচ্ছেদ ২০ অনুসারে গঠিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল।

৩। **প্রযোজ্যতা।**—অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে।

৪। **বিপণন এলাকা, ইত্যাদি।**—(১) পরিবেশকের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজেলা, জেলা এবং সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিপণন এলাকা নির্দিষ্ট করা হইবে।

(২) পণ্য যৌক্তিকমূল্যে ভোক্তা সাধারণের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিপণনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উপজেলা বা থানাগুলি কাজ করিবে।

৫। **পরিবেশক নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) এই আদেশ জারি হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিবেশক নিয়োগ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক উপজেলা, জেলা ও সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিবেশক নিয়োগ করিবে।

(৩) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পরিবেশক নিয়োগের লক্ষ্যে জাতীয় বা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদন সংগ্রহ করিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন ব্যক্তি "ফরম-ক" অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবেশক নিয়োগের জন্য দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক উপযুক্ত ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করিবে।

(৬) পরিবেশক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন বা উপজেলার ব্যবসায়ীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৭) সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক থানায় এবং প্রত্যেক উপজেলায় এক বা একাধিক পরিবেশক নিয়োগ করা যাইবে।

(৮) কোনো ব্যক্তি একাধিক কোম্পানীর উৎপাদিত, পরিশোধিত বা আমদানিকৃত একাধিক পণ্য বিতরণের জন্য পরিবেশক হইতে পারিবেন।

(৯) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর অধীন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর সহিত "ফরম-খ" অনুসারে পণ্য সরবরাহ ও বিপণনের লক্ষ্যে নিয়োগচুক্তি স্বাক্ষর করিবে।

(১০) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পরিবেশকদের তালিকা নিয়োগচুক্তি সম্পাদনের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মনিটরিং সেল বরাবর প্রেরণ করিবে।

(১১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবেশক নিয়োগের বিষয়টি কার্যকর করিতে ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬। **নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।**—(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পরিবেশকদের নিকট সরবরাহকৃত পণ্যের মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে "ফরম-গ" অনুসারে ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ডাকযোগে মনিটরিং সেলে প্রেরণ করিবে।

(২) মনিটরিং সেল উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উহা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং উহাকে সংকলনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট পেশ করিবে।

(৩) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া মনিটর করিতে পারিবেন।

(৪) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক পণ্যের সরবরাহ লাইন ঠিক আছে কি না তাহা মনিটর করিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

৭। **পরিবেশকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—(১) পরিবেশক সংশ্লিষ্ট উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্যে পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা ও ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহ ও বিপণন করিবেন।

(২) পরিবেশক নিজ ব্যবস্থাধীনে মিল গেইট হইতে পণ্য উত্তোলন ও নিজ বিপণন এলাকায় পরিবহনের ব্যবস্থা করিবেন বা, প্রয়োজনে, উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক নিজ দায়িত্বে পরিবেশকের নিকট পণ্য সরবরাহ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশক বিক্রিত পণ্যের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) প্রত্যেক পরিবেশককে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তালিকা দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

৮। **পরিবেশকের নিয়োগ বাতিল, ইত্যাদি।**—পরিবেশক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পরবর্তী পর্যায়ে তৎকর্তৃক পূরণকৃত "ফরম-ক" এর তথ্যাদির মধ্যে কোন গরমলি পরিলক্ষিত হইলে বা মিথ্যা ও অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে বা তদকর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ভুয়া, কাল্পনিক, সৃজিত, ইত্যাদি হইলে বা স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তের কোন লংঘন করিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তাহার নিয়োগ বাতিলসহ জামানত বাজেয়াপ্ত করিবে।

৯। **সরবরাহ আদেশ।**—(১) পরিবেশক কর্তৃক পণ্য উত্তোলনের জন্য "ফরম-ঘ" অনুসারে সরবরাহ আদেশ (Supply Order) এবং নির্দিষ্ট ব্যাংকে/অফিসে টাকা জমা দেওয়ার মানি রিসীপ্ট প্রদান করিতে হইবে।

(২) সরবরাহ আদেশ কোন অবস্থাতেই হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(৩) সরবরাহ আদেশ-এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিন হইবে, যাহা কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ সরবরাহ আদেশের বিপরীতে কোন পণ্য সরবরাহ করা যাইবে না।

১০। **প্রচলিত ডেলিভারী অর্ডার (ডি ও) বাতিল**।–এই আদেশ জারির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বর্তমানে পণ্য বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রচলিত ডেলিভারী অর্ডার (ডি ও) প্রথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। **পরিমাপ পদ্ধতি**।–পণ্যের পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং তরল পণ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে লিটার ব্যতীত অন্য কোন একক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১২। **পণ্যের মিল-গেইট, বিপণন, পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া**।–(১) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সর্বোচ্চ মিল-গেইট মূল্য, বিতরণ মূল্য, পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় মূল্য ন্যায়সংগতভাবে নির্ধারণ করিবেন।

(২) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক কর্তৃক কোন পণ্যের সর্বোচ্চ মিল-গেইট মল্য, বিতরণ মূল্য ও খুচরা মূল্য নির্ধারণকালে অভিন্ন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় কমিটি উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায়, সময় সময়, প্রত্যেক পণ্যের জন্য অভিন্ন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি স্থির করিয়া দিবে।

(৪) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক কোন নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য সারা দেশে একটি মাত্র সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বলবৎ রাখিবেন, তবে সর্বোচ্চ মিল-গেইট মূল্য ও বিতরণ মূল্যে দূরত্বভেদে যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ভিন্নতা থাকিতে পারিবে।

(৫) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য যৌক্তিকভাবে হ্রাস, বৃদ্ধি বা পুনঃ নির্ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ব্যবসায়ী সমিতির মাধ্যমে উক্তরূপ হ্রাস, বৃদ্ধি বা পুনঃ নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপে পুনঃনির্ধারিত মূল্য কার্যকর হইবার অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে উহা মনিটরিং সেল, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৬) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারকের নিকট হইতে পণ্য উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, বিক্রয়, ইত্যাদি সম্পর্কে সরকার যে কোন সময় তথ্য চাহিতে এবং প্রয়োজনে উক্ত পণ্যের মল্য পুনঃ নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) অনুসারে সরকার বরাবরে সকল তথ্য সরবরাহ করিতে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে উৎপাদক, পরিশোধক ও আমদানিকারক বাধ্য থাকিবে।

(৮) পণ্যের পরিমাণ, উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য মোড়কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৩। **জাতীয় কমিটি**।—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব;

(গ) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) খাদ্য বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যূন যুগ্ম-সচিব/সদস্য পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম-প্রধান;

(ঝ) এফবিসিসিআই-এর সভাপতি;

(ঞ) ডিসিসিআই-এর সভাপতি;

(ট) এমসিসিআই, ঢাকা-এর সভাপতি;

(ঠ) সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক ও পরিবেশক সমিতির সভাপতি;

(ড) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (অবা), যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন।

১৪। **জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—জাতীয় মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) কোন পণ্য উৎপাদন, পরিশোধন ও আমদানী হইতে স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয় পর্যন্ত সার্বিক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও মনিটর করা;

(খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান বাজার মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পণ্যের সঠিক চাহিদা নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) প্রয়োজনে কোন পণ্যের মিল-গেট মূল্য, পাইকারী ও খুচরা মূল্য নির্ধারণ;

(ঙ) প্রত্যেক মাসে পরিবেশকদের কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শনসহ প্রতিটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা;

(চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীনস্থ ভোক্তা অধিকার, সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার মনিটরিং টীমের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং, প্রয়োজনে, কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দিলে উহা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) পণ্যের সরবরাহ চেইন নির্বিঘ্ন রাখার বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(জ) উপরে বর্ণিত কার্যাবলীর সাথে প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক অন্য সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন।

১৫। **জেলা কমিটি।**—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক জেলায় নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটি থাকিবে, যথা :—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার;

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক);

(ঘ) জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(ঙ) জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(চ) জেলা সমবায় অফিসার;

(ছ) জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ বা ট্রেড অর্গানাইজেশনের একজন প্রতিনিধি;

(জ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর একজন প্রতিনিধি (সীমান্ত জেলার জন্য);

(ঝ) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক;

(ঞ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন।

১৬। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—জেলা মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পরিবেশক কর্তৃক সংগৃহীত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উত্তোলন, মজুদ, সরবরাহ, বিক্রয় এবং মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণসহ সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন;

(খ) পরিবেশক কর্তৃক পণ্য বিক্রয়ের একটি মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মনিটরিং সেলে প্রেরণ;

(গ) পণ্যের সরবরাহ ও মজুদের কোন উপজেলায় ঘাটতি বা ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা দিলে, প্রয়োজনে, আন্তঃ উপজেলা পণ্য স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদান।

১৭। **উপজেলা মনিটরিং কমিটি।**—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটি থাকিবে, যথা :—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলাধীন সকল ইউপি চেয়ারম্যান;

(ঘ) উপজেলা প্রেসক্লাব এর সভাপতি;

(ঙ) উপজেলা চেম্বার এর সভাপতি;

(চ) উপজেলা কৃষি অফিসার;

(ছ) উপজেলা বাজার পরিদর্শক;

(জ) সংশ্লিষ্ট পণ্যের পরিবেশক;

(ঝ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) উপজেলার চেয়ারম্যান কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন।

১৮। **উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনে পরিবেশকদের উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) পরিবেশক কর্তৃক নির্ধারিত বিপণন মূল্য ও খুচরা মূল্য তদারকি এবং কোন পরিবেশক অথবা খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপজেলা প্রশাসনের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(গ) পরিবেশকদের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং তাদের কার্যক্রমে কোন ব্যর্থতা/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে সম্পাদিত চুক্তির শর্তের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মনিটরিং সেলের নিকট প্রেরণ;

(ঘ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল এবং সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯। **সভা, আহবান, ইত্যাদি।**—(১) জাতীয় মনিটরিং কমিটির প্রতিমাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সময় সভা আহবান করিতে পারিবে।

(২) জেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির প্রতি মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সময় সভা আহবান করিতে পারিবে এবং সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে মনিটরিং সেলে প্রেরণ করিবে।

(৩) উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির প্রতি মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সময় সভা আহবান করিতে পারিবে এবং সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে মনিটরিং সেলে প্রেরণ করিবে।

২০। **মনিটরিং সেল গঠন, ইত্যাদি।**–(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল নামে একটি সেল থাকিবে যাহা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করিবে।

(২) উপরোল্লিখিত সেল নিম্নরূপ কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :–

(ক) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (ট্রেড পলিসি ডিভিশন);

(খ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম প্রধান;

(গ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উপ প্রধান;

(ঘ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২ (দুই) জন গবেষণা কর্মকর্তা।

২১। **মনিটরিং সেলের কার্যাবলী।**–মনিটরিং সেলের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(ক) জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান;

(খ) জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মাসিক রিপোর্ট প্রদান;

(গ) কোন পণ্যের খুচরা মূল্য, পাইকারী মূল্য ও ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন, জেলা/উপজেলা পরিদর্শন এবং জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল;

(ঘ) সময়ে সময়ে, প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) এলাকাভিত্তিক পণ্যের চাহিদা ও বিতরণের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

(চ) পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরকারের নিকট উপস্থাপন;

(ছ) পণ্যের সরবরাহ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;

(জ) পণ্যের এলাকাভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ; এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

২২। **দণ্ড।**–নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা পরিবেশক কর্তৃক এই আদেশের কোন বিধান বা শর্ত লংঘন করা হইলে উক্তরূপ লংঘনের কারণে তাহার বিরুদ্ধে Control of Essential Commodities Act, 1956 এর Section 6 এ বর্ণিত বিধানাবলীর, যতদূর প্রযোজ্য হয়, আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ফরম "ক"

পরিবেশক নিয়োগের আবেদন ফরম

[অনুচ্ছেদ-৫(৪) দ্রষ্টব্য]

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, পরিবেশক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির লক্ষে নিম্নরূপ তথ্যাবলীসহ আবেদন করিলাম ঃ

১। নাম :			
২। পিতার নাম :			
৩। মাতার নাম :			
৪। বর্তমান ঠিকানা :			
৫। স্থায়ী ঠিকানা :			
৬। টেলিফোন :		মোবাইল :	
৭। ফ্যাক্স নং :		ই-মেইল নং :	
৮। টি আই এন নং :		মূসক নিবন্ধন নং :	
৯। জাতীয় পরিচয় পত্র নং :		ট্রেড লাইসেন্স নং :	
১০। অভিজ্ঞতা :			
১১। জামানত :			
১২। নিজস্ব/ভাড়া গুদামে পণ্য ধারণ ক্ষমতা :			
১৩। পণ্য পরিবহন ক্ষমতা :			
১৪। আর্থিক স্বচ্ছলতা/ব্যাংক সলভেন্সি :			
১৫। অন্য যে কোন শর্ত :			

হলফনামা :

উপর্যুক্ত তথ্যাবলী আমার জানামতে সঠিক। আমি কোন সত্য গোপন করি নাই বা কোন মিথ্যা তথ্য দেই নাই। নিয়োগপ্রাপ্তি এবং পরিবেশক হিসেবে কাজ করিবার কোন পর্যায়ে উক্ত তথ্যাদি মিথ্যা বা অসত্য প্রমাণিত হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দেশে প্রচলিত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আইন, আদেশ এবং অন্যান্য বিধি অনুযায়ী যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম-খ

নিয়োগ চুক্তি
[অনুচ্ছেদ ৫(৯) দ্রষ্টব্য]

....	....
....	....
....	....
.... (নিয়োগকারী/১ম পক্ষ)	.... (পরিবেশক/২য় পক্ষ)

আমরা ১ম ও ২য় পক্ষ এই মর্মে অংগীকার করিতেছি যে, নিম্নবর্ণিত শর্তে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে উৎপাদিত, পরিশোধিত অথবা আমদানিকৃত, ... অতঃপর পণ্য বলিয়া উল্লেখিত, এর পরিবেশক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিল।

১। এই নিয়োগপত্র ২ (দুই) বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে।

২। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঠিকতা, বরাদ্দকৃত পণ্য উত্তোলন, সুষ্ঠু বিপণন এবং লেনদেনের উপর ভিত্তি করিয়া উভয় পক্ষের সম্মতিতে ২ (দুই) বৎসর পর পর ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

৩। আবেদনপত্রের সহিত প্রদানকৃত.............টাকা জামানত হিসাবে ১ম পক্ষের নিকট জমা থাকিবে। ইহার জন্য কোন প্রকার লাভ/সুদ দেয়া হইবে না।

৪। ১ম পক্ষ কর্তৃক উৎপাদিত/পরিশোধিত/আমদানিকৃত পণ্য মজুদ সাপেক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা হইবে। উত্তোলনের পূর্বে পণ্য উত্তোলন বাবদ সম্পূর্ণ টাকা যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে টিটি/ডিডি/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।

৫। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ১ম পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে পণ্য উত্তোলন করিতে হইবে।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পণ্য উত্তোলনে ব্যর্থ হইলে প্রতি টন অনুত্তোলিত পণ্যের জন্য.............টাকা হারে জামানতের টাকা হতে ১ম পক্ষ কর্তন করিতে পারিবে।

৭। পর পর ৩ (তিন) বার পণ্য উত্তোলনে ২য় পক্ষ ব্যর্থ হইলে ১ম পক্ষ পরিবেশক হিসেবে ২য় পক্ষের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে। তবে বাতিলের পূর্বে ২য় পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

৮। সরবরাহ আদেশ ইস্যুর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যেই পণ্য উত্তোলন সম্পন্ন করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে পণ্য উত্তোলনে ব্যর্থ হইলে সরবরাহ আদেশ কার্যকর থাকিবে না এবং সেইক্ষেত্রে ২য় পক্ষ টনপ্রতি.............টাকা হারে ১ম পক্ষকে জরিমানা হিসাবে প্রদান করিবে।

৯। ২য় পক্ষ লোডিং চার্জ হিসেবে টনপ্রতি.............টাকা ১ম পক্ষকে পরিশোধ করিবে।

১০। ২য় পক্ষ তাহার নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে অথবা ১ম পক্ষের সহযোগীতায় পণ্য পরিবহন করিবে।

১১। ১ম পক্ষ অথবা ২য় পক্ষ ১ (এক) মাসের নোটিশে এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, ২য় পক্ষ প্রথম ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে এই চুক্তি বাতিলের জন্য আবেদন করিতে পারিবে না।

১২। পরিবেশককে সরকার নির্দেশিত পণ্য বিক্রয় নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩। প্রয়োজনবোধে **১**ম পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ যে কোন সময় বা অবস্থায় পণ্য উত্তোলন ও বিক্রয় তদারক করিতে পারিবেন।

১৪। **১**ম পক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কিন্তু অবহিতক্রমে চুক্তিকৃত ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করা যাইবে।

১৫। কোন অবস্থাতেই ২য় পক্ষ পরিবেশক স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

১৬। ২য় পক্ষকে পণ্য বিক্রয়ের যথাযথ রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে **১**ম পক্ষ বা ....মনিটরিং কমিটি, প্রয়োজনবোধে, পরীক্ষা/নিরীক্ষা করিতে পারেন।

১৭। **১**ম পক্ষ ব্যবসার স্থান পরিদর্শন করিয়া ও ব্যবসায়িক কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া কোনরূপ ব্যতিক্রম বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে ২য় পক্ষের পরিবেশক স্বত্ব বাতিল করিতে পারিবে।

১৮। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শ্রমিক অসন্তোষ, হরতাল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যান্ত্রিক গোলযোগ/ব্রেক ডাউন বা রক্ষণাবেক্ষণজনিত সাময়িক উৎপাদন বিরতির কারণে পণ্য সরবরাহ ও উত্তোলনে বিঘ্ন ঘটিলে এবং সেইজন্য নিয়োগের কোন শর্ত লংঘিত হইলে ইহার জন্য **১**ম পক্ষ অথবা ২য় পক্ষ দায়ী হইবে না। তবে উক্ত অবস্থার অবসান ঘটিলে সকল শর্ত পুনঃবহাল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। উভয় পক্ষের সম্মতিতে, প্রয়োজনবোধে, যে কোন শর্তের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/ বিয়োজন করা যাইবে।

২০। এই চুক্তি বাস্তবায়নে কোন জটিলতা দেখা দিলে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

উপরোক্ত শর্তাবলী মানিয়া আমরা উভয় পক্ষ........................ইং তারিখ এই চুক্তি স্বাক্ষর করিলাম।

২য় পক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ **১ম পক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ**

ফরম-গ

পরিবেশকের নিকট সরবরাহকৃত পণ্যের মাসিক প্রতিবেদন

[অনুচ্ছেদ ৬(১) দ্রষ্টব্য]

উৎপাদক/পরিশোধক/আমদানিকারকের নাম ঃ

পরিবেশকের নাম ঃ

মাসের নাম ঃ

পণ্যের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	মন্তব্য

ফরম-ঘ

সরবরাহ আদেশ (সাপ্লাই অর্ডার)
[অনুচ্ছেদ ৯(১) দ্রষ্টব্য]

কোম্পানীর নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন নম্বর ঃ

১.০	এসও নম্বর		তারিখ	
২.০	রিকুইজিশন নম্বর		তারিখ	

৩.০ পরিবেশকের নাম ও ঠিকানা

৪.০

পণ্যের নাম ও বিবরণ		পণ্যের পরিমাণ	অংকে	
			কথায়	

৫.০	

পণ্যের একক মূল্য		পণ্যের মোট মূল্য	অংকে	
			কথায়	

৬.০

উত্তোলনের মেয়াদ	হতে

....	....	....	....
গ্রহণকারী	প্রস্তুতকারী	হিসাব কর্মকর্তা	অনুমোদনকারী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ শওকত আলী ওয়ারেছী
যুগ্ম-সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
খাদ্য বিভাগ

আদেশ

তারিখ, ২৫ জুলাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দ/১০ শ্রাবণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

এস. আর. ও নং ২৬৮-আইন/২০১২।—Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act No. I of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উহার ২১ বৈশাখ ১৪১৮/৪ মে ২০১১ তারিখের এস. আর. ও নং ১১৩/আইন/২০১১ মূলে জারীকৃত আদেশ-এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশে উল্লিখিত শর্তাবলীর দফা (২) এ উল্লিখিত ছকের অংশ "খ" এর পর নিম্নরূপ নূতন অংশ "গ" সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"গ। **আটা/ময়দাকল পর্যায় ঃ**

ক্রমিক নং	খাদ্যসামগ্রীর নাম	আটা/ময়দাকলের ধরন					
		মেজর ও কমপ্যাক্ট আটা/ ময়দাকল		রোলার আটা/ ময়দাকল		আটাচাক্কি	
		অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	গম	মাসিক পেষণ ক্ষমতার ২ (দুই) গুণ	৩০(ত্রিশ) দিন	মাসিক পেষণ ক্ষমতার ২ (দুই) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	মাসিক পেষণ ক্ষমতার সমপরিমাণ	১৫ (পনের) দিন

(১২৫৬৫৩)
মূল্য : টাকা ৪.০০

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২।	আটা/ময়দা/ গমজাত দ্রব্য	মাসিক পেষণ ক্ষমতার সমপরিমাণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	মাসিক পেষণ ক্ষমতার সমপরিমাণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	মাসিক পেষণ ক্ষমতার সমপরিমাণ	১৫ (পনের) দিন

”।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আতাউর রহমান
উপ-সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
খাদ্য বিভাগ

আদেশ

তারিখ, ২৫ জুলাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দ/১০ শ্রাবণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

এস. আর. ও নং ২৬৭-আইন/২০১২।–Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act No. I of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উহার ৪ মে ২০১১/২১ বৈশাখ ১৪১৮ তারিখের এস. আর. ও নং ১১২-আইন/২০১১ মূলে জারীকৃত আদেশ-এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশে উল্লিখিত ছকের—

(ক) ক্রমিক নং (৩) এর কলাম ৬ এ উল্লিখিত "সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক" শব্দগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/এলাকা রেশনিং কর্মকর্তা" শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) ক্রমিক নং (১০) এর কলাম ২ এ উল্লিখিত "ওএমএস ডিলার" শব্দগুলির পরিবর্তে "ডিলার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আতাউর রহমান
উপ-সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৫, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
খাদ্য বিভাগ

আদেশ

তারিখ, ২১ বৈশাখ ১৪১৮/৪ মে ২০১১

এস. আর. ও নং ১১৩-আইন/২০১১।—Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act No. I of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ শর্তাধীনে খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রীর (Foodstuffs) মজুদের পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারণ করিল, যথা ঃ—

শর্তাবলী

(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন ব্যবসায়ী ১ (এক) মেঃ টনের অধিক খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী তাহার অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সের শর্তাধীনে আমদানীকারক, পাইকারী ব্যবসায়ী, খুচরা ব্যবসায়ী ও চাল কল মালিক কর্তৃক খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী মজুদের সর্বোচ্চ পরিমাণ ও মেয়াদ হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ

ক। ব্যবসায়ী পর্যায় ঃ

ক্রমিক নং	খাদ্যশস্য/ খাদ্যসামগ্রীর নাম	পাইকারী বিক্রয় পর্যায়		খুচরা বিক্রয় পর্যায়		আমদানী পর্যায়	
		অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	আমদানীকৃত পণ্যের মজুদ পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	চাল/ধান	সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মেঃ টন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) মেঃ টন	১৫ (পনের) দিন	আমদানীকৃত পণ্যের ১০০	৩০ (ত্রিশ) দিন

মূল্য : টাকা ৪.০০

ক্রমিক নং	খাদ্যশস্য/ খাদ্যসামগ্রীর নাম	পাইকারী বিক্রয় পর্যায়		খুচরা বিক্রয় পর্যায়		আমদানী পর্যায়	
		অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	আমদানীকৃত পণ্যের মজুদ পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২।	গম/গমজাত দ্রব্য	সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ১০ (দশ) মেঃটন	১৫ (পনের) দিন	(একশত) ভাগ	
৩।	চিনি (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃ টন	২০ (বিশ) দিন	৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ	৪০ (চল্লিশ) দিন
৪।	ভোজ্য তেল ঃ					২৫ (পঁচিশ) ভাগ	৫০ (পঞ্চাশ) দিন
	(ক) সয়াবিন (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মেঃ টন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃ টন	২০ (বিশ) দিন		
	(খ) পামওয়েল (পরিশোধিত)	সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃ টন	২০ (বিশ) দিন		
৫।	ডাল	সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) মেঃটন	৩০ (ত্রিশ) দিন	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) মেঃ টন	২০ (বিশ) দিন	২৫ (পঁচিশ) ভাগের কম যে কোন পরিমাণ	৬০ (ষাট) দিন

খ। চালকল মালিক পর্যায় ঃ

ক্রমিক নং	খাদ্যসামগ্রীর নাম	চালকলের ধরন					
		অটোমেটিক		মেজর		হাসকিং	
		অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত মজুদের পরিমাণ	অনুমোদিত মেয়াদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	ধান	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ৫ (পাঁচ) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ৫ (পাঁচ) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ৫ (পাঁচ) গুণ	৩০ (ত্রিশ) দিন
২।	চাল	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ২ (দুই) গুণ	১৫ (পনের) দিন	পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ২ (দুই) গুণ	১৫ (পনের) দিন	সর্বোচ্চ ১০০ (একশত) মেঃটন	১৫ (পনের) দিন

(৩) আমদানীকারক বা পাইকারী বিক্রেতা উপরি-উক্ত দফা-(২) এ উল্লিখিত ছকে বর্ণিত অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে অনুমোদিত মজুদ তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বিক্রয় করিতে না পারিলে অনুমোদিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বিষয়টি এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তাকে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত ছক ও পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন।

(৪) অনুমোদিত প্রত্যেক লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীকে খাদ্য সামগ্রী আমদানী, ক্রয়, মজুদ ও বিক্রয়ের হিসাব লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত "ছকে" পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপরি- উক্ত দফা (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা এবং দফা (৪) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে তদ্‌কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৬) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চাল, গম ও গমজাত দ্রব্যদি ছাড়াও নিম্নবর্ণিত খাদ্য পণ্যকে সরকার এতদ্দ্বারা খাদ্য সামগ্রী (Foodstuffs) হিসাবে ঘোষণা করিল, যথা ঃ—

(ক) ভোজ্য তেল (সয়াবিন ও পামওয়েল);

(খ) চিনি;

(গ) ডাল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
বরুণ দেব মিত্র
সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৫, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

খাদ্য বিভাগ

আদেশ

তারিখ, ৪ মে ২০১১/২১ বৈশাখ ১৪১৮

এস. আর. ও. নং ১১২-আইন/২০১১—Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act No. I of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার লাইসেন্স ফী সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিলক্রমে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য ও খাদ্য সামগ্রী ব্যবসার নূতন লাইসেন্স গ্রহণ, নবায়ন ও ডুপ্লিকেট কপির জন্য নিম্নরূপ ফী ও লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার শ্রেণি	নূতন লাইসেন্স ফী (টাকা)	নবায়ন ফী (টাকা)	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফী	লাইসেন্স প্রদান, নবায়নকারী/ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
(১)	আমদানীকারক	১০,০০০/- (দশ হাজার)	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% =২০০০/- (দুই হাজার)	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
(২)	পাইকারী ব্যবসায়ী ও আড়তদার	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ১০০০/- (এক হাজার)	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
(৩)	খুচরা ব্যবসায়ী	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/ (পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ উপজেল খাদ্য নিয়ন্ত্রক

মূল্য : টাকা ২.০০

ক্রমিক নং	খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার শ্রেণি	নূতন লাইসেন্স ফী (টাকা)	নবায়ন ফী (টাকা)	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফী	লাইসেন্স প্রদান, নবায়নকারী/ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
(৪)	মেজর ও কম্প্যাক্ট ময়দাকল	২,০০০/- (দুই হাজার)	১০০০/- (এক হাজার)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ৪০০/- (চারশত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
(৫)	রোলার ময়দাকল	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/ (পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
(৬)	আটাচাক্কি	৬০০/- (ছয়শত)	৩০০/ (তিনশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ১২০/- (একশত বিশ)	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৭)	অটোমেটিক রাইস মিল	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ১০০০/- (এক হাজার)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৮)	মেজর রাইস মিল	৪,০০০/- (চার হাজার)	২,০০০/- (দুই হাজার)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ৮০০/- (আটশত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(৯)	হাস্কিং রাইস মিল	১,০০০/- (এক হাজার)	৫০০/ (পাঁচশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ২০০/- (দুইশত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(১০)	ওএমএস ডিলার	৬০০/- (ছয়শত)	৩০০/ (তিনশত)	নূতন লাইসেন্স ফী'র ২০% = ১২০/- (একশত বিশ)	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

২। উপরি-উক্ত ফি খাদ্য অধিদপ্তরের ৪৮৩১ খাতের আওতাধীন ১৮৫৪ নং উপখাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৩। এই আদেশের অধীনে যে অর্থ বছরে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করা হইবে উহা শুধু উক্ত অর্থ বৎসরের ৩০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
বরুণ দেব মিত্র
সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

The Foodgrains Supply (Prevention of Prejudicial Activity) Ordinance, 1979

(Ordinance NO. XXVI Of 1979)

[25th July, 1979]

An Ordinance to provide for special measure for Prevention of prejudicial activity relating to the storage, movement, transhipment, supply and distribution of foodgrains.

WHEREAS it is expedient to provide for special measures for prevention of prejudicial activity relating to the storage, movement, transhipment, supply and distribution of foodgrains;

AND WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 93 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance :—

Short titile

1. This Ordinance may be called the Foodgrains Supply (Prevention of Prejudicial Activity) Ordinance, 1979.

Ordinance to override all other laws

2. This Ordinance shall have effect notwithstanding anything contained in the Industrial Relations ordinance, 1969 (XXIII Of 1969), or in any other law for the time being in force.

Offences

3. (1) A person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to taka five thousand, or with both, if he engages in any activity prejudicial to the storage, movement, transhipment, supply and distribution of foodgrains.

(2) A person shall be deemed to have engaged in an activity prejudicial to the storage, movement, transhipment, supply and distribution of foodgrains if he :—

(a) being a person engaged or employed, whether as a worker, employee, contractor or otherwise, in connection with the storage, movement, transhipment, supply and distribution of foodgrains (hereinafter referred to as "person aforesaid" absents himself or otherwise abstains from his duties, whether or not in concert with others , without leave of absence or any reasonable excuse;or

(b) incites or in any manner persuades any person aforesaid to be absent or to abstain from, or not to perform, his duties or prevents him from attending to and performing his duties; or

(c) engages in any activity which causes disaffection among, or interferes with the discipline of, or obstructs the performance of duties by, any person aforesaid; or

(d) instigates, directly or indirectly, the use of criminal force against any person aforesaid; or

(e) does any act or thing which impedes, delays or restricts, or is calculated to impede, delay or restrict, the transportation, movement, supply or distribution of foodgrains; or

(f) makes, prints, publishes or distributes any document containing, or spreading by any other means whatsoever, any false statement or information relating to storage, movement, transhipment, supply or distribution or foodgrains; or

(g) causes, or does any act or thing calculaed to cause, fear or alarm to the public or any section of the public in respect of availability of food grains.

Restriction on movement of certain persons and detention orders

4. (1) Where the Government, or any authority empowered by it in this behalf, is satisfied in respect of any person that with a view to preventing him from engaging in any activity prejudicial to storage, movement, transhipment, supply and distribution of foodgrains, it is necessary so to do, it may make an order directing that such person be detained for a period not exceeding three months.

(2) A detention order under sub-section (1) may be executed at any place in Bangladesh in the manner provided for execution of warrants of arrest under the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898).

Power of arrest without warrant

5. Any police officer not below the rank of Sub-Inspector or any other person empowered by the Government in this behalf, may arrest without warrant any person who has been , or against whom a reasonable suspicion exists of his having been, concerned in an offence punishable under this ordinance.

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

The Control of Essential Commodities Act, 1956 (East Pakistan Act)
(ACT NO. 1 Of 1956)

22nd September, 1956

An act to provide for powers to control the production , treatment, keeping, storage, movement, transport, supply, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of, and trade and commerce in, certain commodities.

WHEREAS it is expedient to provide for powers to control the production, treatment, keeping, storage, movement, transport, supply, distribution, disposal , acquisition, use or consumption of, and trade and commerce in, certain commodities within [Bangladesh];

It is hereby enacted as follows:—

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the [1][***] Control of Essential Commodities Act, 1956.

(2) It extends to the whole of [2][Bangladesh].

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "essential commodity" means any of the following classes of commodities :—

(i) foodstuffs;

(ii) cotton and woollen textiles;

(iii) paper including paper-board, pulp-board, wall-board, fibre board, straw board, box-board, cellulose wadding, cellulose films and other similar materials which are manufactured wholly or mainly either from vegetable fibres or pulp, thereof or both from such fibres and such pulp, but does not include any of these materials;

(iv) mechanically propelled vehicles, their spare parts and tyres and tubes for the same;

(v) coal;

(vi) iron and steel;

(vii) mica;

(viii) drugs and medicines, including those administered by injection;

(ix) chemicals including gases;

(x) electrical and radio goods and appliances, including wires and cables;

(xi) medical and surgical instruments and appliances;

(xii) glass and glassware including scientific and laboratory equipment;

(xiii) artificial silk yarn;

(xiv) cycles, their spare parts, and tyres and tubes for the same;

(xv) matches;

(xvi) timber;

(xvii) sanitary and water supply fittings;

(xviii) infant and patient foods and allied articles;

(xix) cement;

(xx) cigarettes;

(xxi) fertilisers;

(xxii) tallow;

(xxiii) torch cells;

(xxiv) such other classes of commodities as may be declared by the Government by notification in the official Gazette to be essential commodities for the purposes of this Act;

(b) "foodstuffs" shall include edible oilseeds and oils;

(c) "notified order" means an order notified in the official Gazette; and

(d) "paper" shall include newsprint.

Powers to control production, supply, distribution, etc., of essential commodities

3. (1) The Government, so far it appears to it to be necessary or expedient for maintaining, or increasing supplies of any essential commodity or for securing its equitable distribution and availability at fair prices, may by notified order povide for regulating, or prohibiting the production, treatment, keeping, storage, movement, transport, supply, distribution, disposal, acquisition, use or consumption thereof and trade and commerce therein.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub section (1), an order made thereunder may provide—

(a) for regulating by licences, permits or otherwise the production or manufacture of any essential commodity;

(b) for controlling the prices at which any essential commodity may be bought or sold;

(c) for regulating by licences , permits or otherwise the storage, transport, distribution. disposal, acquisition, use or consumption of any essential commodity;

(d) for prohibiting the withholding from sale of any essential commodity kept for sale;

(e) for requiring any person holding stock of an essential commodity to sell the whole or a specified part of the stock at such prices and to such persons or class of persons or in such circumstances, as may be specified in the order;

(f) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to foodstuffs or cotton textiles which, in the opinion of the authority making the order are, or if unregulated are likely to be, detrimental to public interest;

(g) for requiring persons engaged in the production, supply or distribution of, trade or commerce in, any essential commodity to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order;

(h) for any incidental and supplementary matters, including in particular the entering, and search of premises, vehicles, vessels and aircraft , the seizure by a person authorised to make such search of any articles in respect of which such person has reason to believe that a contravention of the order has been, is being, or is about to be committed, or any records connected therewith, the grant or issue of licences, permits or other documents and the charging of fees therefore and for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid metters.

(3) An order made under sub-section (1) may confer powers and impose duties upon the Government, or officers and authorities of the Government.

(4) The Government, so far as it appears to it to be necessary for maintaining or increasing the production and supply of an essential commodity, may by order authorise any person (hereinafter referred to as an authorised controller) to exercise, with respect to the whole or any part of any such undertaking engaged in the production and supply of the commodity as may be specified in the order, such functions of control, as may be provided by the order; and so long as an order made under this sub-section is in force with respect to any undertaking or part thereof—

(a) the authorised controller shall exercise his functions in accordance with any instruction given to him by the Government, so however, that he shall not have any power to give any direction inconsistent with the provisions of any Act or other instrument determining the functions of the undertakers except in so far as may be specifically provided by the order; and

(b) the undertaking or part shall be carried on, in accordance with any directions given by the authorised controller in accordance with the provisions of the order, and any person having any function of management in relation to the undertaking or part shall comply with any such directions.

Delegation of powers

4. The Government may by notified order direct that the power to make orders under section 3 shall, in relation to such matters and subject to such condition, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the Government or as may be specified in the direction.

Effect of orders inconsistent with other enactments

5. Any order made under section 3 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this act.

Penalties 6.(1) If any person contravenes any order made under section 3, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both , and if the order so provides, any court trying such contravention may direct that any property in respect of which the Court is satisfied that the order has been contravened shall be forfeited to the Government:

Provided that where the contravention is of an order relating to foodstuffs which contains an express provision in this behalf, the court shall make such direction, unless for reasons to be recorded in writing it is of opinion that the direction should not be made in respect of the whole, or, as the case may be, a part, of the property.

(2) The owner of any vessel, conveyance or animal carrying any property in respect of which an order under section 3 is contravened shall, if the carrying is part of the transaction involving the contravention and if he knew or had reason to believe that the contravention was being committed, be deemed to have contravened the order, and in addition to the punishment to which he is liable under sub-section (1), the vessel, conveyance or animal shall when the order provides for forfeiture of the property in respect of which the order is contravened, be forfeited to the Government.

(3) If any person to whom a direction is given under sub-section (4) of section 3 fails to comply with the direction he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

Attempts and abetments 7. Any person who attempts to contravene, or abets a contravention of, any order made under section 3 shall be deemed to have contravened that order.

Offences by Corporations 8. if the person contravening an order made under section 3 is a company or other body corporate, every director, manager, secretary or other officer or agent thereof shall, unless he proves that contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention, be deemed to be guilty of such contravention.

False statement 9. If any person—

(i) when required by an order made under section 3 to make any statement or furnish any information, makes any statement or furnishes any information which is false in any material particular and which he knows or has reasonable cause to believe to be false, or does not believe to be true, or

(ii) makes any such statement as aforesaid in any book, account, record, declaration, return or other document which he is required by any such order to maintain or furnish, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

Cognizance of offences

10. No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by a person who is a public servant as defined in section 21 of the [3][***] Penal Code, 1860.

Power to try offences summarily

11. Any Magistrate or bench of Magistrate empowered for the time being to try in summary way the offences specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1898 may, on application in this behalf being made by the prosecution, try in accordance with the provisions contained in section 262 of the said Code any offence punishable under this Act.

Special provision regarding fines

12. Notwithstanding anything contained in section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1898, it shall be lawful for any Magistrate of the First Class specially empowered by the Government in this behalf to pass a sentence of fine exceeding one thousand rupees on any person convicted of contravening an order made under section 3.

Presumption as to orders

13.(1) No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.

(2) Where an order purports to have been made and signed by an authority in exercise of any power conferred by or under this Act, a Court shall, within the meaning of Evidence Act, 1872, presume that such order was so made by that authority.

Burden of proof in certain cases

14. Where any person is prosecuted for contravening any order made under section 3 which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority or without a permit, licence or other document, the burden of proving that he has such authority, permit, licence or other document, shall be on him.

Protection of action taken under Act

15.(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 3.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the government or any officer under it for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 3.

[Repealed.]

16. [Repeal and saving.―Repealed by section 3 and the Second schedule of the East Pakistan Repealing and Amending Ordinance, 1966 (East Pakistan Ordinance No. XIII of 1966).]

---

[1]The words "East Pakistan" were omitted by Article 6 0f the Bangladesh(Adaptation of Existing Laws) order, 1972 (President's order no. 48 of 1972)

[2]The word "Bangladesh" was substituted for the words "East Pakistan'' by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act ,1973 (Act No. VIII of 1973)

[3]The word "Pakistan" was omitted by Article 6 of the Bangladesh(Adaptation of Existing Laws) order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

খাদ্যশস্যের মজুদ বিরোধী আদেশ ১৯৫৩
পূর্ববঙ্গ সরকার
বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ

পূর্ববঙ্গ খাদ্যশস্যের (ফুড স্টাফ) মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মজুদ বিরোধী আদেশ-১৯৫৩

বিজ্ঞপ্তি

নং ৫২২১ ডি, সি, এস ৮ই আগষ্ট ১৯৫৩ ঃ- পাকিস্তান সরকারের খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি নং পিওয়াই-১৬/৪৭ তাং ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে ও পাকিস্তান সরকারের সম্মতিক্রমে গভর্ণর অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ১৯৪৬ (সাময়িক ক্ষমতা) এ্যাক্ট, ১৯৪৬ (১৯৪৬ সালের ২৪ নং এ্যাক্ট) এর ৩য় খণ্ডের ২নং উপ-ধারার (সি), (ডি), (ই), (এফ), (আই) ও (জে) দফার ক্ষমতা প্রয়োগকল্পে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিতেছেন।

(১) এই আদেশ পূর্ববঙ্গ (খাদ্যদ্রব্য) মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মজুদ বিরোধী আদেশ ১৯৫৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র পূর্ববঙ্গ ব্যাপী জারী থাকিবে।

(৩) প্রাদেশিক সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি মারফত যে সমস্ত এলাকা ও যে দিন হইতে কার্যকরী করিতে চাহেন সেইদিন হইতে ইহা কার্যকরী হইবে।

২। এই আদেশ, বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে—

ক) "পরিবার" (Family) বলিতে যে সমস্ত ব্যক্তি একটি বাড়ীতে একসংগে থাকেন এবং এক অন্নে বাস করেন তাহা বুঝাইবে।

খ) "ফরম" (Form) বলিতে এই আদেশের তফশিলে বর্ণিত ফরম বুঝইবে।

গ) "বিজ্ঞপ্তি" (Notification) বলিতে সরকারী গেজেটে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি বুঝাইবে।

ঘ) "খুচরা ব্যবসায়ী" (Retailer) বলিতে যে ব্যবসায়ী ভোক্তার নিকট সরাসরি খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করে তাহাকে বুঝাইবে।

ঙ) "ব্যবসায়ী" (Trader) বলিতে যে কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, বিক্রয় বা মজুদ করে তাহাকে বুঝাইবে।

চ) "পাইকারী ব্যবসায়ী" (Wholesaler) বলিতে খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যান্যদেরকে বুঝাইবে।

ছ) "খাদ্যদ্রব্য" (Foodstuff) বলিতে চাউল, ধান, গম, গমজাত দ্রব্য এবং প্রাদেশিক সরকার সময় সময় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মারফত যে সমস্ত দ্রব্যাদির ঘোষণা দিবেন তাহাকে বুঝাইবে।

৩।(১) প্রাদেশিক সরকার, সময় সময়, বিজ্ঞপ্তি মারফত (ক) বিক্রেতা (খ) পাইকারী বিক্রেতা ও (গ) যে কোন ব্যক্তিকে বিক্রয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্যের একটি সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর নির্ধারণ এবং একইভাবে যে কোন বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তন, সংশোধন বা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) প্রাদেশিক সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত, কোন ব্যবসায়ীকে, খাদ্যশস্যের উপর উহার সর্বোচ্চ মূল্য উপ-ধারা (১) অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিতে পারিবেন এবং দেয় ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী ব্যবসায়ী তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) বিজ্ঞপ্তি মারফত উপ-ধারা(১) এর অধীন সর্বোচ্চ মূল্য সংক্রান্ত তারিখ,সময়কাল এবং নির্ধারিত এলাকা নির্দেশিত হইবে।

৪। যখন অনুচ্ছেদ ৩ মোতাবেক কোন খাদ্যদ্রব্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হইবে; তখন—

ক) সর্বোচ্চ মূল্যের ঊর্ধ্বে কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে বা বিক্রয় করার চুক্তি করিতে কিংবা কোন ব্যবসায়ী ক্রয় করিতে বা ক্রয় করার চুক্তি করিতে পারিবেন না।

খ) ধারা-৩(২) অনুযায়ী যে সমস্ত দ্রব্যের নির্ধারিত মূল্য খাদ্যশস্যের উপর লিপিবদ্ধ করিতে হইবে উহা লিপিবদ্ধ করা ব্যতিরেকে কোন ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

গ) অন্য কোন চুক্তিতে যাহাই থাকুক, কোন খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকারী ব্যবসায়ী বা কোন ব্যক্তি ধারা ৩ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যের বেশী মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বা ক্রয় বা ডেলিভারী বা ডেলিভারী গ্রহণে রাজি হইতে পারিবেন না।

৫।(১) প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যতিরেকে বা লাইসেন্সের শর্ত ব্যতীত কোন ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী শ্রেণীকে ব্যবসা করিতে না দিতে আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(২) প্রাদেশিক সরকার, সময় সময় বিজ্ঞপ্তি মারফত লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন, মূল লাইসেন্স হারাইয়া গেলে, নষ্ট হইলে বা বিকৃত হইলে ডুপ্লিকেট/বা অতিরিক্ত লাইসেন্স প্রদানের নির্দিষ্ট ফি নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং ফি গ্রহণ পদ্ধতি এবং লাইসেন্সের মেয়াদ নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) প্রাদেশিক সরকার বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স পাইবার জন্য ফরম ১-এ আবেদন করিতে হইবে এবং তিনি ফরম ২-এ সাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

৬। প্রাদেশিক সরকার নিম্নলিখিত আদেশ দিতে পারিবেন :— (ক) কোন ব্যবসায়ীকে তাহার কাজ-কারবারের নির্ভুল তথ্য নির্দিষ্ট উপায়ে এবং সরকার নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষণ করিতে, (খ) কোন ব্যবসায়ীকে এই জাতীয় কাজ-কারবারের রিটার্ন, রিপোর্ট এবং বিবরণী দাখিল করিতে যাহা সরকার প্রয়োজন বিবেচনা করেন।

৭।(১) প্রাদেশিক সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, কোন পরিবার পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী তাহার নিকটে বা তাহার আয়ত্তাধীনে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে বেশী খাদ্যশস্য রাখিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা-এই দফায় কোন পরিবারের কোন একজন সদস্যের অধীন বা নিয়ন্ত্রণে থাকিলে প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে আছে বলিয়া ধরা হইবে।

(২) প্রাদেশিক সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত ইহা নির্দেশ করিতে পারেন যে, কোন ব্যবসায়ী তাহার নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সময়ের অধিক কোন খাদ্যদ্রব্য রাখিতে পারিবেন না।

(৩) যদি উপরোক্ত উপ-ধারা (১) এর বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন কোন পরিবার, পাইকারী ব্যবসায়ী বা খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে কোন খাদ্যদ্রব্য বেশী পরিমাণে থাকে তাহা হইলে পরিবার প্রধান, পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী তৎক্ষণাৎ বা বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশিত সময়ে প্রাদেশিক সরকার বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এই সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং প্রাদেশিক সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য সম্পর্কে মজুদ, বিতরণ বা বিক্রয় সম্বন্ধে যে আদেশ দিবেন তাহা পালন করিবেন।

(৪) প্রাদেশিক সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত এই বিধির অধীন কোন আদেশ পরিবর্ধন, রদবদল, পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

৮। প্রাদেশিক সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে লিখিতভাবে কোন ব্যবসায়ীকে তাহার আওতাধীন কোন খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক ৩ ধারার (১) উপ-ধারায় নির্দেশিত সর্বোচ্চ মূল্যসীমার মধ্যে বিক্রয় করিতে আদেশ দিতে পারেন।

৯। (ক) প্রাদেশিক সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত এইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, সরকার কর্তৃক পূর্বাহ্নে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে, কোন ব্যবসায়ী তাহার মজুদ খাদ্যদ্রব্য হইতে স্বাভাবিক ব্যবসাকালীন লেনদেন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিতে পারিবেন না বা অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

(খ) প্রাদেশিক সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মারফত এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে, কোন ব্যবসায়ী, পরিবার, পাইকারি বা খুচরা দোকানদার প্রাদেশিক সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অনুমতিপত্র ব্যতীত কোন খাদ্যশস্য রেল, রাস্তা, নৌ-পথ বা অন্য কোন উপায়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইতে বা সরাইবার ব্যবস্থা কারিতে পারিবেন না।

১০। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ লিখিত আদেশে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নলিখিত কর্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন :—

(ক) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে পন্থায় এবং যে ফরমে বলেন ব্যবসায়ীকে সেই ভাবে খাদ্যদ্রব্যের কারবার সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করাইতে,

(খ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন সেইরূপ ব্যবসায়ীকে কারবারে সংক্রান্ত সঠিক রিটার্ন রিপোর্ট এবং বিবরণী দাখিল করাইতে,

(গ) একজন ব্যবসায়ীকে গুদাম নির্দিষ্ট পন্থায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রি করাইতে এবং ব্যবসায়ীকে এইভাবে তাহার রেজিস্ট্রিকৃত গুদাম ব্যতীত অন্য কোথাও খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত না করিতে।

১১। এই আদেশের বিধান প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত কাহারও নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্যশস্য মজুদের বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

১২। প্রাদেশিক সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে যদি কোনো শর্ত থাকে তাহা উল্লেখপূর্বক, কোনো ব্যক্তি বা কোনো শ্রেণীর লোককে এই আদেশের সকল বা কোনো একটি বিধানের আওতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

১৩। প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে এই বিষয়ে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা :—

(ক) খাদ্যশস্য ক্রয়, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য মজুদ আছে, কিংবা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, ক্রয়, বিক্রয় বা মজুদ রাখা হইবে এমন জায়গা, তাঁবু বা যানে প্রবেশ ও পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(খ) যদি বিশ্বাস জন্মে যে, এই সংক্রান্ত আদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহা হইলে তিনি কোন জায়গা, তাঁবু বা যানে প্রবেশ ও তল্লাশি কিংবা তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(গ) যেভাবে প্রয়োজন মনে করেন সেভাবে উক্ত স্থান, তাঁবু বা যানবাহনের নিয়ন্ত্রণকারীকে বা কোন ব্যবসায়ীকে এই কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্য ক্রয়, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত স্থানে যে কোন বহি, হিসাব-পত্র, ভাউচার বা অন্যান্য দলিল-পত্র উপস্থাপন বা সরবরাহ করিতে আদেশ দিতে পারিবেন।

(ঘ) এই জাতীয় কারবারের বহি, হিসাব-নিকাশ ভাউচার বা অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(ঙ) এই জাতীয় ব্যবসা সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ হইতে অংশ বিশেষ নকল করিয়া লইতে বা লওয়াইতে পারিবেন।

১৪। যদি কোনো ব্যক্তি এই বিধির কোন ধারা বা ইহার অধীন কোনো আদেশ লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে, অন্য যে কোনো শাস্তি প্রদান করা হউক না কেন, যে আদালত এই লঙ্ঘন এর বিচার করিবেন সেই আদালত লঙ্ঘন সম্পর্কিত খাদ্যশস্য প্রাদেশিক সরকার খাতে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন। উল্লেখ থাকে যে, লঙ্ঘন সম্পর্কিত খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে যদি আদালত মনে করেন যে, উক্ত খাদ্যশস্য সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা লওয়া হইবে না তাহা হইলে, তাহাও লিখিতভাবে উল্লেখ করিবেন।

১৫। যদি একজন প্রকৃত ভোক্তা ব্যতীত কেহ এই বিধানের কোনো আদেশ লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করেন বা লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘনে সহায়তা করেন তাহা হইলে ধরা হইবে তিনি এই বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন।

১৬। এই আদেশ দ্বারা যে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং বিজ্ঞপ্তিতে যদি কোন শর্ত আরোপিত থাকে উহা সাপেক্ষে প্রাদেশিক সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত তাহার অধঃস্তন কর্মকর্তাকে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ বা সম্পাদনে আদেশ দিতে পারেন।

১৭। এই আদেশের অধীন কোন ব্যক্তি কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে পাকিস্তান ফৌজদারি দণ্ড বিধির ২১ ধারা (১৮৬০ সালের এ্যাক্ট ৪৫) মোতাবেক তিনি সরকারী চাকুরিজীবী হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৮। এই আদেশের উদ্দেশ্য পালনের জন্য প্রাদেশিক সরকার বিধি তৈরী করিতে পারিবেন।

১৯। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য, অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে যে সমস্ত আইন প্রচলিত আছে এই বিধান তাহার অতিরিক্ত হইবে এবং এই বিধান তাহা ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না।

২০।(১) বিজ্ঞপ্তি নং ৮০২৭ ডি সি এস তাং-২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ দ্বারা জারীকৃত পূর্ববঙ্গ খাদ্যশস্য মজুদ বিরোধী আদেশ, ১৯৪৯ এবং বিজ্ঞপ্তি নং ৩৮৯৫ সি এম তাং ১২ই জুন, ১৯৫০ দ্বারা জারীকৃত পূর্ববঙ্গ খাদ্যশস্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৫০ এত দ্বারা বাতিল করা হইল।

(২) পূর্ববঙ্গ খাদ্যশস্য মজুদ বিরোধী আদেশ, ১৯৪৯ এবং পূর্ববঙ্গ খাদ্যশস্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৫০ এর অধীন জারীকৃত সকল বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ ও ক্ষমতা প্রদান যাহা এই আদেশ জারীর অব্যবহিত পূর্বে জারী ছিল বা জারী বলিয়া গণ্য ছিল তাহা বলবৎ থাকিবে এবং এই আদেশবলেই জারী করা হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল ম্যানুয়াল

খাদ্য অধিদপ্তর

প্রণয়নে টেকনোহেভেন কোম্পানী লিমিটেড

সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল ম্যানুয়াল

সূচিপত্র

অধ্যায় ১.. ৫
ভূমিকা.. ৫
অধ্যায় ২.. ৭
২.১ সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা.. ৭
২.২ অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য.. ৭
২.৩ আমদানিকৃত খাদ্যশস্য.. ৯
২.৩.১ খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়াদি.. ৯
২.৪.১ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক.. ৯
২.৪.২ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক.. ১০
২.৪.৩ পরিচালক সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ (সববি).. ১০
২.৪.৪ সংগ্রহ বিভাগ.. ১০
২.৪.৫ হিসাব ও অর্থ বিভাগ.. ১০
২.৪.৬ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ.. ১০
অধ্যায় ৩.. ১২
৩.১ চলাচলসূচি প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ.. ১২
৩.২ চলাচলসূচি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের জন্য জরুরি বিবেচ্য বিষয়াদি.. ১২
৩.২.১ দ্বীপাঞ্চলের এলএসডি.. ১২
৩.২.২ পাহাড়ি এলাকার এলএসডি.. ১২
৩.২.৩ বন্যাপ্রবণ এলাকার এলএসডি/সিএসডি.. ১২
৩.২.৪ হাওড় এলাকার এলএসডি.. ১৩
৩.২.৫ পরিচালক, চসসা বিভাগ কর্তৃক চলাচলসূচি প্রণয়ন.. ১৩
৩.২.৬ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (আখানি) কর্তৃক চলাচলসূচি প্রণয়ন.. ১৩
৩.২.৭ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (জেখানি) কর্তৃক চলাচলসূচি প্রণয়ন.. ১৪
৩.২.৮ প্রেরকের (এলএসডি, সিএসডি, সাইলো) কার্যাবলি (Functions) ১৫
৩.২.৯ প্রেরকের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের (উখানি) কার্যাবলি (Functions).. ১৬
৩.২.১০ প্রেরক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলি (Functions).. ১৬
৩.২.১১ প্রাপকের (এলএসডি, সিএসডি, সাইলো) কার্যাবলি (Functions).. ১৭
৩.২.১২ প্রাপকের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলি (Functions).. ১৭
৩.২.১৩ প্রাপক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলি (Functions).. ১৮
অধ্যায় ৪.. ১৯
৪.১ পরিবহণ ঠিকাদারের কার্যাবলি (Functions).. ১৯
৪.১.১ খাদ্যশস্য যানবাহনে গ্রহণকালে.. ১৯
৪.১.২ খাদ্যশস্য প্রাপককে প্রদানকালে.. ১৯
৪.২ শ্রমিক ও হস্তার্পণ ঠিকাদার/শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারের কার্যাবলি (Functions).. ২০
অধ্যায় ৫.. ২১
৫.১ সড়ক, রেল ও নৌপথে খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তি.. ২১
৫.১.১ সড়ক পথে সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহণ প্রেরণ চলাচলসূচি জারি, প্রেরণ ও যাচাই.. ২১
৫.১.২ পরিবহণ ঠিকাদার, ট্রাক চালক ও ট্রাকের কাগজপত্র যাচাই.. ২১
৫.১.৩ স্থাপনকৃত যানবাহন/ট্রাক/লরির অবস্থা যাচাই.. ২১
৫.১.৪ ওজন যন্ত্রের যথার্থতা যাচাই.. ২১
৫.১.৫ প্রাপ্তি.. ২৩

৫.২ নৌপথে সরকারি খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তি ২৩
৫.২.১ প্রেরণ ২৩
৫.২.২ প্রাপ্তি ২৫
৫.৩ রেলপথে খাদ্যশস্য পরিবহণ ২৫
৫.৩.১ প্রেরণ ২৫
৫.৩.২ প্রাপ্তি ২৭
অধ্যায় ৬ .... ২৯
৬.১ আমদানিকৃত খাদ্যশস্য বন্দরে খালাস ও প্রেরণ সংক্রান্ত ২৯
৬.২ সমুদ্র বন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৩০
৬.২.১ চট্টগ্রাম বন্দর ৩০
৬.২.২ মোংলা বন্দর ৩০
৬.২.৩ মোংলা বন্দরের অন্যান্য খালাস পয়েন্টস ৩১
৬.২.৪ স্থল বন্দর ৩২
অধ্যায় ৭ .... ৩৪
৭.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক শর্তাদি বা ইনকোটার্মস (ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্মস) ৩৪
৭.২ খাদ্যশস্য আমদানি ৩৪
৭.২.১ টাইপ অব কার্গো শিপ (মালবাহী জাহাজের প্রকার) ৩৪
৭.২.২ অভ্যন্তরীণ নৌযানের প্রকার ৩৫
৭.৩ জাহাজ ভাড়া সংক্রান্ত শর্তাদি ও টার্মস ৩৫
৭.৩.১ জাহাজি শর্তাদি/টার্মস ৩৫
৭.৩.২ জাহাজ চার্টার করার বিবেচ্য বিষয়াবলি ৩৬
অধ্যায় ৮ .... ৩৯
৮.১ ঢালাগম বস্তাবন্দি করে খালাস করার কৌশল ৩৯
৮.২ ড্রাম ও বস্তাবন্দি কার্গো খালাস ৩৯
৮.৩ কনটেইনারাজেইশন ৪০
৮.৪ বিভিন্ন ব্যয় ৪০
৮.৫ বন্দর ও কাস্টমস প্রদেয় চার্জ ৪০
৮.৬ বিভিন্ন সনদ ৪১
অধ্যায় ৯ .... ৪২
৯.১ লাইটারেজ ৪২
অধ্যায় ১০ .... ৪৫
১০.১ আমদানিকৃত খাদ্যশস্য খালাসের লক্ষ্যে জাহাজি দলিলাদি ৪৫
১০.১.১ পরিচালক চসসা কার্যাবলি ৪৫
১০.১.২ পরিচালক সংগ্রহের কার্যাবলি ৪৫
১০.১.৩ শিপিং এজেন্টের কার্যাবলি ৪৬
১০.১.৪ লাইটানিং এজেন্ট ৪৬
১০.১.৫ সাহায্য/অনুদানে আগত কার্গোর ক্ষেত্রে ৪৬
অধ্যায় ১১ .... ৪৭
১১.১ বার্থিং কমিটি, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ৪৭
১১.২ আইজিএম এবং এনওআর ৪৭

অধ্যায় ১২.. ৪৮
১২.১ চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম এর কার্যাবলি (Functions).. ৪৮
১২.২ সহকারী নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ, চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যাবলি (Functions)...................................... ৪৮
অধ্যায় ১৩.. ৪৯
১৩.১ জাহাজ খালাস পদ্ধতি ধাপসমূহ.. ৪৯
১৩.১.১ ব/ই তৈরি ও পাশ করানো.. ৪৯
১৩.১.২ বি/ই তৈরি করার জন্য জাহাজি দলিলাদি.. ৪৯
১৩.২ কন্টেইনার হতে পণ্য খালাসের পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ.. ৫০
১৩.২.১ কন্টেইনার হতে ডেলিভারি নেওয়ার পূর্ব দিনের কাজসমূহ.. ৫০
১৩.২.২ কন্টেইনার হতে ডেলিভারি নেওয়ার দিনের কাজসমূহ.. ৫১
১৩.৩ জাহাজ হতে পণ্য খালাসের পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ চট্টগ্রাম বন্দর.. ৫৪
অধ্যায় ১৪.. ৫৫
১৪.১ শিফ্‌ট ইনচার্জ খাদ্য পরিদর্শক/সহকারী নিয়ন্ত্রক চলাচল ও সংরক্ষণের কার্যাবলি (Functions).......................... ৫৫
১৪.২ বন্দরে জাহাজ খালাস ও ডেসপ্যাচ সংক্রান্ত কাজে উপ-খাদ্য পরিদর্শক ও সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শকের কার্যাবলি ৫৫
১৪.২.১ উপ-খাদ্য পরিদর্শকের কার্যাবলি.. ৫৫
১৪.২.২ সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শকের কার্যাবলি.. ৫৬
১৪.২.৩ চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খুলনার কার্যাবলি (Functions)... ৫৭
১৪.২.৪ সহকারী নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ, মোংলা বন্দরের কার্যাবলি (Functions)............................ ৫৭
অধ্যায় ১৫.. ৫৮
১৫.১ সাইলোতে জাহাজ খালাস ও ডেসপ্যাচ.. ৫৮
১৫.২ চট্টগ্রাম সাইলো হতে গম প্রেরণ (Dispatch).. ৫৯
অধ্যায় ১৬.. ৬০
১৬.১ খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ঠিকাদার.. ৬০
১৬.২ রেল পরিবহণ ঠিকাদার.. ৬০
১৬.২.১ রেল রুট বা রেলপথ.. ৬০
১৬.৩ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার.. ৬২
১৬.৪ নৌ পরিবহণ ঠিকাদার.. ৬৪
১৬.৪.১ বাল্ক পরিবহণ.. ৬৪
১৬.৪.২ বস্তাবন্দি পরিবহণ.. ৬৪
১৬.৫ প্রাইভেট মেজর কেরিয়ার (পিএমসি) খুলনা.. ৬৪
১৬.৫.১ ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল).. ৬৫
১৬.৫.২ ডিবিসিসি ঢাকা.. ৬৫
অধ্যায় ১৭.. ৬৭
১৭.১ স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ (Least Cost Route).. ৬৭
অধ্যায় ১৮.. ৬৯
১৮.১ পথ খাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিরূপণ.. ৬৯
১৮.২ খাদ্যশস্যের পথখতে হিসাব নিরূপণের জন্য প্রণীত ছকসমূহ (Tools).. ৭১
১৮.৩ পথখাতে খাদ্যশস্যর হিসাব নিরূপণ পদ্ধতি.. ৭১
১৮.৩.১ ছক “খ”.. ৭৩

সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল ম্যানুয়াল
অধ্যায় ১

ভূমিকা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত খাদ্য বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সৃষ্ট সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের উত্তরাধিকার আজকের এ খাদ্য অধিদপ্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবিভক্ত বাংলায় দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে এ বিভাগের সৃষ্টি। রেশনকেন্দ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিভাগ কাজ করছে। সরকারি খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনার বর্তমান পদ্ধতি বিগত কয়েক দশক ধরে পরিচালিত হচ্ছে; কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বর্তমান সরকারের অনুসৃত ডিজিটাল বাংলাদেশের আলোকে এর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিসহ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবহণ ও লজিস্টিক সার্ভিসকে আরও উন্নত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মুভমেন্ট প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে দর, দূরত্ব ও পরিবহণ মাধ্যম বিবেচনায় নিয়ে লিস্ট কস্ট রুট নির্বাচন করে খাদ্যশস্য চলাচলে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। এ ছাড়া, পথখাতে থাকা খাদ্যশস্যের পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণে সক্ষম হবে। সমীক্ষা/প্রকল্পটি সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহণের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা খাদ্য অধিদপ্তরের কর্ম উন্নয়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে। সরকারের রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর সঙ্গে জড়িত, যা পরবর্তীকালে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে হাল নাগাদ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি যুগোপযোগী করার দায়িত্ব খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের। চলাচল প্রক্রিয়াটি পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের অগ্রদূত হিসাবে বিবেচিত। খাদ্যশস্য চলাচলের অপারেশন প্রক্রিয়াটি জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয়ভাবে যার যার অধিক্ষেত্রে পরিচালিত হয়ে থাকে। খাদ্য অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণভাবে ধান, চাল ও গম সংগ্রহ ও বিদেশ হতে প্রয়োজনে চাল ও গম আমদানি করে। এই খাদ্যশস্যসমূহ স্থলপথ, নৌপথ ও রেলপথে জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ঠিকাদারের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। বর্তমানে ৬৩৪টি এলএসডি, ১২ সিএসডি এবং ৫টি সাইলো খাদ্যশস্য মজুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য এ খাদ্য ডিপোগুলোতে মোট ১.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা আছে। স্থলপথ, নৌপথ ও রেলপথে মোট ৩.৮ লাখ রুটের মাধ্যমে সারা দেশের খাদ্য ডিপোসমূহ এবং সমুদ্র বন্দরগুলো সংযুক্ত রয়েছে।

খাদ্য আধিদপ্তর অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মসূচির আওতায় আমন ও বোরো মৌসুমে বাৎসরিক ১৫ থেকে ২০ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য ক্রয় করে। এ ছাড়া প্রয়োজনে বিদেশ হতে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের মাধ্যমে চাল ও গম আমদানি ও খালাস করে। বৃটিশ আমলে (১৯৪৩—১৯৪৭) খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সাধারণত রেল ও নৌপথে উড়িষ্যা, পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশ হতে বাংলাতে পরিবাহিত হতো। সড়ক পথে পরিবহণের কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না। রেলপথে, 'রেলওয়ে ক্যারিজ অ্যাক্ট ১৮৯০'-এর আওতায় 'ওনার্স রিস্ক' শর্তে খাদ্যশস্য পরিবাহিত হতো। পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭—১৯৭০) রেলপথে 'রেলওয়ে ক্যারিজ অ্যাক্ট'-এর 'ওনার্স রিস্ক' শর্তে খাদ্যশস্য পরিবাহিত হতো। এ ছাড়া সড়ক ও নৌপথে খাদ্যশস্য পরিবাহিত হতো। বর্তমানে খাদ্যশস্য সড়ক, নৌ ও রেলপথে পরিবহণ হয়ে আসছে। অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, আমদানিকৃত চাল ও গম জাহাজ হতে খালাস করে বন্দর নিকটবর্তী বিভিন্ন ডিপোতে প্রেরণ করা হয়। সরকারি খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এর বাস্তবায়ন নির্ভর করে মুভমেন্ট অপারেশনের সফলতার উপর। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত চলাচল নীতিমালার আলোকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিএমএস ও পরিচালক (চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো) স্বল্পব্যয়ে পথ ও পরিবহণকে ভিত্তি ধরে মুভমেন্ট প্রোগ্রামের রূপরেখা তৈরি করে থাকেন। চলাচল নীতিমালায় স্বল্পব্যয়ে পথ নির্ধারণ এবং মুভমেন্ট প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারের জন্য সুপারিশ করেছে, অধিকন্তু ক্রস মুভমেন্ট ও উলটা পথে চলাচলকে নিষেধ করা হয়েছে।

এ সমীক্ষাটির উদ্দেশ্য হলো সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল ম্যানুয়াল প্রণয়ন, স্বল্পব্যয়ে পরিবহণ মাধ্যম বিবেচনায় Movement Programming Software প্রণয়ন, বিদ্যমান গুদাম ও পরিবহণ ঘাটতি পুনঃনিরীক্ষাকরণ। এ লক্ষ্যে মোট ৩১টি এলএসডি/সিএসডি ও সাইলোতে নমুনা জরিপ চালানো হয়েছে। এ জরিপের জন্য জলবায়ু, ভূ-সংস্থান, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, পাহাড়ি এলাকা, বরেন্দ্র এলাকা, উচ্চতা, খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি এলাকা বেছে নেওয়া হয়েছে।

খাদ্যশস্য চলাচল ম্যানুয়াল কখনো খাদ্য বিভাগে ছিল না, এই প্রথম চলাচল ম্যানুয়ালটি প্রণীত হলো। সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারি আদেশ, নীতিমালা, সার্কুলার, বিধি-বিধান ইত্যাদি বিবেচনা করে ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটি খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রতিটিস্তরের জনবলের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে এবং এর যথাযথ অনুসরণে সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন আনবে।

অধ্যায় ২

২.১ সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা

খাদ্যশস্য চলাচল নীতিমালা, ২০০৮-এর অনুসরণে খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা করতে হবে। নীতিমালার ২.১ ধারায় উল্লেখ রয়েছে 'সরকারি খাতে সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্পব্যয়ে যথাসম্ভব যথাযথ পরিমাণ, যথাযথ সময় ও যথাযথ স্থানে সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ স্থানান্তর করা'।

৩.১ ধারায় পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, 'বোরো আমন ও গম সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকারি খাদ্য গুদামসমূহে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ও ঘাটতি অঞ্চলের গুদামে প্রেরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে'।

অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ খাদ্যশস্য স্থানীয় চাহিদার সমপরিমাণ সংরক্ষিত রেখে অতিরিক্ত পরিমাণ দেশের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহণের প্রয়োজন হয়। সংগ্রহ মৌসুমে সীমিত সময়ের মধ্যে গুদামের ধারণক্ষমতার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হয়। ফলে সংগৃহীত খাদ্যশস্য দ্রুততার সঙ্গে গুদামে খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে, ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব জেলা ও বিভাগের এলএসডি/সিএসডি/ সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা, সংগ্রহের সম্ভাবনা, খাদ্য বাজেটে বিতরণ, বরাদ্দ ও সম্ভাব্য উত্তোলন নিরিখে প্রাথমিক খসড়া চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য চসসা বিভাগে প্রেরণ করবে। চসসা বিভাগ কেন্দ্রীয়ভাবে এলএসডি/সিএসডিভিত্তিক আন্তঃবিভাগ সমন্বিত চলাচল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে পরিবহণ বরাদ্দ প্রদান করবে এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহিত করবে।

তা ছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তর বিদেশ হতে নগদ ক্রয় ও অনুদানে প্রাপ্য খাদ্যশস্য চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দরে খালাস পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং একই সঙ্গে তিনটি বন্দরের পশ্চাদ্ভূমিতে অবস্থিত এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহে পরিবহণ ও সংরক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের নিরিখে হ্রাস, বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস করা যাবে।

২.২ অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য

১. সারাদেশে বোরো সংগ্রহ সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝি হতে শুরু হয়। বিগত বছরগুলোতে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ১২ লাখ মে. টন (চালের আকারে) নির্ধারণ হয়ে আসছে। চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার ৭০% (প্রায়) উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ হতে সংগ্রহ হয়ে থাকে। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ ব্যতীত অপর ৫টি বিভাগে পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকায় সংগৃহীত চাল উক্ত বিভাগগুলোর বাইরে খুব একটা স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অনেকগুলো সংগ্রহ কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা ধারণক্ষমতার কয়েক গুণ বেশি থাকে। রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া, পাবনা, জয়পুরহাট এবং রংপুর বিভাগের প্রায় সকল জেলা সংগ্রহ ঘন এলাকা। এ দুই বিভাগ হতে সড়ক, রেল ও নৌপথে বিভাগের বাইরে মে হতে অক্টোবর মেয়াদে চাল সরানোর প্রাথমিক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। অন্য বিভাগসমূহে সংগৃহীত চাল স্ব স্ব বিভাগের খালি জায়গাতেই সংকুলান সম্ভব হবে। শুধু কিছুটা অন্তঃ ও আন্তঃজেলা স্থানান্তরের প্রয়োজন পড়তে পারে।

২. ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর এবং ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলা হতে আন্তঃজেলা ও আন্তঃবিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩. চট্টগ্রাম বিভাগের বি, বাড়িয়া জেলার প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল বিভাগের মধ্যে আন্তঃজেলা পরিবহণ করা যাবে। খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা, যশোহর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলাসমূহে আন্তঃজেলা সমন্বয় করে আখানি খুলনা পরিবহণ করাবেন।

৪. উত্তরাঞ্চলের দুটো বিভাগে জুন ও জুলাই মাসে লক্ষ্যমাত্রার ৭৫% অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ফলে তদনুযায়ী বহিঃবিভাগ চলাচল সূচির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত সংগ্রহপ্রবণ কেন্দ্রগুলো চিহ্নিত করে এগুলোর মাসভিত্তিক চলাচল পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৫. রাজশাহী বিভাগে বৃহদায়তনের ২টি সিএসডি, যথা, মুলাডুলি ও সান্তাহার সিএসডি থাকায় এ বিভাগে বড় ধরনের সমস্যা হয় না। তবে রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলায় ক্ষুদ্রায়তনের ১টি সিএসডি থাকলেও এখানকার লক্ষ্যমাত্রা মিটিয়ে অন্য কেন্দ্রের খুব বেশি চাল সংরক্ষণ করতে পারে না। এ কারণে সান্তাহার সিএসডি মূলত রংপুর বিভাগের 'ক্রাইসিস মিটিগেশন সেন্টার' হিসাবে কাজ করে এবং এর ব্যবহার মূলত চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

৬. উত্তরাঞ্চলের মিটারগেজ সংযুক্ত কেন্দ্রগুলো হতে সংগৃহীত চাল রেলপথে মূলত তেজগাঁও, দেওয়ানহাট সিএসডি এবং সিলেট, ধর্মপুর ও ফেনী এলএসডিতে পরিবহণ করা যাবে। আর ব্রডগেজ রুটে যশোহর এলএসডি এম, পাশা ও খুলনা সিএসডিতে নেওয়া যাবে। প্রয়োজনে ব্রডগেজ সংযুক্ত অন্যান্য এলএসডিতেও পরিবহণ করা যাবে।

৭. রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সংগ্রহপ্রবণ এলএসডি/সিএসডিসমূহ হতে বাঘাবাড়ি/নগরবাড়ি ঘাটের মাধ্যমে বরিশাল বিভাগের নৌসংযুক্ত এলএসডিসমূহে এবং সুনামগঞ্জ জেলার এলএসডিসমূহ, নারায়ণগঞ্জ সিএসডি, মিরকাদিম এলএসডি, চাঁদপুর সিএসডি ও অপেক্ষাকৃত কম খরচ হলে চট্টগ্রাম সাইলো ঘাটে নৌপথে চাল প্রেরণ করা যেতে পারে।

৮. রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উদ্বৃত্ত চাল সড়ক পথে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে এবং কিছু অংশ খুলনা বিভাগের দুটো সিএসডিতে পরিবহণ করা যায়। সেখান হতে পরবর্তীকালে নৌপথে বরিশাল বিভাগের চাহিদা মিটানো যাবে।

৯. রেলপথে প্রদত্ত সূচির ০৮% থেকে ১০% পরিবহণ করা সম্ভব হয়ে থাকে 'ফুড ফিট রেল ওয়াগন', লোকোমোটিভ ইত্যাদি সময়মতো না পাওয়ার কারণে রেলপথে পরিবহণ আশঙ্কাজনক পর্যায়ে নেমে এসেছে। সেক্ষেত্রে সংগ্রহ ধারা অব্যাহত রাখতে তাৎক্ষণিক বিবেচনায় সড়ক ও নৌপথ ব্যবহার করে রেল পথের সম্ভাব্য শূন্যতা পূরণ করা যায়। তবে নৌপথ চলাচল মূলত দ্বি-মাধ্যম চলাচল, ফলে সড়কপথ নির্ভর চলাচলই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী ও দক্ষ ব্যবস্থা, ফলে এ মাধ্যমের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১০. বিভাগের অভ্যন্তরে আন্তঃজেলা পরিবহণে সংশ্লিষ্ট আখানিগণ কর্তৃক স্বল্পব্যয় রুট, অগ্রবর্তী চলাচল ও সরাসরি বিতরণ কেন্দ্র প্রাধান্য দিয়ে চলাচলসূচি প্রণয়ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ময়মনসিংহ সতর্কতার সঙ্গে ময়মনসিংহ সিএসডির খালি জায়গা ব্যবহার করবেন। এ সিএসডিকে কেন্দ্রীয় সূচির বাইরে রাখা যেতে পারে। তবে তেজগাঁও সিএসডি ব্যবহারে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের অনুমতি লাগবে। অনুরূপভাবে আখানি খুলনা এম, পাশা ও খুলনা সিএসডিতে আন্তঃজেলা চাল পরিবহণে পরিচালক, চসসা-এর পূর্বানুমতি গ্রহণ করবেন।

১১. ময়মনসিংহ বিভাগের বিশেষ করে নেত্রকোণা ও জামালপুরের সংগৃহীত আতপ চাল প্রয়োজন অনুযায়ী সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের আতপ ভোক্তা অঞ্চলে রেল ও সড়কপথে পরিবহণ করা যাবে।

১২. সংগ্রহকালীন রাজশাহী বিভাগের নাটোর, সিংড়া, বনপাড়া, গুরুদাসপুর, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী, নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর, রানীনগর, মহাদেবপুর, মহিষবাথান, বগুড়া জেলার মির্জাপুর, কাহালু এলএসডিসমূহে ধারণ ক্ষমতার কয়েক গুণ বেশি চাল সংগ্রহ করতে হয়। নাটোর ও পাবনা জেলার এলএসডির চাল মুলাডুলি সিএসডি এবং বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার সিএসডির কাছাকাছি এলএসডি ও নওগাঁ জেলার এলএসডিসমূহের সংগৃহীত চাল সান্তাহার সিএসডিতে স্থানান্তর করা যাবে।

১৩. অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ এবং চাহিদার অতিরিক্ত গম সান্তাহার সাইলোতে মজুত করা যাবে।

২.৩ আমদানিকৃত খাদ্যশস্য

আমদানিকৃত খাদ্যশস্য সরকারি আদেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা বন্দরে=৬০:২০:২০ অনুপাতে বরাদ্দ, খালাস ও একই সঙ্গে নৌ, সড়ক, রেলপথে প্রেরণ করার পরিকল্পনা করতে হবে। গমবাহী জাহাজ সাধারণত চট্টগ্রাম সাইলো এবং মোংলা সাইলোতে খালাস করা হয় এবং চট্টগ্রাম, মোংলা, আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ, সান্তাহার সাইলোতে মজুত গড়ে তোলা যেতে পারে। পায়রা বন্দরে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। একাধিক গমবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম সাইলো/বন্দরের জেটিতে এবং মোংলা বন্দরের নোঙর/বয়া/জেটিতে বাল্ক বস্তাবন্দি করে খালাস-অন্তে একই সঙ্গে দুইটি বন্দরের পশ্চাদ্ভূমিতে অবস্থিত এলএসডি/সিএসডিতে প্রেরণ ও মজুত গড়ে তোলার পরিকল্পনা করতে হবে। গমবাহী জাহাজ যাতে বাঞ্চিং (জাহাজ জট) না হয়, সে দিকে খেয়াল রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। পরবর্তীকালে সাইলো হতে অঞ্চল/জেলাভিত্তিক চাহিদার আলোকে ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যমে গম চলাচল করা যাবে।

২.৩.১ খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়াদি

খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি/তথ্যাদি বিবেচনায় আনতে হবে :

১. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ : বিগত তিন বছরের পণ্য ও এলএসডি/সিএসডিওয়ারি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত পরিমাণ;
২. অফটেক : বিগত তিন বছরের পিএফডিএস-এর আওতায় পণ্য এলএসডি/সিএসডি/সাইলোওয়ারি অফটেক পরিমাণ;
৩. ডেসপ্যাচ : বিগত তিন বছরে পণ্যভিত্তিক, এলএসডি/সিএসডি/সাইলো হতে সড়ক, রেল ও নৌপথে প্রেরণ পরিমাণ;
৪. আমদানি : বিগত তিন বছরে আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের এলএসডি/সিএসডি/সাইলোওয়ারি প্রাপ্ত পরিমাণ;
৫. ধারণক্ষমতা : এলএসডি, সিএসডি ও সাইলোওয়ারি কার্যকর এবং সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা;
৬. মজুত : ৩০ এপ্রিল তারিখে এলএসডি/সিএসডি/সাইলোওয়ারি সম্ভাব্য শেষ মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ; এবং
৭. কার্যকর খালি জায়গা : ৩০ এপ্রিল তারিখে এলএসডি/সিএসডি/সাইলোওয়ারি কার্যকর খালি জায়গা।

২.৪ পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

২.৪.১ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তাঁর জেলার খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা বার্ষিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করবেন। জেলার সকল উপজেলার এলএসডি/সিএসডি খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য তথ্যাদির ১ থেকে ৭ নং ক্রমিকে (৪ নং ক্রমিক বাদে) বর্ণিত তথ্যাদি উখানি, ব্যবস্থাপক সিএসডি এবং এসঅ্যান্ডএমওগণ এপ্রিল মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে জেখানি দপ্তরে প্রেরণ করবেন। এর ভিত্তিতে জেখানি ডিপো ও পণ্যওয়ারি বার্ষিক চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভাতে প্রণীত খসড়া চলাচল পরিকল্পনা আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করে জেখানিগণ এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আখানি দপ্তরে পাঠাবেন।

২.৪.২ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রেরিত জেলাওয়ারি খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা এবং সাইলো অধীক্ষক ও চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রেরিত দুইটি বন্দরের আমদানিকৃত পণ্যের তথ্যাদি বিবেচনা করে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ বিভাগীয় চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং বিভাগীয় সমন্বয় সভার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করবেন। এপ্রিল মাসের ২০ তারিখের মধ্যে চসসা বিভাগে প্রেরণ করবেন। পরিকল্পনার অনুলিপি সববি ও সংগ্রহ বিভাগে প্রেরণ করবেন।

২.৪.৩ পরিচালক সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ (সববি)

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক প্রেরিত চলাচল পরিকল্পনা পিএফডিএস-এর বিভিন্ন খাতের পণ্যওয়ারি ও ডিপোওয়ারি চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করে ২৫ এপ্রিল তারিখের মধ্যে চসসা বিভাগে প্রেরণ করবেন।

২.৪.৪ সংগ্রহ বিভাগ

সংগ্রহ বিভাগ হতে তিন বছরের অভ্যন্তরীণ ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ, পণ্যওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও ডিপোওয়ারি অর্জিত পরিমাণের তথ্যাদি এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে চসসা বিভাগে প্রেরণ করবেন।

২.৪.৫ হিসাব ও অর্থ বিভাগ

হিসাব ও অর্থ বিভাগ বিগত তিন বছরের পণ্যওয়ারি ও খাতওয়ারি খাদ্য বাজেট এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে চসসা বিভাগে প্রেরণ করবেন।

২.৪.৬ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের নিকট হতে বার্ষিক চলাচল পরিকল্পনা প্রাপ্তির পর (২৫ এপ্রিল) চসসা বিভাগ কেন্দ্রীয় চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। একই সময়ে সববি বিভাগ, সংগ্রহ বিভাগ এবং হিসাব ও অর্থ বিভাগ হতে যথাক্রমে বার্ষিক খাদ্যশস্যের চাহিদা, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানির তথ্যাদি এবং তিন বছরের খাতওয়ারি খাদ্য বাজেট পাওয়ার পর, চসসা বিভাগ কর্তৃক জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয়ভাবে খসড়া চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সংশ্লিষ্ট পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতিতে বার্ষিক/মাসিক খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন, চসসা বিভাগ ২৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে চলাচল পরিকল্পনা মহাপরিচালকের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন এবং ৩০ এপ্রিলের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিত করবেন। জেখানি ও আখানিগণ অধিদপ্তর হতে প্রেরিত চলাচল পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রওয়ারি সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজনের জন্য অনুরোধ জানাবেন। চসসা বিভাগ কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত ও অনুমোদিত চলাচল পরিকল্পনা মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত বাস্তব অবস্থার নিরিখে পুনঃসংশোধন/ সংযোজন/বিয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অধ্যায় ৩

৩.১ চলাচলসূচি প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ

খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিভাগীয় পর্যায়ে এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা পর্যায়ে চলাচল সূচি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ। খাদ্য অধিদপ্তর হতে জারিকৃত চলাচলসূচি বরাদ্দ অনুযায়ী বন্দরদ্বয়ে চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ উপ-সূচি জারি করবেন। সাধারণত খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চলাচলসূচি জারি করবেন।

৩.২ চলাচলসূচি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের জন্য জরুরি বিবেচ্য বিষয়াদি

৩.২.১ দীপাঞ্চলের এলএসডি

শীতকালে দ্বীপাঞ্চলের এলএসডিসমূহে চলাচলসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উত্তম, কারণ সাগর এ সময় শান্ত থাকে। নৌযান এবং কার্গো নিরাপদে পৌঁছায়। বর্ষাকালে সাগর উত্তাল থাকে তখন নৌযানে খাদ্যশস্য পরিবহণ ঝুঁকিপূর্ণ। জরুরি চাহিদা মিটানোর জন্য সর্বনিম্ন খাদ্যশস্য মজুত রাখা, অন্যথায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্যশস্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বীপাঞ্চলের এলএসডিগুলোর নিকটবর্তী নিরাপদ ও সুবিধাজনক এলএসডিসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত রাখা প্রয়োজন। যাতে দুর্যোগ অবসানের পর পরই দ্রুত খাদ্যশস্য পৌঁছানো সম্ভব হয়।

৩.২.২ পাহাড়ি এলাকার এলএসডি

১. সড়ক পথে বর্ষাকালে পরিবহণ না করে শীতকালে যথাসম্ভব চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। শীতকালে চলাচলসূচি জারি ও বাস্তবায়ন উত্তম। বর্ষাকালে পাহাড়ি এলাকা গাড়ি চলাচলে ঝুঁকি থাকে। অনেক সময় বৃক্ষরাজিসহ পাহাড় ধ্বস রাস্তায় নেমে আসে এবং যান চলাচলের উপযোগী থাকে না। সমতল ভূমির ট্রাক সাধারণত পাহাড়ি এলাকায় খাদ্যশস্য পরিবহণ করতে পারে না। পাহাড়ি এলাকায় খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য বিশেষ ধরনের ট্রাক আছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উত্তম।

২. পাহাড়ি এলাকার এলএসডিসমূহে জায়গা থাকলে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাসের চাহিদা/প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাল-গম মজুত রাখা আবশ্যক।

৩.২.৩ বন্যাপ্রবণ এলাকার এলএসডি/সিএসডি

১. বর্ষাকাল আসার পূর্বেই বন্যাপ্রবণ এলএসডি/সিএসডিগুলোতে খাদ্যশস্যের সর্বনিম্ন মজুত গড়ে তোলা আবশ্যক। অতীতের বন্যা লেভেলের উপরে খাদ্যশস্যের খামাল নির্মাণ করতে হবে।

২. লাগসই ‘ব্যাফেল ওয়াল’ বন্যাপ্রবণ খাদ্য ডিপোগুলোতে নির্মাণ করতে হবে। যাতে বন্যার পানি/ফ্লাশ ফ্লাডের পানি গুদামে প্রবেশ করে মজুত খাদ্যশস্যের ক্ষতি সাধন না করতে পারে।

৩.২.৪ হাওড় এলাকার এলএসডি

হাওড় ও নৌসংযোগ এলএসডিসমূহের নদী-খালের-ফাঁড়ির ড্রাফ্‌ট বিবেচ্য। বর্ষাকালে ড্রাফ্‌ট বেশি থাকে, এ সময় নৌপথে খাদ্যশস্য পরিবহণে স্বল্প ব্যয় হবে।

৩.২.৫ পরিচালক, চসসা বিভাগ কর্তৃক চলাচলসূচি প্রণয়ন

১. বার্ষিক খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক/মাসিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে ডিপোওয়ারি, পণ্যওয়ারি এবং পরিবহণ মাধ্যমওয়ারি চলাচলসূচি প্রণয়ন ও জারি করবেন।

২. জরুরি প্রয়োজনে যেমন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যশস্যের স্বল্পতা, খাদ্যশস্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি করবেন।

৩. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে প্রাপ্ত স্থানান্তর/চাহিদা, সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা/সম্ভাবনা, মজুত ও খালি জায়গা প্রেরণ ও সম্ভাব্য অফটেক বিবেচনা করে প্রাপক কেন্দ্র নির্ধারণ করবেন।

৪. প্রেরণ কেন্দ্র ও প্রাপক কেন্দ্রের তালিকা পাবার পর কমন রুটে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ করবেন এবং চলাচলসূচি জারি করবেন।

৫. দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত এলএসডিগুলোতে পিএফডিএস-এর ৩ (তিন) মাসের চাহিদার অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি করা যাবে না। যদিও খালি জায়গা থাকে।

৬. যেসব প্রাপক কেন্দ্র হতে ফরোয়ার্ড মুভমেন্ট (সম্মুখ চলাচল) করানো যাবে না ঐ সব কেন্দ্রে পিএফডিএস-এর চাহিদার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য প্রেরণ পরিহার করতে হবে।

৭. আখানি ও জেখানিদের জারিকৃত চলাচলসূচির সঙ্গে সমন্বয় করে ঐ সব কেন্দ্রে চলাচলসূচি জারি করবেন।

৮. আমদানিকৃত গম বন্দর হতে সরাসরি এলএসডি/সিএসডিসমূহে চলাচলসূচি জারি করা উত্তম।

৯. ওয়ারেন্টি অনুযায়ী সিএসডি হতে স্থানীয় সরবরাহ কেন্দ্রে (এলএসডি) সূচি জারি করবেন। সিএসডিতে দীর্ঘদিন যেন খাদ্যশস্য মজুত পড়ে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রেখে নিয়মিত, রিপ্লেনিশসূচি জারি করবেন।

১০. কৌশলগত ডিপো যেমন : সিএসডি এবং ১ম শ্রেণির এলএসডিসমূহে সংগ্রহ মৌসুমে মজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলাচলসূচি জারি করা যাবে।

১১. রেল ও নৌপথ সংযুক্ত বৃহৎ এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে সংগ্রহ এলাকার এলএসডিসমূহ হতে চলাচলসূচি জারি করা যাবে।

১২. প্রতিটি এলএসডিতে খালি জায়গা থাকলে কমপক্ষে ৩ মাসের পিএফডিএস এর চাহিদা পরিমাণ চাল ও গমের মজুত গড়ে তুলতে হবে। চলাচলসূচি প্রণয়ন সফটওয়্যারের সাহায্যে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণপূর্বক চলাচলসূচি জারি করবেন।

১৩. প্রয়োজনীয় সংখ্যক চটের বস্তা এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহে মজুত গড়ে তুলবেন।

১৪. নৌপথে সূচি জারিকালে নদীর ড্রাফ্‌ট বিবেচনা করবেন। অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা বিবেচ্য।

৩.২.৬ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (আখানি) কর্তৃক চলাচলসূচি প্রণয়ন

১. অধিদপ্তর হতে অনুমোদিত বার্ষিক খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনারভিত্তিতে আখানিগণ ত্রৈমাসিক/মাসিক/পাক্ষিক চলাচলসূচি জারি করতে পারবেন। এ ছাড়া সূচি জারিকালে নিম্নরূপ বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন, যথা : বিগত মাসের অফটেক, বর্তমান মজুত, সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা/সম্ভাবনা, কেন্দ্রীয় চলাচলসূচি, কেন্দ্রওয়ারি খালি জায়গা, জেখানিগণ হতে প্রেরিত হালনাগাদ খাদ্যশস্যের চাহিদা ইত্যাদি।

২. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সূচি জারির পূর্বে অবশ্যই খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে জারিকৃত সূচি অবহিত/সমন্বয়পূর্বক তার অধীন এলএসডি/সিএসডিসমূহে চলাচল সফটওয়্যারের ভিত্তিতে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণকৃত চলাচলসূচি প্রণয়ন ও জারি করবেন।

৩. চলাচলসূচি প্রণয়নকালে ব্যাক মুভমেন্ট, ক্রস মুভমেন্ট এবং মাল্টিপল মুভমেন্ট পরিহার করবেন।

৪. পরিচালক, চসসা-এর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক আখানিগণ সংগ্রহ উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় চলাচলসূচি প্রণয়ন ও জারি করবেন।

৫. কৌশলগত ডিপো যেমন, এলএসডি এবং ১ম শ্রেণির এলএসডিসমূহে মজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আখানিগণ খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করে, চলাচলসূচি প্রণয়ন ও জারি করবেন।

৬. রেল ও নৌ সংযোগ আছে, এমন বৃহৎ এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে সংগ্রহ এলাকার এলএসডিসমূহ হতে আখানিগণ খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি প্রণয়ন করবেন।

৭. সংগ্রহ মৌসুম এবং জাহাজ আগমনের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট এলএসডি/সিএসডি ও সাইলোসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চটের বস্তার মজুত গড়ে তুলবেন।

৮. গম সংগ্রহ মৌসুমে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাসের গমের অফটেক বিবেচনা করে অতিরিক্ত পরিমাণ গম আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্বস্ব অধীন সিএসডি/সাইলোতে অভ্যন্তরীণভাবে গমের চলাচলসূচি প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে পরিচালক চসসা বিভাগ-এর অনুমোদন প্রয়োজন হবে। যাতে বোরো মৌসুমে এলএসডি/সিএসডির খালি জায়গা ধান-চাল মজুতের জন্য ব্যবহার করা যায়।

৯. চলাচলসূচি প্রণয়নকালে নৌপথের ক্ষেত্রে ড্রাফ্ট বিবেচনা করতে হবে। জোয়ার-ভাটা, পূর্ণিমা-অমাবশ্যা ইত্যাদি বিবেচ্য। শুষ্ক মৌসুমে ড্রাফ্ট বা নাব্যতা কমে গেলে নৌ-পথে খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যায় না। ফলে সড়ক পথে প্রেরণ করতে হয়, এতে পরিবহণ ব্যয় বেশি পড়ে। আর যেখানে সড়ক পথ নেই, সেখানে খাদ্যশস্য প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে হাওড় ও নৌপথ সংযুক্ত এলএসডিসমূহে বর্ষাকলে পর্যাপ্ত পরিমাণ চলাচলসূচি জারি ও বাস্তবায়ন করা উত্তম।

১০. জারিকৃত ও বাস্তবায়িত প্রতিটি চলাচলসূচির অনুকূলে প্রেরণ ও প্রাপ্তি তথ্যাদি প্রতিদিন সংগ্রহ, পরিপালন ও সংরক্ষণ এবং রিকনসাইল করতে হবে।

৩.২.৭ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (জেখানি) কর্তৃক চলাচলসূচি প্রণয়ন

১. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার জন্য প্রণীত বার্ষিক/ষান্মাসিক খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনারভিত্তিতে ত্রৈমাসিক/মাসিক/পাক্ষিক চলাচলসূচি প্রণয়ন করবেন। নিম্নরূপ বিষয়গুলো যথা : হালনাগাদ মাসভিত্তিক অফটেক, গম ও চালের প্রয়োজনীয়তা, তিন মাসের মজুত গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, সম্ভাবনা, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক চলাচলসূচি, বর্ষাকাল ইত্যাদি বিবেচনা ও পর্যালোচনাপূর্বক চলাচলসূচি জারি করবেন।

২. চলাচল সফটওয়্যারের সাহায্যে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণপূর্বক চলাচলসূচি প্রণয়ন ও জারি করবেন।

৩. খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুসরণে ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট, ক্রস মুভমেন্ট এবং মাল্টিপল মুভমেন্টসহ অপ্রয়োজনীয় চলাচলসূচি জারি পরিহার করবেন।

৪. জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আখানির অনুমোদনক্রমে চলাচলসূচি জারি করতে পারবেন।

৫. সংগ্রহ মৌসুম শুরুর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট এলএসডি ও সিএসডি গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চটের বস্তা মজুত করতে হবে।

৬. প্রতিটি সূচির পরিমাণ, প্রেরিত পরিমাণ, প্রাপ্তি পরিমাণ রিকনসাইল করবেন। রেকর্ড পরিপালন ও সংরক্ষণ করবেন।

৩.২.৮ প্রেরকের (এলএসডি, সিএসডি, সাইলো) কার্যাবলি (Functions)

১. পরিচালক চসসা/আখানি/জেখানি/চসনি দপ্তর হতে চলাচলসূচি/উপ-সূচি পাওয়ার পর ডকেটিং করবেন। অন-লাইনে যথাযথ পরীক্ষা ও প্রতিপাদন করবেন। মোবাইলেও যাচাই করবেন।

২. পরিবহণ ঠিকাদারের প্রতিনিধির প্রাধিকারপত্রের বৈধতা পরীক্ষা করবেন। প্রাধিকারপত্রে প্রদত্ত খাদ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের স্বাক্ষর যাচাই করতে হবে।

৩. বোঝাই নেওয়ার জন্য স্থাপিত ট্রাক/ওয়াগন/নৌযানের ফিটনেস সনদ (বিআরটিএ/আইডব্লিউএ কর্তৃক প্রদত্ত), টুলস্ বক্স, ত্রিপল, দড়ি ইত্যাদি আছে কি না, পরীক্ষা করবেন। যানবাহনটি খাদ্যশস্য পরিবহণে উপযোগী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কি না, সরেজমিনে যাচাই করবেন। ব্লু-বুক, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ট্রাক চালকের লাইসেন্স, মাস্টার/পাইলটের দক্ষতা সনদ, নৌযানের ক্ষেত্রে সার্ভে রিপোর্ট এবং ফিটনেস-এর মেয়াদ ইত্যাদি যাচাই করতে হবে। ঠিকাদার/ঠিকাদারের প্রতিনিধির সঙ্গে যৌথভাবে এ যাচাই কাজটি করবেন।

৪. প্রেরক ডেসপ্যাচের জন্য জীবন্ত কীটমুক্ত এবং ওয়ারেন্টি অনুসারে স্টোরেজ ইন্ডিকেটর ডিএসডি-II ডিএসডি-III মানের খাদ্যশস্যের খামাল নির্বাচন করবেন।

৫. শ্রমিক ও হস্তার্পণ ঠিকাদার বা শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারকে সূচিকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ও মেয়াদ উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিকের চাহিদা দিবেন।

৬. ঠিকাদার/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য ওজন ও প্রেরণের পূর্বেই ওজন যন্ত্রের যথার্থতা স্ট্যান্ডার্ড বাটখারা দ্বারা যাচাই করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। রেকর্ডে উভয় পক্ষের নাম ও তারিখসহ স্বাক্ষর রাখবেন।

৭. ১০০% ওজন ও যথাযথ ওজন নিশ্চিত করবেন।

৮. যানবাহনে খাদ্যশস্য চুক্তি অনুযায়ী বোঝাই করবেন।

৯. রেল ঠিকাদারকে চাহিদা অনুযায়ী রেল ওয়াগন পেতে সাহায্য করবেন।

১০. ফুড ফিট ওয়াগনে খাদ্যশস্য বোঝাই করবেন এবং ওয়াগনের ধারণ ক্ষমতার (ক্যাপাসিটি লোডিং) সমপরিমাণ বোঝাই নিশ্চিত করবেন।

১১. এলইউএ/পিএলইউএতে এবং ইনভয়েসে ঠিকাদার/প্রতিনিধির পুরো নাম, স্বাক্ষর তারিখসহ রাখবেন।

১২. প্রেরক ও ঠিকাদার/প্রতিনিধি উভয়েই একে অপরের এলইউএ/পিএলইউ-তে তারিখ ও পুরো নামসহ স্বাক্ষর করবেন।

১৩. প্রতিটি ট্রাক/ওয়াগন/নৌযানের জন্য আলাদা আলাদা ভি-ইনভয়েস জারি করবেন। ভি-ইনভয়েস ফ্লোচার্ট অনুসরণ করবেন। ভি-ইনভয়েসের ঠিকাদারের কপি (প্রথম কপি), প্রাপকের কপি (তৃতীয় কপি) এবং প্রেরকের প্রাপ্তি কপি (দ্বিতীয় কপি), ঠিকাদার/প্রতিনিধির হাতে প্রাপকের নিকট পাঠাবেন। আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার কপি (চতুর্থ কপি) রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারসহ পাঠাবেন। পঞ্চম কপি প্রেরকের অফিসে সংরক্ষণ করবেন। ইনভয়েস ফ্লোচার্ট অনুসরণ করবেন।

১৪. প্রেরক কর্তৃক প্রেরিত সিলমোহরকৃত যৌথ স্বাক্ষরিত নমুনা ও বিশ্লেষণ শিট প্রাধিকার পত্রধারী প্রতিনিধি/ঠিকাদারের নিকট প্রাপককে পৌঁছানোর জন্য হস্তান্তর করবেন। ঠিকাদারকেও এক সেট দিবেন। নমুনা ও বিশ্লেষণ ফর্দের একটি সেট প্রেরক তার অফিসে সংরক্ষণ করবেন। ইনভয়েসের প্রাপ্তি কপি (২য় কপি) ফেরত আসা পর্যন্ত নমুনা সংরক্ষণ করবেন। মান সম্পর্কে কোনো বিতর্ক উত্থাপিত হলে, তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নমুনা সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. প্রেরিত খাদ্যশস্যের ভি-ইনভয়েসে উল্লিখিত তথ্যাদি প্রাপককে ই-মেইল/মোবাইল ফোনে জানিয়ে দিবেন।

১৬. প্রেরকের প্রাপ্তি কপি (২য় কপি) ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত না এলে, প্রাপকের সঙ্গে ফোনে/ই-মেইলে এবং লিখিতভাবে VIQ বা ভি-ইনভয়েস অনুসন্ধান ফর্ম ইস্যু করবেন। সংশ্লিষ্ট জেখানি ও আখানিকে VIQ-এর অনুলিপি দিয়ে জানাতে হবে।

৩.২.৯ প্রেরক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের (উখানি) কার্যাবলি (Functions)

১. চলাচলসূচি অনুযায়ী ডেসপ্যাচ কার্যক্রম তদারকি করবেন। স্ট্যান্ডার্ড বাটখারা দ্বারা স্কেলের যথার্থতা যাচাই এবং ডেসপ্যাচের জন্য নির্ধারিত খাদ্যশস্যের মান যাচাই করার জন্য প্রেরককে নির্দেশ দিবেন। তিনি নিজেও নমুনা পরীক্ষা করবেন।

২. খাদ্যশস্যের যথাযথ ১০০% ওজন নিশ্চিত করতে প্রেরককে নির্দেশ দিবেন।

৩. ভি-ইনভয়েস যথাসময়ে জারি হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করবেন এবং প্রেরিত খাদ্যশস্যের সিলমোহরকৃত নমুনা ও বিশ্লেষণপত্র ভি-ইনভয়েসের সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রাপকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে কি না তা তদারকি করবেন।

৪. এলএসডি/সিএসডি লেজারে যথাযথ মজুত হিসাব রেকর্ডিং এবং প্রেরণ প্রতিবেদন তদারকি করবেন।

৫. প্রাপকের উখানিকে খাদ্যশস্যের চালান প্রেরণের খবর ই-মেইল বা মোবাইলে তাৎক্ষণিকভাবে জানাবেন।

৬. প্রেরিত খাদ্যশস্যের চালান বা কনসাইনমেন্ট সম্পর্কে ই-মেইল/মোবাইল ফোনে প্রেরকের জেখানিকে যথাশীঘ্র সম্ভব জানাবেন।

৭. খাদ্যশস্যের প্রেরণ, প্রাপ্তি ও ভি-ইনভয়েস মনিটরিং করবেন।

৩.২.১০. প্রেরক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলি (Functions)

১. পরিচালক চসসা/আখানি/চসনি দপ্তর হতে সূচি/উপ-সূচি পাওয়ার পর, তা ডকেটিং করবেন। অনলাইনে সূচি জারির যথাযথ পরীক্ষা ও প্রতিপাদন করবেন এবং প্রেরক উখানি ও সংশ্লিষ্ট এলএসডি/সিএসডির কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

২. কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় ঠিকাদার/প্রতিনিধির প্রাধিকারপত্র প্রত্যয়ন/এনডোর্স করবেন। অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ঠিকাদার/প্রতিনিধিদের প্রাধিকারপত্র ইস্যু/প্রত্যয়ন করবেন।

৩. চলাচলসূচির মেয়াদকালের মধ্যে খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন।

৪. সংশ্লিষ্ট উখানিকে চলাচলসূচির আওতায় খাদ্যশস্য প্রেরণকালে তদারকির নির্দেশ দিবেন।

৫. বৈসাদৃশ্য মান খাদ্যশস্য প্রাপক কেন্দ্রে পাওয়া গেলে তদন্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬. খাদ্যশস্যের চালান আত্মসাৎ/বিলম্বে পৌঁছানোর সংবাদ পেলে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭. যথাসময়ে ভি-ইনভয়েস জারি, সিলমোহরকৃত নমুনা ও বিশ্লেষণপত্র ঠিকাদার/প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাপককে পৌঁছানোর জন্য প্রেরককে নির্দেশ দিবেন।

৮. ভিআইকিউ প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য এবং অগ্রগতি জানাতে প্রেরককে নির্দেশ দিবেন।

৯. জারিকৃত চলাচলসূচি প্রেরক কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রতিটি চলাচলসূচির অনুকূলে প্রেরণ ও প্রাপ্তি তথ্যাদি প্রতিদিন সংগ্রহ, পরিপালন ও সংরক্ষণ করবেন।

৩.২.১১ প্রেরক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলি

১. বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার নিয়োগ করবেন ও চুক্তিনামা স্বাক্ষর করবেন।

২. ঠিকাদার প্রতিনিধিদের প্রাধিকারপত্র প্রদান করবেন। কেন্দ্রের ঠিকাদারদের প্রাধিকারপত্র এনডোর্স করবেন।

৩. বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদারের অনুকূলে (ডিআরটিসি) খাদ্যশস্য চলাচলসূচি জারি করবেন।

৪. প্রতিটি এলএসডি/সিএসডিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বস্তা মজুত গড়ে তুলবেন।

৫. চলাচলসূচি রেজিস্টার খুলবেন ও পরিপালন করবেন। পণ্য, সূচি নং ও তারিখ, সূচির পরিমাণ, ইনভয়েসের নম্বর ও তারিখ, ঠিকাদার, প্রেরণ এবং প্রাপ্তি পরিমাণ ঘাটতি/বাড়তি পরিমাণ সংবলিত তথ্যাদির সমন্বয়ে একটি রেজিস্টার খুলে পরিপালন করবেন।

৬. চলাচলসূচির বাস্তবায়ন তদারকি করবেন।

৭. আখানি ও ডিএমএসএস কর্তৃক জারিকৃত সকল চলাচলসূচির পরিমাণ (পণ্যওয়ারি-ঠিকাদারওয়ারি), প্রেরিত পরিমাণ ও প্রাপ্তি পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিটি সূচি অনুযায়ী রিকনসাইল করবেন।

৮. ভিআইকিউ প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রেরককে নির্দেশ দিবেন এবং অগ্রগতি জানাতে প্রেরককে আদেশ দিবেন।

৯. খাদ্যশস্যের চালান আত্মসাৎ/বিলম্বে পৌঁছানোর সংবাদ পেলে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. চলাচলসূচি, প্রেরিত পরিমাণ, প্রাপ্তি পরিমাণ, ইনভয়েস এর ডিডিওর কপি, ইনভয়েস বিবরণী, শ্রম বিবরণী ইত্যাদি ডকুমেন্ট পরীক্ষানিরীক্ষান্তে চুক্তি অনুযায়ী বিল পরিশোধ করবেন।

৩.২.১২ প্রাপকের (এলএসডি, সিএসডি, সাইলো) কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিক ও হস্তার্পণ এবং শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারকে সূচির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহ করার জন্য পূর্বেই সংবাদ দিবেন।

২. যে গুদামের খালি স্থানে খাদ্যশস্য খামাল দিবেন, সে স্থানটি স্পর্শ কীটনাশক দ্বারা স্প্রে করবেন এবং খামাল দেবার পূর্বে শুকিয়ে নিবেন। ডানেজ পরিস্কার করে স্পর্শ কীটনাশক দ্বারা স্প্রে করবেন। এরপর জায়গাটি খামাল গঠনের জন্য প্রস্তুত হবে।

৩. আগত খাদ্যশস্যের বাহ্যিক অবস্থা সার্বিকভাবে পরীক্ষা করবেন।

৪. নমুনা ও বিশ্লেষণপত্রের সঙ্গে আগত যানবাহনের খাদ্যশস্যের মান যাচাই করবেন।

৫. প্রতিটি বস্তার খাদ্যশস্য বোংগা দিয়ে পরীক্ষা করবেন। খাটো, মধ্যম ও লম্বা এই ৩ ধরনের বোংগা রাখবেন।

৬. ওজন শুরুর পূর্বেই ওজনযন্ত্র বা ওয়েইং ব্রিজের যথাযথ স্ট্যান্ডার্ড বাটখারা দ্বারা যাচাই করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিবহণ ঠিকাদারের/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যাচাই ওজন ও খালাস করবেন।

৭. সাদৃশ্যমানের খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হলে চুক্তি অনুযায়ী যথাশীঘ্র সম্ভব ১০০% ওজনে খালাস করবেন। সূচি ও ঠিকাদারভিত্তিক প্রাপ্তি বিবরণী (জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত) ফ্যাক্স/ই-মেইল যোগে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করবেন।

৮. বৈসাদৃশ্য মানের খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হলে উখানি/জেখানির পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং ডাম্প ও পৃথক করে রাখবেন। জেখানি/জেখানির প্রতিনিধি দিয়ে দ্রুত তদন্ত করতে হবে এবং ৭ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নমুনার সঙ্গে মিল আছে অথচ খাদ্যশস্যের মান নিম্নমানের হলে প্রেরক কেন্দ্রকে জানাতে হবে।

৯. যথাযথ সাইজের খামাল দিবেন। আদর্শ খামাল সাইজ ২৪X১৫X১৪ অনুসরণ করবেন।

১০. ই-মেইল/মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি সংবাদ প্রেরককে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দিবেন।

১১. ইনভয়েসের প্রাপ্তি অংশ পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রেরণ করবেন।

১২. ইনভয়েসের ডিডিওর কপি (৪র্থ কপি) সিলমোহরকৃত খামে ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারসহ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার নিকট পাঠাবেন।

১৩. সীমাতিরিক্ত পরিবহণ ঘাটতি সংঘটিত হলে, সম্পাদিত চুক্তির ধারা অনুযায়ী ঠিকাদার হতে ঘাটতির মূল্য চালানের মাধ্যমে আদায় করবেন এবং প্রেরকের ভি-ইনভয়েসের প্রাপ্তি কপিতে লাল কালি দিয়ে লিখে দিবেন।

৩.২.১৩ প্রাপক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলি (Functions)

১. কনসাইনমেন্ট বা চালান খালাসকালীন ১০০% ওজনে খাদ্যশস্য খালাস নিশ্চিত করবেন।

২. বোঝাই খালাস নির্দেশ (এলইউএ) অনুযায়ী প্রাপ্ত পরিমাণ খামাল কার্ড, গুদাম লেজার এবং এলএসডি/সিএসডি লেজারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না, তা তদারকি করবেন। গুদাম লেজারে স্বাক্ষর করবেন।

৩. প্রেরিত নমুনা ও বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের সঙ্গে যানবাহনে আগত খাদ্যশস্যের মান যাচাই করবেন।

৪. যথাসময়ে ভি-ইনভয়েস যথাযথভাবে পূরণ, প্রেরকের কপি এবং প্রাপক জেখানির কপি যথাযথভাবে প্রেরণ করা হয়েছে কি না, তা তদারকি করবেন।

৫. কনসাইনমেন্ট বা চালান প্রাপ্তির খবর ই-মেইল/মোবাইল ফোনে প্রেরকের উখানি এবং জেখানিকে যথাশীঘ্র সম্ভব জানাবেন।

৬. বাস্তবে খাদ্যশস্যের প্রাপ্তি ও হিসাবভুক্তি নিশ্চিত হয়ে ভি-ইনভয়েসে প্রতিস্বাক্ষর করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে প্রেরণ করবেন।

৭. খাদ্যশস্য প্রাপ্তি ও ভি-ইনভয়েস মনিটরিং করবেন।

৩.২.১৪ প্রাপক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলি (Functions)

৮. কেন্দ্রীয়/বিভাগীয় চলাচলসূচি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট উখানি এবং প্রাপক কেন্দ্রকে অবহিত করবেন।

৯. শ্রমিক ও হস্তার্পণ বা শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারকে খাদ্যশস্য দ্রুত খালাস ও যথাযথভাবে গুদামজাত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শ্রমিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিবেন।

১০. প্রেরকের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির সংবাদ মোবাইলে/ই-মেইলে জানিয়ে দিবেন।

১১. ভি-ইনভয়েস প্রতিস্বাক্ষর এবং সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে ভি-ইনভয়েস প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১২. সপব/সইব পরীক্ষা করবেন।

১৩. সাপ্তাহিক মজুত প্রতিবেদন নিয়মিত পরীক্ষা করবেন।

১৪. বিলম্বে প্রাপ্তি খাদ্যশস্য তদন্ত করে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।

১৫. বৈসাদৃশ্য মানের খাদ্যশস্য পাওয়া গেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিবেন।

অধ্যায় ৪

৪.১ পরিবহণ ঠিকাদারের কার্যাবলি (Functions)

৪.১.১ খাদ্যশস্য যানবাহনে গ্রহণকালে

১. চলাচলসূচি প্রাপ্তির পর খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য প্রেরকের জেখানির দপ্তরে রিপোর্ট করবেন;

২. ঠিকাদারের চুক্তিপত্র বৈধ প্রতিনিধির প্রাধিকারপত্রসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ কেন্দ্রে জমা দিবেন;

৩. স্থাপিত যানবাহনের যথাযথ হালনাগাদ কাগজপত্র থাকতে হবে, যেমন : ট্রাকের হালনাগাদ ব্লু-বুক, ফিটনেস, চালকের লাইসেন্স, টুলবক্স, অতিরিক্ত চাকা, ব্যবহার উপযোগী ত্রিপল, দড়ি, বালতি ইত্যাদি থাকতে হবে। নৌযানের ক্ষেত্রে ফিটনেস সনদ, মাস্টার, সারেং ও সুকানির যোগ্যতার সনদ, উপযোগী ত্রিপল, কাচি/দড়ি ইত্যাদি থাকতে হবে;

৪. খাদ্যশস্য বোঝাই উপযোগী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যানবাহন স্থাপন করবেন;
৫. ওজন যন্ত্রের যথার্থতা যৌথভাবে যাচাই করবেন;
৬. চুক্তির শর্তানুযায়ী সময়মতো যানবাহনে খাদ্যশস্য বোঝাই ও নিরাপদে পরিবহণ এবং গন্তব্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন;
৭. ১০০% ওজনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) খাদ্যশস্য বুঝে নিবেন;
৮. ভি-ইনভয়েস, সিলমোহরকৃত নমুনা ও বিশ্লেষণপত্র গ্রহণ ও প্রাপকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন; এবং
৯. আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে খাদ্যশস্য বোঝাই নৌযান/যানবাহন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করাবেন।

৪.১.২ খাদ্যশস্য প্রাপককে প্রদানকালে

১. যানবাহনসহ ভি-ইনভয়েস, নমুনা ও বিশ্লেষণপত্র প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করবেন;
২. ওজন যন্ত্রের যথার্থতা যাচাই করবেন;
৩. বোঝাই যানবাহন খালাসের নিমিত্ত যথাস্থানে স্থাপন করবেন;
৪. প্রস্তুতকৃত এলইউতে এবং পূরণকৃত ভি-ইনভয়েসে উভয় পক্ষ নাম ও তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন;
৫. ভি-ইনভয়েস-এর পূরণকৃত ঠিকাদারের কপি (১ম কপি) স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন;
৬. পরিবহণকালে খাদ্যশস্য আত্মসাৎ হলে/খাদ্যশস্যবাহী যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত হলে সংশ্লিষ্ট থানাতে জিডি এন্ট্রি করবেন। নিকটবর্তী খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন খাদ্যশস্য উদ্ধারের কার্যকর পদক্ষেপ নিবেন; এবং
৭. ভি-ইনভয়েস হারানো গেলে ঠিকাদার সংশ্লিষ্ট থানাতে জিডি এন্ট্রি করবেন এবং জিডি এন্ট্রির অনুলিপি সংযুক্ত করে ডুপ্লিকেট ভি-ইনভয়েস পুনঃইস্যু করার জন্য প্রেরকের নিকট আবেদন করবেন।

৪.২ শ্রমিক ও হস্তার্পণ ঠিকাদার/শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারের কার্যাবলি (Functions)

১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপকের চাহিদামতো শ্রমিক সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।
২. স্থাপিত যানবাহনে খাদ্যশস্য দ্রুত বোঝাই-খালাস সম্পাদন করবেন।
৩. যথাযথ ওজন ও বস্তার সেলাই যথাযথ হতে হবে।
৪. যথাযথভাবে খাদ্যশস্যের খামাল গঠন ও গুদামজাত করতে হবে।
৫. শ্রমিকগণকে হুকের ব্যবহার পরিহার করতে নির্দেশ দিবেন।
৬. শ্রম বিবরণী প্রতিদিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপকের নিকট জমা দিবেন।

অধ্যায় ৫

৫.১ সড়ক, রেল ও নৌপথে খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তি

৫.১.১ সড়ক পথে সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহণ প্রেরণ চলাচলসূচি জারি, প্রেরণ ও যাচাই

১. সূচি জারি কর্তৃপক্ষ জেলা ও আঞ্চলিক চাহিদা এবং প্রেরক ও প্রাপক কেন্দ্রের মজুত ও চাহিদা বিবেচনা করে চলাচলসূচি জারি করবেন। প্রাপক ও প্রেরকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করবেন। সূচির কপি প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।
২. প্রেরক সূচির যথার্থতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে যাচাই করবেন।

৫.১.২ পরিবহণ ঠিকাদার, ট্রাক চালক ও ট্রাকের কাগজপত্র যাচাই

১. পরিবহণ ঠিকাদার সূচি প্রাপ্তির পর প্রেরণ কেন্দ্রে লিখিতভাবে রিপোর্ট করবেন।
২. বৈধ চুক্তিপত্র, ট্রাকের মালিকানার দলিল/ভাড়ার দলিল, প্রাধিকারপত্র, চলাচলসূচিসহ প্রেরণ কেন্দ্রে ঠিকাদার/প্রতিনিধি হাজির থাকবেন এবং কাগজপত্র উপস্থাপন করবেন এবং প্রেরক তা যাচাই করবেন।
৩. স্থাপনকৃত ট্রাক/লরির বৈধ কাগজপত্র, যেমন : ফিটনেস, রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স টোকেন, চালকের লাইসেন্স, এনআইডি ইত্যাদির যথার্থতা প্রেরক/প্রতিনিধি যাচাই করবেন।

৫.১.৩ স্থাপনকৃত যানবাহন/ট্রাক/লরির অবস্থা যাচাই

১. ঠিকাদার/প্রতিনিধি এবং প্রেরক/প্রতিনিধি স্থাপনকৃত ট্রাক/লরির/যানবাহনের ফিটনেস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কোনো রাসায়নিক দ্রব্যাদি আছে কি না, অতিরিক্ত চাকা, টুলবক্স, বালতি, ত্রিপল, দড়ি ইত্যাদি যথাযথ আছে কি না, তা যৌথভাবে সরেজমিনে পরীক্ষা করবেন। ফুড ফিট বা খাদ্যশস্য বোঝাই উপযোগী হলে বোঝাই-এর ব্যবস্থা নিবেন।

২. ট্রাকের নম্বর প্লেটে উল্লিখিত নম্বরের সঙ্গে রেজিস্ট্রেশনের মিল আছে কি না, তা যাচাই করবেন।

৩. ট্রাক চালকের বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।

৫.১.৪ ওজন যন্ত্রের যথার্থতা যাচাই

১. ট্রাক ওয়েব্রিজে (যেখানে আছে) খালি ট্রাকের ওজন নিবেন ও রেকর্ড করবেন।

২. খালি ট্রাকের ওজন নেবার সময় অতিরিক্ত চাকা, টুলবক্স, পানি ভর্তি বালতি, ত্রিপল, দড়ি, কাচি ইত্যাদি নামিয়ে রেখে ওজন করবেন। রেকর্ড পরিপালন করবেন।

৩. প্রেরক চলাচলসূচি প্রাপ্তির পর শ্রমিক ও হস্তার্পণ/শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারকে শ্রমিক সরবরাহের জন্য ফোনে/চিঠির মারফত অবিহিত করবেন।

৪. ঠিকাদার চাহিদা মোতাবেক শ্রমিক সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

৫. স্থাপিত যাচাইকৃত ফিট ট্রাকে নিয়ম মতো খাদ্যশস্য বোঝাই করবেন।

৬. শ্রমিকগণ লোহার হুক ব্যবহার পরিহার করবেন।

৭. বোঝাইয়ের আগে ট্রাকের/যানবাহনের নিচে ত্রিপল বিছিয়ে নিবেন, যাতে ঝরতা খাদ্যশস্য ধূলাবালির সঙ্গে মিশে না যায় এবং পরবর্তীকালে তা গুছিয়ে বস্তাবন্দি করা যায়।

৮. ওজন করার পূর্বে ওজন যন্ত্র/ওয়েব্রিজের যথার্থতা স্ট্যান্ডার্ড বাটখারা দ্বারা যাচাই করে নিবেন। সব পক্ষ উপস্থিত থাকবেন। রেকর্ড পরিপালন করবেন।

৯. ওজন করার পূর্বে ওজন যন্ত্র/ওয়েব্রিজের রিডিং প্রেরক/ঠিকাদার প্রতিনিধি, সব পক্ষ দেখবেন ও লিখেবেন। রেকর্ড পরিপালন করবেন, পুরো নামসহ তারিখ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করবেন।

১০. কেবল পূর্ণ বস্তা (স্ট্যান্ডার্ড বস্তা) যানবাহনে বোঝাই করবেন।

১১. লুজ, অপূর্ণ, ছেঁড়া-ফাটা-কাটা বস্তা বোঝাই করা যাবে না।

১২. চুক্তির ধারানুযায়ী সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে স্থাপিত নৌযানে/ট্রাকে/লরিতে বোঝাই নিশ্চিত করবেন।

১৩. প্রেরক কেবল জীবন্ত কীট মুক্ত ডিএসডি-II এবং ডিএডি-III মানের খাদ্যশস্য ডেসপ্যাচ দিবেন।

১৪. ওজনের রিডিং প্রেরক/ঠিকাদার প্রতিনিধিসহ উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ তা দেখবেন ও লিপিবদ্ধ করবেন। রেকর্ড পরিপালন করবেন।

১৫. খালি ট্রাকের ওজন, বোঝাই পণ্যসহ, গ্রোস, ও নিট, ওজন এলইউএ/পিএলইউএ, এবং ভি-ইনভয়েস-এ লিপিবদ্ধ করবেন।

১৬. প্রেরক/গুদাম ইন-চার্জ তার গুদামের ডায়াল স্কেলে/মোলেন স্কেলে ওজন করে ট্রাকে পণ্য বোঝাই করবেন।

১৭. বোঝাই ট্রাক ট্রাকওয়েব্রিজে ওজন করতে হবে এবং ওজন রেকর্ড করতে হবে। প্রেরক ও ঠিকাদার/প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন ও ওজন লিপিবদ্ধ করবেন।

১৮. প্রেরক ডেসপ্যাচকৃত পণ্য বোঝাই ট্রাকওয়ারি ৩টি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা তৈরি করবেন। নমুনা ব্যাগে ভর্তি করবেন। নমুনা স্লিপে উভয় পক্ষের তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন। সিল গালা করবেন। যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন, একটি নমুনা ও একটি বিশ্লেষণসিট সেট প্রাপককে প্রদানের জন্য ঠিকাদার/প্রতিনিধির নিকট স্বাক্ষর করে হস্তান্তর করবেন। আরেকটি সেট ঠিকাদারকে দিবেন এবং একটি বিশ্লেষণসিট নমুনাসহ নিজ অফিসে ইনভয়েস নিরাপদে প্রাপ্তি পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

১৯. ভি-ইনভয়েসের সব ঘর যথাযতভাবে পূরণ করবেন। তারিখ পদবিসহ স্বাক্ষর করবেন। সিলমোহর দিবেন। নিয়ম মতো ৩ কপি (১ম, ২য়, ৩য়) ঠিকাদারের হাতে দিবেন। ৪র্থ কপি সিলমোহরকৃত খামে রেজিস্ট্রি (প্রাপ্তি স্বীকারসহ) ডাকযোগে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার নিকট পাঠাবেন। ৫ম কপি প্রেরক তার অফিস কপি হিসাবে সংরক্ষণ করবেন।

২০. প্রধান ফটকে ফটক ইনচার্জ ভি-ইনভয়েসের সঙ্গে বস্তা গণনার মাধ্যমে যথার্থতা যাচাই করবেন। রেকর্ড পরিপালন করবেন।

২১. বোংগা দ্বারা পণ্য, ধরন, গুণগতমান পরীক্ষা করবেন। ডব্লিউ অক্ষরের আকৃতিতে নমুনা সংগ্রহ করবেন। ভি-ইনভয়েসের সঙ্গে মিল পাওয়া গেলে ট্রাককে ছেড়ে যাবার অনুমতি দিবেন।

২২. প্রেরক অনুকূল আবহাওয়ায় বোঝাই ট্রাককে ছেড়ে যাবার অনুমতি দিবেন।

২৩. প্রেরক ডিসপ্যাচকৃত পণ্য, পরিমাণ, বস্তার সংখ্যা, সূচি নং ও তারিখ, সূচি জারি কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারের নাম/প্রতিনিধির নাম, ট্রাকের নম্বর ইত্যাদি মোবাইলে প্রাপককে, প্রাপকের উখানি ও জেখানি এবং তার (প্রেরক) উখানি-জেখানি এবং সূচিজারি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই অবহিত করবেন।

২৪. খামাল কার্ড, গুদাম লেজার ও এলএসডি/সিএসডি লেজারে প্রেরক ডেসপ্যাচ পরিমাণ লিপিবদ্ধ করবেন।

২৫. প্রেরক দৈনিক ও সাপ্তাহিকভিত্তিতে ভি-ইনভয়েস বিবরণী তৈরি করে উখানি, জেখানি এবং চসনিকে প্রেরণ করবেন।

২৬. কেন্দ্রীয়ভাবে ইস্যুকৃত সূচির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই প্রেরক কেন্দ্র থেকে ঠিকাদারভিত্তিক প্রেরণ বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক জেখানি ও খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৫.১.৫ প্রাপ্তি

১. প্রাপক ট্রাক/লরি পৌঁছানোর পূর্বে শ্রমিক সরবরাহের জন্য শ্রমিক ও হস্তার্পণ/শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারকে চাহিদা দিবেন।

২. এলএসডি/সিএসডির কোন্ গুদামে খাদ্যশস্য গুদামজাত করবেন, তা পূর্বেই নির্ধারণ করবেন।

৩. ডানেজ ও খামালের স্থান স্পর্শ কীটনাশক দিয়ে স্প্রে করে শুকিয়ে প্রস্তুত রাখবেন।

৪. বোংগা, ট্রে, ত্রিপল, ওজন যন্ত্র, ময়েশ্চার মিটার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখবেন।

৫. ট্রাক/লরি পৌঁছালে ভি-ইনভয়েস, নমুনা, বিশ্লেষণশিট গ্রহণ করবেন।

৬. ট্রাক/লরি নির্ধারিত গুদামে স্থাপন করবেন এবং বোংগা দিয়ে ট্রাক হতে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করে প্রেরিত নমুনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে কি না, তা যাচাই করবেন।

৭. সাদৃশ্যমান, আর্দ্রতা, বস্তার সংখ্যা যথাযথ পাওয়া গেলে চুক্তি অনুযায়ী খালাস কাজ শেষ করবেন এবং যানবাহন ছেড়ে দিবেন।

৮. বৈসাদৃশ্য মানের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি ক্ষেত্রে উখানি/জেখানি/চসনি ও প্রেরককে তাৎক্ষণিকভাবে জানাবেন। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।

৯. ১০০% ওজনে পরিবহণ ঠিকাদারের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যানবাহন হতে মালামাল খালাস করবেন।

১০. এলইউএ/পিএলইউএ-তে ওজন লিপিবদ্ধ করবেন।

১১. শ্রম বিবরণী নিয়ম মতো দাখিল করবেন।

১২. ভি-ইনভয়েস-এর সব ঘর যথাযথভাবে পূরণ করবেন এবং তা যথাস্থানে যথা নিয়মে প্রেরণ করবেন।

১৩. খামাল কার্ড, গুদাম লেজার ও এলএসডি/সিএসডি লেজারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

১৪. উখানি/সহখানি/জেখানি প্রাপ্ত খাদ্যশস্য গুদাম খামাল কার্ড/লেজারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না, তা পরিদর্শনকালে পরীক্ষা করে দেখবেন।

১৫. দৈনিক প্রাপ্তি বিবরণী এবং সাপ্তাহিক ভি-ইনভয়েস বিবরণী তৈরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাবেন।

৫.২ নৌপথে সরকারি খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তি

৫.২.১ প্রেরণ

১. সূচি জারি কর্তৃপক্ষ জেলা ও আঞ্চলিক এবং প্রেরক ও প্রাপক কেন্দ্রের মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী চলাচলসূচি জারি করবেন। প্রাপক ও প্রেরকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করবেন। সূচির কপি প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ফোন/ই-মেইল/মোবাইলের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

২. প্রেরক খাদ্যশস্য প্রেরণের পূর্বে সূচির যথার্থতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে যাচাই করবেন।

৩. পরিবহণ ঠিকাদার সূচি পাওয়ার পর প্রেরণ কেন্দ্রে রিপোর্ট করবেন।

৪. ঠিকাদার/প্রতিনিধির কাগজপত্রাদি, যেমন : চুক্তিপত্র প্রাধিকারপত্র, প্রোগ্রামের কপি, এনআইডি ইত্যাদি প্রেরকের দপ্তরে পেশ করবেন এবং প্রেরক ঐগুলোর যথার্থতা যাচাই করবেন। রেকর্ড পরিপালন করবেন।

৫. ঠিকাদার/প্রতিনিধি, ফুডফিট, নৌযান স্থাপন করবেন। ‘ডিজি শিপিং, কর্তৃক প্রদত্ত নৌযানের হালনাগাদ, সার্ভে রিপোর্ট, ফিটনেস, ধারণক্ষমতা, ডেড ওয়েট, ড্রাফ্ট চার্ট, সনদ, পরিবহণ ক্ষমতা ইত্যাদির স্বপক্ষে সনদ প্রেরকের নিকট পেশ করবেন।

৬. মাস্টার, ড্রাইভার ও অন্যান্য ক্রু মেম্বারদের যোগ্যতার সনদ প্রেরকের নিকট পেশ করবেন এবং প্রেরক ডিজি শিপিং হতে যথার্থতা যাচাই করবেন। যাচাই রেকর্ড পরিপালন করবেন।

৭. উপযোগী ত্রিপল, দড়ি-কাচি, ফেন্ডার, ডেরিক/ক্রেন/উইন্স/হুক ইত্যাদি যথাযথ আছে কি না, উভয়ের উপস্থিতিতে যাচাই করবেন। যথাযথ পাওয়া গেলে চুক্তি অনুযায়ী দ্রুত বোঝাই করবেন।

৮. ওজন যন্ত্রের যথার্থতা স্ট্যান্ডার্ড বাটখারা দ্বারা সকল পক্ষের উপস্থিতিতে যাচাই করবেন। যাচাই রেকর্ড পরিপালন করবেন।

৯. নৌযানের মালিকানা/চার্টার ডকুমেন্টস ঠিকাদার/প্রতিনিধি প্রেরকের নিকট পেশ করবেন।

১০. প্রেরক চলাচলসূচি পাবার পর শ্রমিক ও হস্তার্পণ ঠিকাদার শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারকে প্রয়োজনীয় শ্রমিক সরবরাহের জন্য লিখিতভাবে অবহিত করবেন। ফোন/ই-মেইলেও জানাবেন।

১১. ‘ফুড ফিট’ নৌযান নির্ধারিত ঘাট/জেটি/জাহাজে স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিবেন।

১২. কেবল নির্ধারিত ওজনে বস্তা (স্ট্যান্ডার্ড বস্তা) নৌযানে বোঝাই করবেন।

১৩. লুজ, অপূর্ণ, ছেঁড়া-ফাটা-কাটা বস্তা নৌযানে বোঝাই করা যাবে না।

১৪. চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারানুযায়ী সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে স্থাপিত নৌযান বোঝাই করতে হবে।

১৫. প্রেরক কেবল জীবন্ত কীট মুক্ত ডিএসডি-II ডিএসডি-III মানের খাদ্যশস্য প্রেরণ করবেন।

১৬. ওজনের ‘রিডিং’ প্রেরক/প্রতিনিধি ডাকবেন। সব পক্ষ দেখবেন এবং রেকর্ড পরিপালন করবেন।

১৭. প্রেরক/গুদাম ইন-চার্জ, ডায়াল স্কেলে, ওজন করে ডেসপ্যাচ দিবেন।

১৮. গুদাম হতে ঘাটে স্থাপিত নৌযানে ট্রাক মাধ্যমে ডেসপ্যাচকালে খালি ট্রাকের ওজন ট্রাকওয়েব্রিজ-এ (যেখানে আছে) নিবেন, বোঝাই পণ্যসহ, গ্রোস ও নিট, ওজন, এলইউএ/পিএলইউএ-তে লিপিবদ্ধ করবেন। ভি-ইনভয়েসে এবং কার্ট টিকিটেও লিপিবদ্ধ করবেন।

১৯. বোঝাই ‘ট্রাক ট্রাকওয়েব্রিজে (যেখানে আছে) ওজন করতে হবে এবং ওজন রেকর্ড করতে হবে। ট্রাক ওয়েব্রিজের ওজন চূড়ান্ত ধরতে হবে। প্রেরক ও ঠিকাদার/প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন ও ওজন লিপিবদ্ধ করবেন। রেকর্ড পরিপালন করবেন।

২০. প্রেরক পণ্য বোঝাই নৌযানওয়ারি খাদ্যশস্যের প্রতিনিধিত্বমুলক ৩টি নমুনা তৈরি করবেন। নমুনা স্লিপে প্রেরক ও পরিবহন ঠিকাদার/প্রতিনিধি যৌথ স্বাক্ষর করবেন এবং নমুনা ব্যাগে ভর্তি করে সিল-গালা করবেন।৩টি বিশ্লেষণশিট তৈরি করবেন এবং তা সিল-গালা করবেন। ২টি নমুনাসহ বিশ্লেষণশিট ঠিকাদারের/প্রতিনিধির হাতে (১ সেট প্রাপককে পৌঁছে দেবার জন্য এবং ১ সেট ঠিকাদারের জন্য) পাঠাবে এবং প্রেরক ৩য় নমুনা ও ৩য় বিশ্লেষণশিট অফিস কপি হিসাবে চালানটি নিরাপদে প্রাপ্তি পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

২১. ‘ভি-ইনভয়েসের’ সব ঘর যথাযথভাবে পূরণ করবেন। তারিখ পদবিসহ স্বাক্ষর করবেন। সিলমোহর দিবেন। নিয়ম মতো ৩ কপি (১ম, ২য়, ৩য়) ঠিকাদারের হাতে দিবেন। ৪র্থ কপি সিলমোহর করে প্রাপ্তি স্বীকারসহ ডাকযোগে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার নিকট পাঠাবেন। ৫ম কপি প্রেরক তার অফিস কপি হিসাবে সংরক্ষণ করবেন।

২২. প্রেরক কেবল অনুকূল আবহাওয়ায় বোঝাই নৌযানকে ছেড়ে যাবার অনুমতি দিবেন।

২৩. প্রেরক নৌযানের নাম, প্রতিনিধির/ঠিকাদারের নাম, পণ্য, পরিমাণ, বস্তার সংখ্যা, সূচি নম্বর ও তারিখ, সূচি জারি কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি মোবাইলে/ই-মেইলে/ফোনে প্রাপক, প্রাপকের উখানি ও জেখানি এবং তার উখানি, জেখানি এবং সূচি জারি কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাবেন।

২৪. প্রেরক ঘাট/জাহাজের ক্ষেত্রে নৌযান হতে দৈনিক খালাস/বোঝাই প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাবেন।

২৫. গুদামের ক্ষেত্রে গুদাম লেজার, খামাল কার্ড, এলএসডি/সিএসডি লেজারে সব ডেসপ্যাচ লিপিবদ্ধ করবেন।

২৬. প্রেরক দৈনিক প্রেরণ বিবরণী এবং সাপ্তাহিক ভি-ইনভয়েস বিবরণী তৈরি করবেন এবং উখানি, জেখানি, চসনি ও সূচিজারি কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করবেন।

৫.২.২ প্রাপ্তি

১. প্রাপক নৌযান পৌঁছানোর সম্ভাব্য তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক শ্রমিক সরবরাহের জন্য শ্রমিক ও হস্তার্পণ ঠিকাদার/শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারকে লিখিত ও ফোনে অবহিত করবেন।

২. এলএসডি/সিএসডির কোন্ গুদামে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি হবে, তা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপক নির্ধারণ করবেন।

৩. ডানেজ, গুদামের দেওয়াল, খামালের স্থানকে স্পর্শ কীটনাশক দিয়ে স্প্রে করবেন এবং শুকিয়ে নিয়ে খামাল দিবেন।

৪. বোংগা, ট্রে, ত্রিপল, ওজনযন্ত্র, ময়েসচার মিটার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখবেন।

৫. নৌযান, পৌঁছালে ‘ভি-ইনভয়েস’ নমুনা, বিশ্লেষণশিট গ্রহণ করবেন। উখানি, জেখানি ও প্রেরককে চালান পৌঁছানোর খবর দিবেন।

৬. নৌযান নির্ধারিত ঘাটে/জেটিতে স্থাপন করবেন। বোংগা দিয়ে নৌযান হতে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করে প্রেরিত নমুনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে কি না তা যাচাই করবেন।

৭. সাদৃশ্যমান, আদ্রতা, বস্তার সংখ্যা ইত্যাদি যথাযথ পাওয়া গেলে, চুক্তি অনুযায়ী পণ্য খালাস শুরু করবেন এবং সম্ভাব্য দ্রুততার সঙ্গে খালাস কাজ শেষ করে নৌযান মুক্ত করে দিবেন।

৮. বৈসাদৃশ্য মানের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি হলে, উখানি জেখানি/চসনি ও প্রেরককে তাৎক্ষণিকভাবে জানাবেন। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।

৯. ১০০% ওজনে পরিবহণ ঠিকাদার/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নৌযান হতে পণ্য খালাস করবেন।

১০. এলইউএ/পিএলইউএ তে ওজন লিপিবদ্ধ করবেন।

১১. শ্রম বিবরণী নিয়ম মতো তৈরি ও দাখিল করতে হবে।

১২. ভি-ইনভয়েস যথাযথভাবে পূরণ করবেন এবং যথাসময়ে যথাস্থানে যথানিয়মে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১৩. খামাল কার্ড, গুদাম ও লেজার ও এলএসডি/সিএসডি লেজারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

১৪. লেজারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না তা উখানি/জেখানি পরিদর্শনকালে যাচাই করে দেখবেন।

১৫. দৈনিক প্রাপ্তি বিবরণী, সাপ্তাহিক প্রাপ্তি বিবরণী ও সাপ্তাহিক ইনভয়েস বিবরণী তৈরি করে যথাস্থানে পাঠাবেন।

১৬. কোনো খাদ্যশস্যবাহী নৌযান নৌদুর্ঘটনায় পতিত হলে, পরিবহণ ঠিকাদার নিকটতম খাদ্য বিভাগের অফিস, থানা, প্রেরক, প্রাপককে মোবাইলে/লিখিত খবর দিবেন। খাদ্যশস্য ও নৌযান উদ্ধারের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিবেন। জেখানি/আখানি এবং খাদ্য অধিদপ্তরকে দ্রুত অবহিত করতে হবে।

৫.৩ রেলপথে খাদ্যশস্য পরিবহণ

৫.৩.১ প্রেরণ

১. জেলা ও আঞ্চলিক, প্রেরণ ও প্রাপ্তি কেন্দ্রের মজুত ও চাহিদা বিবেচনা করে, চলাচলসূচি জারি কর্তৃপক্ষ, পরিচালক চসসা, খাদ্য অধিদপ্তর সূচি জারি করবেন।

২. চলাচলসূচির অনুলিপি রেল পরিবহণ ঠিকাদার, রেল বিভাগ (বিআর), প্রেরক, প্রাপক, সংশ্লিষ্ট উখানি, জেখানি, আখানিকে প্রদান করবেন।

৩. প্রেরক সূচির যথার্থতা সূচি জারি কর্তৃপক্ষ হতে যাচাই করবেন।

৪. রেল পরিবহণ ঠিকাদার চলাচলসূচি পাওয়ার পর প্রেরণ কেন্দ্রে রিপোর্ট করবেন।

৫. রেল পরিবহণ ঠিকাদার রেল বিভাগের নিকট ওয়াগনের ইনডেন্ট বা চাহিদাপত্র দাখিল করবেন। প্রেরক ঠিকাদারের/চুক্তিপত্র/ প্রতিনিধির প্রাধিকারপত্র যাচাই করবেন।

৬. প্রেরক রেল বিভাগের নিকট, ফুডফিট ওয়াগন, বা খাদ্য বোঝাই উপযোগী বগি প্রাপ্তির সুপারিশ করবেন।

৭. সকাল ৭ টার পূর্বেই বা পালা শুরুর পূর্বেই বন্দর/ঘাট/গুদামে, ফুড ফিট ওয়াগন, স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। ওয়াগনের ভ্যাকিউম থাকতে হবে।

৮. প্রেরণ কেন্দ্রে রেল সাইডিং এ সময়মতো রেল বিভাগ, ফুটফিট ওয়াগন স্থাপন করবে।

৯. শ্রমিক ও হস্তার্পণ ঠিকাদারকে প্রেরক চলাচলসূচি সম্পর্কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের অনুরোধ করবেন।

১০. প্রেরণ কেন্দ্রে রেল সাইডিং না থাকলে, সংশ্লিষ্ট রেল স্টেশনের সাইডিং-এ ওয়াগন স্থাপন করতে হবে।

১১. প্রেরণ কেন্দ্র হতে রেল স্টেশনের সাইডিং এ খাদ্যশস্য পরিবহণ ও ওয়াগন/বগিতে বোঝাই করার জন্য শ্রমিক ও হস্তার্পণ/শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে।

১২. প্রেরণ কেন্দ্র হতে রেল স্টেশনের সাইডিং এ পরিবহণের জন্য চুক্তির শর্তানুযায়ী শ্রমিক ও হস্তার্পণ/শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদার ট্রাক/যানবাহন সরবরাহ করবেন।

১৩. 'ওয়াগন ফুডফিট' আছে কি না, তা রেলইয়ার্ডে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। একমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 'ফুডফিট ওয়াগন'/বগি বোঝাই কেন্দ্রে/বোঝাই রেল সাইডিং-এ স্থাপন করা যাবে।

১৪. প্রেরক, রেল ঠিকাদার ও রেল বিভাগ যৌথভাবে ওয়াগন বা বগির, ফিটনেস, পরীক্ষা করবেন এবং রেকর্ড পরিপালন করবেন। রেল সাইডিং বা স্টেশনের রেল ইয়ার্ডে ঝাড়ুদারকে উপস্থিত রাখতে হবে।

১৫. রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা ইত্যাদি বোঝাইকৃত ওয়াগন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করে খাদ্যশস্য বোঝাই দেওয়া যাবে না। ভাঙা-চুরা, ছিদ্র যুক্ত ওয়াগনে খাদ্যশস্য বোঝাই দেওয়া যাবে না।

১৬. জীবন্ত কীটমুক্ত ডিএসডি-II ডিএসডি-III মানের খাদ্যশস্য প্রেরণ করতে হবে।

১৭. 'ফ্লাপ ডোর' হতে ভিতরের দিকে কমপক্ষে ১২˝(ইঞ্চি) জায়গা ফাঁকা রেখে লোডিং শুরু করতে হবে।

১৮. বোঝাইকালে 'হুক' ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

১৯. 'বিস' ও 'সিজে' ওয়াগনের, 'ক্যাপাসিটি লোডিং' পরিমাণ জেনে সে অনুযায়ী বোঝাই করতে হবে।

২০. প্রেরিত খাদ্যশস্যের ৩টি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণপত্র তৈরি করতে হবে। নমুনা সিলমোহর করতে হবে। প্রেরক ও পরিবহণ ঠিকাদার উভয়ে নমুনা স্লিপে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। নমুনা ব্যাগে ভর্তি করবেন এবং সিলগালা করবেন। ২টি নমুনা ও ২টি বিশ্লেষণ শিট ঠিকাদারের হাতে প্রাপককে পৌঁছে দেবার জন্য হস্তান্তর করবেন। ঠিকাদার একটি নমুনা ও ১টি বিশ্লেষণ শিট নিজের কাছে রাখবেন এবং একসেট নমুনা প্রাপককে হস্তান্তর করবেন। প্রেরক ১ সেট তার অফিসে সংরক্ষণ করবেন।

২১. বোঝাই ওয়াগনের মধ্যে, ডেসপ্যাচ পারটিকুলারস, উল্লেখপূর্বক প্যাকিং নোট দিতে হবে। আর আর-এ বস্তার সংখ্যা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২২. রেল বিভাগের প্রতিনিধি ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে রেল ঠিকাদার/প্রতিনিধি, 'ফ্রি টাইমের' মধ্যে ওয়াগন বোঝাই করবেন। প্রেরক ওজন দেখবেন ও প্রেরণে সহযোগিতা করবেন।

২৩. ওয়াগন বোঝাইর পর ঠিকাদার নিজস্ব সিল-রিভিট প্রদান করবেন। রেল বিভাগও সিল-রিভিট প্রদান করবে।

২৪. প্রেরক ওয়াগনওয়ারি, 'ভি-ইনভয়েস' জারি করবেন।

২৫. প্রতিদিন প্রেরক, রেল ঠিকাদার ও স্টেশন মাস্টার, 'সেন্ট্রাল ট্রেন কন্ট্রোল'-এর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখবেন।

২৬. 'লোডিং ওয়াগন' দ্রুত পরিবহণের জন্য রেল স্টেশন মাস্টারকে তাগিদ দিবেন।

২৭. 'লোডিং ওয়াগন' স্টেশনের রেলইয়ার্ডে ট্রেন ফরমেশন করে পাওয়ারের অভাবে ফেলে রাখা যাবে না।

২৮. 'লোডিং ওয়াগন' দিয়ে রেল তৈরি বা রেক তৈরি করে দ্রুত প্রাপক কেন্দ্রে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২৯. মাল গাড়ি পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'ইঞ্জিন' বা 'পাওয়ার' থাকতে হবে।

৩০. ব্যবহার অযোগ্য, মেরামতযোগ্য রেল 'সাইডিং' কে অবিলম্বে মেরামত করে, বোঝাই উপযোগী করতে হবে।

৩১. খাদ্য বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী রেক 'লোডিং ও ডিরেক্টশনাল লোডিং' করতে হবে এবং তদনুযায়ী 'ট্রেন ফরমেশন' করতে হবে।

৩২. জরুরি চাহিদা মিটানোর জন্য 'মিক্সড ট্রেন লোডিং' করার পরিকল্পনা থাকতে হবে।

৩৩. বোঝাই ট্রেন ছেড়ে যাবার সংবাদ ই-মেইল/মোবাইলে রেল ঠিকাদার/প্রেরক সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাবেন।

৩৪. খাদ্যশস্যবাহী ট্রেনের কোনো বগি 'হট এক্সেল' হয়ে গেলে বা কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে রেল বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরক/প্রাপককে টেলিফোন/ই-মেইলে জানাবেন।

৫.৩.২ প্রাপ্তি

১. খাদ্যশস্যবাহী 'ওয়াগন রেল সাইডিং/রেল স্টেশন ইয়ার্ডে' স্থাপন করার পূর্বেই প্রাপক শ্রমিক ও হস্তার্পণ/শ্রমিক ও পরিবহণ ঠিকাদারকে প্রয়োজনীয় শ্রমিক/যানবাহন (প্রয়োজনে) সরবরাহের চাহিদা দিবেন।

২. প্রাপক রেল ঠিকাদার ও রেল স্টেশন মাস্টার/ম্যানেজারের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখবেন। প্রয়োজনে 'সেন্ট্রাল ট্রেন কন্ট্রোলার'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।

৩. প্রাপক খাদ্যশস্যবাহী রেল ওয়াগন ছেড়ে আসার সময় ও তারিখ মোবাইলে, ই-মেইলে জেনে নিবেন এবং তদনুযায়ী খাদ্যশস্য খালাস, পরিবহণ, গুদামজাত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

৪. সংশ্লিষ্ট, রেল সাইডিং/রেল স্টেশনের সাইডিং ক্যাপাসিটি, অনুযায়ী বোঝাই ওয়াগন স্থাপন করবেন।

৫. প্রাপক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপক রেল ঠিকাদারের নিকট হতে ভি-ইনভয়েস, নমুনা ও বিশ্লেষণ শিট গ্রহণ করবেন।

৬. নিয়ম মতো কোন গুদামে খাদ্যশস্য গ্রহণ করবেন, তা প্রাপক পূর্বেই নির্ধারণ করবেন এবং খামাল স্থান ও ডানেজ স্পর্শ কীটনাশক দিয়ে স্প্রে করে শুকিয়ে নিবেন।

৭. বোংগা, ট্রে, ত্রিপল, ওজনযন্ত্র, ময়েশ্চার মিটার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখবেন।

৮. ওজন যন্ত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষদের উপস্থিতিতে, স্ট্যান্ডার্ড, বাটখারা দিয়ে যথার্থতা যাচাই করবেন ও রেকর্ড পরিপালন করবেন।

৯. খাদ্যশস্যবাহী ওয়াগন 'রেল সাইডিং' এ স্থাপন হলে, রেল বিভাগ, রেল ঠিকাদার এবং প্রাপক উপস্থিত থেকে 'সিল-রিভিউ' অক্ষত আছে কি না, তা, পরীক্ষা করবেন। তা ছাড়া 'রানিং থেপ্ট'-এর (চলন্ত চুরি) আলামত আছে কি না, 'ফ্লাপ ডোর' কাটা আছে কি না, ঝরতা খাদ্যশস্য 'ফ্লাপ ডোর' দিয়ে পড়ছে কি না ইত্যাদি সরেজমিনে পরীক্ষা করবেন।

১০. খাদ্যশস্যবাহী ওয়াগন, 'সিল রিভিট' অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেলে, 'ফ্রি-টাইম'-এর মধ্যে খাদ্যশস্য খালাস সম্পন্ন করতে হবে।

১১. কোনো ওয়াগন, 'সিল-রিভিট' ভাঙ্গা পাওয়া গেলে বা চুরির কোনো আলামত পাওয়া গেলে, নিয়মমতো 'ওপেন ডেলিভারি' চাইবেন এবং রেল কর্মকর্তাসহ সব পক্ষের উপস্থিতিতে খালাস কাজ সম্পন্ন করবেন। রেকর্ড পরিপালন করতে হবে।

১২. খালাসকালে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। প্রেরিত নমুনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে। সাদৃশ্য মান পাওয়া গেলে নিয়মমতো খালাস করে গুদামজাত করবেন।

১৩. বৈসাদৃশ্য খাদ্যশস্য পাওয়া গেলে, উখানি, জেখানি/চসনি এবং প্রেরককে জরুরি ভিত্তিতে জানাবেন। তাদের সিদ্ধান্তনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪. ১০০% ওজনে খাদ্যশস্য 'রেল ওয়াগন' হতে খালাস করবেন এবং গুদামজাত করবেন।

১৫. 'এলইউএ/পিএলইউ'-তে ওজন লিপিবদ্ধ করবেন।

১৬. ওজন 'রিডিং' প্রাপক/প্রাপকের প্রতিনিধি ডাকবেন এবং সব পক্ষ 'রেকর্ড' করবেন।

১৭. শ্রম বিবরণী নিয়মিত তৈরি ও দাখিল করবেন।

১৮. 'ভি-ইনভয়েস'-এর প্রাপ্তি অংশ যথাযথভাবে পূরণ করবেন। ঘাটতি পাওয়া গেলে, নিয়ম মতো 'ভি-ইনভয়েস'-এ লালকালি দিয়ে লিখে দিবেন।

১৯. প্রাপক খামাল 'কার্ড/বিন কার্ড' গুদাম 'লেজার' ও 'এলএসডি/সিএসডি লেজারে' প্রাপ্ত খাদ্যশস্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

২০. উখানি/সহখানি/জেখানি গুদাম লেজার ও খামাল কার্ডে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না, পরিদর্শনকালে বাস্তবে তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

২১. পরিবহণ ঘাটতি পাওয়া গেলে চুক্তি অনুযায়ী প্রাপক এবং রেল ঠিকাদার চুক্তির শর্তানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নিবেন এবং 'ওয়াগনের ডেমারেজ' হলে এবং পরিবহন ঘাটতি সংঘটিত হলে চুক্তির শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে। যৌথভাবে তদন্ত করতে হবে।

২২. দৈনিক প্রাপ্তি বিবরণী তৈরি করে যথাস্থানে যথানিয়মে পাঠাবেন।

২৩. পরিবহণ ভাড়া অতিরিক্ত পরিশোধ হলে তদন্ত সাপেক্ষে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' খাদ্য অধিদপ্তরকে ফেরত দিবে অথবা সমন্বয় করবে।

অধ্যায় ৬

৬.১ আমদানিকৃত খাদ্যশস্য বন্দরে খালাস ও প্রেরণ সংক্রান্ত

সরকার প্রয়োজনে বিদেশ হতে নগদ ক্রয়ে এবং 'জি টু জি'-এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানি করে থাকে। আমদানি করা খাদ্যশস্য ২ (দুই)টি বন্দর, যথা, চট্টগ্রাম ও মোংলা সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে খালাস হয়ে থাকে। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের পক্ষে খাদ্যশস্য ক্রয় এবং জাহাজ খালাস পরিকল্পনার দায়িত্ব যথাক্রমে পরিচালক সংগ্রহ, পরিচালক চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ এবং চট্টগ্রাম ও খুলনার চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকদ্বয় পালন করিবে।

Flow Chart of Ship Arrival, Lightening, Discharge and Dispatch at Chattagram Port

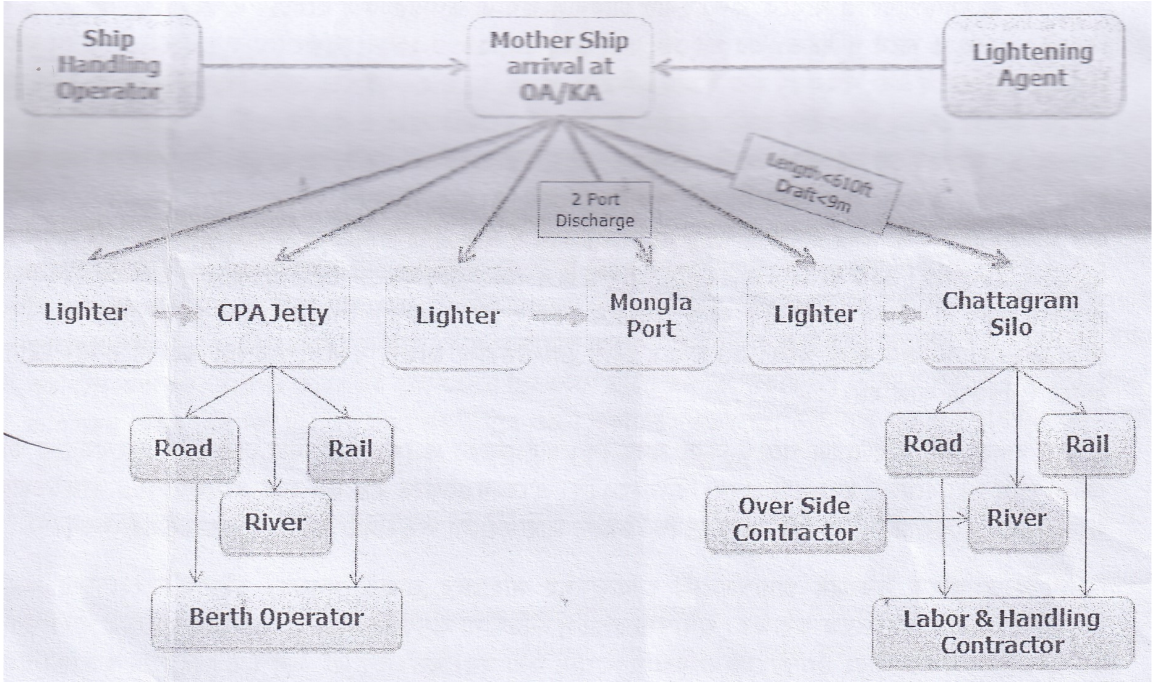

৬.২ সমুদ্র বন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৬.২.১ চট্টগ্রাম বন্দর

চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর কর্ণফুলী নদীর ডান তীরে অবস্থিত। মায়ানমারের লুসাই পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে নদীটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বেই এ বন্দরের অস্তিত্ব ছিল। একে 'শেটাগং' (আরবি শব্দ) বা 'ডেল্টা অব গ্যানজেস' বলা হতো। এ বন্দরে আরব, পর্তুগিজ ও ব্রিটিশ নাবিকগণ পাল টানা নৌকায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পণ্য পরিবহণ করে আনত। পূর্ব ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এখান হতে পণ্যাদি নিয়ে দূরপ্রাচ্যে জাহাজে পরিবহণ করত। চট্টগ্রাম বন্দর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসায়িক সেতুবন্ধ হিসাবে ভূমিকা পালন করত।

চট্টগ্রাম বন্দরের মূল জেটিতে ১৩টি বার্থ আছে এবং ৭ হতে ১৩ নং বার্থ রেল লাইন দ্বারা সংযুক্ত। ১৩ নং বার্থের পর 'এমপিবি' বা মাল্টিপারপাজ বার্থকে কনটেইনার টার্মিনাল-বার্থ-এ রূপান্তর করা হয়েছে। এখানে ৩টি বার্থ আছে যা সিসিটি-১, ২ ও ৩ নামে পরিচিত। এর পর ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং বার্থগুলো কনটেইনার হ্যান্ডলিং বার্থে রূপান্তর করা হয়েছে এবং নামকরণ করা হয়েছে এসিটি ১, ২, ৩, ৪ ও ৫। এর পরে নেভি, সিমেন্ট ক্লিংকার, জিএসজে (গ্রেইন সাইলো জেটি), টিএসপি, জেটি আরএম-৩, আরএম-৪, ডিডিজে-১ ও ২, ডি ও টি-৫, ৬ ও ৭ আরএম-৮, আরএম-৯, আরএম-১০, ডলফিন জেটি, কাস্টমস জেটি, সিইউএফএল জেটি, তা ছাড়াও কিছু সংখ্যক বয়া আছে নদীর চ্যানেলে। এ সমস্ত বার্থে খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ, সিমেন্ট ক্লিংকার, টিএসপি, সাধারণ কার্গো ইত্যাদি পণ্য খালাস হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের কর্ণফুলী নদীর চ্যানেলের বার্থ টু বার্থ এবং কালভেদে ড্রাফ্ট তারতম্য হয়। সাধারণত ২১' হতে ২৮' পর্যন্ত ৬১০' বা ১৮৭ মিটার দীর্ঘ জাহাজ এ বন্দরে প্রবেশ করতে পারে। এ চ্যানেলে পতেঙ্গার নিকটবর্তী এলাকায় কর্ণফুলী নদীতে একটি বাঁক আছে, যেখানে ৬১০ ফুটের অতিরিক্ত দৈর্ঘের জাহাজ ঘুরতে পারে না। বাঁকে বেঁধে যায়। যাকে 'গুপ্ত বাঁক' বলে। ২৮ ফুটের বেশি ড্রাফটওয়ালা জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না। চট্টগ্রাম বন্দরে ৩ শিফটে কাজ হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে ২টি লাইটারেজ পয়েন্ট আছে যথা, (ক) বহিঃনোঙর ও (খ) কুতুবদিয়া নোঙর। বহিঃনোঙরকে ৩টি জোনে ভাগ করা হয়েছে, যথা- (১) এ (২) বি ও (৩) সি। এ জোনগুলোতে ২৯ ফুট হতে ৪০ ফুট পর্যন্ত ড্রাফ্টওয়ালা জাহাজ নোঙর ফেলতে পারে। এর উর্ধ্বের ড্রাফ্টওয়ালা জাহাজগুলো কুতুবদিয়া অ্যাংকোরেজে নোঙর ফেলে।

বিদেশ হতে আগত সরকারি খাদ্যশস্যবাহী জাহাজসমূহ জাহাজের ড্রাফ্‌ট অনুসারে চট্টগ্রাম বহিঃনোঙর অথবা কুতুবদিয়া নোঙরে লাইটারেজ করা হয়। খাদ্যশস্য চলাচল নীতিমালা অনুযায়ী ৬০:৪০ হারে অর্থাৎ আগত খাদ্যশস্যের ৬০% চট্টগ্রাম বন্দরে এবং ৪০% মোংলা বন্দরে খালাস করা হয়। বর্তমানে এই অনুপাত পরিবর্তন হয়েছে। যথা, চট্টগ্রামঃ মোংলাঃ পায়রা:=৬০:২০:২০। হিসাব পরিমাণ খাদ্যশস্য লাইটারেজের পর চট্টগ্রাম সাইলো জেটির 'পারমিজিবল ড্রাফ্‌ট' (৭-৯মি.) হলে, সাইলোতে গমবাহী জাহাজ খালাস করা হয়। চট্টগ্রাম সাইলোর ধারণক্ষমতা ১০০,০০০ (এক লক্ষ) মে. টন।

৬.২.২ মোংলা বন্দর

'সিটি অব লায়ন' নামে একটি ব্রিটিশ জাহাজ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চালনা বাজারের নিকট পশুর নদীতে নোঙর ফেলে। বন্দরটি চালনা অ্যাংকোরেজ নামে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরিচিত ছিল। চালনা হতে ১২ মাইল ভাটিতে পশুর নদীর বাম তীরে মোংলা বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয় ও কমিশনপ্রাপ্ত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। মোংলা বন্দর হতে হিরণ পয়েন্ট (যেখানে পশুর নদী সাগর সঙ্গম করেছে) পর্যন্ত দূরত্ব ৬৫ মাইল। পশুর নদী দুনিয়া খ্যাত 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট' সুন্দর বনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। সুন্দরবনের অবস্থানের ফলে এটা একটি প্রাকৃতিক নিরাপদ পোতাশ্রয় বা বন্দর।

১। বার্থ সংখ্যা

মোংলা বন্দরের জেটিতে ছয়টি বার্থ আছে। বন্দরটি নৌ এবং সড়ক পথে সংযুক্ত। ভবিষ্যতে রেল সংযোগ করার পরিকল্পনা রয়েছে। বার্থগুলোর মধ্যে বার্থ নং৫-এ সর্বোচ্চ ড্রাফ্‌ট ৬.৫ মিটার। পশুর নদীর চ্যানেলে ৪টি বয়া আছে। যার ড্রাফ্‌ট ৬.৫ মিটার। ৭টি নোঙর বা অ্যাংকোরেজ আছে, ড্রাফ্‌ট ৮.৫ মিটার হতে ১০ মিটার। বর্তমানে বার্থ, বয়া, পোর্ট জেটি ও বেজক্রিক অ্যাংকোরেজে ড্রাফ্‌ট কম থাকার কারণে খাদ্যশস্যবাহী কোনো জাহাজ ভিড়ে না।

৬.২.৩ মোংলা বন্দরের অন্যান্য খালাস পয়েন্টস

১। ফেয়ারওয়ে বয়া, ২। আকরাম পয়েন্ট, ৩। নিউ হারবারিয়া (সাগর পয়েন্ট) এইচ-৭ থেকে এইচ-১১, ৪। পুরাতন হারবারিয়া-বিসি-৭, বিসি ৮, এইচ-১ থেকে এইচ-৬।

ফেয়ারওয়ে বয়া মৌসুমি লাইটেনিং পয়েন্টে হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নভেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙ্গর ও কুতুবদিয়া নোঙর সব মৌসুমে উভয় বন্দরের লাইটেনিং পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

২। মোংলা বন্দরে খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস

খাদ্যশস্যবাহী জাহাজগুলো বেশি ড্রাফ্‌ট নিয়ে আসে ফলে হারবারিয়া অ্যাংকোরেজে নোঙর ফেলে। বন্দর হতে ২১ কিলোমিটার দূরে হারবারিয়ার অবস্থান। খাদ্যশস্যবাহী জাহাজগুলো বেশি ড্রাফ্‌ট থাকে, সাধারণত সর্বনিম্ন ২১ ফুট ড্রাফ্‌টওয়ালা জাহাজগুলোকে হারবারিয়া অ্যাংকোরেজে রেখে মালামাল খালাস/লাইটেনিং করা হয়। ঢালাগম মূল জাহাজের হ্যাচে বস্তাবন্দি করা হয়। তারপর জাহাজের হুক/ক্রেনে স্লিং বেঁধে পাশে স্থাপিত অভ্যন্তরীণ নৌযানে খালাস করা হয়ে থাকে। জাহাজের ডেকে প্রতি দশ স্লিং এর মধ্যে একটি স্লিং ওজন করা হয়। এভাবে প্রতি পালার গড় ওজন নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ ১০% ওজনে জাহাজ হতে খাদ্যশস্য খালাস ও ডেসপ্যাচ দেওয়া হয়।

মোংলা বন্দরে ২টি পালায় খাদ্যশস্য খালাস বোঝাই কাজ হয়ে থাকে। স্টিভেডর কর্তৃক ডক শ্রমিক সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

মোংলা বন্দরে অবস্থিত সহকারী নিয়ন্ত্রক চলাচল ও সংরক্ষণ জাহাজ খালাস ও ডেসপ্যাচের মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ বন্দরে দুই পালায় জাহাজ খালাস কাজ সম্পন্ন হয়। খাদ্য বিভাগের কর্মচারী, ওজন যন্ত্র, চটের বস্তা ও নিরাপত্তা কর্মীদেরকে জাহাজে আনা-নেওয়ার জন্য বর্তমানে কোনো লঞ্চ নাই। ফলে জাহাজ খালাস, ডেসপ্যাচ এবং তদারকিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

৩। খালাস পয়েন্টের দূরত্ব

মোংলা বন্দর হতে ফেয়ারওয়ে বয়ার দূরত্ব ১২১ কিলোমিটার এবং হারবারিয়ার দূরত্ব ২১ কিলোমিটার মোংলা সাইলোর দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার।

৪। মোংলা সাইলোতে জাহাজ খালাস ও ডেসপ্যাচ

মোংলা বন্দরের অধীন মোংলা থানাধীন জয়মনির গোল নামক স্থানে ৪২.৩৬ একর জমির উপর পশুর নদীর বাম তীরে ৫০,০০০ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মোংলা সাইলো অবস্থিত। সাইলোটি জাহাজ হতে গম খালাস, মজুত ও প্রেরণের

জন্য নির্মিত হয়েছে। মোংলা বন্দরে ঢালাগম বস্তাবন্দি করে অভ্যন্তরীণ নৌযানে ১০% ওজনে খালাস ও ডেসপ্যাচ দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে পরিবহণ ঘাটতির অনুমোদিত সীমা ছিল ০.৪%। সাইলো হতে ১০০% ওজনে ডেসপ্যাচ দেওয়ার ফলে অনুমোদিত পরিবহণ ঘাটতি সীমা ০.১২৫%। পরিবহণ ঘাটতি সীমা কমে যাওয়ায় মোংলা বন্দরের ইতিহাসে পরিবহণ ঘাটতির ক্ষেত্রে উন্নতির এক মাইলফলক প্রতিষ্ঠা হলো।

৫। জাহাজ খালাস পদ্ধতি ও ডেসপ্যাচ

চসনি খুলনার শিপিং শাখা বি/ই তৈরি করে খুলনার কাস্টমস অফিস হতে পাস করে থাকে। পাসকৃত বি/ই এবং ডিও সহ মোংলা সাইলো সুপারের অফিসে জাহাজ খালাসের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়।

হারবারিয়া নোঙরে জাহাজের এজেন্ট মাদার ভেসেলকে লাইটেনিং করে। সাইলো জেটির পারমিজিবল ড্রাফ্‌ট হলে, সাইলো জেটিতে আসে ও গম খালাস করে থাকে। সাইলো জেটির ড্রাফ্‌ট কালভেদে ৭ মিটার থেকে ৯ মিটার পর্যন্ত পার্থক্য হয়ে থাকে। সাইলো জেটিতে নিয়মিত ড্রেজিং করলে মাদার ভেসেল সরাসরি ভিড়তে পারবে। এতে লাইটেনিং সময় ও খরচ কমবে।

পরিচালক চসসা, সাইলো হতে নৌপথে ডেসপ্যাচের জন্য এলএসডি/সিএসডি/সাইলো/ঘাটওয়ারি বরাদ্দপত্র জারি করে থাকেন। চসনি খুলনা নৌপরিবহণ ঠিকাদার ডিবিসি (খুলনা, বরিশাল) পিএমসি খুলনা-এর অনুকূলে উপ-সূচি জারি করেন। সাইলো সুপার চলাচল সূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন।

৬.২.৪ স্থল বন্দর

চট্টগ্রাম এবং মোংলা সমুদ্রবন্দর ছাড়াও স্থল বন্দরের মাধ্যমে প্রতিবেশী ভারত হতে খাদ্যশস্য আমদানি ও খালাস হয়ে থাকে। এ ছাড়া নৌপথে মায়ানমার হতে আতপ চাল প্রয়োজনে আমদানি ও খালাস করা হয়। প্রধান প্রধান স্থল বন্দরসমূহ হলো সাতক্ষীরা, যশোহর, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ও লালমনিরহাট জেলার যথাক্রমে ভোমরা, বেনাপোল, দর্শনা, কানসার্ট, সোনামসজিদ, হিলি ও ভুরুঙ্গামারি স্থলবন্দর। সমুদ্র বন্দরের মতো একই নিয়মে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও ফি প্রদান করে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য ছাড় করানো হয়ে থাকে।

Flow Chart on Lightening, Discharge and Dispatch at Mongla Port

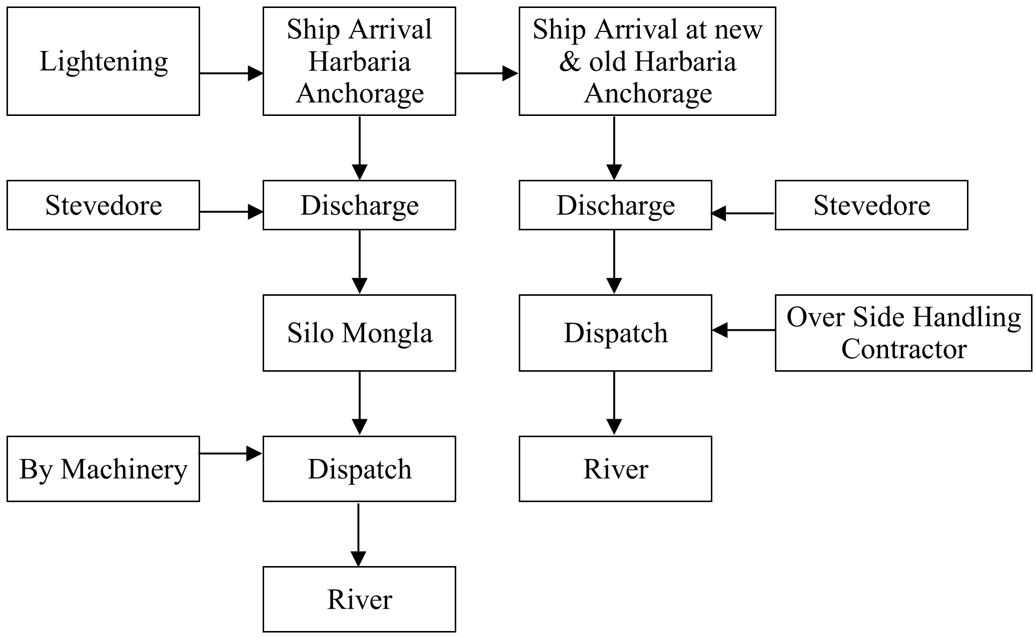

অধ্যায় ৭

৭.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক শর্তাদি বা ইনকোটার্মস (ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্মস)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা বা চেম্বার কর্তৃক প্রকাশিত কতগুলো মুখ্য পূর্ব-সংজ্ঞায়িত বাণিজ্যিক শর্তাদি, (Terms) যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাণিজ্যিক লেনদেনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণত বিক্রয় পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ইনকোটার্মস প্রাথমিক উদ্দেশ্য, কাজ, মূল্য ও ঝুঁকি সম্পর্কে স্বচ্ছতা এনে দেয়। উপরন্তু পণ্যের পরিবহণ এবং ডেলিভারিও সম্পৃক্ত থাকে। ইনকোটার্মস বিশ্বব্যাপী আইনি কর্তৃপক্ষ এবং আইনজীবী কর্তৃক অনুমোদিত বা গৃহীত হয়। সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন টার্ম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনকোটার্মস ১১টি বিধি সংবলিত একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

২০০০ খ্রিস্টাব্দের ১৩টি বিধি সংবলিত ইনকোটার্মকে কমিয়ে ১১টি বিধি করে অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহার পূর্বেকার ৪টি বিধিকে, যথা- ডিডিফ (ডিফ ডেলিভার অ্যাট ফ্রনটিয়ার), ডিইএস (ডেলিভার এক্স শিপ), ডিইকিউ (ডেলিভার এক্স কুয়ে) এবং ডিডিইউ (ডেলিভারড ডিউটি আপ পেইড) প্রতিস্থাপিত করে ২টি ইনকোটার্মস ডিএটি (ডেলিভার অ্যাট টার্মিনাল) সংযোজন করা হয়। পূর্বের সংস্করণে এ বিধিগুলো ৪ ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্তু ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সংজ্ঞায়িত ১১টি ইনকোটার্মকে ডেলিভারির ভিত্তিতে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। ৭টি বিধি সংবলিত ইনকোটার্মস কেবল পরিবহণ পদ্ধতির বিষয়ে এবং ৪টি বিধি বিক্রেতার জন্য কেবল পানিপথে পণ্য পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পরিবহণের সাধারণ পথে ব্যবহৃত ইনকোটার্মস হচ্ছে ইএক্সডব্লিউ, এসসিএ, সিপিটি, সিআইএফ, ডিএটি, ডিএপি এবং ডিডিপি এবং পানিপথে পরিবহণের ব্যবহৃত ইনকোটার্মস হচ্ছে এফএএস, এফওবি, সিএফআর এবং সিআইএফ।

৭.২ খাদ্যশস্য আমদানি

খাদ্য অধিদপ্তর জাতীয় খাদ্য বাজেট অনুযায়ী প্রত্যাশিত খাদ্য অনুদান, সাহায্য, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মসূচি ইত্যাদি বিবেচনা করে বাণিজ্যিক ক্রয় পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। খাদ্যশস্য আমদানি কার্যক্রম ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট’ ও ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (বিধি)’-এর আওতায় করা হয়। মহাপরিচালকের দপ্তর হতে সংগ্রহ বিভাগ এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৭.২.১ টাইপ অব কার্গো শিপ (মালবাহী জাহাজের প্রকার)

অ. জেনারেল কার্গো ক্যারিয়ার; আ. কনটেইনার ক্যারিয়ার; ই. বাল্ক ক্যারিয়ার; ঈ. ট্যাংকার; উ. ল্যাশ বার্জ ক্যারিয়ার; এবং ঊ. রো রো ভেসেল।

৭.২.২ অভ্যন্তরীণ নৌযানের প্রকার

(অ) বার্জ; (আ) ফ্লাট; (ই) কোস্টার; (ঈ) মিনিশিপ বা বাল্ক কেরিয়ার; (উ) ট্রলার; (ঊ) সাম্পান; এবং (ঋ) দেশি নৌকা।

৭.৩ জাহাজ ভাড়া সংক্রান্ত শর্তাদি ও টার্মস

৭.৩.১ জাহাজি শর্তাদি/টার্মস

জাহাজ ভাড়াকরণ

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের পণ্য ক্রয় আইনের আওতায় কেনা খাদ্যশস্য সমুদ্র পথে পরিবহণের জন্য বিভিন্ন শর্ত ও টার্মে জাহাজ ভাড়া করা হয়। যথা : এফওবি, সিআইঅ্যান্ডএফ, গ্রোস টার্ম/লাইনার টার্ম, টাইম চার্টার, ভয়েজ চার্টার ইত্যাদি।

টার্মিনোলোজি

বিভিন্ন টার্মে জাহাজ ভাড়া ও পণ্য ক্রয় করা হয়ে থাকে, যেমন- FOB, C&F, Gross Term, Liner term, Time chartered, Voyage Chartered ইত্যাদি।

FOB এফওবি (ফ্রি অব বোর্ড)

এ শর্তে জাহাজ ভাড়া করলে ক্রেতাকে বোঝাই বন্দর হতে খালাস বন্দর পর্যন্ত পরিবহণ ভাড়া এবং উভয় বন্দরের স্টিভেডরিং ও ওভারসাইড হ্যান্ডলিং খরচ বহন করতে হয়।

CI&F (Cost, Insurence & Freight)
এই টার্মে পণ্য ক্রয় হলে সরবরাহকারী বা বিক্রেতা ক্রেতার বন্দরে পণ্য নিজ খরচে পৌঁছে দিবে। CIF Price FOB অপেক্ষা বেশি হয়। উভয় পদ্ধতিতে দর নেওয়া উত্তম। মূল্যায়নে যেটা কম পড়বে, সে দরে পণ্য ক্রয় করা হয়ে থাকে।

জাহাজ চার্টার টার্মস : Liner or Gross term। জাহাজ মালিকগণ এক একটি গ্রুপ গঠন করে বিভিন্ন লাইনে জাহাজ পরিচালনা করে পণ্য পরিবহণ করে থাকে। যেমন- আটলান্টিক লাইন, প্যাসিফিক লাইন, সাউথ ইস্টার্ন এশিয়া ইত্যাদি। সরবরাহকারী বা বিক্রেতা থেকে ভাড়া, স্টিভেডরিং খরচসহ যাবতীয় খরচ নিয়ে থাকে। এখানে উভয় বন্দরে ক্রেতার কোনো খরচ নাই। এক্ষেত্রে কোনো Discharge rate থাকে না। সাধারণত Customary discharge rate ধরা হয়। Despatch বা Demurrage শর্ত থাকে না।

FIFO
Free in & Free out Term-এ জাহাজ ভাড়া করলে ক্রেতাকে Loading & discharge উভয় বন্দরে স্টিভেডরিং, হ্যান্ডলিং চার্জ এবং Carring Freight দিতে হয়। এ পদ্ধতিতে Discharge rate, despatch/demurrage clause থাকে।

Time Chartered Vessel
Time উল্লেখ করে Vessel Charter করা হয়। দিন চুক্তি। যতদিন থাকবে ততদিনের ভাড়াস্বরূপ প্রদান করতে হবে।

Voyage charter
এক যাত্রার জন্য চার্টার করা হয়।

Part Gross partly free out
এ ধরনের জাহাজ ভাড়া করলে Loading part-এ ভর্তিকরণ বিক্রেতা/সরবরাহকারীর হিসাবে থাকে এবং ডিসচার্জ বন্দরে লাইটারেজ বিক্রেতা/জাহাজের খাতে থাকে। Shore-এ খালাস কাজ ক্রেতার খাতে থাকে।

৭.৩.২ জাহাজ চার্টার করার বিবেচ্য বিষয়াবলি
বাল্ক গম পরিবহণের উপযোগী জাহাজ : বাল্ক গম বা ঢালাগম পরিবহণের জন্য জাহাজ চার্টার করার সময় নিম্নরূপ বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত :

অ. জাহাজটি বাল্ক কেরিয়ার হতে হবে;

আ. জাহাজের বয়স ১৫ বছরের বেশি নয়;

ই. কমপক্ষে ৫টি হ্যাচ ও প্রতিটি হ্যাচে ফাস্ট মুভিং ২ টনি ডেরিক/ক্রেন/উইন্স থাকতে হবে। এতে খালাস হার বৃদ্ধি করার সুযোগ থাকে; এবং

ঈ. বাল্ক কার্গো ক্যারিয়ার-ফ্লাট বোটম জাহাজ হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত কম ড্রাফ্‌টে বেশি পণ্য বহন করা যায়। চট্টগ্রাম বন্দরে ৬১০ (ফিট)-এর অধিক লম্বা জাহাজ ঢুকতে পারে না। এ জন্য ৬১০ (ফিট)-এর অতিরিক্ত লম্বা জাহাজ চার্টার পরিহার করা উত্তম।

Discharge rate
ভালো আবহাওয়ায় ডিসচার্জ রেট ঢালাগম (বাল্ক) বস্তাবন্দি করে বা ঢালাগম আকারে খালাস হার ২০০০ মে. টন/দিন। বস্তাবন্দি পণ্যের ক্ষেত্রে, যেমন, বস্তাবন্দি চাল ১০০০ মে. টন/জিডাবি-উডি Discharge rate-ধরা হয়। গমবাহী জাহাজে লাইটারেজ প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন লাইটারেজ কাজ সম্পন্ন করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে।

Vac-u-Vetor
Vac-u-Vetor (Vacs) দ্বারা গড়ে একটি জাহাজ হতে প্রতিদিন ভালো আবহাওয়ায় কমপক্ষে ৩০০০ মে. টন খালাস করা হয়। খালাস পরিমাণ ভ্যাকস এর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। ভ্যাক-উ-ভেটর প্রতি সর্বোচ্চ ১৫ মে. টন/ঘন্টা খালাস করা হয়ে থাকে। প্রোসপেকটাসে অনেক বেশি লেখা থাকে। কিন্তু সাগরে বিভিন্ন কারণে তা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

ডিসচার্জ রেট বৃদ্ধি অনেক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। ক্রেন/ডেরিক/উইন্স-এর গতি, যানবাহনের প্রাপ্যতা, শ্রমিকের দক্ষতা, আবহাওয়া, ডিসচার্জের প্লানিং, ভ্যাকস-এর সংখ্যা ও অবস্থা ইত্যাদি।

প্রোরাটা ডিসচার্জ

জাহাজের লে-টাইম হিসাব এবং ডিসপাস-ডেমারেজ হিসাব করতে হলে এবং 'প্রোরাটা ডিসচার্জ ক্লজ' বা শর্ত চুক্তি/মেমোরেন্ডাম বা চার্টার পার্টিতে না থাকলে কনসাইনিকে খুবই বিপদে পড়তে হয়। ডেমারেজ এড়ানো দূরূহ হয়ে পড়ে। খাদ্য মন্ত্রণালয়/ইআরডি চুক্তি করার সময় প্রোরাটা ডিসচার্জ উল্লেখ করে না। ফলে-'জিওবি'-কে ঠকতে হয়। জাহাজের হ্যাচ, ডেরিক/ক্রেন/উইন্স সংখ্যা উল্লেখ করে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। ৭টি হ্যাচ ও ৭টি ডেরিকওয়ালা জাহাজের ২৪ ঘন্টা এডউ (Good Weather Day)-তে ডিসচার্জ হার ধরুন ২০০০ মে. টন। যদি কার্গো ৩ হ্যাচে থাকে এবং ৩টি হ্যাচে ডেরিক/ক্রেন/উইন্স থাকে, তা হলে ২০০০ মে. টনের অনুপাত অনুযায়ী খালাস পরিমাণ নির্ধারণ করলে, ডেমারেজ এড়ানো যাবে। কিন্তু এ ধরনের জাহাজ হতে ২০০০ মে. টন খালাস করা বাস্তবে সম্ভব নয়।-'হ্যাচ ও ডেরিক'-এর সংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত 'ডিসচার্জ' রেটকে 'প্রোরাটা ডিসচার্জ' বলে। এজন্য 'প্রোরাটা ডিসচার্জ' অবশ্যই জাহাজি দলিলে উল্লেখ করতে হবে। চুক্তি/চার্টার পার্টি/মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষর বা সম্পাদন করার সময় এ বিষয়টি সংযোজনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলে জাহাজ ডেমারেজ হবে না। ডিসপ্যাচ অর্জন করা যাবে।

লে-টাইম হিসাব

Nor (Notice of Rediness) পাওয়ার পর জাহাজ যদি বার্থ পায়, তা হলে NOR accept-করতে হবে। দেখতে হবে ছুটির দিন বা অফিস টাইমে জাহাজটি বার্থ পেলো কি না ? যখন থেকে নোটিশ অব রেডিনেস গৃহীত হবে, তখন থেকে Lay-time counting শুরু হবে। যখন কার্গো সম্পূর্ণ খালাস সম্পন্ন হবে, তখন Lay-time counting বন্ধ হবে। Gross Lay time হতে প্রাকৃতির দুর্যোগ, ধর্মঘট, যুদ্ধ, ফায়ার, ব্রেক পিরিওড, ছুটির দিন, মেরামত পিরিওড ইত্যাদি বাদ যাবে।

জাহাজ বার্থ পেলে ও পণ্য খালাসে যখন রেডি থাকবে, তখন থেকে লে-টাইম গণনা শুরু হবে মর্মে চুক্তিতে/বিএল এ উল্লেখ না থাকলে, বন্দরের বাণিজ্যিক এলাকায় জাহাজ প্রবেশ করলে কাজ হোক আর না হোক লে-টাইম গণনা শুরু হবে।

আরবিট্রেশন ক্লজ

চুক্তিতে এ শর্ত উল্লেখ থাকতে হবে। সালিশি মামলার রোয়েদাদ উভয় পক্ষের উপর প্রযোজ্য হবে।

জেনারেল অ্যাভারেজ ডিক্লেয়ার

চুক্তিপত্রে এ শর্তটি সাধারণত সংযোজন করা হয়। পণ্য ভর্তি জাহাজ যখন সাগরে ঝড়ঝঞ্ঝা বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে পতিত হয়ে ডুবে যাবার উপক্রম হয়। তখন Captain of the vessel in order to save the ship & live of crew members, throw the cargo into the sea কোনো জাহাজের কার্গো এভাবে ফেলে দেওয়া হলে, এভাবে ফেলে দেওয়া পণ্য জেনারেল অ্যাভারেজ-এ পড়বে। P&I Club (Protection & Indeminity Club), Supplier, Shipper i.e. Carrier & Consignee-এর মধ্যে ক্ষতি ভাগ করে দেয়। এটা সব পক্ষকে মানতে হয়। এ ক্লাবটি জাহাজ মালিকদের ক্লাব। দেওয়ানি কার্যাদির সালিশদার হিসাবে এ ক্লাব কাজ করে। সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহণ ক্ষেত্রে পণ্য চুক্তি আইন-১৯৪০ কার্যকর আছে। পণ্যের ইনসিউরেন্স করা ভালো। এতে যদিও খরচ বেশি পড়ে। কিন্তু ঝুঁকি 'কাভার' করে থাকে।

Trim

ঢালা পণ্য পরিবহণে কোনো হ্যাচের বাল্ক কার্গো লুজ থাকলে পণ্য একদিকে সরে গিয়ে জাহাজ ডুবে যেতে পারে বা কাত হয়ে যেতে পারে। এজন্য জাহাজকে Trim করা হয়। কার্গো বস্তাবন্দি করে প্রতিটি লুজ হ্যাচে পণ্য ভর্তি বস্তা হ্যাচের পাশ দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়। তা হলে লুজ গম সরে গিয়ে একদিকে চলে যেতে পারে না। নিরাপদ যাত্রার জন্য Triming আবশ্যক। Trim বস্তার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। বস্তা Disport এ Consignee সরবরাহ করে 2nd Port এ যাবার সময়। Time, Expenditure & Risk জাহাজের খাতে থাকে। Load Port এ জাহাজ/সরবরাহকারী Trim এর ব্যয় বহন করে থাকে।

Pre Shipment & Post Shipment Inspection

প্রি-শিপমেন্ট এবং পোস্ট-শিপমেন্ট ইনসপেকশন শর্ত দুইটি চুক্তিপত্রে রাখা বাঞ্ছনীয়, তা হলে ক্রেতা/প্রাপককে ঠকতে হয় না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, Quantity & Quality সার্ভের শর্ত প্রি-শিপমেন্ট ও পোস্ট-শিপমেন্ট ইনস্পেকশনে থাকলে, সরবরাহকারী চুক্তি বহির্ভূত পরিমাণ ও নিম্নমানের পণ্য দিতে পারে না।

এলসিতে পণ্যের ক্রয়মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা যাবে না। ৫০% জাহাজিকরণের পর এবং ৫০% ডিসচার্জ পোর্ট-এ ল্যান্ডিং-এর পর পরিশোধ করার শর্ত চুক্তিতে রাখা নিরাপদ।

PG বা BF: (Performance Gurantee ev Balance Freight) ৫০% রাখা নিরাপদ যদিও শিপার বা সাপ্লায়ার ১০%-এর বেশি PG/BF রাখতে রাজি হতে চায় না।

অধ্যায় ৮

৮.১ ঢালাগম বস্তাবন্দি করে খালাস করার কৌশল

ঢালাগম বস্তাবন্দি করে খালাসকালে কিছু টেকনিক্যাল কাজ অনুসরণ করতে হয়। জাহাজের হ্যাচে শ্রমিকগণ কর্তৃক ঢালাগম বালতি দিয়ে বস্তা ভর্তি করতে হয়। অপেক্ষাকৃত ভারী গম হ্যাচের মাঝখানে চলে যায় এবং হ্যাচের কিনারে থাকে অপেক্ষাকৃত হালকা দানাগুলো; এজন্য মাঝেমাঝেই হ্যাচের কিনারের গম ও মাঝের গম মিশিয়ে বস্তা ভর্তি করতে হয়। বস্তার সাইজ অনেক সময় একই সাইজে থাকে না। বিটুইল বস্তার সাইজ ২৬.৫X৪৪। অনেক সময় এ সাইজ পাওয়া যায় না। খালি বস্তার ওজন মোটামুটি ১ কেজি। কিন্তু ওজন অনেক সময় কম হয়। বিজেএমএ-এর বস্তার বেলায় এটা ঘটে থাকে।

বন্দরে কর্মরত এবং এলএসডি, সিএসডি, সাইলোতে কর্মরতদের এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমানে ৫০ কেজির বস্তা চালু হয়েছে।

৮.২ ড্রাম ও বস্তাবন্দি কার্গো খালাস

চট্টগ্রাম বন্দরে বস্তাবন্দি কার্গো ট্রাকসহ চুরি হতে পারে। ড্রাম কার্গো চুরি হতে পারে। তেলের ড্রাম খালাসকালে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। যাতে জাহাজি লোকেরা তেল ঢেলে নিয়ে ব্যারেলে/ড্রামে পানি না ঢুকাতে পারে। তা ছাড়া চোরেরা জাহাজে উঠে দড়ি দিয়ে সারি সারি তেলের ব্যারেল বেঁধে নদীতে ফেলে দেয় এবং ব্যারেলগুলো ভাসতে ভাসতে পতেঙ্গার দিকে চলে যায়। তখন এরা ভাটিতে অপেক্ষা করে। পতেঙ্গা গুপ্ত ব্যাঁক থেকে ব্যারেল তুলে নেয়। জাহাজিরা তেল চুরি করে ড্রামে পানি ভরে দেয়। ওজন করলে ধরা পরে। তেল ও পানির ঘনত্ব আলাদা ফলে ওজন আলাদা হয়। সাধারণত, যদি প্রতি ব্যারেলের ওজন ম্যানিফেস্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়। সেক্ষেত্রে পানি মিশিয়েছে বুঝা যায়। তারপর লাঠিতে ছোটো বোতল বেঁধে ড্রামের বিভিন্ন স্তর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে ধরা পড়ে। ব্যারেলের গায়ে 'গ্রোস, ওজন ও 'নেট, ওজন লেখা থাকে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সার্ভে ফার্ম, যেমন : জেম্‌স্ ফিনলে লয়েডস, এসজিএস ইত্যাদি ফার্ম পোস্ট ও প্রিশিপমেন্ট ইন্সপেকশন করে থাকে। 'কোয়ানটিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি' উভয় সার্ভে করা আবশ্যক। জাহাজ হতে নমুনা সংগ্রহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। নমুনা অবশ্যই সকল হ্যাচের সবস্তর হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কম্পোজিট প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করতে হবে, তা হলে বিশ্লেষণে ভালো ফল পাওয়া যাবে। নমুনা স্লিপে জাহাজের পরের প্রতিনিধি, সরবরাহকারীর এজেন্ট ও উভয় পক্ষের সার্ভেয়ারের স্বাক্ষর নিতে হবে। যারা স্বাক্ষর করবেন তাদের প্রত্যেককে একটি করে নমুনা দিতে হবে। চুক্তিপত্রে উদ্ধৃত গুণগতমানের চেয়ে নিম্নমান পাওয়া গেলে, সরবরাহকারী হতে এর মূল্য আদায় করা যাবে। চুক্তিপত্রে এটা উল্লেখ থাকতে হবে। নচেৎ আদায় করা যাবে না।

৮.৩ কনটেইনারাইজেশন

Container এ পরিবহণ আজকাল অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ ব্যবসা যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন ধনী দেশের জাহাজ কোম্পানি করছে, Container-দু ধরনের থাকে। যথাঃ

(ক) LCL (Less Container Loading) বা SCL (Short Container Loading) এর কনটেইনারে একাধিক ক্রেতার পণ্য থাকতে পারে; এবং

(খ) FCL-Full Container Loading এতে একজন ক্রেতার পণ্য থাকে।

LCL Container বন্দরে খুলে মাল খালাস করা হয়। FCL Container এর পণ্য ক্রেতা/প্রাপকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। শিপিং এজেন্টদের Container-এর বিভিন্ন চার্জ আছে। তা পরিশোধ করে উক্ত নিতে হয়। এজন্য নগদ টাকা বা PL Account হতে টাকা তোলার ক্ষমতা CMS-কে দিতে হবে। তা হলে দ্রুত B/E পাশ ও উক্ত পাওয়া যাবে। এতে দ্রুত পণ্য খালাস করা যায়। বন্দর, কাস্টমসসহ সকল শিপিং সংশ্লিষ্ট সংস্থার পেমেন্ট PL Account এ হওয়া উচিত। এজন্য পূর্বের ন্যায় CMS কে PL Account দিতে হবে। জাহাজ খালাসে কিছু Speed Money ও প্রয়োজন পড়ে। নগদ টাকা না থাকলে, এসব কাজ করা যায় না। CMS-এর কাজ সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক প্রকৃতির। এজন্য নগদ টাকা বা PL Account থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮.৪ বিভিন্ন ব্যয়

বন্দরে জাহাজ খালাসের সঙ্গে অনেক খরচ জড়িত থাকে। সাধারণত মূল্যের সঙ্গে ২৫% ITSH (Internal Transportation, Stroage & Handling Cost) যোগ হয়।

B/E: Bill of Entry Customs কর্তৃক বিভিন্ন চার্জ প্রদান করে পাশ করাতে হয়। উভয় বন্দরের পণ্য বরাদ্দনুযায়ী B/E Customs কর্তৃপক্ষের নিকট Submit করতে হয়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিপিং ডকুমেন্টসসহ কাস্টমস তার ফিস গ্রহণ করে B/E পাশ করে দেয়। CMS Office C&F এর কাজটি করে থাকে। এতে সরকারের কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হয়। সরকারি দুটি বিভাগের সিঅ্যান্ডএফ লাইসেন্স আছে। যথা : সেনাবাহিনী এবং খাদ্য বিভাগের সেনাবাহিনীর লাইসেন্স নং-১ এবং খাদ্য বিভাগের নং-২।

৮.৫ বন্দর ও কাস্টমস প্রদেয় চার্জ

(ক) বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় চার্জ : খাদ্য বিভাগ বন্দর কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন চার্জ দেয় বন্দর ব্যবহারকারী হিসাবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ সকল আমদানি করা পণ্যের বেইলি, হিসাবে কাজ করে। বন্দর শেডে/ইয়ার্ডে পণ্য রাখলে শেড চার্জ/ইয়ার্ড চার্জ দিতে হয়। জাহাজ ছেড়ে যাবার ৩ দিনের মধ্যে শেড/ইয়ার্ড থেকে খালাসকৃত পণ্য সরিয়ে নিলে, চার্জ দিতে হয় না। অর্থাৎ ৩ দিন ‘ফ্রি টাইম’। এরপর নির্ধারিত এসএফটি হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষকে River dues বা নদী কর, Landing Charge বা অবতরণ কর, Shore crane ব্যবহার করলে Crane Charge ওজন যন্ত্র ব্যবহার করলে Weighment Charge দিতে হয়। অত্যন্ত দামি পণ্য বন্দর ‘লকারে’ রাখা হয়, এজন্য ‘লকার চার্জ’ দিতে হয়। Shore Handling চার্জ বন্দর কর্তৃপক্ষকে Shore Handling ঠিকাদার Payment দিয়ে থাকে; ওভার সাইডিং হ্যান্ডলিং চার্জ ঠিকাদারকে পণ্যের প্রাপক পরিশোধ করে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে Credit Note এর মাধ্যমে চার্জ পরিশোধ করা হয়।

(খ) কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় ট্যাক্স : বিল অব এন্ট্রি পাশ করানোর সময় বিভিন্ন পণ্যের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন ভ্যাট, ট্যাক্স, ডিউটি পেমেন্ট দিতে হয়। C&F Agent হিসাবে VAT পরিশোধ করতে হয়। স্পেশাল নাইট চার্জ প্রদেয়। Credit Note এর মাধ্যমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সব চার্জ পরিশোধ করা হয়।

(গ) শিপিং কোম্পানি বা স্টিমার এজেন্টকে প্রদেয় চার্জ : কনটেইনারে কোনো পণ্য আমদানি হলে ক্রেতা বা প্রাপক কর্তৃক শিপিং এজেন্টকে নগদ পরিশোধ করে ‘ডিও’ বা ডেলিভারি আদেশ সংগ্রহ করতে হয়। তারা ক্রেডিট নোট-এ পেমেন্ট দিতে চায় না। ফলে বিল অব অ্যাকাউন্ট অফিস হতে পাশ করে চার্জ পরিশোধ করে ‘ডিও’ সংগ্রহ করতে দেরি হয়। এতে ডেমারেজের আশঙ্কা থাকে।

(ঘ) টার্মিনাল হ্যান্ডলিং চার্জ : এ চার্জ বিল আকারে এজেন্ট সিএমএস অফিসে দাখিল করে। বিল পাশ করে জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা দ্বারা পাশ করিয়ে ‘পার্টিকে এনডোর্স, করা হয়। এতে সময় ক্ষেপণ হয়। PL Account থাকলে বা Credit Cheque এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হলে সময় বাঁচবে। কনটেইনার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস বা Unstuffing করতে না পারলে, নির্ধারিত হারে Demurrage পরিশোধ করতে হয়। এতে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ঙ) ড্রাফ্‌ট সার্ভে ও সার্ভেয়ার : ব্যাগড কার্গো বা ড্রাম কার্গো খালাসকালে ড্রাফ্‌ট সার্ভে করা হয় না। বাল্ক কার্গো/তরল কার্গোর বেলায় ড্রাফ্‌ট সার্ভে করা হয়। সাইলোতে ঢালাগম খালাসকালে ড্রাফ্‌ট সার্ভের প্রয়োজন নেই। যদিও চুক্তি অনুযায়ী করা হয়। সাইলো কম্পিউটারাইজড হোপার স্কেলে ওজন করে খালাস করাই শ্রেয়। শুধু খেয়াল রাখতে হবে যেন মেমোরি চুরি/ফাঁকি দেবার ঘটনা না ঘটে। সেজন্য সাইলো সুপার কর্তৃক এখানে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিবিড় তদারকি করবেন আখানি এবং পরিচালক (চসসা)। এ ছাড়াও মাঝে মধ্যেই সাইলো বিনসমূহ সিল করে বাস্তব প্রতিপাদন করতে হবে। বিনওয়ারি হিসাব-নিকাশ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, তা হলে ঝুঁকি এড়ানো যাবে।

৮.৬ বিভিন্ন সনদ

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, জাহাজ আনীত খাদ্যশস্য বিভিন্নভাবে বা কারণে পানিতে ভিজে যায়। বিনষ্ট হয়ে যায়; ভালো পণ্য ও বিনষ্ট পণ্য একসঙ্গে থাকে। ভালো পণ্য বিনষ্ট পণ্য হতে বাছাই করে খালাস করা আর্থিকভাবে লাভজনক হয় না। তাই সার্ভে করানো হয় এবং আংশিক বিনষ্ট ও বিনষ্ট পণ্য ধ্বংসের জন্য আলাদা করা হয়। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের

অনুমতি/ পরামর্শমতো বন্দরের ডাক্তার, জাহাজ/সাপ্লায়ার, কাস্টমস ও প্রাপক মিলে গভীর সাগরে ঐ খারাপ মালামাল ‘শোরে’ নিক্ষেপ করে বা মাটিতে পুঁতে নিষ্পত্তি করা হয়। বিনষ্ট কার্গো নিষ্পত্তি সার্টিফিকেট অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কমিটির সদস্যগণ সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করে। পোর্ট হেলথ অফিসার সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে। এ বিনষ্ট মালের মূল্য জাহাজ/সরবরাহকারী পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু Ship Shortage আদায় করা কঠিন হয়।

অধ্যায় ৯

৯.১ লাইটারেজ

খাদ্য বিভাগের খাতে আগত চার্টারড ভেসেলে লাইটারেজ প্রয়োজন পড়লে বিএসসি (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন)-এর সঙ্গে লাইটারেজ চুক্তি অনুযায়ী গমবাহী জাহাজ লাইটারেজ করে ‘মাদার ভেসেল’-কে বন্দরে প্রবেশের জন্য ‘পারমিজিবল ড্রাফ্‌ট’ করে দেয়। চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙর ও কুতুবদিয়া নোঙর ‘লাইটারেজ পয়েন্ট’ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মোংলা বন্দরে ‘ফেয়ার ওয়ে বয়া’ বা হিরণ পয়েন্টে কোনো লাইটারেজ হয় না। ঢেউয়ের গতি প্রকৃতি লাইটারেজ কাজকে অনুমতি দেয় না। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে একবার চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু মাদার ও লাইটার ভেসেল সংঘর্ষ হয়। ফলে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। লাইটারেজ কাজের জন্য ১৫ US প্রতি টনে চার্জ দিতে হয়। লাইটারেজ হার ৩০০০ মে. টন/এডউ/ড্রাফ্‌ট সার্ভেতে বাল্ক গম বুঝে দেওয়ার শর্ত চুক্তিতে রয়েছে (বিএসসি-এর ক্ষেত্রে)। এ চুক্তি সংশোধন করে ড্রাফ্‌ট সার্ভের পরিবর্তে এফডিআর এ বুঝে দেবার শর্ত সংযোজন করা আবশ্যক। বিদেশ হতে আমদানিকৃত গম সরবরাহকারী কর্তৃক এফডিআর এর শর্তে সাইলো/বন্দর জেটিতে বুঝে দেওয়ার শর্ত রয়েছে।

লাইটারেজ কাজ বেসরকারি খাতে ও কয়েকটি সংস্থা করে থাকে। বিএসসি, LAMS, বেঙ্গল শিপিং প্রভৃতি সংস্থার নিজস্ব acs আছে। Vac-u-Vetor সাধারণত জার্মানি, বেলজিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করে থাকে। অন্যান্য সংস্থা বিএসসি-এর কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে লাইটারেজ করে থাকে। ঘন্টায় ১০-১৫ মে. টন পর্যন্ত বাল্ক গম লাইটারেজ/খালাস করতে পারে। ক্রেন দিয়েও লাইটারেজ করা যেতে পারে। এতে শুটার লাগে, তা হলে গম ছিটিয়ে পড়ে না।

Vac-u-Vetor খুব সাবধানে চালাতে হয়। বেশি স্পিডে চালালে ডিসচার্জ রেট বাড়ে সত্য, কিন্তু বেশি পরিমাণ গম গুঁড়া হয়ে যায়। এজন্য সহনীয় স্পিডে এটা চালাতে হয়। এখানে ড্রাফ্‌ট ভিত্তিতে ডিসচার্জ রিপোর্ট তৈরি করে স্টিভেডর। মাদার জাহাজ মেনিফেস্ট পরিমাণ ডিসচার্জ দেখায়, কিন্তু লাইটার জাহাজগুলোর প্রাপ্তি হিসাবের সঙ্গে মাদার জাহাজের ডিসচার্জ হিসাবে গরমিল হয়। ‘লাইট ড্রাফ্‌ট সার্ভে’-এর সঙ্গে গরমিল হয়ে থাকে।

ডক শ্রমিকগণকে আলাদা জাহাজে বহন করা হয়। লাইটারেজ কাজে যে কয় দিন লাগবে, সে কয় দিনের রেশন/প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যায়। কাজ শেষে সাধারণত স্টিভেডর শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনে। লাইটারেজ সময় তাদের সাগরেই থাকতে হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙরকে পানির গভীরতা অনুযায়ী অ, ই ও ঈ জোনে ভাগ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য পারমিজিবল ড্রাফ্‌ট ২৮ ফুট এবং মোংলা Midstream বা বয়ার জন্য ২১ ফুট এবং জেটির জন্য ১৭ ফুট।

বন্দরের হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ জোয়ার-ভাটা, অমাবশ্যা-পূর্ণিমা ইত্যাদি বিবেচনা করে ষাণ্মাষিক ড্রাফ্‌ট চার্ট উভয় বন্দরের জন্য তৈরি করে। ড্রাফ্‌ট চার্ট CMS কে সবসময় হাতের কাছে রাখতে হয় লাইটারেজ প্লান করার জন্য ড্রাফ্‌ট চার্ট-এর প্রয়োজন রয়েছে।

৯.২ লাইটারেজ পরিমাণ নির্ধারণ

লাইটারেজ প্লান করার জন্য অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও মেধার প্রয়োজন। কারণ এর সঙ্গে ডলার জড়িত। অর্থাৎ লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন জড়িত। ১ মে. টন যদি কম লাইটারেজ করা লাগে, তা হলে ১৫ ডলার বেঁচে যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি লাইটারেজ প্লান করার জন্য নিম্নে একটি জাহাজের ‘পারটিকুলারস’ দেওয়া হলো।

এম.ভি. পার্ল জাহাজটি ৩৫ হাজার মে. টন বাল্ক গম নিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙ্গরের ১৪০০ ঘন্টায় পৌঁছাবে। জাহাজটির দৈর্ঘ্য ৬১০ ফুট, ড্রাফ্‌ট ৩৫ ফুট চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে ড্রাফ্‌ট ২৮ ফুট, এ জাহাজটির লাইটারেজ প্লান করুন।

জাহাজটির দৈর্ঘ্য ৬১০ ফুট অর্থাৎ জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে প্রবেশ করতে পারে। চট্টগ্রাম বন্দরের ড্রাফ্‌ট ঐ সময় থাকবে ২৮ ফুট। মাদার জাহাজটি ৩৫ ফুট ড্রাফ্‌ট নিয়ে আসছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ‘পারমিজিবল ড্রাফ্‌ট, ২৮ ফুট।

৩৫-২৮=৭ অর্থাৎ ৭ ফুট লাইটার করতে হবে। জাহাজটির TPI ৫০ MT অর্থাৎ ৭X১২X৫০ মে. টন=৮৪X৫০ মে. টন=৪২০০ মে. টন লাইটারেজ করলে এম, ভি পার্ল চট্টগ্রাম বন্দরে ঐ সময় প্রবেশ করতে পারবে। কেউ যদি ভুলে বেশি লাইটারেজ করে ফেলে, তা হলে খরচ বেড়ে যাবে, আবার কম করলে জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করবে না। লাইটারেজ ডিসচার্জ রেটও হিসাবে আনতে হবে।

মোংলা বন্দরের জন্য লাইটারেজ করতে হবে (যদি বহিঃনোঙ্গর হতে পাঠানো হয়) তা হলে ৩৫-২১=১৪X১২X৫০ মে. টন= ১৬৮X৫০ মে. টন=৮৪০০ মে. টন। এ ক্ষেত্রে লাইটারেজ জাহাজটিকে মোংলা বন্দরে পাঠালে এবং মাদার জাহাজটিকে চট্টগ্রাম বন্দরে সম্পূর্ণ খালাস করলে লাভবান হওয়া যাবে। 2nd Port Discharge চার্টার পার্টিতে উল্লেখ থাকলে 2nd Port এ ক্যারিং-এ মোট পরিবাহিত পণ্যের উপর ১ ডলার/মে. টন অতিরিক্ত খরচ প্রদান করতে হয়।

জাহাজটি যেহেতু ১৪০০ ঘন্টায় A/O পৌঁছাবে, সেহেতু সন্ধ্যার গ্যাং বুকিং দিতে হবে, যাতে রাতের শিফ্‌টে লাইটারেজ' কাজ শুরু করা যায়। অন্যথায় মাদার জাহাজটি Idle বসে থাকবে। এতে বিলম্ব শুল্ক হবার সম্ভাবনা থাকবে অথবা ডেসপ্যাচ মানি আর্নিং ব্যাহত হবে। শিপিং এজেন্ট, লাইটারেজ এজেন্ট, স্টিভেডর, বন্দর, সবার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।

Flow Chart of Mother Vessel Lightening at outer Anchorage and Kutubdia Anchorage at Chattagram Port

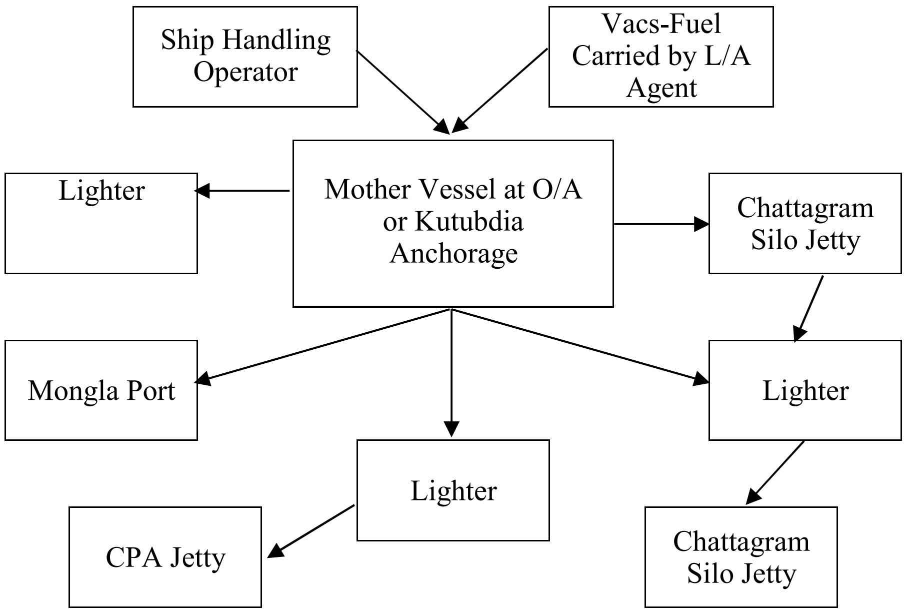

অধ্যায় ১০

১০.১ আমদানিকৃত খাদ্যশস্য খালাসের লক্ষ্যে জাহাজি দলিলাদি

চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক চট্টগ্রাম ও খুলনা আমদানি করা খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রীর প্রাপক (কনসাইনি) এবং সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট হিসাবে খাদ্য অধিদপ্তর ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কাজ করে। তাই সকল জাহাজি দলিলাদি তার নিকট প্রেরণ করতে হয়। পরিচালক চসসা ও পরিচালক সংগ্রহ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় এ সব দলিলাদি পাঠিয়ে থাকে। হিসাব ও অর্থ বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী চসনিদ্বয়ের নিকট ফান্ড প্রেরণ করে থাকেন।

১০.১.১ পরিচালক চসসা কার্যাবলি

১. বার্ষিক বা মাসিক চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২. চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক ও খুলনাকে জাহাজ আগমনের সম্ভাব্য তারিখ অবহিতকরণ।

৩. বন্দরওয়ারি জাহাজওয়ারি বরাদ্দপত্র প্রদান।

৪. জাহাজে পরিবাহিত খাদ্যশস্য চলাচল নীতিমালা অনুসারে ৬০:৪০ অনুপাতে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে খালাসের লক্ষ্যে বন্দরওয়ারি চলাচলসূচি জারির জন্য খাদ্য ডিপোওয়ারি বরাদ্দ প্রদান করবেন। পায়রা বন্দর হওয়ার কারণে বর্তমানে অনুপাত পরিবর্তন হয়েছে। চট্টগ্রাম : মোংলা : পায়রা বন্দরের অনুপাত ৬০:২০:২০।

৫. পরিবহণ ঠিকাদারের/বৈধ প্রতিনিধিদের অথরিটি প্রত্যয়নকরণ।

৬. খাদ্যশস্য চলাচল নীতিমালা, ২০০৮ এবং চলাচল সফটওয়্যার অনুসরণে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ করে এলএসডি/সিএসডি/ সাইলোওয়ারি চলাচলসূচি প্রণয়ন ও জারি করবেন এবং 'রিকনসাইল' করবেন।

৭. জারীকৃত প্রতিটি চলাচলসূচির অনুকূলে প্রেরণ ও প্রাপ্তি তথ্যাদি প্রতিদিন সংগ্রহ, পরিপালন ও সংরক্ষণ করবেন।

১০.১.২ পরিচালক সংগ্রহের কার্যাবলি

সিএমএস চট্টগ্রাম ও খুলনা-এর নিকট নিম্নরূপ ডকুমেন্টস প্রেরণ করবেন :

১. এমওইউ, জি টু জি চুক্তিনামা;

২. ক্রয়চুক্তি;

৩. বি/এল;

৪. বিক্রেতা/প্রতিনিধির নমুনা স্বাক্ষর;

৫. ইনভয়েস;

৬. প্রি-শিপমেন্ট ইনস্পেকশন রিপোর্ট;

৭. চার্টার পার্টি (চাটার্ড ভেসেলের ক্ষেত্রে);

৮. ফাইটোস্যানিটরি সার্টিফিকেট;

৯. এল/সি;

১০. রেডিয়েশন সার্টিফিকেট; এবং

১১. ক্রপ ইয়ার।

১০.১.৩ শিপিং এজেন্টের কার্যাবলি

সিএমএস চট্টগ্রাম ও খুলনা-এর নিকট নিম্নরূপ ডকুমেন্ট দাখিল করবেন :

১. এনওআর; ২. স্টোয়েজ প্লান; এবং ৩. আইজিএম/ইজিএম।

১০.১.৪ লাইটানিং এজেন্ট

বহিঃনোঙর/কুতুবদিয়া নোঙরে লাইটানিং করে বন্দরে প্রবেশ উপযোগী ড্রাফ্ট করে দিবেন।

১০.১.৫ সাহায্য/অনুদানে আগত কার্গোর ক্ষেত্রে

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউ এফ পি), (পিএল-৪৮০ টাইটেল ১ ও ২), কে আর এবং এনজিও কার্গোবাহী জাহাজগুলো সাধারণত ফ্রি আউট টার্মে আসে। এক্ষেত্রে চসনিদ্বয়/পরিচালক চচসা প্রয়োজনীয় জাহাজি দলিলাদি সরাসরি তাদের নিকট হতে সংগ্রহ করবেন অথবা চসনি, পরিচালক চসসা, পরিচালক সংগ্রহ ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহ করবেন।

অধ্যায় ১১

১১.১ বার্থিং কমিটি, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর

বার্থিং কমিটি পোর্ট হলিডে বাদে প্রতিদিন বন্দরে বৈঠকে বসে। শিপিং এজেন্ট কমিটির সভাতে আগত জাহান ঘোষণা (ডিক্লেয়ার) করে। জাহাজের নাম, বোঝাই বন্দর, পণ্য ও পরিমাণ, ড্রাফ্ট, ইটিএ/ইটিডি, এনওয়ার ইত্যাদি ঘোষণাতে উল্লেখ থাকে।

বার্থিং কমিটির সদস্য নিম্নরূপ :

১. বন্দর ব্যবহারকারী সকল প্রতিষ্ঠান;
২. শিপিং এজেন্ট;
৩. বার্থ হ্যান্ডলিং অপারেটর;
৪. স্টিভেডর;
৫. ওভারসাইড হ্যান্ডলিং ঠিকাদার;
৬. সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট;
৭. লাইটারেজ এজেন্ট; এবং
৮. কাস্টমস ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

বার্থিং কমিটি বার্থিং শিট তৈরি করে এবং সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। সহকারী নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ/প্রতিনিধি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকেন, বার্থিং শিট পাওয়ার পর 'সি এম এস' জাহাজ খালাসের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

১১.২ আইজিএম এবং এনওআর

শিপিং এজেন্ট আইজিএম এবং এনওআর চসনির নিকট দাখিল করে। ফ্রি আউট টার্মে আগত জাহাজসমূহের এনওআর গৃহীত হবার সময়কাল হতে লে-টাইম গণনা শুরু হয়। অতএব, সিএমএসকে এ ক্ষেত্রে খুব সতর্কতার সঙ্গে জাহাজি দলিলাদি পরীক্ষা করে এনওআর গ্রহণ করতে হবে। যেমন: সময়, ছুটির দিন, তারিখ, জাহাজের অবস্থান, বার্থিং টার্মস অ্যান্ড কনডিশন্স, জাহাজি দলিলাদি, যেমন, এমওইউ, বি/এল, চুক্তিনামা, চার্টার পার্টি ইত্যাদি।

অধ্যায় ১২

১২.১ চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ, চট্টগ্রাম এর কার্যাবলি (Functions)

১. সি অ্যান্ড এফ এজেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন;
২. বিল অব এন্ট্রি পাশকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. বন্দর শুল্ক ও চার্জসমূহ, যেমন : নদী কর, অবতরণ কর, ওয়েব্রিজ চার্জ ইত্যাদি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. কাস্টমস শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি পরিশোধসহ কোয়ারেন্টাইন চার্জ ও রেডিয়েশন পরীক্ষা চার্জ পরিশোধকরণ;
৫. প্রয়োজনীয় চটের বস্তা ঢালা গমবাহী জাহাজে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
৬. পরিচালক চসসা কর্তৃক জারিকৃত চলাচলসূচির অনুকূলে উপ-সূচি জারিকরণ;
৭. বন্দরে জাহাজ খালাস তদারকিকরণ;
৮. বাংলাদেশ রেলওয়ে, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসসি, কাস্টমস, বিআরটিসি, বাংলাদেশ নেভি, প্রশাসনিক বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, স্টিভেডর/বার্থ অপারেটর, শিপিং এজেন্টস, সিআরটিসি, ডিআরটিসি চট্টগ্রাম, আইআরটিসি পার্বত্য জেলাসমূহের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাকরণ; এবং
৯. চসনি লে-টাইম স্টেটমেন্ট তৈরি করবেন। চট্টগ্রামের চসনি উভয় বন্দরের খালাস পরিমাণ সমন্বয় করে জাহাজওয়ারি চূড়ান্ত খালাস বিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং পরিচালক চসসা-এর নিকট প্রেরণ করবেন।

১২.২ সহকারী নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ, চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যাবলি (Functions)

১. বার্থিং কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবেন;
২. জাহাজ খালাসে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োজিত করবেন;
৩. বন্দরে আগত জাহাজ হতে সূচি/উপ-সূচি অনুযায়ী খাদ্যশস্য খালাস নিশ্চিত করবেন;
৪. প্রয়োজনীয় চটের বস্তা ঢালা গমবাহী জাহাজে সরবরাহ নিশ্চিত করবেন;
৫. চলাচল উপ-সূচি অনুযায়ী ট্রাক, রেল ওয়াগন এবং নৌযান স্থাপন ও বোঝাই তদারকি করবেন;
৬. স্টিভেডর/বার্থ অপারেটর, শিপিং এজেন্টস, সিআরটিসি, ডিআরটিসি চট্টগ্রাম, আইআরটিসি পার্বত্য জেলাসমূহের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

৭. বাংলাদেশ রেলওয়ে, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসসি, কাস্টমস, বিআরটিসি, বাংলাদেশ নেভি, প্রশাসনিক বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, স্টিভেডর/বার্থ অপারেটর, শিপিং এজেন্টস, সিআরটিসি, ডিআরটিসি চট্টগ্রাম, আইআরটিসি পার্বত্য জেলাসমূহের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

৮. ভি-ইনভয়েস ইস্যু ও সংশ্লিষ্টদেরকে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন; এবং

৯. জাহাজওয়ারি এফসিআর তৈরি করবেন এবং চসসা বিভাগে প্রেরণ করবেন।

অধ্যায় ১৩

১৩.১ জাহাজ খালাস পদ্ধতি ধাপসমূহ

১৩.১.১ ব/ই তৈরি ও পাশ করানো

১. শিপিং এজেন্ট অথবা তাদের বৈধ প্রতিনিধি আইজিএম/ইজিএম (রপ্তানির ক্ষেত্রে) চসনির নিকট দাখিল করবেন;

২. চসনি জাহাজ শাখাকে আইজিএম/ইজিএম-এর ভিত্তিতে বি/ই প্রস্তুতের নির্দেশ দিবেন; এবং

৩. জাহাজ শাখা সকল প্রয়োজনীয় জাহাজি দলিলাদি দ্বারা বি/ই প্রস্তুত করবে। সঙ্গে বন্দরওয়ারি বরাদ্দ থাকবে। জাহাজ বার্থিং নেবার পূর্বেই যথেষ্ট সময় হাতে রেখে বি/ই প্রস্তুতপূর্বক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করতে হবে।

১৩.১.২ বি/ই তৈরি করার জন্য জাহাজি দলিলাদি

১. সাধারণ কার্গোর ক্ষেত্রে

আইজিএম/ইজিএম (রপ্তানির ক্ষেত্রে), বি/এল, ইনভয়েস, স্টোয়েজ প্লান, ফাইটোসেনিটারি সার্টিফিকেট, রেডিয়েশন সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট অব অরিজিন, ক্রপ ইয়ার, মানুষের খাওয়ার যোগ্য সার্টিফিকেট, ফিউমিগেশন সার্টিফিকেট, বাণিজ্যিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় চুক্তি, এল/সি, (এল/সি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়িত) এবং বন্দরওয়ারি বরাদ্দপত্র পরিচালক, চসসা কর্তৃক জারীকৃত।

২. সাহায্য/অনুদান পণ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দলিলাদি

বি/ই প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দলিলাদি যেমন সিডিএসটি এক্সেমটেড সার্টিফিকেট, যা সরকারি পণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কমপক্ষে উপসচিব এবং এনজিও পণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব কর্তৃক জারীকৃত হতে হবে।

৩. তৈল পণ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দলিলাদি

তৈল জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দলিলাদি, যেমন, প্রস্তুতকাল এবং ব্যবহারের মেয়াদকাল উল্লেখপূর্বক সার্টিফিকেট বি/ই এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

৪. বি/ই পাশ করার লক্ষ্যে পরিশোধকৃত চার্জসমূহ

কর আরোপযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ডিউটি/ট্যাক্স/ভ্যাট নিরূপণ করবে। বর্তমানে আমদানি করা গম কর মুক্ত পণ্য। চসনি বি/এল প্রতি টাকা ৫০/= অটোমেশনজনিত আউটসোর্সিং চার্জ এবং টাকা ৩০/= বি/এল প্রতি কম্পিউটার চার্জ পরিশোধ করতে হবে। যদি অন্যান্য চার্জ থাকে, তাও পরিশোধ করবে। ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে এ চার্জ পরিশোধ করার পর। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বি/ই পাশ করবেন এবং অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ এবং রিলিজড অর্ডার জারি করবেন। সরাসরি ডেলিভারি পণ্যের ক্ষেত্রে কাস্টমস বি/ই এর উপরে 'সরাসরি ডেলিভারি' লিখে দিবেন।

'অনলাইন পাসওয়ার্ড ও ইউজার নেম'-এর জন্য ফি দিতে হবে।

৫. ডিও (ডেলিভারি অর্ডার) সংগ্রহ

মূল বি/এল সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্টের নিকট সমর্পণ করে চসনি দপ্তরের জাহাজ শাখা ডিও সংগ্রহ করবে। মূল বি/এল অপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে 'ইনডেমনিটি বন্ড' শিপিং এজেন্টের নিকট দাখিল করে ডিও সংগ্রহ করতে হবে।

৬. ডেলিভারি অর্ডার সংগ্রহ

শিপিং শাখার ইনচার্জ ডিও, পাশকৃত বি/ই, নোটিশ অব অ্যাসেসমেন্ট এবং রিলিজড অর্ডার ডিটিএম অফিসে দাখিল করবেন। এর ভিত্তিতে বন্দর শুল্ক বা পোর্ট ডিউজ যথা : ল্যান্ডিং চার্জ, রিভার ডিউজ, ওয়েইং ব্রিজ চার্জ, ক্রেনচার্জ ইত্যাদি,

সিএমএস ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে পরিশোধ করার পর ডেলিভারি অর্ডার/লেটার, ডিটিএম হতে সংগ্রহ করবে এবং সংশ্লিষ্ট শেডে কার্গো ডেলিভারি নেওয়ার জন্য শিপিং শাখার ইনচার্জ ডকুমেন্টস জমা দিবে এবং কার্গো ডেলিভারি নেওয়া শুরু হবে।

৭. কনটেইনার কার্গো/পণ্য খালাস

চসনির জাহাজ শাখার ইনচার্জ বন্দরের (সিপিএ) ওয়ান স্টপ সার্ভিস অফিসে ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) পরিশোধ করবে। এর পর ডিও (ডেলিভারি আদেশ), পাশকৃত বি/ই, অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ, কাস্টমস রিলিজড অর্ডার এবং আবেদনপত্র ডেলিভারি নেবার পূর্বে জমা দিবেন, একদিন পর বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে রিলিজ অর্ডার সংগ্রহ করবেন ও পণ্য ডেলিভারি নিবেন।

সাধারণত দুই ধরনের কনটেইনার আছে, যথা, এফসিএল এবং এলসিএল। পরিমাপ অনুযায়ী তিন ধরনের কনটেইনার যথা ২০ ফুট, ৪০ ফুট এবং ৪০ এইচকিউ। গ্যান্ট্রি ক্রেন, হোয়েস্টার, ফর্কলিফ্‌ট, শোর ক্রেন ইত্যাদি যন্ত্রাদি জাহাজ হতে কনটেইনার খালাস বোঝাইয়ে ব্যবহৃত হয়। ট্রাক ট্রলি, ট্রেইলার/লং ভেহিকেল এবং রেল ট্রলি এফসিএল কন্টেইনার গন্তব্যে পরিবহণ করে।

১৩.২ কন্টেইনার হতে পণ্য খালাসের পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ

১৩.২.১ কন্টেইনার হতে ডেলিভারি নেওয়ার পূর্ব দিনের কাজসমূহ

১. জেটি খাদ্য অফিসের জেটি সরকার কর্তৃক চসনি দপ্তর হতে কাস্টমস আউট পাশ গ্রহণ।

২. কাস্টমস আউট পাশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট অফিস হতে পণ্য ডেলিভারি নেওয়ার উক্ত (Delivery Order) গ্রহণ করবেন।

৩. কাস্টমস আউট পাশ এবং উক্ত নিয়ে জেটি খাদ্য অফিসে গিয়ে সিপিএ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ফর্মস পূরণ করবেন। ফর্মস হলো জেটি চালান, সেড ডেলিভারি অর্ডার, ইনডেন্ট ফর্ম ইত্যাদি।

৪. ৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত বিভিন্ন ফর্ম পূরণ করে জেটি সরকার বন্দরের ৪ ও ৫ নং গেটের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কন্টেইনার ওয়ান স্টপ সার্ভিসে গমন করবেন।

৫. ওয়ান স্টপ সার্ভিসে প্রথম কাজ কন্টেইনার সার্টিফাই করা। জাহাজ হতে কন্টেইনার নামার পর বন্দরের কোনো ইয়ার্ডে যথা-এনসিটি, সিসিটি ্ ১, ২, ৩ বিবিধ ইয়ার্ডের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। এরপর কন্টেইনারসমূহ ভেরিফাই করা, বিল করা, কম্পিউটার প্রিন্টিং এ ধার্যকৃত বিলের টাকা ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে সরকারি ব্যাংকে (জনতা ব্যাংক) জমা দেওয়া। জমাকৃত টাকার রিলিজ অর্ডারে বন্দর টি.আই. (পরিবহণ পরিদর্শক) কর্তৃক এনডোর্স করা। এর পর জেটি চালান এবং শিপিং এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিলের কপি বন্দরে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট জমা দেওয়া, সর্বশেষ পরবর্তী দিন তথা ডেলিভারি দিনের জন্য প্রয়োজনমতো কন্টেইনার নির্ধারিত ফরমে ইনডেন্ট দিয়ে ঐ দিনের কাজের সমাপ্তি টানা।

১৩.২.২ কন্টেইনার হতে ডেলিভারি নেওয়ার দিনের কাজসমূহ

১. ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট বন্দরের কাস্টমস অফিসে আনস্টাফিং করা। অর্থাৎ কন্টেইনার খুলে কন্টেইনার সিল এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসারকে দেখানো এবং কাস্টমস অফিসের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে কাস্টমস হতে পাশকৃত পেপারে সিল স্বাক্ষর নেয়া।

২. বন্দরের কাস্টমস অফিসে গেট যাচাই করা। (কাস্টমস অফিসে রেজিস্টারে যাবতীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে একটি ক্রমিক নং নেওয়া)।

৩. বন্দরের ডেলিভারি পয়েন্টে গিয়ে (যথা-NCT ও CCT-১, ২, ৩ এবং ১, ২, ৩, ৪, ৫ যথাক্রমে নং ইয়ার্ড) টি, আই, কর্তৃক পেপারে সিল স্বাক্ষর নিয়ে কন্টেইনার খোলার জন্য বন্দরের নিরাপত্তা বিভাগের এ.এস.আই. হতে নির্ধারিত ফরমে অনুমতি নেওয়া।

৪. সংশ্লিষ্ট বার্থ অপারেটরের নিকট পণ্য ডেলিভারি নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক সরবরাহের জন্য চাহিদাপত্র দেওয়া।

৫. কন্টেইনার হতে পণ্যের নমুনা (Sample) খাদ্য অধিদপ্তরের আইডিটিএস বিভাগের প্রতিনিধি এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অফিসারের উপস্থিতিতে নমুনা নেওয়ার পর উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ সনদ (কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট) সংগ্রহ করা।

৬. কন্টেইনার হতে ট্রাকে পণ্য বোঝাই শেষে জেটি সরকার কর্তৃক Cart Tiket (কার্ট টিকিট) তৈরি করা। কার্ট টিকেটে খাদ্য বিভাগের পক্ষে নিয়োজিত জেটি সরকার স্বাক্ষর করবেন এবং বন্দরের পরিবহণ বিভাগের পক্ষে হেড ডেলিভারি ম্যান, চেকার এবং নিরাপত্তা বিভাগের পক্ষে এ.এস.আই ও সর্বশেষ গেট সার্জেন্ট স্বাক্ষর করবেন।

৭. ট্রাক বোঝাই শেষে জেটি সরকার প্রতিটি ট্রাকের জন্য ১টি কার্ট টিকিট ইস্যু করবেন। বন্দরের যে গেট দিয়ে ট্রাক আউট হবে, সেই গেটে পেপার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে গেট সার্জেন্ট-এর কাছে জমা দিবেন এবং ঐ দিনের বোঝাইকৃত সকল ট্রাক বের হবার পর যদি পরবর্তী দিন ডেলিভারি থাকে, তবে পেপারটি তুলে নিয়ে জেটি খাদ্য অফিসে রেখে দিবে। বি.দ্র. চট্টগ্রাম বন্দরে CCT (Chattagram Container Terminal) এবং NCT (Newmouring Container Terminal) পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বিশাল কন্টেইনার ইয়ার্ড। এখানে ১, ২, ৩ হতে ৩ টি জাহাজ একই সঙ্গে বার্থিং এবং CCT ১ হতে ৫ টি জাহাজ একই সঙ্গে বার্থিং নিতে পারে।

৮. **চলাচলসূচি জারি :** চসনি অফিসের প্রোগ্রাম শাখা খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত চলাচলসূচি অনুযায়ী জাহাজ হতে খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য পরিবহণ ঠিকাদারদের মধ্যে উপ-সূচি জারি করবেন। স্বল্পব্যয় পথ অনুসরণ করে সড়ক ও রেলপথে প্রোগ্রাম দিবেন। পার্বত্য জেলাসমূহের আইআরটিসি সরাসরি চসনির উপ-সূচির মাধ্যমে ৫০% কার্গো চট্টগ্রামের সিএসডি, বন্দরস্থ জাহাজ ও সাইলো হতে গ্রহণ ও পরিবহণ করতে পারবে।

৯. **বন্দর কর্তৃপক্ষ (জিম্মাদার Bailee) কর্তৃক প্রাপকের সিঅ্যান্ড এফ এজেন্টের নিকট পণ্যাদি হস্তান্তর :** বন্দর কর্তৃপক্ষ সমস্ত আমদানিকৃত পণ্যের জিম্মাদার। বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি খালাসকৃত, পণ্যাদি জেটি সরকারকে (সিঅ্যান্ড এফ প্রতিনিধি) কার্ট টিকিটের মাধ্যমে হস্তান্তর করে। লাইসেন্সধারী সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক চসনির জেটি সরকারের দায়িত্ব পালন করে থাকে। জেটি সরকার পরিবহণ ঠিকাদারকে/বৈধ প্রতিনিধিকে ভি-ইনভয়েসের মাধ্যমে চলাচলসূচি অনুযায়ী গৃহীত পণ্যাদি গন্তব্যে পরিবহণ ও নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য হস্তান্তর করেন। ইনভয়েস ও পিএলইউ-তে, তারিখসহ ঠিকাদার স্বাক্ষর করে ভি-ইনভয়েস-এর ৩ কপি গ্রহণ করবেন এবং পরিবাহিত পণ্য প্রাপককে বুঝিয়ে দিবেন।

১০. **ডিসচার্জ রিপোর্ট বা খালাস বিবরণী প্রস্তুতকরণ :** জাহাজের ডেইলি ডিসচার্জ রিপোর্ট (ডিডিআর) অনুযায়ী এফডিআর প্রস্তুত করা হয় এবং ২৪ ঘণ্টার খালাস পরিমাণ সমন্বয় করা হয়। বার্থ অপারেটর/স্টিভেডর এ দায়িত্ব পালন করেন। খালাসকৃত পণ্য কমপিউটারাইজড ওজন যন্ত্রে ওজন করা হয়। প্রাপকের প্রতিনিধি/এজেন্টের প্রতিনিধি, সার্ভেয়ার, স্টিভেডর/বার্থ অপারেটর, পরিবহণ ঠিকাদার/প্রতিনিধি, সরবরাহকারী বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ওজন লিপিবদ্ধ করেন ও টালি করেন অথবা ট্রাক ওজন যন্ত্র হতে ওজনের প্রিন্ট দেখে ওজন লিপিবদ্ধ ও টালি করেন।

১১. **এফসিআর প্রস্তুতকরণ :** একটি জাহাজ হতে যতসংখ্যক ভি-ইনভয়েস-এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্য প্রেরণ করা হয়, ততসংখ্যক ভি-ইনভয়েস-এর প্রেরিত পণ্যের যোগফল এফসিআরে প্রদর্শিত হয়। জাহাজ খালাস বিবরণীতে জাহাজওয়ারি খালাস ও প্রেরণ পরিমাণ উল্লেখ থাকে। সহকারী নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ, চট্টগ্রাম বন্দর এবং মোংলা বন্দর জাহাজ খালাস ও চলাচলসূচি বাস্তবায়নের মূল মাঠ কর্মকর্তা। আমদানি করা খাদ্যশস্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত। তারা স্ব স্ব বন্দরের জাহাজের এফসিআর (ফাইনাল ক্লিয়ারেন্স রিপোর্ট) তৈরি করবেন। জাহাজওয়ারি ইস্যুকৃত ভি-ইনভয়েসের ভিত্তিতে এফসিআর তৈরি করা হয়। সহকারী নিয়ন্ত্রকগণ জাহাজ, বন্দর, কাস্টমস, পুলিশ, নেভি, ডক লেবার, স্টিভেডর, বার্থ অপারেটর, সব ধরনের পরিবহণ ঠিকাদার, শিপিং এজেন্ট, বিএসসি, বিআর, বিআরটিসি প্রভৃতি সংস্থার/বিভাগের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখবেন।

১২. **ভি-ইনভয়েস ইস্যুকরণ :** খাদ্যশস্য প্রেরণের জন্য ভি-ইনভয়েস একটি হিসাবযোগ্য দলিল। প্রতিটি ট্রাক/ওয়াগন/নৌযানের জন্য পৃথক পৃথক ৫ (পাঁচ) কপি ভি-ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে। ১ম কপি পরিবহণ ঠিকাদার, ২য় কপি প্রেরকের প্রাপ্তি কপি, ৩য় কপি প্রাপকের কপি, ৪র্থ কপি আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার এবং ৫ম কপি প্রেরকের অফিস কপি। ভি-ইনভয়েসের আয়ন-ব্যয়ন (ডিডিও) কর্মকর্তার কপি (৪র্থ কপি) অবশ্যই সিলমোহরকৃত রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রাপ্তিস্বীকারসহ পাঠাতে হবে।

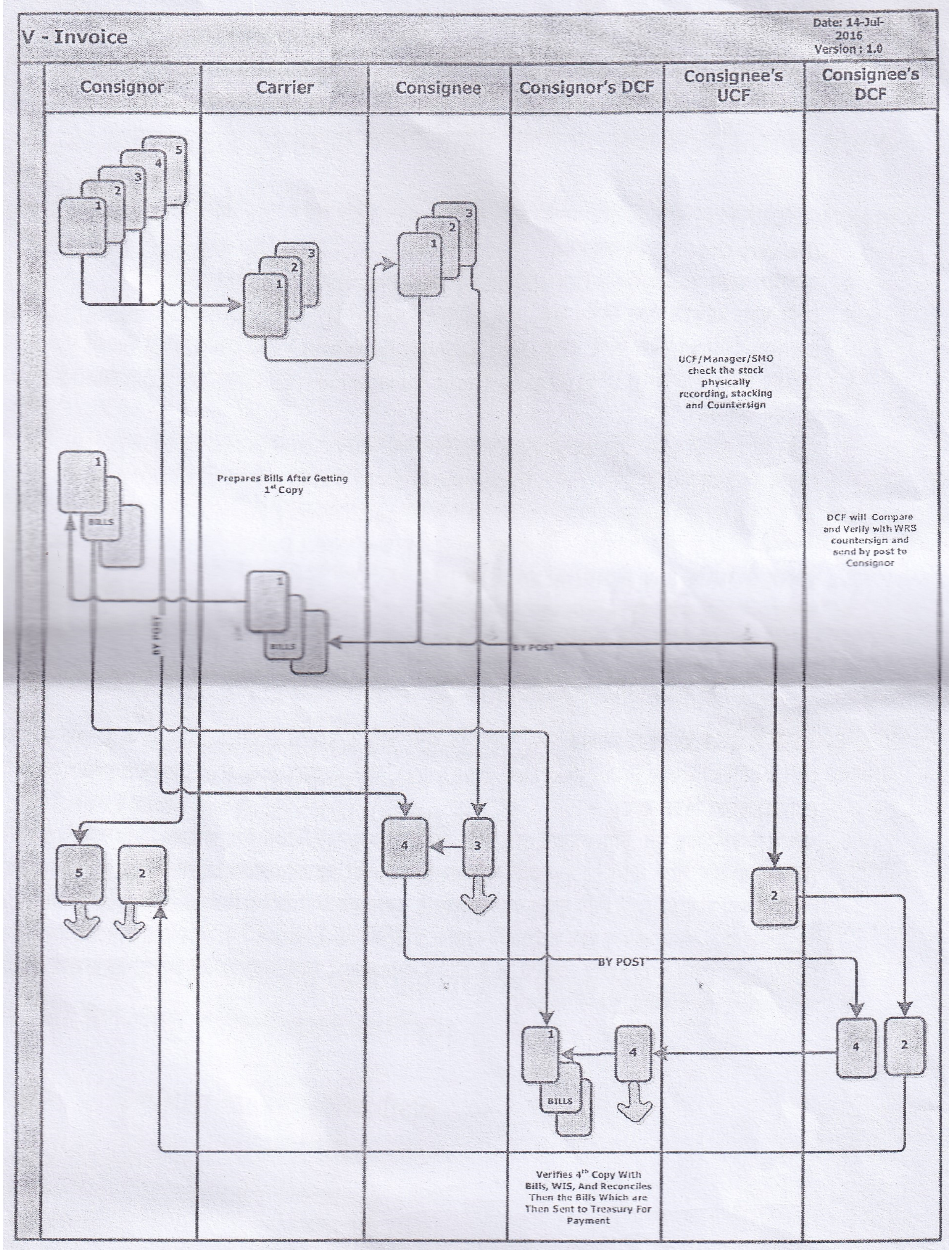
V - Invoice
Date: 14-Jul-2016
Version : 1.0
Consignor
Carrier
Consignee
Consignor's DCF
Consignee's UCF
Consignee's DCF
UCF/Manager/SMO check the stock physically recording, stacking and Countersign
Prepares Bills After Getting 1st Copy
BILLS
DCF will Compare and Verify with WRS countersign and send by post to Consignor
BY POST
BY POST
BY POST
BILLS
Verifies 4th Copy With Bills, WIS, And Reconciles Then the Bills Which are Then Sent to Treasury For Payment

১৩.৩ জাহাজ হতে পণ্য খালাসের পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ চট্টগ্রাম বন্দর

১. জেটি সরকার চসনি দপ্তর হতে কাস্টমস আউট পাশ গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট অফিস হতে উক্ত (Delivery Order) গ্রহণ করবেন।

২. কাস্টমস ভবন হতে কাস্টমস DDP (Direct Delivery Permission) গ্রহণ করবেন।

৩. জেটি খাদ্য অফিস হতে বিবিধ ফর্ম, যথা, রিলিজ অর্ডার (RO) চালান (Jetty Chalan), SDO (Shed Delivery Order), বিল কপি, বন্দর Direct Delivery Permission ফর্ম, ক্রেডিট নোট ইত্যাদি পূরণ করে বন্দরের ৪ নং গেটসংলগ্ন DTM (Deputy Traffic Manager) অফিস এবং তৎসংলগ্ন One Stop Service এ গমন করবেন।

৪. ওয়ান স্টপ সার্ভিসে যথারীতি পেপার ভেরিফাই, বিল তৈরি করে ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে জনতা ব্যাংকে জমা প্রদান, পেপারে সংশ্লিষ্ট TI (Traffic Inspector) Endorse করবেন। এর পর শিপিং সেকশন হতে DTM প্রদত্ত পণ্য খালাসের চূড়ান্ত অনুমতিপত্র তথা বন্দর Direct Delivery Permission গ্রহণ করবেন। বন্দর নিরাপত্তা অফিসে গিয়ে দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মকর্তা হতে ঐ Direct Delivery Permission-এর উপর সিল স্বাক্ষরযুক্ত অনাপত্তিপত্র নিবেন।

৫. বন্দরের সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিস হতে Un-Stuffing এবং কাস্টমস গেট যাচাই করবেন।

৬. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সহকারী রসায়নবিদ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পণ্যের নমুনা (Sample) সংগ্রহ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আইডিটিএস রিপোর্ট এবং কোয়ারেন্টাইন সনদ সংগ্রহ করবেন।

৭. এরপর বন্দরের যে বার্থে জাহাজ পণ্য খালাসের জন্য স্থাপিত রয়েছে ঐ শেডে গিয়ে টি.আই. কর্তৃক পুনঃ পেপার ভেরিভাই করে নিয়ে (Shed Delivery Order) জমা দেওয়ার পর, খালি ট্রাক স্থাপন সাপেক্ষে গ্যাং (শ্রমিক) বুকিং দিতে হবে।

৮. খালাস আরম্ভ হবার পর, ট্রাক বোঝাই শেষ হলে, জেটি সরকার কার্ট টিকিট ইস্যু করবেন। সঙ্গে বার্থ অপারেটর (স্টিভেডর)-এর পক্ষে টালি ক্লার্ক একটি হ্যাচ নং দিবেন এবং বন্দরের পক্ষে চেকার একটি ট্রাকে কত বস্তা লোড নেওয়া হয়েছে, (এটি যিনি গণনা করেন) স্বাক্ষর করার পর কার্ট টিকিট নিয়ে ওজন সেতুতে ওজন করার পর বন্দর জেটি খাদ্য অফিস হতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার/প্রতিনিধি ভি-ইনভয়েস এবং আউট পাশ নিয়ে বোঝাইকৃত ট্রাকটি ১ নং গেটে যাবে। গেট সার্জেন্ট কার্ট টিকিট সিল-স্বাক্ষর করে কার্ট টিকিট এবং পেপার জমা রেখে, গাড়ি বের হবার অনুমতি প্রদান করবেন।

অধ্যায় ১৪

১৪.১ শিফ্ট ইনচার্জ খাদ্য পরিদর্শক/সহকারী নিয়ন্ত্রক চলাচল ও সংরক্ষণের কার্যাবলি (Functions)

১. সরেজমিনে সতর্কতার সঙ্গে জাহাজ খালাস কর্মকাণ্ড তদারকি করবেন।

২. জাহাজে নিয়োজিত খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কর্মকাণ্ড বিভাজন করবেন ও তদারকি করবেন।

৩. জাহাজের হুক/ক্রেন/উইন্সের মোট সংখ্যা এবং প্রতিপালায় কার্যরত সংখ্যা ও সময়কাল লগবুকে লিখতে হবে।

৪. শ্রমিক ও যানবাহনের অবস্থা, খালাস অবস্থা ইত্যাদি লগবুকে লিখতে হবে।

৫. প্রতিপালায় আবহাওয়ার অবস্থা লগবুকে লিখতে হবে।

৬. বার্থ অপারেটর অথবা স্টিভেডর কর্তৃক প্রদত্ত ডিডিআর/এফডিআর চেকিং ও তত্ত্বাবধান করবেন এবং তাতে স্বাক্ষর করবেন।

৭. বস্তার মজুত ও যানবাহনের প্রাপ্যতা মাঝে মধ্যে যাচাই করবেন।

৮. কারিগরি পরিদর্শক/সহকারী রসায়নবিদ কর্তৃক জাহাজ সার্ভে ও প্রতিনিধিত্বমূলক ৩ (তিন) টি নমুনা সংগ্রহ নিশ্চিত করবেন।

৯. জাহাজের ক্যাপ্টেন/চিফ অফিসারের, জাহাজে কর্মরত কাস্টমস অফিসার, কর্মরত খাদ্য বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দর সেড অফিসারের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখবেন।

১০. ওজন যন্ত্র, সেলাই যন্ত্র, আয়রন ব্যান্ড, হেসিয়ান চট ইত্যাদির হিসাব রাখবেন ও তদারকি করবেন।

১১. জাহাজ খালাস শেষে জাহাজের হোল্ডস ও বেলচিজ পরিদর্শন করবেন এবং জাহাজে কোনো পণ্য খালাসের জন্য অবশিষ্ট নেই মর্মে পরিদর্শন সনদ প্রদান করবেন।

১২. শিফ্‌ট ইনচার্জ হ্যাচ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।

১৩. জাহাজে উদ্‌ঘাটিত মানুষের খাবার অনুপযোগী বিনষ্ট খাদ্যশস্য ধ্বংসের সময়ে উপস্থিত থাকবেন এবং ধ্বংস সনদ সংগ্রহ করে সহকারী নিয়ন্ত্রক, বন্দর জেটি অফিসে জমা দিবেন।

১৪. শিফ্‌ট ইনচার্জ, চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দরস্থ সহকারী নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণের নিকট রিপোর্ট করবেন।

১৪.২ বন্দরে জাহাজ খালাস ও ডেসপ্যাচ সংক্রান্ত কাজে উপ-খাদ্য পরিদর্শক ও সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শকদের কার্যাবলি

১৪.২.১ উপ-খাদ্য পরিদর্শকের কার্যাবলি

১. ওজন নেওয়া।

২. ওজন করার সময় ওজন যন্ত্রে উপস্থিত থাকা ও রিডিং ডাকা।

৩. জাহাজের ডেকে ওজন নেওয়ার দায়িত্ব পালন করা।

৪. ওয়েব্রিজে উপস্থিত থেকে ওজন গ্রহণ করা।

১৪.২.২ সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শকদের কার্যাবলি

১. জেটি সরকারের দায়িত্ব পালন।

২. চসনি দপ্তর হতে আউটপাস বি/ই ও অরিজিনাল বি/এল সংগ্রহ করবেন।

৩. পোর্ট জেটি অফিস হতে বিভিন্ন ফর্ম ও ক্রেডিট নোট সংগ্রহ করবেন ও পূরণ করবেন।

৪. শিপিং এজেন্টের অফিসে গিয়ে অরিজিনাল বি/এল জমা দিয়ে ডিও সংগ্রহ করবেন।

৫. ব্যাংকে বন্দর চার্জসমূহ পরিশোধ করবেন।

৬. ডিটিএম অফিস হতে ডিডিও সংগ্রহ করবেন।

৭. এক সেট ডকুমেন্টস নির্ধারিত গেটে (ট্রাক বের হবার জন্য) জমা দিবেন।

৮. খালাসকৃত ও ডেসপ্যাচকৃত পণ্যের টালি করবেন।

৯. কার্ট টিকিট ইস্যু করবেন।

১০. শিফ্‌টসমূহের খালাসকৃত ও ডেসপ্যাচকৃত পণ্যের হিসাব সমন্বয় করবেন।

Flow Chart on Work of Jetty Sarker in ship clearance

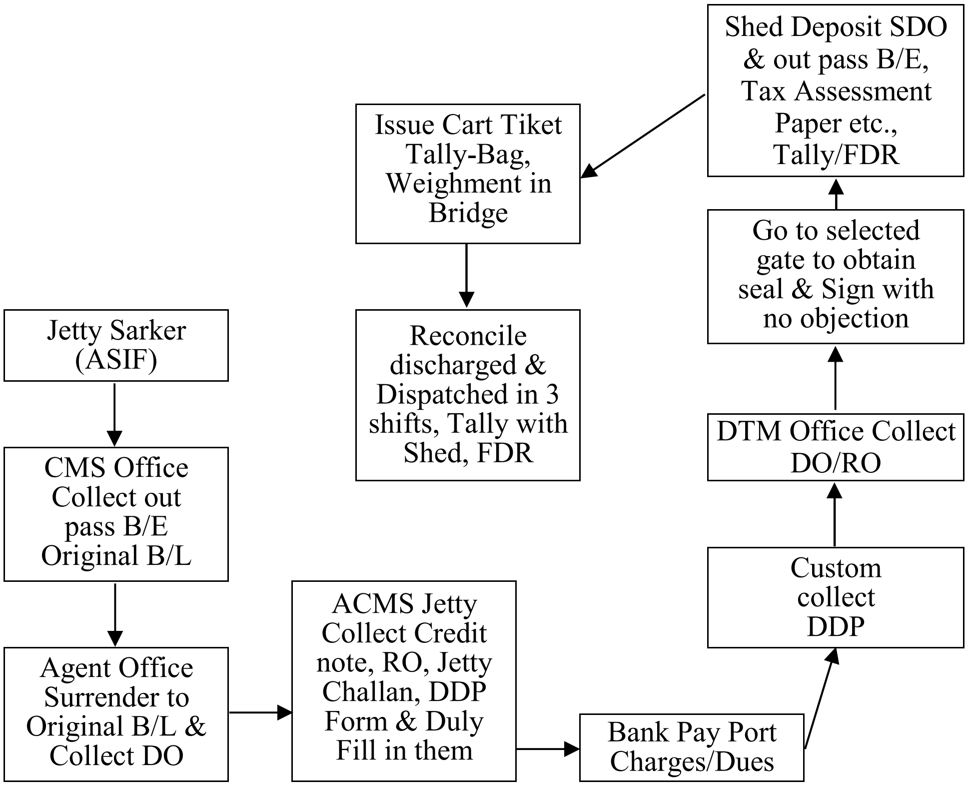

১৪.২.৩ চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খুলনার কার্যাবলি (Functions)

১. সি অ্যান্ড এফ এজেন্টের দায়িত্ব পালন। বিল অব এন্ট্রি পাশকরণ;
২. কাস্টমস শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি পরিশোধকরণ;
৩. বন্দর শুল্ক ও চার্জসমূহ যেমন, নদী কর, অবতরণ কর, ওয়েব্রিজ চার্জ ইত্যাদি পরিশোধকরণ;
৪. পরিচালক চসসা ও আখানি কর্তৃক জারীকৃত চলাচলসূচির অনুকূলে উপ-সূচি প্রদান;
৫. বন্দরে জাহাজ খালাস তদারকিকরণ;
৬. বন্দর সিএসডি ৪ নং ও ৭ নং ঘাট খুলনা, এম/পাশা সিএসডি ঘাট এবং সাইলো হতে জারীকৃত চলাচলসূচির খাদ্যশস্য প্রেরণ তদারকিকরণ;
৭. বাংলাদেশ রেলওয়ে, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসসি, কাস্টমস, বিআরটিসি, বাংলাদেশ নেভি, প্রশাসনিক বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ইত্যাদির সহিত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাকরণ;
৮. স্টিভেডর ও ওভার সাইড হ্যান্ডলিং ঠিকাদার, শিপিং এজেন্টস, সিআরটিসি, ডিআরটিসি, বিআরটিসি খুলনা, শ্রমিক ও পরিবহন ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকরণ; এবং
৯. প্রয়োজনীয় চটের বস্তা ঢালা গমবাহী জাহাজে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

১৪.২.৪ সহকারী নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ, মোংলা বন্দরের কার্যাবলি (Functions)

১. বন্দরে আগত খাদ্যশস্যবাহী/খাদ্যসামগ্রীবাহী জাহাজ হতে মালামাল খালাস পরিকল্পনা প্রণয়ন;
২. বার্থিং কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবেন;

৩. জাহাজ খালাসে লোকবল নিয়োগ করবেন;

৪. চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক খুলনা কর্তৃক জারিকৃত নৌসূচি অনুযায়ী খালাসরত জাহাজে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নৌযান স্থাপন করবেন;

৫. স্টিভেডর ও ওভার সাইড হ্যান্ডলিং ঠিকাদার, শিপিং এজেন্টস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন;

৬. খালাসরত জাহাজে ঢালাগম বস্তাবন্দি করে খালাসের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চটের বস্তা সরবরাহ নিশ্চিত করবেন;

৭. মোংলা বন্দরে অবস্থিত নেভি, কোস্টাল গার্ড, পুলিশ, প্রশাসন বিভাগ, বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি বিভাগের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

৮. সরেজমিনে জাহাজ খালাস তদারকি করবেন;

৯. চলাচলসূচি অনুযায়ী বোঝাইকৃত নৌযানের অনুকূলে ভি-ইনভয়েস জারি করবেন;

১০. এফসিআর তৈরি করবেন; এবং

১১. মোংলা বন্দরে খালাসকৃত জাহাজের জাহাজওয়ারি খালাস বিবরণী প্রস্তুত করে চসনি খুলনার নিকট প্রেরণ করবেন।

অধ্যায় ১৫

১৫.১ সাইলোতে জাহাজ খালাস ও ডেসপ্যাচ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৫ (পাঁচ) টি সাইলো বর্তমানে অপারেশনে আছে। ৫০ হাজার মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মোংলা বন্দরের জয়মনিরগোল নামক স্থানে নির্মিত সাইলোটি ইদানিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ৫ (পাঁচ) টি সাইলোর ধারণক্ষমতা ২ লাখ ৭৫ হাজার মে. টন। চট্টগ্রাম সাইলোতে ঢালাগম (বাল্ক) জাহাজ হতে খালাস, সংরক্ষণ ও ডেসপ্যাচ করা হয়ে থাকে। মোংলা বন্দরে নতুন সাইলো নির্মাণের ফলে ঢালাগম (বাল্ক) খালাসের আধুনিক সুব্যবস্থা রয়েছে।

সান্তাহার সাইলোতে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের গম বস্তাবন্দি আকারে প্রেরণ করা হয়। বস্তাবন্দি গম ঢেলে বাল্ক আকারে সাইলোতে প্রাপ্তি হয়।

জাহাজ হতে আমদানি করা ঢালাগম বুম (Boom) দ্বারা সাকশন করে সাইলোতে খালাস করা হয়। চট্টগ্রাম সাইলোতে ২৪ ঘন্টায় (ভালো আবহাওয়ায়) ৫০০০ মে. টন পর্যন্ত সর্বোচ্চ খালাস রেকর্ড রয়েছে।

১. বার্থিং কমিটির সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর চসনি সাইলো অধীক্ষককে জাহাজ খালাস বিষয়ে অবহিত করবেন।

২. সিএমএস অফিস বন্দর জেটির মতো সাইলো জেটির জন্যও জাহাজের বিল অব এন্ট্রি কাস্টমস হতে পাস করার ব্যবস্থা নিবেন।

৩. চাটার্ড ভেসেল বা ফ্রি-ইন অ্যান্ড ফ্রি-আউট শর্তের জাহাজ আসলে, চসনি বার্থ অপারেটর/স্টিভেডর নিয়োগ করবেন।

৪. গ্রস টার্ম বা লাইনার টার্মের জাহাজে জাহাজের এজেন্ট বার্থ অপারেটর/স্টিভেডর নিয়োগ করেন এবং সাইলোতে খালাস পরিমাণের জন্য টনপ্রতি নির্ধারিত খালাস খরচ খাদ্য অধিদপ্তরের খাতে পূর্বেই জমা দিবেন।

৫. এনওআর গৃহীত হলে জাহাজ খালাস শুরু হবে।

৬. গ্যানট্রির বুমকে ব্যবহার করে ঢালাগম সাকসানের (Suction) মাধ্যমে কনভেয়ার বেল্টে ফেলা হয় এবং কনভেয়ারে(Gantry) র সাহায্যে পরিবহণ করে সাইলোর হোপার স্কেলে ওজন করে নির্ধারিত বিনে সংরক্ষণ করা হয়।

৭. হোপার স্কেলে গৃহীত ওজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিন্টারে প্রিন্ট হয়।

৮. জাহাজের হ্যাচ বা হোল্ডে বার্থ অপারেটর/স্টিভেডর কর্তৃক নিয়োগকৃত ডক শ্রমিক কাজ করে থাকে।

৯. বন্দর জেটির মতো কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক অথবা সহকারী রসায়নবিদ জাহাজ সার্ভে ও প্রতিনিধিমূলক নমুনা সংগ্রহ করবেন। প্রযোজ্য চার্জসমূহ পরিশোধ করবেন। পাশকৃত বি/ই সহ সাইলো সুপারকে জানাবেন।

১০. বার্থ অপারেটর/স্টিভিডের বন্দর জেটির মতো এফডিআর প্রস্তুত করবেন এবং সাইলোসহ সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে যথাসময়ে জমা দিবেন।

১১. এফডিআর-এ সাইলো সুপার/প্রতিনিধি স্বাক্ষর করবেন।

১২. সাইলো সুপার/রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী জাহাজ খালাস তদারকি করবেন।

১৩. সাইলো সুপার এফসিআর তৈরি করবেন এবং চসনি চট্টগ্রামের দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

১৫.২ চট্টগ্রাম সাইলো হতে গম প্রেরণ (Dispatch)

খাদ্য আধিদপ্তর হতে জারিকৃত চলাচলসূচি/উপ-সূচি মোতাবেক সড়ক, রেল ও নৌপথে ঢালা বস্তাবন্দি গম সাইলো হতে ডেসপ্যাচ দেওয়া হয়। নৌপথে সাইলো হতে সাইলোতে ঢালাগম জেটিতে স্থাপিত ছোট ডেসপ্যাচ গ্যানট্রির সাহায্যে ডেসপ্যাচ দেওয়া হয় এবং রেলপথে হোপার ওয়াগনেও ঢালাগম ডেসপ্যাচ দেওয়া হয়। কার্ভার্ড ওয়াগনে এবং ট্রাকে বস্তাবন্দি গম ডেসপ্যাচ দেওয়া হয়। স্বয়ংক্রিয়/মেকানিকাল ওজন যন্ত্রে ১০০% ওজন করে প্রচলিত নিয়মে ইনভয়েস জারির মাধ্যমে ডেসপ্যাচ দেওয়া হয়।

সাইলো হতে সাইলোতে পরিবহণের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত শূন্য পরিবহণ ঘাটতি শর্তে গম পরিবাহিত হয়ে আসছে। বাস্তবে এবং সেকেন্ডারি তথ্য জরিপে উভয় ক্ষেত্রে শূন্য ঘাটতি পাওয়া যায়।

অধ্যায় ১৬

১৬.১ খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ঠিকাদার

খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের অধীন ৩ (তিন) টি মাধ্যমে পরিবহণ ঠিকাদারগণ কাজ করে থাকে, যথা : রেলপথ: রেলপরিবহণ ঠিকাদার;

সড়কপথ: কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি); বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি) ও অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (আইআরটিসি);

নৌপথ:

১. পিএমসি, চট্টগ্রাম;
২. পিএমসি, খুলনা;
৩. ডিবিসিসি, খুলনা-বরিশাল;
৪. ডিবিসিসি, ঢাকা বিভাগ; এবং
৫. অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ঠিকাদার (আইবিসিসি)।

১৬.২ রেল পরিবহণ ঠিকাদার

রেলপরিবহণ ঠিকাদার চসসা বিভাগের পরিচালকের সঙ্গে ২ (দুই) বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ঠিকাদার চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্তাদির আওতায় চাহিদার ভিত্তিতে রেল বিভাগ হতে ফুড ফিট ওয়াগন ইন্ডেন্ট দিয়ে চলাচলসূচি অনুযায়ী খাদ্যশস্য পরিবহণ করে থাকেন। চুক্তির আলোকে ঠিকাদার পরিবহণ ভাড়ার উপর কমিশন পেয়ে থাকেন। পরিবহণ ঘাটতি সংঘটিত হলে রেল ঠিকাদার পরিশোধ করে থাকেন। চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রেরণ কেন্দ্র হতে গৃহীত খাদ্যশস্য প্রাপক কেন্দ্রে বুঝে দেবার দায়িত্ব রেল পরিবহণ ঠিকাদারের। রেল বিভাগ আরআর-এর মাধ্যমে নিয়মিত পরিবহণ ভাড়া পেয়ে থাকে। খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য ঘাটতি/বাড়তির দায়/দায়িত্ব রেল বিভাগের উপর নেই। বতর্মানে ৩ (তিন) টি রেল রুটে ৩ (তিন) জন রেল ঠিকাদার কর্মরত।

১৬.২.১ রেল রুট বা রেলপথ

খাদ্য শস্য ২ (দুই) ধরনের রেল রুট বা রেলপথের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে থাকে, যথা :

১. মিটার গেজ; এবং ২. ব্রডগেজ।

মিটারগেজ পরিবহণের সুবিধার্থে মিটারগেজ সংযুক্ত সাইলো/সিএসডি/এলএসডিসমূহকে ৩ (তিন)টি লট/রুটে ভাগ করা হয়েছে।

১. লট নং ১

চট্টগ্রাম সাইলো/চট্টগ্রাম বন্দর দেওয়ানহাট/হালিশহর সিএসডি হতে চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের মধ্যে মিটারগেজভুক্ত এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ এবং বিপরীতভাবে;

১. **চট্টগ্রাম বিভাগ:** ধর্মপুর, চৌমুহনী, ফেনী এলএসডি ও আশুগঞ্জ সাইলো;

২. **সিলেট বিভাগ:** সিলেট ও শ্রীমঙ্গল এলএসডি;

৩. **ঢাকা বিভাগ:** কিশোরগঞ্জ নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ, সিংহজানী, ইসলামপুর, নরসিংদী, ঘোড়াশাল এলএসডি, ময়মনসিংহ ও তেজগাঁও সিএসডি;

৪. **রাজশাহী বিভাগ:** বগুড়া, তালোড়া এলএসডি, সান্তাহার সিএসডি/সাইলো; এবং

৫. **রংপুর বিভাগ:** রংপুর, গাইবান্ধা, বোনারপাড়া, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, সেতাবগঞ্জ এলএসডি ও দিনাজপুর সিএসডি।

২. লট নং ২

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ব্রডগেজ সংযুক্ত এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে এবং সকল কেন্দ্র হতে খুলনা ও ঢাকা, বিভাগের ব্রডগেজভুক্ত এলএসডি/সিএসডি/খুলনা ৪ ও ৭ নং ঘাট/মহেশ্বর পাশা ঘাট/পিইউপি/স্টিল সাইলো খুলনার মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে এবং বিপরীতভাবে।

১. **খুলনা বিভাগ:** কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা, চুয়াডাঙ্গা, দর্শনা, যশোর, নোয়াপাড়া, এলএসডি, এবং খুলনা ও মহেশ্বরপাশা সিএসডি, ৪ ও ৭ নং ঘাট, পিইউপি, স্টিল সাইলো খুলনা;

২. **রাজশাহী বিভাগ:** নাটোর, সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, ঈশ্বরদী, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, রানীনগর এলএসডি, মুলাডুলি সিএসডি, সান্তাহার সিএসডি ও সাইলো;

৩. **রংপুর বিভাগ:** নীলফামারী, চিলাহাটি, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, হিলি ও চরকাই এলএসডি; এবং

৪. **ঢাকা বিভাগ:** রাজবাড়ী এলএসডি।

লট নং ৩

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মিটারগেজভুক্ত এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে এবং সকল কেন্দ্র হতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে এবং বিপরীতভাবে (চট্টগ্রাম সাইলো, দেওয়ান হাট সিএসডি, হালিশহর সিএসডি ও (চট্টগ্রাম বন্দর বাদে)।

১. **ঢাকা বিভাগ:** সিংহজানী, ইসলামপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ, নরসিংদী, ঘোড়াশাল, এলএসডি, তেজগাঁও সিএসডি ও ময়মনসিংহ সিএসডি;

২. **চট্টগ্রাম বিভাগ:** ধর্মপুর, চৌমুহনী, ফেনী এলএসডি ও আশুগঞ্জ সাইলো; এবং

৩. **সিলেট বিভাগ:** সিলেট ও শ্রীমঙ্গল এলএসডি।

১৬.৩ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার

সড়ক পথ:

খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে ৩ (তিন) ধরনের ঠিকাদার নিয়োগ করে থাকে; সিআরটিসি, ডিআরটিসি ও আইআরটিসি নামে পরিবহণ ঠিকাদার যথাক্রমে পরিচালক চসসা, আখানি ও জেখানিগণ নিয়োগ করে থাকে, স্বস্ব অধিক্ষেত্র/জুরিসডিকশনের মধ্যে। তা ছাড়া বিআরটিসি ২০% খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য বরাদ্দ পেয়ে থাকে। বিআরটিসি সম্পূর্ণ পরিবহণ করতে পারে না।

সিআরটিসি রুটসমূহকে ১০টি লটে ও ৬টি স্লাবে ভাগ করা হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৬৩৪টি এলএসডি, ১২টি সিএসডি, ৫টি সাইলো, ৪টি ঘাট এবং ২টি সামুদ্রিক বন্দর সড়ক-নৌ-রেলপথ দ্বারা (যেখানে যে মোড বা মাধ্যম আছে) সংযুক্ত। সাধারণত পিএফডিএস-এর চাহিদা মিটানোর জন্য খাদ্যশস্য চলাচল হয়ে থাকে। ২টি উৎস হতে চাহিদাকৃত এলএসডিসমূহে খাদ্যশস্য চালাচল করানো হয়, যেমন: অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত উদবৃত্ত ডিপোগুলো হতে চাল এবং বন্দরদ্বয় হতে সাধারণত আমদানিকরা গম কেন্দ্রের চলাচলসূচি অনুযায়ী চসনিদের উপ-সূচির মাধ্যমে স্ব স্ব বন্দরের পশ্চাদ্ভূমিতে অবস্থিত খাদ্য ডিপোগুলোতে চাহিদার আলোকে প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত চাল, যথা : রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ এবং খুলনা বিভাগের বৃহত্তর জেলা যশোর ও কুষ্টিয়া হতে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের খাদ্য ডিপোসমূহে এবং ঢাকা বিভাগের ঘাটতি ডিপোসমূহে চলাচল করানো হয়।

সিআরটিসি রুট দুরত্বের জন্য ৬ (ছয়) টি স্লাব নির্ধারণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. ০০ কি. মিটার হতে ৫০ কি. মিটার পর্যন্ত;
২. পরবর্তী ৫১ কি. মিটার হতে ১০০ কি. মিটার পর্যন্ত;
৩. ১০১ কি. মিটার হতে ২০০ কি. মিটার পর্যন্ত;
৪. ২০১ কি. মিটার হতে ৩০০ কি. মিটার পর্যন্ত;
৫. ৩০১ কি. মিটার হতে ৪০০ কি. মিটার পর্যন্ত; এবং
৬. ৪০১ কি. মিটার হতে ৫০০ কি. মিটার পর্যন্ত এবং এর উর্ধ্বে।

বোঝাই কেন্দ্র ও খালাস কেন্দ্র অনুযায়ী সিআরটিসির রুটসমূহকে ১০টি লটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি লটের বোঝাই কেন্দ্র ও খালাস কেন্দ্রের দূরত্বের জন্য প্রতি টন কি. মি. স্লাবওয়ারি সর্বনিম্ন দর উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে।

লট পরিচিতি

	বোঝাই কেন্দ্র (জেলার সকল এলএসডি/ সিএসডি/সাইলোসমূহ ও বন্দর/ঘাট)	হতে	খালাস কেন্দ্র (জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ ও বন্দর/ঘাট)
১	**২**	**৩**	**৪**
১	দিনাজপুর/পঞ্চগড়/ঠাকুরগাঁও/লালমনিরহাট/নীলফামারী/রংপুর/গাইবান্ধা/কুড়িগ্রাম/ রাজশাহী/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/নওগাঁ/নাটোর/ বগুড়া/জয়পুরহাট/পাবনা/সিরাজগঞ্জ জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ	হতে	টাঙ্গাইল/গাজীপুর/মানিকগঞ্জ/ঢাকা/নরসিংদী/নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/ময়মনসিংহ/নেত্রকোণা/কিশোরগঞ্জ/জামালপুর/ শেরপুর/কুমিল্লা/বি.বাড়িয়া/চাঁদপুর/লক্ষ্মীপুর/নোয়াখালী/ ফেনী/চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/ মৌঃবাজার/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/নড়াইল/যশোর/ কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/মাগুরা/ঝিনাইদহ জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ এবং পালটাভাবে
২	ঐ	হতে	বরিশাল/ভোলা/ঝালকাঠি/পিরোজপুর/পটুয়াখালী/বরগুনা/ রাজবাড়ী/মাদারীপুর/ফরিদপুর/গোপালগঞ্জ/শরীয়তপুর জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ এবং পালটাভাবে
৩	ঐ	হতে	খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান জেলার সকল এলএসডি এবং পালটাভাবে
৪	চট্টগ্রাম জেলা (বন্দর/সাইলো/দেওয়ানহাট/ হালি শহর সিএসডি)	হতে	টাঙ্গাইল/গাজীপুর/মানিকগঞ্জ/ঢাকা/নরসিংদী/নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/ময়মনসিংহ/নেত্রকোণা/কিশোরগঞ্জ/জামালপুর/ শেরপুর/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/নড়াইল/যশোর/কুষ্টিয়া/ চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/মাগুরা/ঝিনাইদহ জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ এবং পালটাভাবে

	বোঝাই কেন্দ্র (জেলার সকল এলএসডি/ সিএসডি/সাইলোসমূহ ও বন্দর/ঘাট)	হতে	খালাস কেন্দ্র (জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ ও বন্দর/ঘাট)
১	২	৩	৪
৫	চট্টগ্রাম জেলা (বন্দর/সাইলো/ দেওয়ানহাট/হালি শহর সিএসডি)	হতে	বরিশাল/ভোলা/ঝালকাঠি/পিরোজপুর/পটুয়াখালী/বরগুনা/ রাজবাড়ী/মাদারীপুর/ফরিদপুর/গোপালগঞ্জ/শরীয়তপুর জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ এবং পালটাভাবে
৬	নারায়ণগঞ্জ জেলা (সাইলো/সিএসডি)	হতে	খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/নড়াইল/যশোর/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/ মেহেরপুর/মাগুরা/ঝিনাইদহ/বরিশাল/ভোলা/ঝালকাঠি/পিরোজপুর/পটুয়াখালী/বরগুনাজেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/ঘাট/ সাইলোসমূহ এবং পালটাভাবে
৭	খুলনা ঘাট নং ৪, ৭, ও মহেশ্বরপাশা ঘাট, খুলনা/এম. পাশা সিএসডি/সাইলো/ মাগুরা/কুষ্টিয়া জেলা	হতে	বরিশাল/ভোলা/ঝালকাঠি/পিরোজপুর/পটুয়াখালী/বরগুনা/ রাজবাড়ী/মাদারীপুর/ফরিদপুর/গোপালগঞ্জ/শরীয়তপুর/ঢাকা/ মানিকগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী/টাঙ্গাইল/জামালপুর/ নেত্রকোণা/শেরপুর/ময়মনসিংহ/কিশোরগঞ্জ জেলার এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ এবং পালটাভাবে
৮	শেরপুর/জামালপুর/ময়মনসিংহ/টাঙ্গাইল/ নেত্রকোণা/নারায়ণগঞ্জ/ঢাকা জেলা/ গাজীপুর/ কিশোরগঞ্জ	হতে	সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌঃবাজার/চাঁদপুর/কুমিল্লা/ লক্ষীপুর/নোয়াখালী/ফেনী/কক্সবাজার জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ এবং পালটাভাবে
৯	ঐ	হতে	খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান জেলার সকল এলএসডি এবং পালটাভাবে
১০	বি. বাড়িয়া জেলা (আশুগঞ্জ সাইলো ও আশুগঞ্জ এলএসডি)	হতে	টাঙ্গাইল/গাজীপুর/মানিকগঞ্জ/ঢাকা/নরসিংদী/নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/ময়মনসিংহ/নেত্রকোণা/কিশোরগঞ্জ/জামালপুর/শেরপুর/ রাজবাড়ী/মাদারীপুর/ফরিদপুর/গোপালগঞ্জ/শরীয়তপুর জেলার সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ এবং পালটাভাবে

১৬.৪ নৌপরিবহণ ঠিকাদার

সরকারি খাদ্যশস্য নৌপথে পরিবহণে নিম্নোক্ত প্রকারে নৌযান ব্যবহার করা হয়, যথা :

১. বার্জ, ফ্লাট, কোস্টার, মিনিশিপ বা বাল্ক কেরিয়ার, ট্রলার, সাম্পান ও দেশি নৌকা।

২. নৌপথ পিএমসি, চট্টগ্রাম

নগদ ক্রয়ে/অনুদানে আগত গম সাধারণত চট্টগ্রাম সাইলোতে খালাস করা হয়। সাইলোতে খালি জায়গার স্বল্পতা অথবা একই সময়ে কয়টি জাহাজ বন্দরে আগমন করলে, তখন চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে গম খালাস হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থাৎ খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাইভেট মেজর কেরিয়ার চট্টগ্রাম নিয়োগ করা হয়। চট্টগ্রামের সাইলো/বন্দর হতে বাল্ক (ঝুরা) ও বস্তাবন্দি গম পিএমসি, চট্টগ্রাম-এর মাধ্যমে নৌ সংযুক্ত সাইলো/সিএসডি/এলএসডি ও ঘাটসমূহে এবং পালটাভাবে পরিবহণ হয়ে থাকে।

১৬.৪.১ বাল্ক পরিবহণ

লট নং ১

অ. চট্টগ্রাম সাইলো/বন্দর হতে নারায়ণগঞ্জ সাইলো; এবং

ই. চট্টগ্রাম সাইলো/বন্দর হতে স্টিল সাইলো খুলনা।

১৬.৪.২ বস্তাবন্দি পরিবহণ

লট নং ২

চট্টগ্রাম সাইলো/বন্দর হতে মহেশ্বর পাশা ঘাট/খুলনাস্থ ঘাট ৪ ও ৭ বাঘাবাড়ী/চাঁদপুর/নারায়ণগঞ্জ/ঢাকা সিএসডি/আশুগঞ্জ/ভৈরব/বরিশাল/ঝালকাঠি/ভোলা/পিরোজপুর/পটুয়াখালী/বরগুনা এবং বিপরীতভাবে।

১৬.৫ প্রাইভেট মেজর কেরিয়ার (পিএমসি) খুলনা

মোংলা বন্দরে আগত খাদ্যশস্যবাহী জাহাজসমূহ হতে দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ করে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের নৌ সংযুক্ত এলএসডি/সিএসডি/ঘাটসমূহে এবং পালটাভাবে চাল ও গম পরিবহণ হয়ে থাকে।

প্রাইভেট মেজর ক্যারিয়ার (পিএমসি)খুলনার রুট সিডিউলের নৌপথসমূহকে ৩টি লটে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১ নং হতে ৩ নং লট। প্রতিটি লটকে ক ও খ উপ-লট ভাগ করা হয়েছে।

১. **১ নং লট**

অ. মোংলা বন্দর হতে ১৩টি রুট ও পালটাপালটিভাবে;

ই. হারবারিয়াতে বয়া হতে ১৩টি রুট ও পালটাপালটিভাবে।

২. **২ নং লট**

অ. খুলনা ৪ নং ও ৭ নং ঘাট হতে ১০টি রুট ও পালটাপালটিভাবে;

ই. মহেশ্বর পাশা সিএসডি হতে ১০টি রুট ও পালটাপালটিভাবে।

৩. **৩ নং লট**

অ. বাঘাবাড়ী হতে ১২টি রুট ও পালটাপালটিভাবে; এবং

ই. নগরবাড়ী ঘাট হতে ১২টি রুট ও পালটাপালটিভাবে।

পিএমসির মোট ৩টি লটে নৌপথের মোট পথ সংখ্যা ৭০টি।

১৬.৫.১ ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল)

পিএমসি, খুলনার মতো ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল) বরিশাল বিভাগ, খুলনা বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগের মধ্যে নৌ সংযুক্ত এলএসডি/সিএসডি/ঘাটসমূহে খাদ্যশস্য পরিবহণ করে থাকে।

ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল) রুটগুলোকে ৩টি লটে বিভক্ত করা হয়েছে।

যথা :

১. **লট নং ১**

অ. মোংলা বন্দর হতে পালটাপালটিভাবে। এ লটে মোট ৫১টি রুট আছে; এবং

ই. হারবারিয়া হতে পালটাপালটিভাবে। এ লটে মোট ৫১টি রুট আছে।

২. **লট নং ২**

অ. খুলনা ৪ নং ও ৭ নং ঘাট হতে ১০টি রুট ও পালটাপালটিভাবে। এ লটে মোট ৪৬টি রুট আছে; এবং

ই. মহেশ্বরপাশা সিএসডি হতে ১০টি রুট ও পালটাপালটিভাবে। এ লটে মোট রুট সংখ্যা ৪৬টি।

৩. **লট নং ৩**

অ. বাঘাবাড়ী হতে পালটাপালটিভাবে। এ লটে মোট রুট সংখ্যা ৪২টি; এবং

ই. নগরবাড়ী ঘাট হতে পালটাপালটিভাবে। লটে মোট রুট সংখ্যা ৪২টি।

৩ (তিন) টি লটে মোট রুট সংখ্যা ২৭৯টি। এদের প্রত্যেকটি রুটের বোঝাই কেন্দ্র হতে খালাস কেন্দ্র পর্যন্ত বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে নৌ দূরত্ব এবং পরিবহণ ভাড়ার দর 'রুট রেট সিডিউলে' উল্লেখ আছে। চলাচলসূচি প্রণয়নকালে বোঝাই ও খালাস কেন্দ্র নির্ধারণ করে কি. মিটার ও দরের তালিকা অনুযায়ী স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

১৬.৫.২ ডিবিসিসি ঢাকা

খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগকৃত ডিবিসিসি, ঢাকা বিভাগের নৌ সংযুক্ত এলএসডি/সিএসডি/ঘাটসমূহ ও রাজশাহী বিভাগের নগরবাড়ী/বাঘাবাড়ী ঘাট হতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের এলএসডি/সিএসডি ও ঘাটসমূহে খাদ্যশস্য পরিবহণ করে থাকে। ডিবিসিসি ঢাকার রুটগুলোকে ২টি লটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ১ (এক) টি লটকে ২টি উপ-লটে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. লট নং ১

অ. বাঘাবাড়ী হতে পালটাপালটিভাবে। এ লটে মোট ২৯টি রুট আছে; এবং

ই. নগরবাড়ী ঘাট হতে পালটাপালটিভাবে। এ লটে মোট রুট সংখ্যা ২৮টি রুট।

২. লট নং ২

অ. নারায়ণগঞ্জ সাইলো/সিএসডি হতে পালটাপালটিভাবে। এ লটে মোট রুট সংখ্যা ৩২টি; এবং

ই. আশুগঞ্জ সাইলো/আশুগঞ্জ এলএসডি/ভৈরব এলএসডি হতে পালটাপালটিভাবে। মোট ১৯টি রুট আছে। এদের প্রত্যেকটি রুটের নৌ দূরত্ব এবং পরিবহণ ভাড়া রুট রেট/স্লাব রেট আছে। খালাস ও বোঝাই কেন্দ্র নির্বাচন করে তালিকা হতে রুটের দূরত্ব ও রুট রেট/স্ল্যাব রেট বিবেচনা করে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ সম্ভব হবে।

অধ্যায় ১৭

১৭.১ স্বল্পপব্যয় পথ নিরূপণ (Least Cost Route)

সাধারণত খাদ্যশস্য সংগ্রহ উদ্বৃত্ত অঞ্চল/জেলাগুলো হতে খাদ্য ঘাটতি জেলাসমূহের এলএসডি/সিএসডিসমূহে চলাচল করানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে আমদানি করা খাদ্যশস্য চাহিদার আলোকে বিভিন্ন জেলা এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহে প্রেরণ করা হয়। চলাচলসূচি প্রণয়নকালে যেসব এলএসডি/সিএসডি/সাইলো চাহিদার তুলনায় ঘাটতি, তা নিরূপণপূর্ব বোঝাই এবং খালাস কেন্দ্রের দূরত্ব ও দরের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়। স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণকালে নিম্নরূপ বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

(১) বিভিন্ন মাধ্যমের পরিবহণ দর বিবেচনা করে পরিবহণ মাধ্যম ঠিক করতে হবে;

(২) প্রতিটি চলাচলসূচি প্রণয়নকালে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ করতে হবে;

(৩) সম্মুখ চলাচল অনুসরণকরণ;

(৪) পশ্চাৎচলাচল পরিহারকরণ;

(৫) একই খাদ্যশস্য বহুবার চলাচল পরিহারকরণ;

(৬) নির্ধারিত বোঝাই ও খালাস কেন্দ্র রেল, নৌ ও সড়ক পথ দ্বারা সংযুক্ত হলে, যে পরিবহণ মাধ্যমে দর কম, সে মাধ্যম নির্বাচন করে চলাচলসূচি জারিকরণ;

(৭) ২টি পরিবহণ মাধ্যমে সংযুক্ত বোঝাই কেন্দ্র ও খালাস কেন্দ্রের মধ্যে চলাচলসূচি জারিকালে স্বল্পতর ব্যয় মাধ্যমটি ব্যবহারকরণ;

(৮) ১টি মাধ্যমে সংযুক্ত বোঝাই ও খালাস কেন্দ্রের চলাচলসূচি জারিকালে উভয় কেন্দ্রের মধ্যে স্বল্পতর দূরত্ব পথটি ব্যবহারকরণ;

(৯) জরুরি চাহিদা মিটানোর জন্য দ্রুততর মাধ্যম ব্যবহার করা যাবে। শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রটিতে তিন মাসের চাহিদা পরিমাণ খাদ্যশস্য (চাল, গম) পূর্ব হতে মজুত থাকার পরও যদি অতিরিক্ত চাহিদা মিটানোর জন্য খাদ্যশস্য প্রয়োজন পড়ে;

(১০) স্বল্পতম ব্যয় মাধ্যমে চলাচলসূচি জারি করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিবহণে ব্যর্থ হলে বা ট্রাক/ ওয়াগন/নৌযান যুক্তিসংগত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে, প্রাপ্য যে কোনো মাধ্যমে চালাচলসূচি জারি এবং বাস্তবায়ন করে চাহিদাকৃত এলএসডির প্রয়োজন মিটানো যাবে;

(১১) সড়ক, রেল, নৌপথ দ্বারা সংযুক্ত পথের এলএসডি/সিএসডির ক্ষেত্রে যতবার হ্যান্ডলিং হবে, ততবার অনুমোদিত হ্যান্ডিলিং ঘাটতি ও হ্যান্ডলিং দর চুক্তিবদ্ধ পরিবহণ দরের সঙ্গে যোগ করে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ করতে হবে;

(১২) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নৌ-পথে বর্ষা মৌসুম ও শুষ্ক মৌসুমে একই রুট/পথ ড্রাফটের করণে নৌ গতিপথ বদলে যায়, এজন্য চলাচলসূচি জারিকালে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণে এটা বিবেচনা করতে হবে;

(১৩) নতুন নতুন সড়ক পথ নির্মাণের ফলে পুরাতন সংযোগ সড়ক পথের চেয়ে স্বল্পতর দূরত্বের নতুন পথ যে কোনো বোঝাই ও খালাস কেন্দ্রের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বল্পতর দূরত্বের পথটিতে চলাচলসূচি জারি করা যেতে পারে;

(১৪) সূচি জারিকালে জোয়ার-ভাটা, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ উত্তম হবে। ২ রকম রেট হবে;

(১৫) নৌ-পথে সূচি জারিকালে ড্রাফট বিবেচনা করতে হবে। কারণ হাওর ও নদীমাতৃক এলাকার ডিপোগুলোতে বর্ষাকালে ড্রাফট বৃদ্ধি পায় আবার শুষ্ক মৌসুমে কমে যায়। শুষ্ক মৌসুমে খাদ্যশস্য সড়ক পথে পাঠাতে হয়, এতে খরচ অপেক্ষাকৃত বেশি পড়ে। যেসব এলএসডিসমূহে সড়ক সংযোগ নেই সেখানে নৌপথে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য প্রেরণ করতে হবে; এবং

(১৬) উল্লেখ্য যে, এ সমীক্ষার আওতায় স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ পদ্ধতির একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এ পদ্ধতি চালু হলে চলাচলসূচি জারিকালে তাৎক্ষণিকভাবে স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ সহজতর হবে।

অধ্যায় ১৮

১৮.১ পথ খাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিরূপণ

প্রধানত চলাচলসূচির আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলো/ঘাট/বন্দর/জেটি হতে খাদ্যশস্য যানবাহনে বোঝাই দেওয়ার পর তা পরিবাহিত হয়ে প্রাপক কেন্দ্রে প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরিবহণকালীন খাদ্যশস্য সাময়িকভাবে খাদ্য অধিদপ্তরের হিসাববহির্ভূত অবস্থায় থাকে, যা 'পথখাত' বা 'Stock In Transit' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

চলাচলসূচির আওতায় এলএসডি/সিএসডি/সাইলো/বন্দর/ঘাট হতে অন্য একটি এলএসডি/সিএসডি/সাইলো/বন্দর/ঘাট-এ খাদ্যশস্য পৌঁছাতে যে সময় নেয় ঐ সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য পথে থাকে, তাহাই পথ খাতে খাদ্যশস্য। কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যশস্য নষ্ট হলে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্যও পথখাত হিসাবে গণ্য হবে।

খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক/মাসিক/বার্ষিক হিসাব প্রক্রিয়ায় পথখাত হিসাব আলাদাভাবে না থাকায় বর্তমানে পথখাতে অবাস্তব পরিমাণ খাদ্যশস্য পুঞ্জীভূত হয়েছে।

চলাচলসূচি জারিকারী কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রে পরিচালক চসসা, বিভাগে আখানি, জেলা পর্যায়ে জেখানি এবং বন্দরদ্বয়ে চসনিদ্বয় উপ-সূচি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ। চলাচলসূচি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চলাচলসূচি অনুযায়ী মনিটরিং করে মাসিক ভিত্তিতে পথ খাতে খাদ্যশস্যের হিসাব নিরূপণ করা সম্ভব। এ ছাড়া এলএসডি/সিএসডি/সাইলো/বন্দর/ঘাট ডিজিটালাইজড হলে প্রেরক কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস মনিটরিং-এর মাধ্যমেও পথখাতে খাদ্যশস্যের হিসাব নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে এমআইএস অ্যান্ড এম বিভাগ পথখাত হিসাব সংগ্রহ ও পরিপালন করে আসছে। এতে দেখা যায়, নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত পথখাতের পরিমাণ চাল-গম মিলে ৮৪০৫৩ মে. টন। এটি একটি অবাস্তব পরিমাণ। চলমান সমীক্ষার অধীনে খাদ্যশস্য চলাচল সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে। সফটওয়্যারটি চালু হলে 'অনলাইন'-এ পথখাতে খাদ্যশস্য হিসাব করা সহজতর হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে।

এ সমীক্ষার অধীন খাদ্যশস্যের পথখাত হিসাবের জন্য ৬টি টুলস (ফরমেট/ছক) তৈরি করা হয়েছে। যা দ্বারা অফলাইনে পথ খাতে খাদ্যশস্য হিসাব করা যাবে এবং এমআইএস অ্যান্ড এম বিভাগ আখানিদের প্রেরিত পথ খাত রিপোর্টগুলো সমন্বয় করে জাতীয় পথখাত রিপোর্ট মাসিক ভিত্তিতে তৈরি করতে পারবে। এ প্রকল্প থেকে টেস্ট-কেস হিসাবে ৩১টি নমুনা এলএসডি, সিএসডি, সাইলো, বন্দর ও ঘাট থেকে জুলাই ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পথখাতে থাকা খাদ্যশস্যের হিসাব করা হয়েছে। ২৩ মে ২০১৮ পর্যন্ত ২১টি নমুনা কেন্দ্রের হিসাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ২টি খাদ্য ডিপোতে, যথা : খেপুপাড়া এলএসডিতে ২৫১:৬৮৩ মে. টন চালের ১টি ইনভয়েস এবং ঠাকুরগাঁও এলএসডিতে ২৬১৫.০৪০ মে. টন চালের ১৪৮টি ইনভয়েসের খাদ্যশস্য পথখাতে রয়েছে, ১৯টি খাদ্য ডিপোতে পথখাতে কোনো খাদ্যশস্য জুন/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নেই মর্মে হিসাব প্রাপ্ত হয়েছে এবং ১০টি কেন্দ্রের হিসাব পাওয়া যায়নি।

খাদ্য অধিদপ্তরের বর্তমান রিপোর্টিং সিস্টেমের আওতায় এ পথখাত মজুত এর উদ্ভব ঘটে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি শুক্রবার হতে পরবর্তী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময়ে সারাদেশের সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলোসমূহ হতে কেন্দ্রে রিপোর্ট করা হয়। শুক্র হতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময়ে কোনো খাদ্যশস্য চলাচলসূচির আওতায় প্রেরণ কেন্দ্র থেকে যানবাহনে বোঝাই দেওয়া হলে তা যদি ঐ সপ্তাহের মধ্যে প্রাপক কেন্দ্রে প্রাপ্ত না হয় তা হলে এ অপ্রাপ্ত খাদ্যশস্যই পথখাত হিসাবে গণ্য করা হয়। যখন পরবর্তী সপ্তাহ/সপ্তাহসমূহে তা প্রাপক কেন্দ্রে প্রাপ্ত হয় তখন তা আর পথখাতে থাকে না; কিন্তু উক্ত সপ্তাহে আবার খাদ্যশস্য প্রেরণকালে নতুন করে পরবর্তী সপ্তাহে কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য পথখাতে থেকে যায়। অতএব পথখাতে খাদ্যশস্য থাকা এবং পরবর্তীকালে তা প্রাপক কেন্দ্রে প্রাপ্ত হওয়া এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। চলাচলসূচির আওতায় নতুনভাবে খাদ্যশস্য পথখাতের হিসাবে যাবে এবং পূর্বের পথখাতে থাকা খাদ্যশস্য হিসাবভুক্ত হবে-এটাই স্বাভাবিক। তবে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে বর্তমানে Offline রিপোর্টিং পদ্ধতিতে পথখাতের তাৎক্ষণিক বা দৈনন্দিন চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য সারাদেশে Online রিপোর্টিং সিস্টেম চালু করা প্রয়োজন। এতে তাৎক্ষণিকভাবে সারাদেশের পথখাতের বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যাবে।

এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ FAO প্রজেক্টের আওতায় প্রণীত একটি এক্সেল শিটের মাধ্যমে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় সাপ্তাহিক মজুত প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। সাপ্তাাহিক মজুত প্রতিবেদনসমূহ হতে সাপ্তাহিক প্রেরণ ও সাপ্তাহিক প্রাপ্তি যোগ/বিয়োগ করে এই পথখাত নির্ণয় করা হয় । এ পদ্ধতিটি ত্রুটিমুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও এভাবেই পথখাতের মজুত নির্ণয় করে চালানো হচ্ছে। FAO কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে Stock in Transit-এর তথ্য সাপ্তাহিকভিত্তিতে রিপোর্টিং-এর কোনো প্রোফর্মা নির্ধারিত ছিল না এবং এখনও নেই। তাই মাঠ পর্যায়ে এরূপ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা না হলেও এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ হতে পূর্ববর্তী সপ্তাহের জের এবং চলতি সপ্তাহের মোট সাপ্তাহিক প্রেরণ ও প্রাপ্তি এর বিয়োগফলজনিত পরিসংখ্যান থেকে Stock in Transit প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কোনো যৌক্তিকতা নাই। কেননা এ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন হতে কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রের Stock in Transit সনাক্ত করা বাস্তবে সম্ভব হবে না।

চলাচল ম্যানুয়েল, লিস্ট কস্ট রুট ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্টক ইন ট্রানজিট নিরূপণের লক্ষে খাদ্য অধিদপ্তর হতে 'টেকনোহেভেন কনসোর্টিয়াম'-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পথখাতের মজুতের বিষয়ে উল্লেখ করা হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের প্রচলিত রিপোর্টিং সিস্টেম ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে এফএও কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। এতে সাপ্তাহিকভিত্তিতে সরাসরি, পথখাতের খাদ্যশস্য-এর কোনো রিপোর্টিং পদ্ধতি ছিল না। এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে সাপ্তাহিক মজুত প্রতিবেদন ও সাপ্তাহিক ইনভয়েস বিবরণীর ভিত্তিতে পথখাতের মজুত হিসাব করে থাকে। 'টেকনোহেভেন কনসোর্টিয়াম'-এর মতে এমআইএসঅ্যান্ডএম কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে নিম্নরূপ কারণে প্রকৃত হিসাব প্রতিফলিত হয় না :

(১) ভি-ইনভয়েস এর প্রেরকের প্রাপ্তি কপি (২য় কপি) পূরণ ও প্রতিস্বাক্ষর হয়ে প্রেরকের নিকট পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটে;

(২) নির্দিষ্ট ভি-ইনভয়েস-এর অনুকূলে প্রেরিত খাদ্যশস্য প্রাপক কর্তৃক প্রাপ্তি হলেও যতক্ষণ প্রেরকের প্রাপ্তি কপি প্রেরকের নিকট ফেরত না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেরক ঐ ইনভয়েসের মাধ্যমে প্রেরিত খাদ্যশস্য পথখাতে দেখাতে থাকে;

(৩) এফএও কর্তৃক প্রবর্তিত রিপোর্টিং পদ্ধতি সাপ্তাহিক। ফলে সপ্তাহের বৃহস্পতিবার প্রাপ্তি হলেও ঐ চালানের প্রাপ্তি সাপ্তাহিক ইনভয়েস প্রতিবেদন, (সইব) পরবর্তী সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে দেখানো হয়;

(৪) ভি-ইনভয়েস পাওয়া না গেলে, প্রেরক কোনো চালান প্রেরণের ১৫ দিন পর ভি-ইনভয়েস অনুসন্ধানপত্র জারি করেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে একটি অনুসন্ধানপত্রের জবাব পেতে দুই মাস সময় লেগে যায়;

(৫) প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাদের নিকট ভি-ইনভয়েস প্রতিস্বাক্ষরের জন্য অযৌক্তিক সময় ধরে পড়ে থাকে। ফলে প্রাপক কর্তৃক পরিবাহিত খাদ্যশস্য প্রাপ্তির পরও প্রেরক কর্তক ঐ চালানকে পথখাতে দেখানো হয়ে থাকে;

(৬) মোবাইল/ই-মেইলে চালান প্রাপ্তির খবর দিলে ঐ খবর অফিশিয়ালি গ্রহণ করা হয় না। বর্তমানে প্রচলিত রিপের্টিং পদ্ধতিতে উপরিউক্ত কারণগুলোর জন্য যথাযথ পথখাতের হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়।

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন এলএসডি, সিএসডি এবং সাইলোসমূহে খাদ্যশস্যের মজুত, বিভিন্ন সূচির অধীন প্রেরিত ও প্রাপ্ত মালের হিসাব পথখাতের প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সাময়িকভাবে উক্ত পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও যথাযথ তথ্যের অভাবে এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সে পরিপ্রেক্ষিতে পথখাতে খাদ্যশস্যের (ধান, চাল ও গম) যথাযথ পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় থেকে নিয়মিতভাবে পথখাতে খাদ্যশস্যের তথ্য খাদ্য অধিদপ্তরে থাকা আবশ্যক। পথখাতে খাদ্যশস্যের হিসাব রূপণের লক্ষ্যে ৬ (ছয়)টি ছক প্রণয়ন করা হয়েছে।

'ছ'-সমূহ নিম্নরূপে সংশ্লিষ্ট প্রেরক কর্তকর্তাগণ পূরণ করে খাদ্য অধিদপ্তরে এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগে প্রেরণ করবেন।

১৮.২ খাদ্যশস্যের পথখাতে হিসাব নিরূপণের জন্য প্রণীত ছকসমূহ (Tools)

১.	প্রেরণ কেন্দ্র/এলএসডি/সিএসডি/বন্দর/ঘাট/সাইলোসমূহ ছক	ছক 'ক'
২.	প্রেরক উপজেলাসমূহ	ছক 'খ'
৩.	প্রেরক জেলাসমূহ	ছক 'গ'
৪.	চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা	ছক 'ঘ'
৫.	প্রেরক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকসমূহ	ছক 'ঙ'
৬.	এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	ছক 'চ'

১৮.৩ পথখাতে খাদ্যশস্যর হিসাব নিরূপণ পদ্ধতি

১. সংশ্লিষ্ট প্রেরণকারী কর্মকর্তাগণ প্রণীত ছক 'ক' পূরণ করে চলতি মাসের হিসাব প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মজুত প্রতিবেদনের সঙ্গে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন এবং জেখানিকে একটি অনুলিপি দিবেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল এলএসডির একত্রিত হিসাব মাসিক (শেষ সপ্তাহের) প্রতিবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেখানির দপ্তরে প্রেরণ করবেন। পণ্যওয়ারি হিসাব প্রেরণ করতে হবে। মন্তব্য কলামে ১ (এক) মাসের ঊর্ধ্বে অপ্রাপ্ত ইনভয়েসের সংখ্যা প্রাপক কেন্দ্রের নামসহ উল্লেখ করতে হবে।

২. উখানি ছক 'খ' পূরণ করে সংশ্লিষ্ট জেখানির নিকট প্রেরণ করবেন।

৩. ম্যানেজার সিএসডি ছক 'ক' পূরণ করে সাপ্তাহিক মজুত প্রতিবেদনের সঙ্গে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাবেন।

৪. জেখানি ছক 'গ' পূরণ করে প্রেরক আখানির নিকট প্রেরণ করবেন।

৫. পোর্ট/জেটি ঘাটসমূহ হতে প্রেরিত মালামালের পথখাতের হিসাব ছক 'ক' পূরণ করে চসনির বরাবরে পাঠাবেন।

৬. চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ ছক 'ঘ' পূরণ করে সংশ্লিষ্ট আখানির দপ্তরে মাসিক মজুত (মাসের শেষ সপ্তাহের) প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৭. সাইলো অধীক্ষকগণ ছক 'ক' পূরণ করে পথ খাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আখানির দপ্তরে মাসিক (মাসের শেষ সপ্তাহের) মজুত প্রতিবেদকের সঙ্গে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৮. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তাঁর অধীন সকল জেলা, চসনি ও সাইলোসমূহ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন একত্রিত করে বিভাগের একটি সমন্বিত পথখাত প্রতিবেদন ছক 'ঙ' পূরণ করে মাসের শেষ সপ্তাহের মজুত প্রতিবেদনের সঙ্গে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগে প্রেরণ করবেন এবং একটি কপি পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৯. এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ মাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত পথখাতে খাদ্যশস্যের বিভাগীয় প্রতিবেদনসমূহ একত্রিত করে ছক 'চ' অনুযায়ী পথখাতে জাতীয় খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ সংকলন করবেন। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরকে মাসিক মজুত প্রতিবেদনের সঙ্গে জাতীয় পথখাতের হিসাবও পাঠাতে হবে।

'টেকনোহেভেন কনসোর্টিয়াম' কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৬ (ছয়)টি ছক যাচাইয়ের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু মতামত সংবলিত তথ্য পাওয়া যায়নি। খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় যে, ছকটি পূরণ করা কষ্টসাধ্য, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে জটিল। বিভিন্ন পর্যায়ে ছকটি বিভিন্নতা ও জটিলতার কারণে উক্ত ছকে তথ্য প্রেরণ করা মাঠ পর্যায়ের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

পথখাতের পরিমাণ নিরূপণের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ৩ (তিন)টি ছক (ছক 'ক' 'খ' 'গ') প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে উক্ত ছকসমূহের মাধ্যমে মাসিক তথ্য সংগ্রহ করে পথখাতের হিসাব নিরূপণ করা সম্ভব হবে। জেলা, আঞ্চলিক ও অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত সূচিসমূহ মনিটরিং করে প্রদত্ত ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ জেলা, বিভাগ ও খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন Consolidated করে চলাচর সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। নিম্নে ছকসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১. প্রেরক এলএসডি/সিএসডিসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রদত্ত ছক 'ক' পূরণ করে পূর্ববর্তী ও চলতি মাসের হিসাব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল এলএসডি/সিএসডির একত্রিত হিসাব মাসের শেষ সপ্তাহের প্রতিবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আখানির দপ্তরে প্রেরণ করবেন। পণ্যওয়ারি হিসাব প্রেরণ করতে হবে;

২. পোর্ট/জেটি ঘাটসমূহ হতে প্রেরিত মালামালের ছক 'ক' অনুযায়ী প্রতিবেদন চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ সংশ্লিষ্ট আখানির দপ্তরে মাসিক (মাসের শেষ সপ্তাহে) মজুত প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

৩. সাইলো অধীক্ষকগণ প্রদত্ত ছক 'ক' অনুযায়ী পথখাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আখানির দপ্তরে মাসিক (মাসের শেষ সপ্তাহে) মজুত প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রেরণ করবেন;

৪. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তাঁর অধীন সকল জেলা, পোর্ট, জেটি, ঘাট সাইলোসমূহ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন একত্রিত করে বিভাগের একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের প্রতিবেদনের সঙ্গে খাদ্য অধিদপ্তরে এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগে প্রেরণ করবেন এবং একটি কপি পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

৫. এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ মাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত পথখাতে খাদ্যশস্যের বিভাগীয় প্রতিবেদন একত্রিত করে পথখাতে খাদ্যশস্যের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করবেন;

৬. প্রেরক কর্মকর্তাগণ (এলএসডি/সিএসডি/সাইলো) কর্তৃক প্রেরিত খাদ্যশস্য ১ (এক) মাসের উর্ধ্বে প্রাপক কর্তৃক অপ্রাপ্ত থাকলে ছক 'খ' অনুযায়ী বিস্তারিত প্রতিবেদন উপরিউক্ত নিয়মে প্রেরণ ও সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করবেন; এবং

৭. এ ছাড়া ছক ‘গ’ অনুযায়ী প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহের মজুত প্রতিবেদনের সঙ্গে চুরি/আত্মসাৎ, বিনষ্ট/ধ্বংস, নৌকা/বার্জ/কার্গো ডুবি, ট্রাক/ওয়াগন হারানো ইত্যাদি হিসাব জেলা ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রস্তুতপূর্বক এমআইএস অ্যান্ডএম বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ কর্তৃক একীভূত হিসাব প্রণয়ন করতে হবে।

১৮.৩.১ ছক ‘খ’

বিগত ০১ (এক) মাস/তদূর্ধ্ব যে সকল ইনভয়েস/চালান/অন্যান্য তথ্যের বিপরীতে কোনো মালামাল কেন্দ্রে পাওয়া যায়নি তার পরিমাণ এবং বিশ্লেষণ (ফর্ম ‘ক’-এর ১৩ নং কলামে উল্লিখিত তথ্যের বিশ্লেষণ)

পণ্য:

কেন্দ্রের নাম ....

উপজেলা ....

জেলা ....

ক্রমিক নং	সূচি নং ও তারিখ ইনভয়েস নং ও তারিখ	প্রেরক	প্রাপক	পরিবহণকারী ব্যক্তি/সংস্থার নাম, ঠিকানা	রেজিঃ নং	ইনভয়েস/অন্যান্য তথ্য অনুযায়ী প্রেরিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ	অপ্রাপ্তির কারণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

প্রেরণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষর	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষর	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষর

চুরি/আত্মসাৎ, বিনষ্ট/ধ্বংস, নৌকা/বার্জ/কার্গো ডুবি এবং ট্রাক/ওয়াগন হারানোর হিসাব

ক্রমিক	খ্রিষ্টাব্দ	চুরি/আত্মসাৎ (মে. টন)				বিনষ্ট/ধ্বংস (মে. টন)				নৌকা/বার্জ ডুবি (মে. টন)				ট্রাক/ওয়াগন হারানো (মে.টন)				মন্তব্য
		চাল	গম	ধান	মোট	চাল	গম	ধান	মোট	চাল	গম	ধান	মোট	চাল	গম	ধান	মোট	
সর্ব মোট=																		

চলাচল ম্যানুয়েলটি যথাযথ অনুসরণে চলাচল কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন

খাদ্যশস্য চলাচল ম্যানুয়েল কখনো খাদ্য বিভাগে ছিল না। এই প্রথম চলাচল ম্যানুয়েল প্রণীত হলো। সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারি আদেশ, নীতিমালা, সার্কুলার, বিধি-বিধান ইত্যাদি বিবেচনা করে ম্যানুয়েলটি

প্রণয়ন করা হয়েছে। এর যথাযথ অনুসরণে আশা করা যায় সরকারি খাদ্যশস্য চলাচল কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন আসবে। সম্ভাব্য গুণগত পরিবর্তনগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. খাদ্যশস্য চলাচলের জন্য আগাম পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে;
২. পরিকল্পনার আলোকে অপেক্ষাকৃত যথাযথ ও লাগসই খাদ্যশস্য চলাচলসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে;
৩. পিএফডিএস খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিত করা সহায়ক হবে;
৪. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের সফলতার উপর সুপ্রভাব পড়বে;
৫. খাদ্য ডিপোগুলোর খালি জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে;
৬. সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ম্যানুয়েলটি খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়ন, সূচি প্রণয়ন প্রেরণ, পরিবহণ, হস্তার্পণ ও প্রাপ্তি কর্মযজ্ঞে গাইড বই হিসাবে কাজে লাগবে;
৭. স্বচ্ছ ও যথাযথ সূচি প্রণয়নে এবং খাদ্যশস্য চলাচল কার্যক্রমকে আরও দক্ষ করতে এটা সহায়ক হবে;
৮. স্বল্পব্যয় পথ নিরূপণ করে চলাচলসূচি জারি করা সহজ হবে;
৯. পথখাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানা সহজ হবে;
১০. ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট, মাল্টিপল মুভমেন্ট, ক্রস মুভমেন্ট ও অপ্রয়োজনীয় চলাচল পরিহার করা সম্ভব হবে;
১১. খাদ্যশস্য পরিবহণকালে যানবাহন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে;
১২. পরিবহণ ঠিকাদারের চুক্তির মেয়াদ শেষে না-দাবি সনদ প্রদান সহজতর হবে;
১৩. খাদ্যশস্য ডিপোগুলোর মধ্যে কীট-বালাই বিস্তার ও দেশান্তর (মাইগ্রেশন) নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর হবে;
১৪. পরিবহণ ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যমটি ব্যবহারে আর্থিক সাশ্রয় হবে;
১৫. Least Cost Route নির্ধারণে ম্যানুয়েলটি সহায়ক হবে। বহুল ব্যবহৃত রুটগুলো সফটওয়্যারে রাখা হয়েছে; এবং
১৬. সর্বোপরি খাদ্যশস্য চলাচল কার্যক্রমে একটি আধুনিক-দক্ষ-মিতব্যয়ী ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হবে।

রেফারেন্স গ্রন্থপঞ্জি, খাদ্য আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা

১. বেঙ্গল পলিটিক্স, ডকুমেন্টস অব দি রাজ, খণ্ড-২, ১৯৪০-১৯৪৩। এডিটরস-এনায়েতুর রহিম, জয়সি এল. রহিম। প্রকাশক-দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি। রেডক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল সি/এ পোস্ট বক্স-২৬১১, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। প্রথম প্রকাশকাল-১৯৯৯ খ্রি.। ISBN-৯৮৪
২. বেঙ্গল পলিটিক্স, ডকুমেন্টস অব দি রাজ, খণ্ড-৩, ১৯৪৪-১৯৪৭। এডিটরস-এনায়েতুর রহিম, জয়সি এল; রহিম। প্রকাশক-দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি। রেডক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল সি/এ পোস্ট বক্স-২৬১১, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। প্রথম প্রকাশকাল-২০০০ খ্রি.। ISBN-৯৮৪০৫১৫০০৪
৩. বন্দর থেকে বন্দরে, খণ্ড-১, লেখক মোহাফেজ আলী। প্রকাশক-মাহাবুব খান, পলল ৪৭, আজিজ সুপার মার্কেট (নিচতলা), প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ISBN-৯৮৪-৬০৩
৪. বন্দর থেকে বন্দরে, খণ্ড-২, লেখক মোহাফেজ আলী। প্রকাশক-মাহাবুব খান, পলল ৪৭, আজিজ সুপার মার্কেট (নিচতলা), প্রকাশকাল-২০০৯, ISBN-৯৮৪-৬০৩-০৩২-০
৫. দিগ দর্শন, ২য় খণ্ড, লেখক-মুহ আজিজুর রহমান, প্রকাশক-নিজ, বগুড়া
৬. Reorganization of DG Food-১৯৮৪
৭. বাংলাদেশের সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা, লেখক-মোহাফেজ আলী। প্রকাশক-ইউএসএইড ও প্রগতি বাংলাদেশ, ৫৪/এ, রোড নং-১৬, বনানী, ঢাকা। প্রকাশকাল-২০১২।
৮. The Essential Articles (Price control and Anti-Hoarding) Act, 1953

৯. The Control of Essential Commodities Act, 1956

১০. The food (Special Courts) Act, 1856

১১. The Essential Commodities Act, 1957

১২. চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮

১৩. Declaration of CSD and LSD as Protected Place, ১৯৭২

১৪. Rules of Business, Ministry of Food, ২০০০-২০০৯

১৫. জাতীয় খাদ্য নীতিমালা, ২০০৬

১৬. খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮

১৭. Poverty and Famines, Oxford University Press (OUP), 1999, Amartya Sen.

১৮. Out of the Shadow of Famine Evolving food Markets and Food Policy in Bangladesh, The John Hopkins University Press, 2000, Raisuddin Ahmed, et. al (ads).

১৯. Institutional Assessment of The Food Planning and Monitoring Unit (FPMU), NFPCSP, 2009 Working Paper on Desirability and introducing food stamps in Bangladesh, 2008. National Food Policy Capacity Strengthening Program (NFPCSP)-TAT.

২০. An Introduction to the Principles of Inspection,, Milling and Storage of Foodgrains. Director of Inspection, Control & Training, Ministry of Food. H. Rahman.

২১. A Study of Food Aid Leakage in Bangladesh. International Food Policy Research Institute, USA, October 7, 2003, Akhter U. Ahmed, et. Al.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৪

তারিখ : ৫ ভাদ্র ১৪২৭ / ২০ আগস্ট ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : **সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত বস্তায় খাতভিত্তিক "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, রং ক্রয় এবং শ্রমিক মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে খাদ্য বিভাগের মাঠপর্যায়ে এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্য অধিদপ্তরের গত ১০.০২.২০২০ তারিখের ৭০ নং পরিপত্র অনুযায়ী পিএফডিএস খাতে টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিলিকৃত বস্তার গায়ে 'বিতরণকৃত' স্টেনসিল মার্ক প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তর হতে গত ০৬-০৮-২০২০ খ্রি. তারিখের ৫৯৭ নং স্মারকে সরকারি খাদ্য গুদাম হতে ডি. ও. মূলে ডিলারকে চাল সরবরাহ দেওয়ার পূর্বে বস্তার গায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির জন্য বিতরণকৃত সিলমোহর প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে মাঠপর্যায়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে। এক্ষণে, বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তা দেখে সহজে বিতরণের খাত ও সময়কাল চিহ্নিত করার জন্য 'বিতরণকৃত' সিলে খাতের নাম ও সাল সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এমতাবস্থায়, "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক তৈরির সরঞ্জামাদি-সিল, রং, ট্রে, সাদা গাম (Acrylate Polymer), ফোম, ব্রাশ ইত্যাদি ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং বর্ণিত কাজের শ্রমিক মজুরি পরিশোধ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত নির্দেশনা অবিলম্বে অনুরসণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো :

১. গুদাম থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ দেওয়ার প্রাক্কালে প্রতিটি বস্তার গায়ে নমুনা অনুযায়ী খাতভিত্তিক অমোছনীয় লাল রঙের "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান করতে হবে। স্টেনসিলটি অবশ্যই কম্পিউটার কম্পোজ করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই অমোছনীয় রং ব্যতীত অন্য কোনো রং ব্যবহার করা যাবে না;

২. স্টেনসিলটি হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেম (৮.২৫ ইঞ্চি × ৪.২৫ ইঞ্চি) ও রাবার স্ট্যাম্পে ((৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি) দ্বারা তৈরি করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এ পরিমাপের চেয়ে ছোট করা যাবে না;

৩. ১/২ লিটার রেড হান্ড্রেড রংয়ের সাথে ২ লিটার ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল কালি/রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করতে হবে এবং ট্রের মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার স্ট্যাম্পে ছাপ দিয়ে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় স্টেনসিল মার্ক প্রদান করতে হবে;

৪. স্টেনসিলটিতে নমুনা অনুযায়ী "বিতরণকৃত" শব্দটির অক্ষরসমূহ ২ সে. মি. এবং তার নিচে "এলএসডির নাম" "খাতের নাম" ও "সন" ১.৫ সে. মি. হতে হবে;

৫. সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় স্টেনসিল সরঞ্জামাদি ও রং বা অমোছনীয় কালি ক্রয় বাবদ যাবতীয় ব্যয় কোড নং-৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সিল খাত থেকে সরকারি বিধি মোতাবেক ব্যয় নির্বাহ করা হবে। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং সিএসডি কার্যালয়সমূহের অনুকূলে উক্ত কোডে বাজেট সংস্থান রয়েছে;

৬. সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় খাতভিত্তিক 'বিতরণকৃত' সিল প্রদানের জন্য একটি এলএসডি/সিএসডির জন্য বছরভিত্তিক (Calendar Year) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাতভিত্তিক সিল তৈরি করতে হবে। তবে এলএসডি/সিএসডি'র কাজের পরিধি অনুসারে সিলের সংখ্যা কম/বেশি হতে পারে;

৭. স্টেনসিল প্রদান কাজ "শ্রম হস্তার্পণ ঠিকাদার দ্বারা নিয়েজিত শ্রমিকদের দ্বারা" পূর্ব নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত কাজ হিসেবে এ কাজ সংযুক্ত করে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ কাজের জন্য সরকার নির্ধারিত ব্যয় প্রদান করা হবে, যা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তীতে জানানো হবে, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যয় কোড নং-৩২৫৪১০৬-খাদ্য খালাস ব্যয় খাত হতে নির্বাহ করতে হবে। শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত বিল সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মনিটরিং করবেন। এ কাজে নিয়োজিত শ্রমিককে অবশ্যই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে;

৮. নিম্নোক্ত নমুনা মোতাবেক স্টেনসিল তৈরি করতে হবে, নিম্নে স্টেনসিলের খাতভিত্তিক ২টি নমুনা প্রদান করা হলো:

সিল প্রদানের পর

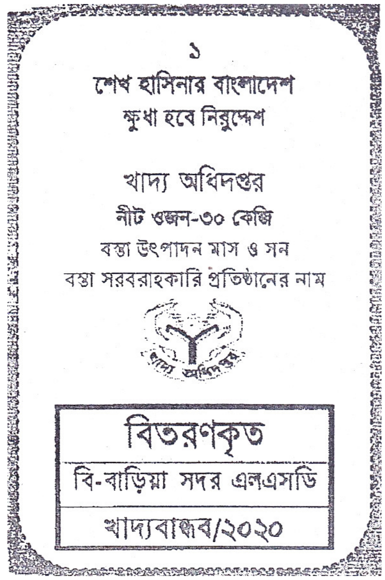

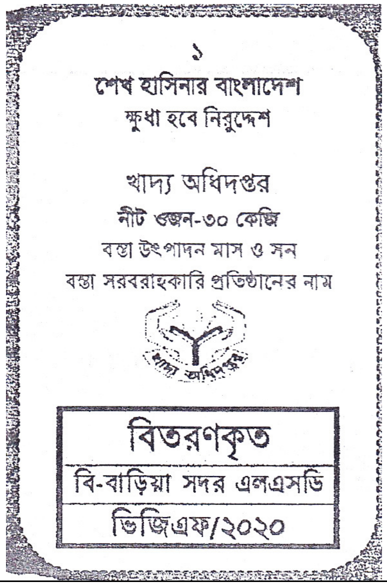

৯. নমুনায় প্রদত্ত দুটি খাত ছাড়াও অন্যান্যখাত যেমন-ওএমএস, বিশেষ ওএমএস, ভিজিডি, জিআর, পুলিশ রেশন, বিজিবি রেশন, সেনাবাহিনী, কাবিখাসহ আরও অন্যান্য খাতভিত্তিক "বিতরণকৃত" স্টেনসিল তৈরি করতে হবে (পরিশিষ্ট-'ক');

১০. এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে খাতভিত্তিক "বিতরণকৃত" স্টেনসিল প্রদান না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.২৯২ তারিখ : ১৩ আষাঢ় ১৪২৭ / ২৭ জুন ২০২০

প্রাপক:

১. প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা
২. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/রংপুর/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/সিলেট
৩. সাইলো অধীক্ষক, চট্টগ্রাম সাইলো/নারায়ণগঞ্জ সাইলো/সান্তাহার সাইলো/আশুগঞ্জ সাইলো/খুলনা সাইলো
৪. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
৫. চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খুলনা/চট্টগ্রাম

বিষয়: **ভি-ইনভয়েসসূত্রে খাদ্যশস্য প্রেরণ, প্রেরিত খাদ্যশস্য সরকারি মজুতে যথাযথভাবে গ্রহণ, প্রতিস্বাক্ষরিত ইনভয়েসসমূহ যথাক্রমে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ এবং দ্রুত পরিবহণ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।**

সূত্র: ০১। চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৫-০৫-১৯৯৭ খ্রি. তারিখের ৪২২(৫৫০) নং স্মারক;
০২। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৯-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ১৩.০০.০০০০.০২৪.২৭.০০১.১৭-০৯ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ভি-ইনভয়েসসূত্রে খাদ্যশস্য প্রেরণ, প্রেরিত খাদ্যশস্য সরকারি মজুতে যথাযথভাবে গ্রহণ এবং পরিবহণ বিল পরিশোধের স্বার্থে প্রতিস্বাক্ষরিত ইনভয়েসসমূহ যথাসময়ে ডিডিও এর নিকট প্রেরণ করার জন্য সূত্রস্থ স্মারকে পত্র জারি করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে না। ফলে প্রতিস্বাক্ষরিত ইনভয়েস প্রেরণে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে ঠিকাদারগণের পরিবহণ বিল দাখিলে বিলম্ব ঘটছে। যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া প্রতিস্বাক্ষরিত ইনভয়েস প্রেরণে বিলম্বের ফলে খাদ্য পরিবহণ ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে, ফলে একদিকে ঠিকাদারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অন্যদিকে বিল প্রাপ্তির বিলম্বের কারণে খাদ্যশস্য পরিবহণ কার্যক্রমও বিলম্বিত হচ্ছে, যা মোটেও কাম্য নয়। এ প্রেক্ষাপটে ঠিকাদারগণের খাদ্যশস্য পরিবহণ বিল যথাসময়ে পরিশোধের লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিল পরিশোধ কার্যক্রমে পদ্ধতিগত সংস্কার আনতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত কার্যদিবসের মধ্যে ইনভয়েস স্বাক্ষর, প্রতিস্বাক্ষর, প্রতিস্বাক্ষরিত ইনভয়েসসমূহ যথাসময়ে ডিডিও এর নিকট প্রেরণ এবং দ্রুত পরিবহণ বিল পরিশোধের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ক্রঃ নং	বিষয়	সম্পাদনকারী কর্মকর্তা	নির্ধারিত কার্যদিবস	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম
০১	ইনভয়েসের ১ম, ২য় ও ৩য় কপি	প্রেরণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	পণ্য প্রেরণের দিন	ইনভয়েসের “ক” অংশ পূরণপূর্বক পরিবাহক/ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ।
	ইনভয়েসের ৪র্থ কপি			রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ।
	ইনভয়েসের ৫ম কপি			ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিস কপি হিসেবে সংরক্ষণ।

ক্রঃ নং	বিষয়	সম্পাদনকারী কর্মকর্তা	নির্ধারিত কার্যদিবস	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম
০২	ইনভয়েসের ১ম, ২য়, ৩য় কপি স্বাক্ষর (প্রাপ্ত খাদ্য শস্য যাচাই সাপেক্ষে)	প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	পণ্য প্রাপ্তির দিবস	মালামালের প্রাপ্তি স্বীকারপূর্বক ১ম, ২য় ও ৩য় কপি ইনভয়েসের "খ" অংশ পূরণ করে ১ম কপি সাথে সাথে পরিবাহককে ফেরত প্রদান। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক বিল তৈরির জন্য উক্ত ইনভয়েস গ্রহণ।
০৩	ইনভয়েসের ২য় কপি স্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষর		পণ্য প্রাপ্তির সপ্তাহ	২য় কপি ইনভয়েস প্রাপকের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষরসহ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট সাপ্তাহিক প্রাপ্তি বিবরণীর (সপব) সাথে প্রেরণ।
০৪	ইনভয়েসের ৩য় কপি স্বাক্ষর			৩য় কপি ইনভয়েস প্রাপক কেন্দ্রের অফিস কপি হিসেবে সংরক্ষণ।
০৫	ইনভয়েসের ৪র্থ কপি স্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষর	প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং প্রাপকের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৪র্থ কপি প্রাপ্তি সপ্তাহ	প্রাপক ভাকক কর্তৃক ৩য় কপির সাথে ৪র্থ কপি মিলিয়ে "খ" অংশ পূরণ করে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন।
				উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ৪র্থ কপি ইনভয়েসে প্রাপ্ত পণ্য বাস্তবে গৃহীত হয়েছে এবং প্রাপ্তি রেজিস্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে, এলইউএ যাচাই করে গুদাম লেজারের (গল) সংশ্লিষ্ট এন্ট্রির শেষ কলামে তারিখসহ স্বাক্ষর এবং প্রতিস্বাক্ষরকরণ।
				উভয় কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত ৪র্থ কপি ইনভয়েস নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ।
০৬	প্রতিস্বাক্ষরিত ৪র্থ কপি ইনভয়েস প্রাপ্তি পরবর্তী কার্যক্রম	প্রাপক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রণ কারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/মজুত শাখা সংশ্লিষ্ট	৪র্থ কপি প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে	৪র্থ কপি পাওয়ার পর ২য় কপির সাথে মিলিয়ে সঠিক বলে নিশ্চিত হয়ে প্রেরণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট ২য় কপি এবং ৪র্থ কপি প্রেরণ কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ। কোনো অবস্থাতেই এই দুই কপি পরিবাহক/ঠিকাদারের নিকট দেওয়া যাবে না।
০৭	প্রাপক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট হতে ডাকযোগে প্রাপ্ত প্রতিস্বাক্ষরিত ইনভয়েসের ২য় কপি/ঠিকাদারের দাখিলকৃত বিল প্রেরণ	প্রেরণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	প্রাপ্তি দিবসে	৫ম কপি ইনভয়েস/অফিস কপির সাথে প্রাপ্ত প্রাপক কেন্দ্রের প্রতিস্বাক্ষরিত ২য় কপি ইনভয়েস মিলিয়ে সংরক্ষণ করবেন।
				পরিবহণকারীর নিকট হতে প্রাপ্ত ১ম কপি ইনভয়েসসহ বিলটির যথার্থতা নিশ্চিত হয়ে ঐ দিনই জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট বিলটি প্রেরণ।
০৮	প্রাপক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হতে প্রাপ্ত প্রতিস্বাক্ষরিত ৪র্থ কপি ইনভয়েস	প্রেরণ কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	এক কার্যদিবস	সাপ্তাহিক ইনভয়েস বিবরণীর সাথে প্রেরকের পাঠানো বিল ও সংযুক্ত ১ম কপি ইনভয়েস মিলিয়ে দেখে সঠিকভাবে বিবেচিত হলে ঠিকাদারের বিল পরিশোধের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট ডিডিও'র নিকট প্রেরণ।

ক্রঃ নং	বিষয়	সম্পাদনকারী কর্মকর্তা	নির্ধারিত কার্যদিবস	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম
০৯	সকল শ্রেণির পরিবহণ ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিল অগ্রায়ন	সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কার্যালয়	এক কার্যদিবস	প্রাপক কেন্দ্র হতে প্রতিস্বাক্ষরিত ২য়/৪র্থ কপি ইনভয়েস প্রাপ্তি সাপেক্ষে এক কার্যদিবসের মধ্যে বিল অগ্রগামীর ব্যবস্থা গ্রহণ।
১০	সকল শ্রেণির ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিল পরিশোধ	সংশ্লিষ্ট আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তা	বিল দাখিলের ৩ কার্যদিবস	বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিল যাচাইপূর্বক ৩ কার্যদিবসের মধ্যে পরিবহণ ঠিকাদারের বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বর্ণিতাবস্থায়, ভি-ইনভয়েসে পণ্য প্রেরণ ও পণ্য প্রাপ্তির উপরোক্ত ধাপসমূহে বর্ণিত সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ইনভয়েস স্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক পরবর্তী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ সড়ক/নৌ পরিবহণ ঠিকাদারগণের বিল ২ সপ্তাহ, বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদারদের বিল ৩ সপ্তাহ, পিএমসি/আঞ্চলিক নৌপরিবহণ ঠিকাদারদের বিল ৪/৫ সপ্তাহ, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদারদের বিল ৪ সপ্তাহ, রেল ঠিকাদারদের বিল ৪/৫ সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধের জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ভি-ইনভয়েস স্বাক্ষর-প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক সময়মত যথাস্থানে প্রেরণ এবং ঠিকাদারের পরিবহণ বিল পরিশোধে অহেতুক বিলম্ব বা হয়রানি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.৩৫৪

তারিখ : ৫ বৈশাখ ১৪২৭ / ১৮ এপ্রিল ২০২০

বিষয় : এলএসডি/সিএসডির সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ব্যবহার সম্পর্কিত জরুরি নির্দেশনা।

সূত্র : চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ২১-১১-২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯-৯১৮ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের আওতায় ৮.০০ লক্ষ মে. টন বোরো ধান, ১০.০০ লক্ষ মে.টন বোরো সিদ্ধ চাল, ১.৫০ লক্ষ মে. টন বোরো আতপ চাল, ৭৫,০০০ মে. টন অভ্যন্তরীণ গম ও ২.৫০ লক্ষ মে. টন গম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আগামী ৪ মাসে বিপুল পরিমাণ অর্থাৎ ২২.৭৫ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য সংগ্রহপূর্বক গুদামে মজুত করতে হবে। ইতিপূর্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে সারাদেশের এলএসডি ও সিএসডিসমূহে পরিকল্পিত উপায়ে খামাল গঠনপূর্বক গুদামের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য সুত্রস্থ স্মারকে পরিপত্র জারি করা হয়। উক্ত পরিপত্রের আলোকে নিম্নরূপ নির্দেশনা নিবিড়ভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো:

১) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই চাল ও গমের প্রতিটি খামাল ১৩০-১৩৫ মে. টন এবং ধানের ক্ষেত্রে ৮৫-৯০ মে. টন করে গঠন করতে হবে; এক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে খামালসমূহ পরিচর্যা ও রুটিন স্প্রে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

২) সারাদেশে সকল প্রকার চলাচল সূচির আওতায় সংগৃহীতব্য ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য এক কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলেও প্রাপক কেন্দ্রেও আবশ্যিকভাবে অনুরূপ সাইজের (১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত) খামাল গঠন করতে হবে;

৩) "খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য চলাচলসূচি প্রণয়ন নীতিমালা-২০০৮" এর ৭.১(খ) মোতাবেক অগ্রবর্তী চলাচলের সুযোগসম্বলিত কেন্দ্রসমূহে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য দ্বারা পূর্ণ না হলে সেক্ষেত্রে আইআরটিসি/ ডিআরটিসি সূচি জারি করে কেন্দ্রসমূহের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

৪) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ স্ব স্ব বিভাগে নিবিড় তদারকি করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

উপরোক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(সারোয়ার মাহমুদ)
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.১৭৫

তারিখ : ৭ ফাল্গুন ১৪২৬
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রাপক:

১) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/রংপুর/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/সিলেট
২) সাইলো অধীক্ষক, চট্টগ্রাম সাইলো/নারায়ণগঞ্জ সাইলো/সান্তাহার সাইলো/আশুগঞ্জ সাইলো/খুলনা সাইলো।

বিষয়: সরকারি খাদ্যশস্যবাহী ট্রাক, নৌযান, ওয়াগনে সিলগালাকরণ।

সূত্র: চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১১-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭-২১১ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্যশস্য প্রেরণ-প্রাপ্তিকালে করণীয় নির্দেশনা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন সূত্রস্থ স্মারকে জারি করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপণের ০৭ নং ক্রমিকে "প্রেরণকালে প্রেরণকারী ও ঠিকাদার/প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরিত সিলগালাকৃত নমুনা ট্রাক/নৌযান/ওয়াগনের সাথে দিতে হবে; ঠিকাদার উক্ত সিলগালাকৃত নমুনা অক্ষত অবস্থায় প্রাপক কেন্দ্রে বুঝিয়ে দিবেন;" এবং ০৮ নং ক্রমিকে "বোঝাইকৃত খাদ্যশস্য নিশ্ছিদ্র ওয়াটার প্রুফ ত্রিপল দ্বারা আবদ্ধ করে রশি দ্বারা বেধে প্রেরণকারী ও ঠিকাদার/বৈধ প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক পয়েন্টে সিলগালা করার পর ট্রাক/নৌযান ওয়াগন ছাড়তে হবে;" নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে উক্ত নির্দেশনা পরিপালন না করায় খাদ্যশস্য পরিবর্তন এবং পরিবহণ ঘাটতির ঘটনা ঘটছে। যা খুবই অনাকঙ্খিত ও অনভিপ্রেত।

এমতাবস্থায়, সূত্রস্থ স্মারকের প্রজ্ঞাপণের ০৭ নং ও ০৮ নং ক্রমিকে নির্দেশনার আলোকে প্রেরণকালে প্রেরণকারী ও ঠিকাদার/প্রতিনিধি যৌথ স্বাক্ষরিত সিলগালাকৃত নমুনা ট্রাক/নৌযান/ওয়াগনের সাথে দেওয়া, ঠিকাদার উক্ত সিলগালাকৃত নমুনা অক্ষত অবস্থায় প্রাপক কেন্দ্রে বুঝিয়ে দেওয়া এবং বোঝাইকৃত খাদ্যশস্য নিশ্ছিদ্র ওয়াটার প্রুফ ত্রিপল দ্বারা আবদ্ধ করে রশি দ্বারা বেধে প্রেরণকারী ও ঠিকাদার/বৈধ প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক পয়েন্টে সিলগালা করার পর ট্রাক/নৌযান/ওয়াগন ছাড়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
e-mail: dmss@dgfood.gov.bd
web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০২৪.১৮-৭০ তারিখ : ১০/০২/২০২০

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান।

বর্তমানে এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিলিকৃত বস্তার গায়ে বিতরণ সম্পর্কিত কোন স্টেনসিল মার্ক প্রদান করা হয় না। টিআর, কাবিখা, খাদ্যবান্ধব, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ওএমএস ও ইপি-ওপিসহ বিভিন্নখাতে খাদ্য অধিদপ্তরের স্টেনসিলকৃত বস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। পাটের বস্তা পুনঃব্যবহারযোগ্য বিধায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের সরকারি স্টেনসিলকৃত খালিবস্তা ধান চাল ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। খাদ্য গুদাম থেকে খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তায় বিতরণের পর এ বস্তার দায়-দায়িত্ব খাদ্য অধিদপ্তরের উপর বর্তায় না। বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের স্টেনসিলকৃত খালিবস্তায় চাল/গম বস্তাবন্দি করে ব্যবহারের ফলে প্রায়শ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে, সরকারিভাবে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এমতাবস্থায়, পিএফডিএস খাতে টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের স্টেনসিলকৃত বস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণকালে "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অবিলম্বে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো:

১) গুদাম থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ দেওয়ার প্রাক্কালে প্রতিটি বস্তার গায়ে নমুনা অনুযায়ী অমোচনীয় লাল রংয়ের "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান করতে হবে; স্টেনসিলটি অবশ্যই কম্পিউটার কম্পোজ করতে হবে;

২) স্টেনসিলটি হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেম (৮.২৫ ইঞ্চি × ৪.২৫ ইঞ্চি) ও রাবার স্ট্যাম্প (৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি) দ্বারা তৈরি করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এ পরিমাপের চেয়ে ছোট করা যাবে না;

৩) ১/২ লিটার রেড হান্ড্রেড রংয়ের সাথে ২ লিটার ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল কালি/রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা যেতে পারে এবং ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার স্ট্যাম্পে ছাপ দিয়ে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় স্টেনসিল মার্ক প্রদান করতে হবে;

৪) স্টেনসিলটিতে নমুনা অনুযায়ী "বিতরণকৃত" শব্দটির অক্ষরসমূহ ২ সে. মি. এবং তার নীচে "এলএসডির নাম" ও "সন" ১.৫ সে. মি. হতে হবে;

৫) নিম্নোক্ত নমুনা মোতাবেক স্টেনসিল তৈরি করতে হবে, স্টেনসিলটির নমুনা নিম্নরূপ:

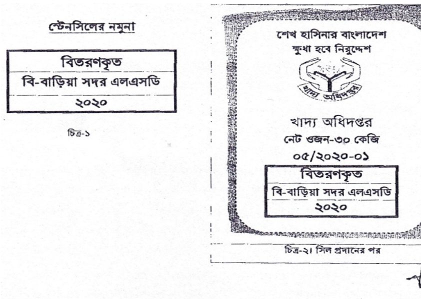

চিত্র-১
চিত্র-২। সিল প্রদানের পর

(সারোয়ার মাহমুদ)
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
e-mail: dmss@dgfood.gov.bd
web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭-২১১ তারিখ : ১১/০৫/২০১৯ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

খাদ্যশস্য প্রেরণ-প্রাপ্তিকালে করণীয় নির্দেশনা:

সম্প্রতি কোনো কোনো কেন্দ্রে সূচির আওতায় খাদ্যশস্য প্রেরণকালে ট্রাক/নৌযান/ওয়াগনে বিনির্দেশ বহির্ভূত এবং স্টেনসিলবিহীন খাদ্যশস্য বোঝাই করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাপককেন্দ্র হতে ঠিকাদারকে খাদ্যশস্য বোঝাই না করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ট্রাক/নৌযান/ওয়াগনসমূহ যথাসময়ে খালাস না করায় হয়রানির শিকার হচ্ছেন মর্মে প্রতিকার চেয়ে পরিবহণ ঠিকাদারগণ খাদ্য অধিদপ্তরে আবেদন করছেন। এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলাচল সূচি বাস্তবায়িত না হওয়ায় স্থান সংকটের কারণে খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং সময়মত পিএফডিএস বিতরণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে খাদ্য বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে, যা মোটেও কাম্য নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রেরণ ও প্রাপক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ যথা : জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষকগণ নিয়মিত মনিটরিং করে দ্রুত নির্দেশনা প্রদান করলে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। এমতাবস্থায়, জনস্বার্থে নিম্নোক্ত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো:

(১) প্রেরক-প্রাপক কেন্দ্রের স্ব স্ব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষকগণ কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় চলাচলসূচির আওতায় প্রেরণ ও প্রাপ্তিকালে খাদ্যশস্য বোঝাই-খালাস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মপরিধি উল্লেখপূর্বক তদারক কমিটি গঠন করবেন;

(২) তদারক কমিটির উপস্থিতিতে সূচির আওতায় প্রেরিতব্য খাদ্যশস্য বিনির্দেশসম্মত কি না যাচাই করে ১০০% ওজনে বস্তার গায়ে স্টেনসিল যাচাই করে ট্রাক/নৌযান/ওয়াগন বোঝাই দিতে হবে;

(৩) মিল/এলএসডি/সিএসডি'র স্টেনসিলবিহীন বস্তায় খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না। বোঝাইকালে কোনো বস্তায় স্টেনসিল পরিলক্ষিত না হলে তাৎক্ষণিক স্টেনসিল প্রদান করতে হবে;

(৪) ছেঁড়া-ফাটা বস্তা মেরামত না করে প্রেরণ করা যাবে না;

(৫) কোনো অবস্থাতেই কীটাক্রান্ত, বিনির্দেশ বহির্ভূত ও নিম্নমানের খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না। এ ধরনের খাদ্যশস্য বোঝাই করার জন্য ঠিকাদারকে বাধ্য করা যাবে না। ঠিকাদার/তার প্রতিনিধি প্রেরক কেন্দ্রে বোঝাইকালে বিনির্দেশ সম্মত খাদ্যশস্য গ্রহণ করবেন এবং প্রাপক কেন্দ্রে নমুনা মোতাবেক বিনির্দেশ সম্মত খাদ্যশস্য বুঝিয়ে দিবেন;

(৬) প্রেরক কেন্দ্র প্রেরিত খামালের ভৌত বিশ্লেষণ রিপোর্ট ও খামালকার্ডসমূহের ফটোকপি সত্যায়িত করে ইনভয়েসের সাথে ঠিকাদার/প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন;

(৭) প্রেরণকালে প্রেরণকারী ও ঠিকাদার/প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরিত সিলগালাকৃত নমুনা ট্রাক/নৌযান/ওয়াগনের সাথে দিতে হবে। ঠিকাদার উক্ত সিলগালাকৃত নমুনা অক্ষত অবস্থায় প্রাপক কেন্দ্রে বুঝিয়ে দিবেন;

(৮) বোঝাইকৃত খাদ্যশস্য নিশ্ছিদ্র ওয়াটার প্রুফ ত্রিপল দ্বারা আবদ্ধ করে রশি দ্বারা বেঁধে প্রেরণকারী ও ঠিকাদার/বৈধ প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক পয়েন্টে সিলগালা করার পর ট্রাক/নৌযান/ওয়াগন ছাড়তে হবে;

(৯) একই পণ্য একাধিক মাধ্যমে (যেমন- সড়ক ও নৌ) বাঘাবাড়ী/নগরবাড়ী ঘাটে আগত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নৌ-ঠিকাদার/বৈধ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উপরিবর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক বিনির্দেশ/স্টেনসিল যাচাইপূর্বক নৌযানে বোঝাই করবেন। স্টেনসিলবিহীন ও বিনির্দেশ বহির্ভূত খাদ্যশস্য নৌযানে বোঝাই দেওয়া হলে নৌযান বোঝাইকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নৌযান ঠিকাদার উভয়ই দায়ী থাকবেন;

(১০) সূচির বিপরীতে আগত ট্রাক/নৌযান/ওয়াগন আনলোডিং পয়েন্টে প্লেসমেন্টের পর এলএসডি/সিএসডি/বন্দর/ সাইলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সিলগালাকৃত নমুনার সাথে পরিবাহিত খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ, ওজন ও বস্তার গায়ে স্টেনসিল ইত্যাদির সঠিকতা যাচাইপূর্বক খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে হবে। পরিবাহিত খাদ্যশস্যের ওজন, বিনির্দেশ ও বস্তার স্টেনসিল সঠিক পাওয়া না গেলে খালাস কার্যক্রম স্থগিত না করে ত্রুটিপূর্ণ বস্তাসমূহ তদারক কমিটির উপস্থিতিতে পৃথকীকরণপূর্বক খালাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তদারক কমিটি ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যশস্যের বস্তাসমূহের স্টেনসিল পরীক্ষা করে দায়ী কর্মকর্তা/ঠিকাদারকে চিহ্নিত করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

(১১) প্রেরক ও প্রাপক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রেরণ-প্রাপ্তি তদারক কমিটির কাজ মনিটরিং করবেন। তদারক কমিটির প্রতিবেদনে বর্ণিত অনিয়মসমূহের বিষয়ে স্ব স্ব আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ দ্রুত নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ খাদ্য অধিদপ্তরকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন;

(১২) প্রেরক ও প্রাপক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ সূচির আওতায় প্রেরিত খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক ও মেয়াদান্তে চূড়ান্ত প্রেরণ-প্রাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ও সুচি জারি কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করবেন;

(১৩) নৌ-পথে আগত খাদ্যশস্য ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস শুরু ও শেষ করতে হবে, খালাস কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে, শ্রম হ্যান্ডলিং ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক শ্রমিক সরবরাহের বাধ্যবাধকতা সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিশ্চিত করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্য খালাসের ব্যর্থতা প্রাপককেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী, তদারককারী ও মনিটরিংকারী কর্মকর্তাগণের উপর বর্তাবে;

(১৪) প্রাপক কেন্দ্রে আগত খাদ্যশস্যের ট্রাক/নৌযান ওয়াগন খালাস কার্যক্রম সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও অব্যাহত রাখতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ছাড়া কেন্দ্রীয় সূচির অধীন কোনো ট্রাক/নৌযানের গতি পরিবর্তন করা যাবে না।

উপরোক্ত নির্দেশনার কোনো ব্যত্যয় হলে দায়িত্ব অবহেলার কারণে সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

পরিপত্র

স্মারক নং : ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০৪২.১৪-০১

তারিখ : ১৮ পৌষ ১৪২৬ বঃ / ০২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ

বর্তমানে আমন সংগ্রহ ২০১৯-২০ এর আওতায় সারাদেশে একযোগে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ও চালকল মালিকদের কাছ থেকে চুক্তির আওতায় চাল ক্রয় করা হচ্ছে। কৃষকদের অধিক উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি সংগ্রহ মৌসুমে সদাশয় সরকার কর্তৃক সংগ্রহমূল্য ঘোষণা করা হয়ে থাকে। সরকার ঘোষিত সংগ্রহ মূল্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য সরকারি গুদামে সরবরাহকৃত ধানের মূল্য সরাসরি কৃষকের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট মূলে পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রকৃত কৃষকগণ যাতে সরকার ঘোষিত মূল্যে সরকারি গুদামে ধান বিক্রয় করতে পারেন সে জন্য কৃষকবান্ধব সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে মৌসুম ও পণ্যভিত্তিক কৃষক তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। কৃষক নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করা হচ্ছে। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঘরে বসে সরকারি সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে “কৃষকের অ্যাপ” এর সাহায্যে ঘরে বসে নিবন্ধন, ধান বিক্রির আবেদন এবং কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সরাসরি সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি গুদামে ধান-চাল বিক্রয় কার্যক্রমে যাতে কোনরূপ অনিয়ম ও দুর্নীতি না হয় সে জন্য বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে। সম্প্রতি জানা যায় যে সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করার সময় গুদামের শ্রম হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকগণ ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকদের নিকট অর্থ দাবি করছে, যা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। প্রচলিত নিয়মে সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকদের ধান বস্তাবন্দি, বস্তা সেলাই, বস্তায় স্টেনসিল প্রদান, ওজন গ্রহণ, বিক্রিত ধান গুদামে উঠিয়ে খামালজাতকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রতিটি গুদামের নিয়োজিত চুক্তিবদ্ধ শ্রম ও হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণকে চুক্তি অনুয়ায়ী বিল পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু শ্রমিকগণ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কাছ থেকে দৈনন্দিন পারিশ্রমিক না পেয়ে ধান-চাল বিক্রি করতে আসা কৃষক-মিলারগণের নিকট বস্তা প্রতি টাকা আদায়সহ নানাবিধ হয়রানি করছেন যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এমতাবস্থায়, কৃষক-মিলারগণ কর্তৃক সরকারি গুদামে ধান-চাল বিক্রি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো:

১) সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকদের ধান বস্তাবন্দি, বস্তা সেলাই, বস্তায় স্টেনসিল প্রদান, ওজন গ্রহণ, বিক্রিত ধান গুদামে উঠিয়ে খামালজাতকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষক-মিলারদের নিকট হতে শ্রমিকগণ কোনো অর্থ দাবি করতে পারবে না;

২) সরকারি গুদামে খাদ্যশস্য গ্রহণ ও প্রাপ্তিকালে খাদ্যশস্য বোঝাই-খালাস ও আনুষংগিক কাজের জন্য শ্রমিকগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পরিবহণ ঠিকাদার/ঠিকাদার প্রতিনিধির নিকট কোনো অর্থ দাবি করা যাবে না;

৩) এলএসডি/সিএসডি/সইলো/বন্দরে নিয়োজিত চুক্তিবদ্ধ শ্রম ও হ্যান্ডলিং ঠিকাদারগণ সরকারপক্ষের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট স্থাপনাসমূহে শ্রম হ্যান্ডলিংজনিত বিভিন্ন কাজের বিলের ৭৫-৮০% টাকা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকৃত শ্রমিকগণকে দৈনন্দিন পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন;

৪) চুক্তিবদ্ধ শ্রম ও হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের শ্রম ও হ্যান্ডলিংজনিত বিভিন্ন কাজের বিলের ৭৫-৮০% পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয়েছে কি-না তা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/এসএমও/ব্যবস্থাপক/ চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক(খাদ্য)/সাইলো অধীক্ষক ঠিকাদারের বিল পরিশোধের জন্য প্রত্যয়ন করবেন;

৫) এ নির্দেশনা অমান্যকারী শ্রম ও হ্যান্ডলিং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ চুক্তিপত্র মোতাবেক ঠিকাদারের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্তসহ বরখাস্ত করতে পারবে এবং শ্রমিকের দুর্নীতিমূলক কাজ প্রমাণিত হলে উক্ত শ্রমিককে বহিষ্কারসহ ভবিষ্যতে খাদ্য বিভাগীয় গুদামে কাজ করা হতে বিরত রাখার জন্য ঠিকাদারকে নির্দেশ দিতে হবে।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
e-mail: dmss@dgfood.gov.bd
web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.৪৫৯/৯০(খন্ড-১)-২২৮(৭) তারিখ : ০৬/০৪/২০১৭ খ্রি.

বিষয়: **খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন প্রতিটি স্থাপনায় খাদ্যশস্য/খাদ্যসামগ্রীর সঠিক হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন ও হিসাব যাচাই করে স্থাপনাভিত্তিক বিবরণী প্রেরণ।**

সূত্র: চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৫/০৫/১৯৯৭ খ্রি. তারিখের ৪২২(৫৫০) নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ১লা জুলাই/১৯৯২ হতে সংশোধিত ভি-ইনভয়েস প্রবর্তন ও প্রেরিত মালামাল গ্রহণপূর্বক পরিবহণ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সূত্রস্থ স্মারকে বিভিন্ন নির্দেশনাবলী প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয় (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উক্ত নির্দেশনাবলী অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে না: ফলে বিভিন্ন স্থাপনায় কারচুপি ও খাদ্যশস্য/খাদ্যসামগ্রী আত্মসাতের মত ঘটনা ঘটার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার দৌলতগঞ্জ এলএসডিতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের হিসাবে গরমিলের ঘটনা উৎঘাটিত হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এরূপ ঘটনা অন্যান্য স্থাপনায়ও ঘটে থাকতে পারে। খাদ্যশস্য হিসাবের গরমিল এবং কারচুপির ঘটনা না ঘটলেও সকল স্থাপনার হিসাব ও মজুত যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় কিনা, তা যাচাই হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি স্থাপনার (এলএসডি/সিএসডি) ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ (৩১ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত) মাসের খাদ্যশস্য/খাদ্যসামগ্রীর মাসভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করে আগামী ২৫/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রতিবেদন তৈরিকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে এবং পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে:

(১) **সাপ্তাহিক মজুত প্রতিবেদন** : প্রারম্ভিক মজুদ, অন্য কেন্দ্র হতে প্রাপ্তি, সংগ্রহ, মিল হতে চাল প্রাপ্তি, বিলি বিতরণ, অন্য কেন্দ্রে প্রেরণ, মিলে ধান প্রেরণ ও চাল প্রাপ্তি, পরিবহণ ঘাটতি, গুদাম ঘাটতি এবং সমাপ্তি মজুতের হিসাব সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের সাথে মিলিয়ে হিসাবের সঠিকতা যাচাই করতে হবে;

(২) **খাদ্যশস্য প্রাপ্তি :** খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ভি-ইনভয়েস, সাপ্তাহিক প্রাপ্তি বিবরণী,, খামাল কার্ড-গুদাম লেজার-এলএসডি/সিএসডি লেজারে লিপিবদ্ধকরণ, প্রতিস্বাক্ষরিত ভি-ইনভয়েসের ২য় ও ৪র্থ কপি যাচাই করতে হবে।

(৩) **খাদ্যশস্য প্রেরণ :** খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ভি-ইনভয়েস বিবরণী, প্রেরিত ভি-ইনভয়েস, ভি-ইনভয়েস ফেরত প্রাপ্তি, খামাল কার্ড-গুদাম লেজার-এলএসডি/সিএসডি লেজারে লিপিবদ্ধকরণ যাচাই করতে হবে;

(৪) **খাদ্যশস্য বিলি বিতরণ :** খাদ্যশস্য বিলি বিতরণের ক্ষেত্রে ডিও, ডিও বিবরণী, ডস-১, ও ডস-২, খামাল কার্ড-গুদাম লেজার-এলএসডি/সিএসডি লেজারে লিপিবদ্ধকরণ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বরাবরে ইস্যুকৃত ডিও বই এবং ব্যবহৃত ডিও'র হিসাব যাচাই করতে হবে;

(৫) **মিলে ধান প্রেরণ ও চাল প্রাপ্তি :** মিলে ধান প্রেরণ চাল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এম ডি এফ, এম আর এফ, সাপ্তাহিক ছাঁটাই প্রতিবেদন, খামাল কার্ড-গুদাম লেজার-এলএসডি/সিএসডি লেজারে লিপিবদ্ধকরণ, যাচাই করতে হবে;

(৬) **সংগ্রহ :** সংগ্রহের ক্ষেত্রে ওজনমান মজুত সনদ, ওজনমান মজুত বিবরণী, সাপ্তাহিক সংগ্রহ প্রতিবেদন, সংগ্রহ রেজিস্টার, খামাল কার্ড-গুদাম লেজার-এলএসডি/সিএসডি লেজারে লিপিবদ্ধকরণ, ক্রয় কেন্দ্রে সরবরাহকৃত এবং ব্যবহৃত ওজনমান মজুত সনদ এর হিসাব যাচাই করতে হবে।

(৭) সকল প্রতিবেদন/রেজিস্টারে গাণিতিক হিসাব যাচাই করতে হবে।

(৮) এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন/রেজিস্টার যাচাই করতে হবে।

এছাড়াও সূত্রস্থ স্মারকের নির্দেশনানুযায়ী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক ভি-ইনভয়েস প্রতিস্বাক্ষরকরণ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে প্রাপক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা (জেখানি) প্রাপ্তি ইনভয়েসে উল্লিখিত মালামাল সংশ্লিষ্ট প্রাপক কেন্দ্রের রেকর্ডপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা, তা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন (সপব ও সইব) যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে প্রতিস্বাক্ষর করবেন; শুধুমাত্র প্রাপকের স্বাক্ষর দেখে প্রতিস্বাক্ষর করবেন না।

বিষয়টি জরুরি বিবেচ্য।

(চিত্ত রঞ্জন বেপারী)
পরিচালক
ফোন : ০২-৯৫৫০২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা-১০০০
e-mail: dmss@dgfood.gov.bd
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮৪.৫৬.০০১.১৭-১৪১ তারিখ : ৩১/০৭/২০১৭ খ্রি.

বিষয়: খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ এলএসডি ও সিএসডিতে মজুত খাদ্যশস্যের বাস্তব পরিমাণ ও রেকর্ড তদারকি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ এলএসডি/সিএসডিসমূহে বিভিন্ন সূত্র হতে খাদ্যশস্য/খাদ্যসামগ্রী গৃহীত হয়। আবার বিভিন্ন মাধ্যম ও খাতে খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ/বিতরণ হয়। এলএসডি/সিএসডিতে গুদামের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্তি, প্রেরণ, বিতরণ এবং হিসাবভুক্ত করে থাকেন এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মজুত ও হিসাব তদারকি করেন। এ কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে কতিপয় নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এলএসডি/সিএসডির খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্তি, প্রেরণ, বিতরণ ও মজুতের তদারকি নির্দেশনা মোতাবেক হচ্ছে না। এ কারণে বিভিন্ন স্থানে মজুতের গরমিল ও আত্মসাতের ঘটনা ঘটছে। এ পরিস্থিতিতে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ এলএসডি/সিএসডির মজুত খাদ্যশস্য/খাদ্য সামগ্রী তদারকির জন্য নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো :

১) খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৫/০৫/১৯৯৭ খ্রি. তারিখের ৪২২ নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তাদের অধীনস্থ এলএসডিতে এবং ব্যবস্থাপকগণ তাদের সিএসডিতে ভি-ইনভয়েসের মাধ্যমে প্রাপ্ত মালামাল প্রাপ্তি রেজিস্টারে (গল) যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা এবং গুদামে বাস্তবে গৃহীত হয়েছে কি-না, তা নিশ্চিত হয়ে এলইউএ যাচাই করে ভি-ইনভয়েসের "খ" অংশে (২য় ও ৩য় কপিতে) প্রাপকের স্বাক্ষরের পাশে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। প্রাপ্তি রেজিস্টারে (গুদাম লেজার) সংশ্লিষ্ট এন্ট্রির শেষ কলামে ব্যবস্থাপক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন। সপ্তাহের রবিবার ও বুধবার এ ২(দুই) দিন এবং কোনো দিন ছুটি থাকলে পরবর্তী কর্ম দিবসে এ যাচাই কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে এ দুই দিন ছাড়াও যাচাই ও প্রতিস্বাক্ষর কাজ সম্পন্ন করা যাবে। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ও ব্যবস্থাপকগণ এ নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তা নিশ্চিত করবেন;

২) খাদ্য অধিদপ্তরের ১৫/০৫/১৯৯৭ খ্রি. তারিখে ৪২২ নং স্মারকের নির্দেশনানুযায়ী প্রাপ্ত মালামালের ভি-ইনভয়েস ২য় ও ৪র্থ কপি প্রতি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাগণ মালামাল গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর যাচাই ছাড়াও সাপ্তাহিক প্রাপ্তি বিবরণী ও সাপ্তাহিক মজুত প্রতিবেদন যাচাই করে মালামাল প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ভি-ইনভয়েস প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৩) খাদ্য অধিদপ্তরের ১৬/০৪/১৯৮৫ খ্রি. তারিখের ৮৪০ নং এবং ০৫/০৯/২০০২ খ্রি. তারিখের ৭৪৯ নং স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী-

(ক) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এবং সিএসডি'র ব্যবস্থাপকগণ প্রতিমাসে ২(দুই) বার তাদের অধীনস্থ এলএসডিতে/সিএসডিতে মজুত খাদ্যশস্যের বস্তা গণনা করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। মাসের ১ তারিখ এবং ১৬ তারিখ এ গণনা সম্পন্ন করতে হবে। বস্তা গণনা করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে/ব্যবস্থাপককে সশরীরে এলএসডিতে/সিএসডিতে উপস্থিত হতে হবে। তিনি নিজে প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং গুদামের সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র প্রতিপাদনের স্বপক্ষে স্বাক্ষর করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/গুদাম ইনচার্জের প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে প্রতিস্বাক্ষর করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে;

(খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ নিজ নিজ জেলার পাক্ষিক বস্তা গণনা প্রতিবেদনের একটি কপি মতামতসহ ৭(সাত) দিনের মধ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন। এ প্রতিবেদনের মধ্যে উখানিগণ/ ব্যবস্থাপকগণ নির্দেশনা মোতাবেক এ দায়িত্ব পালন করছেন কিনা, তার উল্লেখ থাকতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক তাঁর নিজ নিজ বিভাগের অনুরূপ প্রতিবেদনের তালিকা মন্তব্যসহ ১৫ দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করবেন;

(গ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শনকালে সাপ্তাহিক মজুত প্রতিবেদনের সাথে বাস্তব মজুতের হিসাব মিলিয়ে দেখবেন। কোনো গুদামের মজুত সম্পর্কে সন্দেহ হলে ১০০% ওজনে প্রতিপাদনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

(ঘ) গুদাম ও পরিবহণ ঘাটতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবলোপন/আদায় করতে হবে। ঘাটতির কেইস তদন্ত করে প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে রাবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করা যাবে না;

(ঙ) এলএসডি/সিএসডিতে ব্যবহৃত সকল হিসাবযোগ্য ফরমস ও রেকর্ডের রেজিস্টার প্রতিপালন করতে হবে। রেজিস্টারে ফরমস ও রেকর্ডের প্রাপ্তি, ব্যবহার ও মজুতের হালনাগাদ হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। ব্যবহৃত ফরমস ও রেকর্ড এবং পরিদর্শন বই এর তালিকা তৈরি করে সংরক্ষণ করতে হবে;

(চ) এলএসডি/সিএসডির দায়িত্ব হস্তান্তরকালে মালামালের সাথে তালিকানুযায়ী রেকর্ড/রেজিস্ট্রার হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারীগণ নিশ্চিত করবেন;

(ছ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রতিমাসে ন্যূনতম একবার মজুত খাদ্যশস্যের গুণগতমানের বিষয়ে তাঁর অধিনস্থ স্থাপনাভিত্তিক প্রতিবেদন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ বিভাগের সমন্বিত প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করবেন।

এ নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং প্রতিপালনে কেহ শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

(মোঃ বদরুল হাসান)
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং খাদুব্যম/সর-১/চলাচল সূচি-১/০৪(অংশ-১)/১৯২ তারিখ : ২০/০৫/২০০৮ ইং

বিষয় : **খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮।**

১.০ **ভূমিকা :**

১.১ জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬ এ সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। খাদ্য লভ্যতা (Availability of food) ও খাদ্যের প্রাপ্যতা (Access to food) নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মজুত ব্যবস্থাপনায় অর্থ বছরের শুরুতে ১০ লাখ মেঃটন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ এবং জরুরি সংকট মোকাবেলায় ন্যূনপক্ষে ৩ মাসের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য মজুতের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সরকারি খাতে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ও বিদেশ হতে আমদানিকৃত খাদ্য শস্য বিতরণ চাহিদার নিরিখে সারাদেশে বিস্তৃত খাদ্য গুদামে স্থানান্তর ও সংরক্ষণ করা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে চলাচল কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.২ ফসল কাটার মৌসুমে খাদ্যশস্যের মূল্যপতন রোধ, কৃষকদের উৎসাহমূল্য প্রদান, আপৎকালে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা মজুত গড়ার লক্ষ্যে সরকার মৌসুমভিত্তিক চাল, ধান ও গম সংগ্রহ করে থাকে। সংগ্রহ নিবিড় অঞ্চলে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য স্থানীয় চাহিদার সমপরিমাণ সংরক্ষিত রেখে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য (চাল/গম ইত্যাদি) দেশের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহণের প্রয়োজন হয়। মৌসুমের সীমিত শীর্ষ সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ তথা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গুদামের ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকগুণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ আবশ্যিক হওয়ায় সংগৃহীত খাদ্যশস্য দ্রুততার সাথে ঘাটতি বা বিতরণ অঞ্চলে পরিবহণ করা চলাচলের প্রধান কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে এবং চলাচল দক্ষতা খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতার নিয়ামক হয়েছে।

১.৩ দেশের সামগ্রিক খাদ্য ঘাটতি নিরূপণ করে সরকার কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক সূত্র এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে সমুদ্র, নৌ, রেল ও সড়কপথে খাদ্যশস্য আমদানি করে নিরাপত্তা মজুত গড়া আবশ্যক হয়। এছাড়াও দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত খাদ্যশস্য বন্দরে খালাস করে স্থানীয় এবং বিতরণ অঞ্চলের খাদ্য গুদামসমূহে প্রেরণের প্রয়োজন হয়।

১.৪ অতীতে সরকারি মজুত মূলত আমদানিনির্ভর থাকায় খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস ও সাশ্রয়ীভাবে বন্দর হতে অন্যান্য অঞ্চলে প্রেরণ করাই চলাচলের মুখ্য কার্যক্রম ছিল। সময়ের বিবর্তণে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে; পাশাপাশি সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য-নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ সংগহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদন কয়েকটি অঞ্চল/ জেলায় সীমাবদ্ধ থাকায় সংগ্রহ আবার বহুলাংশে চলাচল সামর্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

১.৫ বিদেশ হতে আগতব্য খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস এবং খাদ্যশস্য (আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত) সংরক্ষণের জন্য চলাচল সূচি প্রণয়নের নীতিমালা খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে ০৫/০৮/৯৭ তারিখের এমএফ/এফপিএমইউ-২/১৪০/৯৪/৩০৯ নং স্মারকে জারি করা হয়। সময়ের ব্যবধানে ও নতুন পেক্ষাপটে জারীকৃত নীতিমালা প্রতিস্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সরকার সামগ্রীক বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে পূর্বের নীতিমালা প্রতিস্থাপন করে নিম্নোক্ত নীতিমালা এতদ্বারা জারি করলেন :

২.০ উদ্দেশ্য :

২.১ সরকারি খাতে সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ স্থানান্তর করাই এই নীতিমালার উদ্দেশ্য।

৩.০ **পরিকল্পনা :**

৩.১ বোরো, আমন ও গম সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকারি খাদ্য গুদামসমূহে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ও ঘাটতি অঞ্চলের গুদামে প্রেরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব জেলার ও বিভাগের খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা, সংগ্রহের সম্ভাবনা, খাদ্য বাজেটে বিতরণ বরাদ্দ ও সম্ভাব্য উত্তোলন নিরিখে প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে গুদামভিত্তিক অন্তঃ ও আন্তঃ জেলা এবং আন্তঃ বিভাগ সমন্বিত চলাচল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহিত ও পরিবহণ বরাদ্দ প্রদান করবে। অনুরূপভাবে, খাদ্য অধিদপ্তর বিদেশ হতে অনুদান ও নগদ ক্রয়ে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য খালাস, সংরক্ষণ ও পরিবহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের নিরিখে হ্রাস-বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস করা যাবে।

৩.২ সংগৃহীত ও বিদেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য পরিবহণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংগ্রহ নীতিমালা/বৈদেশিক চুক্তির শর্ত বিবেচনায় ন্যূনতম ব্যয় সম্বলিত রুট প্রাধান্য পাবে।

৩.৩ অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে অর্থাৎ বিভাগের মধ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলার মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চলাচল সূচি জারি করতে পারবে এবং জারিকৃত চলাচল আদেশে সূচি প্রণয়নের পূর্ণাংগ প্রেক্ষাপটসহ প্রয়োজনীয়তা ও যথাযর্থতার বর্ণনা থাকবে।

৩.৪ খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন স্তরের অর্থাৎ জেলা, বিভাগ ও আন্তঃবিভাগ পরিবহণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়সাধন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অপ্রয়োজনীয় সূচি জারির সুযোগ না থাকে।

৩.৫ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের সার্বিক চলাচল, সংরক্ষণ, বাস্তবায়ন পরিধারণের দায়িত্ব খাদ্য অধিদপ্তরে ন্যস্ত থাকবে। খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে চলাচল কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে এবং পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজনের সুপারিশ করবে।

৩.৬ খাদ্য অধিদপ্তর ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যম অর্থাৎ Least Cost Route নির্ধারণের জন্য দ্রুত কারিগরি সুবিধা সৃষ্টি করবে এবং সারাদেশব্যাপি ও সকল পরিবহণ মাধ্যম বিবেচনায় Movement Programming Software প্রণয়ন ও ব্যবহার শুরু করতে হবে, যাতে করে ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যম নির্ধারণে human error এড়ানো যায়।

৩.৭ খাদ্য অধিদপ্তর থেকে চলাচল সংক্রান্ত Database তৈরি করতে হবে এবং যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারায়ন ও ওয়েব সাইটে প্রদান করতে হবে।

৪.০ **সাধারণ নীতি :**

৪.১ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার সংগ্রহ, প্রাপ্তি ও উত্তোলন বিবেচনা করে গুদামভিত্তিক খাদ্যশস্যের মাসিক/ত্রৈমাসিক চাহিদা এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহণ প্রস্তাব (যদি থাকে) পূর্ব অনুমোদনের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। অনুরূপভাবে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব বিভাগের সম্ভাব্য সংগ্রহ, প্রাপ্তি ও উত্তোলন বিবেচনা করে জেলাভিত্তিক গুদামওয়ারী খাদ্যশস্যের মাসিক/ত্রৈমাসিক চাহিদা এবং আন্তঃজেলা চলাচল প্রস্তাব খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে এবং প্রণীত পরিকল্পনা অনুসারে খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে ন্যূনতম ব্যয় সম্বলিত রুটে আন্তঃবিভাগ সূচি জারি করবে। খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিভাগের মধ্যে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলার অভ্যন্তরে চলাচল সূচি জারি করবে। কোনো ক্ষেত্রে Cross Movement এবং একই পণ্য একই সময় Reversible গন্তব্যে পরিবহণ করা যাবে না।

৪.২ সাধারণভাবে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ অধিদপ্তরের এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের পূর্ব অনুমতিতে চলাচল সূচি প্রণয়ন করবে। বিশেষ কারণে পূর্বানুমোদন গ্রহণ সম্ভব না হলে অনধিক ৭ দিনের মধ্যে যৌক্তিকতাসহ লিখিতভাবে ঘটনাত্তোর অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং খাদ্য অধিদপ্তর/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১ মাসের মধ্যে অনুমোদন প্রদান করবে।

৪.৩ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সান্তাহার ও খুলনা সাইলো হতে সূচি প্রণয়ন করতে পারবে। কিন্তু চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও আশুগঞ্জ সাইলো এবং সমুদ্রবন্দর হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সরাসরি কোনো পরিবহণ সূচি প্রণয়ন করতে পারবে না। তবে জাহাজ খালাস/জরুরি প্রয়োজনে অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সমুদ্র বন্দর হতে সূচি জারি করতে পারবে।

৪.৪ বিশেষ কারণ ও প্রয়োজন ছাড়া রেলপথসংযুক্ত কেন্দ্রে রেলপথ এবং নৌপথসংযুক্ত কেন্দ্রে নৌপথে পরিবহণ অগ্রাধিকার পাবে এবং একই রুটে একাধিক পরিবহণ মাধ্যম থাকলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যম অর্থাৎ Least Cost Mode of Transport, Least Cost Route এবং Least Cost Combination প্রাধান্য পাবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে/এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে একই সাথে একাধিক মাধ্যম সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা যাবে।

৪.৫ জেলা ও বিভাগের অভ্যন্তরে পরিবহণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যয়ের ভিত্তিতে নিকটস্থ গুদাম/জেলা হতে পরিবহণ করতে হবে।

৪.৬ আর্থিক সাশ্রয়ের লক্ষ্যে একাধিক পরিবহণ, গুদাম ও পরিবহণ ঘাটতি এবং হ্যান্ডলিং খরচ পরিহারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত খাদ্যশস্য এবং বন্দর ও বন্দরসংলগ্ন সাইলো ও সিএসডিতে গৃহীত খাদ্যশস্য সরাসরি বিতরণকারী গুদামের প্রেরণ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.৭ একই সূচিতে এক বিভাগের একাধিক কেন্দ্র হতে অন্য বিভাগের একাধিক কেন্দ্রে খাদ্যশস্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সূচি প্রণয়ণকারী কর্তৃপক্ষ সামগ্রীকভাবে ন্যূনতম ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রেরণ ও প্রাপক কেন্দ্র সংযোগ করবে।

৪.৮ সূচিজারীকারী কর্তৃপক্ষ সূচির বাস্তবায়ন, পরিধারণ ও মূল্যায়ন করবে। প্রেরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রেরণ ও Stock-in transit পরিমাণ নির্ণয় করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। অনুরূপভাবে, প্রাপক কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রাপ্তি বিবরণ দাখিল করবে। সূচির মেয়াদ শেষে প্রেরণ ও প্রাপক কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ যথাক্রমে চূড়ান্ত প্রেরণ ও প্রাপ্তি বিবরণী প্রেরণ করবে।

৪.৯ জারীকৃত চলাচল সূচির মালামাল স্থানাভাব, গুদাম মেরামত, নাব্যতা হ্রাস, রাস্তা খারাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত প্রাপক কেন্দ্রে পৌঁছানো/খালাস সম্ভব না হলে প্রাপক কেন্দ্রে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সূচি জারীকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, জেলার অন্য খাদ্য গুদামে গতি পরিবর্তন করতে পারবে, অনুরূপ কারণে কেন্দ্রও পরিবর্তন করে সূচির মালামাল প্রেরণ করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

৪.১০ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় জরুরি জাহিদা মেটানোর জন্য এলাকায় বা কাছাকাছি নিরাপদ ও সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে আপৎকালীন মজুত (মৌসুমভিত্তিক নির্ধারিতব্য পরিমাণ) সংরক্ষণ করতে হবে। অনুরূপভাবে নৌপথ সংযুক্ত যে সকল কেন্দ্রে শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা সংকট দেখা দেয় সে সকল কেন্দ্রে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য মজুত গড়ে তুলতে হবে।

৪.১১ চলাচলের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি অনুযায়ী পণ্য প্রেরণ করতে হবে এবং স্থানীয় চাহিদার ৩ মাসের সমপরিমাণ পুরাতন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করতে হবে। সংগ্রহ মৌসুমে বিতরণ অঞ্চলের কোনো গুদামে ৩ মাসের চাহিদার অতিরিক্ত পুরাতন চাল প্রেরণ পরিহার করতে হবে। কি ধরনের (নতুন/পুরাতন) খাদ্যশস্য প্রেরণ করতে হবে সে সম্পর্কে জারীকৃত সূচিতে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

৪.১২ দীর্ঘ সংরক্ষণে বা অন্য কোনো কারণে কোনো মজুদ, বিশেষতঃ সিএসডির মজুত শস্যের মান হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা বা বিভাগের ওয়ারেন্টি অনুসরণ করে এরূপ মজুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে পরিবহণ করা যাবে।

৪.১৩ পরিবহণ মাধ্যম যা-ই থাকুক না কেন, একই পণ্য যৌক্তিক সময়ের পূর্বে পুনরায় একই দিকে (ফিরতি পথে) পরিবহণ করা যাবে না। কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে বা সংগ্রহের স্বার্থে অথবা দীর্ঘমজুদ বা অন্য কোনো কারণে ক্রমানবতিশীল মানের খাদ্যশস্য নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বা পুনঃক্রমাবনতি এড়াতে মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে ফিরতিমুখী পরিবহণ করা যাবে।

৪.১৪ হ্যান্ডলিং ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য গুদামে সংরক্ষিত খাদ্যশস্যের মজুত ও মান বিবেচনা সাপেক্ষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এক্স বার্জ/ভেসেল/ট্রাক ডিসপাচ বা পরিবহণ অগ্রাধিকার পাবে।

৪.১৫ খাদ্য অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমতি ছাড়া ডিএসডি-১ মানের কিংবা কীটযুক্ত খাদ্যশস্য চলাচল করানো যাবে না এবং প্রতিটি যানে প্রেরক কর্মকর্তা ও ঠিকাদার/প্রতিনিধির যৌথস্বাক্ষরে সীলকৃত মান বিশ্লেষণ বিবরণসহ বোঝাই খাদ্যশস্যের নমুনা প্রাপকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪.১৬ পরিবহণ যানের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত অথবা চুক্তিপত্রে নির্ধারিত ধারণক্ষমতা অনুযায়ী খাদ্যশস্য বোঝাই দিতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই পরিবহণযানের বহনক্ষমতার অধিক বোঝাই দেয়া যাবে না। সড়ক পথে পরিবহণের ক্ষেত্রে যানবাহনের ধারণক্ষমতা যাই থাকুক, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত বোঝাই দেয়া যাবে না। তবে প্রয়োজনে সরকার এর ব্যত্যয় বা এ শর্ত শিথিল করতে পারবেন।

৪.১৭ বেসরকারি পরিবহণের পাশাপাশি সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের (বিআরটিসি ও বিআইডব্লিউটিসি) মাধ্যমেও পরিবহণ করার সুযোগ থাকবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ অনুযায়ী দরপত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে ও বরাদ্দ নির্ধারণ করে দিতে হবে। বহিঃনোঙ্গরে ও বন্দরে জাহাজ খালাসের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএসসি এবং প্রয়োজনে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত থাকবে।

৪.১৮ সংগ্রহ, জরুরি চাহিদা, জাহাজ বা কন্টেইনার খালাস অথবা অন্য কোনো কারণ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে একই স্তরের ঠিকাদারদের বরাদ্দ খাদ্যশস্য একই শ্রেণির অপর স্তরের ঠিকাদার দ্বারা একই শর্তে পরিবহণ করানো যাবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ঠিকাদারের পরিবর্তে বিভাগীয় বা অভ্যন্তরীণ, বিভাগীয় ঠিকাদারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বা অভ্যন্তরীণ এবং অভ্যন্তরীণ ঠিকাদারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বা বিভাগীয় ঠিকাদার দ্বারা খাদ্যশস্য পরিবহণ করানো যাবে।

৫.০ **<u>সংগ্রহবহুল অঞ্চল হতে সংগৃহীত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ও চলাচল :</u>**

৫.১ সংগ্রহনিবিড় গুদাম হতে খাদ্যশস্য পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রথমে স্থানীয় এলাকার ও জেলার চাহিদা বিবেচনা করে উদ্বৃত্ত পরিমাণ বিভাগের অন্য জেলায় পরিবহণ করতে হবে; অতঃপর বিভাগের অতিরিক্ত পরিমাণ অন্য বিভাগে স্থানান্তর করতে হবে।

৫.২ রাজশাহী বিভাগের সংগৃহীত খাদ্যশস্য সম্মুখবর্তী পরিবহণ অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পরিবহণ নীতি সাধারণভাবে অনুসরণীয় হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য অঞ্চলের সংগৃহীত খাদ্যশস্য সম্মুখবর্তী আন্তঃজেলা/আন্তঃবিভাগ পরিবহণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যম ব্যবহৃত হবে।

৫.৩ সংগ্রহ মৌসুমে দ্রুত খাদ্যশস্য স্থানান্তরের প্রয়োজনে **পরিবহণ** মাধ্যম ও রুট সুবিধা বিবেচনা করে সড়ক, রেল ও নৌপথে (বাঘাবাড়ী/নগড়বাড়ী ঘাট/এলএসডির মাধ্যমে) যুগপৎভাবে চলাচল ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। তবে অন্য কেন্দ্র হতে সড়ক পথে ঘাট/ঘাট সংলগ্ন এলএসডিতে খাদ্যশস্য পরিবহণ করে নৌপথে অন্তঃবিভাগ প্রেরণের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে আর্থিক সংশ্লেষ নির্ণয় করে পরিবহণ বরাদ্দ দিতে হবে।

৫.৪ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ মৌসুমে চাহিদা মাফিক রেল ওয়াগন পাওয়া না গেলে বা ফেরী পারাপারে সমস্যা থাকলে স্থান সংকুলানের স্বার্থে বিকল্পভাবে সড়ক/নৌ পথে পরিবহণের ব্যবস্থা করা যাবে। এক্ষেত্রেও ব্যয়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষিত হবে।

৫.৫ সংগ্রহ মৌসুমের মুখ্য সময়ে আন্তঃবিভাগ পরিবহণ বিঘ্নিত/বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকলে অথবা সংগ্রহের তুলনায় প্রাত্যাহিক পরিবহণ কম হলে অন্তর্বর্তীকালীন মজুতের জন্য সংগ্রহ নেই তবে জায়গা আছে এমন সম্মুখবর্তী স্থানে অবস্থিত অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এলএসডি/সিএসডি সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ করা যাবে।

৬.০ **বিদেশ হতে জাহাজযোগে পরিবাহিত খাদ্যশস্য ও চলাচল** :

৬.১ বিদেশ হতে জাহাজযোগে পরিবাহিত খাদ্যশস্য চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে খালাস সম্পর্কে চুক্তির বাধ্যবাধকতা না থাকলে সম্ভাব্য চাহিদার নিরিখে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুপাত/পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

৬.২ সরকারের ব্যয় ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ঢালা গমবাহী জাহাজ খালাসের জন্য চট্টগ্রাম সাইলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সর্বোচ্চ (Maxium) ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম সাইলোর মজুত এমন পর্যায়ে (ধারণ ক্ষমতার ৬০% এর ঊর্ধ্বে নয়) রাখতে হবে যাতে স্থানাভাবে খালাস কার্যক্রম ব্যাহত হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়।

৬.৩ চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে খাদ্যশস্য খালাসে জাহাজ জট সৃষ্টি রোধকল্পে নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে :

(ক) আগে আসলে আগে খালাসের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) সাইলো জেটী ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফ্রি আউট টার্মের ভিত্তিতে আগত জাহাজকে লাইনার টার্মের ভিত্তিতে আগত জাহাজের উপর অগ্রাধিকার;

(গ) ডেমারেজ পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে খালাসরত ডেমারেজবিহীন জাহাজকে সরিয়ে অন্য জাহাজ খালাস করা।

৬.৪ ডেসপাচ মানি অর্জন এবং ডেমারেজ এড়ানোর জন্য বিদেশ হতে আগত খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে এবং চলাচল সূচি পূর্ববর্তী মাসে প্রণয়ন করা সম্ভব না হলে জাহাজ আগমনের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্বে জারি করতে হবে।

৬.৫ জেটিতে জাহাজ দ্রুত খালাসের স্বার্থে বা জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা হিসেবে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে একাধিক মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও সড়ক পথে চলাচল সূচি গৃহীত হতে পারে।

৬.৬ চট্টগ্রাম বন্দর ও চট্টগ্রাম সাইলোতে কম্পিউটারাইজড স্কেলে ১০০% ওজনে মালামাল খালাস/গ্রহণ করার সুবিধা থাকায় বি./এল (Bill of Lading) পরিমাণের পরিবর্তে এফডিআর (Final Discharge Report) পরিমাণকে চূড়ান্ত পরিমাণ গণ্য করার জন্য দাতা সংস্থা/দেশের সাথে সম্পাদিতব্য চুক্তিপত্রে শর্ত রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.৭ পরিবহণ ব্যয় স্বল্পতম পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে খাদ্যশস্য খালাস, সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধা বিবেচনাপূর্বক সমুদ্রবন্দর এবং সাইলোর কমান্ড এরিয়া নির্ধারণ করতে হবে। মংলা বন্দরের সাথে খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুরসহ ব্রডগেজ জেলাসমূহ সংযুক্ত হবে; সান্তাহার সাইলো সাধারণভাবে রাজাশাহী বিভাগের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং চট্টগ্রাম বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ও আশুগঞ্জ সাইলোর কমান্ড এরিয়া প্রয়োজনের নিরিখে বিভাজ্য হবে।

৬.৮ আতপ চাল যথাসম্ভব চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস এবং চাহিদার আলোকে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ভোক্তা এলাকার বিভিন্ন এলএসডি ও সিএসডি'তে প্রেরিত হবে।

৬.৯ সাধারণতঃ রাজশাহী অঞ্চলে সংগৃহীত খাদ্যশস্য অন্যান্য অঞ্চলে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়। সে কারণে বিদেশ হতে চট্টগ্রাম ও খুলনায় আমদানিকৃত/গৃহীত খাদ্যশস্য সাধারণ ক্ষেত্রে একই সময় পশ্চাৎ অঞ্চলে পরিবহণ পরিহার করতে হবে।

৭.০ **ফিরতি পথে চলাচল :**

৭.১ এক কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্রে প্রেরিত পণ্য যুক্তিসংগত কারণ ও সময়ের পূর্বে পুনঃফিরিয়ে আনাই ফিরতি পথে চলাচল বা ব্যাক মুভমেন্ট। কিন্তু নিম্নলিখিত পরিবহণ সম্মুখবর্তী হিসাবে বিবেচিত হবে :

(ক) সংগ্রহ মৌসুমে সংগৃহীত নতুন খাদ্যশস্য স্থানান্তর (transfer-out) এবং একই সাথে বিতরণের জন্য সেখানে পুরাতন খাদ্যশস্য প্রেরণ (transfer-in);

(খ) সংগ্রহ মৌসুমে গুদামের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সম্মুখবর্তী বা জেলার অপেক্ষাকৃত অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন গুদামে/সিএসডিতে পরিবহণ করে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ এবং সংগ্রহ শেষে প্রয়োজনে পুনরায় একই গুদামে প্রেরণ;

(গ) একই জেলার কোনো কেন্দ্রে চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত পুরাতন খাদ্যশস্য মজুত থাকলে তা নিষ্পত্তির জন্য জেলার অভ্যন্তরে ওয়ারেন্টি অনুযায়ী যে কোনো কেন্দ্রে পরিবহণ;

(ঘ) রেলপথে কোনো গুদামে প্রাপ্ত মালামাল পরবর্তীতে যে সকল গুদামে রেললাইন আছে, কিন্তু সংযোগ/ সাইডিং নেই, এরূপ গুদামে প্রেরণ।

৮.০ **পথখাত ও কার্গো ট্রাকিং :**

৮.১ খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক/মাসিক/বাৎসরিক হিসাব প্রক্রিয়া যথাযথ না হওয়ায় বর্তমানে পথখাতে অবাস্তব পরিমাণ খাদ্যশস্য পুঞ্জিভূত হচ্ছে। যে নিপুণতায় (Stock-in-godowns) হিসাবভুক্ত করা হয়, অনুরূপ নিপুনতায় Stock-in-transit হিসাবভুক্ত না হওয়ায় অস্বাভাবিকতা উদ্ভূত হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে পথখাতের হিসাব নির্ণয় ও কার্গো ট্রাকিং (Cargo tracking) ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

৯.০ **জরুরি/অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিশেষ কার্যক্রম :**

৯.১ নিম্নোক্ত জরুরি/অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বা অন্য কোনো জরুরি প্রয়োজনে সাধারণ চলাচল নীতিমালার পরিবর্তে/ব্যত্যয় ঘটিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ অধিদপ্তরকে অবহিত করে স্ব স্ব জেলায়/বিভাগের অভ্যন্তরে বিশেষ চলাচল সূচি প্রণয়ন করতে পারবে:

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা : বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি;
- জরুরি চাহিদা মেটানো;
- ঠিকাদারদের কর্মবিরতি, পরিবহণ ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি;
- কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত চলাচল সূচির আওতায় মালামাল প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা;
- সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিশেষ কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
- একই সাথে একাধিক জাহাজ খালাস;
- বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যশস্য জাহাজ হতে খালাস না হওয়া;
- গুদাম মেরামতের উদ্দেশ্যে মজুত মালামাল স্থানান্তর;
- অন্যান্য।

৯.২ এরূপক্ষেত্রে সূচির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে ঘটনাত্তোর অনুমোদন নিতে হবে এবং ক্ষেত্রমতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৭ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০.০ **ব্যতিক্রম :**

১০.১ উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে যা-ই থাকুক না কেন অনিবার্য ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমতিতে কেবলমাত্র মহাপরিচালক Least Cost Mode of Transport, Least Cost Route, Least Cost Combination, Cross Movement, Reversible গন্তব্য কিংবা ফিরতি পথে চলাচল ইত্যাদির ব্যত্যয় ঘটিয়ে চলাচল সূচি জারি করতে পারবেন।

স্বাক্ষরিত/-
২০/০৫/০৮
(মোঃ জহিরুল হক)
যুগ্ম-সচিব (খাদ্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা-১০০০
e-mail:dmss@dgfood.gov.bd
web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-চসসা/চপরেস/কেসপঠি-০৩/২০০৭-৮৮৭(৭৭) তারিখ : ০৩/১০/০৭

প্রাপক : ১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক................(সকল);
২। সাইলো অধীক্ষক, ...(সকল);
৩। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক......... ....(সকল);
৪। চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা।

বিষয় : **গ্রাহক সত্ত্বা নির্ধারণ ও ক্ষমতা অর্পণ।**

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৩ বিধিমালার আওতায় সংগ্রাহক সত্ত্বার প্রধান হিসাবে মহাপরিচালক কর্তৃক খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে পরিবহণ ঠিকাদার, হ্যান্ডলিং ঠিকাদার এবং জাহাজ খালাস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণির ঠিকাদার/অপারেটর নিয়োগের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহে পরিবহণ সেবা ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে সংগ্রাহক সত্ত্বা হিসাবে কে দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা চাওয়া হচ্ছে। পাবলিক মানি ব্যয়নকারী সংগ্রাহক সত্ত্বা এবং মহাপরিচালক সংগ্রাহক সত্ত্বার প্রধান হিসাবে ক্রয় সংক্রান্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে দরপত্রের বিভিন্ন কার্যক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ দুরুহ ও সময় সাপেক্ষ। ঠিকাদার নিয়োগের চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে রেগুলেশন-৫৭ : Approval Procedures and Delegation of Financial Power এর নিয়মাবলী/বিধিবিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক। মাঠ পর্যায়ে ঠিকাদার নিয়োগের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিষয়ে প্রশাসন বিভাগ থেকে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নির্দেশনা পাবার পর মাঠ পর্যায়ে পরবর্তীতে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণসহ চূড়ান্ত অনুমোদন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে। এছাড়া পিপিআর ২০০৩ এর আওতায় অন্যান্য ক্ষমতাসমূহ (Procurement plan, estimate প্রণয়ন, Tendering. ইত্যাদি) যা প্রধান সংগ্রাহক সত্ত্বা কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে তা নিম্নোক্তভাবে অর্পণ করা হল :

(ক) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সাইলো অধীক্ষক এবং চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব দপ্তরের সংগ্রাহক সত্ত্বা এবং পরিচালক, চসসা সেবা ক্রয় সংক্রান্ত অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর বা তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহের বেলায় স্ব স্ব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংগ্রাহক সত্ত্বা ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সেবা ক্রয় সংক্রান্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ।

ইত্যবসরে সকল প্রকার ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র আহ্বানসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বলা হল।

মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
১৬, আবদুল গণি সড়ক, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-**৪২২(৫৫০)/চসসা/ভি-ইন-৪৫৯/৯০(খন্ড-১)** তারিখ : **১৫/৫/৯৭ ইং**

প্রেরক : মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর,
১৬, আবদুল গণি সড়ক, ঢাকা।

প্রাপক : (১) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।
(২) সাইলো সুপার, নারায়ণগঞ্জ/চট্টগ্রাম/আশুগঞ্জ/সান্তাহার/স্টিল সাইলো/খুলনা।
(৩) চিফ মিলার, সরকারি ময়দা ও পশু খাদ্য মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
(৪) চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা।
(৫) সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,...
(৬) সকল ব্যবস্থাপক, সিএসডি, ...
(৭) সকল থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,..

বিষয় : **১লা জুলাই ১৯৯২ থেকে সংশোধিত ভি-ইনভয়েস প্রবর্তন ও প্রেরিত মালামাল গ্রহণ করে পরিবহণ বিল পরিশোধ করণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র : খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং-(১) ১৫/মপখা/তারিখ-২/৬/৯২, (২) ৭১৭(৮৯)/চসসা তারিখ-২/৮/৯২ এবং নং ৮১০(৮৯) চসসা/তারিখ-৩০/০৮/৯২ ইং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-খাম/(স-৭)/ভি-ইনভয়েস-১/৯৬-১৬৭ তাং- ৫/৫/১৯৯৭ ইং (২২/১/১৪০৪ বাং)।

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত স্মারকসমূহের মাধ্যমে সংশোধিত ও নতুন পদ্ধতিতে ভি-ইনভয়েস প্রবর্তন এবং প্রেরিত মালামাল গ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার পর পরিবহণ বিল পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। এ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ না হওয়ার দরুন অথবা প্রাপক কেন্দ্রের অবহেলার কারণে ভি-ইনভয়েস ফেরৎ প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে এবং পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। উল্লিখিত কারণে মালামাল প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে এলএসডি ও টিপিসির বাস্তব স্টক ও রেজিস্টার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা দ্বারা যথাযথভাবে যাচাই হওয়ার পর ভি-ইনভয়েসের সংশ্লিষ্ট অংশে ('খ' অংশে) প্রতিস্বাক্ষর হওয়া প্রয়োজন। এলক্ষ্যে ইতিপূর্বে জারীকৃত সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ সম্বলিত স্মারকের বিষয়সমূহ একত্রিত করে সংশোধিত আকারে নিম্ন লিখিত আদেশ প্রদান করা হলো :

(১) এক গন্তব্যস্থান হতে অন্য গন্তব্যস্থানে পণ্য প্রেরণকালে প্রতিটি নৌযান, ট্রাক ও রেল ওয়াগনের জন্য পৃথক পৃথক ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে।

(২) পাঁচ কপি ভি-ইনভয়েস এক প্রস্থে (One impression) তৈরি করতে হবে। প্রেরক ভি-ইনভয়েসের 'ক' অংশ যথাযথভাবে পূরণ করে পরিবাহকের মাধ্যমে ৩কপি (১ম, ২য় ও ৩য়) প্রাপকের কাছে পাঠাবেন। প্রাপক মালামালের প্রাপ্তি স্বীকারপূর্বক এই তিন কপির "খ" অংশ পূরণ করে ১ম কপি সাথে সাথে পরিবাহককে ফেরৎ দেবেন। ঠিকাদার এই ১ম কপিটিকেই তার বিল তৈরির কাজে ব্যবহার করবেন। প্রাপক অপর দুই কপির মধ্যে ২য় কপিটি সংশ্লিষ্ট থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর প্রতিস্বাক্ষরসহ তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট পাঠাবেন এবং ৩য় কপিটি প্রাপকের অফিস কপি হিসাবে সংরক্ষণ করবেন। অন্যদিকে প্রেরক তার অবশিষ্ট ২টি কপির (৪র্থ কপি ও ৫ম কপি) মধ্যে একটি (৪র্থ কপি) রেজিস্টার্ড, ডাকযোগে অতিসত্ত্বর প্রাপকের নিকট পাঠাবেন এবং অবশিষ্ট কপিটি (৫ম কপি) অফিস কপি হিসাবে রাখবেন।

(৩) প্রাপক ইতিপূর্বে মালামাল পরিবাহকের মারফত প্রাপ্ত ৩য় কপির সাথে ডাকযোগে প্রাপ্ত ৪র্থ কপি মিলিয়ে "খ" অংশ পূরণ করবেন এবং কোন গড়মিল পাওয়া গেলে তা লিপিবদ্ধকরতঃ সংশ্লিষ্ট থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট ভি-ইনভয়েসে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উল্লেখিত ভি-ইনভয়েসের মালামাল প্রাপ্তি রেজিস্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা, গুদামে পণ্য বাস্তবে গৃহিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে এবং এল,ইউ,এ, যাচাই করে ভি-ইনভয়েসের "খ" অংশে প্রাপকের স্বাক্ষরের পার্শ্বে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। প্রাপ্তি রেজিস্টারের (গুদাম লেজার) সংশ্লিষ্ট এন্ট্রির শেষ কলামে থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন। সপ্তাহের রবিবার ও বুধবার এ দু'দিন এবং যদি ঐ দুদিন সরকারি ছুটি থাকে তবে তার পরবর্তী কর্মদিবসে অবশ্যই যাচাই সম্পন্ন করবেন। যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নির্ধারিত দুদিন ছাড়াও যাচাই ও প্রতিস্বাক্ষরের কাজ সংশ্লিষ্ট থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সম্পন্ন করবেন।

(৫) থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ভি-ইনভয়েস প্রতিস্বাক্ষরের বিষয়টি এল, এস, ডি এবং টিপিসি, এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সাইলো, বন্দর জেটি ও সিএসডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সাইলোতে প্রাপ্ত মালামালের ক্ষেত্রে প্রাপক কেন্দ্রের রক্ষণ প্রকৌশলী ভি-ইনভয়েস এর ৪র্থ কপিতে প্রাপক হিসাবে এবং সাইলো সুপার প্রতিস্বাক্ষরকারী হিসাবে স্বাক্ষর করবেন। সিএসডিতে মালামাল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইনভয়েসের ৪র্থ কপিতে প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতিস্বাক্ষর করবেন। সরকারি ময়দা ও পশুখাদ্য মিলে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পশু অফিসার/নির্বাহী কর্মকর্তা প্রাপক হিসাবে এবং প্রধান মিলার প্রতিস্বাক্ষরকারী হিসাবে স্বাক্ষর করবেন।

(৬) ২, ৩, ৪ ও ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ভি-ইনভয়েসের ২য় ও ৪র্থ কপি প্রতিস্বাক্ষর হওয়ার পর প্রাপক অনতিবিলম্বে প্রাপক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। ৪র্থ কপি পাওয়ার পর ২য় কপির সাথে মিলিয়ে সঠিক বলে নিশ্চিত হয়ে প্রাপক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ভি-ইনভয়েসের নির্ধারিত স্থানে সিল ও স্বাক্ষরকরতঃ ২য় কপি প্রেরণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট এবং ৪র্থ কপি প্রেরণ কেন্দ্রের ডি,ডি,ও, এর নিকট ডাক যোগে বা সিল কভারে বাহক মারফৎ প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। কোন অবস্থায়ই এ দুই কপি পরিবাহকের কাছে দেওয়া যাবে না। ৪র্থ কপি পাওয়ার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে এ কাজ সম্পাদন করতে হবে।

(৭) প্রেরক তার অফিস কপি হিসাবে রক্ষিত ৫ম কপির সংগে প্রাপ্ত ২য় ফেরত প্রাপ্ত কপি যাচাই করে পরিবহণকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত ১নং কপিসহ বিলটির যথার্থতা সম্পর্কে নিশিচত হয়ে সেটি তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট পাঠাবেন। তিনি সাপ্তাহিক ইনভয়েস বিবরণীর সাথে ও অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে প্রেরকের পাঠানো বিল ও সংযুক্ত ১ নং কপি মিলিয়ে দেখবেন এবং সঠিক বলে বিবেচিত হলেই কেবল ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(৮) (ক) চট্টগ্রাম বন্দর/সাইলোর ক্ষেত্রে চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর, খুলনা, স্টীল সাইলো ও খুলনাস্থ ঘাটসমূহের ক্ষেত্রে চলাচল, ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খুলনা, সান্তাহার, আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ সাইলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এছাড়া সকল সিএসডি/এলএসডি/টিপিসি এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করবেন।

(খ) বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডি,আর,টি,সি) অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (আইআরটিসি) ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ ঠিকাদার (আইবিসিসি) গণের ক্ষেত্রে প্রেরণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করবেন।

(গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ চট্টগ্রাম/ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা ও বরিশাল বিভাগের যে কোন প্রেরণ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে (বন্দর, চট্টগ্রাম ও খুলনা স্টীল, সাইলো) ব্যতীত পি,এম,সি,/বি.আই,ডব্লিউ,টি,সি,/ সি,আর,টি,সি,/বি,আর,টি, সি/রেল ঠিকাদার ও ডিবিসিসি এর বেলায় প্রেরক কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক আহরণ ও ব্যয়ণ কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করবেন। চট্টগ্রাম বন্দর/সাইলোর

ক্ষেত্রে চলাচল ও সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর, স্টীল সাইলো খুলনা ও খুলনাস্থ ঘাটসমূহের ক্ষেত্রে চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খুলনা আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করবেন।

(৯) প্রাইভেট মেজর ক্যারিয়ার (পি,এম,সি)/বিভাগীয় নৌ পরিবহণ ঠিকাদার (ডি,বি,সি,সি)/বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্পোরেশন (বি,আই,ডব্লিউ,টি,সি)/কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সি,আর,টি,সি) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বি,আর,টি,সি) ও রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রেরক ও প্রাপক কেন্দ্র হতে ভি-ইনভয়েস বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রেরকের নিয়ন্ত্রণকারীগণ ভি-ইনভয়েসের সকল কর্মকান্ড সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় প্রত্যয়নপত্রসহ ঠিকাদারের বিল উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রেরক কেন্দ্রের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক এর নিকট আহরণ ও ব্যয়ণ করার নিমিত্তে সংযুক্ত প্রফর্মা অনুযায়ী প্রেরণ করবেন।

(১০) খাদ্যশস্য প্রাপ্তির সাথে সাথে ভি-ইনভয়েসের কপির সংশ্লিষ্ট ঘর পূরণ করে অবশ্যই ফেরৎ পাঠাতে হবে। কোন অবস্থায়ই ভি-ইনভয়েসের কপি ফেরৎ পাঠাতে বিলম্ব করা যাবে না। ভি-ইনভয়েস প্রেরণে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অবহেলা বা অহেতুক বিলম্ব প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ আদেশ এই পত্র জারীর তারিখ থেকে কার্যকরী হবে।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম।
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-খাম/এস-৮/১ আর-৪/২০০২/১০৫

তারিখ : ০৫ জ্যেষ্ঠ ১৪১০ বঙ্গাব্দ
১৯ মে ২০০৩ খ্রিঃ

বিষয় : **খাদ্য বিভাগের অব্যহৃত খাদ্য গুদাম ভাড়া দেয়ার অনুমোদিত নীতিমালা প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া দেয়ার খসড়া নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত খসড়া নীতিমালা ও পরিমার্জিত গুদামভাড়ার চুক্তিপত্র প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এই সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : (ক) নীতিমালা - ২ পাতা।
(খ) চুক্তিপত্র - ৩ পাতা।

মোঃ আফতাব উদ্দিন মন্ডল
সিনিয়র সহকারী সচিব

গুদাম ভাড়ার চুক্তিপত্র

বিষয়

বাংলা ১৪০৯ সালের............................মাসের.......................মোতাবেক ইংরেজি ২০০৩ সালের.................. মাসের......................তারিখে এই চুক্তিনামা সম্পাদিত হল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (অতঃপর "সরকার" বলে অভিহিত) যার প্রতিনিধিত্ব করবেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ খাদ্য অধিদপ্তরের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক..

....প্রথম পক্ষ

-বনাম-

....দ্বিতীয় পক্ষ

এতদসঙ্গে সংযুক্ত ধারাসমূহ (যা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে) এই চুক্তিপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

১। এই চুক্তিনামার বিষয় ও প্রসঙ্গের সাথে সংগতিহীন না হলে :—

ক. "পরিচালক" বলতে বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের পরিচালক অথবা পরিচালকের অনুপস্থিতিতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক......................কে বুঝাবে।

খ. "ভাড়া গ্রহীতা" বলতে মেসার্স..এর মালিক/এমডি/অংশীদার/পরিচালক/ওয়ারিশগণকে বুঝাবে।

গ. বর্গমিটার বলতে ১০.৭৬৫ বর্গফুট এবং মেঃ টন বলতে ১০০০ কিলোগ্রাম বুঝাবে।

ঘ. গুদাম বলতে খাদ্য অধিদপ্তরের মালিকানাধীন, খাদ্যশস্য সংরক্ষণার্থে প্রস্তুতকৃত স্থাপনসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাচীর বেষ্টিত স্থান/এলাকা বুঝাবে।

মোঃ আফতাব উদ্দিন মন্ডল
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

খাদ্য বিভাগের অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম ভাড়া দেয়ার নীতিমালা

(ক) **পটভূমি :**

বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের গুদাম কেন্দ্রের সংখ্যা ৬২৫ টি। এর ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১৮ লক্ষ মেঃ টন। পূর্বে সরকারের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে বার্ষিক খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রায় ১৮ থেকে ২০ লক্ষ মেঃ টন। বিতরণের বিভিন্ন চ্যানেল হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানে ৮ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য মওজুদ/সংরক্ষণ পর্যাপ্ত বিবেচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে খাদ্যশস্য মজুতের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুদাম অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। এর ফলে গুদামের অবকাঠামো দিন দিন নষ্ট হচ্ছে এবং গুদামগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য অনাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও জনবল নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে। গুদামগুলো অব্যবহৃত থাকার কারণে বেদখল হওয়ারও আশংকা রয়েছে।

বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় ১৩৯টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের অব্যবহৃত গুদামগুলো যথানিয়মে ভাড়া প্রদান করা হলে একদিকে গুদামের অবকাঠামো সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং অন্যদিকে ভাড়া প্রদানের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় হবে। সরকারি সম্পদ সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং ব্যয় সাশ্রয়ের দিক বিবেচনায় রেখে অব্যবহৃত খাদ্য গুদামসমূহ ভাড়া দেয়ার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাবটি বিবেচনায় এনে সরকার নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

(খ) যৌক্তিক কারণসমূহ :

১. কোনো উপজেলায় একাধিক কেন্দ্র থাকলে তার মধ্য থেকে কেন্দ্রের অবস্থানগত দিক বিবেচনাপূর্বক একটি বা প্রয়োজনে কেন্দ্র হতে সমগ্র উপজেলার খাদ্যশস্যের সরবরাহ মেটানোর ব্যবস্থা রেখে অব্যবহৃত ও প্রয়োজন হবে না এমন গুদম ভাড়া দেয়া যেতে পারে।

২. যে সকল গুদাম দীর্ঘসময় অব্যবহৃত আছে এবং নিকট ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক হবে না এমন গুদাম ভাড়া প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩. বর্তমানে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক হবে না এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা ও খাদ্যশস্য সংগ্রহকালীন সময়েও খাদ্যশস্য মজুতের জন্য প্রয়োজন হবে না এমন গুদাম ভাড়া প্রদান করা যেতে পারে।

৪. অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদনের ধরন পরিবর্তনের ফলে যে সকল গুদাম ব্যবহারের সম্ভাবনা নেই সেই সকল স্থানের গুদাম ভাড়া প্রদান করা যেতে পারে।

৫. গুদাম ভাড়া থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব গুদাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয়ের তুলনায় অধিক হতে হবে।

(গ) ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে গুদাম নির্বাচন পদ্ধতি এবং শর্তাদি :

১. জেলা প্রশাসকের মতামত।

২. সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মতামত।

৩. ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার।

৪. খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ভাড়া প্রদানের বিষয় চূড়ান্ত হবে।

৫. ভাড়ার হার স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

৬. গুদামের অংশবিশেষ ভাড়া দেয়া যাবে না।

৭. নির্ধারিত মাসিক ভাড়ার দুই বছরের সমপরিমাণ টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে।

৮. ভাড়া গ্রহীতা ভাড়া গুদাম ছেড়ে দিতে চাইলে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লিখিত নোটিশ দিতে হবে। সরকারি প্রয়োজনে ১ (এক) মাসের নোটিশে ভাড়া গ্রহীতাকে গুদাম ছেড়ে দিতে হবে।

৯. গুদাম এলাকায় অবস্থিত পুকুর/কোয়ার্টার ও অন্যান্য অবকাঠামো একই সঙ্গে ভাড়া নিতে হবে। অন্যান্য সম্পদ গাছ পালা/ঘাট যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো গাছ বা চারা কর্তন করা যাবে না। ফলজ গাছের ফলের জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

১০. চুক্তির মেয়াদ শেষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জামানতের টাকা জমা দিয়ে ভাড়া গ্রহীতা চুক্তি নবায়নের আবেদন করতে পারবেন। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে গুদাম ভাড়া গ্রহীতা চুক্তির মেয়াদ শেষের তিন মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

১১. ভূমি উন্নয়ন ও পৌরকর ব্যতিরেকে অন্যান্য যেমন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি পরিসেবা বিল ভাড়া গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।

১২. ভাড়া দেয়ার ফলে কোনো প্রকার সামাজিক/পারিপার্শ্বিক সমস্যা সৃষ্টি না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৩. ভাড়া গ্রহীতা কোন স্থাপনার অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে পারবেন না।

১৪. সরকারি সম্পদ ব্যবহারের প্রতি সজাগ থাকাই বাঞ্ছনীয়। ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকলেই শুধুমাত্র ভাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

১৫. গুদাম ও গুদাম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ভাড়া গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।

১৬. গুদামভেদে উপযুক্ত বিবেচনায় যে কোন গুদাম অন্যূন ১ (এক) বৎসর ও সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদকালের জন্য ভাড়া দেয়া যাবে।

১৭. যে সকল গুদাম ব্যবহার করার আপাততঃ প্রয়োজন নেই তা চিহ্নিত করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রত্যয়ন প্রদান করবেন।

মোঃ আফতাব উদ্দিন মন্ডল
সিনিয়র সহকারী সচিব

২। শর্তাবলী :

১। অবৈধ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ জাতীয় কোন দ্রব্য গুদাম এলাকায় কিংবা গুদামে মজুত করা যাবে না।

২। ভাড়া এলাকায় জনস্বার্থ পরিপন্থী কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না।

৩। বিদ্যুৎ পানি, গ্যাস বিল, ২য় পক্ষকে বহন ও পরিশোধ করতে হবে এবং চুক্তির মেয়াদান্তে পরিশোধকৃত যাবতীয় রসিদ ১ম পক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। বিল পরিশোধের গাফিলতির জন্য কোন জটিলতার উদ্ভব হলে তার দায়-দায়িত্ব ভাড়া গ্রহীতাকে বহন করতে হবে। অন্যথায় এ সংক্রান্ত সকল ব্যয় জামানতের টাকা হতে সমন্বয় করা হবে।

৪। গুদামের ফটকে “গুদামটি খাদ্য বিভাগের নিকট হতে ভাড়া নেয়া” কথা বড় বড় অক্ষরে স্পষ্টভাবে লিখা থাকতে হবে।

৩। **গুদাম ভাড়া :**

১। চুক্তিপত্র সম্পাদনের পূর্বে নির্ধারিত জামানতের টাকা প্রচলিত সরকারি নিয়মে জমা দিতে হবে।

২। গুদাম ও গুদাম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ভাড়া গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।

৩। ইংরেজি বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক ভাড়া পরিশোধ করতে হবে এবং বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং প্রয়োজনে অনুরূপ ভাবে নবায়ন হবে।

৪। প্রতি বর্গ মিটার..........হারে মোট................টাকা ভাড়া প্রতিমাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

মোঃ আফতাব উদ্দিন মন্ডল
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো পরিদপ্তর
১৬, আবদুল গণি রোড, ঢাকা

আদেশ

তারিখ: ২৯ নভেম্বর ১৯৮৬

নং ১৪০২(১২০)/এলএসডি/১আই-১/৮২—খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য মহা পরিদপ্তরে অবলোপন যোগ্য (২% পর্যন্ত) যে সকল অবলোপনের প্রস্তাব রহিয়াছে উহা নিস্পত্তিকল্পে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি অবলোপন কমিটি গঠন করা হইল :—

১। মহাপরিচালক (খাদ্য), খাদ্য মহাপরিদপ্তর,	সভাপতি
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (খাদ্য),	সদস্য
৩। পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো, পরিদপ্তর।	”
৪। পরিচালক, হিসাব ও অর্থ, পরিদপ্তর, ঢাকা।	”
৫। পরিচালক, প্রশাসন, খাদ্য মহা পরিদপ্তর, ঢাকা।	”
৬। পরিচালক, আই,ডি,টি,এস,।	”
৭। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা)।	”
৮। অতিরিক্ত পরিচালক (সংরক্ষণ ও সাইলো) পরিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য সচিব
৯। উপ পরিচালক (সংরক্ষণ)।	আমন্ত্রিত সদস্য

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
মহা-পরিচালক, খাদ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অফিস আদেশ

নং- খাদুব্যম/(স-১) নিয়োগ-১/০৪-৬০ তারিখ : ২১/০৪/০৬ ইং

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ৬/৪/০৫ ইং তারিখে খাদুব্যম/সর-১/নিয়োগ-১/২০০৪/৭৯ অফিস আদেশের ৫.০ নং অনুচ্ছেদের (১৩) (ক), (খ) ও (গ) উপানুচ্ছেদে এলএসডি হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে জামানতের পরিমাণ নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়।

ঠিকাদারের শ্রেণী	জামানতের পরিমাণ
এলএসডি হ্যান্ডলিং ঠিকাদার	
এলএসডি-১	৪০,০০০/-
এলএসডি-২	৩০,০০০/-
এলএসডি-৩	২০,০০০/-

উক্ত জামানতের পরিমাণ নির্দেশক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনঃধার্য করা হলো :—

ঠিকাদারের শ্রেণী	জামানতের পরিমাণ
এলএসডি হ্যান্ডলিং ঠিকাদার	
এলএসডি-১	২০,০০০/-
এলএসডি-২	১৫,০০০/-
এলএসডি-৩	১০,০০০/-

২। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ৬/৪/০৫ ইং তারিখে খাদুব্যম/সর-১/নিয়োগ-১/২০০৪/৭৯ অফিস আদেশের অন্যান্য বিষয়াবলী অপরিবর্তিত থাকবে এবং ৫.০ নং অনুচ্ছেদের (১৩) (ক), (খ) ও (গ) উপানুচ্ছেদ উপরোক্তভাবে স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

৩। ইতোমধ্যে যদি কোন এল এস ডি হ্যান্ডলিং ঠিকাদার মন্ত্রণালয়ের ৬/৪/০৫ তারিখে খাদুব্যম/সর-১/নিয়োগ-১/২০০৪/৭৯ অফিস আদেশের প্রবর্তিত জামানত প্রদান করে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে তবে তাদের নিকট থেকে পুনঃ ধার্যকৃত জামানত গ্রহণ করে পূর্বের জামানত ফেরত দিতে হবে।

৪। অফিস আদেশটিসহ মূল অফিস আদেশ (প্রতিস্থাপিত) সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অগ্রায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এস এম আবুল কালাম আজাদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- খা-ম/এস-১/বিবিধ-১/৮২/১২৩ তারিখ : ৪/০৬/৮৫ ইং

বিষয় : **পরিবহণ ঘাটতি নিম্নরূপ সম্পর্কে**

উপরোল্লিখিত বিষয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারী আদেশক্রমে জানাইতেছি যে, তদানিন্তন খাদ্য বিভাগের ২০-০৬-৬৭ তারিখের সেকশন ৬(১ডব্লিউ-৫৯)/৬৬/৩৬১ নং জি,ও, দ্বারা সরকারের খাদ্যশস্য ও বিভিন্ন মালামাল বিভিন্ন পথে পরিবহণ ঘাটতির সর্বোচ্চ সীমা নিরূপণ করা হইয়াছিল। বর্তমানে পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্টই উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সাইলো ও গুদাম স্কেলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাই সরকার খাদ্যশস্য ও বিভিন্ন সামগ্রীর পরিবহণ ঘাটতি ও অপচয় রোধকল্পে পরিবহণ ঘাটতি হ্রাস করার জন্য পূর্বের জারীকৃত ২০-০৬-৬৭ তারিখের সেকশন-৬/(১-ডব্লিউ ৫৯)/৬৬-৩৬১ নং জিওটি সংশোধন করিয়া বিভিন্ন পথে বিভিন্ন রেইটে নিম্নে বর্ণিত পরিবহণ ঘাটতি পরিবহণ ঘাটতি পুনঃনিরূপণ করিয়াছেন।

২। ডাকযোগে (আর টি সি) পরিবহণ ঘাটতি

(১) চাউল, ধান ও গম	০.১২৫%
(২) চিনি	
(৩) লবন	
(৪) সরিষা বীজ/রেপ সিড	
(৫) সরিষা তৈল ও অন্যান্য ভোজ্য তৈল	
(৬) ভুট্টা	
(৭) গমজাত দ্রব্য	

৩। নদী পথে (বি, বি, পি, সি, এবং মেজর কেরিয়ার) পরিবহণ ঘাটতি

(১)	চাউল, ধান ও গম	যেখানে ১০০% ওজন সম্ভব নয়	যেখানে ১০০% ওজন সম্ভব
(২)	চিনি	০.৪%	০.১২৫%
(৩)	লবন		
(৪)	সরিষা তৈল ও অন্যান্য ভোজ্য তৈল		
(৫)	সরিষা বীজ ও রেপ সিড		
(৬)	ভুট্টা		
(৭)	গমজাত দ্রব্য		

৪। স্থল পথে গরুগাড়ী কর্তৃক পরিবহণ ঘাটতি

১। চাউল, ধান ও গম

(ক)	১০ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত	যেখানে ১০০% ওজন সম্ভব নয়	যেখানে ১০০% ওজন সম্ভব
(খ)	১০ মাইলের উর্ধ্বে ও ২০ মাইলের মধ্যে		
(গ)	২০ মাইলের উর্ধ্বে	০.৫%	০.১২৫%

২।	(ক) লবন, চিনি, সরিষাবীজ, রেনসিড, সরিষা তৈল ও অন্যান্য ভোজ্য তৈল ভুট্টা এবং গম জাতীয় দ্রব্য যে কোন দূরত্বের জন্য	০.৫%	০.১২৫%

২। এই আদেশ ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসর হইতে কার্যকর হইবে।

নদী পথে বাহিত খাদ্যশস্যের ঘাটতি, নির্ধারিত ঘাটতি সীমার অতিরিক্ত হইবে তাহার জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার সংশ্লিষ্ট চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট কেরিয়ার কোম্পানি অথবা তাহাদের মালিকদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে এই ঘাটতিজনিত ক্ষতিপূরণ দাবি করিবেন এবং কেস নিষ্পত্তির জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। যদি নিষ্পত্তির ব্যাপারে উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ পরিমিত সময়সীমার এর মধ্যে (জাহাজে মাল উঠানো হইতে এক বৎসর) কোন প্রকার সন্তোষজনক সূরাহা করিতে না পারেন, তখন এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোর্টে আইনের আশ্রয়/বা চুক্তির শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পাঠাইয়া সরকারি উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। অতপর সরকারি উকিলের মতামতসহ নিয়ন্ত্রকগণ বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং ইহার অনুলিপি খাদ্য মহাপরিচালকের বরাবরে মামলা রুজু করার বা অন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অন্তত এক মাস পূর্বে দাখিল করিবেন। এরপর সরকার LR এর মতামত সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবেন। যেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঘাটতির দাবী মেটানো সম্ভব হইবে না, সে সকল ঘাটতি অবলোপনের নিমিত্তে খাদ্য মহাপরিচালক সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাইবেন। এই সমস্ত অবলোপন প্রস্তাব সরকারের নিকট পাঠাইবার পূর্বে পরিচালক ঘাটতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং অবলোপনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোকপাত করিবেন।

অরুন কান্তি অধিকারী
উপসচিব

Government of East Pakistan
Food Department
Eden Buildings, Dacca

MEMORANDUM

No-Sec-VI/IW-59/66/360-FD Dated the 20th June, 1967.

Subject :- **Fixation of limits of godown shortages of foodgrains, Sugar, Salt, Mustard Seeds, Mustard Oil and other Edible Oils, Rape-Seeds, Maize, Wheat and Wheat products, etc.**

The undersigned is dircted to refer to the above subject, and to say that experience has shown that limits of shortages of the above foodgrains and other comodities in shortage godowns prescribed by Govt. in the past were liberal. Such eberal allowances might have been justified in the initial stages but are no longer wanted due to improved conditions of the godowns. Govt have, therefore reconsidered the question of writing off the godown shortages and have decided to fix and refix the maximum limits of godown shortages of foodgrains and other commodities as follows in notification of G.O. No. 1876-FD, Dated. 26-2-58 and No. SRO 10/62/23-FD(VI) dated.14-1-63

The maxmium permissible limit of godown shortages of foodgrains and other comodities in all Local Supply Depots are fixed and refixed follows:

(I) In all Local Supply Depots under the Directorate of Procurcment Distribution and Rationing.

(i) For all foodgrains except Paddy, Sugar (Rice, Wheat; Wheat products and Maize, etc)	(a) 0.5% upto 6 months (b) 0.75% upto 12 months (c) 0.25% for every addl. 3 months or part thereof.
(ii) For paddy	(a) 0.75 upto 6 months. (b) 1% upto 12 months. (c) 0.25% for every addl. 3 months or part thereof.
(iii) For Sugar	(a) 0.5% for a period upto 3 months (b) 0.25% for every addl. 6 months or part thereof.
(iv) Salt	(a) 0.5% upto3 months (b) 0.75% for period of 12 months. (c) 0.25% for every addl. 6 months or part thereof.

In respect of the shortages as and when discovered in a particular stack/stacks after in a month or on annual verification in L.S.Ds the officers.in-Charge LS.D. concerned must submit the monthly statement of godown losses within 7 days of the following month to the sub-Divisional controller of food Sub-Divisional Controller of food must send his proposal for write of following to the District Controlles of Food within 15 days from the date of receipt of the statement of godown losses from the officer-in change L.S.D, after proper verification as fast as possible and due seruting.

(ii) District Controller of Food, may issue write off order in cases of losses within allowable limit and will send proposal in respect of cases of beyond allowable limit to the Regional Controller of Food within 15 days. Regional Controller of Food will have the powers to issue write of order in cases of losses beyond allowable limit upto 1% and will send his proposal in respect of other cases to the Director of Procurement, Distribution and Rationing within one month.

(iii) Directorate of Procurement, Distribution and Rationing will be treated to the power to issue write of orders in cases of losses beyond allowable limit upto 2% and will send their proposal in respect of the remaining cases to govt. in the Food Department within one month.

(iv) Similarly, in respect of Central Storage Depots the Storage and Movement Officer, must submit the monthly statement of godown losses detected in a month after exaustion of stack/stacks or anunal verification with his recommendation for write-off to Regional Controller of Food within 10th of the following month, Regional Controllor of food will issue write off orders in cases of losses within allowable limits and also beyond allowable limit top1% and will send his poposal in respect of other cases to the Directorate of Movement and Storage will be treated to have the powers to issue write off orders in respect, of losses and allowable limit upto 2% and will send their proposal in respect of the remaining Sus to Govt. in the Food Department within one month.

When particular stack/stacks has been exhausted, or shortages found out after annual verification the shortages should be reported in the form shown in Appendix "A" to Sub-divisional Controller of food, District Controler of food, Regional Controller of food as the case may be with copy to the Directories concerned, for writing off. A shortage register in the proforma prescribed as in Appenlix B to these orders should be atained in each godown indicating the date of receipt preparation and disposal or Adjustment vouchers in it as well as in the stack shortage register. Every touring officers will cheek the register so that it is properly maintained It is not necessary to report shortage either to Govt. or to the Driector of Accounts, A Quarlerly statement of shortage in respect of each godown showing only the Quantity perecentages of shortage the value written off should be prepared Depots by the District Controller in Respect of shortages occuring in local Supply Depots and by Movement officers in Respect of shortage in Central storage Depots and submitted to Govt and to The Director of movements of this Department through the respective Directorate.

Md. A.N.M Shamsul Alam
21-6-67
Deputy Secretary to the Govt. of East pakistan

Government of East Pakistan
Food Department
Eden Buildings, Dacca

MEMORANDUM

No.Sec-VI/IW-59/66/361-FD Dated the 20th June, 1967.

Subject : **Fixation of limits of tranalt shortages**

The undersigned is directed to refer to the above subject and to say that experience has shown that limits of shortages of food grains and other commoditles in transit prascribed by Govt. in the past were liberal. Such liberal allowances might have been justified in the initialstages but are no longer warranted due to all-round Improvement in the communication system in the Province, Govt. have therefore, reconside-red the question of writing off the transit shortages in different modes of transport and have decided to fix and refix the maximum limits of transit shortages of foodgrains and other comodities as follows in Modification of this Deptt. G.O.No. 12663-FD dated.18-12-59, No.S-143/62/24-FD(IV) dated.15-1-63 and No. 5647-FD dated: 17-7-1958.

1. Shortages in transit by sea

i) Rice and Wheat	1%
ii) Sugar	0.75%
iii) Salt	0.75%
iv) Mustard Seeds/rape seeds	1% in case of bulk cargo and 0.5% in case of bagged cargo
v) Mustard oil and other Edible oils.	0.5%
vi) Maize	1%
vii) Wheat products	0.75%

2. Shortages in transit by River (Boat carrying contractors).

i) Rice, Paddy and Wheat	0.5%
ii) Sugar	0.5%
iii) Salt	0.5%
iv) Mustard Seeds/rape seeds	0.5%
v) Mustard oil and other Edible oils.	0.5%
vi) Maize	0.5%
vii) Wheat products.	0.5%

3. Shortages in transit by bullock carts

i) Rice, Paddy & Wheat for a distance upto 10 miles	0.5%
ii) For a distance beyond 10 miles upto 30 miles	0.75%
iii) For a distance above 20 miles	1%
iv) Salt, sugar, Mustard seeds Rape seeds Mustard oil and other Edible oils Maize and Wheat Products irrespective of distance	0.5%

4. Shortages in transit by Rail and Major operators under I.W.T.A.

i) Rice Paddy and Wheat	1%
ii) Sugar	0.75%
iii) Salt	0.75%
iv) Mustard Seeds/rape seeds,	1% in case of bulk cargo and 0.5% in case of bagged cargo
v) Mustard oil and other Edible oils.	0.5%
vi) Maize	1%
vii) Wheat products.	0.75%

2. Officers authorised to write off the shortages within the limits fixed in this order must satisfy themselves that the shortages are genuine and are not due to neglect on the part of any staff or defect in the system of administration.

In cases of shortages in transit by sea: exceeding the prescribed limit in respect of foodgrains and other commodities the Controller of Movement and shortages , Chittagong or Khulna as the case may be, will refer the claim for the shortages against the carrier Company or their agents within the stiputated time and pursue the final-1 settlements of the claim If a claim is not satisfied within a reasonable time, the controller of Movemont Storage, Chittagong or Khulna as the case may be, will take necessary steps to that & Suit may be filed in the Court of Law within the stiputeted period i.e. Within one year from the date of delivery of the goods ex-ship. The Controller of Movement & Storage, Chittagong or Khulna as the case may be will submit the statement of facts to the Collector for obtaining the opinion of the Local Govt. Plea - der and then send a copy of the statement of facts along with with the opinion of the Govt. Pleader and other relevant papers to Govt. through the Directorate of Movement & Storage with a copy to the Directorate of procurement, Distribution and rationing at last one month before the last date for filing the suit. Govt. will then obtain opinion of the L.R and pass final order. In cases, where the claims can not be established, the Director of Procurement, Distribution and rationing will move Govt. for writting off the losses after necessery scrutiny of the cases.

(A.N. M.Shamsul Alom)
Deputy Secretary tot he Govt of Eest
Pakistan. 22-6-1967

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
খাদ্য বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংশোধনী

মন্ত্রণালয়ের ৪-৬-৮৫ ইং তারিখের খা-ম/এস-১/বিবিধ-৯/৮২/১২৩ নং স্মারকে জারীকৃত সকল প্রকার কেরিয়ারদের পরিবাহিত মালামালের ঘাটতি নির্ধারণ সম্পর্কিত সরকারি আদেশের ক্রমিক নং-২, ৩ ও ৮ তে ট্রাক যোগে (আর টি সি পরিবহন ঘাটতি), নদী পথে কেন্দ্রীয় বিবিসিসি/বিভাগীয় বিবিসিসি/আইবিসিসি) যথাক্রমে সড়ক পথে, নদী পথে ও নদী পথের স্থলে সমুদ্র পথে পড়িতে হইবে। সমুদ্র ও রেল পথে বিভিন্ন রেইটে নিম্নে বর্ণিত পরিবহন ঘাটতি পুনঃ নিরূপণ করা হইল তবে বর্ণিত স্মারকে জারীকৃত ঘাটতির শর্ত অপরিবর্তিত থাকিবে।

সমুদ্র পথে ঘাটতি

	পণ্য	বর্তমানে অনুমোদিত ঘাটতি	সংশোধিত ঘাটতি
১।	চাউল এবং গম	১%	
২।	চিনি	০.৭৫%	
৩।	লবণ	০.৭৫%	
৪।	সরিষা বীজ/রেপসীড	১% (ঢালাই কার্গো) ০.৫% (বস্তাবন্দি কার্গো)	প্রত্যেক ক্ষেত্রে অর্ধেক হইবে।
৫।	সরিষার তৈল ও অন্যান্য ভোজ্য তৈল	০.৫%	
৬।	ভূট্টা	১%	
৭।	গমজাত দ্রব্য	০.৭৫%	

রেলপথে ঘাটতি

	পণ্য	বর্তমানে অনুমোদিত ঘাটতি	সংশোধিত ঘাটতি
১।	চাউল এবং গম	১%	
২।	চিনি	০.৭৫%	
৩।	লবণ	০.৭৫%	
৪।	সরিষা বীজ/রেপসীড	১% (ঢালাই কার্গো) ০.৫% (বস্তাবন্দি কার্গো)	প্রত্যেক ক্ষেত্রে অর্ধেক হইবে।
৫।	সরিষার তৈল ও অন্যান্য ভোজ্য তৈল	০.৫%	
৬।	ভূট্টা	১%	
৭।	গমজাত দ্রব্য	০.৭৫%	

৮। নদী পথে বাহিত খাদ্যশস্যের ঘাটতি, নির্ধারিত ঘাটতি সীমার অতিরিক্ত হইলে তাহার জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার সংশ্লিষ্ট চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট কেরিয়ার কোম্পানী অথবা তাহাদের এজেন্টদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে এই ঘাটতিজনিত ক্ষতিপূরণ দাবী করিবেন এবং শেষ নিষ্পত্তির জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। যদি নিষ্পত্তির ব্যাপারে উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ পরিমিত সময় সীমার মধ্যে (জাহাজে মাল উঠানো হইতে এক বৎসর) কোনো প্রকার সন্তোষজনক সুরাহা করিতে না পারেন, তখন এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোর্টে আইনের আশ্রয়/বা চুক্তির শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তাহাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পাঠাইয়া সরকারি উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। অতঃপর সরকারি উকিলের মতামতসহ নিয়ন্ত্রকগণ বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং ইহার অনুলিপি খাদ্য মহাপরিচালকের বরাবরে রুজু করার বা অন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অন্তত এক মাস পূর্বে দাখিল করিবেন। এরপর সরকার L. R এর মতামত সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবেন। যেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঘাটতির দাবী মেটানো সম্ভব হইবে না, সে সকল ঘাটতি অবলোপনের নিমিত্তে খাদ্য মহাপরিচালককে সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাইবেন। এই সমস্ত অবলোপন প্রস্তাব সরকারের নিকট পাঠাইবার পূর্বে পরিচালক ঘাটতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং অবলোপনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোকপাত করিবেন।

স্বাক্ষরিত/-
অরুন কান্তি অধিকারী
(উপ-সচিব)
খাদ্য বিভাগ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
খাদ্য বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অফিস আদেশ

স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৫৮.০১.০০৭.২০১১ তারিখ : ০৪-০৪-২০১২

৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪নং সাব-কমিটির ১৪তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে খাদ্যশস্য মজুত ও রক্ষণাবেক্ষণে মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতিমূল্য আদায় সম্পর্কে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হয়েছে :

" সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ২৯/৮/১৯৫৯ তারিখের মেমো নং ৯৩১২ এফ ডি মূল্যে খাদ্যশস্য পরিবহণ তৎকালীন, রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক, নির্ধারক বা গুদাম রক্ষকের নিকট হতে অনুমোদিত ঘাটতির অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য দণ্ডমূলক দ্বিগুণ হারে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নেই।”

০২। বর্ণিতাবস্থায়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত অনুযায়ী ২৯/৮/১৯৫৯ তারিখের মেমো নং ৯৩১২ এফ ডি এখনও বলবৎ আছে, বিধায় খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি খাদ্যশস্যের মূল্য শাস্তিমূলক দ্বিগুণ হারে আদায়যোগ্য হবে।

এই আদেশে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহসেনা খান
উপসচিব
খাদ্য বিভাগ
তারিখ : ১৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

নং খাম (এস-৮)/বিবিধ-১/৯৭/২৯৫(৫৯৭) তারিখ : ০৬-০৭-১৪০৪ বাং / ২১ অক্টোবর ১৯৯৭

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন স্থানে নদী ভাংগনের কবলে নিপতিত খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য স্থাপনা সমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইল:

কমিটির গঠন :

১)	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
২)	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	- সদস্য
৩)	থানা নির্বাহী কর্মকর্তা	- সদস্য
৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি,বা তাঁর প্রতিনিধি	- সদস্য
৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড বা তাঁর প্রতিনিধি	- সদস্য
৬)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি,বা তাঁর প্রতিনিধি	- সদস্য
৭)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	- সদস্য-সচিব

২। কমিটির কার্য পরিধি :

(ক) নদী ভাংগন কবলিত খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ রক্ষাকল্পে ভাংগন প্রতিরাধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করা ;

(খ) নদী ভাংগন কবলিত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য স্থাপনাসমূহ বিক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে তাহা বাস্তবায়ন করা;

(গ) নদী ভাংগন ছাড়া অন্যান্য জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত গুদাম/স্থাপনাসমূহ বিক্রয়ের/অস্পষ্ট বিক্রয়ের জন্য সুপারিশ করা;

(ঘ) বিবিধ

মোঃ আব্দুল জলিল মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং ২৫৮ খাম (এস-৩)/ডিসপোজাল-১৩/৮৫ তারিখ : ১২-৮-৮৫ইং

আদেশ

চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো পরিদপ্তরের ৯-৬-৮৫ ইং তারিখের ৭২৯ নং স্মারকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত নিস্পত্তির নিমিত্তে সরকার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সাইলোগুলিতে রক্ষিত অব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি, লোহার পাত এবং অন্যান্য অকেজো মালামালের তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কমিটিসমূহ গঠন করিয়াছেন।

(ক) নারায়ণগঞ্জ সাইলো

১) উপসচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়। - আহবায়ক
২) অতিরিক্ত পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো। - সদস্য
৩) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা। - সদস্য
৪) সাইলো সুপার, নারায়নগঞ্জ সাইলো। - সদস্য-সচিব

(খ) চট্টগ্রাম ও আশুগঞ্জ সাইলো

১) উপসচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়। - আহবায়ক
২) অতিরিক্ত পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো। - সদস্য
৩) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম। - সদস্য
৪) সাইলো সুপার, চট্টগ্রাম ও আশুগঞ্জ সাইলো। - সদস্য-সচিব

(গ) সান্তাহার সাইলো

১) উপসচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়। - আহবায়ক
২) অতিরিক্ত পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো। - সদস্য
৩) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী। - সদস্য
৪) সাইলো সুপার, সান্তাহার সাইলো। - সদস্য-সচিব

২। কমিটির সাইলোগুলির পরিদর্শনের ও অব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি ও মালামালের তালিকা প্রণয়নের তারিখ যথাসময়ে সকলকে অবহিত করা হইবে।

মনোয়ার ইসলাম
শাখা প্রধান
খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং **খাম (স-৭)/ ডি-১৩/৮৫/১৮৫** তারিখ: ১৫-৮-৯১ইং/৩০/৪/৯৮ বাংলা

আদেশ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১২-৮-৮৫ ইং তারিখের ২৫৮-খাম এস-৩)/ডিসপোজেল-১৩/৮৫ নং স্মারকের অনুচ্ছেদ নং-১ এর আংশিক সংশোধনক্রমে উক্ত স্মারকের আদেশে গঠিত ৩টি কমিটিকে নির্দেশক্রমে অত্র মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন সাইলোর অব্যবহার্য মালামাল বিভিন্ন সময়ে দরপত্র আহবান/নিলাম এর মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহের তালিকা প্রণয়ন, অকেজো ঘোষণা ও সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পেশ করার দায়িত্ব প্রদান করা হইল।

২। এই সংশোধনী ১২-৮-৮৫ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

দেওয়ান আবদুল জব্বার
সিনিয়র সহকারী সচিব (স-৭)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নং ১৩.০০.০০০০.০৩২.০৭.০১৪.১৬-১৭৫

তারিখ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
১৩ জুন ২০১৬

বিষয় : **ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত।**

সূত্র : (১) মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, আইএমইডি'র ডি. ও. পত্র নং-২১.৩৬১.০২৫.১০.০০.৬১৫.২০১৫-৯১৬(৩৩); তারিখ : ২৪/০৫/২০১৬ খ্রিঃ

(২) সিপিটিইউ, আইএমইডি'র পত্র নং-২১.৩৬১.০২৫.১০.০০.৬১৫.২০১৫-৯২৯(৩৩); তারিখ : ২৬/০৫/ ২০১৬ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্বব্যাখ্যাত পত্রের নির্দেশনার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে (০২ পাতা)।

মোহাম্মদ আবু কাউছার
সিনিয়র সহকারী প্রধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
সিপিটিইউ ভবন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
Te1: 9144 252-3, Fax 9130968.
E-mail: infocptu@.govt.bd. website : www.cptu.gov.bd

নং- ২১.৩৬১.০২৫.১০.০০.৬১৫.২০১৫-৯২৯(৩৩) তারিখ : ২৬/০৫/২০১৬ খ্রি.

বিষয় : **ই-জিপি'তে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এ পর্যন্ত ২২৫টি সরকারি ক্রয়কারী সংস্থাকে (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ অফিস) ই-জিপিতে যুক্ত করেছে এবং যথারীতি সকল সংস্থার Admin – কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০১৩ সালের জুন এবং তৎপরবর্তী সময় থেকে ই-জিপি সংযুক্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক ক্রয়কারী সংস্থা ই-জিপিতে এখনও কোন দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করেনি। ফলে www.eprocure.gov.bd -ওয়েবসাইটের Report-এ ঐ সকল সংস্থার স্থলে '০' প্রদর্শিত হচ্ছে। আবার কোন কোন সংস্থা ই-জিপিতে খুবই কম সংখ্যক দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করেছে, যা তার সংস্থার মোট দরপত্র সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। উল্লেখ্য, সরকার ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দেশের সকল দরপত্র ই-জিপিতে প্রক্রিয়াকরণের নির্দেশ দিয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ যে সকল ক্রয়কারী সংস্থা ই-জিপিতে এক্সেস এবং প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাঁদেরকে ই-জিপিতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

(মোঃ ফারুক হোসেন)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সিপিটিইউ, আইএমই বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সাইলো/পি. ইউ শাখা
খাদ্য ভবন
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮৫.১৬.০০১.২০-৪৫

তারিখ : ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ০৩ জুন ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : **খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সান্তাহার সাইলো আঙ্গিনায় জাইকার আর্থিক সহায়তায় নির্মিত দ্বি-তলবিশিষ্ট ওয়্যারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত।**

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সান্তাহার সাইলো আঙ্গিনায় জাইকার আর্থিক সহায়তায় নির্মিত দ্বি-তলবিশিষ্ট ওয়্যারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, ব্যবস্হাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ হতে গত ১৫/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে ১৩.০১.০০০০.০৮৫.১৬.০০৬.১৬/৭৭/১(৩) নং স্মারকের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হলে উক্ত কমিটি ওয়্যারহাউজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ পেশ করে। উক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে ইতিপূর্বে ১৭/০৬/২০১৯ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮৫.০০৬.১৬.৮৫ স্মারকে পরিপত্র জারি করা হয়। এক্ষণে সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহার সাইলোর ১৯/০৫/২০২০ তারিখের ৫১৮ নং পত্রের প্রেক্ষিত নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো :

(১) সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহার সাইলো সান্তাহার মাল্টিষ্টোরিড ওয়ারহাউজ এর প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন; তিনি ওয়ারহাউজের বিভিন্ন কার্যক্রম যথা- গ্রহণ, প্রেরণ, সংরক্ষণ ও মজুত, হিসাব রক্ষণ, কারিগরি ব্যবস্থাপনা, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, বাণিজ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত কর্মচারীদের দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন;

(২) ওয়্যারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত ও সংরক্ষণের জন্য জাইকা কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দেশিকা (Operation and Maintenance Manual'2015) অনুসরণপূর্বক শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Air Conditioner System) ও ডিহিউমিডিফায়ার (Dehumidifier) এর ব্যবহার সমন্বয়পূর্বক গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) জাইকার নির্দেশিত প্যালেট (Pallet) পদ্ধতির পাশাপাশি এফএস গুদামসমূহে অনুসৃত প্রচলিত সংরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী খামাল গঠন করতে হবে;

(৪) বর্তমানে ৫০ কেজি এবং ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ওয়্যারহাউজে ৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তার পরিবর্তে ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তায় খাদ্যশস্য মজুত করা হলে প্যালেটে/খামালে বস্তা ওঠানো-নামানো সহজতর ও খামাল তুলনামূলকভাবে স্হায়ী (Stable) হয় বিধায় প্যালেট (Pallet) ও প্রচলিত খামাল গঠন পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তায় খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ও মজুত করতে হবে;

(৫) ওয়্যারহাউজের ধারণক্ষমতা ২৫,০০০ মে. টন হলেও কার্যকরী ধারণ ক্ষমতার বিবেচনায় অন্তত ১৫,০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য মজুত করতে হবে;

(৬) অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালার আওতায় শুধুমাত্র চুক্তিবদ্ধ অটোমেটিক রাইস মিলে প্রস্তুতকৃত রপ্তানিযাগ্যে অতি উত্তম মানের খাদ্যশস্য এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালার আওতায় অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত গম সংগ্রহ করেও মজুত করা যাবে;

(৭) প্যালেট/খামালে সংরক্ষিত মজুত খাদ্যশস্যের কীট নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হলে জাইকার নির্দেশিকা অনুযায়ী কারিগরি পরিদর্শকের মতামত অনুযায়ী/প্রচলিত কীট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও নিয়মাবলি অনুযায়ী ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে;

(৮) খাদ্যশস্যের মজুত ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনে লক্ষ্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়ন করতে হবে;

(৯) এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ও ডিডিমিডিফায়ার চালনা এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরের দরুন আর্দ্রতা হ্রাসজনিত উদ্ভূত গুদাম ঘাটতি প্রচলিত বিধিমালা (খাদ্য বিভাগের অফিস স্মারক নং শাখা-৬/আই ডব্লিউ-৫৯-৬৬-৩৬০ এফ. ডি তারিখ: ২০/০৬/১৯৬৭) মোতাবেক প্রযোজ্যক্ষেত্রে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী এর মাধ্যমে অবলোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(১০) জাইকা কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দেশিকা (Operation and Maintenance Manual'2015) এবং কমিটির উপরোক্ত মতামতের আলাকে ওয়্যারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত এবং বিলি-বিতরণে চালের ওজন, গুণগতমানসহ মজুত খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণে কোন ত্রুটি/সমস্যা দেখা দিলে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জাইকা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৩ অধিশাখা
website:www.mof.gov.bd

নম্বর: ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০০৭.১৫-৭১

তারিখ : ১০ আশ্বিন ১৪২৩ / ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রজ্ঞাপন

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসামরিক প্রশাসনের আওতাধীন প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা এবং সড়ক পথে কিলোমিটার ভিত্তিক পথ ভাড়া ভাতা ইত্যাদি নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো :

১। সরকারি কর্মচারীদের শ্রেণি বিন্যাস :

ক-শ্রেণি	মূলবেতন নির্বিশেষে ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল কর্মচারী এবং ১০ম গ্রেডের সে সকল সরকারি কর্মচারী যাদের মূলবেতন ২৯০০০/-টাকা বা তদূর্ধ।
খ-শ্রেণি	মাসিক ২৯,০০০/-টাকার কম মূলবেতন গ্রহণকারী সকল ১০ম গ্রেডের সরকারি কর্মচারী এবং ঐ সকল ১১নং থেকে ১৬নং গ্রেডের কর্মচারী যাদের মূলবেতন মাসিক ১৬০০০/- টাকা বা তদূর্ধ।
গ-শ্রেণি	খ শ্রেণিভুক্ত ব্যতীত ১১নং গ্রেড থেকে ১৬নং গ্রেডের অন্য সকল সরকারি কর্মচারী।
ঘ- শ্রেণি	ফরেস্ট গার্ড, পুলিশ কনস্টেবল (প্রধান কনস্টেবল ব্যতীত), জেল ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার, কিশোর অপরাধী সংশাধেনী প্রতিষ্ঠান (Borstal School) এর দ্বাররক্ষী এবং ১৭নং গ্রেড থেকে ২০নং গ্রেডের সকল সরকারি কর্মচারী।

২। দৈনিক ভাতা :

শ্রেণি	মূলবেতন	সাধারণ হার	ব্যয় বহুল স্থান
ক-শ্রেণি	১। ৭৮,০০০/- টাকা (নিধারিত) ও তদূর্ধ্ব	১৪০০/- টাকা	ব্যয় বহুল স্থানে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহর এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৩০%।
	২। ৭১০০১–৭৭৯৯৯/- টাকা পর্যন্ত	১২২৫/- টাকা	
	৩। ৫০০০১–৭১০০০/- টাকা পর্যন্ত	১০৫০/- টাকা	
	৪। ২৯০০১–৫০০০০/- টাকা পর্যন্ত	৮৭৫/- টাকা	
	৫। ২২০০০–২৯০০০/- টাকা পর্যন্ত	৭০০/- টাকা	
খ-শ্রেণি	১। ২৯০০০/- টাকার কম মূলবেতন গ্রহণকারী ১০ম গ্রেডের সকল কর্মচারী।	৪৯০/- টাকা	
	২। ১৬০০০/- টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল বেতন গ্রহণকারী ১১ থেকে ১৬নং গ্রেডের সকল কর্মচারী	৪২০/- টাকা	
গ-শ্রেণি	খ শ্রেণি ব্যতীত সকল ১১ থেকে ১৬নং গ্রেডের সকল কর্মচারী	৩৫০/- টাকা	
ঘ-শ্রেণি	১৭ থেকে ২০নং গ্রেডের সকল কর্মচারী।	৩০০/- টাকা	

৩। **পথ ভাড়া ভাতা (Milcage Allowance) :**

ভ্রমণের দূরত্ব নির্বিশেষে সড়ক পথে ভ্রমণের জন্য নিম্নোক্ত হার প্রযাজ্যে হবে :

ক্রঃ নং	শ্রেণি	টাকা/কিলোমিটার
১	ক-শ্রেণি	৩.৭৫
২	খ-শ্রেণি	৩.০০
৩	গ-শ্রেণি	২.২৫
৪	ঘ-শ্রেণি	১.৫০

৪। পথ ভাড়া ভাতা (Mileage Allowance) : নির্ণয়ের জন্য শ্রেণি প্রাপ্যতা :

ক্রঃ নং	ভ্রমণের ধরণ	শ্রেণি	প্রাপ্যতা	পথ ভাড়ার ভাতার হার
১.	রেলপথ ভ্রমণ	ক-শ্রেণিভুক্ত টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারী।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণি না থাকলে প্রথম শ্রেণি	১। বদলি ব্যতীত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিতে ভ্রমণের জন্য পথভাড়া উক্ত শ্রেণির ভাড়ার দেড় গুণ হবে। ২। বদলি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির ভ্রমণ ব্যতীত সকল শ্রেণির সরকারি কর্মচারীগণ যে শ্রেণিতে ভ্রমণের অধিকারী সে শ্রেণিতে ভ্রমণ করলে পথ ভাড়া উক্ত শ্রেণির ভাড়ার ১.৮ গুণ হবে।
		ক-শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য কর্মচারী।	প্রথম শ্রেণি	
		খ-শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী	দ্বিতীয়/শোভন/সুলভ শ্রেণি	
		গ-শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী-ট্রেনে দুটি শ্রেণি থাকলে নিম্নতম শ্রেণি। তিনটি শ্রেণি থাকলে, যাদের মূলবেতন মাসিক ১০,২০০/- টাকা এবং তদূর্ধ্ব তারা মধ্যম (Middle) শ্রেণি এবং যাদের মূলবেতন মাসিক ১০,২০০/- টাকার কম তারা নিম্নতম শ্রেণি।	মধ্যম/নিম্নতম শ্রেণি	
		ঘ-শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী।	নিম্নতম শ্রেণি	
২.	সমুদ্র বা নদী পথে স্টীমার/ জাহাজ/ লঞ্চে ভ্রমণ	ক-শ্রেণিভুক্ত টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারী।	শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণি। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণি না থাকলে প্রথম শ্রেণি।	
		ক-শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য কর্মচারী।	প্রথম শ্রেণি	
		খ-শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী	দ্বিতীয়/শোভন/ সুলভ শ্রেণি	

ক্রঃ নং	ভ্রমণের ধরণ	শ্রেণি	প্রাপ্যতা	পথ ভাড়ার ভাতার হার
		গ-শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী- দুটি শ্রেণি থাকলে নিম্নতম শ্রেণি। তিনটি শ্রেণি থাকলে, মধ্যম (Middle) শ্রেণি। চারটি শ্রেণি থাকলে নিম্নতম শ্রেণির অব্যবহিত উচ্চতর শ্রেণি।	মধ্যম/নিম্নতম/অব্যবহিত উচ্চতর শ্রেণি।	
৩.	বাসে ভ্রমণ	৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আসন	বাসে ভ্রমণের জন্য পথ ভাড়া উক্ত শ্রেণির ভাড়ার দ্বিগুণ হবে।
		অন্যান্য সকল সরকারি কর্মচারী	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিহীন আসন	
৪.	বিমানে ভ্রমণ (বাংলাদেশের অভ্যন্তরে)	১. ক-শ্রেণিভুক্ত টাকা ৪৩০০০/- ৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী। ২. ব্যক্তিগত কর্মচারীগণ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণের সফর সঙ্গী হিসেবে)। ৩. বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মচারীগণকেও বিমানে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। তবে, এরূপ প্রত্যেকটি ভ্রমণের ক্ষেত্রে, ন্যূনপক্ষে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং এর অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	Economy Class	১। অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বিমান ভাড়ার ২০% প্রাপ্য হবেন। তাছাড়া, আগমনের দিন অর্ধ হারে পরবর্তী দিন প্রস্থানের জন্য অর্ধ এবং হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন। ২। বিমান টিকিটের ক্ষেত্রে বিমান বন্দরে পরিশোধিত যাবতীয় ট্যাক্স/ ফিস প্রাপ্য হবেন। ৩। বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রাধিকার বলতে ৫ম গ্রেডে Substantive পদধারী ও তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারীকে বুঝাবে।

৫। বদলিজনিত ভ্রমণ ভাতা :

(ক) বদলিজনিত ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রাপ্য হবেন :

ক্রঃ নং	ভ্রমণের ধরণ	প্রাপ্যতা
১.	ট্রেন/স্ট্রীমার/লঞ্চ জাহাজে ভ্রমণ	(১) নিজের জন্য প্রাপ্য শ্রেণির তিনটি ভাড়া (২) পরিবারের প্রত্যেক সহগামী সদস্যের জন্য একটি পূর্ণ ভাড়া (স্ত্রীসহ সর্বোচ্চ তিনজন)
২.	সড়ক পথে ভ্রমণ	(১) নিজের জন্য প্রাপ্য শ্রেণির দু'টি ভাড়া। (২) পরিবারের প্রত্যেক সহগামী সদস্যের জন্য একটি পূর্ণ ভাড়া (স্ত্রীসহ সর্বোচ্চ তিনজন)
৩.	বিমানে ভ্রমণ	(১) নিজের জন্য প্রাধিকার অনুযায়ী একটি ভাড়া।

(খ) সরকারি কর্মচারীগণের বদলির সময়ে পরিবহণের জন্য নিজস্ব মালামালের (personal effect) পরিমাণ এবং প্যার্কিং চার্জের প্রাপ্যতা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	একাকী ভ্রমণের ক্ষেত্রে (কিলোগ্রাম)	স্বপরিবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে (কিলোগ্রাম)	প্যার্কিং চার্জ হার (টাকায়)
ক-শ্রেণি	১৫০০	২৩০০	২২৫০/-
খ-শ্রেণি	৮০০	১২০০	১৫০০/-
গ-শ্রেণি	৫০০	৭০০	৭৫০/-
ঘ-শ্রেণি	২০০	৩০০	৪০০/-

৬। সরকারি কর্মচারীগণ বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিলোমিটার পরিবহণের জন্য পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২.০০ টাকা প্রাপ্য হবেন।

৭। গ্রেড বলতে টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেডস্কেল প্রাপ্তিজনিত স্কেল/গ্রেড নয়, সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রযোজ্য Sustantive গ্রেড বুঝাবে।

৮। এ প্রজ্ঞাপন জারির পরিপ্রেক্ষিতে ইতঃপূর্বে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য আদেশসমূহ অনুরূপভাবে পরিবর্তিত/ সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৯। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
অতিরিক্ত সচিব।

খাদ্য অধিদপ্তর
জাহাজ ও নৌ চলাচল শাখা

বিষয়: জাহাজ ও নৌ শাখা সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি, প্রবিধান এবং নীতিসমূহ অত্র বিভাগের চপরেস শাখায় প্রেরণ।

সূত্র: চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা, চসসা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২৬-০৮-২০২০ খ্রি. তারিখের ৯৪১ নং ইউওনোট।

উপযুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাহাজ ও নৌ শাখা সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি, প্রবিধান এবং নীতিসমূহ অত্র বিভাগের চলাচল পরিকল্পনা, রেল ও সড়ক শাখায় প্রেরণ করার জন্য সূত্রস্থ স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জাহাজ ও নৌ শাখা সংশ্লিষ্ট আদেশ ও নীতিসমূহ এতদসঙ্গে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৫ (পাঁচ) পাতা!

মোঃ ফজলে রাব্বী হায়দার
উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সাইলো/পি.ইউ শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ১৩.০১.০০০০.০৮৫.৩৯.০০১.২০.৫ তারিখ : ১১ চৈত্র ১৪২৭ / ২৫ মার্চ ২০২১

বিষয় : **বিভিন্ন সাইলো/পিইউপিতে রক্ষিত ব্যবহার অযোগ্য যন্ত্রাংশ/মালামাল দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য তালিকা প্রণয়ন, অকেজো ঘোষণাকরণ ও সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিটি গঠন।**

সূত্র : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩১/০৮/২০২০ খ্রি. তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৭.৩৭.০০১.১৯.১৬১ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন সাইলোতে রক্ষিত ব্যবহার অযোগ্য যন্ত্রাংশ/মালামাল দরপত্র আহ্বান/নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য তালিকা প্রণয়ন, অকেজো ঘোষণাকরণ ও সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে উপযুক্ত কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক বিভিন্ন সাইলো/পিইউপির ব্যবহার অযোগ্য যন্ত্রাংশ/মালামাল দরপত্র আহ্বান/নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহের তালিকা প্রণয়ন, অকেজো ঘোষণাকরণ ও সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

(১)	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ	- আহ্বায়ক
(২)	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)	- সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত পরিচালক (সংরক্ষণ ও সাইলো)	- সদস্য
(৪)	সাইলো অধীক্ষক (সংশ্লিষ্ট সাইলো)	- সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) সংশ্লিষ্ট সাইলো/পিইউপিতে ব্যবহার অযোগ্য যন্ত্রাংশ/মালামালের তালিকা প্রণয়ন ও অকেজো ঘোষণাকরণ ।

(২) অকেজো ঘোষিত যন্ত্রাংশ/মালামালের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ।

২৮-৩-২০২১
শেখ মুজিবর রহমান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং খাদুব্যম/সর-১/চলাচল সূচি-১/০৪(অংশ-১)/১৯২ তারিখ : ২০/৫/২০০৮ ইং

বিষয় : **খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮।**

১.০ ভূমিকা :

১.১ জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬ এ সকল সময়ে সকল জনগনের জন্য একটি নির্ভরযাগ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। খাদ্য লভ্যতা (availability of food) ও খাদ্যের প্রাপ্যতা (access to food) নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মজুত ব্যবস্থাপনায় অর্থ বছরের শুরুতে ১০ লাখ মেঃটন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ এবং জরুরী সংকট মোকাবেলায় ন্যূনপক্ষে ৩ মাসের সমপরিমান খাদ্যশস্য মজুতের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সরকারি খাতে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ও বিদেশ হতে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য বিতরণ চাহিদার নিরিখে সারাদেশে বিস্তৃত খাদ্য গুদামে স্থানান্তর ও সংরক্ষণ করা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে চলাচল কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.২ ফসল কাটার মৌসুমে খাদ্যশস্যের মূল্যপতন রোধ, কৃষকদের উৎসাহমূল্য প্রদান, আপৎকালে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা মজুত গড়ার লক্ষ্যে সরকার মৌসুমভিত্তিক চাল, ধান ও গম সংগ্রহ করে থাকে। সংগ্রহ নিবিড় অঞ্চলে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য স্থানীয় চাহিদার সমপরিমাণ সংরক্ষিত রেখে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য (চাল/গম ইত্যাদি) দেশের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহণের প্রয়োজন হয়। মৌসুমের সীমিত শীর্ষ সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ তথা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গুদামের ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকগুণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ আবশ্যিক হওয়ায় সংগৃহীত খাদ্যশস্য দ্রুততার সাথে ঘাটতি বা বিতরণ অঞ্চলে পরিবহণ করা চলাচলের প্রধান কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে এবং চলাচল দক্ষতা খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতার নিয়ামক হয়েছে।

১.৩ দেশের সামগ্রিক খাদ্য ঘাটতি নিরূপণ করে সরকার কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক সূত্র এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে সমুদ্র, নৌ, রেল ও সড়কপথে খাদ্যশস্য আমদানি করে নিরাপত্তা মজুত গড়া আবশ্যক হয়। এছাড়াও দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত খাদ্যশস্য বন্দরে খালাস করে স্থানীয় এবং বিতরণ অঞ্চলের খাদ্য গুদামসমূহে প্রেরণের প্রয়াজেন হয়।

১.৪ অতীতে সরকারি মজুত মূলত আমদানিনির্ভর থাকায় খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস ও সাশ্রয়ীভাবে বন্দর হতে অন্যান্য অঞ্চলে প্রেরণ করাই চলাচলের মুখ্য কার্যক্রম ছিল। সময়ের বিবর্তণে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে; পাশাপাশি সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য-নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদন কয়েকটি অঞ্চল/জেলায় সীমাবদ্ধ থাকায় সংগ্রহ আবার বহুলাংশে চলাচল সামর্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

১.৫ বিদেশ হতে আগতব্য খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস এবং খাদ্যশস্য (আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত) সংরক্ষণের জন্য চলাচল সূচি প্রণয়নের নীতিমালা খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে ০৫/০৮/৯৭ তারিখের এমএফ/এফপিএমইউ --২/১৪০/৯৪/৩০৯ নং স্মারকে জারী করা হয়। সময়ের ব্যবধানে ও নতুন প্রেক্ষাপটে জারীকৃত নীতিমালা প্রতিস্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সরকার সামগ্রিক বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালাচেনা করে পূর্বের নীতিমালা প্রতিস্থাপন করে নিম্নোক্ত নীতিমালা এতদ্বারা জারী করলেন :

২.০ উদ্দেশ্য :

২.১ সরকারি খাতে সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে সংরক্ষনের জন্য নিরাপদ স্থানান্তর করাই এই নীতিমালার উদ্দেশ্য।

৩.০ পরিকল্পনা :

৩.১. বোরো, আমন ও গম সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকারি খাদ্য গুদামসমূহে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ও ঘাটতি অঞ্চলের গুদামে প্রেরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব জেলার ও বিভাগের খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা, সংগ্রহের সম্ভাবনা, খাদ্য বাজেটে বিতরণ বরাদ্দ ও সম্ভাব্য উত্তোলন নিরিখে প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে গুদামভিত্তিক অন্তঃ ও আন্তঃ জেলা এবং আন্তঃ বিভাগ সমন্বিত চলাচল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহিত ও পরিবহণ বরাদ্দ প্রদান করবে। অনুরূপভাবে, খাদ্য অধিদপ্তর বিদেশ হতে অনুদান ও নগদ ক্রয়ে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য খালাস, সংরক্ষণ ও পরিবহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের নিরিখে হ্রাস-বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস করা যাবে।

৩.২ সংগৃহীত ও বিদেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য পরিবহণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংগ্রহ নীতিমালা/বৈদেশিক চুক্তির শর্ত বিবেচনায় ন্যূনতম ব্যয় সম্বলিত রুট প্রাধান্য পাবে।

৩.৩ অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে অর্থাৎ বিভাগের মধ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলার মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চলাচল সূচি জারি করতে পারবে এবং জারিকৃত চলাচল আদেশে সূচি প্রণয়নের পূর্ণাংগ প্রেক্ষাপটসহ প্রয়োজনীয়তা ও যথাযর্থতার বর্ণনা থাকবে।

৩.৪ খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন স্তরের অর্থাৎ জেলা, বিভাগ ও আন্তঃবিভাগ পরিবহণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অপ্রয়োজনীয় সূচি জারির সুযোগ না থাকে।

৩.৫ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের সার্বিক চলাচল, সংরক্ষণ, বাস্তবায়ন ও পরিধারণের দায়িত্ব খাদ্য অধিদপ্তরে ন্যস্ত থাকবে। খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে চলাচল কার্যক্রম পর্যালাচনা করবে এবং পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজনের সুপারিশ করবে।

৩.৬ খাদ্য অধিদপ্তর ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যম অর্থাৎ Least Cost Route নির্ধারণের জন্য দ্রুত কারিগরী সুবিধা সৃষ্টি করবে এবং সারাদেশব্যাপি ও সকল পরিবহণ মাধ্যম বিবেচনায় Movement Programming Software প্রণয়ন ও ব্যবহার শুরু করতে হবে, যাতে করে ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যম নির্ধারণে human error এড়ানো যায়।

৩.৭ খাদ্য অধিদপ্তর থেকে চলাচল সংক্রান্ত Database তৈরি করতে হবে এবং যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারায়ন ও ওয়ে সাইটে প্রদান করতে হবে।

৪.০ সাধারণ নীতি :

৪.১. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার সংগ্রহ, প্রাপ্তি ও উত্তোলন বিবেচনা করে গুদামভিত্তিক খাদ্যশস্যের মাসিক/ত্রৈমাসিক চাহিদা এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহণ প্রস্তাব (যদি থাকে) পূর্ব অনুমোদনের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। অনুরূপভাবে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব বিভাগের সম্ভাব্য সংগ্রহ, প্রাপ্তি ও উত্তোলন বিবেচনা করে জেলাভিত্তিক গুদামওয়ারী খাদ্যশস্যের মাসিক/ত্রৈমাসিক চাহিদা এবং আন্তঃজেলা চলাচল প্রস্তাব খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে এবং প্রণীত পরিকল্পনা অনুসারে খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে ন্যূনতম ব্যয় সম্বলিত রুটে আন্তঃবিভাগ সূচি জারী করবে। খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিভাগের মধ্যে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলার অভ্যন্তরে চলাচল সূচি জারী করবে। কোন ক্ষেত্রে Cross Movement এবং একই পণ্য একই সময় Reversible গন্তব্যে পরিবহণ করা যাবে না।

৪.২ সাধারণভাবে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ অধিদপ্তরের এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের পূর্ব অনুমতিতে চলাচল সূচি প্রণয়ন করবে। বিশেষ কারণে পূর্বানুমোদন গ্রহণ সম্ভব না হলে অনধিক ৭ দিনের মধ্যে যৌক্তিকতাসহ লিখিতভাবে ঘটনাত্তোর অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং খাদ্য অধিদপ্তর/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১ মাসের মধ্যে অনুমোদন প্রদান করবে।

৪.৩ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সান্তাহার ও খুলনা সাইলো হতে সূচি প্রণয়ন করতে পারবে। কিন্তু চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও আশুগঞ্জ সাইলো এবং সমুদ্রবন্দর হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সরাসরি কোন পরিবহণ সূচি প্রণয়ন করতে পারবে না। তবে জাহাজ খালাস/জরুরী প্রয়োজনে অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সমুদ্র বন্দর হতে সূচি জারী করতে পারবে।

৪.৪ বিশেষ কারণ ও প্রয়োজন ছাড়া রেলপথসংযুক্ত কেন্দ্রে রেলপথ এবং নৌপথ সংযুক্ত কেন্দ্রে নৌপথে পরিবহণ অগ্রাধিকার পাবে এবং একই রুটে একাধিক পরিবহণ মাধ্যম থাকলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যম অর্থাৎ Least Cost Mode of Transport, Least Cost Route এবং Least Cost Combination প্রাধান্য পাবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে একই সাথে একাধিক মাধ্যম সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা যাবে।

৪.৫ জেলা ও বিভাগের অভ্যন্তরে পরিবহণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যয়ের ভিত্তিতে নিকটস্থ গুদাম/ জেলা হতে পরিবহণ করতে হবে।

৪.৬ আর্থিক সাশ্রয়ের লক্ষ্যে একাধিক পরিবহণ, গুদাম ও পরিবহণ ঘাটতি এবং হ্যান্ডলিং খরচ পরিহারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত খাদ্যশস্য এবং বন্দর ও বন্দর সংলগ্ন সাইলো ও সিএসডিতে গৃহীত খাদ্যশস্য সরাসরি বিতরণকারী গুদামের প্রেরণ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.৭ একই সূচিতে এক বিভাগের একাধিক কেন্দ্র হতে অন্য বিভাগের একাধিক কেন্দ্রে খাদ্যশস্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সূচি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ সামগ্রিকভাবে ন্যূনতম ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রেরণ ও প্রাপক কেন্দ্র সংযোগে করবে।

৪.৮ সূচিজারিকারী কর্তৃপক্ষ সূচির বাস্তবায়ন, পরিধারণ ও মূল্যায়ণ করবে। প্রেরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রেরণ ও Stock-in transit পরিমাণ নির্ণয় করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। অনুরূপভাবে, প্রাপক কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রাপ্তি বিবরণ দাখিল করবে। সূচির মেয়াদ শেষে প্রেরণ ও প্রাপক কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ যথাক্রমে চূড়ান্ত প্রেরণ ও প্রাপ্তি বিবরণী প্রেরণ করবে।

৪.৯ জারীকৃত চলাচল সূচির মালামাল স্থানাভাব, গুদাম মেরামত, নাব্যতা হ্রাস, রাস্তা খারাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত প্রাপক কেন্দ্রে পৌঁছানো/খালাস সম্ভব না হলে প্রাপক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সূচি জারীকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, জেলার অন্য খাদ্য গুদামে গতি পরিবর্তন করতে পারবে, অনুরূপ কারণে কেন্দ্রও পরিবর্তন করে সূচির মালামাল প্রেরণ করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

৪.১০ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জরুরী চাহিদা মেটানোর জন্য এলাকায় বা কাছাকাছি নিরাপদ ও সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে আপৎকালীন মজুত (মৌসুমভিত্তিক নির্ধারিতব্য পরিমাণ) সংরক্ষণ করতে হবে। অনুরূপভাবে নৌপথ সংযুক্ত যে সকল কেন্দ্রে শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা সংকট দেখা দেয় সে সকল কেন্দ্রে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য মজুত গড়ে তুলতে হবে।

৪.১১ চলাচলের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি অনুযায়ী পণ্য প্রেরণ করতে হবে এবং স্থানীয় চাহিদার ৩ মাসের সমপরিমাণ পুরাতন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করতে হবে। সংগ্রহ মৌসুমে বিতরণ অঞ্চলের কোন গুদামে ৩ মাসের চাহিদার অতিরিক্ত পুরাতন চাল প্রেরণ পরিহার করতে হবে। কি ধরনের (নতুন/পুরাতন) খাদ্যশস্য প্রেরণ করতে হবে সে সম্পর্কে জারীকৃত সূচিতে স্পষ্ট নির্দেশন থাকতে হবে।

৪.১২ দীর্ঘ সংরক্ষণে বা অন্যকোন কারণে কোন মজুত, বিশেষতঃ সিএসডির মজুত শস্যের মান হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা বা বিভাগের ওয়ারেন্টি অনুসরণ করে এরূপ মজুত নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে পরিবহণ করা যাবে।

৪.১৩ পরিবহণ মাধ্যম যা-ই থাকুক না কেন, একই পণ্য যৌক্তিক সময়ের পূর্বে পুণরায় একই দিকে (ফিরতি পথে) পরিবহণ করা যাবে না। কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে বা সংগ্রহের স্বার্থে অথবা দীর্ঘমজুত বা অন্য কোন কারণে ক্রমানবতিশীল মানের খাদ্যশস্য নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে বা পুনঃক্রমাবনতি এড়াতে মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে ফিরতিমুখী পরিবহণ করা যাবে।

৪.১৪ হ্যান্ডলিং ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য গুদামে সংরক্ষিত খাদ্যশস্যের মজুত ও মান বিবেচনা সাপেক্ষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এক্স-বার্জ/ভেসেল/ট্রাক ডিসপাচ বা পরিবহণ অগ্রাধিকার পাবে।

৪.১৫ খাদ্য অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমতি ছাড়া ডিএসডি-১ মানের কিংবা কীটযুক্ত খাদ্যশস্য চলাচল করানো যাবে না এবং প্রতিটি যানে প্রেরক কর্মকর্তা ও ঠিকাদার/প্রতিনিধির যৌথস্বাক্ষরে সীলকৃত মান বিশ্লেষণ বিবরণসহ বোঝাই খাদ্যশস্যের নমুনা প্রাপকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪.১৬ পরিবহণ যানের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত অথবা চুক্তিপত্রে নির্ধারিত ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী খাদ্যশস্য বোঝোই দিতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই পরিবহণযানের বহনক্ষমতার অধিক বোঝাই দেয়া যাবে না। সড়ক পথে পরিবহণের ক্ষেত্রে যানবাহনের ধারণক্ষমতা যাই থাকুক, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত বোঝাই দেয়া যাবে না। তবে প্রয়োজনে সরকার এর ব্যত্যয় বা এ শর্ত শিথিল করতে পারবে।

৪.১৭ বেসরকারি পরিবহণের পাশাপাশি সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের (বিআরটিসি ও বিআইডব্লিউটিসি) মাধ্যমেও পরিবহণ করার সুযোগ থাকবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ অনুযায়ী দরপত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে ও বরাদ্দ নির্ধারণ করে দিতে হবে। বহিঃনোঙ্গরে ও বন্দরে জাহাজ খালাসের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএসসি এবং প্রয়োজনে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত থাকবে।

৪.১৮ সংগ্রহ, জরুরী চাহিদা, জাহাজ বা কন্টেইনার খালাস অথবা অন্য কোন কারণ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে একই স্তরের ঠিকাদারদের বরাদ্দ খাদ্যশস্য একই শ্রেণীর অপর স্তরের ঠিকাদার দ্বারা একই শর্তে পরিবহণ করানো যাবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ঠিকাদারের পরিবর্তে বিভাগীয় বা অভ্যন্তরীণ, বিভাগীয় ঠিকাদারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বা অভ্যন্তরীণ এবং অভ্যন্তরীণ ঠিকাদারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বা বিভাগীয় ঠিকাদার দ্বারা খাদ্যশস্য পরিবহণ করানো যাবে।

৫.০ সংগ্রহবহুল অঞ্চল হতে সংগৃহীত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ও চলাচল :

৫.১ সংগ্রহনিবিড় গুদাম হতে খাদ্যশস্য পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রথমে স্থানীয় এলাকার ও জেলার চাহিদা বিবেচনা করে উদ্বৃত্ত পরিমাণ বিভাগের অন্য জেলায় পরিবহণ করতে হবে; অতঃপর বিভাগের অতিরিক্ত পরিমাণ অন্য বিভাগে স্থানান্তর করতে হবে।

৫.২ রাজশাহী বিভাগের সংগৃহীত খাদ্যশস্য সম্মুখবর্তী পরিবহণ অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পরিবহণ নীতি সাধারণভাবে অনুসরণীয় হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য অঞ্চলের সংগৃহীত খাদ্যশস্য সম্মুখবর্তী আন্তঃজেলা/আন্তঃবিভাগ পরিবহণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যয় মাধ্যম ব্যবহৃত হবে।

৫.৩ সংগ্রহ মৌসুমে দ্রুত খাদ্যশস্য স্থানান্তরের প্রয়োজনে পরিবহণ মাধ্যম ও রুট সুবিধা বিবেচনা করে সড়ক, রেল ও নৌপথে (বাঘাবাড়ী/নগড়বাড়ী ঘাট/এলএসডির মাধ্যমে) যুগপৎভাবে চলাচল ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। তবে অন্য কেন্দ্র হতে সড়ক পথে ঘাট/ঘাট সংলগ্ন এলএসডিতে খাদ্যশস্য পরিবহণ করে নৌপথে আন্তঃবিভাগ প্রেরণের ক্ষেত্রে সর্তকতার সাথে আর্থিক সংশ্লেষ নির্ণয় করে পরিবহণ বরাদ্দ দিতে হবে।

৫.৪ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ মৌসুমে চাহিদা মাফিক রেল ওয়াগন পাওয়া না গেলে বা ফেরী পারাপারে সমস্যা থাকলে স্থান সংকুলানের স্বার্থে বিকল্পভাবে সড়ক/নৌ পথে পরিবহণের ব্যবস্থা করা যাবে। এক্ষেত্রেও ব্যয়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষিত হবে।

৫.৫ সংগ্রহ মৌসুমের মুখ্য সময়ে আন্তঃবিভাগ পরিবহণ বিঘ্নিত/বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকলে অথবা সংগ্রহের তুলনায় প্রাত্যহিক পরিবহণ কম হলে অন্তবর্তীকালীন মজুতের জন্য সংগ্রহ নেই তবে জায়গা আছে এমন সম্মুখবর্তী স্থানে অবস্থিত অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এলএসডি/সিএসডি সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ করা যাবে।

৬.০ বিদেশ হতে জাহাজযোগে পরিবাহিত খাদ্যশস্য ও চলাচল :

৬.১ বিদেশ হতে জাহাজযোগে পরিবাহিত খাদ্যশস্য চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে খালাস সম্পর্কে চুক্তির বাধ্যবাধকতা না থাকলে সম্ভাব্য চাহিদার নিরিখে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুপাত/পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

৬.২ সরকারের ব্যয় ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ঢালা গমবাহী জাহাজ খালাসের জন্য চট্টগ্রাম সাইলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সর্বোচ্চ (maximum) ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত : চট্টগ্রাম সাইলোর মজুত এমন পর্যায়ে (ধারণ ক্ষমতার ৬০% এর উর্ধ্বে নয়) রাখতে হবে যাতে স্থানাভাবে খালাস কার্যক্রম ব্যাহত হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়।

৬.৩ চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে খাদ্যশস্য খালাসে জাহাজ জট সৃষ্টি রোধকল্পে নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে :

(ক) আগে আসলে আগে খালাসের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) সাইলো জেটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফ্রি-আউট টার্মের ভিত্তিতে আগত জাহাজকে লাইনার টার্মের ভিত্তিতে আগত জাহাজের উপর অগ্রাধিকার ;

(গ) ডেমারেজ পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে খালাসরত ডেমারেজবিহীন জাহাজকে সরিয়ে অন্য জাহাজ খালাস করা।

৬.৪ ডেসপাচ মানি অর্জন এবং ডেমারেজ এড়ানোর জন্য বিদেশ হতে আগত খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে এবং চলাচল সূচি পূর্ববর্তী মাসে প্রণয়ন করা সম্ভব না হলে জাহাজ আগমনের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্বে জারী করতে হবে।

৬.৫ জেটিতে জাহাজ দ্রুত খালাসের স্বার্থে বা জরুরী চাহিদা মেটানারে জন্য ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা হিসেবে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে একাধিক মাধ্যম থাকা সত্বেও সড়ক পথে চলাচল সূচি গৃহীত হতে পারে।

৬.৬ চট্টগ্রাম বন্দর ও চট্টগ্রাম সাইলোতে কম্পিউটারাইজড স্কেলে ১০০% ওজনে মালামাল খালাস/গ্রহণ করার সুবিধা থাকায় বি/এল (Bill of Lading) পরিমাণের পরিবর্তে এফডিআর (Final Discharge Report) পরিমাণকে চূড়ান্ত পরিমাণ গণ্য করার জন্য দাতা সংস্থা/দেশের সাথে সম্পাদিতব্য চুক্তিপত্রে শর্ত রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.৭ পরিবহণ ব্যয় স্বল্পতম পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে খাদ্যশস্য খালাস, সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধা বিবেচনাপূর্বক সমুদ্রবন্দর এবং সাইলোর কমান্ড এরিয়া নির্ধারণ করতে হবে। মংলা বন্দরের সাথে খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুরসহ ব্রডগেজ জেলাসমূহ সংযুক্ত হবে; সান্তাহার সাইলো সাধারণভাবে রাজশাহী বিভাগের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং চট্টগ্রাম বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ও আশুগঞ্জ সাইলোর কমান্ড এরিয়া প্রয়োজনের নিরিখে বিভাজ্য হবে।

৬.৮ আতপ চাল যথাসম্ভব চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস এবং চাহিদার আলাকে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ভোক্তা এলাকার বিভিন্ন এলএসডি ও সিএসডিতে প্রেরিত হবে।

৬.৯ সাধারণতঃ রাজশাহী অঞ্চলে সংগৃহীত খাদ্যশস্য অন্যান্য অঞ্চলে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়। সে কারণে বিদেশ হতে চট্টগ্রাম ও খুলনায় আমদানিকৃত/গৃহীত খাদ্যশস্য সাধারণ ক্ষেত্রে একই সময় পশ্চাৎ অঞ্চলে পরিবহণ পরিহার করতে হবে।

৭.০ ফিরতি পথে চলাচল :

৭.১ এক কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্রে প্রেরিত পণ্য যুক্তিসংগত কারণ ও সময়ের পূর্বে পুনঃফিরিয়ে আনাই ফিরতি পথে চলাচল বা ব্যাক মুভমেন্ট। কিন্তু নিম্নলিখিত পরিবহণ সম্মুখবর্তী হিসাবে বিবেচিত হবে :

(ক) সংগ্রহ মৌসুমে সংগৃহীত নতুন খাদ্যশস্য স্থানান্তর (transfer-out) এবং একই সাথে বিতরণের জন্য সেখানে পুরাতন খাদ্যশস্য প্রেরণ (transfer-in);

(খ) সংগ্রহ মৌসুমে গুদামের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সম্মুখবর্তী বা জেলার অপেক্ষাকৃত অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন গুদামে/সিএসডিতে পরিবহণ করে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ এবং সংগ্রহ শেষে প্রয়োজনে পুনরায় একই গুদামে প্রেরণ;

(গ) একই জেলার কোন কেন্দ্রে চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত পুরাতন খাদ্যশস্য মজুত থাকলে তা নিষ্পত্তির জন্য জেলার অভ্যন্তরে ওয়ারেন্টি অনুযায়ী যে কোন কেন্দ্রে পরিবহণ;

(ঘ) রেলপথে কোন গুদামে প্রাপ্ত মালামাল পরবর্তীতে যে সকল গুদামে রেললাইন আছে, কিন্তু সংযোগ/সাইডিং নেই, এরূপ গুদামে প্রেরণ।

৮.০ পথখাত ও কার্গো ট্রাকিং :

৮.১ খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক/মাসিক/বাৎসরিক হিসাব প্রক্রিয়া যথাযথ না হওয়ায় বর্তমানে পথখাতে অবাস্তব পরিমাণ খাদ্যশস্য পুঞ্জিভূত হচ্ছে। যে নিপুণতায় Stock-in godowns হিসাবভুক্ত করা হয়, অনুরূপ নিপুণতায় Stock-in-transit হিসাবভুক্ত না হওয়ায় অস্বাভাবিকতা উদ্ভূত হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে পথখাতের হিসাব নির্ণয় ও কার্গো ট্রাকিং (Cargo tracking) ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

৯.০ জরুরী/অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিশেষ কার্যক্রম :

নিম্নোক্ত জরুরি/অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বা অন্য কোন জরুরি প্রয়াজেনে সাধারণ চলাচল নীতিমালার পরিবর্তে/ব্যত্যয় ঘটিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ অধিদপ্তরকে অবহিত করে স্ব স্ব জেলায়/বিভাগের অভ্যন্তরে বিশেষ চলাচল সূচি প্রণয়ন করতে পারবে :

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি;
- জরুরি চাহিদা মেটানো;
- ঠিকাদারদের কর্মবিরতি, পরিবহণ ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি;
- কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত চলাচল সূচির আওতায় মালামাল প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা;
- সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিশেষ কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
- একই সাথে একাধিক জাহাজ খালাস;
- বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যশস্য জাহাজ হতে খালাস না হওয়া;
- গুদাম মেরামতের উদ্দেশ্যে মজুত মালামাল স্থানান্তর;
- অন্যান্য।

৯.২ এরূপক্ষেত্র সূচির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে ঘটনাত্তোর অনুমোদন নিতে হবে এবং ক্ষেত্রমতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৭ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০.০ ব্যতিক্রম :

১০.১ উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে যা-ই থাকুক না কেন অনিবার্য ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমতিতে কেবলমাত্র মহাপরিচালক Least Cost Mode of Transport, Least Cost Route, Least Cost Combination, Cross Movement, Reversible গন্তব্য কিংবা ফিরতি পথে চলাচল ইত্যাদির ব্যত্যয় ঘটিয়ে চলাচল সূচি জারি করতে পারবেন।

স্বাক্ষরিত
২০/০৫/০৮
(মোঃ জহিরুল হক)
যুগ্ম-সচিব (খাদ্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অফিস স্মারক

নং ৪১/ তারিখ : ৪-২-৮৮ ইং / ২০-১০-৯৪ বাং

বিষয় : **মেসার্স মাহবুব ব্রাদার্স রাইস মিল, রংপুর এর মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিশন বিল পরিশোধ সম্পর্কে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ৩ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদউত্তীর্ণ বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর ক্ষমতাবান। ৩ বৎসরের বেশী এবং ৬ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ বিলের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে। ৬ বৎসরের বেশী পূর্বের দাবীর স্থলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক।

বর্তমান ক্ষেত্রে মেসার্স মাহবুব ব্রাদার্স রাইস মিলের বিলগুলোর সময়কাল হচ্ছে ১২-৬-৮৫ থেকে ১০-৮-৮৭ পর্যন্ত, অর্থাৎ সর্বমোট সময় থেকে ৩ বৎসরের কম সময় পূর্বেকার। বর্তমান আর্থিক বৎসরের বাজেট থেকে উক্ত বিল পরিশোধ করার মত অর্থ সংকুলান আছে। অতএব, খাদ্য অধিদপ্তর বিলগুলো পরিশোধ করতে পারে।

এতদ্‌সংগে স্মারক নং হি:আ:গ:/মজুত/৮৭/২০/১২৩ তাং ২৯-১০-৮৭ মারফত প্রেরিত বিলসমূহ ফেরত পাঠানো হলো।

দে সি, সাহা
সহকারী সচিব।

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE.

NOTIFICATION

Dhaka, the 15th February, 1986

No. 61-Pub.—The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 27th January, 1986, is hereby published for general information :—

THE OFFICIAL VEHICLES (REGULATION OF USE) ORDINANCE, 1986

Ordinance No. VI of 1986

AN

ORDINANCE

to provide for the regulation of the use of official vehicles

WHEREAS it is expedient to provide for the regulation of the use of official vehicles and for matters connected herewith;

Now, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and regulate the following Ordinance :—

1. **Short title.**—This Ordinance may be called the Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance, 1986.

2. **Definition.**—In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "official vehicle" means a vehicle belonging to, or provided by, the Government or a local authority;

(b) "public servant" means a person in the service of the republic or of a local authority;

(c) "vehicle" means a motor vehicle as defined in the Motor Vehicles Ordinance, 1983 (LV of 1983).

3. **Power to make rules.**—(1) The Government may, by notification in the official Gazette, make such rules as appear to it to be necessary or expedient for preventing the misuse of official vehicle by public servants.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) Inspection and checking of Official vehicles by such person or Authority and in such manner as may be specified in the rules;

(b) Imposition by the authority by which an official vehicle is allotted or by such other authority as may be specified in the rules of such penalty not exceeding the value of the vehicle, as may be specified in the rules for the contravention of any provision of the rules;

(c) The manner in which a penalty may be imposed and realized under the rules.

(3) Without prejudice to the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, the contravention of any provision of such rules shall be deemed to be a misconduct punishable under any law relating to the discipline of the public servant concerned.

4. **Effect of rules inconsistent with other laws.**—Any rules made under this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent there with contained in any other law for the time being in force other than this Ordinance or in any instrument or document.

5. **Exemption.**—The Government may, by general or special order to be notified in the official gazette, exempt any public servant or class of public servants from the operation of all or any of the provisions of the rules made under this Ordinance.

H M ERSHAD, ndc, psc
LIEUTENANT GENERAL
President.

DHAKA:
The 27th January, 1986.

MD. ABUL BASHAR BHUIYAN
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ESTABLISHMENT

NOTIFICATION

Dhaka, the 20th February, 1986

No. S. R. O. 64-L/86.-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance, 1986 (VI of 1986), the Government is pleased to make the following rules, namely :

THE OFFICIAL VEHICLES (REGULATION OF USE) RULES, 1986

1. (a) These rules may be called the Official Vehicle (Regulation of Use) Rules, 1986.

(b) They shall come into force at once.

2. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or contex—

(a) "Competent authority" means—

(i) in the case of a person in the service of the Republic, a person or persons specified by the Government to be a competent authority;

(ii) in the case of a person in the service of any local authority, a person or persons specified by the head of the local authority concerned ;

(b) "Local jurisdiction" means—

(i) in the case of a district official the limits of the district concerned;

(ii) in the case of Upazila official the limits of the Upazila concerned; and

(iii) in case of any other official, the limits of the district in which his office is situated;

(c) "Official Vehicle" means a vehicle belonging to, or provided by, the Government or, as the case may be any other organisation;

(d) "Public servant" means a person in the service of the Republic and includes a chairman, a director, trustee member, commissioner, teacher, officer or other employee of any local authority, statutory corporation, including a university or any other body, authority or an organisation constituted or established by the Government or by or under any law, herein referred to as any other organisation, but does not include any person who:

(i) is a member of any defence services;

(ii) is a member of any law enforcing agency; or

(iii) holds any office which is filled by election under any law:

Provided that, in the case of a member of any law enforcing agency, this exception shall apply only to such member as is specifically authorised by his head of the department to use the official vehicle.

3. No public servant shall, subject to the provisions of rules 4, use an official vehicle, unless—

(a) he obtains from the competent authority a requisition slip for the use of the vehicle for official or private purpose; and

(b) a board inscribing the words "on payment" is displayed in the case of the use of the vehicle for any private purpose, on its front bumper.

4. No public servant entitled to whole-time use of an official vehicle shall use such vehicle—

(a) without keeping "p" disc and a certificate from the competent authority indicating such entitlement; or

(b) for any journey to a distance which is beyond the limits specified in the instructions issued in this behalf by the Government from time to time.

5. (1) Notwithstanding anything contained in rule 3 or rule 4, no public servant shall, subject to the provisions of sub-rule (2), use any official vehicle or journey beyond his local jurisdiction, if any, or beyond the radius of twenty-five miles from his office or official residence, whichever is applicable:

Provided that the provisions of this rule shall not apply to a public servant who falls within the scope of the exceptions made in the Chief Martial Law Administrator's Secretariat letter No. 7009/2/Civil-1, dated 5th May, 1983, 14th July, 1983, 22nd September, 1983 and 21st November, 1985.

(2) A public servant may, however, use an official vehicle, on payment, for journey up to radius of thirty miles from his office or official residence to visit a place recognised by the Government as a park, recreational spot or place of historical interest.

6. No public servant shall drive an official vehicle himself nor shall he allow any member of his family or any other person to drive such vehicles:

Provided that a public servant entitled to whole-time use of an official vehicle may drive the vehicle himself if he is in possession of a valid driving licence.

7. No driver of an official vehicle shall—

(a) bring out such vehicle without keeping with him in respect of the vehicle an up-to-date log book containing such particulars as may be specified by the Government;

(b) use the vehicle for any private purpose unless he is satisfied that the requirements of these rules in respect of such use have been complied with; and

(c) make any false statement in respect of the vehicle to any authority or person authorised by the Government to check the vehicle or make any false entry in the log book in respect of the use of the vehicle; or

(d) leave the vehicle unattended while on duty.

8. (1) An official vehicle may, for the purpose of preventing misuse, be checked,—

(i) by a police officer not below the rank of a sergeant; or

(ii) by such other agency as the Government may, by general or special order, specify from time to time in this behalf.

(2) If on receipt of the report of checking under sub-rule *(1)* the Commissioner of the Metropolitan Police, the Superintendent of Police or as the case may be, the authorized agency concerned is satisfied that misuse of any official vehicle has taken place he shall report the matter to the person or authority specified in rule 9(1).

9. (1) A public servant who contravenes any provision of these rules shall be liable,—

(i) in a case where the contravention relates to an unauthorised use of official vehicle within his local jurisdiction, if any, or within the radius of twenty-five miles, from his office or official residence, to a fine of one hundred taka;

(ii) in a case where the contravention relates to an unauthorised use of an official vehicle beyond his local jurisdiction, if any, or beyond the radius of twenty-five miles from his office or official residence, to a fine of,—

(a) if the vehicle used was a car or a jeep, ten taka per mile;

(b) if the vehicle used was microbus, fifteen taka per mile;

(iii) to pay compensation to the owner of the vehicle for the pecuniary loss, if any, caused to the vehicle by way of damage or otherwise:

Provided that the compensation to be paid under this clause shall not exceed the value of the vehicle.

(2) The fine imposed on, and the compensation payable by, a public servant under sub-rule (1) shall,-

(i) in the case of a public servant who is in service, be recovered by his office from his monthly salary in such manner as the Government may determine; and

(ii) in the case of a public servant who has retired or has been retired, dismissed or otherwise removed from service, be recovered as a public demand.

10. (1) The contravention of any provision of these rules shall be reported to the person or authority by whom or which the vehicle has been allotted and such person or, as the case may be, authority shall, after having been satisfied that the public servant concerned has actually contravened such provision impose on the public servant any of the penalties specified in sub-rule of rule 9.

(2) The persons or authority giving a decision on the contravention of any provision of these rules and imposing a penalty on a public servant or directing him to pay compensation shall, subject to the provisions of sub-rule (3), immediately after giving his decision, communicate it to the office of the public servant concerned for necessary action as per provisions of these rules.

(3) Where the contravention relates to an unauthorized use an official vehicle beyond the local jurisdiction, if any, of the public servant concerned or beyond the radius of twenty-five miles from his office or official residence, the person or the authority imposing the fine for such contravention shall pass an order for seizure and deposit of the vehicle in the Central Transport Pool of the Directorate of Government Transports and the vehicle shall not be released to the

public servant concerned until he produces to the Transport Commissioner a receipted treasury chalan showing the deposit of the fine payable for such contravention under the head "65-Misc-Non-Tax-Rev-Misc".

11. The Government may, by order, authorise such officer or authority as it may deem fit to monitor the matters relating to imposition and realisation of fine and compensation and seizure and release of official vehicles under these rules.

By order of the President
MD. SHAMSUL HAQUE CHISHTY
Secretary

7009/2/A/Civ-I 24 November, 1982

DEDUCTION OF HI RE CHARGES FOR TRANSPORT THROUGH PAY BILLS

1. The system of payment of monthly hire charges for use of whole-time transports through Government treasury chalan has proved to be inconvenient and inefficient.

2. It has, therefore, been decided that for the convenience of both the officers and the Government, the system of deduction of hire-charges for whole time transport through the monthly pay bill, is to be continued and followed by all Government offices and offices of all financial institutions and statutory corporations.

3. Necessary orders may kindly be issued for compliance by all.

ABU NAYEEM AMIN AHMED
Colonel
for Principal Staff Officer.

7009/2/Civ-I 24 August, 1983

DRIVING OF GOVERNMENT VEHICLES BY CHILDREN/RELATIVES OF OFFICERS

1. It has come to the notice of the Government that there are instances when Government vehicles have been found being driven by children/relatives of officers. In the course of driving they have met accidents and caused damage to the vehicles.

2. It may kindly be understood that there is no provision for driving of Government vehicles by children/relatives of officers whether it is a vehicle allotted to the whole time user for a vehicle allotted for administrative use.

3. Should there be violation of the instruction as given at para 2 above, departmental action be taken against the officer concerned. In case of accident/damage, inquiry should be held and loss to the state should be recovered from the defaulting officer and deposited into Government Treasury or into the appropriate office (for officers of Corporations, Boards, etc.). Besides, departmental action against the officer will also be initiated.

4. Recently from Martial Law Vigilance Team reports it has been seen that the trend of misuse of Government transport is fast increasing. This situation is very much alarming and has to be checked by the administrative Ministries/Divisions and the controlling authorities in autonomous and semi-autonomous corporations/organisation/Boards and financial institutions. Otherwise the Government will have no other alternative but to withdraw/confiscate the vehicle being misused.

5. This letter may kindly be circulated to all organisations under the administrative control of Ministries/Divisions concerned for strict compliance.

SALZER RAHMAN,
Lieutenant Colonel,
for Principal Staff Officer.

৭০০৯/২/সিভ-১ ৫ মে, ১৯৮৩ ইং

সরকারি যানবাহন ব্যবহার বিধি

সূত্র :

ক। অত্র সচিবালয়ের পত্র নং ৭০০৯/২/সিভ-১, তারিখ ২৭-৭-১৯৮২ ইং।

খ। অত্র সচিবালয়ের পত্র নং ৭০০৯/২/সিভ-১, তারিখ ৯-৯-১৯৮২ ইং।

গ। অত্র সচিবালয়ের পত্র নং ৭০০৯/২/সিভ-১, তারিখ ১২-১২-১৯৮২ ইং।

১। সরকারি যানবাহনের অপব্যবহার/যথেচ্ছা ব্যবহার রোধকল্পে সূত্র 'গ' তে উল্লেখিত ১২-১২-১৯৮২ ইং তারিখের পত্রের অনুচ্ছেদ ২(এফ) এর বিধান বাতিলক্রমে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কেহ যে সকল স্থানে যাতায়াতের জন্য বিমান, রেল বা স্টীমার সার্ভিস-এর নিয়মিত ব্যবস্থা রহিয়াছে সে সমস্ত স্থানে সরকারি কার্যোপলক্ষেও সরকারি যানবাহন লইয়া যাইতে পারিবেন না। থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ তাহাদের স্ব স্ব এলাকার ভিতরে সরকারি কার্যোপলক্ষে সরকারি যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন।

২। বহিরাগত কর্মকর্তাবৃন্দ জেলা সদর, মহকুমা সদর এবং এই সমস্ত স্থান হইতে আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিমান, রেল বা স্টীমার সার্ভিস চালু নাই সেখানে সরকারি কার্যোপলক্ষে ভ্রমণের প্রয়োজনে বিমান, রেল বা স্টীমার পথে ভ্রমণের পর তাহাদিগকে প্রয়োজনবোধে স্থানীয়ভাবে যানবাহন সরবরাহের দায়িত্ব সংশিষ্ট জেলা/মহকুমা প্রশাসনের উপর বর্তাইবে।

৩। উপরোল্লিখিত নিয়মাবলী সকল সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ব্যাংক ও অন্যান্য অফিসাদির ক্ষেত্রে প্রযাজ্যে হইবে। এই নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম কোনক্রমেই গ্রহণযাগ্যে হইবে না।

৪। জেলা প্রশাসকদের বাহির হইতে ঢাকায় আসা-যাওয়ার বিষয়ে সংস্থাপন বিভাগের ২-৬-১৯৮২ইং তারিখের স্মারক নং ইডি (টি আর-১)-১৬/৮০(অংশ)-২৩১ (৫০)-এ বর্ণিত নিয়মাবলী পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৫। উপরোক্ত নির্দেশাবলী গণস্বার্থের খাতিরে অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

আবু নঈম আমিন আহমেদ
কর্ণেল
প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের পক্ষে।

To: Secretary
Cabinet Division.
Secretary
Establishment Division.

Chief Martial Law
Administrator's Secretariat
No. 7009/2/Civ-I
27 July, 1982.

Information :
....
(All Ministries/Division).
Army Headquarters
General Staff Branch
(Military Operations Directorate).
Dacca Cantonment.
Army Headquarters
General Staff Branch
(Military Intelligence Directorate)
Dacca Cantonment.
Naval Headquarters
Banani, Dacca.
Air Headquarters
Dacca Cantonment
(ALL ZMLAs)
Transport Commissioner
Dacca.
All concerned

Subject : **Policy on Authorisation and Use of Government Transport.**

1. It has been decided that in order to streamline the use of Government Transport and to effect economy, the following directives/procedures will come into force with immediate effect:

a. All Secretaries/Additional Secretaries and Joint Secretaries-in-charge of Divisions only, Heads of Departments (not below the rank and status of Joint Secretary) and Heads of Autonomous/Semi-Autonomous Corporations/Bodies/Organisations (not below the rank and status of Joint Secretary) and appointment holders as per attached list at annexure 'A' will be entitled to whole-time use of Government Transport on monthly payment basis (official and private) subject to the following conditions:

(1) Entitled appointment holders as per annexure 'A' will use only one whole-time (official and private) transport on payment of Tk. 200.00 per month. Authorisation of petrol/diesel/ octane will be 1½ gallon (6.82 litre) per day vehicle

(2) A system of fuel coupons will be introduced for drawing of fuel from authorised petrol pumps/Government Transport Pool for full time use of cars. A policy letter will be issued by the Transport Commissioner.

(3) Transport will not be taken beyond the radius of 25 miles from the place of residence "while using the transport for private purposes only."

(4) Official use of transport will have priority over private use.

b. Authorisation of transport to each Ministry/Division, will be as per annexure 'B' for attending conference/seminar to inspect/supervise field work and for performance of other official duties by officers and staff who are not authorised whole-time transport. For conveyance from residence to places of duty, officers of the rank of Joint Secretary may use cars; others may use staff buses/minibuses subject to availability at the rate of payment as per annexure 'C'.

c. Transport Commissioner, Government Transport Directorate will co-ordinate and control holding, use, repair, maintenance of all trnsports of Ministries/Divisions/ Departments/Directorates. The existing Government garages and authorised maintenance staff held by Ministries/Divisions, Departments/Directorates will be maintained by the respective organisations under supervision of Transport Commissioner.

d. With immediate effect no car/minibus/jeep/station wagon will be purchased/procured by any Ministry/Division, Departments/Directorates/Subordinate Offices/Autonomous/ Semi-Antonomous Corporations/Bodies/Organistions against development/revenue budget without the approval of the CMLA's Secretariat. Proposal for purchase/ procurement are to be processed through Establishment Division/under revenue budget and Planning Commission for development projects. The requirement of transport will be met as far as possible by Government Transport Pool from existing stock.

e. Specialist vehicles/plants like transporters, dozers, graders, cranes etc. may be procured/purchased as per existing rules. On completion of the projects the vehicles/plants not required in connection with the operation of the project will have to be disposed of as per rules.

f. All Government transport held by different Ministries/Division/Attached Departments/ Directorates are to be taken on the book charge of the Government Transport Pool. Government Transport Pool will issue transports to Ministries/Divisions as per authorisation given at annexure 'B' Ministries/Divisions Departments/Directorates in turn will again take the transport on their stock ledger charge.

g. Budget for POL of transport will be allotted separately to each Ministry Division/ Attached Department/Directorate/Autonomous/Semi-Autonomous Corporations/ Besides/Organisations. All Ministries/Divisions/Departments/Directorates located within Dhaka City will however draw their POL from the Government Transport Pool authorised pumps and arrangement for book debit will be made. Existing practice of meeting the cost of POL and maintenance from within the contingencies fund will cease forthwith.

h. Transport used by the entitled whole-time allottees will carry a certificate signed by the Transport Commissioner to the effect that the transport is being used by the allottee for official and private purpose. The alphabet “P”. Abbreviation of payment, shall be inscribed in a disc duly signed by the Transport Commissioner and will be placed inside the wind screen.

j. The rate of fare charges shall be uniform in the Government Departments and Autonomous/ Semi-Autonomous bodies as per rate laid down at annexure 'C'.

k. Car purchase scheme where existing under hire-purchage system shall be stropped forthwith.

l. Secretaries/Heads of the Departments/Directorates/the Board of Directors of the Autonomous/Semi-Autonomous Bodies/Sector Corporations henceforth, shall not authorise whole-time use of official transports for use by their subordinate officers for provate purpose. However, private use on payment at the rate of Taka 1.00 per mile and usual detention charges may continue subject to availability of transport. A “Payment” board is to be displayed for such use of vehicles.

m. Use of transport above 1800cc is strictly prohibited for payment/private use.

n. Authorisation of petrol (not for whole-time use on monthly payment basis) will be as on actual requirement basis.

2. After meeting the requirements as per paragraphs la and lb above, the surplus vehicles of Ministry/Division shall be deposited with the central transport pool by 31 August, 1982 (date of deposit to be obtained from the Director. Government Transport Department). The authorization of transport for attached departments, Autonomous Corporations/Bodies Organisations for official use will be issued later on. Surplus vehicles of these departments, Autonomous/Semi Autonomous/Semi-Autonomous Corporations/Bodies/Organisations shall also be deposited with the Government Transport Pool in due course.

3. No addition/alteration will be made in the list (Annexure A & B) without obtaining written permission from the Chief Matrial Law Administrator's Secretariat.

4. This supersedes all previous orders, instruction, circulars, etc., on the subject except the followings:

a. Return of cars and other vehicles being used by Ministries/Divisions/Corporations to the real owners *vide* our letter number 7024/ 1/ Civ/CMLA, dated 08 May, 1982.

b. Purchase of car *vide* our letter number 7024/1/Civ/CMLA, dated. 17 April. 1982 and 21 June, 1982.

c. Return of cars/jeeps, etc. of International - Agencies to Transport Commissioner *vide* our letter number 7024/1/Civ-IIA, dated. 29 May 1982.

MUZAMMEL HUSSAIN
Major General
Principal Staff Office.

Annexure "A-1" (Supplementary)
To CMLA's Secretariat letter
No. 7009/2/Civ-I.
dated. 09 September, 1982.

ADDITIONAL AUTHORISATION LIST WHOLE-TIME USE OF TRANSPORT AT A MONTHLY RECOVERY OF TAKA 200 WITH 1½ GALLON (6.82 LITRE) OF PETROL/ VEHICLE/DAY.

Serial No.	Name of Organization	Designation of Officer	Number of Transport.
1.		All Joint Secretaries of the Ministries/Divisions designated as such.	..
2.		All Ambassadors/Director Generals of Ministry of Foreign Affairs.	..
3.		All Division Chiefs of Planning Commission.	..
4.		All General Managers Banks, Bangladesh Shilpa Rin Shangstha, Investment Corporation of Bangladesh, Sadharan Bima Corporation & Jiban Bima Corporation.	..
5.		All General Managers of enterprises of Public Statutory Corporations.	..
		MINISTRY OF LAW & PA	
6.	Justice Branch	District & Session-Judge (Selection Grade).	..
		MINISTRY OF FISHERIES & LIVESTOCK SERVICES	
7.	Directorate of Fisheries	Director	1
8.	Directorate of Livestock Services ..	Director	1
		MINISTRY OF AGRICULTURE	
9.	Directorate of Agriculture (Extension and Management).	Director	1
10.	Directorate of Agriculture (Marketing).	Director	1
11.	Department of Soil Survey	Director	1
12.	Directorate of Agriculture (Jute Production).	Director	1
13.	Horticulture Development Board	Executive Director	1

Serial No.	Name of Organization	Designation of Officer	Number of Transport.
	MINISTRY OF AGRICULTURE		
14.	Seed Certification Agency, Forest Department.	Director	1
15.	Jute Research Institute :		
	a.	Director	1
	b.	Director	1
	c.	Director	1
15 A.	Forest Research Institute	Director	1
	MINISTRY OF COMMUNICATION		
16.	BRTC	Chairman	1
	MINISTRY OF INFORMATION		
17.	Press Institute of Bangladesh	Director General	1
	MINISTRY OF WORKS		
18.	Secretariat	Chief Engineer (Planning & Implementation Cell).	1
19.	Secretariat	OSD (Chief Engineer Abandoned Construction firms)	1
20.	Public Works Department	Chief Architect	1
21.	Directorate of Urban Development	Director	1
	MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS		
22.	Engineering Colleges	Principals	
	SCIENCE & TECHNOLOGY DIVISION		
23.	Housing & Building Research Institute	Director	1
	MINISTRY OF INDUSTRIES & COMMERCE		
24.	Tea Research Institute	Director	1
	MINISTRY OF HOME AFFAIRS		
25.	Police Directorate	Additional Inspector General of Police	3

Serial No.	Name of Organization	Designation of Officer	Number of Transport.
	MINISTRY OF HEALTH & POPULATION CONTROL		
26.	Institute of Cardio Vascular Diseases	Director	1
27.	Medical Colleges	Principals	..
28.	Dental College	Principals	1
29.	NIPSOM	Director	1
30.	NIPORT	Director General	..
	MINISTRY OF FINANCE & PLANNING		
31.	Military Accountant-General	Military Accountant-General	1
32.	Income-tax Appellate Tribunal	President	1
	MINISTRY OF DEFENCE		
33.	Department of Meteorology	Director	1
34.	Senakallayan Sangstha	Managing Director	1
	MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT		
35.	Cooperative Societies	Registrar	1
36.	Rural Development Academy,	Bogra Director	1

Annexure 'B'
To CMLA's Secretariat letter No. 7009/2/Civ-1.
dated. 09 September, 1982.

AUTHORISATION OF TRANSPORT OF MINISTRIES/DIVISIONS FOR ADMINISTRATIVE DUTIES

Serial No.	Name of Ministries/Divisions	Authorisation	Total	Remarks
1.	**President's Secretariat :**			
	a. Public Division	1×Microbus 1×Minimoke 1× Motor Cycle	3	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1 dated. 10 Jan'83
	b. Personal Division	10×Cars 2×Jeep 2×M.bus 1×Bus 2×M.Cycle 2×Cars	19	17-Cars 3×Jeep 2× Motor Cycle to be returned to CTP. (Ref Ltr. No. 7009/2/Civ-1 dated. 24 Jan'83)
2.	CMLA's Secretariat : a. Cabinet Division	1×Microbus 1×Minimoke 2×Motor Cycle 1×Car	5	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1 dated. 24 Jan'83
	b. Establishment Division	2× Microbus 3× Minimoke 3× Mortar Cycle for Dr duty 19×Bus of Welfare Directorate for entire Secretariat staff use.	27	
	c. Project Monitoring Bureau.	3× Cars UNICEF 3× Microbus 4× Motor Cycle	10	
	d. Science & Tech. Division.	1×Microbus 1× Motor Cycle	2	
	e. Election Commission	3×Microbus 1× Delivery Van 1× Jeep 1× Motor Cycle	6	

Serial No.	Name of Ministries/Divisions	Authorisation	Total	Remarks
	f. Parliament Secretariat	1× Microbus 1×Bus 2×Motor Cycle	4	On resumption of Parliament the Secretariat will be authorised following additional transport from Govt. Transport Pool :- 1× Car 3 × Microbus 1×Bus 5×Auto Rickshaw 2× Motor Cycle 5x Minibus
3.	**Ministry of Defence :**			
	a. Defence Division	1×Microbus 1×Motor Cycle	2	
	b. Civil Aviation & Tourism Division	1×Microbus 1×Motor Cycle	2	
4.	**Ministry of Home Affairs :**	1×Microbus 2×Jeep 2×Motor Cycle 1×Car	6	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1. dated. 6-4-83
5.	**Ministry of Foreign Affairs :**	4×Microbus 1× Minimoke 1×Bus 2×Motor Cycle 2×Cars	10	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1. dated. 24-1-83.
6.	**Ministry of Finance :**			
	a. Finance Division	2×Microbus 1×Motor Cycle	3	
	b. Internal Resources Division	1× Jeep 1×Motor Cycle	2	
	c. External Resources Division.	1 × Microbus 1× Minimoke 1×Motor Cycle 1×Car	4	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1, dated. 24-1-83.
	d. Statistics Division	1 × Jeep 1 × Microbus 1 × Motor Cycle	3	

Serial No.	Name of Ministries/ Divisions	Authorisation	Total	Remarks
7.	**Ministry of Planning:**	1× Microbus 2× Motor Cycle 3× Cars 3 × Microbus 2× Motor Cycle	11	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1, dated. 24-1-83.
8.	**Ministry of Agriculture:**	1×Microbus 1x Motor Cycle	2	
9.	**Ministry of Fisheries and Livestock**	1× Microbus 1× Motor Cycle	2	
10	**Ministry of IWDFC:**	1× Microbus 1×Motor Cycle	2	
11.	**Ministry of Food :**	1× Microbus 1×Motor Cycle	2	
12.	**Ministry of Relief and Rehabilitation :**	1×Jeep 2× Microbus 2×Motor Cycle 1 × Jeep 1×M. bus 1×Motor Cycle	8	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1, dated. 24-1-83.
13.	**Ministry of Communication :**			
	a. Road and Road Transport Division	1×Microbus 1 × Jeep 1× Motor Cycle	3	
	b. Railway Division	1× Microbus 1× Motor Cycle	2	
14.	**Ministry of Ports, Shipping & IWT:**	1×Microbus 1× Motor Cycle	2	
15.	**Ministry of Local Govt.**			
	a. Local Govt. Division	1×Microbus 1×Jeep 1× Motor Cycle	3	
	b. Rural Development and Co-operatives Division.	1× Motor Cycle 1× Microbus	2	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1, dated. 24-1-83.

Serial No.	Name of Ministries/ Divisions	Authorisation	Total	Remarks
16.	**Ministry of Law & Justice:**	1×Microbus 1×Motor Cycle	2	
17.	**Ministry of LA and LR:**	1×Minimoke (Jeep) 1×Motor Cycle	2	
18.	**Ministry of Energy and Mineral Resources :**			
	a. Energy Division	1× Minimoke 1×Motor Cycle	2	
	b. Petroleum & Mineral Resources Division	1 × Microbus 1×Motor Cycle	2	
19.	**Ministry of Industry:**	1× Microbus 1 × Motor Cycle 1× Car 1 × Motor Cycle	4	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1, dated. 24-1-83.
20.	**Ministry of Commerce :**	1×Microbus 1× Motor Cycle	2	
21.	**Ministry of Jute:**	1× Minimoke (Jeep)	2	
22.	**Ministry of Education and Religious Affairs :**			
	a. Education Division	1× Microbus 1× Motor Cycle	2	
	b. Religious Affairs Division.	1× Microbus 1×Motor Cycle	2	2×Car 1×Microbus 3× Ambulance for use in Saudi Arabia.
	c. Sports and Culture Division	1× Microbus 1×Motor Cycle	2	
23.	**Ministry of Works :**	2×Jeep 1× Motor Cycle	3	
24.	**Ministry of Information :**	1×Microbus 1×Motor Cycle	2	

Serial No.	Name of Ministries/ Divisions	Authorisation	Total	Remarks
25.	**Ministry of Health and Population Control :**			
	a. Health Division	1× Microbus 1×Jeep 1 × Motor-Cycle 1×Pickup 3× Microbus	7	Ref Ltr. No. 7009/2/ Civ-1, dated. 24-1-83.
	b. Population Control division.	1×Minimoke 1× Motor Cycle	2	
26.	**Ministry of Social Welfare and Women's Affairs :**	1 × Microbus 1 × Motor Cycle	2	
27.	**Ministry of Labour and Manpower :**			
	a. Labour Division	1 × Microbus 1× Motor Cycle	2	
	b. Youth Dev. Division	1 × Minimoke 1 × Motor Cycle	2	

SUMMARY OF TRANSPORT

Car	...	...	24
Jeep	...	...	15
Microbus	...	...	55
Minimoke	...	...	12
Bus	...	...	22
Motor Cycle	...	...	60
Van	...	...	1
		Total :	189

7009/2/Civ-I. Date : 17 October, 1982

POLICY ON AUTHORISATION AND USE OF GOVERNMENT TRANSPORT-AMMENDMENT

Reference :

A. Chief Martial Law Administrator's Secretariat letter number 7009/2/Civ-I dated, 27. July, 1982.

The following works be added after the last word of the sentence under sub paragraph la (3) of the letter under reference :

"While using the transport for private purposes only"

SALZER RAHMAN
Lieutenant Colonel
for Principal Staff Officer.

Annexure 'A' To CMLA's Secretariat
letter No. 7009/2/Civ-I
dated 12 December, 1982

AUTHORISATION LIST

WHOLE TIME USE OF TRANSPORT AT A MONTHLY RECOVERY OF TAKA 200/- WITH 1½ GALLON 6.82 LITRE OF PETROL/VEHICLE/DAY.

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	Remarks.
1.		All Judges of Supreme and High Court.	
2.		Chairman BIDS, Planning Div.	(Ref. Ltr. No. 7009/Civ-I dated 31-3-83).
3.		Deputy Chairman and Member, Planning Commission.	
4.		Chief Election Commissioner.	
5.		Election Commissioner.	
6.		All Secretaries, Addl. Secretaries and Joint Secretaries-in-charge, Ministry/Division of the Government only.	
7.		Chairman and Members of University Grants Commission.	
8.		All Vice-Chancellors of Universities.	
9.		Chairman and Members of Public Service Commission.	
10.		All Joint Secretaries of the Ministries/ Divisions designated as such.	
11.		All Ambassadors/Director Generals of Ministry of Foreign Affairs.	
12.		All Division Chiefs of Planning Commission.	
13.		All General Managers, Banks, Bangladesh Shilpa Rin Sangstha, Investment Corporation of Bangladesh, Sadharan Bima Corporation and Jiban Bima Corporation.	
14.		All General Managers of Productive units only of Public Statutory Corporation.	(Ref. amendment *vide* Ltr. No. 7009/2 Civ-I dated 26-5-84).

PRESIDENT'S SECRETARIAT

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
15.	President's Secretariat	Press Secretary to Hon'ble President	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I dated 18-11-84).
16.	Jamuna Multipurpose Bridge Authority.	Vice-Chairman	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I (Part-1) dated 07-7-86).
17.	Jamuna Multipurpose Bridge Authority.	Chief Engineer/Director (Technical).	1	Do.
18.	Jamuna Multipurpose Bridge Authority.	Director (Admn.) (if he is a full fledged Joint Secretary to the Govt.)	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I (Part-1) dated 07-7-86).
19.	Jamuna Multipurpose Bridge Authority.	Director (Finance)	1	Do.
		CABINET DIVISION		
20.	Bureau of Anti Corruption, Former Central Secretariat Building, Dhaka.	Director General	1	
21.	NSI	Director General	1	
		ESTABLISHMENT DIVISION		
22.	Office of the Commissioner, Dhaka.	Commissioner	1	
23.	Office of the Commissioner, Chittagong	Commissioner	1	
24.	Office of the Commissioner, Rajshahi.	Commissioner	1	
25.	Office of the Commissioner, Khulna.	Commissioner	1	
26.	Tariff Commission, Government of Bangladesh.	Member	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I dated 28-11-83).
27.	NIPA, University Campus, Nilkhet, Dhaka.	Director General	1	
28.	Office of the District Gazetteers.	General Editor	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I dated 18-11-84).

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
29.	Bangladesh Administrative, Staff College, Ganabhaban, Sher-E-Bangla Nagar.	Principal	1	
30.	Bangladesh Administrative Staff College, Dhaka.	Member, Directing Staff.	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I dated 30-3-83).
31.	COTA Shahbagh, Dhaka	Principal	1	
32.	District Gezetteer's Office	General Editor	1	
33.	Printing & Stationery	Controlller	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I dated 07-3-83).
	SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION			
34.	SPARSO	Chairman	1	
35.	Housing & Building Research Institute.	Director	1	
	MINISTRY OF DEFENCE			
36.	Director General of Defence Purchase, Dhaka Cantonment.	Director General	1	
37.	Director General of Forces Intelligence, Dhaka Cantonment.	Director General	1	
38.	Director General, Medical Services, Dhaka Cantonment.	Director General	1	
39.	Directorate of Military Lands and Cantonments.	Director	1	
40.	Bangladesh Ordinance Factories Board, Gazipur.	Chairman	1	
41.	Defence Science Organisatiòn, Dhaka Cantonment.	Chief Scientist and Scientific Advisor.	1	
42.	Bangladesh National Cadet Corps.	Director	1	
43.	Civil Aviation Authority	Director General	1	
44.	Bangladesh Biman Corporation.	Managing Director	1	
45.	Bangladesh Parjatan Corporation.	Chairman	1	

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
46.	Sena Kallyan Sangstha	Managing Director	1	
47.	Mukti Joddhya Kallyan Trust	Chairman	1	
48.	Survey of Bangladesh	Surveyor General	1	
49.	Department of Meteorology.	Director	1	
	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
50.	Department of Police, Bangladesh Secretariat.	Inspector General	1	
51.	Police Directorate	Addl. Inspector General of Police	1	
52.	Bangladesh Rifles Peel- khana, Dhaka.	Director General	1	
53.	Bangladesh Rifles	Dy. Director General	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I dated 22-6-85).
54.	Department of Ansar and Village Defence 14 Khilgaon Chowdhury para, Dhaka.	Director General	1	
55.	Department of Prisons, Central Jail, Nazimuddin Road, Dhaka.	Inspector General	1	
56.	Department of Immigration and Passport, 30 New Circuit House Road, Shantinagar, Dhaka.	Director General	1	
57.	Director General, Fire Services and Civil Defence.	Director General	1	
	MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS			
58.	Bangladesh Institute for International and Strategic Studies.	Director General	1	
	MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING			
59.	Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka.	Comptroller & Auditor General	1	

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
60.	National Board of Revenue.	Chairman	1	
61.	National Board of Revenue	Members	1	Ref. Ltr. No. 7009/2/A/X Civ-I, dated 21-3-84).
62.	Collector of Customs and Excise and Commissioner of Taxes of National Board of Revenue.	Collector of Customs and Commissioner.	1	Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-1, dated 21-5-84).
63.	Investment Corporation of Bangladesh, 64 Motijheel C/A.	Managing Director	1	
64.	House Building Finance Corporation, 22, Purana Paltan, Dhaka.	Managing Director	1	
65.	Bangladesh Bureau of Statistics.	Director General	1	
66.	Bangladesh Bank Head Office.	Governor	1	
67.	Bangladesh Bank Head Office.	Deputy Governor	1	
68.	Bangladesh Bank	Executive Director/ Economic Adviser.	1	Ref. Ltr. No. 7009/2/Civ-I, dated 31-5-83).
69.	Agrani Bank	Managing Director	1	
70.	Uttara Bank	Managing Director	1	
71.	Pubali Bank	Managing Director	1	
72.	Janata Bank	Managing Director	1	
73.	Bangladesh Shilpa Rin Sangstha.	Managing Director	1	
74.	Sonali Bank	Managing Director	1	
75.	Bangladesh Krishi Bank	Managing Director	1	
76.	Grameen Bank	Managing Director	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/C*IV*-I, dated 20-10-83).
77.	Military Accountant General	Military Accountant General	1	

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
78.	Income Tax Appellate Tribunal.	President	1	
79.	Nationalised Bank	Deputy Manging Director	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/Civ-I, dated 11-3-86).
80.	Bangladesh Shilpa Bank	Managing Director	1	
	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOREST			
81.	Rice Research Institute	Director	1	
82.	Bangladesh Agricultural Research Council.	Executive Vice-Chairman.	1	
83.	Bangladesh Forest Industrial Dev. Corporation.	Chairman	1	
84.	Cheif Conservator of Forest	Chief Conservator of Forest	1	
85.	Jute Research Institute	Executive Director	1	
86.	Bangladesh Fisheries Development Corporation.	Chairman	1	
87.	Bangladesh Water Dev Board. WAPDA Bhaban, Dhaka.	Chairman	1	
88.	Directorate of Agriculture (Extension and Management).	Director	1	
89.	Directorate of Agriculture (Marketing).	Director	1	
90.	Department of Agriculture Extension	Director General	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 7-3-84).
91.	Bangladesh Agriculture Development Corporation	Chairman	1	
92.	Department of Soil Survey	Director	1	
93.	Department of Agriculture (Jute Production)	Director	1	
94.	Department of Agriculture Extension	Director, Plant Protection Division	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 14-10-85).
95.	Horticulture Dev. Board	Executive Director	1	

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
96.	Seed Certification Agency, Forest Department.	Director	1	
97.	Bangladesh Agricultural Research Institute.	Director	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 25-8-84).
98.	Jute Research Institute			
	(a) Agricultural Research on Jute.	Director	1	
	(b) Technological Research on Jute.	Director	1	
	(c) Jute Seed Production Division.	Director	1	
99.	a. Forest Research Institute	Director	1	
	b. Directorate of Fisheries	Director	1	
	c. Directorate of Livestock Services.	Director	1	
		MINISTRY OF FOOD		
100.	Office of the Director General	Director General	1	
101.	Directorate General of Relief and Rehabilitation.	Director General	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/Civ-I, dated 20-4-84).
		MINISTRY OF COMMUNICATION		
102.	Road and Highways Deptt.	Chief Engineer	1	
103.	Marine Academy	Commandant	1	
104.	Administrator, Bangladesh Railway.	Administrator	1	
105.	General Manager, Bangladesh Railway (2).	General Manager	1	
106.	Chalna Port Authority Chairman	Chairman	1	
107.	Bangladesh Inland Water Transport Authority.	Chairman	1	
108.	Chittagong Port Authority	Chairman	1	
109.	Bangladesh Inland Water Transport Corporation	Chairman	1	

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
110.	Bangladesh Shipping Corporation.	Chairman	1	
111.	Department of Shipping	Director General	1	
112.	Bangladesh Post Office	Director General	1	
113.	Bangladesh Telegraph and Telephone Board.	Chairman	1	
114.	BRTC	Chairman	1	
115.	Bangladesh Railway	General Manager (Projects.)	1	[Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, (Part-1) dated 17-11-86].
116.	Bangladesh Railway	Chairman, Bangladesh Railway Recruitment Bureau.	1	Do.
117.	Bangladesh Railway	Principal, Railway Training Academy	1	Do.
118.	Bangladesh Railway	Additional General manager.	1	[Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-1, (Part-1) dated 17-11-86].
119.	Bangladesh Railway	Government Inspector of Bangladesh Railway.	1	Do.
120.	Bangladesh Railway	Cheif Operating Superintendent	1	Do.
121.	Bangladesh Railway	Cheif Commercial Manager	1	Do.
122.	Bangladesh Railway	Financial Adviser and Chief Accounts Officer.	1	Do.
123.	Bangladesh Railway	Chief Planning Officer.	1	Do.
124.	Bangladesh Railway	Chief Engineer	1	Do.
125.	Bangladesh Railway	Chief Mechanical Engineer.	1	Do.
126.	Bangladesh Railway	Chief Signal and Telecommunication Engineer.	1	Do.
127.	Bangladesh Railway	Chief Controller of Stores.	1	Do.
128.	Bangladesh Railway	Chief Medical Officer	1	Do.

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
	MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT			
129.	Integrated Rural Dev. Programme.	Director General	1	
130.	Department of Public Health Engineering	Chief Engineer	1	
131.	WASA, Chittagong	Chairman	1	
132.	Dhaka Municipal Corporation.	Administrator	1	
133.	Bangladesh Academy for Rural Dev. Comilla (BARD).	Director	1	
134.	WASA, Dhaka	Chairman	1	
135.	Co-operative Societies	Registrar	1	
136.	Rural Development Academy, Bogra.	Director	1	
	MINISTRY OF LAW AND LAND REFORMS			
137.	Directorate of Land Records and Surveys.	Director General	1	
138.	Administrative Appellate Tribunal, Law & PA Div.	Member	1	(Ref. Ltr. No..7009/2/Civ-I, dated 14-9-83).
139.	Office of Attorney General	Attorney General	1	
140.	Board of Land Administration	Chairman	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/Civ-I, dated 13-9-83).
141.	Justice Branch	District and Sessions Judge (Selection Grade)	1	
142.	Land Administration and Land Reforms Division.	Commissioner/Joint Secretary.	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/Civ-I, dated 27-1-83).
	MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES			
143.	Bangladesh Petroleum Corporation.	Chairman	1	
144.	Bangladesh Power Development Board.	Chairman	1	

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
145.	Rural Electrification Development Board.	Chairman	1	
146.	Geological Survey of Bangladesh.	Director General	1	
147.	Petrobangla	Chairman	1	
148.	Bangladesh Mineral Resources Exploration and Development Corporation.	Chairman	1	
149.	Bangladesh Atomic Energy Commission.	Chairman	1	
	MINISTRY OF INDUSTRIES AND COMMERCE			
150.	Tariff Commission	Chairman	1	
151.	Jiban Bima Corporation	Managing Director	1	
152.	Bangladesh Tea Board	Chairman	1	
153.	Trading Corporation of Bangladesh (TCB)	Chairman	1	
154.	Sadharan Bima Corporation	Managing Director	1	
155.	Export Promotion Bureau	Vice Chairman	1	
156.	Export Promotion Bureau	Director General	1	
157.	Office of the Chief Controller of Export and Import.	Chief Controller, Export and Import.	1	
158.	Department of Industries	Director General	1	
159.	Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation.	Chairman	1	
160.	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation.	Chairman	1	
161.	Zia Fertilizer Factory and Chemical Co. Ltd.	Managing Director	1	
162.	Chittagong Urea Fertilizer Limited	Managing Director	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 8-1-84).

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
163.	Bangladesh Chemical, Industries Corporation.	Chairman	1	
164.	Industrial Workers Minimum Wages Commission.	Chairman	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 30-9-84).
165.	Bangladesh Management Development Centre.	Director General	1	
166.	Bangladesh Steel and Engineering Corporation.	Chairman	1	
167.	Bangladesh Sericulture Board.	Chairman	1	
168.	Bangladesh Handloom Board.	Chairman	1	
169.	Bangladesh Textile Mills Corporation.	Chairman	1	
170.	Bangladesh Jute Mills Corporation.	Chairman	1	
171.	Bangladesh Jute Marketing Corporation.	Chairman	1	
172.	Jute Trading Corporation	Managing Director	1	
173.	Jute Export Corporation	Chairman	1	
174.	BCSIR	Chairman	1	
175.	Tea Research Institute	Director	1	
176.	Bangladesh Export Processing Zone Authority.	Chairman	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 16-3-83).
177.	BITAC	Director General	1	
	MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS			
178.	Director General Education (2)	Director General	2	
179.	Directorate of Technical Education.	Director General	1	
180.	Bangla Academy	Director General	1	
181.	Bangladesh National Museum.	Director General	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2 /Civ-I, dated 5-8-85).

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
182.	Bangladesh Shilpakala Academy.	Director General	1	
183.	Islamic Foundation, Baitul Mukarram.	Director General	1	
184.	Engineering Colleges	Principals	1	
185.	National Institute of Education Administration External and Resources.	Director General	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/Civ-I, dated 11-5-83).
186.	National Student's Council	Adviser to the Chancellor	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 04-6-86).
	MINISTRY OF WORKS			
187.	Public Works Department	Chief Engineer	1	
188.	Directorate of Housing and Settlement.	Chief Engineer	1	
189.	Khulna Dev. Authority	Chairman	1	
190.	Chittagong Dev. Authority	Chairman	1	
191.	Dhaka Improvement Trust	Chairman	1	
192.	Secretariat (Planning and Implementation Cell).	Chief Engineer	1	
193.	Secretariat	OSD (Chief Engineer Abandoned Construction Firms).	1	
194.	Directorate of Urban Dev.	Director	1	
195.	Public Works Department	Chief Architect	1	
	MINISTRY OF INFORMATION			
196.	Press Information Deptt.	Principal Information Officer	1	
197.	Radio Bangladesh	Director General	1	
198.	Bangladesh Television.	Director General	1	
199.	Bangladesh Films Development Corporation.	Managing Director	1	
200.	Press Institute of Bangladesh.	Director General	1	
201.	Bangladesh Times Trust	Chairman	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 30-1-84).
202.	Wage Board for Newspaper Employees.	Chairman	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 24-3-86).

Sl. No.	Name of Organisation	Designation of Officer	No. of Tpt.	Remarks.
	MINISTRY OF HEALTH & PC.			
203.	Director General of Health Services.	Director General	1	
204.	Institute of Post-Graduate Medicine and Research (IPGMR).	Director	1	
205.	Population Control and Family Planning Directorate.	Director General	1	
206.	Institute of Cardio Vascular Diseases.	Director	1	
207.	Medical Colleges	Principals	1	
208.	Dental College	Principal	1	
209.	NIPSOM	Director	1	
210.	NIPORT	Director General	1	
211.	Construction and Management Cell Population Control Wing.	Engineering Adviser	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 19-6-84).
	MINISTRY OF SOCIAL WELFARE AND WOMEN'S AFFAIRS			
212.	Bangladesh Shishu Academy	Director	1	
	MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS			
213.	Bangladesh Krira Shikhya Protishthan.	Director General	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 15-8-84)..
214.	Department of Youth Dev.	Director General	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-1, (Pt-I), dated 24-6-86).
	MINISTRY OF LABOUR AND MANPOWER			
215.	Bureau of Manpower (Employment and Training).	Director General	1	
216.	Minimum Wages Board	Chairman	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 6-7-83).
217.	Labour Appellate Tribunal, Manpower Division.	Member	1	(Ref. Ltr. No. 7009/2/A/Civ-I, dated 4-1-84).

7009/2/Civ-I 15August, 1984.

POLICY ON PROCUREMENT OF MOTOR VEHICLES

Reference :

A. Planning Division letter No. Po/Co-ord/2M-60/81 Part-II) 107/250, dated 16-4-1984.

Directorate General Defence purchase letter No. 206/24/1244/Co-ord, dated 31-7-1984.

Procurement/Authorisation/Use of Motor Vehicles by Army, Navy and Air Force do not fall under the purview of Transport Policy letters issued by this Secretariat. Accordingly the letter under reference 'A' above will not be applicable to the Directorate General of Defence Purchase.

SALZER RAHMAN
Lieutenant Colonel
for principal Staff Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ESTABLISHMENT
Transport Section

No. ME (TR)IP-7/84(pt)-590(100), dated Dhaka, the 26th September, 1984.

Sub: **Procedure for investigation into the Accident, Loss and Repair of Government Motor Vehicles.**

The Government has been pleased to lay down the following procedure regarding investigation into the accident, loss and repair of Government Motor Vehicles :

On purchase/procurement of a vehicle the controlling officer shall be required to make an inventory in Form as used in the Directorate of Government Transports and open a history book in respect of the vehicle.

Procedure for investigation into the accident, theft, etc. :

2. Whenever a Government motor vehicle is involved in any road accident or otherwise damaged by mob or fire etc. or if there is any loss due to theft etc. the driver (this includes any officer authorised to drive the vehicle) shall make a report in every case within 24 hours of the occurrence to the nearest Police Station and to his controlling officer.

3. The controlling officer shall within three days of the receipt of information refer the matter with his comments to the Committee referred to in para 4 below.

4. There shall be a standing committee in each office consisting of at least three members to investigate into the cause of damages on loss to Government motor vehicles and also to fix responsibility for such damages/loss. If the office so requires it may include a member from any other office experienced in specific field.

(The term "office" shall mean a Ministry/Division/Department/Directorate/Statutory Corporation.)

5. The Committee shall within 10 days submit its report to the head of the concerned office with copy to the officer who reported the matter.

6. While making investigation the committee shall consult—

(a) the relevant provisions of the M. V. Ordinance, 1983 and M. V. Rules, 1984;.

(b) the rules and procedures for and various circulars relating to the use of the vehicle in the office;

(c) the Government Servants (Discipline and appeal) Rules, 1985 and the Government Servants (Conduct) Rules, 1979; and

(d) the reports of the concerned Inspector of Motor Vehicles and the officer-in-charge of the Police Station.

7. While making recommendations the committee shall specify :

(a) the person or persons responsible for the damage, loss, etc.;

(b) the cost of damage/loss, etc. and the method of recovery for such damage/loss;

(c) the action to be taken against the person/persons responsible including penal deduction etc.;

(d) if the case be referred to any court of law;

(e) measures to be taken to prevent such damage/loss in future ; and

(f) if the vehicle should be repaired or disposed of otherwise.

8. On receipt of the report of the committee the head of office shall within 7 days take action as per recommendation of the committee after observing all formalities. If the head of office (other than Ministry/Division) differs with the recommendation of the committee he may refer the case to the concerned Ministry/Division with his views for a decision within 7 days.

9. The vehicle in question may not be repaired or otherwise disposed of unless the committee recommends so.

Procedures for repairs :

10. The owning offices of motor vehicles if situated within Dhaka Metropolitan Area shall first approach the Government Central Motor Workshop for the repairing of their vehicles. If the Government Motor Workshop cannot take up the work of repair it will issue an inability certificate to the vehicle. With this inability certificate the vehicle may be produced to Maintenance Inspector *cum* Inspector of Motor Vehicles Dhaka Zone. The Maintenance Inspector *cum* Inspector of Motor Vehicles will inspect the vehicle and will issue an inspection report stating the nature of repairs required to be done. The Department concerned will then float tender inviting quotations from *bonafide* motor Workshops enlisted by the Government. If the lowest bidding is above Tk. 2,500 the quotations shall have to be sent to the Maintenance Inspector *cum* Inspector of Motor Vehicles for verification. On receiving the verified quotations the Department shall order the recommended bidder for performing the works. After completion of the repair works the vehicle shall have to be produced to the Maintenance inspector-*cum*-Inspector of Motor Vehicles who is to certify if the repair works have been done satisfactorily or not. On receipt of the report from the Maintenance Inspector-*cum*-Inspector of Motor Vehicles the Department will arrange to pay the bill accordingly. The quotations requiring less than Tk. 2,500 for repair at any one time need not be sent to the Maintenance Inspector-*cum* Inspector of Motor Vehicles and the vehicle must be sent to him for post repair inspection. For the Vehicles which may be repaired by the Government Motor Vehicles Work-shop no satisfactory completion report by the Maintenance Inspector-*cum*-Inspector of Motor vehicles shall be required.

11. The Government motor vehicles of outlying areas may not be taken to Government Motor Vehicles Workshop. The Vehicles shall be produced to the Zonal maintenance Inspector-*cum*-Inspector of Motor Vehicle first. Then the other procedures as described at para 10 may be followed.

12. For any motor vehicle requiring more than Tk. 10,000 in the case of light vehicles and Tk. 20,000 in the case of heavy vehicles for any one repair, the Department concerned shall send a copy of the inspection reports and quotation to the Director of Road Transport Maintenance for his opinion.

13. There shall be a panel of Motor workshop both in Dhaka and in other districts for the repair of Government motor vehicles. The Ministry of Establishment may enlist at least 50 Motor Workshops in Dhaka Metropolitan area including authorised Agents/Workshops for the particular make of transport and the D.C.s of the Districts may enlist 5—10 workshops in each District including authorised Agents/Workshop.

This may be done after physical inspection of the Motor Workshop by the Maintenance Inspector-*cum*-inspector of Motor Vehicles. The work of repairing of the Government motor vehicles shall not be given to the workshop not included in the panel. For unsatisfactory performance of workshop it will be blacklisted.

14. Any controversy or difference of opinion between the private workshop and the office concerned regarding repairing of motor vehicles shall be referred to the Director of Road Transport Maintenance whose decision in this regard would be binding for both the parties.

15. All Government Departments shall maintain History and Log Books in respect of each vehicle in the existing forms. While sending any vehicles to the Government Motor Workshop or to the Maintenance Inspector-*cum*-Inspector of Motor Vehicles the History Books must accompany the vehicle and be produced for inspection or demand along with the log book. The department concerned shall record all repair works done to the vehicle in the History Book.

16. Any vehicle requiring less than Tk. 500 (five hundred) for any one repair may be exempted from the above procedure provided that not more than two such repair may be allowed to any one vehicle in any one month and further provided that such total expenditure should not exceed Tk. 6,000 in a year. :

17. Offices having their workshop and having at least an Assistant Engineer (Mech./Automobile) to look after the workshop may be exempted from the above procedures when such vehicles; are required to be repaired by them. But they must maintain History Books and log books as usual.

18. The inspection fee at Taka 50 and Taka 100 respectively for each inspection of vehicle requiring minor and major repair may be realised by the Government Motor Vehicle Workshop or by the Director of Road Transport Maintenance as the case may be. For the purpose, any one repair requiring Taka more than 5,000 shall be taken to be a major one.

19. Whenever the repair of a vehicle is considered uneconomic it may be disposed of in the manner laid down in Government letter No. MER (TR) IP-6/83-843, dated 13-12-1983. (Annexure-A).

20. For better maintenance and repair the types and makes of the Vehicles shall be restricted to minimum say 6-10.

21. To meet any claims arising out of any accident every office shall take necessary action in pursuance of Section 109 of “The Motor Vehicles Ordinance 1983” (Ordinance No. LV of 1983).

By order of the President
DABIRUDDIN AHMED
Deputy Secretary (P&S/T).

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং সম(পরি)১প-৯/৮৭-৫১(৫০০), তারিখ ২৪ শে জানুয়ারি, ১৯৮৮ইং/৯ই মাঘ, ১৩৯৪ বাং

বিষয় ঃ **উপ-রাষ্ট্রপতি/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত এবং সড়ক ভ্রমণকালীন নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত কর্মচারীদের গাড়ী ব্যবহার সংক্রান্ত।**

উপরোক্ত বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৯-১-১৯৮৬ইং তারিখের এমই (টিআর) ১পি-৯/৮৫ ২০(৫০০) স্মারকের আংশিক সংশোধনক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল থেকে উপ রাষ্ট্রপতি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের যাতায়াত এবং সড়ক ভ্রমণকালীন নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য একটি করে মাইক্রোবাস বরাদ্দের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বরাদ্দকৃত মাইক্রোবাসের গাড়ীচালক, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানী সরবরাহ, মেরামত, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে :

(১) **বরাদ্দ ও ব্যবহার :**

(ক) কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলের বুক চার্জে গ্রহণ করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নামে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য একটি করে মাইক্রোবাস বরাদ্দ করা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা গাড়ীটির দৈনন্দিন ব্যবহারের বিয়টি সমন্বয় করবেন।

(খ) গাড়ীগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। কোনো মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর পরিবর্তন ঘটলে বা মন্ত্রী না থাকলেও এ ব্যবস্থা বহাল থাকবে। কেবলমাত্র পুনর্গঠনের কারণে কোনো মন্ত্রণালয় অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একত্রিত হলে ঐ মন্ত্রণালয়ের নামে বরাদ্দকৃত গাড়ী প্রত্যাহার করা হবে।

(গ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৯-১-১৯৮৬ইং তারিখের স্মারকে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সড়ক পথে ভ্রমণের সময়ে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি গাড়ী এবং পুলিশ প্রহরার জন্য একটি গাড়ী মোট দুটি গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। এখন থেকে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণের সড়ক ভ্রমণকালীন সময়ে তাঁদের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত কর্মচারীগণও একই মাইক্রোবাসে ভ্রমণ করিবেন। তাদের জন্য পৃথক কোনো গাড়ী বরাদ্দ করা হবে না।

(২) **গাড়ীচালক, জ্বালানী, মেরামত ও সংরক্ষণ ইত্যাদি** ।

(ক) গাড়ী চালককে, সরকারি কাজে প্রকৃত ন্যূনতম চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যমান সরকারি নিয়মানুসারে যথাযথভাবে লগ বুক লিপিবদ্ধ করে মাইক্রোবাসের জ্বালানী কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল থেকে সরবরাহ করা হবে। এ ব্যাপারে সরকারি নিয়মাবলী অনুসরণে ব্যর্থ হলে এবং গাড়ীর অপব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়ী হবেন।

(খ) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে উপ-রাষ্ট্রপতি/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণের সড়কযোগে পরিদর্শনকালে মাইক্রোবাসটি ব্যবহার করা হলে অনুমোদিত ভ্রমণসূচী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পুল থেকে জ্বালানী সরবরাহ করা হবে। জেলা কর্তৃপক্ষ থেকে প্রয়োজনে অতিরিক্ত জ্বালানী সরবরাহ করা হলে তা যথাযথভাবে লগ বুকে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৯-১-১৯৮৬ইং তারিখের নির্দেশ মোতাবেক জ্বালানী সরবরাহের একটি হিসাব পৃথকভাবে যথাশীঘ্র জেলা কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় পুলে প্রেরণ করবে।

(গ) গাড়ীচালক/গাড়ীর মেরামত ও সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(৩) **ভাড়া আদায় :** উপ-রাষ্ট্রপতি/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসা থেকে অফিসে আসা যাওয়ার এবং অনুমোদিত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী ভাড়া আদায় করা হবে।

(৪) মাইক্রোবাসের ব্যবহার সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৮৬ এর আওতাধীন নিয়ন্ত্রিত হবে।

মোহাম্মদ আবদুল হাই
উপসচিব (পরিবহন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং সম/পরি/১প-২৩/৮৮-৫৪২, তারিখ ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮/১০ই আশ্বিন, ১৩৯৫

বিষয় : **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত উপ-রাষ্ট্রপতি/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য মাইক্রোবাস ব্যবহার সংক্রান্ত।**

সূত্র : **সম(পরি)১প-৯/৮৭-৫১(৫০০), তারিখঃ ২৪-১-১৯৮৮ইং**

উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত স্টাফ এবং নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ২৪-১-৮৮ইং তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে একটি করিয়া মাইক্রোবাস বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বরাদ্দকৃত মাইক্রোবাসের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়ে একটি নীতিমালা (সংযুক্ত) প্রণয়ন করিয়া উহা অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা গাড়ীটির দৈনন্দিন ব্যবহার সমন্বয় করার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোনো কোনো মন্ত্রণালয় এই দায়িত্ব পালন করিতেছে না। ফলে, মন্ত্রী মহোদয়ের সংগে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ এক মন্ত্রণালয়কে বরাদ্দকৃত গাড়ী অন্য মন্ত্রণালয়ে তাহাদের বদলীকৃত স্থানে লইয়া যাইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। বরাদ্দ বহাল থাকিতে এহেন আচরণ অভিপ্রেত নহে। মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের বদলীর সংগে গাড়ীর বরাদ্দ বাতিল হইবে না।

২। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে নীতিমালায় বর্ণিত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করিয়া চলিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে।

মোহাম্মদ আবদুল গনি
উপ-সচিব (পরিবহন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

পরিবহন শাখা

সূত্র : **সম/পরি/১আ-৬/৮৮-২৮৮,** **তারিখঃ ১০ই আষাঢ়, ১৩৯৫/২৫ শে জুন, ১৯৮৮**

বিষয় : **সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ী অপব্যবহার রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ী অপব্যবহারের বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের গোচরীভূত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ই সালের সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালায় (অনুলিপি সংযুক্ত) সরকারি যানবাহন অপব্যবহার রোধকল্পে পুলিশ পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের (সার্জেন্টের নিম্নে নয় এমন কর্মকর্তা) মাধ্যমে। সরকারি যানবাহন তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান আছে। উক্ত বিধিমালায় সরকারি গাড়ী অপব্যবহার করার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত তথ্যাদি সরাসরি সংশ্লিষ্ট গাড়ীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে জানাবার এবং গাড়ী বাজেয়াপ্ত করে (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে পাঠাবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ প্রসংগে বিধিমালার ৮, ৯, ১০ ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

২। এমতাবস্থায়, সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ী অপব্যবহার রোধ সংক্রান্ত ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে :—

(ক) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারগণকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় একটি করে "ভিজিল্যান্স টিম" গঠন করে সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৮৬ এর ৮, ৯, ১০ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য; এবং

(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারগণকে নির্ধারিত 'ছকে' (অনুলিপি সংযুক্ত) গাড়ী অপব্যবহার সংক্রান্ত একটি সমন্বিত বিবরণী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অত্র মন্ত্রণালয়ে (পরিবহন শাখা) প্রেরণ করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।

৩। ব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবদুল হাই
উপ-সচিব (পরিবহন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং : সম/পরি/১আ-৬/৮৮-৫৮২, তারিখ: ২৮ শে আশ্বিন, ১৩৯৫/১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৮

বিষয় : **সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ীর অপব্যবহার রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, সরকারি যানবাহন সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৬ জারি করা হইয়াছে। উক্ত বিধিমালার ৩ নং হইতে ৭ নং অনুচ্ছেদে গাড়ী ব্যবহারের নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যানবাহন অপব্যবহার রোধকল্পে উক্ত বিধিমালার ৮ নং অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক পুলিশ কর্তৃপক্ষকে গাড়ী চেক করিয়া গাড়ী নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা অনুযায়ী যানবাহন অপব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে ৯নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শাস্তি (জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ আদায়) প্রদান করিতে পারে।

২। সম্প্রতি সরকারি যানবাহনের অপব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই প্রবণতাকে রোধ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়মানুযায়ী গাড়ী চেক করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের জন্য ইতিপূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে (অনুলিপি সংযুক্ত) উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ কর্তৃপক্ষ যানবাহন চেক করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ইহার অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সকল যানবাহনের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করিবার প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। এমতাবস্থায় সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সরকারি যানবাহন সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। সকলে বিধিমালা ঠিকভাবে পালন করিলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ী চেক করার সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবেন না।

মোঃ আবদুল গনি
উপ-সচিব (পরিবহন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং : সম/পরি/১আ-৬/৮৮-৩৬৮, তারিখ: ১৬ই জুন, ১৯৮৮/৩রা আষাঢ়, ১৩৯৫

বিষয় : **মন্ত্রণালয়/বিভাগে সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ী অপব্যবহার রোধ সংক্রান্ত।**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মন্ত্রীর অফিসে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে অধীনস্থ সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ী ব্যবহার করার বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছ। এ প্রসংগে জানানো যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে সার্বক্ষণিক ও প্রশাসনিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহনের প্রাপ্যতা নির্ধারিত আছে। সম্প্রতি মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অতিরিক্ত একটি করে মাইক্রোবাস সরবরাহ করা হয়েছে। কাজেই দপ্তর/সংস্থার গাড়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার পরিবর্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগে বা মন্ত্রীর অফিসে ব্যবহৃত হলে তা প্রাধিকার বহির্ভূত বলে চিহ্নিত হবে। এ ধরনের ব্যবহার সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা '৮৬ এর পরিপন্থী এবং এ জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২। বর্ণিত অবস্থায় :—

(ক) অধীনস্থ সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মন্ত্রীর অফিসে ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

(খ) সরকারি দপ্তর/সংস্থার কোনো গাড়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মন্ত্রীর অফিসে ব্যবহৃত হলে অবিলম্বে এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি সংযুক্ত ছকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের (পরিবহন শাখা) বরাবরে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠাতে দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে অনুরোধ জানানো হলো।

৩। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

মোঃ আবদুল হাই
উপ-সচিব (পরিবহন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা
সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখ : ২৪ শে ফাল্গুন, ১৪০০/৮ই মার্চ, ১৯৯৪

বিষয় : **সরকারি দপ্তর/বিধিবদ্ধ ও স্বশাসিত সংস্থার যানবাহন মান-নির্ধারণ (স্টান্ডারডাইজেশন) প্রসংগে।**

নং সম(পরি)১আ-৩/৮৮(অংশ)-২২০—উপরোক্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ বাতিল করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের সুবিধার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাহাদের অধিনস্থ দপ্তর, বিধিবদ্ধ ও স্বশাসিত সংস্থার যানবাহন নিম্নরূপভাবে মান-নির্ধারণ (স্টান্ডারডাইজেশন) করা হইল ।

১.১ কার :

১০০০—১৩০০ সিসি পর্যন্ত ৪ সিলিন্ডার ইঞ্জিন ৪—৫ আসনবিশিষ্ট, ৪—৫ দরজা।

(ক) ১০০০ সিসি ঃ-

১। টয়োটা
২। নিশান
৩। ডাইহাটসু

(খ) ১০০০ সিসির উর্ধ্বে ১৩০০ সিসি পর্যন্ত ঃ-

১। টয়োটা
২। মিৎসুবিসি
৩। নিশান
৪। হোন্ডা
৫। হাইউন্দাই
৬। প্রোটন সাগা

১.২ জীপ :

(ক) পেট্রোলচালিত ৪—৬ সিলিন্ডারবিশিষ্ট, ১৫০০—৩০০০ সিসি ৪ চাকার চালিকাশক্তি সম্পন্ন (৪×৪) ৪—৯ আসনবিশিষ্ট, ৩/৫ দরজা।

১৫০০—৩০০০ সিসি (পেট্রোল)

১। টয়োটা
২। মিৎসুবিসি
৩। নিশান
৪। ডাইহাটসু
৫। ইসুজু
৬। ল্যান্ডরোভার
৭। সুজুকী

(খ) ডিজেলচালিত ৪—৬ সিলিন্ডারবিশিষ্ট, ২০০০—৪০০০ সিসি ৪ চাকার চালিকাশক্তি সম্পন্ন (৪×৪) ৫—৯ আসনবিশিষ্ট, ৪—৫ দরজা।

২০০০—৪০০০ সিসি (ডিজেল)—

১। টয়োটা

২। মিৎসুবিসি

৩। ডাইহাটসু

৪। ইসুজু

৫। ল্যান্ডরোভার

১.৩ মাইক্রোবাস :

(ক) ৪ সিলিন্ডারবিশিষ্ট পেট্রোলচালিত ১৪০০—২০০০ সিসি ক্ষমতাসম্পন্ন ৯—১৫ আসন ৩—৫ দরজাবিশিষ্ট।

১৪০০-২০০০ সিসি (পেট্রোল)

১। টয়োটা

২। মিৎসুবিসি

৩। নিশান

৪। ইসুজু

(খ) ৪—৬ সিলিন্ডারবিশিষ্ট ডিজেলচালিত ১২—১৫ আসনবিশিষ্ট, ১৪০০—২৫০০ সিসি ক্ষমতাসম্পন্ন।

১৪০০-২৫০০ সিসি (ডিজেল)

১। টয়োটা

২। মিৎসুবিসি

৩। ইসুজু

১.৪ পিক-আপ :

(ক) ৪ সিলিন্ডারবিশিষ্ট ১৫০০—৪২০০ সিসি ক্ষমতাসম্পন্ন পেট্রোল চালিত একক কেবিনবিশিষ্ট, ন্যূনতম ১০০০ কেজি ওজন বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন।

১৫০০—৪২০০ সিসি (পেট্রোল

১। টয়োটা

২। মিৎসুবিসি

৩। নিশান

৪। ইসুজু

৫। ল্যান্ডরোভার

(খ) ৪—৬ সিলিন্ডারবিশিষ্ট ২০০০—৪৫০০ সিসি ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত একক কেবিন এবং ৩-আসনবিশিষ্ট ন্যূনতম ১০০০ কেজি বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন।

২০০০—৪৫০০ সিসি (ডিজেল)—

১। টয়োটা

২। মিৎসুবিসি

৩। ইসুজু

৪। ল্যান্ডরোভার

৫। নিশান

১.৫ বাস, মিনিবাস, ট্রাক, বেবীট্রাক্সি ও মটর সাইকেল :

(ক) সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উপরোক্ত যানবাহনের ব্যবহার সীমিত বিধায় অন্যান্য যানবাহনের ন্যায় ইহাদের মান-নির্ধারণ প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু এই সমস্ত যান এখনও দেশে প্রচুর সংযোজিত হইতেছে বিধায় বাস, মিনিবাস, ট্রাক, বেবী ট্যাক্সি ও মটর সাইকেল দেশে সংযোজিত হইতে হইবে। এই সমস্ত যানবাহন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা যাইতে পারে। এই সকল যানবাহনের স্পেসিফিকেশন মটরযান অধ্যাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) যানবাহনের রং :

সাদা রঙ, কার, জীপ, মাইক্রোবাস ও পিক-আপ এর বডির জন্য অগ্রাধিকার পাইবে। বাস ও মিনিবাসের জানালা পর্যন্ত হালকা নীল ও জানালার উপরের অংশ সাদা হইবে।

২.১ সরকারি দপ্তর, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ কেবলমাত্র মান-নির্ধারিত যানবাহন সংগ্রহ করিবে। তবে ফায়ার ব্রিগেড, হাসপাতাল ও অন্যান্য অফিসসমূহে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই মান-নির্ধারণ প্রযোজ্য হইবে না।

২.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভি ভি আই পি-দের জন্য সংগ্রহীত যানবাহন এই সুপারিশের আওতাভুক্ত হইবে না।

২.৩ প্রকল্পের গাড়ীর ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হইবে।

২.৪ দেশে উত্তরোত্তর খুচরা যন্ত্রাংশের উৎপাদন ও গাড়ী সংযোজন শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হইলে মান-নির্ধারণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে। দেশে বিভিন্ন মেইক/মডেলের বিদেশী যানবাহনের বাজারজাতকরণ বৃদ্ধি, গাড়ীর খুচরা যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতা, মেরামতের সুযোগ বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী মান-নির্ধারণ এর বিষয় পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

২.৫ রিকন্ডিশন গাড়ী মান-নির্ধারণের আওতাভুক্ত নয়। তাই রিকন্ডিশন গাড়ী সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে সংগ্রহ করা যাইবে না।

২.৬ সকল গাড়ী ডানহস্ত চালিত হইতে হইবে।

২.৭ একই মেইক/মডেল ও স্পেসিফিকেশনের বিদেশী গাড়ী ও বাংলাদেশের সংযোজিত গাড়ী, মূল্য কম হইলে বাংলাদেশে সংযোজিত গাড়ী ক্রয় করিতে হইবে।

২.৮ যে সকল মেইক/মডেল প্রস্তুতকারক দেশের গাড়ীসমূহকে মান-নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের স্থানীয় এজেন্ট/পরিবেশকদের সকলের স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়ার্কশপ রহিয়াছে। নির্দিষ্ট মানের যানবাহন সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে ঐ সকল স্থানীয় এজেন্টদের ওয়ার্কশপসমূহ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত বেসরকারি ওয়ার্কশপসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে এ ধরনের তালিকাভুক্তির জন্য নিয়মানুযায়ী ফী/নবায়ন ফী প্রদান করিতে হইবে।

২.৯ সরকার যে কোনো সময় এই প্রজ্ঞাপন বাতিল বা পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে।

মুহাম্মদ আবদুল করিম
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা

নং সম/পরি/আ-৮/৮৮-৩০৮(৫০০), তারিখ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫/২৮শে মে, ১৯৮৮

বিষয় : **সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার গাড়ীর নম্বর ফলক বদল এবং গাড়ীতে নাম লিখা সংক্রান্ত।**

সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে :—

(ক) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ সরকারি দপ্তরসমূহের গাড়ীর বর্তমান নম্বর ফলক পরিবর্তন করে লাল ফলকে সাদা অক্ষরে লিখতে হবে ;

(খ) সকল স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর গাড়ীতে নীল নম্বর ফলকের উপর সাদা অক্ষরে লিখতে হবে ;

(গ) সরকারি দপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর নাম পুলিশের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী গাড়ীর গায়ে লিখতে হবে।

২। প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ জরুরীভিত্তিতে কার্যকর করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ সরকারি দপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে অনুরোধ জানানো হলো।

৩। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীনস্থ সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করে একটি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (সংযুক্ত ছক মোতাবেক) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে (পরিবহন শাখা) আগামী ২০-৬-১৯৮৮ইং তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্যও অনুরোধ জানানো হলো। অধীনস্থ সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পেশ করবে।

৪। উল্লেখ থাকে যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আগামী ৩০-৬-১৯৮৮ইং তারিখের মধ্যে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে একটি সমন্বিত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কাজেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংযুক্ত ছকে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক প্রতিবেদন অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

বিঃদ্রঃ- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ১(গ) নং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে পুলিশ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মোহাম্মদ আবদুল হাই
উপ-সচিব (পরিবহন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা

নং সম(পরিঃ)-৫১/২০০৩-২৯৪ তারিখ : ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ বাং / ৫ জুন ২০০৪ইং

প্রজ্ঞাপন

বিষয় ঃ **সরকারি, আধা-সরকারি, বিধিবদ্ধ ও স্বশাসিত দপ্তর/সংস্থার যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মান নির্ধারণ।**

গণখাতে ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সকল দরদাতাদের প্রতি সমআচরণ নিশ্চিত করা এবং ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়ন ও দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার 'The Public Procurement Regulations, 2003' জারি করেছে। উক্ত প্রবিধান উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় খাতের ক্রয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

০২। 'The Public Procurement Regulations, 2003' এর প্রবিধি-২২ অনুযায়ী গাড়ী ক্রয় প্রত্যাশী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ীর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, মূল্যমান, আয়ুষ্কাল, রিসেল ভ্যালু, এদেশে গাড়ীর ব্যবহার উপযোগিতা, প্রস্তুতকারীর অনুমতিপত্র, জ্বালানী ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, পরিবেশ বান্ধব হওয়া এবং এদেশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মানসম্মত মেরামত কারখানা থাকার বিষয়গুলিকে প্রাক-যোগ্যতার সূচক হিসেবে নির্ধারণপূর্বক গাড়ীর সরবরাহকারী/পরিবেশক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যেতে পারে। প্রবিধি-১৭(১)(এ) এবং ৩৭ অনুযায়ী প্রবিধি-২২ অনুসারে তালিকাভুক্ত গাড়ীর সরবরাহকারী/পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গাড়ী ক্রয়ের মাধ্যমে গাড়ীর যথাযথ মান নিশ্চিত হতে পারে।

০৩। বর্ণিতাবস্থায়, যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ মান নিশ্চিতকল্পে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে গত ০৩ নভেম্বর, ২০০৩ তারিখে জারীকৃত সম(পরিঃ)-৩৫/২০০৩-৫০৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হল।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আব্দুল মাবুদ
সিনিয়র সহকারী সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
ফোন নং ৯৫৫৬০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন অধিশাখা
www.moestab.gov.bd.

নং ০৫.১২১.০২৬.০০.০০.০৪৮.২০০৪(অংশ-১)-১০৯

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪১৬ বাং
১৩ এপ্রিল ২০১০ইং

প্রজ্ঞাপন

বিষয় : **সরকারি যানবাহনে জ্বালানী ব্যবহার।**

সরকারি যানবাহনে সিএনজি/জ্বালানী তেল ব্যবহার বিষয়ে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :—

১। সরকারি যানবাহনে এখন থেকে সিএনজি অথবা জ্বালানী তেল এর যে কোন একটি ব্যবহার করা যাবে। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি যানবাহনের ক্ষেত্রে সিএনজি/জ্বালানী তেলের প্রাপ্যতা নিম্নরূপ হবে :—

(ক) সিএনজি জ্বালানীর প্রাপ্যতা-গাড়ী প্রতি মাসিক ৩০০ (তিনশত) ঘনমিটার ;

(১) সিএনজি চালিত যানে রূপান্তরিত ই.এফ.আই./এম.পি.এফ.আই. ইঞ্জিনের গাড়ী চালু করার জন্য মাসিক ৩০ (ত্রিশ) লিটার পেট্রোল/অকটেন বরাদ্দ করা যাবে ।

(২) সিএনজি চালিত যানে রূপান্তরিত কার্বিউরেটর ইঞ্জিনের গাড়ী চালু করার জন্য মাসিক ১৫ (পনের) লিটার পেট্রোল/অকটেন বরাদ্দ করা যাবে ;

(খ) জ্বালানী তেলের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা গাড়ীপ্রতি মাসিক ২০০ (দুইশত) লিটার।

২। সরকারি ছুটি দু'দিন হওয়াতে জরুরী অপারেশন কাজ ব্যহত না করে সকল অফিসের ক্ষেত্রে ১০% জ্বালানী ব্যয়হ্রাস করতে হবে।

৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৬/০৯/২০০৪ তারিখের সম(পরিঃ)-সিএনজি-১০/২০০৩-৫০১ এবং ১২/০৩/১৯৯৮ তারিখের সম(পরিপ)-১০/৯৭-১৩৭(২০০) নং প্রজ্ঞাপনদ্বয়ের আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মাহমুদা খাতুন
উপ-সচিব।
ফোন নং ৯৫৫৬০১০
dstransport@moestaqb.gov.bd.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

পরিবহন শাখা

নং সম (পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫(অংশ-১)-৭২১

তারিখ : ২৫ পৌষ ১৪১২ বাং / ৮ জানুয়ারি ২০০৬ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় : সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলে জমাকরণ, ব্যবহার ও নিস্পত্তি।

সূত্র : (১) নং-সি, এম, এল, এ/৭০০৯/১১/সিভ/১, তাং ২৩ জুন, ১৯৮৬।

(২) নং-সম(পরি) ১ আ-১/৮৮-২৫২, তাং ২১ এপ্রিল, ১৯৮৮।

(৩) নং-সম(পরি)-প্রকল্পের গাড়ী-৩৯/২০০৪-১৫৪, তাং ১৬ মার্চ ২০০৫।

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সমাপ্তির পর প্রকল্পের যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলে জমাদান, ব্যবহার ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনরোধ করা হলো :—

(১) সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক, প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের সকল সচল যানবাহন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়াধীন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন জমা না হলে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

(২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প সমাপ্তির সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তার অধীনস্থ সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অচল যানবাহন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে ১১.০৫.১৯৯৯ তারিখের সম(পরিঃ) প-৫/৯৮-১৫৮ (২০০) নং স্মারকমূলে জারীকৃত “মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌ-যান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিস্পত্তির নীতিমালা” অনুযায়ী বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, আই,এম,ই,ডি ও সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরকে অবহিত করবে।

(৩) প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সামপ্তির ৯০ দিন পূর্বে প্রকল্পের শ্রেণীভিত্তিক যানবাহনের সংখ্যা, অবস্থান এবং বর্তমান অবস্থা (সচল/অচল) ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আই,এম,ই,ডি’র বরাবরে দাখিল করে অনুলিপি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

(৪) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আই.এম.ই.ডি) প্রকল্পাধীন যানবাহনের অপব্যবহার চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প সমপ্তির পর সরকারি কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে প্রকল্পওয়ারী ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, নিয়মিতভাবে পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে একনেক সভায় পেশ করবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(৫) সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত/সম্প্রসারিত হলে এবং সম্প্রসারিত পর্যায়ের প্রকল্পে যানবাহনের সংস্থাপন থাকলে, প্রকল্প সামপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নতুন টি,পি,পি/ডি,পি,পি, (Technical Project Proforma/Development Project Proforma) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে পূর্ববর্তী প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে একই প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে স্থানান্তর করা যাবে। অতিরিক্ত যানবাহন (থাকলে) পরিবহন পুলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।

(৬) যে সকল প্রকল্পের গাড়ী ক্রয়ের অর্থ সরকার থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং সে অর্থ সরকারকে সুদে আসলে Debt Service Liability (DSL) হিসেবে পরিশোধ করে থাকে। এ জাতীয় ঋণের অর্থে সংগৃহীত/ক্রয়কৃত যানবাহন, প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তাদের টিওএন্ডই অনুযায়ী যে কয়টি গাড়ী কম আছে কেবলমাত্র সে কয়টি গাড়ী প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণে স্ব-স্ব টি,ও,এন্ড,ই (TO&E)-তে অন্তর্ভুক্ত করতঃ ব্যবহার করতে পারবে। তবে, প্রকল্প পরিচালক, TO&E বহির্ভুত যানবাহন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিবহন পুলে জমা নিশ্চিত করবেন।

(৭) দেশী/বিদেশী উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদান (Grant) এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংগৃহীত/ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর এতদবিষয়ে দাতা সংস্থার কোন বিশেষ শর্ত না থাকলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা ৬নং অনুচ্ছেদের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৮) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক শুধুমাত্র গাড়ী ক্রয়ের জন্য যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, সে সকল প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থাকে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করে যানবাহনগুলো তাদের। টিওএন্ডএ-তে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, আই,এম,ই,ডি এবং সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

(৯) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এর বিশেষ প্রয়োজনে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন ব্যবহার অপরিহার্য হলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমাপ্তির তারিখের ৬ (ছয়) মাস পূর্ব থেকেই প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের যানবাহন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের স্ব-স্ব টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তির কাজ সমাপ্ত না হলে ১নং অনুচ্ছেদের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/মন্ত্রণালয় ঐ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে অন্য কেউ দায়ী হলে তার বিরুদ্ধেও অনুরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপ-সচিব (মুদ্রণ ও পরিবহণ)।
ফোন : ৭১৬২১৪২

সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫

(২০১৫ সনের ৬ নং আইন)

The Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance, 1986 রহিতক্রমে সরকারি যানবাহনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) অতঃপর পঞ্চদশ সংশোধনী বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু, সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেও উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু, প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ, বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, উক্ত অধ্যাদেশসমূহ এবং উহাদের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, ইত্যাদির কার্যকরতা প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু, দীর্ঘসময় পূর্বে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথানিয়মে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষে; এবং

যেহেতু, পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশনে না থাকাবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করেন; এবং

যেহেতু, সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে সরকার ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance, 1986 এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক একটি নূতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "যানবাহন" অর্থ যে কোন ধরনের যন্ত্রচালিত যান যাহা রাস্তা বা সড়কে জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা নির্মাণ বা ব্যবহার করা হয় এবং যাহার চালিকা শক্তি উহার বাহির বা ভিতর বা অন্য কোন উৎস হইতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে, এবং কাঠামো সংযুক্ত হয় নাই এমন চ্যাসিস ও ট্রেইলারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; তবে সংস্থাপিত রেলপথ বা

মেট্রোরেল দিয়া চলাচলকারী বা ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব অঙ্গনে চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(২) “সরকারি কর্মচারী” অর্থ সরকারের, স্বায়ত্তশাসিত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অথবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার চাকরিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ; এবং

(৩) “সরকারি যানবাহন” অর্থ সরকার, স্বায়ত্তশাসিত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক সংস্থানকৃত বা উহার মালিকানাধীন কোন যানবাহন।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৩। (১) কোন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক সরকারি যানবাহনের অপব্যবহার রোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বিধি দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:

(ক) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিধিমালার দ্বারা, কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি যানবাহন বরাদ্দ, বরাদ্দ বাতিল, পরিদর্শন, পরীক্ষাকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনে ব্যবহার অযোগ্য যানবাহন অকেজো (Condemned) ঘোষণা;

(খ) উক্ত বিধিমালায় বর্ণিত কোন বিধান লঙ্ঘনের ফলে সরকারি যানবাহন বরাদ্দ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত গাড়ীর মূল্যের অধিক নহে এইরূপ পরিমাণ জরিমানা আরোপ;

(গ) জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি।

(৩) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলীর কোন বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধিমালার কোন বিধানের লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোন আইন বা বিধিমালার অধীন শাস্তিযোগ্য অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

আইন ও বিধিমালার প্রাধান্য

৪। এই আইন ব্যতীত আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা ইনস্ট্রুমেন্ট বা দলিলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

অব্যাহতি

৫। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে কোন সরকারি কর্মচারী বা যে কোন শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

৬। (১) Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance, 1986 (Ord. VI of 1986), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও

(ক) উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোন কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত Ordinance এর অধীন প্রণীত কোন বিধি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং উহা এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়া বলিয়াছে গণ্য হইবে; এবং

(গ) এই আইন প্রবর্তনের তারিখে উক্ত Ordinance এর অধীন গৃহীত কোন কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৬

(www.mof.gov.bd)

নং-০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪ (অংশ-১)-৩৭৮ তারিখ: ০৮-০৭-২০২০ খ্রিঃ।

পরিপত্র

বিষয় : **পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের আওতায় সকল প্রকার যানবাহন ক্রয় স্থগিতকরণ সংক্রান্ত।**

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সরকারের কৃচ্ছ সাধন নীতির আলোকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের আওতায় সকল প্রকার নতুন/প্রতিস্থাপক হিসেবে যানবাহন ক্রয় বন্ধ থাকবে।''

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ মাহফুজুল আলম খান)
যুগ্ম সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

পরিবহন শাখা

নং-সম/পরি/১প-৮/৮৬-১৮৬, তারিখ: ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৯৩ বাং/১৫ই মার্চ, ১৯৮৭ ইং।

বিষয় : অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন (L.P.R) সময়ে সার্বক্ষণিক গাড়ির প্রাধিকার কর্মকর্তাগণের গাড়ির সুবিধা প্রত্যাহার সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, **সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকার কর্মকর্তাগণকে তাঁদের অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ে গাড়ির সুবিধা প্রদান না করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।**

২। এমতাবস্থায়, বর্তমানে অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ে কোন কর্মকর্তাকে যদি সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ইলিয়াস আহমেদ)
সহকারী সচিব।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF PLANNING
(Planning Division)
No.PD/Co-ord/2M-60/81 (Pt. II)/107(250), Dated 16-4-1984

MEMORANDUM

Subject : POLICY ON PROCUREMENT OF MOTOR VEHICLES.

In Supersession of all previous policy directives/decisions on the above subject Government have been pleased to issue the following instructions for strict compliance by all concerned :—

(I) **Purchase of motor Vehicles for projects under Core programme of the ADP.—** All cases for purchase of Cars, Microbus/Minibus/Bus and Station Wagons as recommended by the PEC and approved by ECNEC/NEC while considering the Projects will require final approval of the President and Chief Martial Law Administrator.Proposal in the form of a summary along with the *proforma* **'ক'** circulated under this Division's Memo No. PD/A-4/2Ma-60/ 81/137(200), dt. 12-4-83 and the same partially modified under this Division's Memo No. PD/A-4/2Ma-60/81/ (pt-II)178(200), dt. 24-5-83 duly filled in will be furnished to the concerned Sector/Division of the planning Commission by the concerned Ministry/Division and the same will be processed through the Planning Commission with specific recommendation of Minister for Planning and then it will be forwarded to the CMLA's Secretariat for putting up the proposal to the President and Chief Martial Law Administrator. However, for purchase of Jeeps/Pickups and specialized vehicles like Dozers. Rooters, etc. included in the Projects under Core Programme of the ADP, recommended by the PEC and approved by ECNEC/NEC will not require final approval of the President and Chief Martial Law Administrator. Concerned Ministry/ Division will be competent to give final approval/sanction or otherwise on the purchase of Jeeps/Pickups and specialized vehicles included in the Projects under Core Programme, recommended by the PEC and approved by ECNEC/NEC.

(II) **Purchase of Motor Vehicles for Projects under Non-Core Programme of the ADP.—** In cases of purchase of all types of Motor vehicles *i.e* Cars. Jeeps/Pickups, Microbuses/Minibus, Bus, Station Wagons and specialized vehicles such as Dozers, Rooters etc., included in the Projects under non-Core Programme of the ADP, final approval of the president and Chief Martial Law Administrator will be required proposals for purchase will be evaluated and processed through the Special Committee constituted under this Division's Notification No. PD/A-IV/2M-60/81/794. dt. 19-12-82 and henceforth be chaired by the Minister for Planning as follows :

1.	Minister for Planning	Chairman
2.	Member, Programming Division, Planning Commission	Member
3.	Concerned Member of the Planning Commission.	Member
4.	Secretary, ERD	Member
5.	Secretary, Finance Division	Member
6.	Secretary of the concerned Ministry/Division.	Member
7.	Secretary, IME Division	Member

In each case Minister for Planning and Chairman of the Committee will give his specific recommendation on the summary forwarded to the CMLA's Secretariat for putting up to the President and Chief Martial Law Administrator for his final approval. Secretary of the concerned Ministry/Division will convene the meeting after obtaining convenient date, time and place from the Minister for Planning and provide Secretariat Service. The working papers should be formulated in the proforma ক, খ, গ, ঘ, ঙ, and চ, which was circulated to all concerned under this Division's memo. No. PD/A-4/2Ma-60/81/137(200), dt. 12-4-83 and partially modified under this Division's Memo No.PD/A-4/2Ma-60/81/(Pt-II) 178(200), dt. 24-5-83.

(III) **Purchase of motor Vehicles by Ministries/Divisions for Administrative purpose.—** The proposals for purchase of all types of motor vehicles *i.e.* Cars. Jeeps/pickups, Microbus/Minibus, Bus, Station wagons etc., by Ministries/Divisions or by Subordinate departments/ Offices, Semi-Autonomous, Autonomous Bodies/Organisations which are not included in Core or Non-core Projects but are meant for administrative purpose will be process through the concerned administrative Ministries/ Divisions. In each cases summary with specific recommendation of the Minister concerned will forwarded to the CMLA's Secretariat for putting up to the President and Chief Martial Law Administrator for his final approval.

This issues in compliance with the instructions contained in CMLA's Secretariat letter No. 7009/2/Civ-I, dt, April 2, 1984.

IMAMUDDIN AHMED CHAUDHURY
Addl. Secretary-in-Charge
Planning Division.

TO BE SUBSTITUTED FOR THE LETTER BEARING THE SAME NUMBER AND DATE

7009/2/Civ-I 26 June, 1984.

POLICY ON PROCUREMENT OF MOTOR VEHICLES

Reference:

A. Planning Division letter No. PD/Co-ord/2M-60/81 (Part-II) 107/250, dated 16 April, 1984.

1. It has been observed that while Ministries/Divsions submit summaries of Chief Martial Law Administrator's Secretariat for purchase of Motor Vehicles not furnish necessary documents causing delay and making if necessary to make further correspondence. This Secretariat therefore request all concerned to submit proposal concerning purchase of vehicles, in the form of/summary, as per instructions contained in Planning Division letter No. PD Co-ord/2M 60/81(Pt. II)/107 (250), dated 16 April 1984. In the summary, among others, the following informations should be incorporated :—

a. Mention of budget provision for purchase of the vehicles.

b. Mention that the new purchase/replacement of vehicles would be as per authorisation.

c. Mention that unserviceable/condemned vehicles (Proposed to be replaced) have been disposed of.

d. Mention about provision of Transport in the PP (only for Development Projects).

2. The summary should also accompany the following documents/informations :

a. A copy of the organogram of the Organisation for which Transports will be purchased along with category-wise list of vehicles authorised.

b. Statement of vehicles being held by the Organisation, in the following pro forma with specific mention of the vehicles to be disposed of, if any :

No.	Make, Model and Type.	Mileage run.	Year of purchase.	Present condition	Remarks.

c. Statement of the vehicles to be purchased in the following proforma :

Sl. No.	Make, Model and Type.	Approximate cost.	Remarks.

d. Copy of the Treasury Receipt showing proof of deposit of the sale proceeds of the condemned vehicle in the Government Treasury.

SALZER RAHMAN
Lieutenant Colonel
for principal Staff Officer.

7009/2/Civ-I 15 August, 1984.

POLICY ON PROCUREMENT OF MOTOR VEHICLES

Reference :

A. Planning Division letter No. Po/Co-ord/2M-60/81(Part-II) 107/250, dated 16-4-1984.

Directorate General Defence purchase letter No. 206/24/1244/Co-ord, dated 31-7-1984.

Procurement/Authorisation/Use of Motor Vehicles by Army, Navy and Air Force do not fall under the purview of Transport Policy letters issued by this Secretariat. Accordingly the letter under reference 'A'above will not be applicable to the Directorate General of Defence Purchase.

SALZER RAHMAN
Lieutenant Colonel
for principal Staff Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ESTABLISHMENT

Transport Section

No. ME (TR)IP-7/84(pt)-590(100), dated Dhaka, the 26th September, 1984.

Sub: Procedure for investigation into the Accident, Loss and Repair of Government Motor Vehicles.

The Government has been pleased to lay down the following procedure regarding investigation into the accident, loss and repair of Government Motor Vehicles :

On purchase/procurement of a vehicle the controlling officer shall be required to make an inventory in Form as used in the Directorate of Government Transports and open a history book in respect of the vehicle.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

নং মপবি/কঃবিঃশাঃকপগ-১১/২০০১-২০৫

তারিখ : ০৪-০৮-২০০৩ খ্রিঃ / ২০-০৪-১৪১০ বাং

সরকারি আদেশ

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, (১) সচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যাবেন তাদের অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময় (এক বছর) এবং যাদের অবসর প্রস্তুতি ছুটি বাতিল করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর ৬ (ছয়) মাস সময় পর্যন্ত জ্বালানী ও চালকসহ গাড়ী সুবিধা বহাল থাকবে, এ শর্তে যে এ সুবিধার জন্য যথারীতি ভাড়া কাটা হবে। (২) সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিবকে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণের পর ছ'মাস পোষ্যদের বয়স নির্বিশেষে পূর্ববৎ ভাড়া ও আনুষঙ্গিক বিল যথারীতি পরিশোধের শর্তে সরকারি বাসায় বসবাসের অনুমতি দেয়া হ'ল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে নির্দেশক্রমে জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শাহনাজ আরেফিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

"একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৬

(www.mof.gov.bd)

নং-০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪ (অংশ-২)-৪৩০ তারিখঃ ১৩/১১/২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের মূল্য পুনঃনির্ধারণ সম্পর্কিত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে বিভিন্ন কোম্পানীর কার, জীপ, পিক-আপ (সিঙ্গেল কেবিন, ডাবল কেবিন) মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল, অ্যাম্বুলেন্স, কোস্টার মিনিবাস (এসি), মিনিবাস (ননএসি), বাস (নন এসি) ও ট্রাক-এর বাজার দর বিবেচনা করে যানবাহনের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হল:—

(১) কার=৩৫.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ১৬০০ সিসি (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(২) (ক) জীপ=৯৪.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ২৭০০ সিসি) (টাক্স ও ভ্যাটসহ);
(গ্রেড-১ এবং গ্রেড-২ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য)।

(খ) জীপ=৫৭.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ২৭০০ সিসি) (রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স ও ভ্যাটসহ);
(গ্রেড-৩ বা তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য)।

(৩) পিক-আপ (সিংগেল কেবিন)=২৮.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ২৫০০ সিসি) (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(৪) পিক-আপ (ভাবল কেবিন)=৪৯.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ২৫০০ সিসি (ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(৫) মোটরসাইকেল=১.৪০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ১২৫সিসি) (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(৬) মাইক্রোবাস=৪৪.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ২৭০০ সিসি) (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(৭) এ্যাম্বুলেন্স= ৪৪.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ২৭০০ সিসি) (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(৮) কোস্টার/মিনিবাস (এসি)= ৬৯.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ৪২০০ সিসি) (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(৯) মিনিবাস (ননএসি)= ৩২.০০ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ২৭৭১ সিসি) (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(১০) বাস (বড়, নন এসি)=৪২.২৯ লক্ষ টাকা (অনূর্ধ্ব ৫৮৮৩ সিসি) (রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত);

(১১) (ক) ট্রাক =৩৯.০০ লক্ষ টাকা (৫ টন) (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ);

(খ) ট্রাক =৩১.৭৫ লক্ষ টাকা (৩ টন) (রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ)।

২। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের যানবাহন ক্রয়ে অনুমতি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত মূল্য অনুসরণের জন্য অর্থ বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখাসমূহকে অনুরোধ করা হল।

(হাবিবুন নাহার)
যুগ্মসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার .
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
পরিবহন শাখা।

নং-সম(পরিপ-৫/৯৮-১৫৮(২০০)

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪০৬ / ১১ মে ১৯৯৯

অফিস স্মারক

বিষয় : মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা।

অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের নীতিমালায় মোটরযানসহ নৌযান ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণের বিষয় উল্লেখ থাকিলেও এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। পূর্বে কম্পিউটারের প্রচলন ছিল না বিধায় তাহা বিদ্যমান নীতিমালায় তখন অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বর্তমানে দেশে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি খাতের কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অকেজো, ঘোষণাকরণের নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে।

২। উপরি-উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহাদের আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল।

৩। এই সংক্রান্ত বিগত ২৩-০৬-১৯৮৭ তারিখের সম/পরি/১পি-৪/৮৫-৩৭৫ ও ১৩-১২-১৯৮৩ তারিখের এম ই আর (টিআর) ১পি-৬/৮৩-৮৪৩ সংখ্যক নীতিমালা এবং ২৮-০৫-১৯৮৬ তারিখের এম ই (টিআর)১এল-৫/৮৫-৩১০(৫০) ও ০৪-০৮-১৯৮৫ তারিখের এম ই (টি আর)১পি-৪/৮৫-৪৩৬(১০০) সংখ্যক পত্র এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

৪। এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(ডঃ শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা :

অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের নীতিমালায় মোটরযানসহ নৌযান ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণের বিষয় উল্লেখ থাকিলেও এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। পূর্বে কম্পিউটারের প্রচলন ছিল না বিধায় তাহা বিদ্যমান নীতিমালায় তখন অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বর্তমানে দেশে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি খাতের কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণের নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। তাই এতদ্‌বিষয়ে নিম্নোক্তরূপে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল:

২। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠিত করা হইল :

(ক)	যুগ্ম-সচিবের নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	..	সভাপতি
(খ)	মোটরযান মেরামত কাজ সংক্রান্ত অভিজ্ঞ একজন ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী অথবা সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	..	সদস্য
(গ)	নৌযানের ব্যাপারে অভিজ্ঞ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থার একজন ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী অথবা সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিচালক (নৌ)-এর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা।	..	,,
(ঘ)	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ	..	,,
(ঙ)	গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ/যন্ত্র প্রকৌশলী) অথবা বিটাক-এর একজন প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ/যন্ত্র প্রকৌশলী)	..	,,
(চ)	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বি, আর, টি, এ)-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি।	..	,,
(ছ)	সংশ্লিষ্ট মালিকানা দপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	..	,,
(জ)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা দপ্তরের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	..	সদস্য-সচিব

৩। এই কমিটি প্রয়োজনবাধে এক বা একাধিক নতুন সদস্য সহযোজন করিতে পারিবে।

৪। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কাজের প্রয়োজনে স্বতন্ত্রভাবে অফিস আদেশের মাধ্যমে সদস্যদের নাম/পদবি উল্লেখপূর্বক কমিটি গঠন করিবে। কমিটি কাজের প্রকৃতির বিভিন্নতায় নিম্নরূপভাবে কাজ করিবে :

৪.১ মোটরযান অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় ২নং অনুচ্ছেদের (খ), (চ) ও (ছ) ক্রমিকে উল্লিখিত কর্মকর্তাবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।

৪.২ নৌযান অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় ২ নং অনুচ্ছেদের (গ) ও (ছ)। ক্রমিকে উল্লিখিত কর্মকর্তাবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।

৪.৩ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় ২ নং অনুচ্ছেদের (ঘ) ও (ছ) ক্রমিকে উল্লিখিত কর্মকর্তাবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।

৪.৪ অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় ২ নং অনুচ্ছেদের (ঙ) ও (ছ) ক্রমিকে উল্লিখিত কর্মকর্তাবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।

৫। অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির সদস্য-সচিব সভাপতির সহিত আলোচনাপূর্বক কমিটির সভা আহবান করিবেন এবং অকেজো ঘোষণাযোগ্য মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতির সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করিয়া কমিটির মতামত সভার কার্যবিবরণীতে সুপারিশ আকারে লিপিবদ্ধ করিবেন। সংশ্লিষ্ট মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতির মালিকানা দপ্তর অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির সুপারিশের আলোকে ঐগুলির উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় প্রধানের নিকট পেশ করিবেন। প্রয়োজনবোধে উক্ত কমিটি যুক্তিসঙ্গত কারণে সংরক্ষিত মূল্য পুনঃনির্ধারণের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে।

৬। অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে সকল বা কিছু সংখ্যক অকেজো ঘোষণার প্রস্তাবকৃত মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

৭। স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এই নীতিমালার আলোকে তাহাদের নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করিবে এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে।

৮। এই নীতিমালার আওতায় নিম্নলিখিত যানবাহন/যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে :

৮.১ সকল প্রকার মোটরযান যেমন-কার, জীপ, পিক-আপ, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, এম্বুলেন্স, ট্রাক, মোটরসাইকেল ইত্যাদি।

৮.২ সকল প্রকার নৌযান যেমন-লঞ্চ, কেবিন ক্রুজার, রেসকিউ বোট, স্পীডবোট ইত্যাদি, ইহাদের হাল বডি অথবা ইঞ্জিন।

৮.৩ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

৮.৪ অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন-টাইপরাইটার মেশিন, ফটোকপিয়ার মেশিন, ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ফ্যাক্স মেশিন, ফ্রাংকিং মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি।

মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার বা অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিস্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে :

৯। **মোটরযান :**

৯.১ **মোটরযান অকেজো ঘোষণার জন্য অনুসৃত বিষয়াবলী :**

৯.১.১ মেরামতের অযোগ্য বা মেরামত করিয়া ব্যবহার অলাভজনক বলিয়া বিবেচিত মোটরযান সম্পর্কে মালিকানা দপ্তর/ব্যবহারকারী দপ্তর নির্দিষ্ট ছকে (পরিশিষ্ট ক-১)। বিস্তাারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বি আর টি এ)-এর সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণপূর্বক প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়া মেরামতের অযোগ্যতার প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করিবে। এই পত্রের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) ও পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) বি,আর,টি,এ ঢাকা-এর নিকট প্রেরণ করিবে।

৯.১.২ সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শক সরেজমিনে মোটরযানটি পরিদর্শনপূর্বক মোটরযানটি মেরামতের অযোগ্য হইলে বা মেরামত করিয়া ব্যবহার করা অলাভজনক বিবেচিত হইলে সেই মর্মে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট ক-২) কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)-এর প্রতিস্বাক্ষরে অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মালিকানা দপ্তর/ব্যবহারকারী দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৯.১.৩ মালিকানা দপ্তর/ব্যবহারকারী দপ্তর বি,আর,টি,এ-এর প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তাহা সংযুক্ত করিয়া মোটরযানের বিস্তারিত বিবরণ (সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রসহ) স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে প্রেরণ করিবে।

৯.২ **মোটরধান অকেজো ঘোষণার নির্ণয়ক :**

৯.২.১ ঘন ঘন মেরামতের ফলে মেরামত করিয়া চালান অলাভজনক হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ মোটরযান ।

৯.২.২ মডেল পরিবর্তনের দরুণ বাজারে সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমন যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এইরূপ মোটরযান।

৯.২.৩ মেরামত করিয়া নির্ভরযাগ্যে ব্যবহারোপযোগী করিতে যেই সমস্ত মোটরযানের বর্তমান বাজার মূল্যের ৫০% এর বেশী ব্যয় হইবে এইরূপ মোটরযান।

৯.২.৪ দুই-এর অধিক প্রধান ইউনিটের সমস্ত যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ মোটরযান।

৯.২.৫ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মোটরযানের কাঠামো দুমড়াইয়া/মুচড়াইয়া গিয়াছে এবং এক বা একাধিক প্রধান ইউনিট বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ মোটরযান।

৯.৩ **অকেজো ঘোষিত মোটরযান নিস্পত্তি প্রক্রিয়া :**

৯.৩.১ কোন মোটরযান চূড়ান্তভাবে অকেজো ঘোষিত হইবার পর মালিকানা দপ্তর উহা বিক্রয়ের নিমিত্তে ২টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র আহবান করিবে। দরপত্র সিডিউলে মোটরযানটির সংরক্ষিত মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দরপত্রদাতা দরপত্রের সহিত আর্নেষ্টমানি হিসাবে বিধি মাতোবেক পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট প্রদান করিবে।

৯.৩.২ দরপত্র প্রাপ্তির পর মালিকানা দপ্তরের দরপত্র কমিটি দরপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া ইহার সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর প্রধানের নিকট অনুমাদেনের জন্য প্রেরণ করিবে ।

৯.৩.৩ অকেজো ঘোষিত মোটরযান সংরক্ষিত মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে মালিকানা দপ্তর স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিবে এবং অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি এই নীতিমালার ৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১০। **নৌযান :**

১০.১। **নৌযান অকেজো ঘোষণা করার জন্য অনুসৃত বিষয়াবলী :**

১০.১.১ মেরামতের অযোগ্য বা মেরামত করিয়া ব্যবহার অলাভজনক বলিয়া বিবেচিত নৌযান সম্পর্কে মালিকানা দপ্তর/ব্যবহারকারী দপ্তর নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট খ-১) বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিচালক (নৌ)-এর কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়া মেরামতের অযোগ্যতার প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করিবে।

১০.১.২ সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিচালক (নৌ)-এর কার্যালয়ের পরিদর্শক/তদুর্ধ কারিগরি কর্মকর্তা প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সরেজমিনে নৌযানটি পরিদর্শন করিবেন এবং নৌযান মেরামত করিয়া ব্যবহার করা অলাভজনক হইলে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট খ-২) কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষরে অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মালিকানা দপ্তরে/ব্যবহারকারী দপ্তরে প্রেরণ করিবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

১০.১.৩ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মালিকানা দপ্তর/ব্যবহারকারী দপ্তর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উহা স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে প্রেরণ করিবে।

১০.১.৪ নৌযানের ক্ষেত্রে ইঞ্জিন বা নৌযানের হালবডি অকেজো ঘোষণা করা যাইবে ।

১০.২। **নৌযান অকেজো ঘোষণার নির্ণয়ক :**

১০.২.১ ঘন ঘন মেরামত করিতে হয় এবং পরিচালনা ব্যয় অলাভজনক হয় এইরূপ নৌযান/হালবডি/ইঞ্জিন।

১০.২.২ দীর্ঘকাল চলার পর মেরামত করিয়া নির্ভরযাগ্যে ব্যবহারের উপযাগেী করিতে যে সমস্ত নৌযানা/হালবডি/ইঞ্জিন অনুরূপ নতুন একটির বর্তমান বাজার মূল্যের ৫০% এর বেশী ব্যয় হয়।

১০.২.৩ সাধারণ ক্ষয়-ক্ষতির কারণে যখন নৌযানের হালবডির ন্যূনতম ৬০% লোহার প্লেট/এ্যাংগেল ইত্যাদি বদলি করিতে হয় এইরূপ হালবডি।

১০.২.৪ কোন নৌযান/হালবডি/ইঞ্জিন দুর্ঘটনায় পড়িয়া বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ডুবিয়া গেলে বা উহার অবকাঠামো দুমড়াইয়া/মুচড়াইয়া যাওয়ার কারণে একাধিক প্রধান ইউনিট বিনষ্ট হইয়া যায় অথবা উহা পুনরায় উদ্ধার করিতে অথবা মেরামত করিতে অনুরূপ একটি নতুন নৌযানের বর্তমান মূল্যের ৭৫% এর বেশী ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ নৌযান/হালবডি/ইঞ্জিন।

১০.২.৫ কোন বড় ধরনের ক্রটির জন্য কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে এবং নদীতে চালানো ঝুঁকিপূর্ণ বা নিরাপদ নয় এইরূপ নৌযান/হালবডি/ইঞ্জিন।

১০.২.৬ ইঞ্জিনের জ্বালানী খরচ মাত্রাতিরিক্ত বেশী হওয়ার কারণে ইঞ্জিন চালানো ব্যয়বহুল হয় এইরূপ ইঞ্জিন।

১০.২.৭ মডেল পরিবর্তনের দরুণ ইঞ্জিনের উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ বা অনিয়মিত থাকায় বাজারে নতুন যন্ত্রাংশের দুস্প্রাপ্যতা দেখা দেয় এইরূপ ইঞ্জিন।

১০.৩। **<u>অকেজো ঘোষিত নৌযান নিস্পত্তির প্রক্রিয়া :</u>**

১০.৩.১ কোন নৌযান/হালবডি/ইঞ্জিন চূড়ান্তভাবে অকেজো ঘোষিত হইবার পর মালিকানা দপ্তর উহা বিক্রয়ের নিমিত্তে ২টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং স্থানীয়ভাবে ১টি দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে। অকেজো ঘোষণার পর যেখানে যে অবস্থায় আছে সেই ভিত্তিতে অকেজো ঘোষিত নৌযান/হালবডি/ইঞ্জিন সীল্ড টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা যাইবে। দরপত্র সিডিউলে নৌযানটির সংরক্ষিত মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে। দরপত্রদাতা দরপত্রের সহিত আর্নেষ্টমানি হিসাবে বিধি মোতাবেক পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট প্রদান করিবে।

১০.৩.২ দরপত্র প্রাপ্তির পর মালিকানা দপ্তরের দরপত্র কমিটি দরপত্রগুলি পরীক্ষান্তে সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর প্রধানের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।

১০.৩.৩ অকেজো ঘোষিত নৌযান/হালবডি/ইঞ্জিন সংরক্ষিত মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে মালিকানা দপ্তর স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করিবে এবং অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি এই নীতিমালার ৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১১। **<u>কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি :</u>**

১১.১। **<u>কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার জন্য অনুসৃত বিষয়াবলী :</u>**

১১.১.১ ব্যবহারের অযোগ্য বা মেরামত করিয়া ব্যবহার অলাভজনক বলিয়া বিবেচিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সম্পর্কে মালিকানা দপ্তর নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-গ) বিস্তারিত বিবরণ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর নিকট প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবে।

১১.১.২ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মনোনীত কারিগরি প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অথবা প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা মেরামত করিয়া ব্যবহার করা অলাভজনক হইলে অথবা ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে সেইমর্মে প্রতিবেদন প্রদান করিবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

১১.১.৩ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মালিকানা দপ্তর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উহা স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে প্রেরণ করিবে।

১১.১.৪ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ইহার কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে মাঝে মাঝে পুরাতন প্রযুক্তিনির্ভর যে ধরনের কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি দেশে সাধারণভাবে অচল বলিয়া ঘোষণা করিবে সে ধরনের কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে মালিকানা দপ্তর উপরের ১১.১.১, ১১.১.২, ১১.১.৩-এ বর্ণিত নিয়মাবলী মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া সরাসরি পরবর্তী ১১.৩.১ থেকে ১১.৩.৫ উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১১.২। **কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার নির্ণয়ক :**

১১.২.১ ঘন ঘন ত্রুটি দেখা যাইতেছে এমন সব কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি যাহা বার বার মেরামতের ফলে ব্যবহার আর্থিকভাবে অলাভজনক হইয়া পড়িয়াছে।

১১.২.২ যে সকল কম্পিউটার কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির এমন যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে, মডেল পরিবর্তন অথবা প্রযুক্তির উৎকর্ষের দরুণ যাহার উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

১১.২.৩ মেরামত করিয়া এক বৎসর পূর্ণ ওয়ারেন্টিসহ সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ও সচল করিয়া একই ক্ষমতাসম্পন্ন অনুরূপ যন্ত্রাদির বর্তমান বাজার মূল্যের ৫০% এর বেশী ব্যয় হইবে এইরূপ কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

১১.২.৪ দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে অথবা যাহার অবয়ব/কাঠামোগত বিকৃতি ঘটিয়াছে এইরূপ কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

১১.২.৫ হার্ডওয়্যার এর গোলযোগের কারণে বার বার ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করিতেছে অথচ কোনভাবেই ত্রুটি নির্ণয় করা অথবা ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হইতেছে না এইরূপ কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

১১.২.৬ কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল (ওয়ারেন্টিকাল+অতিরিক্ত ৫ বছর=ন্যূনতম ৬ বছর অতিবাহিত হইয়াছে এবং কার্যকারিতা ভীষণভাবে কমিয়া গিয়াছে এমন কম্পিউটার কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

১১.৩। **অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া :**

১১.৩.১ মালিকানা দপ্তর অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিধি মোতাবেক বিক্রয় করিবে।

১১.৩.২ যদি উহা প্রদর্শনযোগ্য হয় তাহা হইলে প্রদর্শনের নিমিত্তে তাহা কোন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত যাদুঘর/অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাইবে। এই ধরনের হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলাদি মালিকানা দপ্তর সংরক্ষণ করিবে।

১১.৩.৩ দেশের কোন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষণা/প্রশিক্ষণ কাজে কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি হস্তান্তর করা যাইবে । এই ধরনের হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলাদি মালিকানা দপ্তর সংরক্ষণ করিবে।

১১.৩.৪ অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংরক্ষিত মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে মালিকানা দপ্তর স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিবে এবং অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি এই নীতিমালার ৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১১.৩.৫ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রতিবেদন হইতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির কোন সংরক্ষিত মূল্য নাই তবে মালিকানা দপ্তর এইরূপ অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করিতে পারিবে।

১২। অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি :

অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমন—টাইপরাইটার মেশিন, ফটোকপিয়ার মেশিন, ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ফ্যাক্স মেশিন, ফ্রাংকিং মেশিন, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদি অকেজো ঘোষণাকরণের নিমিত্তে ব্যবহারকারী দপ্তর একটি নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-ঘ) প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রস্তুত করিবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর তাহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণের জন্য অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/প্রকৌশলী নিয়া কমপক্ষে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করিবে। নির্ধারিত ছকে প্রদত্ত তথ্যাবলী বিবেচনা করিয়া এবং প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের মাধ্যমে এই কমিটি যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ সম্পর্কে মতামত প্রদান করিবে যাহাতে বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনায় একটি সংরক্ষিত মূল্যও ধার্য্য থাকিবে। উক্ত কারিগরি কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর প্রধান অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণা করতঃ সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করিবে।

ব্যবহারকারী দপ্তর যদি অকেজো ঘোষিত যন্ত্রপাতির মালিকানা দপ্তর না হয় তবে মালিকানা দপ্তরের মতামতের ভিত্তিতে তাহা নিষ্পত্তি করিবে।

মোটরযান অকেজো ঘোষণাকল্পে মালিকানা দপ্তর কর্তৃক সরবরাহযোগ্য তথ্য বিবরণী।

১। (ক) রেজি নং .... তারিখ .... (খ) নির্মাতা ....

(গ) গাড়ির ধরন .... (ঘ) প্রস্তুতকাল ....

(ঙ) চেসিস নং .... মডেল ....

(চ) ইঞ্জিন নং .... মডেল ....

(ছ) ইঞ্জিন : পেট্রোল/ডিজেল .... (জ) সিলিণ্ডারের সংখ্যা ....

(ঝ) কিলোমিটার প্রতি লিটারে ....

২। (ক) মোট কতদিন বিকল আছে ....

(খ) বৈকল্যের কারণসমূহ :

(১) ....

(২) ....

(৩) ....

(৪) ....

(৫) ....

(৬) ....

(৭) ....

(৮) ....

(৯) ....

৩। (ক) মোটরযানটি যে স্থানে বর্তমানে আছে : ....
....
....
....

(খ) মোটরযান নিয়ন্ত্রণকারী :

নাম ও পদবি ....

অফিস ....

ঠিকানা ....

টেলিফোন নং...

৪। মোটরযান প্রাপ্তির উৎস/ক্রয়মূল্য/ক্রয়ের তারিখ ....

৫। প্রতিবারের মেজর ইউনিটসমূহের ওভারহলিং-এর তারিখ ও মেরামত কাজের খরচসহ বিস্তারিত

বিবরণ : ....

....

৬। মোটরযান মোট কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে..

(ক) নতুন অবস্থায় কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে ....

(খ) ইঞ্জিনের প্রথম ওভারহলিং-এর পর কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে ....

মেরামতের খরচ...টাকা

(গ) ইঞ্জিনের দ্বিতীয় ওভারহলিং-এর পর কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে ....

মেরামতের খরচ ....টাকা

(ঘ) ইঞ্জিনের তৃতীয় ওভারহলিং-এর পর কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে ....

মেরামতের খরচ ....টাকা

(ঙ) ইঞ্জিন ব্যতীত অন্যান্য খরচ ....টাকা

(চ) ক্রয়-এর তারিখ হইতে অচল হওয়া পর্যন্ত সর্বমোট মেরামত খরচ ....টাকা

৭। মোটরযানটির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ....

৮। মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা সম্ভব কি ?..

৯। বর্তমানে মেরামত করিতে কত টাকা খরচ হইতে পারে..টাকা।

ইহা বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্যের শতকরা কত ভাগ..

১০। অকেজো ঘোষণা করিবার পক্ষে যুক্তি ....

(প্রয়োজনে আলাদাভাবে দেওয়া যাইতে পারে)..

বিবরণ প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও পদবি	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর	অফিস প্রধান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর (নাম, পদবি ও সীল)

পরিশিষ্ট ক-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

পরিদর্শনের তারিখ : ....

বিষয় : সরকারি মোটরযান অকেজো ঘোষণার জন্য পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ।

রেজিস্ট্রেশন নং..................................... তৈরীর সন .... গাড়ীর ধরন ....

মোটরযান চালকের নাম .... চেসিস নং ....

ইঞ্জিন নং .... ইঞ্জিন : পেট্রোল/ডিজেল, সিলিণ্ডারের সংখ্যা ....

বিকল/চালু, প্রতি লিটারে কত কিঃ মিঃ ....

১। পর্যবেক্ষণ :

....

....

....

ক্রমিক নং	ইউনিট/মূল যন্ত্রাংশ/মডেল	বর্তমান অবস্থা	আনুমানিক মূল্য (টাকায়)	মন্তব্য
১.১	ইঞ্জিন এসেম্বলী	সম্পূর্ণ/অসম্পূর্ণ/অকেজো/নাই		
১.২	সাইলেন্সার এসেম্বলী	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৩	কুলিং সিস্টেম :			
	রেডিয়েটর	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ফ্যান	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ওয়াটার পাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৪	ফুয়েল সিস্টেম :			
	ফুয়েল ট্যাংক	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ফুয়েল পাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	কার্বোরেটর/এফ. আই. পাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ইনজেকটার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	এয়ার ক্লিনার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		

ক্রমিক নং	ইউনিট/মূল যন্ত্রাংশ/মডেল	বর্তমান অবস্থা	আনুমানিক মূল্য (টাকায়)	মন্তব্য
১.৫	**ইলেক্ট্রিক্যাল সিষ্টেম :**			
	ব্যাটারী	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	সেল্ফ ষ্টার্টার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	অলটারনেটর	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	কার্ট আউট	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	হর্ণ	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	হেড ল্যাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	সাইড ল্যাম্প/পার্কিং ল্যাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	টেইল ও স্টপ ল্যাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ইন্ডিকেটর	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়্যারিং	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৬	**ইগনিশান সিষ্টেম :**			
	ইগনিশান সুইচ	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ইগনিশান কয়েল	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ডিস্ট্রিবিউটর	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	স্পার্ক প্লাগ	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	এইচ, টি তার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৭	**ক্লাচ সিস্টেম :**	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৮	**ষ্টিয়ারিং সিস্টেম :**			
	ষ্টিয়ারিং কলাম	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ষ্টিয়ারিং হুইল	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	বল জয়েন্ট/কিং পিন	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	টাইরড এন্ড	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		

ক্রমিক নং	ইউনিট/মূল যন্ত্রাংশ/মডেল	বর্তমান অবস্থা	আনুমানিক মূল্য (টাকায়)।	মন্তব্য
১.৯	ট্রান্সমিশন সিস্টেম :			
	গিয়ার বক্স	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	গিয়ার লিভার	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	সাহায্যকারী গিয়ার বক্স	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	প্রপেলার শ্যাফট	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	ডিফারেনশিয়াল	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	সামনের এক্সেল শ্যাফট	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	পিছনের এক্সেল শ্যাফট	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	চেইন এবং স্প্রোকেট	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
১.১০	সাসপেনশন সিস্টেম :			
	ইন্ডিপেনডেন্ট সাসপেনশন	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	সাসপেনশন স্প্রীং এসেম্বলী	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	শক এবজরভার	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
১.১১	চেসিস ফ্রেম	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
১.১২	ব্রেক সিস্টেম	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	হ্যান্ড ব্রেক	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
১.১৩	বিবিধ :			
	হুইল রিম	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	টায়ার টিউব	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	ড্যাশ বোর্ড	সম্পূর্ণ/অসম্পূর্ণ		
	বাম্পার	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	বডি/ছাদ/ফ্লোর	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	মাডগার্ড	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	দরজা	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	উইন্ডশিল্ড গ্লাস	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	সিটসমূহ	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	পশ্চাৎ দর্শন আয়না	কার্যোপযোগী/অকেজো নাই		
	রং	সঠিক আছে/নাই/নষ্ট		
		মোট আনুমানিক মূল্য :		

২। মোটরযানটির সংরক্ষিত মূল্য : ....

৩। মেরামত করিতে খরচের পরিমাণ : ....

৪। মেরামত পরবর্তী আনুমানিক মূল্য : ....

৫। পরিদর্শকের মতামত :

পরিদর্শকের স্বাক্ষর ও সীল।

সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিআরটিএ
(স্বাক্ষরও অফিস সীল)।

পরিশিষ্ট খ-১

সরকারি নৌযান অকেজো ঘোষণার জন্য মালিকানা দপ্তর কর্তৃক সরবরাহযোগ্য তথ্যবিবরণী

১। নৌযানের হালবডির বিস্তারিত বিবরণ :

(ক)	নৌযানের নাম	:
(খ)	প্রিন্সিপাল ডায়ম্যানশন	:
(গ)	সংগ্রহের তারিখ ও ক্রয়মূল্য	:
(ঘ)	বডিখানা যে ম্যাটোরিয়ালস এর তৈরী	:
(ঙ)	কত দিন যাবত অচল অবস্থায় আছে	:
(চ)	এ পর্যন্ত নৌযানটির সর্বমোট মেরামত ব্যয় (ইঞ্জিন ব্যতীত)	:
(ছ)	হাল বডিখানার বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা	:
(জ)	অকেজো ঘোষণার কারণ	:

২। নৌযানের ইঞ্জিনের বিস্তারিত বিবরণ :

(ক)	ইঞ্জিনের নাম ও ক্রমিক নং	:
(খ)	ইঞ্জিনের মেইক, মডেল, অশ্বশক্তি	:
(গ)	ইঞ্জিনের জ্বালানী খরচ প্রতি ঘন্টায়	:
(ঘ)	কত দিন যাবত অচল অবস্থায় আছে	:
(ঙ)	এ পর্যন্ত সর্বমোট কত ঘন্টা রানিং করিয়াছে (লগবই অনুযায়ী)	:
(চ)	এ পর্যন্ত সর্বমোট মেরামত ব্যয়	:
(ছ)	অকেজো ঘোষণার কারণ	:

৩। নৌযানের জেনারেটর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ :

(ক)	ইঞ্জিনের নাম, মেইক ও মডেল	:
(খ)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	:
(গ)	কত দিন যাবত অচল অবস্থায় আছে	:
(ঘ)	অকেজো ঘোষণার কারণ	:

তথ্যবিবরণী প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও সীল	প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট খ-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক নৌ-এর কার্যালয়
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর
সচিবালয় লিংকরোড, ঢাকা।

সরকারি নৌযান অকেজো ঘোষণার জন্য কারিগরি প্রতিবেদন :

পরিদর্শনের তারিখ: ....

নৌযানের নাম : নৌযানটি তৈরী ও সংগ্রহের তারিখ : ....

বর্তমান অবস্থান রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ও তারিখ :............................

সম্পূর্ণ নৌযানটির (ইঞ্জিনসহ ক্রয় মূল্য) :

১। হালবডি অংশ :

(ক) প্রিন্সিপ্যাল ডায়মেনশন যথা—দৈর্ঘ্য ...., প্রস্থ ...., গভীরতা..............

(খ) হালবডির অবকাঠামো যে ম্যাটেরিয়াল দ্বারা তৈরী :

(গ) কত দিন যাবত অচল অবস্থায় আছে :

(ঘ) এ পর্যন্ত সর্বমোট মেরামত ব্যয় :

২। হালবডির জন্য প্রযোজ্য :

(ক) নৌযানের হালবডি থেকে প্রাপ্ত স্ক্র্যাপ মালামালের পরিমাণ এবং আনুমানিক সংরক্ষিত মূল্য (বিস্তারিত আলাদা কাগজে সংযোজন করিতে হইবে) :

(খ) হুইলহাউজ সুপারস্ট্রাকচার, হালবডি হইতে প্রাপ্ত মালামাল, যন্ত্রপাতির স্ক্র্যাপ হিসাবে আনুমানিক বাজার মূল্য (বিস্তারিত আলাদা কাগজে সংযোজন করিতে হইবে) :

৩। হালবডি সর্বমোট সংরক্ষিত মূল্য : (ক+খ) :

৪। ইঞ্জিন অংশ :

(ক) ইঞ্জিনের নাম, ব্রান্ড, ক্রমিক নং :

(খ) ইঞ্জিনের মেইক, মডেল ও অশ্বশক্তি :

(গ) ইঞ্জিনের সিলিন্ডার সংখ্যা :

(ঘ) ইঞ্জিনের জ্বালানী খরচ প্রতি ঘন্টায় : { নতুন অবস্থায় : / বর্তমান অবস্থায় : }

(ঙ) এ পর্যন্ত সর্বমোট কত ঘন্টা রানিং করিয়াছে :

(চ) ক্রয় সাল ও ক্রয়মূল্য :

(ছ) এ পর্যন্ত সর্বমোট মেরামত ব্যয় :

ক্রমিক নং	ইউনিট/যন্ত্রাংশের নাম	বর্তমান অবস্থা	আনুমানিক বাজার মূল্য
৫।	ইঞ্জিনের জন্য প্রযোজ্য :		
৫.১	ইঞ্জিন বডি সিস্টেম :		
	ইঞ্জিন এসেম্বলি সিস্টেম	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	সিলিন্ডার হেড ও কীট সিলিন্ডার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	পাওয়ার কীট্স	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
		কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	সিলিন্ডার ব্লোক	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
৫.২	ফুয়েল সিস্টেম :		
	ইনজেক্টরনোজেল/স্পার্ক প্লাগ	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	এ, সি, পাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	হাইপ্রেশার ফুয়েল পাম্প/কার্বোরেটর	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	ফুয়েল সার্ভিস ট্যাংক	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
৫.৩	কুলিং সিস্টেম :		
	কুলিং ওয়াটার পাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	কুলিং ফ্যান	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	হিট এক্সেচেঞ্জার		
৫.৪	প্রপালশন সিস্টেম :		
	গিয়ার বক্স/গিয়ার এসেম্বলি	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	প্রপেলার শ্যাফট	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	প্রপেলার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	স্টীয়ারিং হুইল	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
৫.৫	স্টার্টিং সিস্টেম :		
	সেলফ ষ্টার্টার/ষ্টার্টার এসেম্বলি	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	চার্জিং ডায়নামো/সিডিআই	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	ইউনিট ও পাওয়ার প্যাক		
	কাট-আউট/ইগনেশন কয়েল	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	হেভিডিউটি ব্যাটারী/ব্যাটারী	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	মিটার বোর্ড	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	মোট আনুমানিক মূল্য :		

৬।	অক্সিলারি জেনারেটর :	:	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই
	মেইক, মডেল, অশ্বশক্তি সিলিন্ডার সংখ্যা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা		
৭।	ইঞ্জিনের সর্বমোট সংরক্ষিত মূল্য (৫+৬)	:	....
৮।	নৌযানটির (হালবডি+ইঞ্জিন) সর্বমোট সংরক্ষিত মূল্য (৩+৭) :		....

৯। (ক) নৌযানটির/হালবডি/ইঞ্জিন মেরামত করতঃ সচল ও ব্যবহার উপযোগি করিতে খরচ পড়িবে :

(খ) এই খরচ নতুন নৌযান/হালবডি/ইঞ্জিন-এর বর্তমান বাজার মূল্যের শতকরা .... ভাগ।

১০। অকেজো ঘোষণার পক্ষে কারিগরি যুক্তি (প্রয়োজনে আলাদা সীট ব্যবহার করা যাবে) :

১১। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত :

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল

প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট-গ

অচল/অকেজো ঘোষণাযোগ্য কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির তথ্য বিবরণী

অংশ-ক

(মালিকানা দপ্তর পূরণ করিবে)

প্রয়োজনবোধে আলাদা সীট ব্যবহার করা যাইবে

দপ্তর................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ..............................প্রতিবেদনের তারিখ : ....

তথ্য শিরোনাম	কম্পিউটার	আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি
আইটেম নং		
ব্রান্ড/মডেল		
সংক্ষিপ্ত স্পেসিফিকেশন		
ক্রয়/সংগ্রহের বৎসর		
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান		
ওয়ারেন্টিকাল		
ক্রয়মূল্য		
রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ধারাবাহিক বিবরণ (সর্বশেষ ৫ বৎসর)	ক. খ. গ. ঘ. ঙ.	ক. খ. গ. ঘ. ঙ.
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (সর্বশেষ ৫ বৎসর)	ক. খ. গ. ঘ. ঙ.	ক. খ. গ. ঘ. ঙ.
বিকল হওয়ার তারিখ		
বৈকল্যের কারণ/লক্ষণ		
অকেজো ঘোষণাকরণের পক্ষে যুক্তি		
মন্তব্য		

বিবরণী প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর
তারিখ

দপ্তর প্রধান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(নাম, পদবি ও সীল)

<u>অংশ-খ</u>

(বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ব্যবহারের জন্য)

বিসিসি'র একজন উপযুক্ত কারিগরি প্রতিনিধি (কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া) নীচের অংশ পূরণ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন :

১। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

২। অকেজো ঘোষণা সংক্রান্ত সুপারিশ :

৩। সংরক্ষিত মূল্য :

৪। মন্তব্য :

কারিগরি প্রতিনিধির স্বাক্ষর	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম :	নাম :
পদবি :	পদবি :
তারিখ :	তারিখ :

<u>পরিশিষ্ট-ঘ</u>

দপ্তরের নাম ও ঠিকানা

<u>অচল/অকেজো ঘোষণাযোগ্য টাইপরাইটার, ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ফটোকপিয়ার,</u>

<u>ফ্রাংকিং মেশিন, এয়ার-কন্ডিশনার ইত্যাদি যন্ত্রাদির তথ্য বিবরণী :</u>

প্রতিবেদনের তারিখ : ....

১। মেশিনের নাম :

২। (ক) মেশিনের নম্বর :

(খ) মডেল নম্বর :

৩। (ক) সংগ্রহের উৎস :

(খ) সংগ্রহের/ক্রয়ের তারিখ :

(গ) ক্রয়মূল্য :

৪। মেশিনটি কত বৎসর ব্যবহৃত হইয়াছে ? :

৫। রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ধারাবাহিক বিবরণ :
(রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)

৬। (ক) বিকল হওয়ার তারিখ :

(খ) বিকল হওয়ার কারণ :

৭। অকেজো ঘোষণা করিবার পক্ষে যুক্তি :

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল

৮। প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের পর কারিগরি কমিটির মন্তব্য (বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনায় সংরক্ষিত মূল্য ধার্য্য করিতে হইবে)। :

সদস্য কারিগরি কমিটি	সদস্য কারিগরি কমিটি	সভাপতি/আহ্বায়ক কারিগরি কমিটি

৯। অফিস প্রধানের মতামত :

অফিস প্রধানের
স্বাক্ষর ও সীলমোহর

বা:স:মু:-২০২০/২০২১-৫৬৪৫ কম(সি)—৩০০ বই, ২০২১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাজেট ও পরিবীক্ষণ শাখা

অফিস আদেশ

পত্র নং ০৫.০০.০০০০.১১৫.১৬.০১০.১২-২৯২(১৩৫)

তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪১৯ বঃ / ১৭ এপ্রিল ২০১২ খ্রিঃ

সরকার কর্তৃক ইতোপূর্বে নির্ধারিত বিভিন্ন ধরনের সরকারি যানবাহন ও সরকারি সড়ক পরিবহন পুলে অবস্থিত ডরমেটরির সীট ভাড়া/হার সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো :

ক্রমিক নং	যানবাহন ব্যবহারের ধরন	অনুমোদিত ভাড়ার হার/রেট
১.	সার্বক্ষণিক ব্যবহার (প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা)	মাসিক ৬০০/- টাকা। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা সার্বক্ষণিক গাড়ি পান তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া কর্পোরেশন ও সংস্থার সার্বক্ষণিক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও এই হারে টাকা প্রদান প্রযোজ্য হবে।
২.	সরকারি কাজে : (ক) কার	প্রতি কিলোমিটার ০.৬০ টাকা।
	(খ) মিনিবাস/মাইক্রোবাস	প্রতি কিলোমিটার ০.৪০ টাকা।
	(গ) বাস	প্রতি কিলোমিটার ০.২০ টাকা। এই ভাড়ার হার সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার বাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
৩.	ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার (অন-পেমেন্ট) (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	প্রতি কিলোমিটার ২/- টাকা। অপেক্ষামান সময়ের জন্য (Waiting time) প্রতি ঘন্টা জীপ/কার : ১০/- টাকা, মিনিবাস/মাইক্রোবাস : ১৫/- টাকা ও বাস : ২০/- টাকা।
৪.	সরকারি সড়ক পরিবহন পুলে অবস্থিত ডরমেটরির সীট ভাড়া	প্রতিদিন ২০/- টাকা (দুপুর ১২.০০ টা হতে পরদিন ১১.৫৯ টা পর্যন্ত)

২. পুনঃনির্ধারিত এ ভাড়ার হার/রেট অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূচিপত্রঃ

অনুচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১।	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
২।	সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও মেয়াদ	১
৩।	লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বিভাজন	১
৪।	সংগ্রহ উৎস	১
৫।	খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ	১
৬।	সংগ্রহ কেন্দ্র বা ক্রয় কেন্দ্র	১
৭।	সংগ্রহকেন্দ্রে খালি জায়গা সৃষ্টি	২
৮।	লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়	২
৯।	ধান ও গম সংগ্রহ পদ্ধতি	২
১০।	চাল সংগ্রহ পদ্ধতি	৩
১১।	চালকল নির্বাচন	৩
১২।	চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়	৪
১৩।	বস্তা ক্রয়, পরিবহন ও ব্যবহার	৪
১৪।	সরঞ্জাম ও প্রচার	৪
১৫।	চুক্তি	৪
১৬।	চালকল হতে চুক্তির চাল গ্রহণ	৫
১৭।	মূল্য পরিশোধ	৫
১৮।	আয়কর ও ভ্যাট কর্তন	৬
১৯।	সংগ্রহের হিসাব ও প্রতিবেদন	৬
২০।	সংগ্রহ তদারকি	৬
২১।	সংগৃহীত ধান ছাঁটাই	৭
২২।	ধান ও ফলিত চাল পরিবহন	৭

অনুচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২৩।	ধান ও ফলিত চালের অনুপাত	৮
২৪।	ছাঁটাই ব্যয় (মিলিং কমিশন)	৮
২৫।	ফলিত চালের বিনির্দেশ	৮
২৬।	সময়সীমা বর্ধিকরণ	৮
২৭।	জামানত অবমুক্তি	৮
২৮।	সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	৮
	(ক) জাতীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	৮
	(খ) বিভাগীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	৯
	(গ) জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	৯
	(ঘ) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	১০
২৯।	নিয়ন্ত্রণ কক্ষ	১০
৩০।	নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন	১০
পরিশিষ্ট ক	খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ	১১
পরিশিষ্ট খ	অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের আওতায় চাল ক্রয়ের চুক্তিপত্র	১৩
পরিশিষ্ট গ	হাস্কিং মিলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়	১৭
পরিশিষ্ট ঘ	আতপ মিলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়	২১
পরিশিষ্ট ঙ	অটোমেটিক মিলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়	২৪
পরিশিষ্ট চ	সংগৃহীত ধান ছাঁটাই চুক্তিপত্র	২৫
পরিশিষ্ট ছ	ধান ছাঁটাইয়ের জন্য ব্যয়ের হার (মিলিং কমিশন)	৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭

২০১০ সালে প্রণীত সংগ্রহ নীতিমালা সংশোধন ও সময়োপযোগী করে এতদ্বারা অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ জারি করা হল।

১। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

(ক) উৎপাদক কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদান;

(খ) খাদ্যশস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা;

(গ) খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা; এবং

(ঘ) সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

২। সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও মেয়াদঃ

(ক) খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সংগ্রহের মেয়াদ এবং চালকল মালিকদের সাথে চুক্তিসম্পাদনের সময়সীমা প্রতি মৌসুমে আলাদাভাবে ঘোষিত হবে;

(খ) সাধারণত গম সংগ্রহ এপ্রিল হতে জুন, বোরো সংগ্রহ মে হতে আগস্ট এবং আমন সংগ্রহ ডিসেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত চলবে। তবে সরকার প্রয়োজনে সময়সীমা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বিভাজন :

(ক) সাধারণত ধান ও গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা স্থানীয় উৎপাদন অনুযায়ী এবং চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধানের উৎপাদন ও স্থানীয় চালকলসমূহের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতার ভিত্তিতে উপজেলাভিত্তিক বিভাজ্য হবে।

(খ) আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে আতপ চাল ভোক্তা অঞ্চলকে প্রাধান্য দেয়া হবে। সংগৃহীত ধান ছাঁটাই করে প্রয়োজনে আতপ চাল করা যাবে।

৪। সংগ্রহ উৎস :

কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি সংগ্রহ মৌসুমে উৎপাদিত ধান ও গম এবং বৈধ ও সচল চালকল মালিকদের নিকট থেকে চুক্তির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মৌসুমের ধান থেকে ছাঁটাই করা চাল সংগ্রহ করা হবে।

৫। খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ :

সংগ্রহযোগ্য সিদ্ধ ও আতপ চাল এবং ধান গমের মান নির্দেশক বিনির্দেশ পরিশিষ্ট ক-তে বিবৃত রয়েছে।

৬। সংগ্রহ কেন্দ্র :

খাদ্য বিভাগের সকল এলএসডি ও সিএসডি সংগ্রহকেন্দ্র বা ক্রয়কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণত সংগ্রহের জন্য কোনো অস্থায়ী ক্রয়কেন্দ্র খোলা যাবে না কিংবা কোনো গুদাম ভাড়া করা যাবে না। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাবে না। প্রয়োজনে ক্রয়কেন্দ্রের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে।

৭। সংগ্রহকেন্দ্রের খালি জায়গা সৃষ্টি :

(ক) খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যেও চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে বোরো, আমন ও গম সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে সংগ্রহকেন্দ্রের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য স্থানান্তরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার ও বিভাগের চলাচল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রেরণ করবেন। খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রভিত্তিক অন্তঃ ও আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগ সমন্বিত চলাচল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহিত করতে হবে।

(খ) সংগ্রহ অঞ্চলের কেন্দ্রগুলোতে ৩ মাসের সম্ভাব্য চাহিদার সমপরিমাণ সংরক্ষণ করে অতিরিক্ত পুরাতন খাদ্যশস্য আন্তঃবিভাগ স্থানান্তর করতে হবে। বিতরণ অঞ্চলের কোনো কেন্দ্রে ৩ মাসের চাহিদার অতিরিক্ত পুরাতন খাদ্যশস্য প্রেরণ পরিহার করতে হবে। কী ধরনের (নতুন/পুরাতন) খাদ্যশস্য প্রেরণ করতে হবে সে সম্পর্কে চলাচল সূচিতে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

(গ) সংগ্রহ মৌসুমে সংগৃহীত নতুন খাদ্যশস্য অন্যত্র স্থানান্তর এবং একই সাথে বিতরণের জন্য সেখানে পুরাতন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে।

৮। লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় :

(ক) যে উপজেলায় কোনো ক্রয়কেন্দ্র নেই সে উপজেলার ধান, চাল ও গমের লক্ষ্যমাত্রা জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি পার্শ্ববর্তী উপজেলা/উপজেলাসমূহের ক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় করবে এবং যে উপজেলায় একাধিক ক্রয়কেন্দ্র রয়েছে সেখানকার ধান ও গমের লক্ষ্যমাত্রা উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি কেন্দ্রভিত্তিক বিভাজন করতে পারবে।

(খ) কোনো উপজেলায় সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত রেখে অন্যান্য উপজেলার ক্রয়কেন্দ্র লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন। আবার, জেলায় যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা নেই অথবা আরও যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত করে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট সমর্পণ/চাহিদা প্রদান করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে আন্তঃজেলা লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন। এরূপ পরিবর্তন/সমন্বয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন। আন্তঃবিভাগ লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের প্রস্তাব বিবেচনা করে খাদ্য অধিদপ্তর সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সকল স্তরের সমন্বয়ের বিষয় খাদ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

৯। ধান ও গম সংগ্রহ পদ্ধতি :

(ক) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার ধান ও গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন অনুযায়ী ইউনিয়নওয়ারি বিভাজন করবে; উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সরবরাহ করা মৌসুমে আবাদকৃত জমির পরিমাণ এবং সাম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণসহ ডাটাবেইজ হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করবে। প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষক নির্বাচন করতে হবে। উপজেললা কমিটি প্রত্যেকের প্রদেয় খাদ্যশস্যের পরিমাণসহ নির্বাচিত কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহকেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম ক্রয় করা হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত কৃষকদেও সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কারো নিকট হতে ধান ও গম ক্রয় করা যাবে না।

(খ) অধিক সংখ্যক কৃষককে সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা কমিটি একজন কৃষকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ৩(তিন) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ১২০ (একশত বিশ) কেজি ধান ও ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কেজি গম এবং সর্ব্বোচ্চ ৩(তিন) মেঃটন পর্যন্ত ধান/গম সংগ্রহ পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে। নির্ধারিত পরিমাণ ধান/গম একজন কৃষক কিস্তিতেও বিক্রি করতে পারবেন। তবে কোনো কিস্তি ৩(তিন) বস্তার কম হবে না।

(গ) উৎপাদক কৃষকদের ধান ও গমের মূল্য এ্যাকাউন্ট পেয়ি WQSC (Weight Quality Stock Certificate) এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।

১০। চাল সংগ্রহ পদ্ধতি :

(ক) মৌসুমের শুরুতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মিলারের আবেদনসহ মিলভিত্তিক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে বিভাজন করবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুততার সাথে বিভাজিত পরিমাণ চালের চুক্তিপত্র সম্পাদন করবেন।

(খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিলারের অনুকূলে বিভাজিত চালের সংগ্রহ মূল্যেও ২% জামানত এবং ন্যূনতম ১ কিস্তি পরিমাণ চাল বস্তাবন্দীর জন্য (প্রতি বস্তায় ৩০/৫০ কেজি হারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তার সরকারি মূল্যের ১০০% জামানত বাবদ আলাদা দুটি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন করবেন; চুক্তি সম্পাদনের পর মিলারের অনুকূলে চালের বরাদ্দপত্র ইস্যু করবেন। বরাদ্দপত্রে মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা, ক্রয়কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা ও ধারণ ক্ষমতা এবং সংগৃহীত খাদ্যশস্য অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরের হার ইত্যাদি বিবেচনা করে চাল সরবরাহের সময়মীমা নির্ধারণ করে দিবেন এবং সংযুক্ত সংগ্রহকেন্দ্র (এলএসডি/সিএসডি) থেকে জামানত অনুযায়ী বস্তা সরবরাহের আদেশ দিবেন।

(গ) একই উপজেলায় একাধিক সংগ্রহকেন্দ্র থাকলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রওয়ারি মিল সংযুক্ত করে দিবেন এবং জেলার লক্ষ্যমাত্রার মিল ভিত্তিক বিভাজন ও চুক্তির তথ্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) সরকার ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে কোনো মিল মালিক চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হলে তার সাথে ওই মৌসুমে আর চুক্তি করা যাবে না।

(ঙ) খাদ্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সধারী মিলারগণ কোনো মৌসুমে চুক্তি সম্পাদন না করলে কিংবা চুক্তি সম্পাদন করে চাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে তাদেরকে এক বা একাধিক সংগ্রহ মৌসুমের জন্য খাদ্য বিভাগের সংগ্রহ কার্যক্রম থেকে বারিত করা যাবে।

(চ) কোনো মিল মালিক বিভাজিত চাল সরবরাহের চুক্তি না করলে, চুক্তি সম্পাদন করে চাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে বা সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হলে, সে সব মিলের নির্ধারিত পরিমাণ অ-চুক্তিকৃত বা অসরবরাহকৃত চাল জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত রেখে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যে সকল মিলার চুক্তির চাল ইতোমধ্যে সরবরাহ করেছেন, তাদের মধ্যে থেকে আগ্রহীদের অনুকূলে পুনঃবরাদ্দ করতে পারবেন এবং বরাদ্দকৃত চাল সরবরাহের নতুন আদেশ প্রদান করবেন।

(ছ) কোনো মিল চুক্তিকৃত চাল পরিশোধ করে আরও চাল সরবরাহ করতে আগ্রহী হলে, একই চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত চাল সরবরাহ করা যাবে। সংগ্রহযোগ্য চাল পুনঃ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্বের জামানত পর্যাপ্ত না হলে অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে তা সন্নিবেশ করতে হবে।

(জ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভায় উপস্থিত সকলের অবগতির জন্য চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার মিলভিত্তিক বিভাজন ও চুক্তির তথ্য উপস্থাপন করবেন।

১১। চালকল নির্বাচন :

(ক) চাল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ এর আওতায় মিলিং লাইসেন্স ও ফুড গ্রেইন লাইসেন্সধারী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন সচল মিল চুক্তিযোগ্য হবে।

(খ) যে সব মিলে বয়লার ও চিমনী নেই, সে সব হাস্কিং মিলের সাথে চাল সংগ্রহের জন্য চুক্তি করা যাবে না।

(গ) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত সনদ থাকতে হবে।

(ঘ) কোনো বারিত চালকল মালিকের সংগে চুক্তি করা যাবে না।

১২। চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় :

(ক) খাদ্য অধিদপ্তরের ০১-০১-২০০৩ তারিখের সপ/সংগ্রহ-বোরো-১/২০০২-২০০৩/০২(৫৭৫) নং পরিপত্র ও সংযুক্ত ফর্ম অনুযায়ী হাস্কিং মিলে সিদ্ধ চালের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (সংযুক্ত পরিশিষ্ট-গ) এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়েল ৩০-১০-২০০৩ তারিখের খাম/(স-৭)/নিষ্পত্তি-৩/৯৪-৩৪৪ নং পরিপত্র ও সংযুক্ত ফর্ম অনুযায়ী আতপ মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (সংযুক্ত পরিশিষ্ট-ঘ) নির্ণয় করতে হবে।

(খ) খাদ্য অধিদপ্তরের ২৬-১০-২০১০ তারিখের সপ/সংগ্রহ-৭/২০০৯/১৯৬৩(৬) নং স্মারকে গঠিত কমিটি অটোমেটিক চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা সংযুক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ করবে (পরিশিষ্ট-ঙ)।

(গ) অটোমেটিক মিলের বেলায় দৈনিক ১৬ ঘন্টার ছাঁটাই ক্ষমতা বিবেচনায় নিতে হবে; তবে কালার সর্টার মেশিন না থাকলে কোনো মিল অটোমেটিক রাইস মিল হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১৩। বস্তা ক্রয়, পরিবহন ও ব্যবহার :

(ক) খাদ্য অধিদপ্তর অর্থবছরের শুরুতে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের জন্য পাটের বস্তার চাহিদা নির্ণয় করে তা ক্রয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট থেকে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিচালক (সংগ্রহ/চসসা) এর অনুমতি গ্রহণ করে জেলা ও বিভাগে অভ্যন্তরীণভাবে বস্তা পরিবহন করতে পারবেন।

(গ) খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি/সিএসডি ও জেলার নামসহ সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন) স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে মিলারকে বস্তা সরবরাহ করতে হবে। মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, উভয় ক্ষেত্রে মিলার বস্তার অপরপিঠে নিচের দিকে মিলের নাম সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) প্রদান করবেন। স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা কোনো গুদামে গ্রহণ করা যাবে না।

(ঘ) কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম ক্রয়ের সময় বস্তায় সংগ্রহ কেন্দ্র ও জেলার নাম এবং বছরসহ সংগ্রহ মৌসুম উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) মিল থেকে গৃহীত চাল বোঝাই বস্তার মুখ মেশিনে সেলাই হতে হবে।

১৪। সরঞ্জাম ও প্রচার :

প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়নের পাশাপাশি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র ও ওজন যন্ত্র, খালিবস্তা এবং ত্রিপল মজুত রাখতে হবে। ধান, চাল ও গমের বিনির্দেশ সংগ্রহ মূল্য ও লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে মিলার ও কৃষকগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে সর্বসাধারণের দৃশ্যমান জায়গায় ২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১.৫ মিটার প্রস্থের হলুদ বোর্ডে লাল অক্ষরে প্লাষ্টিক রং দিয়ে মৌসুমে ঘোষিত ধান, চাল ও গমের বিনির্দেশ এবং সংগ্রহ মূল্য লেখা সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। এছাড়াও অধিক ফলপ্রসূ প্রচারের জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করা যাবে।

১৫। চুক্তি :

নির্বাচিত চালকলের সাথে অনুমোদিত মডেল অনুযায়ী (পরিশিষ্ট-খ) চুক্তি সম্পাদন করে চাল ক্রয় করতে হবে।

১৬। চালকল হতে চুক্তির চাল গ্রহণ :

(ক) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিলারদের সংখ্যা, চুক্তির পরিমাণ, ক্রয় কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা ও খালি জায়গা ইত্যাদি বিবেচনা করে মিলারদের চাল সরবরাহের সিডিইল প্রণয়ন করবেন এবং ক্রয়কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে রাখবেন। এ সিডিইল অনুযায়ী ক্রয়কেন্দ্রে চাল গৃহীত হবে।

(খ) চুক্তিবদ্ধ মিলার বাজার থেকে ঐ মৌসুমে উৎপাদিত ধান ক্রয় করে তার মিলে ছাঁটাই করে বিনির্দেশ মানের চাল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংযুক্ত সংগ্রহকেন্দ্রে সরবরাহ করবেন। মিলার কিস্তিতেও চাল জমা দিতে পারবেন। তবে শেষ কিস্তি ব্যতীত কোনো কিস্তি ০৫ (পাঁচ) মেঃ টনের কম হবে না। যে সব মিল ০৫(পাঁচ) মেঃ টন বা এর কম বরাদ্দ পাবে, তারা চাল এক দফায় সরবরাহ করবেন।

(গ) আনীত চাল দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে ক্রয়কেন্দ্রের কর্মকর্তা নমুনা সংরক্ষণ করে তা ফেরত দিবেন। কোনো মিলের চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে সম্পাদিত চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল হবে।

(ঘ) অটো ও হাস্কিং চালকল থেকে গৃতীত চাল আলাদা খামালে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঙ) বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা চালের মধ্যে পরবর্তীতে কোনো বস্তায় বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল পাওয়া গেলে কালো তালিকাভুক্ত করাসহ মিলারের বিরুদ্ধে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(চ) খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী চুক্তিবদ্ধ মিল প্রাঙ্গণে ধান থেকে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতে পারবেন।

১৭। মূল্য পরিশোধ :

(ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মৌসুমের শুরুতে জেলার প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রের জন্য পারচেজিং ও পেয়িং অফিসার এবং পেয়িং ব্যাংক নিয়োগ করবেন; পারচেজিং ও পেয়িং অফিসারদের নমুনা স্বাক্ষর সত্যায়িত করে নিযুক্ত ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। সোনালী, জনতা, অগ্রণী, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ যে কোনো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক-কে পেয়িং ব্যাংক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে। মেট্রিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

(খ) ক্রয়কেন্দ্র অর্থাৎ এলএসডি'র ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অফিসার-ইন-চার্জ অব লোকাল সাপ্লাই ডিপো : ওসিএলএসডি) ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসএন্ডএমও (স্টোরেজ এন্ড মুভমেন্ট অফিসার) এবং সিএসডি'র (সেন্ট্রাল স্টোরেজ ডিপো) ক্ষেত্রে গুদাম ইনচার্জ (কমপক্ষে উপ-খাদ্য পরিদর্শক) পারচেজিং অফিসার ক্রয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এলএসডি'র বেলায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক এবং সিএসডি'র বেলায় ব্যবস্থাপক/সহকারী ব্যবস্থাপক পেয়িং অফিসার/মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যে সকল উপজেলায় নিয়মিত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নেই এবং যে সকল উপজেলায় একাধিক ক্রয়কেন্দ্র রয়েছে, সে সকল ক্রয়কেন্দ্রে খাদ্য পরিদর্শককেও মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে।

(গ) সংগ্রহকেন্দ্র তথা এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এসএন্ডএমও এবং সিএসডি'র গুদাম ইনচার্জ ধান, গম ও চালের মান যাচাই করে বিনির্দেশের মধ্যে আছে নিশ্চিত হয়ে গ্রহণ করবেন এবং সকল রেকর্ড যথা-এলইউএ (লোডিং-আনলোডিং এ্যাডভাইস), খামাল কার্ড, গুদাম লেজার ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করার পর ক্রয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে WQSC (Weight Quality Stock Certificate) ইস্যু করবেন এবং ২য় ও ৩য় কপি ফরওয়ার্ডিংসহ বাহকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণ করবেন।

(ঘ) ক্রয়কেন্দ্রের সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুদ যাচাই ও মান পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দেখে পেয়িং অফিসার কেবল ১ম কপি WQSC তে লাল কালি দিয়ে লিখে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। WQSC একাউন্ট পেয়ি হবে এবং নগদায়নের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ কর্মদিবস উল্লেখ করতে হবে। মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা পরবর্তী কর্মদিবসে ব্যাংক স্ক্রলের সংগে WQSC যাচাই করবেন এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিবরণী তৈরি করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঙ) মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা মজুত যাচাই করে WQSC স্বাক্ষর করা ছাড়াও সাপ্তাহিক মজুত হিসাবের দিন (প্রতি বৃহস্পতিবার) WQSC এর সাথে সাপ্তহিক সংগ্রহ ও মজুত যাচাই করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

১৮। আয়কর ও ভ্যাট কর্তন :

(ক) উৎসে আয়কর : কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান ও গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে WQSC (Weight Quality Stock Certificate) এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের সময় উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য নয়। চুক্তিবদ্ধ চালকল মালিকদের নিকট থেকে অভ্যন্তরীণভাবে চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন স্থগিত আছে। তবে কখনও কর্তনযোগ্য করা হলে তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

(খ) মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট চুক্তির বিপরীতে সরবরাহ করা চালের মূল্য পরিশোধকালে ভ্যাট কর্তনযোগ্য নয়।

১৯। সংগ্রহের হিসাব ও প্রতিবেদন :

(ক) এলএসডি'র ক্ষেত্রে সংগ্রহ চলাকালে প্রতিদিন নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর ক্রয়কারী কর্মকর্তা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট দৈনিক সংগ্রহ হিসাব টেলিফোন, এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে জানাবেন।

(খ) সিএসডি'র ক্ষেত্রে প্রতিবেদন নির্ধারিত সময় শেষ হবার পর ব্যবস্থাপক/সহকারী ব্যবস্থাপক সংগ্রহ সংক্রান্ত হিসাব টেলিফোন, এসএমএস বা ই-মেইলে সরাসরি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(গ) একই দিনে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলার সকল উপজেলার সংগ্রহ হিসাব সংকলন করে ই-মেইলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক একই দিনে বিভাগের সকল জেলার সংগ্রহ সংকলন করে ই-মেইলে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করবেন। জাতীয় সংগ্রহ বিবরণী পরের দিন সকাল ১০ টার মধ্যে প্রকাশ করা হবে এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ে কপি প্রেরণ করা হবে।

২০। সংগ্রহ তদারকি :

(ক) সংগ্রহের সময় ক্রয়কারী, মূল্য পরিশোধকারী ও তদারকি কর্মকর্তাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনো অবস্থাতেই বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান, চাল ও গম ক্রয় করা না হয়। বিনির্দেশ বহির্ভূত খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য ক্রয়কারী কর্মকর্তা এবং মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা সরাসরি দায়ী থাকবেন। বিনির্দেশ মোতাবেক সংগ্রহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে অন্ততঃ ৭ (সাত) দিন ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক খাদ্য গুদাম পরিদর্শনকালে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের মান বিশেষভাবে যাচাই করবেন। কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) ও খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক সমন্বয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মান যাচাই কমিটি গঠন করবেন। গঠিত কমিটি প্রতি মাসে সরেজমিনে সংগৃহীত খাদ্যশস্যেও মান যাচাই ও পরিমাণ নিশ্চিত করবেন এবং এ বিষয়ে জেলা ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংগ্র শুরু হবার পর থেকে প্রতি মাসে খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগে অনুরূপ প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। কমিটি কর্তৃক মান যাচাই করে প্রতিবেদন প্রেরণ করার পর সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কমিটি দায়ী থাকবে।

২১। সংগৃহীত ধান ছাঁটাই :

(ক) সংগ্রহ কেন্দ্রে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে মিলারের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ধান ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে অটোমেটিক চালকল অগ্রাধিকার পাবে। কোনো জেলায় চালকল না থাকলে সংগৃহীত ধান আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পার্শ্ববর্তী জেলার চালকলের মাধ্যমে ছাঁটাই করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সর্বোচ্চ পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতার সমপরিমাণ ধানের সংগ্রহ মূল্যের ১১০% কোনো তফসিলী ব্যাংকের ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে জামানত গ্রহণ করে মিলারের সাথে অনুমোদিত ধান ছাঁটাই চুক্তি সম্পাদন করবেন (পরিশিষ্ট-চ)।

(খ) ছাঁটাইয়ের জন্য সরবরাহকৃত ধানের নমুনা ক্রয়কেন্দ্রে এবং সংশ্লিষ্ট মিলে সংরক্ষণ করতে হবে। গুদাম থেকে ধান গ্রহণের সময় ধানের মান সম্পর্কে মিলার নিশ্চিত হবেন এবং ধান গ্রহণের পর এর মান নিয়ে কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(গ) মিলে প্রদত্ত ধান ছাঁটাইয়ের সময় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক বা উপ-খাদ্য পরিদর্শক পরিদর্শন করবেন এবং মিলারের উপস্থিতিতে প্রতি বরাদ্দের ফলিত চালের ২টি নমুনা গ্রহণ করবেন; এর একটি নমুনা মিলে এবং অন্যটি সংশ্লিষ্ট সংগ্রহকেন্দ্রে সংরক্ষিত থাকবে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা মিল পরিদর্শনের সময় সরবরাহকৃত ধান যথাযথভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে কি না এবং প্রস্তুতকৃত চাল দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত কি না সে সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

(ঘ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দকৃত ধানের ফলিত চাল ক্রয়কেন্দ্রে রক্ষিত নমুনার সংগে মিলিয়ে বিনির্দেশসম্মত হলে সে চাল গ্রহণ করবেন এবং অবশিষ্ট খালি বস্তা বুঝে নিবেন।

(ঙ) খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে সংগৃহীত ধান ছাঁটাই করে প্রয়োজনে আতপ চাল তৈরি করা যাবে।

২২। ধান ও ফলিত চাল পরিবহন :

সংগৃহীত ধান ছাঁটাইয়ের জন্য মিলার ক্রয়কেন্দ্র অর্থাৎ এলএসডি/সিএসডি হতে মিলে এবং মিল হতে ফলিত চাল ও বস্তা এলএসডি/সিএসডিতে নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিবহন করবেন। উপজেলা বা জেলার মধ্যে পরিবহনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সড়ক বা নৌ পরিবহন ঠিকাদারের তফসিল এবং অন্য জেলায় পরিবহনের বেলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয়/কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদারের (ডিআরটিসি/সিআরটিসি) তফসিল মোতাবেক মিলার প্রকৃত দূরত্বের ভাড়া প্রাপ্য হবেন। ধান ও চাল পরিবহনের ক্ষেত্রে মিলার কোনো পরিবহন ঘাটতি পাবেন না।

২৩। ধান ও ফলিত চালের অনুপাত :

ছাঁটাইয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ধান ও ফলিত চালের অনুপাত নিম্নরূপ হবে :

(ক) আমন ধান : চাল=৬০:৪১.০৮ (ষাট অনুপাত একচল্লিশ দশমিক শূন্য আট) বা ৬৮.৪৭% ফলিত চাল;

(খ) বোরো ধান : চাল=৬০:৩৯ (ষাট অনুপাত ঊনচল্লিশ) বা ৬৫% ফলিত চাল।

২৪। ছাঁটাই ব্যয় (মিলিং ব্যয়) :

ধান ছাঁটাই করে নির্ধারিত পরিমাণ চাল এলএসডি/সিএসডিতে সরবরাহের জন্য মিলারকে সরকার নির্ধারিত হারে ছাঁটাই ব্যয় প্রদান করা হবে (পরিশিষ্ট-ছ)।

২৫। ফলিত চালের বিনির্দেশ :

পরিশিষ্ট 'ক' এ বর্ণিত বিনির্দেশ ফলিত চালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৬। সময়সীম বর্ধিতকরণ :

বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, যান্ত্রিক গোলযোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যৌক্তিক কারণে মিলারগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং ক্রয়কেন্দ্রে খালি জায়গার অভাবে মিলারের চাল গ্রহণ করতে না পারলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যে কয়দিন উপযুক্ত মনে করবেন, সে কয়দিন সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন। তবে বর্ধিত সময় সংগ্রহ মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৭। জামানত অবমুক্তি :

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ চাল সবরাহ সম্পন্ন হলে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ মিলের হিসাব চূড়ান্ত করে সংগ্রহ/চুক্তির মেয়াদ নির্বিশেষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জামানত ফেরৎ দিবেন। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ কোনো মিল মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (অনুমোদিত বর্ধিত সময়সহ) চুক্তির চাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সালিশী আইন' ২০০১ এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।

২৮। সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :

ধান, চাল ও গম সংগ্রহ অভিযান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠিত হবে :

(ক) জাতীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :

১।	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬।	মহাপরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট	সদস্য
৭।	যুগ্ম-সচিব/অনুবিভাগ প্রধান (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) নীতিমালা অনুযায়ী ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ; এবং

(২) সংগ্রহে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে, তা সমাধানের পরামর্শ প্রদান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) বিভাগীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :

১।	বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

কমিটির সভাপতি বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অনধিক ২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পরবেন।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) নীতিমালা অনুযায়ী ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগৃহীত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ; এবং

(২) সংগ্রহে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে, তা সমাধানের পরামর্শ প্রদান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :

১।	জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ	উপদেষ্টা
২।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
৩।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪-৫।	জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ২ (দুই) জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬।	জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি (যদি থাকে)	সদস্য
৭।	কৃষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৮।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা মনোনয়নের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) নীতিমালা অনুযায়ী ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ নিশ্চিত করা এবং সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা সমাধান করা; কমিটির সিদ্ধান্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ।

(২) যে উপজেলায় একাধিক সংগ্রহকেন্দ্র রয়েছে সেই উপজেলার বরাদ্দকৃত ধান, চাল ও গম কেন্দ্রভিত্তিক বিভাজন; এবং

(৩) কোনো উপজেলায় ক্রয়কেন্দ্র না থাকলে সে উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা পার্শ্ববর্তী উপজেলার/উপজেলাসমূহের ক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়।

(ঘ) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি :

১।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
৩।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৪-৫।	উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ২ (দুই) জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬।	উপজেলা চালকল মালিক সমিতি/গ্রুপ এর সভাপতি	সদস্য
৭।	কৃষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৮।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা মনোনয়নের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) উপজেলা ধান ও গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন অনুযায়ী ইউনিয়নওয়ারী বিভাজন;

(২) স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার প্রদত্ত তালিকা হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন ও সংগ্রহ পরিমাণ নির্ধারণ;

(৩) পরিমাণসহ নির্বাচিত কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ক্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ এবং তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম ক্রয় নিশ্চিত করা; এবং

(৪) নীতিমালা অনুযায়ী ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ নিশ্চিত করা এবং সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা সমাধান করা।

২৯। নিয়ন্ত্রক কক্ষ :

মৌসুমের সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও খাদ্য অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দিনের সংগ্রহ প্রতিবেদন প্রেরণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু থাকবে। অনুরূপ একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খাদ্য অধিদপ্তরে চালু থাকবে।

৩০। নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন :

এ নীতিমালার যে কোনো অনুচ্ছেদ যে কোনো সময় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের এখতিয়ার সরকার সংরক্ষণ করে। যে কোনো অনুচ্ছেদ কিংবা অংশবিশেষ সংশোধন/সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা হলে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

মো: কায়কোবাদ হোসেন
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট 'ক'

স্মারক নং (১) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং খাদুব্যম/অভ্যঃসং/গম-১/২০০৬/৮৬, তাং ২০-০৪-০৬

(২) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৪.০০২.২০০৯.৩৬, তাং ২৪-০৬-১০

(৩) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৪.০০২.২০০৯.৪৮ তাং ২০-০৫-১৩

(৪) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৪.০০২.২০০৯.২৫, তাং ০৭-০৫-১৫

ক. খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ :

ধান

বিনির্দেশ		সর্বোচ্চ
১।	আর্দ্রতা	১৪%
২।	বিজাতীয় পদার্থ	০.৫%
৩।	ভিন্নজাতের ধানের মিশ্রণ	৮%
৪।	অপুষ্ট ও বিনষ্ট দানা	২%
৫।	চিটা	০.৫%

গম

বিনির্দেশ		সর্বোচ্চ
১।	আর্দ্রতা	১৪%
২।	বিজাতীয় পদার্থ	২%
৩।	কুঁচকানো ও অপুষ্ট দানা	১০%
৪।	বিনষ্ট দানা	৩%

চাল

বিনির্দেশ		সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)	আতপ চাল (সর্বোচ্চ)
১।	আর্দ্রতা	১৪%	১৪%
২।	বড় ভাঙ্গা দানা	৬%	৮%
৩।	ছোট ভাঙ্গা দানা	২%	৫%
৪।	ভিন্ন জাতের মিশ্রণ	৮%	৮%
৫।	বিনষ্ট দানা	০.৫%	১% (৩টি একত্রে)
৬।	মরা দানা	০.৫%	
৭।	বিবর্ণ দানা	০.৫%	
৮।	ধান প্রতি কেজিতে	১টি	২টি
৯।	বিজাতীয় পদার্থ	০.৩%	০.৩%
১০।	খড়িময় দানা	-	১%
১১।	অর্ধসিদ্ধ দানা	১%	-
১২।	ছাঁটাই	উত্তম	উত্তম

- পণ্যের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ স্বাভাবিক হতে হবে।

- নির্ধারিত সংগ্রহ মৌসুমে কেবলমাত্র স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ধান, চাল ও গম সংগ্রহযোগ্য হবে।

খ. সংজ্ঞা :

(১) সিদ্ধ চাল : ছাঁটাইয়ের পূর্বে ধানের স্টার্চকে পূর্ণ বা আংশিক আঁঠালো করার উদ্দেশ্যে ধান পানিতে ভিজিয়ে ও গরম বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকানোর পর ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(২) আতপ চাল : ধান শুকিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(৩) আর্দ্রতা : প্রাকৃতিকভাবে ধারণকৃত শস্যদানার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ।

(৪) আস্ত দানা : যে সকল দানার দৈর্ঘ্য চালের পূর্ণ দৈর্ঘ্যে ৩/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব।

(৫) বড় ভাঙ্গা দানা : যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/২ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ৩/৪ অংশের নিম্নে।

(৬) ছোট ভাঙ্গা দানা : যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ১/২ অংশের নিম্নে।

(৭) বিনষ্ট দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কীটাক্রান্ত অথবা পানি, ছত্রাক বা অন্য কোনো উপায়ে দৃশ্যতঃ বিনষ্ট।

(৮) মরা দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কালো বর্ণের।

(৯) বিবর্ণ দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।

(১০) ভিন্ন জাতের মিশ্রণ : যে সকল জাতের আস্ত বা ভাঙ্গা দানা সংগ্রহযোগ্য চাল বা ধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্ট জাতের চাল বা ধানের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে দৃশ্যতঃ ভিন্ন।

(১১) বিজাতীয় পদার্থ (চাল) : চাল ও ধান ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১২) বিজাতীয় পদার্থ (গম) : গমের দানা ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১৩) বিজাতীয় পদার্থ (ধান) : ধানের দানা ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১৪) অর্ধসিদ্ধ দানা : কম সিদ্ধ হওয়ার কারণে যে সকল দানার মাঝখানে গোলাকৃতি সাদা রং বিদ্যমান।

(১৫) খড়িময় দানা : যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার অর্ধেক বা ততোধিক অংশের বহিরাবরণ খড়িমাটির ন্যায় সাদা বর্ণের।

(১৬) উত্তম ছাঁটাই : ধান হতে তুষ, কুঁড়ার বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণ দূরীভূত করে বিনির্দেশ মানের চাল তৈরীর প্রক্রিয়া; ঐ চালে অনধিক ৫% দানার দৈর্ঘ্য বরাবর কুঁড়ার অভ্যন্তরীণ আবরণের অংশবিশেষ থাকতে পারে।

(১৭) চিটা : যে ধানের অভ্যন্তরে চাল নেই।

(১৮) অপুষ্ট দানা : যে দানা স্বাভাবিকের চেয়ে কম পুষ্ট।

(১৯) কুঁচকানো দান : যে সকল গমের দানা বিভিন্ন কারণে কুঁচকিয়ে গেছে।

(২০) মিলার : যিনি ধান ছাঁটাই অর্থাৎ ধান হতে খোসা অপসারণ ও খোসা অপসারিত চাল মসৃণকরণের যে কোনো প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন; ধান ও চাল ক্রয়-বিক্রয় এবং চালজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয় সংক্রান্ত কাজ করেন।

পরিশিষ্ট 'খ'

চুক্তি নং- তারিখ:

<u>**অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের আওতায় .... চাল ক্রয়ের চুক্তিপত্র**</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ...**প্রথম পক্ষ**

এবং

মেসার্স .... , গ্রাম: .... , পো: .... , উপজেলা: .... , জেলা:......................................, ফুড গ্রেইন লাইসেন্স নং .... , মিলিং লাইসেন্স নং .... , প্রোপ্রাইটর: .... ,

দ্বিতীয় পক্ষ

এর মধ্যে ১৪২৩ সনের ২২ চৈত্র/২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের মিলের অনুকূলে .... মেঃ টন চাল বিভাজন করেছেন; এবং

যেহেতু, দ্বিতীয় পক্ষ বিভাজিত চাল সরকারি গুদামে সরবরাহের আবেদন করেছেন এবং বরাদ্দ চালের সংগ্রহ মূল্যের ২% হিসেবে................টাকা এবং চাল বস্তাবন্দীর জন্য প্রতি পিস ....টাকা হিসেবে ....টি খালি বস্তার ১০০% সরকারি মূল্য ....(..........................) টাকার নিম্নবর্ণিত দু'টি পৃথক পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট আকারে জামানত দাখিল করেছেন:

ক। চালের জামানত: পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং: ...., তারিখ: ...., টাকা:......................(..........................) ইস্যুকারী ব্যাংক: .... ,..........................শাখা, ...,

খ। বস্তার জামানত : পে-অর্ডার নং: .... , তারিখ: .. .., টাকা: .... (..........................) ইস্যুকারী ব্যাংক: ... ., ...শাখা, ...,

সেহেতু, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো ;

শর্তাবলী :

১। **প্রযোজ্যতা :** অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এবং খাদ্য অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ সংক্রান্ত জারীকৃত অন্যান্য আদেশগুলো চুক্তির শর্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং চুক্তির শর্তাবলি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধি/উত্তরাধিকারী/ উত্তরসুরীগণের উপর প্রযোজ্য হবে।

২। **চালের পরিমাণ :** প্রথম পক্ষ চলতি........................মৌসুমে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রতি মেঃ টন........................ টাকা (... ....) দরে ... . মেঃ টন চাল ... . এলএসডি/সিএসডিতে সরবরাহের জন্য বরাদ্দ করলেন। দ্বিতীয়পক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তির চাল পরিশোধ করলে এবং পুনঃবরাদ্দ প্রদান করা হলে একই চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত চাল সরবরাহ করতে পারবেন। পুনঃবরাদ্দের চালের জন্য পূর্বের জামানত পর্যাপ্ত না হলে অতিরিক্ত জামানত প্রদান/গ্রহণ করতে হবে।

৩। **বস্তা সরবরাহ :** ... . এলএসডি/সিএসডি হতে খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি/সিএসডি ও জেলার নাম এবং বছরসহ সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন) স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে দ্বিতীয়পক্ষকে সরবরাহ করা হবে। দ্বিতীয়পক্ষ বস্তার অপরপিঠে মিলের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) প্রদান করবে।

৪। **চাল প্রক্রিয়াকরণ :** দ্বিতীয়পক্ষ বাজার থেকে এ মৌসুমে উৎপাদিত ধান ক্রয় করে তার মিলে সিদ্ধ চালের ক্ষেত্রে পারবয়েলিং, সোকিং ও চাতাল/ড্রায়ারে শুকিয়ে ছাঁটাই করে এবং আতপ চালের ক্ষেত্রে ধান শুকিয়ে ও ছাঁটাই করে বিনির্দেশসম্মত চাল প্রস্তুত করবেন এবং প্রতি বস্তায় .... কেজি নীট হিসেবে চাল বস্তাবন্দী করবেন। চাল ভর্তি বস্তার মুখ মেশিন সেলাই হতে হবে।

৫। **মিল পরিদর্শন :** খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শকসহ যে কোনো কর্মকর্তা চুক্তিবদ্ধ মিল প্রাঙ্গণে ধান থেকে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতে পারবেন।

৬। **চালের বিনির্দেশ :** চালের বিনির্দেশ পরিশিষ্টে সংযুক্ত।

৭। **চাল সরবরাহ ও গ্রহণ :** দ্বিতীয়পক্ষ আগামী .... তারিখের মধ্যে নিজ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত চাল সংযুক্ত ক্রয়কেন্দ্রে সরবরাহ করবেন। কিস্তিতেও চাল সরবরাহ করা যাবে। তবে শেষ কিস্তি ব্যতীত কোনো কিস্তি ৫ (পাঁচ) মেঃ টনের কম হবে না। চালের গুণগতমান যাচাইয়ে বিনির্দেশসম্মত হলে প্রথমপক্ষের গুদামে গৃহীত হবে। আনীত চাল বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে দ্বিতীয়পক্ষ ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবেন। মেশিন সেলাই ব্যতীত ও মিলের স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি কোনো বস্তা গ্রহণ করা যাবে না।

৮। **মূল্য পরিশোধ :** একাউন্ট পেয়ি ডব্লিউকিউএসসি'র মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হবে। ক্রয়কারী ও গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনীত চাল বিনির্দেশ মানের আছে নিশ্চিত হয়ে গুদামজাত ও হিসাবভুক্ত করবেন এবং ডব্লিউকিউএসসি ইস্যু করবেন। ক্রয়কেন্দ্রের সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুদ যাচাই ও মান পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দেখে পেয়িং অফিসার কেবল ১ম কপি ডব্লিউকিউএসসিতে লাল কালি দিয়ে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। ডব্লিউকিউএসসি একাউন্ট পেয়ি হবে এবং নগদায়নের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ কর্মদিবস উল্লেখ করতে হবে। দ্বিতীয়পক্ষ পেয়িং ব্যাংক থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নগদায়ন করতে পারবেন।

৯। **চুক্তি বাতিল :** যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং সংগ্রহ কেন্দ্রে আনীত চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। **সময়সীমা বর্ধিতকরণ :** বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়া, যান্ত্রিক গোলযোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যৌক্তিক কারণে দ্বিতীয় পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং সংগ্রহকেন্দ্রে খালি জায়গার অভাবে চাল গ্রহণ করতে না পারলে প্রথমপক্ষ যে কয়দিন উপযুক্ত মনে করবেন সে কয়দিন সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন। তবে, বর্ধিত সময়সীমা সংগ্রহ মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

১১। **জামানত অবমুক্তি :** চুক্তিকৃত চাল সরবরাহ সম্পন্ন হলে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ মিলের হিসাব চূড়ান্ত করে এবং কোনো অর্থ পাওনা থাকলে কর্তন করে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের জামানত/অবশিষ্ট জামানত ফেরৎ দিবেন।

১২। **জামানত বাজেয়াপ্ত :** বাজারে চালের দাম যাই থাকুক না কেন দ্বিতীয়পক্ষ প্রথমপক্ষকে চুক্তিকৃত চাল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকবেন। ব্যর্থতায়, জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কোনো মিলার চুক্তি করে চাল দিতে ব্যর্থ হলে জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত মিলকে পরবর্তী সর্বোচ্চ ২ সংগ্রহ মৌসুমের জন্য চাল সংগ্রহের চুক্তি থেকে বারিত করা যাবে। প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৩। মতানৈক্য নিরসন : সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী প্রয়োগে বা ব্যাখ্যায় মতানৈক্য দেখা দিলে উভয়পক্ষ বিষয়টি মিমাংসার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নিকট উপস্থাপন করতে পারবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দিবেন, যা উভয়পক্ষ মানতে বাধ্য থাকবেন।

১৪। সালিশী ব্যবস্থাপনা : আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নিরসন সম্ভব না হলে দু'পক্ষ ২০০১ সনের আরবিট্রেশন আইন অনুযায়ী প্রতিকার লাভের সুযোগ পাবেন।

১৫। চুক্তির মেয়াদকাল : এ চুক্তির মেয়াদ ....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ সময়কালের মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষ নির্ধারিত চাল সরবরাহ ও হিসাব চূড়ান্ত করবেন।

এ চুক্তির সকল বিষয় সম্পূর্ণভাবে বুঝে এবং স্বজ্ঞানে প্রথমপক্ষ এবং দ্বিতীয়পক্ষ এ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

মিলের নাম: মেসার্স	গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
স্বাক্ষরকারীর নাম:	স্বাক্ষরকারীর নাম:
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
(দ্বিতীয়পক্ষ)	(প্রথমপক্ষ)
সাক্ষী: ১। নাম:..	সাক্ষী: ১। নাম:...
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
সাক্ষী: ২। নাম:..	সাক্ষী: ২। নাম:..
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:

বিনির্দেশ **পরিশিষ্ট**

পণ্য / প্যারামিটার	সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)	আতপ চাল (সর্বোচ্চ)
১। আর্দ্রতা	১৪%	১৪%
২। বড় ভাঙ্গা দানা	৬%	৮%
৩। ছোট ভাঙ্গা দানা	২%	৫%
৪। বিনষ্ট দানা	০.৫%	১% (৩টি একত্রে)
৫। মরা দানা	০.৫%	
৬। বিবর্ণ দানা	০.৫%	
৭। ভিন্ন জাতের মিশ্রণ	৮%	৮%
৮। বিজাতীয় পদার্থ	০.৩%	০.৩%
৯। ধান প্রতি কেজিতে	১টি	২টি
১০। অর্ধসিদ্ধ দানা	১%	-
১১। খড়িময় দানা	-	১%
১২। ছাঁটাই	উত্তম	উত্তম

- চালের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ স্বাভাবিক হতে হবে।
- কেবলমাত্র স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ মৌসুমের ধান থেকে উৎপাদিত চাল সংগ্রহযোগ্য হবে।

সংজ্ঞা :

(১)	**সিদ্ধ চাল :**	ছাঁটাইয়ের পূর্বে ধানের স্টার্চকে পূর্ণ বা আংশিক আঁঠালো করার উদ্দেশ্যে ধান পানিতে ভিজিয়ে ও গরম বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকানোর পর ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।
(২)	**আতপ চাল :**	ধান শুকিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।
(৩)	**আর্দ্রতা :**	প্রাকৃতিকভাবে ধারণকৃত শস্যদানার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ।
(৪)	**আস্ত দানা :**	যে সকল দানার দৈর্ঘ্য চালের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৩/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব।
(৫)	**বড় ভাঙ্গা দানা :**	যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/২ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ৩/৪ অংশের নিম্নে।
(৬)	**ছোট ভাঙ্গা দানা :**	যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ১/২ অংশের নিম্নে।
(৭)	**বিনষ্ট দানা :**	যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার কীটাক্রান্ত অথবা পানি, ছত্রাক বা অন্য কোনো উপায়ে দৃশ্যতঃ বিনষ্ট।
(৮)	**মরা দানা :**	যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কালো বর্ণের।
(৯)	**বিবর্ণ দানা :**	যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।
(১০)	**ভিন্ন জাতের মিশ্রণ :**	যে সকল জাতের আস্ত বা ভাঙ্গা দানা সংগ্রহযোগ্য চাল বা ধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্ট জাতের চাল বা ধানের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে দৃশ্যতঃ ভিন্ন।
(১১)	**বিজাতীয় পদার্থ :**	চাল ও ধান ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।
(১২)	**অর্ধসিদ্ধ দানা :**	কম সিদ্ধ হওয়ার কারণে যে সকল দানার মাঝখানে গোলাকৃতি সাদা রং বিদ্যমান।
(১৩)	**খড়িময় দানা :**	যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার অর্ধেক বা ততোধিক অংশের বহিরাবরণ খড়িমাটির ন্যায় সাদা বর্ণের।
(১৪)	**উত্তম ছাঁটাই :**	ধান হতে তুষ, কুঁড়ার বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণ দূরীভূত করে বিনির্দেশ মানের চাল তৈরীর প্রক্রিয়া; ঐ চালে অনধিক ৫% দানার দৈর্ঘ্য বরাবর কুঁড়ার অভ্যন্তরীণ আবরণের অংশবিশেষ থাকতে পারে।

পরিশিষ্ট-'গ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

সংগ্রহ বিভাগ

১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-সপ/সংগ্রহ-আমন-১/২০০২-২০০৩/০২(৫৭৫) তারিখ: ০১-০১-২০০৩

পরিপত্র

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ের এককে জেলায় এককে পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দীর্ঘদিন হতে চাউলকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণীত হয়ে আসছে। জেলাসমূহের মধ্যে ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের পদ্ধতিগত মিল না থাকার কারণে একই ক্ষমতাসম্পন্ন চাউলকলের কোনো জেলায় যে ছাঁটাই ক্ষমতা দেখানো হচ্ছে পার্শ্ববর্তী জেলায় তার চেয়ে অনেক কম বা বেশী ছাঁটাই ক্ষমতা দেখানো হচ্ছে। ফলে জেলাসমূহ হতে প্রাপ্ত চাউল কলসমূহের মিলিং ক্ষমতার সঠিকতার বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

উল্লিখিত সমস্যার নিরসনকল্পে সারা দেশে চাউল কলসমূহের একই পদ্ধতিতে ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের একটি সর্বজনীন পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৩-১২-২০০২ খ্রিঃ তারিখের খাম/(স-৭) নিস্পত্তি-৩/৯৪/৫০৩ নং স্মারক মোতাবেক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো :

(১) চাউল কলসমূহের পনের দিনের (পাক্ষিক) ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে।

(২) চাতালে ধান শুকানোর একত্রে ২ (দুই) দিনে এক চাতাল হিসাব করতে হবে এবং সে অনুযায়ী এক পক্ষ তথা ১৫ (পনের) দিনের ৭ (সাত) চাতাল হিসাব করতে হবে।

(৩) এক চাতাল ধান ভেজানো হতে ছাঁটাই পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়ায় সর্বমোট ৪ (চার) দিন সময় ধরতে হবে এবং এক পক্ষ বা ১৫ (পনের) দিনে দৈনিক ৮ (আট) ঘন্টা হিসাবে সর্বমোট ১১ (এগার) টি ছাঁটাই দিবস বিবেচনা করতে হবে।

(৪) স্টীপিং হাউজে ধান ভেজানোর একত্রে প্রতি দুই দিনে এক হাউস ধরে এক পক্ষ বা ১৫ (পনের) দিনে ৭(সাত) টি হাউজ হিসাব করতে হবে।

(৫) পাক্ষিক চাতালে ধান শুকানোর ক্ষমতা, স্টীপিং হাউজে ধান ভেজানোর ক্ষমতা, গুদামের ধারণ ক্ষমতা ও অশ্বশক্তিসম্পন্ন মটরের ছাঁটাই ক্ষমতার মধ্যে যা সর্বনিম্ন হবে তা-ই চাউল কলসমূহের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(৬) প্রতিটি চাউলকলে ছাঁটাই ক্ষমতা "চাউলকলে ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় ফরম (সংযুক্ত)" পূরণ করে নির্ধারণ করতে হবে। সংগ্রহ মৌসুমের পূর্বে প্রতিটি উপজেলার চাউল কলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে আহবায়ক এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সদস্য করে "ছাটাই ক্ষমতা নির্ণয় কমিটি" গঠন করা হলো। কমিটি সরেজমিনে প্রতিটি মিল সার্ভে সম্পন্ন করে স্ব-স্ব উপজেলার চাউল কলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নির্ধারণ করবেন।

(৭) নিম্ন উল্লিখিত সূত্রসমূহ মোতাবেক চাতাল, হাউজ, মটর এবং গুদামের ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে :—

(ক) চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা :— সূত্র : ধান শুকানোর ক্ষমতা=(চাতালের দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) বর্গমিটার÷১২৫=মেঃ টন বা কেজি (ধান)। [১২৫ বর্গমিটার = ১(এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।]

বিঃদ্রঃ–প্রাপ্ত ফলাফলকে ৭(সাত) দিয়ে গুণ করলে পাক্ষিক চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা (ধানের আকারে) পাওয়া যাবে।

(খ) স্টীপিং হাউজের ধারণ ক্ষমতা :—সূত্র ধারণ ক্ষমতা=(দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) ঘন মিটার÷৩.০৩৪= মেঃ টন বা কেজি (ধান)। [৩.০৩৪ ঘনমিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।]

বিঃদ্রঃ–প্রাপ্ত ফলাফলকে ৭ (সাত) দিয়ে গুণ করলে ধান ভেজানোর ক্ষমতা (ধানের আকারে) পাওয়া যাবে।

(গ) গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা :—সূত্র : সংরক্ষণ ক্ষমতা = (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) ঘন মিটার÷৪.০৭৭= মেঃ টন বা কেজি (ধান)। [৪.০৭৭ ঘনমিটার = ১(এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।]

(ঘ) মটরের ছাঁটাই ক্ষমতা :

১। হাস্কিং এবং মেজর মিলগুলোতে অশ্বশক্তিসম্পন্ন মটর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছাঁটাই ক্ষমতা কিরূপ হবে তা নিম্নের ‘ছকে’ দেখানো হলো :—

‘ছক’

মটরের ক্ষমতা	হলারের (২নং) সংখ্যা	প্রতিঘন্টায় ছাঁটাই ক্ষমতা
২০অশ্বশক্তি	১	০.৬৫০ মেঃ টন বা ৬৫০ কেজি
২৫ ,,	১	০.৭০০ মেঃ টন বা ৭০০ কেজি
৩০ ,,	১	০.৭৫০ মেঃ টন বা ৭৫০ কেজি
৪০ ,,	১	০.৮৫০ মেঃ টন বা ৮৫০ কেজি
৫০ ,,	২	১.৪০০ মেঃ টন বা ১,৪০০ কেজি
৬০ ,,	২	১.৬০০ মেঃ টন বা ১,৬০০ কেজি

বিঃদ্রঃ—মটরের প্রতি ৫ (পাঁচ) অশ্বশক্তি ক্ষমতা হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য প্রতি ঘন্টায় ০.০৫০ মেঃ টন বা ৫০ কেজি ছাঁটাই ক্ষমতা হ্রাস/বৃদ্ধি হিসাব করতে হবে।

মটরের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় :—সূত্র : পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা=প্রতি ঘন্টার ছাঁটাই ক্ষমতা×৮×১১= মেঃ টন বা কেজি (ধান)।

২। অটোমেটিক চাউল কলের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় ২ (দুই) মেঃ টন ধরে দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসাবে ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ করতে হবে।

সংযুক্তি ফরম।

স্বাক্ষর/-
তারিখ: ০১-১-২০১৩

(মুহাম্মদ ফজলুর রহমান)
মহাপরিচালক।

বিঃদ্রঃ—অটোমেটিক চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা পরিশিষ্ট ‘ঙ’ অনুসরণ করে নির্ধারণ করতে হবে।

স্মারক নং-সপ/সংগ্রহ-আমন-১/২০০২-০৩/০২, তারিখ ০১-০১-২০০৩ এর সহিত সংযুক্ত

চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় ফরম

১। চালকলের নাম ও ঠিকানা :

২। মালিকের নাম ও ঠিকানা :

৩। মিলের ধরন : হাস্কিং/মেজর/অটোমেটিক।

৪। লাইসেন্স নং :

৫। লাইসেন্স যে তারিখ পর্যন্ত বৈধ/নবায়িত :

৬। বিদ্যুৎ সংযোগ (সার্ভেকালে) আছে কিনা : হাঁ/না

(ক) বিদ্যুৎ সংযোগ (সার্ভেকালে) আছে কিনা : হাঁ/না

(খ) সর্বশেষ যে মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয়েছে :

(গ) বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতিপত্র অনুযায়ী বৈদ্যুতিক লোডিং ক্ষমতা সর্বোচ্চ ....সর্ব নিম্ন ....।

(ঘ) পরিশোধিত মাসিক গড় বিলের পরিমাণ ....টাকা।

(বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতিপত্র এবং সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপি সংযুক্ত করতে হবে)।

বিঃ দ্রঃ-বিদ্যুৎ বিল ৩ মাসের অধিক বকেয়া থাকলে সংশ্লিষ্ট মিল চুক্তির অযোগ্য বিবেচিত হবে।

৭। বয়লার : আছে/নাই।

৮। **চাতালের বিবরণ :—**

(ক) দৈর্ঘ্য = ... মিটার, প্রস্থ = ... মিটার।

(খ) চাতালের ধারণ ক্ষমতা .... মেঃ টন/কেজি ধান।

{নির্ণয় সূত্র : (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) বর্গমিটার ÷১২৫= মেঃ টন/কেজি ধান}

(১২৫ বর্গমিটার = ১ মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে)।

(গ) পাক্ষিক চাতালের ধারণ ক্ষমতা = খ × ৭= .... মেঃ টন/কেজি (ধান), চালের আকারে .... মেঃ টন/কেজি।

(ঘ) চাতাল : কাঁচা/পাকা।

৯। **স্টীপিং হাউজের বিবরণ :—**

(ক) দৈর্ঘ্য= ....মিটার, প্রস্থ= ....মিটার, উচ্চতা= ....মিটার।

(খ) ধান ভেজানোর ক্ষমতা .... মেঃ টন/কেজি।

{নির্ণয় সূত্র : (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ×উচ্চতা) ঘন মিটার ÷৩.০৩৪= মেঃ টন/কেজি (ধান)।}

(৩.০৩৪ ঘন মিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।)

(গ) পাক্ষিক চাতালের ধারণ ক্ষমতা = খ×৭ = ... মেঃ টন/কেজি (ধান), চালের আকারে .... মেঃ টন/কেজি।

১০। **মিলের গুদামের বিবরণ :—**

(ক) দৈর্ঘ্য = ... মিটার, প্রস্থ = ... মিটার, উচ্চতা= ....মিটার।

(খ) গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা : .... মেঃ টন/কেজি (ধান), চালের আকারে .... মেঃ টন/কেজি।

{নির্ণয় সূত্র : (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ×উচ্চতা) ঘনমিটার ÷৪.০৭৭= মেঃ টন/কেজি ।}

(প্রতি ৪.০৭৭ ঘন মিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে)।

বিঃদ্রঃ—গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা পাক্ষিক হিসাবে বিবেচিত হবে।

(গ) গুদামের মেঝে – পাকা/কাঁচা।

(ঘ) গুদামের ডানেজ আছ কি– আছে/নাই।

১১। **মটরের বিবরণ :—**

(ক) মটরের ক্ষমতা ....অশ্বশক্তি।

(খ) অশ্বশক্তি অনুযায়ী প্রতি ঘন্টায় ছাঁটাই ক্ষমতা .... মেঃ টন/কেজি (ধানের আকারে)।

(গ) পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা = খ×৮×১১ = ... মেঃ টন বা কেজি (ধান), চালের আকারে .... মেঃ টন/কেজি।

১২। পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (চালের আকারে)= .... মেঃ টন/কেজি।

(চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা, হাউজের ধান ভেজানোর ক্ষমতা, মিলের গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং মটরের ছাঁটাই ক্ষমতার মধ্যে যে'টি সর্বনিম্ন)।

১৩। ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় কমিটির সদস্যগণের নাম, স্বাক্ষর ও পদবি :—

পরিশিষ্ট-'ঘ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

শাখা-৭

নং-খাম/(স-৭)/নিস্পত্তি-৩/৯৪-৩৪৪ তারিখ : ৩০-১০-২০০৩

পরিপত্র

বিষয় : চাল কলে আতপ চালের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ।

সংগ্রহ মৌসুমে সিদ্ধ চাল সংগ্রহের পাশাপাশি কিছু কিছু আতপ চালও সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সিদ্ধ চাল প্রস্তুতকারী চাল কলের জন্য সুষম ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও আতপ চালের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি বা নীতিমালা নেই। ফলে বিভিন্ন চাল কলে আতপ চাল বরাদ্দ ও বন্টনে নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ জটিলতা নিরসনকল্পে আতপ চাল সংগ্রহের জন্য চাল কলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের নিমিত্তে সরকার নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :—

১। স্বয়ংক্রিয় চাল কলের আতপ চাল ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় পদ্ধতি :

এ ধরনের চাল কলে ধান শুকানো হতে শুরু করে চাল প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম স্বয়ংত্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্বয়ংক্রিয় চাল কলে আতপ চাল মিলিং-এর জন্য যে কার্যক্রমগুলো অনুসৃত হয় সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ধান শুকানো, ধান পরিষ্কারকরণ, ধানের খোসা ছাড়ানো, ধান ও চাল পৃথকীকরণ, চাল ও ভাঙ্গাদানা পৃথকীকরণ এবং চাল উজ্জ্বল ও মসৃণকরণ। উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটি স্বয়ংকৃত প্লান্টে যে মেশিনগুলো সন্নিবিষ্ট থাকে সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে DRYER, PADDY CLEANER, RUBBER SHELLER (PADDY HUSKER), PADDY SEPARATOR, RICE ASPIRATOR (SIEVE) & POLISHER ইত্যাদি। বাংলাদেশে যে সকল স্বয়ংক্রিয় চাল কল রয়েছে সেগুলোর আতপ ছাঁটাই ক্ষমতা গড়ে ধানের আকারে ঘন্টায় দুই মেঃ টনের মতো। কাজেই স্বয়ংক্রিয় চালকলসমূহের পাক্ষিক আতপ ছাঁটাই ক্ষমতা সাধারণভাবে সাধারণত দৈনিক আট ঘন্টা হিসেবে ধানের আকারে ২৪০ মেঃ টন এবং চালের আকারে ১৬৪ মেঃ টন নির্ধারণ করতে হবে।

২। আংশিক স্বয়ংক্রিয় চাল কলের আতপ চাল ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় পদ্ধতি :

আংশিক স্বয়ংক্রিয় আতপ চাল কলে ধান শুকানো কার্যক্রম ব্যতীত অবশিষ্ট কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ সকল চাল কলে DRYER থাকে না। ফলে চাতালে ধান শুকানোর পর শুকানো ধান ম্যানুয়েলি PADDY CLEANER এ বা সরাসরি RUBBER SHELLER এ ফেলতে হয়। এ সকল চাল কলে কোনো কোনোটিতে PADDY CLEANER এবং ASPIRATOR বা SIEVE নাও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ধান পরিষ্কারকরণ ও ভাঙ্গা দানা পৃথকীকরণ কাজ ম্যানুয়েলি করতে হয়। এখানে ধর্তব্য যে, সকল প্রকার চাল কলেই আতপ চাল মিলিং এর জন্য RUBBER SHELLER, PADDY SEPARATOR & POLISHER থাকা অপরিহার্য। আংশিক স্বয়ংক্রিয় চাল কলের ক্ষেত্রে মিলের গুদামের ধান সংরক্ষণ, চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা এবং RUBBER SHELLER বা PADDY HUSKER এর মটরের ছাঁটাই ক্ষমতা নিম্নে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাধ্যমে নির্ণয়পূর্বক যেটি সর্বনিম্ন হবে সেটিকেই সংশ্লিষ্ট মিলের আতপ ছাঁটাই ক্ষমতা হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে।

(ক) মিলের গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা :

সংরক্ষণ = (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) ঘন মিটার÷৪.০৭৭=মেঃ টন বা কেজি (ধান)।

[৪.০৭৭ ঘনমিটার=১(এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।]

(খ) মিলের চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা নির্ণয় সূত্র :

ধান শুকানোর ক্ষমতা : (চাতালের দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) বর্গমিটার÷১২৫= মেঃ টন বা কেজি (ধান)।

[১২৫ বর্গমিটার=১(এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।]

প্রাপ্ত ফলাফলকে ৭ দিয়ে গুণ করলে পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (ধানের আকারে পাওয়া যাবে)

(২ দিনে ১ চাতাল এবং ১৫ দিনে ৭ চাতাল হিসাবে)।

(গ) RUBBER SHELLER বা PADDY HUSKER এর মটরের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় সূত্র :

মটরের অশ্বশক্তি	প্রতিঘন্টায় ছাঁটই ক্ষমতা (চালের আকারে)	দৈনিক ছাঁটাই ক্ষমতা (চাল)	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (চাল)
	(ক)	(ক×৮)	ক×৮×১৩
৬০	০.৬৮০ মেঃ টন বা ৬৮০ কেজি	৫.৪৪০ মেঃ টন বা ৫৪৪০ কেজি	৭০.৭২০ মেঃ টন বা ৭০৭২০ কেজি

প্রতি ৫ অশ্বশক্তি হ্রাস-বৃদ্ধিতে প্রতি ঘন্টায় ছাঁটাই ক্ষমতা ৫০ কেজি হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব করতে হবে।

(প্রতি ১৫ দিনে ১৩ টি ছাঁটাই দিবস বিবেচনা করতে হবে।)।

মটরের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা–প্রতি ঘন্টায় ছাঁটাই ক্ষমতা ×৮×১৩= মেঃ টন বা কেজি চাল।

৩। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযুক্ত : ফরম।

(এ এইচ এম আবুল কাসেম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

স্মারক নং-খাম/(স-৭)/নিষ্পত্তি-৩/৯৪-৩৪৪, তাং ৩০-১০-০৩ এর সহিত সংযুক্ত

চালকলের আতপ চালের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় ফরম

১। চালকলের নাম ও ঠিকানা :

২। মালিকের নাম ও ঠিকানা :

৩। মিলের ধরন : স্বয়ংক্রিয়/আংশিক স্বয়ংক্রিয়।

৪। লাইসেন্স নং :

৫। লাইসেন্স যে তারিখ পর্যন্ত বৈধ/নবায়িত :

৬। বিদ্যুৎ সংযোগ (সার্ভেকালে) আছে কিনা : হাঁ/না

(ক) পরিশোধিত মাসিক গড় বিলের পরিমাণ ....টাকা।

(বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতিপত্র এবং সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপি সংযুক্ত করতে হবে। বিদ্যুৎ বিল ৩ মাসের অধিক বকেয়া থাকলে সংশ্লিষ্ট মিল চুক্তির অযোগ্য বিবেচিত হবে)।

৭। **চাতালের বিবরণ :—**

(ক) দৈর্ঘ্য = ... মিটার, প্রস্থ = ... মিটার।

(খ) চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা .... মেঃ টন/কেজি ধান।

{নির্ণয় সূত্র : (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) বর্গমিটার ÷১২৫= মেঃ টন/কেজি ধান}

(১২৫ বর্গমিটার = ১ মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে)।

(গ) পাক্ষিক চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা = খ × ৭= .... মেঃ টন বা .... কেজি ধান, চালের আকারে .... মেঃ টন বা ....কেজি চাল।

৮। **মিলের গুদামের বিবরণ :—**

(ক) দৈর্ঘ্য= ....মিটার, প্রস্থ= ....মিটার, উচ্চতা= ....মিটার।

(খ) গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা .... মেঃ টন বা .... কেজি (ধান), চালের আকারে .... মেঃ টন বা ....কেজি চাল।

[নির্ণয় সূত্র : (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ×উচ্চতা) ঘন মিটার ÷৪.০৭৭= মেঃ টন/কেজি (ধান)।]

(৪.০৭৭ ঘন মিটার = ১ (এক) মেঃ টন বা ১০০০ কেজি হিসাবে।)

৯। **রাবার শেলার বা হাস্কারের মটরের বিবরণ :—**

(ক) মটরের ক্ষমতা ....অশ্বশক্তি।

(খ) অশ্বশক্তি অনুযায়ী প্রতি ঘন্টায় ছাঁটাই ক্ষমতা .... মেঃ টন/কেজি চাল।

(গ) পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা = খ×৮×১৩ = ... মেঃ টন বা কেজি চাল।

১০। পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা (চালের আকারে)= .... মেঃ টন/কেজি চাল।

(চাতালের ধান শুকানোর ক্ষমতা, মিলের গুদামের সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং মটরের ছাঁটাই ক্ষমতার মধ্যে যে'টি সর্বনিম্ন)।

১১। **ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় কমিটির সদস্যগণের নাম, স্বাক্ষর ও পদবি :—**

পরিশিষ্ট-'ঙ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর, সংগ্রহ বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোগ, ঢাকা।

স্মারক নং-/সপ/সংগ্রহ-৭/২০০৯/১৯৬৩(৬) তারিখ : ২৬-১০-২০১০ খ্রিঃ

বিষয় : অটোমেটিক চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে।

সূত্র : নং-খাদুব্যম/অভ্যঃসং/নীতিমালা-১/২০০৯/৮৪, তাং ১৯/১০/১০ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যাচ্ছে যে, হাস্কিং মিলে ন্যায় সারাদেশে এক ও অভিন্ন নিয়ম অনুসরণপূর্বক অটোমেটিক চাল কলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য সরকার সূত্রস্থিত স্মারকে নিম্নেবর্ণিত ৪ (চার) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে :

১। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	:	সভাপতি;
২। সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	:	সদস্য-সচিব;
৩। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাইলো সংরক্ষণ প্রকৌশলী	:	সদস্য;
৪। জেল চালকল মালিক সমিতির সভাপতি	:	সদস্য।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রযোজ্য প্যারামিটারসমূহ (কপি সংযুক্ত) বিবেচনাকরতঃ অটোমেটিক চালকলসমূহের ছাঁটাইক্ষমতা নির্ণয়ের আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক

প্রাপক : আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/সিলেট/বরিশাল

(আহমদ হোসেন খান)
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং-সপ/সংগ্রহ-৭/২০০৯/১৯৬৩/৬(১) তারিখ : ২৬-১০-২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপি :

১। সিনিয়র সহকারী সচিব, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। অবগতির জন্য।

পরিচালক, সংগ্রহ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাক।

অটোমেটিক চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ এর জন্য প্রযোজ্য নিম্নবর্ণিত প্যারামিটারসমূহ :—

১। পাওয়ার/মটরের ক্ষমতা।
২। বয়লার ক্ষমতা।
৩। ধান/চাল সংরক্ষণে গুদাম ঘরের ধারণক্ষমতা।
৪। ধান ভেজানোর জন্য ব্যবহৃত স্টিপিং হাউজের ধারণক্ষমতা।
৫। ধান গ্রাহক বিনের ধারণক্ষমতা।
৬। ড্রায়ারের ক্ষমতা।
৭। Sheller এর ক্ষমতা
৮। ধান পৃথকীকরণ ইউনিটের ক্ষমতা।
৯। খুদকুড়া পৃথকীকরণ ইউনিটের ক্ষমতা।
১০। চাল উজ্জ্বল ও মসৃণকরণ ইউনিটের ক্ষমতা।
১১। চাল গ্রেডিং ইউনিটের ক্ষমতা।
১২। পাথর পৃথকীকরণ ইউনিটের ক্ষমতা।
১৩। কালার সর্টার ইউনিটের ক্ষমতা।
১৪। বস্তাবন্দিকরণের ক্ষমতা; এবং
১৫। অন্যান্য সম্পৃক্ত বিষয়াদি।

স্মারক নং-খাদ্য অধিদপ্তরের ০৫-০৫-০৩ খ্রিঃ, তারিখের ডিপি/মিলিং-২০/৮৮/অংশ-৩/৩২৩(৭৫)

পরিশিষ্ট ‘চ’

চুক্তি নং—— তারিখ:................................

তারিখ:......................

<u>সংগৃহীত ধান ছাঁটাই চুক্তিপত্র, ২০১৭</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ...প্রথমপক্ষ

এবং

মেসার্স.......................,গ্রাম:.............................,পো:...........................,উপজেলা:...........................

জেলা:......................................,ফুড গ্রেইন লাইসেন্স নং ....

মিলিং লাইসেন্স নং.. প্রোপ্রাইটর:.. দ্বিতীয় পক্ষ

এর মধ্যে ১৪২২ সনের ২২ চৈত্র/২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ধান ছাঁটাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে;

যেহেতু, দ্বিতীয়পক্ষ সরকারি গুদামের .... মেঃ টন ধান ছাঁটাইয়ের জন্য আবেদন করেছেন এবং প্রতি মেঃ টন ....টাকা করে সংগ্রহ মূল্যের ১১০% হিসেবে মোট ....টাকা (.........) পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে জামানত দাখিল করেছেন; (পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং..........................তারিখ......................., টাকা:...................., ইস্যুকারী ব্যাংক: ....লি:, ...শাখা, ...)।

সেহেতু, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলির ভিত্তিতে উভয়পক্ষের পূর্ণ সম্মতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো:

শর্তাবলি :

১। **প্রযোজ্যতা :** অভ্যন্তরণ সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এবং খাদ্য অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ ও ছাঁটাই সংক্রান্ত জারীকৃত অন্যান্য আদেশগুলো চুক্তির শর্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং চুক্তির শর্তাবলি দ্বিতীয়পক্ষের প্রতিনিধি/উত্তরাধিকারী/ উত্তরসুরিগণের উপর প্রযোজ্য হবে।

২। **ধান বরাদ্দ :** প্রথমপক্ষ ....সংগ্রহ, ২০১৭ মৌসুমে ....এলএসডিতে সংগৃহীত ও মজুত ধান হতে .... মেঃ টন দ্বিতীয়পক্ষের মিলে ছাঁটাইয়ের জন্য নির্ধারণ করলেন এবং পাক্ষিক ক্ষমতার সমপরিমাণ .... মেঃ টন ধান বরাদ্দ করলেন। প্রথম বরাদ্দ ধানের ফলিত চাল ও অবশিষ্ট বস্তা এলএসডিতে গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় বরাদ্দ প্রদান করা যাবে এবং একইভাবে পরবর্তী বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

৩। **ধান সরবরাহ :** ছাঁটাইয়ের জন্য বরাদ্দ ধান ....এলএসডি হতে সরবরাহ করা হবে। দ্বিতীয়পক্ষ বা তার প্রতিনিধি পূর্ণ সন্তুষ্টিতে ১০০% ওজনে বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ধান এলএসডি হতে গ্রহণ করবেন এবং এমডিএফ (মিলিং ডিসপাস্ ফরম) স্বাক্ষর করবেন। সরবরাহকৃত ধানের নমুনা খাদ্য গুদামে ও মিলে সংরক্ষণ করতে হবে। ধানের ফলিত চাল ....এলএসডিতে গ্রহণ করা হবে।

৪। **ধান ছাঁটাই :** দ্বিতীয়পক্ষ এলএসডি/সিএসডি থেকে গৃহীত ধান তার মিলে সিদ্ধ চালের ক্ষেত্রে পারবয়েলিং, সোকিং ও চাতাল/ড্রায়ারে শুকিয়ে ছাঁটাই করে এবং আতপ চালের ক্ষেত্রে ধান শুকিয়েও ছাঁটাই করে বিনির্দেশসম্মত চাল প্রস্তুত করবেন। দ্বিতীয়পক্ষ বস্তার অপরপিঠে মিলের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাঁপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) প্রদান করে প্রতি বস্তায় ৫০ কেজি নীট হিসেবে ফলিত চাল বস্তাবন্দী করবেন। চাল ভর্তি বস্তার মুখ মেশিন সেলাই হতে হবে। সরকারি ধান ছাঁটাইকালে বেসরকারি খাতের ধান ছাঁটাই করা যাবে না।

৫। **চালের বিনির্দেশ :** চালের বিনির্দেশ পরিশিষ্টে সংযুক্ত।

৬। **মিল পরিদর্শন :** ধান ছাঁটাইয়ের সময় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক বা উপ-খাদ্য পরিদর্শক মিল পরিদর্শন এবং মিলারের উপস্থিতিতে প্রতি বরাদ্দের ফলিত চালের ২টি নমুনা গ্রহণ করবেন; এর একটি নমুনা মিলে ও অন্যটি সংশ্লিষ্ট এলএসডিতে সংরক্ষিত থাকবে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা মিল পরিদর্শনের সময় প্রস্তুতকৃত চাল যথাযথভাবে মিলিং করা হয়েছে কি না এবং দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত কি না সে সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা মিল পরিদর্শনের সময় সরবরাহকৃত ধান যথাযথভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে কি না এবং প্রস্তুতকৃত চাল দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত কি না সে সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

৭। **ধান ও ফলিত চালের অনুপাত :**

ছাঁটাই এর জন্য বরাদ্দকৃত ধান ও ফলিত চালের অনুপাত নিম্নরূপ হবে :

(ক) আমন ধান : চাল = ৬০ : ৪১.০৮ (ষাট অনুপাত একচল্লিশ দশমিক শূন্য আট) বা ৬৮.৪৭% ফলিত চাল;

(খ) বোরো ধান : চাল = ৬০ : ৩৯ (ষাট অনুপাত উনচল্লিশ) বা ৬৫% ফলিত চাল।

৮। **ফলিত চাল সরবরাহ ও গ্রহণ :** দ্বিতীয়পক্ষ ধান গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে ফলিত চাল সরবরাহ এবং নিজ ব্যবস্থাপনায় ও তত্ত্বাবধানে এলএসডি/সিএসডিতে পরিবহন করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দ ধানের ফলিত চাল এলএসডিতে রক্ষিত নমুনার সংগে মিলিয়ে বিনির্দেশ সম্মত হলে সে চাল ও অবশিষ্ট খালি বস্তা গ্রহণ করবেন এবং এমআরএফ (মিলিং রিসিপ ফরম) ইস্যু করবেন। আনীত ফলিত চাল বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে তা গৃহীত হবে না। কিস্তিতেও চাল সরববারহ করা যাবে। তবে শেষ কিস্তি ব্যতীত কোনো কিস্তি ৫(পাঁচ) মেঃ টনের কম হবে না। মেশিন সেলাই ব্যতীত ও স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি কোনো বস্তা গ্রহণ করা যাবে না।

৯। **ছাঁটাই ব্যয় :** সিদ্ধ চাল উৎপাদনের জন্য প্রতি মেঃ টন ধানের ছাঁটাই ব্যয়............টাকা/আতপ চাল উৎপাদনের জন্য প্রতি মেঃ টন ধানের ছাঁটাই ব্যয় ....টাকা।

১০। **ধান ও ফলিত চাল পরিবহন ব্যয় :** দ্বিতীয়পক্ত বা মিলার এলএসডি হতে মিলে এবং মিল হতে ফলিত চাল ও বস্তা এলএসডিতে নিজে পরিবহন করতে পারবেন। উপজেলা বা জেলার মধ্যে পরিবহনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সড়ক বা নৌ পরিবহন ঠিকাদারের তফসিল এবং অন্য জেলায় পরিবহনের বেলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয়/কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি/সিআরটিসি) এর তফসিল মোতাবেক মিলার প্রকৃত দূরত্বের ভাড়া প্রাপ্য হবেন। ধান ও চাল পরিবহনের ক্ষেত্রে মিলার কোনো পরিবহন ঘাটতি পাবেন না। এলএসডি হতে ধান সরবরাহ ও ফলিত চাল গ্রহণের হ্যান্ডলিং ব্যয় প্রথমপক্ষ বহন করবে এবং ছাঁটাই ব্যয় ও পরিবহন ব্যয় ট্রেজারীর মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।

(১১) **সময়সীমা বির্ধিতকরণ :** বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, যান্ত্রিক গোলযোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যৌক্তিক কারণে দ্বিতীয়পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথমপক্ষ যে কয়দিন উপযুক্ত মনে করবেন সে কয়দিন সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন।

(১২) **জামানত অবমুক্তি :** গৃহীত ধানের অনুপাত অনুযায়ী ফলিত চাল সরবরাহ সম্পন্ন হওয়ার পর মিলের হিসাব চূড়ান্ত করে এবং কোনো অর্থ পাওনা থাকলে তা কর্তন করে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের জামানত/অবশিষ্ট জামানত ফেরৎ প্রদান করবেন।

(১৩) **জামানত বাজেয়াপ্ত :** ধানের ফলিত চাল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষ গুদামে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং মিল পরিদর্শণের সময় ধান বা ফলিত চালের মজুত পাওয়া না গেলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং মিলারের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৪) **মতানৈক্য নিরসন :** সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলি প্রয়োগে বা ব্যাখ্যায় মতানৈক্য দেখা দিলে উভয়পক্ষ বিষয়টি মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নিকট উপস্থাপন করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবেন, যা উভয়পক্ষ মানতে বাধ্য থাকবেন।

(১৫) **শালিশী ব্যবস্থাপনা :** আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নিরসন সম্ভব না হলে দু'পক্ষ ২০০১ সনের আরবিট্রেশন আইন অনুযায়ী প্রতিকার লাভের সুযোগ পাবেন।

(১৬) **চুক্তির মেয়াদকাল :** এ চুক্তির মেয়াদ .... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ সময়কালের মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষ নির্ধারিত চাল সরবরাহ ও হিসাব চূড়ান্ত করবেন।

এ চুক্তির সকল বিষয় সম্পূর্ণভাবে বুঝে ও স্বজ্ঞানে প্রথমপক্ষ এবং দ্বিতীয়পক্ষ এ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

মিলের নাম : মেসার্স	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
স্বাক্ষরকারীর নাম :	স্বাক্ষরকারীর নাম : ....
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :
(দ্বিতীয়পক্ষ)	(প্রথমপক্ষ)
সাক্ষী : ১। নাম :	সাক্ষী : ১। নাম : ....
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :
সাক্ষী : ২। নাম :	সাক্ষী : ২। নাম : ....
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :

পরিশিষ্ট

বিনির্দেশ :

পণ্য / প্যারামিটার		সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)	আতপ চাল (সর্বোচ্চ)
(১)	আর্দ্রতা	১৪%	১৪%
(২)	বড় ভাঙ্গা দানা	৬%	৮%
(৩)	ছোট ভাঙ্গা দানা	২%	৫%
(৪)	বিনষ্ট দানা	০.৫%	১% (৩টি একত্রে)
(৫)	মরা দানা	০.৫%	
(৬)	বিবর্ণ দানা	০.৫%	
(৭)	ভিন্ন জাতের মিশ্রণ	৮%	৮%
(৮)	বিজাতীয় পদার্থ	০.৩%	০.৩%
(৯)	ধান প্রতি কেজিতে	১টি	২টি
(১০)	অর্ধসিদ্ধ দানা	১%	-
(১১)	খড়িময় দানা	-	১%
(১২)	ছাঁটাই	উত্তম	উত্তম

-চালের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ স্বাভাবিক হতে হবে।

-কেবলমাত্র স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ মৌসুমের ধান থেকে উৎপাদিত চাল সংগ্রহযোগ্য হবে।

সংজ্ঞা :

(১) **সিদ্ধ চাল :** ছাঁটাইয়ের পূর্বে ধানের স্টার্চকে পূর্ণ বা আংশিক আঁঠালো করার উদ্দেশ্যে ধান পানিতে ভিজিয়ে ও গরম বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকানোর পর ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(২) **আতপ চাল :** ধান শুকিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(৩) **আর্দ্রতা :** প্রাকৃতিকভাবে ধারণকৃত শস্যদানার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ।

(৩) **আস্ত দানা :** যে সকল দানার দৈর্ঘ্য চালের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের $\frac{৩}{৪}$ অংশ বা তদূর্ধ্ব।

(৫) **বড় ভাঙ্গা দানা :** যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের $\frac{১}{২}$ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু $\frac{৩}{৪}$ অংশের নিম্নে।

(৬) **ছোট ভাঙ্গা দানা :** যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের $\frac{১}{৪}$ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু $\frac{১}{২}$ অংশের নিম্নে।

(৭) **বিনষ্ট দানা :** যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কীটাক্রান্ত অথবা পানি, ছত্রাক বা অন্য কোনো উপায়ে দৃশ্যত বিনষ্ট।

(৮) **মরা দানা :** যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কালো বর্ণের।

(৯) **বিবর্ণদানা :** যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।

(১০) **ভিন্ন জাতের মিশ্রণ :** যে সকল জাতের আস্ত বা ভাঙ্গা দানা সংগ্রহযোগ্য চালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্ট জাতের চালের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে দৃশ্যত ভিন্ন।

(১১) **বি জাতীয় পদার্থ :** চাল ও ধান ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১২) **অর্ধ সিদ্ধ :** কম সিদ্ধ হওয়ার কারণে যে সকল দানার মাঝখানে গোলাকৃতি সাদা রং বিদ্যমান।

(১৩) **খড়িময় দানা :** যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার অর্ধেক বা ততোধিক অংশের বহিরাবরণ খড়িমাটির ন্যায় সাদা বর্ণের।

(১৪) **উত্তম ছাঁটাই :** ধান হতে তুষ, কুঁড়ার বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণ দূরীভূত হলে যে চাল পাওয়া যায়; ওই চালে অনধিক ৫% দানার দৈর্ঘ্য বরাবর কুঁড়ার অভ্যন্তরীণ আবরণের অংশবিশেষ থাকতে পারে।

পরিশিষ্ট 'ছ'

স্মারক নং-১। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৫-২০১৬ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৩.১৮.০১৪.২০১৩-৪১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৩.১৮.০১৪.২০১৩-৪১ তারিখ : ২৯-০৫-২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয় : **ধান ছাঁটাইয়ের জন্য মিলিং কমিশন পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র : খাদ্য অধিদপ্তরের পত্র সংখ্যা-১৩.০১.০০০০.০৯২.৩২.০২৬.৯৩-৯৫. খন্ড-২-৯০৮, তারিখ : ২৪ মে ২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধান ছাঁটাইয়ের জন্য মিলিং কমিশন সরকার নিম্নরূপভাবে পুর্নর্নির্ধারণ করেছেন :

মিলিং কমিশন :

(১) হাস্কিং ও মেজর - টাকা ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ টাকা) প্রতি মেঃটন।

(২) স্বয়ংক্রিয় - টাকা ৮৫০ (আটশত পঞ্চাশ টাকা) প্রতি মেঃটন।

২। ইহা অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১০ এর নীতি ১৮ (চ) এর স্থলে প্রতিস্থাপিত হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(শিরীনা দেলহর)
উপ-সচিব (অভ্যঃ সংগ্রহ)
বিকল্প কর্মকর্তা।

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্তি সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৬, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/০৬ জুলাই ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২১৭-আইন/২০০৮।— Control of Essential Commodities Act, 1956 (E.P. Act No. 1 of 1956) section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আদেশ চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,—

(ক) "আইন" অর্থ (Control of Essential Commodities Act, 1956 (E.P. Act No. 1 of 1956);

(খ) "ছাটাই" অর্থ ধান হইতে খোসা অপসারণ এবং খোসা অপসারিত চাউল মসৃণকরণের যে কোনো প্রক্রিয়া;

(গ) "ফরম" অর্থ এই আদেশের সহিত সংযুক্ত ফরম;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ঙ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং এই আদেশের অধীন কোনো কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৩। **সরকার কর্তৃক চাউল সংগ্রহকরণ।**—সরকার অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাউল কল মালিকগণের নিকট হইতে সময় সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৪। **ধান ছাঁটাইকরণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।—(১)** সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি দ্বারা ধান ছাঁটাইকরণ, ধান ও চাউল ক্রয়-বিক্রয় এবং চাউলজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) সরকার এই আদেশের অধীন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন বা মূল লাইসেন্স বিবর্ণ, হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবে।

(৩) সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা এই আদেশের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের ফিস নির্ধারণ, ফিস পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং লাইসেন্সের বৈধতার সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৫। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন, ইত্যাদি।—(১)** এই আদেশের অধীন লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট ফরম-**১** এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার ফরম-১ এ প্রদত্ত তথ্য যাচাইপূর্বক আবেদনকারীকে ফরম-২ তে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৩) লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ধান ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্যশস্য সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার চাউল কলে ছাঁটাই করিতে পারিবে না।

(৪) প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার চাউল কলে মজুদ, সংগৃহীত, ছাঁটাইকৃত, বিলিকৃত এবং অবশিষ্ট ধান ও চাউল সম্পর্কে প্রতি পনের দিন অন্তর একটি প্রতিবেদন ফরম-৩ এ এবং চাউল কলের জন্য মজুদকৃত ধান ও চাউলের পরিমাণ ও গুদামের অবস্থান সম্পর্কে ঘোষণাপত্র ফরম-৪ এ সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন দাখিলকৃত কোনো প্রতিবেদন বা বিবরণীতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে তিনি আইনের ধারা ৬ এর অধীন দণ্ডিত হইবেন।

৬। **ব্যবসা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলি।—(১)** এই আদেশের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তাহার ব্যবসা পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সরকারের নিকট লিখিত আবেদনক্রমে তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্স প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৩) সরকার উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনাক্রমে আবেদনকারী ব্যক্তির লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন লাইসেন্স প্রত্যাহার করিবার পর আবেদনকারী ব্যক্তি তাহার ব্যবসা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৭। **ধান ও চাউল ক্রয়-বিক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত বিধান।**—লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ধান ও চাউল ক্রয়-বিক্রয় ও বিতরণ সম্পর্কিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করিবেন।

৮। **চাউল ক্রয় চুক্তি সংক্রান্ত বিধান।**—সরকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির সহিত ছাঁটাইকৃত চাউল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ ছাঁটাইকৃত চাউল সরকারের নিকট সরবরাহ করিবেন।

৯। **সরকারের নিকট চাউল সরবরাহ সংক্রান্ত বিধান।**—অনুচ্ছেদ ৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাহার চাউল কল হইতে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে ও পরিমাণে ছাঁটাইকৃত চাউল সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরকারের নিকট উক্তরূপ ছাঁটাইকৃত চাউল সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০। **লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত স্থান হইতে ধান ক্রয় সংক্রান্ত বিধান।**—লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত কোনো স্থান হইতে ধান ক্রয় করিলে উক্ত ব্যক্তি সরকারকে ফরম-৫ এ উক্ত ক্রয় সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

১১। **লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ।**—(১) এই আদেশের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত বা এই আদেশের কোনো বিধান লংঘন করিলে, সরকার, পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদানপূর্বক উক্ত ব্যক্তির লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল বা ক্ষেত্রমত বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত আপীল বা পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। **চাউল কল পরিদর্শন, ইত্যাদি।**—(১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাউলকলে মজুদকৃত চাউল ও ধান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাউলকল পরিদর্শন এবং ধান ও চাউলের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান অনুযায়ী পরিদর্শনের সময় লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তদকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি পরিদর্শনকারী ব্যক্তিকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

১৩। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ।**—এই আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আদেশ বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bengal Rice Mills Control Order-1943, অতঃপর বিলুপ্ত Order বলিয়া উল্লিখিত, রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও বিলুপ্ত Order এর অধীন গৃহীত সকল কার্যক্রম এই আদেশের অধীন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ছবি

ফরম-১

[অনুচ্ছেদ ৫(১) দ্রষ্টব্য]

চাউল কল লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফরম

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :
....
....

২। চাউল কলের অবস্থান (মিলের নাম, যদি থাকে) এবং ঠিকানা :
....
....

৩। মিলের বিবরণ :

- মিলের ধরন : ....
- চিমনীর উচ্চতা : ....
- রাবার শেলার/রবার রোলার/এঙ্গেলবার্গ : ....
- চাতালের পরিমাপ : ....
- মোটর সংখ্যা ও ক্ষমতা : ....
- গুদামের অবস্থান ও ধারণ ক্ষমতা : ....

৪। মিলের জমির মালিকানার ধরন : ....
(মালিকানা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি সংযুক্ত করিতে হইবে)

৫। বিদ্যুৎ বিভাগের সংযোজন/ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ : ....
(ছাড়পত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের স্মারক নং ও তারিখ : ....
(ছাড়পত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি এই আবেদনে উল্লিখিত চাউল কলের মালিক। আমি বাংলাদেশ চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ ও ফরম-২ এ বর্ণিত লাইসেন্সের শর্তাদি সাথে পাঠ করিয়াছি এবং উহার সকল শর্তাবলি মানিয়া চলিবার অঙ্গীকার করিতেছি।

তারিখ : আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-২

[অনুচ্ছেদ ৫(২) দ্রষ্টব্য]

ছবি

চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ এর বিধান মোতাবেক লাইসেন্স ফরম

লাইসেন্স নং .... তারিখ .... চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ বিধানসমূহ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলি সাপেক্ষে জনাব : .... পিতার নাম : .... গ্রাম : .... ডাকঘর : .... থানা : .... জেলা : .... জাতীয় পরিচয়পত্র নং .... কে এতদ্বারা ধান ছাঁটাইকরণ ও তদসংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। লাইসেন্সধারী নিম্নলিখিত স্থানে ধান ছাঁটাইকরণ ও তদসংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনা করিবেন। (ঠিকানা) .... ।

বিঃদ্রঃ- যদি একই ব্যক্তি একাধিক স্থানে ধান ছাঁটাইকণের ব্যবসা করেন, তাহা হইলে ঐরূপ প্রত্যেকটি স্থানের জন্য পৃথক পৃথক লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঐরূপ প্রত্যেকটি স্থানের জন্য ৩য় অনুচ্ছেদে বর্ণিত রিটার্ন পৃথকভাবে দাখিল করিতে হইবে।

৩। লাইসেন্সধারী প্রতি পক্ষকালের মধ্যে (প্রত্যেক মাসের ১লা হইতে ১৫ই এবং ১৬ই হইতে মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত) চাউল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৮ এর আদেশের তফসিলে বর্ণিত ৩নং ফরমে সরকারের নিকট রিটার্ন দাখিল করিবেন যাহা পক্ষকাল শেষ হওয়ার পর পাঁচ দিনের মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের নিকট উহা পৌঁছাইতে হইবে।

৪। লাইসেন্সধারী লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত স্থান হইতে কোন্ পরিমাণ ধান ক্রয় করিলে তাহা এই আদেশের তফসিলে বর্ণিত ফরম-৫ অনুযায়ী এই আদেশের অধীনে ডেপুটি কমিশনারের নিকট অবহিত করিবেন।

৫। সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অনুসারে লাইসেন্সধারী, ছাঁটা চাউল অথবা ছাঁটা হইতেছে এমন ধান বিশেষ রীতি-নীতি এবং বিশেষ মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত করিবেন।

৬। কি পদ্ধতিতে লাইসেন্সধারী তাহার হিসাব ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং কোন্ ভাষায় তাহার হিসাব রেজিস্টার ও রিটার্নসমূহ লিখিত হইবে তৎসম্পর্কে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশাবলি লাইসেন্সধারী মানিয়া চলিবেন।

৭। হিসাব ও মওজুদ ধান বা চাউল যেখানেই থাকুক না কেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত সকল সময়ে পরিদর্শনের জন্য এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ঐ ধান বা চাউলের নমুনা সংগ্রহের জন্য সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তিকে লাইসেন্সধারী সব রকমের সুবিধাদি প্রদান করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—এই লাইসেন্স .... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং লাইসেন্স এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৩০ দিন পূর্বে উক্তরূপ লাইসেন্স নবায়ন করিতে হইবে।

মিলের বিবরণ	
●মিলের ধরন	: ....
●দৈনিক/পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা	: ....
●মোটর সংখ্যা ও ক্ষমতা	: ....
●চাতালের পরিমাপ	: ....

....

লাইসেন্সধারীর স্বাক্ষর

লাইসেন্স প্রদানকারী অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল মোহর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-৩

[অনুচ্ছেদ ৫(৪) দ্রষ্টব্য]

চাউল কলের মজুদ, প্রাপ্তি, উৎপাদন, বিলি এবং অবশিষ্ট ধান ও চাউলের পাক্ষিক রিটার্ন

প্রতিবেদনের সময়কাল : ....

নাম .... লাইসেন্স নম্বর ....

ঠিকানা ....

দৈনিক ছাঁটাই ক্ষমতা ....

বিবরণী	পরিমাণ (মেঃ টনে)	
	ধান	চাউল
১) পাক্ষিকের প্রারম্ভে মজুদের পরিমাণ :		
২) এই পক্ষে ছাঁটাইয়ের জন্য প্রাপ্ত ধানের পরিমাণ :		
৩) মোট (শুধু ধানের জন্য) পরিমাণ :		
৪) এই পক্ষে ছাঁটাইকৃত ধানের পরিমাণ :		
৫) ৪ নম্বর আইটেমে বর্ণিত ধান ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলিত চাউলের পরিমাণ :		
৬) এই পক্ষে বিক্রয় বা অন্যভাবে নিষ্পন্ন চাউলের পরিমাণ :		
৭) পাক্ষিকের শেষে মজুদের পরিমাণ :		

....
লাইসেন্সধারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

ও

লাইসেন্স নং :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-৪

[অনুচ্ছেদ ৫(৪) দ্রষ্টব্য]

চাউল কলের জন্য মজুদকৃত ধান ও চাউল এর পরিমাণ এবং গুদামের অবস্থান সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র

প্রতিবেদনের সময়কাল : ....

লাইসেন্সধারীর নাম	গুদামের ঠিকানা ও ধারণ ক্ষমতা	মজুদ পরিমাণ (মেঃ টনে)		মন্তব্য
		চাউল	ধান	

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক।

....

লাইসেন্সধারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

ও

লাইসেন্স নং :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম-৫

[অনুচ্ছেদ ১০ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত স্থান হইতে প্রাপ্ত ধানের হিসাব বিবরণী

প্রতিবেদনের সময়কাল : ....

বিবরণী	ধান (মেঃ টন)	উৎস (জেলার নাম)
১। **পাক্ষিকের প্রারম্ভে চাউল কলের গুদামে মজুদকৃত ধানের পরিমাণ :**		
২। **এই পাক্ষিকে লাইসেন্সে বর্ণিত এলাকা বহির্ভূত স্থান হইতে প্রাপ্ত ধানের পরিমাণ :**		
৩। **এই পাক্ষিকে প্রাপ্ত মোট ধানের পরিমাণ :**		
৪। **পাক্ষিক শেষে মজুদ :**		
৫। **ধান থেকে প্রাপ্ত ফলিত চালের (ছাঁটাই করা হলে) পরিমাণ :**		
৬। **ক্রয়কারী জেলার নাম :**		

....

লাইসেন্সধারীর স্বাক্ষর

ও

লাইসেন্স নং :

তারিখ :

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর : ১৩.০০.০০০০.০৪৩.১৮.০১৪.২০১৩.০৭

তারিখ : ৩০ পৌষ ১৪২৬ / ১৩ জানুয়ারি ২০২০

বিষয় : **আমন ধান-চালের ছাঁটাই অনুপাত ও সব ধরণের ধানের মিলিং ব্যয় পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র : ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৭৫.১৯.১১৬, ১৪ জুন ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে আমন ধান-চালের ছাঁটাই অনুপাত ও সব ধরণের ধানের মিলিং ব্যয় সরকার নিম্নরূপভাবে পুনঃ নির্ধারণ করল :

(ক) অটোমেটিক রাইস মিলের মিলিং ব্যয় প্রতি মে.টনে ১২৫০.০০ টাকা;

(খ) মেজর ও হাসকিং মিলের মিলিং ব্যয় প্রতি মে.টনে ১১৫০.০০ টাকা;

(গ) অটোমেটিক এবং মেজর ও হাসকিং মিলের ক্ষেত্রে আমন ধানের ফলিত চালের অনুপাত আমন ধান : চাল = ৬০:৩৯.৮৭৫, অর্থাৎ ১০০:৬৬.৪৫৮;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এবং খাদ্য অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ ও ছাঁটাই সংক্রান্ত জারিকৃত অন্যান্য আদেশগুলো চুক্তির শর্ত হিসেবে গণ্য হবে;

(ঙ) পুনঃ নির্ধারিত এ ছাঁটাই ব্যয় ও আমন ধান-চালের ছাঁটাই অনুপাত আমন ২০১৯-২০২০ মৌসুম হতে প্রযোজ্য হবে।

২। ইহা অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ২৪নং ক্রমিকের (পরিশিষ্ট-ছ) এবং ধান ও ফলিত চালের ছাঁটাই অনুপাত ২৩নং ক্রমিকের ‘ক’ এর স্থলে প্রতিস্থাপিত হবে। ২৩নং ক্রমিকের ‘খ’ অপরিবর্তিত থাকবে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ শামীম হাসান

উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ৫, ২০১৪

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

পাট-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ জানুয়ারি ২০১৪

নং **২৪.০০.০০০০.১১৯.২২.০১৪.১২(অংশ-৪)-১২**—পাটজাত মোড়ক দ্বারা পণ্য মোড়কজাতকরণ ও পাটজাত মোড়কের ব্যবহার, বিতরণ, উৎপাদন ও সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" এর ৫ নং ধারা অনুযায়ি গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের নিমিত্ত সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন :

(১) ধান, চাল, গম ও সারের জন্য সরকার ও করপোরেশন কর্তৃক পাটের বস্তা ক্রয়ের ক্ষেত্রে "বিজেএমসি ৫০% হারে এবং বিজেএমএ এর সদস্য পাটকলসমূহ ৫০% হারে পাটের বস্তা সরবরাহ" এর পরিবর্তে বিজেএমসি ৫০% হারে এবং বেসরকারি উৎস ৫০% হারে পাটের বস্তা সরবরাহ করবে।

(২) বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনির ক্ষেত্রে ২০ কেজি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ পণ্য মোড়কীকরণে বাধতামূলকভাবে পাটের বস্তা ব্যবহার করতে হবে।

২। উক্ত আইনের ৭ (৩) ধারামতে অত্র আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমা বেগম
যুগ্মসচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd
(৩৭৮৫)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর : ১৩.০০.০০০০.০৪৭.০৭.০০২.১৯.১৬৫ তারিখ : ২৩ ভাদ্র ১৪২৭ / ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয় : **৩০ কেজি ধারণক্ষম ৩১৪ গ্রাম ওজনের বস্তার পরিবর্তে অনুমোদিত ৩৬০ গ্রাম ওজন সম্পন্ন বস্তার প্রকরণ সংশোধন।**

সূত্র : খাদ্য অধিদপ্তরের ১৬-০৮-২০২০ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.০১৫.১১.২৪২ নম্বর স্মারকপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে উল্লিখিত বিনির্দেশ অনুযায়ী ৩০ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩৬০ গ্রাম ওজনের হেসিয়ান বস্তা ক্রয়ের অনুমোদন নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো :

বিনির্দেশ :	
	"৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন হেসিয়ান বস্তা সাইজ দৈর্ঘ্য ৮৬.৩৬ সেঃমিঃ প্রস্থ ৪৫.৭২সেঃ মিঃ, ওজন ৩৬০ গ্রাম (৩৪"/১৮", ওজন .৮০ পাউন্ড) পোর্টার ও শটস ১১/১২ এক্সক্লুথ ৩৬"-১৩.৭২ আউন্স/৪০" সেলাইঃ হেমড এট মাউথ, সাইড এন্ড বটম হেরাকল, স্টিচ/ডিএমঃ ৯-১১ (সেলাইসুতা ৯পাঃ/৩ প্লাই) এন্ড সেফটি সেলাই (সেলাইসুতাঃ ৯ পাউন্ড/২ প্লাই) বিডিএস ৯০৬-১৯৭৯ অনুযায়ী বুনন, ওজন ও সেলাই যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত এবং প্রতি বস্তার গায়ে (একপিঠে) সংযুক্ত স্টেনসিল থাকতে হবে"।

০২। উপর্যুক্ত বিনির্দেশ মোতাবেক গুণগতমান নিশ্চিত করে ৩৬০ গ্রাম ওজনের বস্তা ক্রয় করতে হবে।

আবুল কালাম আজাদ
উপসচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-খাদুব্যম/সর-২/ছালা-১/২০০৯/২৬৯ তারিখ : ১৯ আশ্বিন ১৪১৬ / ৪ অক্টোবর ২০০৯

বিষয় : বর্তমান প্রচলিত ৮৫ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বস্তার পরিবর্তে ৫০ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বস্তা ক্রয় ও ব্যবহারের অনুমোদন।

সূত্র : খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং-সপ/বস্তা-০২/০৯-১০/৯৫৯, তারিখ : ৮-৯-২০০৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেবর্ণিত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব মোতাবেক ছোট সাইজের (বর্তমানে ব্যবহৃত ৪৪"×২৬.৫" সাইজের পরিবর্তে ৩৭"×২২.৫× সাইজ) বস্তা ক্রয় ও ব্যবহারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল।

অনতিবিলম্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২৫% বস্তা (নতুন ছোট সাইজের) বেসরকারি খাত হতে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(মোহাম্মদ মাহফুজুল হক)
উপ-সচিব (সরবরাহ-২)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www. dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর : ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.০১৫.১১.২৫৫ তারিখ : ১৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ৩১ আগস্ট ২০২০

বিষয় : **খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চুক্তির আওতায় সরবরাহকৃত বস্তা সাইলো, সিএসডি ও এলএসডিসমূহে গ্রহণের পূর্বে বস্তার মান যাচাই কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে মান যাচাইপূর্বক কোয়ালিটি সনদ প্রদান।**

সূত্র : সংগ্রহ বিভাগের ১৬/০৮/২০২০ খ্রি. তারিখের ২৪৪ (ই-নথি) নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের অনুবৃত্তক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চুক্তির আওতায় চুক্তিকৃত কেন্দ্রসমূহে সরবরাহকৃত বস্তার মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে মান যাচাই কমিটি কর্তৃক মান যাচাইপূর্বক বস্তার প্রাপ্তি সদন (কোয়ালিটি সার্টিফিকেট) ইস্যু করণের জন্য পূর্বে ৬টি নির্দেশনা প্রদান করে পত্র জারি করা হয়েছে। এক্ষণে জারিকৃত পত্রে প্রদত্ত ৬টি নির্দেশনার সাথে আরও একটি নির্দেশনা যুক্ত করা হলো, যা নিম্নরূপ :

(ক) সংশ্লিষ্ট বস্তা সরবরাহকারী বেসরকারি মিলটি যদি প্রাপক কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থিত হয় তাহলে প্রাপক কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট মিলে বস্তা বেলবদ্ধ করার পূর্বে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। উক্ত প্রতিনিধি সরেজমিনে বস্তা যাচাই করে বেলবদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করতঃ প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবেন।

(খ) অপরদিকে সংশ্লিষ্ট বস্তা সরবরাহকারী বেসরকারি মিলটি যদি সংশ্লিষ্ট প্রাপক কেন্দ্র বহির্ভূত অন্য জেলায় অবস্থিত হয় তাহলে সেই জেলার (যে জেলায় মিল অবস্থিত) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট মিলে বস্তা বেলবদ্ধ করার পূর্বে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। উক্ত প্রতিনিধি সরেজমিনে বস্তা যাচাই করে বেলবদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করতঃ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট বস্তা সরবরাহকারী জুট মিল কর্তৃপক্ষ প্রেরিতব্য বস্তা বেলবদ্ধ করার পূর্বে স্থানীয় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক-কে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অবহিত করবেন এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করে প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে পত্র জারি করবেন।

(ঘ) বস্তার মান যাচাইয়ের জন্য প্রেরিত প্রতিনিধি কমপক্ষে ২য় শ্রেণির পদমর্যাদা সম্পন্ন হতে হবে।

সারোয়ার মাহমুদ

মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর : ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.০১৫.১১.২৪৪

তারিখ : ০১ ভাদ্র ১৪২৭ / ১৬ আগস্ট ২০২০

বিষয় : **খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চুক্তির আওতায় সরবরাহকৃত বস্তা সাইলো, সিএসডি ও এলএসডিসমূহে গ্রহণের পূর্বে বস্তার মান যাচাই কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে মান যাচাইপূর্বক কোয়ালিটি সনদ প্রদান।**

সূত্র : ১। সংগ্রহ বিভাগের ২৩/০৯/২০০৮ খ্রি. তারিখের সপ/ছালা-১৫/২০০৬-০৭/২০৫৪(৬) নং স্মারক।

২। সংগ্রহ বিভাগের ২৭/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.২৩৭.১৯-১১৬৭(১২) নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ে কারো কারো মধ্যে ধারণা বিদ্যমান আছে যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়কৃত বস্তা চলাচল সূচি অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বস্তা ক্রয়ের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন ও সর্বনিম্ন দরদাতা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সুনির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখপূর্বক চুক্তি সম্পাদিত হয়। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ মিল প্রাপক কেন্দ্রে বস্তা সরবরাহ করে থাকে। বস্তা সরবরাহের মেয়াদ এবং প্রাপক কেন্দ্রের নাম উল্লেখপর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে বস্তার নমুনাসহ বস্তা গ্রহণ সংক্রান্তপত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

সূত্রস্থ ১নং স্মারকে সাইলো, সিএসডি ও এলএসডিসমূহে সরবরাহকৃত বিনির্দেশসম্মত বস্তা সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে একটি বস্তা গ্রহণ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। সম্প্রতি খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনকালে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিনির্দেশ বহির্ভূত বস্তার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। এ থেকে বস্তা গ্রহণ মনিটরিং কমিটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না মর্মে প্রতীয়মান হয়, যা অনভিপ্রেত।

এমতাবস্থায়, বিনের্দেশসম্মত বস্তা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো :

১। সরবরাহকারী কর্তৃক বস্তা সাইলো, সিএসডি ও এলএসডিসমূহে পৌঁছানোর অব্যবহিত পরই রক্ষণ প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক/গুদাম কর্মকর্তা বস্তা গ্রহণ মনিটরিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ক্ষুদে বার্তা/ফোন কল এর মাধ্যমে অবহিত করে বস্তা খালাসের ব্যবস্থা করবেন।

২। রক্ষণ প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক/গুদাম কর্মকর্তা থেকে বার্তা প্রাপ্তির পর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক যাচাই কাজ শুরু করার পূর্বে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক-কে ক্ষুদে বার্তা/ফোন কলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। অতঃপর বস্তা গ্রহণ মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ দ্রুততম সময়ে বস্তা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত সরবরাহকৃত বস্তার ১০% বেল কেটে মান যাচাই করবে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে যাচাইকৃত বেলে বিনির্দেশ বহির্ভূত বস্তা পাওয়া গেলে উক্ত লটে সরবরাহকৃত সমুদয় বস্তার মান যাচাই করতে হবে।

৩। বস্তা সরবরাহকারী কোনো প্রতষ্ঠান কর্তৃক বিনির্দেশ বহির্ভূত বস্তা সরবরাহ করা হলে সরবরাহকৃত ক্রুটিযুক্ত বস্তার নমুনা গ্রহণ করতে হবে। উৎপাদনজনিত ক্রুটি (Manufacturing Defect) থাকলে ক্রুটিযুক্ত বস্তা ফেরত দিয়ে সংগ্রহ বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে। উৎপাদনজনিত ক্রুটি (Manufacturing Defect) ব্যতিত প্রতারণামূলক কাজ (পুরাতন বস্তা সরবরাহ) এর প্রমাণ পাওয়া গেলে সূত্রস্থ ২নং স্মারকে প্রেরিত পত্রের অন্তর্ভুক্ত সারণি পূরণ পূর্বক সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ও ত্রুটিপূর্ণ বস্তার নমুনাসহ খাদ্য অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৪। বস্তা যাচাই মনিটরিং কমিটির পাশাপাশি স্ব-স্ব আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক তাঁর আওতাধীন জেলাসমূহে রুটিন পরিদর্শনকালে অবশ্যই কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত বস্তা দৈবচয়নের ভিত্তিতে পুনঃযাচাই (Cross Verification) করে পরিদর্শন বহিতে প্রাপ্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করবেন। বস্তা গ্রহণে অনিয়ম বা বিনির্দেশ বহির্ভূত বস্তা পাওয়া গেলে দায়-দায়িত্ব নিরূপণসহ খাদ্য অধিদপ্তরে প্রতিবেদন দিবেন।

৫। বিনির্দেশ বহির্ভূত বস্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে বস্তা গ্রহণ মনিটরিং কমিটি এবং বস্তা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে দায়ী থাকবে।

৬। কমিটি কর্তৃক মান যাচাইয়ের কাজটি সম্পন্নকরণে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হবে।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক।

CONTRACT

SIGNED BETWEEN

Directorate of Food

MINISTRY OF FOOD

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

16, Abdul Gani Road, Dhaka

AND

Prodintorg

JOINT STOCK COMPANY

Foreign Economic Corporation

Under

The Ministry of Agriculture

Of

The Russian Federation

For

PURCHASE OF MILLING WHEAT IN THE FY 2018-2019

QUANTITY 1,00,000 (One hundred thousand) (±10%) MT

Contract No : G to G-03

Dated: 13/05/2019

CONTRACT FOR SALE AND PURCHASE OF MILLING WHEAT

This contract (Contract No: G to G-03) is made on this 13th day of May, 2019 between the Government of the people's Republic of Bangladesh represented by the Directorate of Food, Ministry of Food (hereinafter referred to as the "buyer") and Prodintorg, Joint Stock Company, Foreign Economic Corporation under The Ministry of Agriculture of the Russian Federation (hereinafter referred to as the "seller") for the purchase of 1,00,000 (One hundred thousand) (±10% at the seller's option) metric tons (m.t.) Milling wheat.

Whereas the buyer intended to purchase milling wheat of the quantity and specification at the price hereinafter contained;

and

Whereas the seller has agreed to sell the said quantity of wheat on the terms and conditions hereinafter following:

Now, therefore, the buyer and seller hereto have agreed as follows :

CLAUSE-1: QUANTITY :

The buyer shall purchase and the seller shall sell 1,00,000 (One hundred thousand) (±10% at the seller's option) metric tons (m.t.) of milling wheat from crop 2018 or latest of Russian origin in bulk.

CLAUSE-2: QUALITY SPECIFICATION OF MILLING WHEAT :

(i) Milling wheat to be supplied shall be crop of 2018 or latest of Russian origin in good condition, fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration, free from obnoxious and deleterious matters and poisonous weed seeds. Wheat must be free from insect infestation, free from Tilletia indica (Kernel bunt) and shall be of the following specification :

Quality Parameters	Specification	Rejection
(i) Test weight (minimum)	76 kg/hl	below 76 kg/hl
(ii) Damaged kerels (maximum)	3%	above 3%
(iii) Foreign material (maximum)	0·7%	above 0·7%
(iv) Shrunken & broken kernels (maximum)	4%	above 4%
(v) Wheat of other classes	4% (including maximum 2% contrasting classes)	above 4% (including maximum 2% contrasting classes)
(vi) Protein content (minimum)	12·5% (at Dry Matter Basis)	below 12·5% (at Dry Matter Basis)
(vii) Moisture content (maximum)	13·5%	above 13·5%
(viii) Dockage (maximum)	1% (All dockage shall be deductible from the value)	above 1%
(ix) Radioactivity (maximum)	50 Bg/Kg of ^{137} Cs (Relaxable for the crop of SAARC & South-East Asian Countries)	above 50 Bq/Kg of ^{137} Cs (Relaxable for the crop of SAARC & South-East Asian Countries)

(ii) **Organoleptic properties**: Bright, clear appearance, natural smell and colour.

CLAUSE-3: PACKING :

No packing is required while carrying the cargo in ship. The seller shall deliver wheat in bulk (for silo) and in bags (for jetty).

CLAUSE-4: MARKING :

Marking is not required.

CLAUSE-5: PERIOD OF SHIPMENT :

(i) The seller shall make shipment of 1,00,000 (One hundred thousand) MT (10% more or less at the seller's option) of wheat to Chittagong port (60%) and Mongla port (40%) within 90 (ninety) days from the date of opening of the letter of credit. The name of loading port(s) and date of sailing of vessel(s) shall be intimated by the seller to the buyer before the commencement of loading.

(ii) If the seller requires an extension of the delivery or shipment period mentioned in sub-clause *(i)* or a reasonable time, it shall promptly notify the Directorate of Food (hereinafter referred to as the 'Procuring Entity') in writing as to the probable duration of such extension and the reasons thereof. Soon after the receipt of the seller's notice, the procuring entity shall evaluate the notice in the light of the prevailing situation and if it appears from such evaluation that the duration of such extension and the reasons thereof are justified, the procuring entity may, at its discretion, extend the delivery or shipment period up to maximum 15 (fifteen) days.

(iii) If further extension of the delivery or shipment period is necessary after expiry of above 15 (fifteen) days, the procuring entity shall require the proposal of the seller in respect of such extension to be sent to the buyer, stating the probable duration of extension and the rationale thereof. Then the buyer shall, subject to the imposition of liquidity damages stated hereunder on the quantity supplied in further extended period, extend the delivery or shipment period for such time as it may deem reasonable. The liquidated damages shall be one half of one percent (0.5%) of the contract value per week or any part thereof. But the amount of liquidated damages shall not be more than five percent (5%) of the contract value.

(iv) If the whole or part of the cargo is rejected as per clause-10 of the contract or the buyer refuses to accept the shipping documents, not furnished as per contract, of the vessel carrying the cargo, the procuring entity may, at its discretion, extend the delivery or shipment period up to maximum 40 (forty) days without liquidated damage for replacement of the cargo.

In that case, within 10 days from the date of No-Objection Certificate (NOC) issued by the buyer, the seller has to submit the application for the replacement of the cargo and accordingly the seller will be given the permission for the replacement, within 10 days from the date of receipt of the request letter from the seller accordingly.

(v) Each of such extension shall, after approval thereof either by the procuring entity or by the buyer under sub-clauses (ii), (iii), (iv) above respectively have to be ratified by amending the contract.

CLAUSE-6: PRICE :

The price of wheat shall be (US$ 267.30 (USD Two hundred sixty seven and cent three zero) only per MT net weight CIF liner out term (Cost of the cargo, insurance and freight including stevedoring are on seller's account) for Chittagong port (60%) and Mongla port (40%) (Lighterage of the mother vessel if required to attain the permissible draught for Chittagong port and Mongla port shall be borne by the seller). All taxes, duties and other charges levied on wheat by the Government or other authorities in the load port/load country shall be borne by the seller.

CLAUSE-7: TRANSPORTATION :

(i) The vessel carrying the wheat shall have fast speed. It shall not call at any port for taking additional cargo but shall proceed from the port of shipment to the port of destination directly.

(ii) Partial shipment shall be allowed for full capacity of the vessel and there shall be one Bill of lading (B/L) for one vessel. The seller shall fix vessels separately for Chittagong port and Mongla port. Single Bill of lading (B/L) shall be issued for single vessel. Provided that if a single vessel carries the whole contracted quantum of wheat, there shall be two B/L. One for Chittagong port and the other for Mongla port. However, seller shall also have the right to fix bigger vessels to discharge cargo in the said two ports on 60 : 40 ratio basis.

(iii) The vessel carrying the cargo shall be geared vessel of such permissible length and draft as will be able to enter Chittagong and Mongla port jetty/berth. No vessel exceeding 25 (twenty five) years of age shall be chartered.

(iv) Transshipment shall not be allowed.

(v) The following shall be kept in view while fixing vessel :

(a) The vessel shall be suitable for the bulk transportation and fully geared and classed as per Lloyd's Classification 100Al or by equivalent classification having trouble free crane and derricks and the vessel shall possess valid certificate relating thereto. The vessel shall possess all her survey certificates valid up to the end of the voyage under the contract to show that the vessel is seaworthy during the voyage.

(b) The seller shall sign charter party with well-reputed/established ship owner(s), who is a member of a recognized conference line and is authorized to issue liner B/L. The seller's contract with the ship owner will be as per the Carriage of Goods by Sea Act, 1925 (Act XXVI of 1925) of Bangladesh.

(c) The seller while nominating any vessel for transportation of wheat shall inform the buyer, the full particulars of the vessel as required under sub-clause *(iii)* and *(v)* above.

(vi) Israel Flag vessel(s) are not to be chartered.

(vii) The seller shall undertake to give or cause to be given fast Email/Telegraphic/fax notice of vessel's arrival at the port of Chittagong & Mongla to the buyer (The Directorate of Food, Dhaka E-mail:dg@dgfood.gov.bd Fax:880-2-9556067), the Director procurement E-mail Address: dproc@dgfood.gov.bd, Fax : 880-2-9556302, the Director of Movement, Storage and Silos (Cable Address: MOVESTORE, DHAKA, E-mail:dmss@dgfood.gov.bd. Fax: 880-2-7110694) Controller of Movement and Storage, Chittagong/Mongla (for Chittagong/Mongla port) (Cable Address: MOVEMENT CHITTAGONG, Fax: 880-31-726238, MOVEMENT KHULNA, Fax: 880-41-733362, Deputy Secretary (Procurement). Ministry of Food (E-mail:dsprocurement@mofood.gov.bd., Fax: 880-2-9515025), and the bank through which Letter of Credit (L/C) will be opened. The telegraphic/fax notice shall be given at least 5 (five) days before the vessel's arrival at the port of Chittagong & Mongla and shall contain the following information :

(a) *(i)* Contract number, *(ii)* Name of Ship, *(iii)* Ship's agent in Bangladesh, *(iv)* Cargo and Quantity, *(v)*Port of Sailing, *(vi)* Date of Sailing, *(vii)* Expected date of arrival at the port of Chittagong & Mongla and *(viii)* Stowage plan.

(b) Failing to do so, any loss incurred by the buyer on this account shall be at the seller's account.

(viii) All costs in connection with lighterage or lightening at the port of discharge shall be on seller's account. The buyer shall receive the cargo at Chittagong/Mongla Jetty/Silo on CIF liner out term after 100% weighment and 10% weighment of bagged cargo at random basis at berth point in case of Mongla port.

(ix) The seller shall be responsible for the transportation and delivery of the cargo in bulk from the source to Bangladesh and shall discharge at Chittagong & Mongla Port. Lighterage if any wherever required will be on seller's account. Delivery of wheat shall be made at Chittagong/Mongla Grain Silo in bulk and/ or at Chittagong & Mongla Port jetty/berth in gunny bags (empty gunny bags will be supplied by the buyer) on CIF liner out term basis only. Silo charges will be borne by the seller. Stevedores appointed by the seller for discharging wheat at Chittagong & Mongla Port Jetty/berth shall fill up the bags from 48 kg to 52 kg. per bag. Cost of bags used in excess than the requirement will be paid by the seller, stevedore should also be careful in stitching bags with standard and adequate number of stitches.

(x) Demurrage and dispatch condition shall not apply in any case.

(xi) No pre-dated and post dated B/L can be issued even if there is such a provision in the Charter Party.

(xii) The seller shall arrange to deliver the entire contracted quantum of wheat to two discharge ports namely Chittagong and Mongla on the basis of 60:40 ratio by separate vessels. For smooth operation and swift discharge, the seller can earmark individual full load vessel for the individual port separately, under single B/L for individual vessel. Provided that if a single vessel carries the whole contracted quantum of wheat, there shall be two B/Ls, one for Chittagong port and the other for Mongla port. However, seller shall also have the right to fix bigger vessels to discharge the cargo in the said two parts on 60:40 ratio basis.

When the vessel arrives of Chittagong / Mongla port, the buyer is to facilitate priority anchorange permission from concerned port authority to make quick discharge at Grain Silo jetty. However, if due to any reason, the grain Silo jetty is unable to receive the mother vessel, then buyer will arrange immediate permission from the concerned port authority to give berthing space at the port jetty to discharge the cargo in bagged condition for which the buyer shall provide required number of bags.

CLAUSE-8: SHIPPING ADVICE:

immediately after loading the cargo on board the ship, the seller shall advise the buyer by cable or fox of the contract number, name of the cargo mentioning grass and net weight loaded, invoice value, name of vessel, port of its departure and expected time of departure (EID) and expected time of arrival (ETA). one copy of each of the above cable or telex shall be sent to the following addresses:

(a) Controller, Movement and storage
Agrabad, Chittagong
Fax No. 880-31-726238; cable: MOVEMENT, CHITTAGONG
E-mail Address: cms.ctg@dgfood.gov.bd

(b) Controller, Movement and storage, Khulna
Fax No. 880-41-733362
Cable: MOVEMENT, KHULNA
E-mail Address: cms.kln@dgfood.gov.bd

(c) Director Procurement
Directorate of Food
16, Abdul Gani Road, Dhaka.
E-mail Address:dproc@dgfood.gov.bd, Fax:880-2-9556302,9556067

(d) Director, Movement, Storage and Silos
Directorate of Food. 16. Abdul Gani Road, Dhaka.
Email: dmss@dgfood.gov.bd
Fax 880-2-7110694. Cable: MOVESTORE Dhaka.

(e) Deputy Secretary *(Procurement),*
Ministry of Food.
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Fax : 880-2-9515025; Cable : Food, Dhaka.
E-mail; dsprocurement@mofood.gov.bd

CLAUSE-9:PRE-SHIPMENT INSPECTION & CERTIFICATION:

The seller shall appoint on experienced, well known &internationally reputed pre-shipment inspecting agency at his own cost to supervise the cargo and issue certificate on *(i)* Quality *(ii)* Quantity, *(iii)* Damaged kernels*, (iv)* Test Weight, *(v)* Protein content, *(vi)* Content of moisture percentage, (vii) Percentage of foreign materials. *(viii)* Percentage of shrunken and broken kernels, (ix) Percentage of total defects (damaged kernels foreign materials, shrunken and broken kernels) (x) Crop year. (xi) Dockage (xii) Radioactivity (if not

relaxed). (xiii) Free from Tilletia indica (Kernel bunt) (xiv) Wheat of other classes, (xv) Organoleptic properties and the certificates so issued shall be submitted with the bill of loading. These certificates, however, will not be treated as final document of the cargo in respect of quality & quantity. The quantity will be determined according to the proviso laid down in Clouse 7 (viii) and clause 10 of this contract.

CLAUSE-10: POST LANDING INSPECTION:

(i) After arrival of the wheat of the part of destination, the representative(s) of the buyer in presence of the seller's representative(s) shall draw necessary representative samples. three sets of samples. Three sets of samples shall be jointly drawn from each of the hatch. The Samples will be fasted in the local office (Chittagong and Mongla, Khulna) of the inspection. Development & Technical Services (IDTS) of the directorate of food to determine the acceptability of the cargo.

If any dispute arises in respect of this primary inspection, both the parties will mutually nominate a well reputed government fasting laboratory of Bangladesh for independent inspection. The results of quality tests mode by this reputed lab will be considered final and binding upon both the parties. The seller's representative may remain present in this inspection and tests.

If the primary inspection report or report of the tests carried out by the reputed lab mentioned above shows that the quality of the cargo is rejectable on the basis of any of the parameters of the quality specification stated in clause-2, the L/C shall not be negotiable of all. In that case the seller shall have to dispose of the cargo and the vessel of his own risks, responsibilities and costs. Provided that the cargo is certified as acceptable by the local office of IDTS Chittagong & Mongla. Khulna or by the reputed job and received thereupon the samples will again be collected jointly from each hatch and lighter during the process of unloading mixed up thoroughly so that the samples represent the full quantity of cargo of the vessel. No rejectable cargo in respect of any parameters of quality specification, detected therein at any stage by the IDTS lab Chittagong and Mongla on the basis of testing reports of the samples, taken jointly, will qualify for mixture with acceptable cargo.The quanium so detected shall stand rejected. For the acceptable cargo, three sets of samples will be bagged/packed, sealed and signed by both the representatives of buyer and seller and two bags/packets will be kept by buyer and one packet by the seller. The CMS will send the samples to IDTS. Dhaka within 7 (Seven) days of drawing of the sample. One of the buyer's samples shall be tested in the IDTS Laboratory, Dhaka & the other will be preserved for further test if required for the reason stated herein after. A copy of such test report may be provided to the seller on formal request in writing IDTS Dhaka shall furnish the test report of wheat within 5(Five) days of the receipt of the sample. If necessary, the seller may test the other sample kept with the IDTS in Bangladesh Agriculture Research Institute (BARI), Joydebpur, Gazipur in presence of buyer's representative within 2 (two) months after issuance of IDTS report. In that case the result of BARI shall be binding upon both the parties. On the question of Moisture test of wheat, it will be done by oven method at 130°C for one hour as per AOAC.

(ii) The quantity of cargo as per B/L shall be delivered at the port of discharge by the Master/Captain/Chief Officer of the ship on behalf of the seller and received by a representative of the buyer. During transfer of title of the cargo. Final Discharge Report (FDR) will be prepared and signed by the Master/Captain/Chief Officer of the ship or representative of the seller and the buyer. Weighment made at Chittagong/Mongla port may be jointly tallied by both the representative(s) of the buyer and seller and the total of the tally as such will form the FDR. FDR so prepared will be final and binding on both the parties.

Since the stevedores are appointed by the seller in case of discharge of the cargo from the vessel on liner out term, the seller or his representatives shall remain present at the time of weighment of wheat at Chittagong & Mongla and will sign the daily discharge report. The FDR shall be prepared within 7(seven) days from the final discharge of the cargo. In case of disagreement by Master/Captain/Chief Officer of the vessel the daily tally report will be final and binding.

(iii) Any damaged cargo found during discharge of the vessel should be jointly surveyed by the surveyors appointed by both the buyer and the seller and the damaged wheat so detected will not be received by the buyer. The seller will destroy the damaged wheat as per part Rules of their cost risk and time.

CLAUSE-11: TERMS OF PAYMENT:

(i) The buyer shall open an irrevocable, workable L/C in US Dollar no later than 02 (two) working days in favour of the seller after signing of the contract with "add confirmation" provision of seller's cost through a schedule Bank of Dhaka for full quantity of CIF liner out term value of the wheat under this contract 95% value of the vessel-wise cargo is payable on receipt of the shipping & following documents by the L/C opening bank. Balance 5% shall be paid on the basis of the vessel-wise FDR and quality test report. All bank charges in the seller's country shall be borne by the seller while all bank charges in the buyer's country shall be borne by the buyer. The letter of credit will be negotiable for 95% value of wheat on submission of the following documents each in six copies unless otherwise specified:

(a) Seller's commercial invoice in 6(six) copies certifying cargo. Its specifications quantity. Unit price, total price, total weight, contract number, (L/C) number & B/L number and date;

(b) Seller's letter of guarantee regarding quantity and weight:

(c) Certificate of origin issued by Ministry of Agriculture or chamber of commerce of the country of supply.

(d) Crop year certificate issued or endorsed by Ministry of Agriculture or chamber of commerce of the country of supply.

(e) Full set of original clean shipped "on board" Ocean Bill (s) of loading signed by the Master/Captain of the vessel to be made out as per terms of the L/C. B/L is to state. "Freight pre-paid and weight loaded".

(f) Phytosanitary certificate issued by respective Government organization or any agency authorized by the Government of the country of origin in the form prescribed by the competent authority concerned of the country of origin.

(g) Pre-shipment inspection certificate issued by an experienced well known & internationality reputed pre-shipment inspecting agency appointed by the seller in respect of quality, quantity, packing etc. confirming to contracted specifications.

(h) Certificate of fumigation issued by Government Agency or any agency authorized by the Government of the country of origin.

(i) Certificate of standard and quality of wheat confirming as to the following conditions form Government Agency or any agency authorized by the Government of the country of origin.

"That the wheat is fit for human consumption without any unpleasant odour free from any sign of mould fermentation or deterioration and free from obnoxious and deleterious matter and poisonous weed seeds. Wheat is also free from insect infestation."

(j) Radioactivity certificate issued by respective Government organization or any agency authorized by the Government of the country of origin.

(k) Primary inspection reports by the IDTS lab at Chittagong and Mongla (Khulna)/mutually agreed lab testing report as per clause 10(i) stating the quality of the cargo is acceptable.

(ii) In the event of any delay in the dispatch of shipping documents or incorrect preparation thereof, the seller shall be responsible for any losses demurrage handing charges or other expenses arising therefrom.

(iii) If there is any delay arising out of detection of rejectable quality in the process of discharging the seller shall be responsible for any losses demurrages and other expenses arising there from.

(iv) A non-negotiable set of documents mentioned of sub-clause (i) above shall be air-mailed/sent by courier to the Directorate of food and Controller of Movement and storage (CMS). Chittagong within 3(three) days of the departure of the vessel carrying the wheat under the contract and to ensure its receipt by the buyer before the arrival of the ship(s).

CLAUSE-12: CLAIMS:

Claims shall be lodged by the buyer to the seller for shortage damaged cargo and dockage if any on the basis of FDR and quality test report. Provisional claim shall be lodged by the CMS. Chittagong/Khulna as receiver of the cargo within 30 days of unloading of the cargo. Final claims shall be lodged by the buyer within 45 days the vessel completes unloading of the cargo from the vessel. The claims shall be seitled by the seller within 30 days from the date of lodging the claim. Otherwise the claims (lodged by the buyer) shall be realized by deducting the necessary amount during payment of remaining/balance 5% bill amount. If the remaining 5% bill amount is not sufficient to realize the buyers claims, the buyer will claim the recovery through comespondane within a period of seven days. The seller will be obliged to make payment for the claims by Foreign Demand Draft (FDD) in favour of the buyer.

CLAUSE-13: SUBMISSION OF SHIPPING DOCUMENT:

Signed copies of the following documents in a sealed envelope shall be dispatched by the seller by air Mail consignment-wise within three days of the selling of vessel(s) to the addresses as mentioned at Clause 8:

(a) Clean on Board Ocean B/L along with mates receipt signed by vessels Master/Captain/Chief Officer;

(b) Seller's detailed invoice:

(c) All certificates and certified copies of load order contained in clause 9& 11.

CLAUSE-14: DEFAULTS:

(i) If the seller refuses or fails to make deliveries of the cargo conforming to the contracted specifications within the time specified or to perform faithfully any contractual terms buyer may without prejudice to other rights of buyer resulting from breach of the contractual terms by giving written notice, cancel or rescind the contract or terminate the right of the seller to proceed with any or all of the remaining part under the Contract to be performed.

(ii) Similarly, if the Buyer fails to provide L/C as per clause 11(i) seller may without prejudice to their other rights by giving written notice cancel or rescind the Contract or terminate the right of the Buyer to proceed with any or all of the remaining obligations.

CLAUSE-15: INSURANCE:

The seller shall be responsible and liable for all of the matters related to insurance.

CLAUSE-16: ARBITRATION:

Any dispute relating to the Contract for import of the cargo or breach thereof shall be settled or adjusted amicably by negotiations between the buyer and the seller. In case no settlement can be reached the dispute shall be referred to Arbitration. In the matter of the arbitration the provision of the Arbitration Act, 2001 (Act 1 of 2001) of Bangladesh shall be followed and the venue of the arbitration shall be in Dhaka Bangladesh.

CLAUSE-17: FORCE MAJEURE:

Should any extraordinary and unforeseen circumstances arise, like fire, flood or any other natural calamities strike, riot, civil commotion, epidemic plague, accident and/or war preventing either contracting party from fully or partialy carrying out the obligations under the contract party so prevented shall inform in writing the other party of the causes of such failure within 3 (three) days from the beginning thereof and shall not be table for performance of the contract wholly or to the extent of non-performance as the case may be. The authorities concerned of the respective countries shall authenticate prevalence of such circumstances.

CLAUSE-18: NON-PERFORMANCE:

In the event of non-supplying of the wheat wholly or partly under the contract the seller shall be held responsible for any consequential loss causing to the buyer arising out of the non-supply of wheat.

CLAUSE-19: PERFORMANCE GUARANTEE:

Since this is a G to G contract the two governments stand as guarantors of the contract. That is why there will be no performance guarantee.

CLAUSE-20: THE SELLER SHALL FURTHER UNDERTAKE:

Addresses to give or cause to be given first Email, telegraphic telex or notice of vessel's arrived at Chittagong/Mongla to the buyer:

(a) Controller, Movement and storage
Agrabad, Chittagong
Fax no.880-31-726238; Cable: MOVMENT, CHITTAGONG
E-mail Address cms.ctg@dgfood.gov.bd

(b) Controller, Movement and storage, Khulna
Fax no.880-41-733362;
Cable: MOVEMENT, KHULNA.
E-mail Address cms.kln@dgfood.gov.bd

(c) Director Procurement, Directorate of Food
16, Abdul Gani Road, Dhaka.
E-mail Address
fax:88-02-9556302. 9556067

(d) Director Movement, Storage and Silos
Directorate of Food, 16 Abdul Gani Road, Dhaka.
Fax 880-2-7110694; Cable; MOVESTORE, Dhaka.
E-mail Address: dmss@dgfood.gov.bd

(e) Deputy Secretary *(Procurement)*
Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Fax 880-2-7165405; Cable; Food Dhaka.
E-Mail: dlesprocurement@mofood.gov.bd

(f) The bank through which Letter of Credit (L/C) will be opened.

(g) The telex or fax notice shall be given at least 5 (five) days before the vessel's arrival at the port of Chittagong/Mongla and shall contain the following information:

(i) Contract number (ii) Name of the ship (iii) Ship's agent in Bangladesh

(iv) Commodity and quantity (v) Port of sailing (vi) Date of sailing and

(vii) Expected date of arrival of Chittagong/Mongla port.

CLAUSE-21: LAW GOVERNING THE CONTRACT:

The contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Bangladesh.

CLAUSE-22: EFFECTIVENESS:

This contract shall come into force with effect from the date of signing by the buyer and the seller. In witness whereof the buyer and the seller acting through their duty authorized representative have caused this contract to be signed in their respective names in Dhaka. Bangladesh on the day and year first above written.

CLAUSE-23:

This Contract is made in English Language in total 08 (eight) sets, 05 (five) sets for seller and 3(three) sets for Buyer.

FOR AND ON BEHALF OF THE PRODINTORG JOINT STOCK COMPANY FOREIGN ECONOMIC CORPORATION UNDER THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION	FOR AND ON BEHALF OF THE BUYER GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH REPRESENTED BY DIRECTORATE OF FOOD DHAKA, BANGLADESH.
MR. MIKHAIL POTAPOD DIRECTOR GENERAL PRODINTORG JOINT STOCK COMPANY FOREIGN ECONMIC CORPORATION UNDER THE MINITRY OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION	(MD. ARIFUR RAHMAN APU) DIRECTOR GENERAL DIRECTORATE OF FOOD 16, ABDUL GANI ROAD DHAKA, BANGLADESH.

CONTRACT

SIGNED BETWEEN

Directorate of Food

MINISTRY OF FOOD

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

16, Abdul Gani Road, Dhaka

AND

M/s. Agrocorp International Pte Ltd.

10 Anson Road,

#32-03, International Plaza

Singapore 079903

For

PURCHASE OF MILLING WHEAT IN THE FY 2019-2020

QUANTITY 50,000 (Fifty thousand) (±5%) MT

Contract No : 13.01.0000.093.46.003.20-590

Dated: 22/03/2020

(Package-03)

CONTRACT FOR SALE AND PURCHASE OF MILLING WHEAT

This contract (**Contract No:13.01.0000.093.46.003.20-590** is made on this **22 day of March, 2020)** between The Government of the People's Republic of Bangladesh represented by the **Directorate of Food.** Ministry of Food (hereinafter referred to as the buyer) and **M/S. Agrocorp International Pte Ltd.** 10 Anson Food. #32-03, International Plaza, Singapore 079903 (hereinafter referred to as the "seller") for the purchase and sale of 50,000 (±5% of the seller's option) **Metric Tons (M.T.)** Milling Wheat. whereas the buyer intended to purchase Milling wheat of the quantity and specification at the price hereinafter contained;

and

Whereas the seller has agreed to sell the said quantity of wheat on the terms and conditions hereinafter following:

Now, therefore, the parties hereto have agreed follows :

CLAUSE-1: QUANTITY:

The buyer shall purchase and the seller shall sell **50,000 (±5% at the seller's option) Metric Tons (M.T.)** of Wheat from crop of **2019 or latest of Russia/ Canada/ Romania/ Ukraine/Argentina/USA Origin in bulk.**

CLAUSE-2: QUALITY SPECIFICATION OF MILLING WHEAT:

(A) Milling Wheat to be supplied shall be crop of **2019 or latest** of **Russia/ Canada/ Romania/ Ukraine/Argentina/USA** in good condition, fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration, free from obnoxious and deleterious matters and poisonous weed seeds. Wheat must be free from insect infestation, free from Tilletia indica (Kernel bunt) and shall be of the following specifications :

Quality Parameters	Specification	Rejection
(i) Test weight (minimum)	76 kg/hl	below 76 kg/hl
(ii) Damaged kemels (maximum)	3%	above 3%
(iii) Foreign material (maximum)	0·7%	above 0·7%
(iv) Shrunken & broken kernels (maximum)	4%	above 4%
(v) Wheat of other classes	4% (including maximum 2% contrasting classes)	above 4% (including maximum 2% contrasting classes)
(vi)Protein content (minimum)	12·5% (at Dry Matter Basis)	below 12·5 (at Dry Matter Basis)
(vii)Moisture content (maximum)	13·5%	above 13·5%
(viii) Dockage (maximum)	1% (All dockage shall be deductible from the value)	above 1%
(ix) Radioactivity (maximum)	50 Bq/Kg of ^{137}Cs (Relaxable for the crop of SAARC & South-East Asian Countries)	above 50 Bq/Kg of ^{137}Cs (Relaxable for the crop of SAARC & South- East Asian Countries.)

(B) **Organoleptic properties**: Bright, clear appearance, natural smell and color.

CLAUSE-3: PACKING :

No packing is required while carrying the cargo in ship. The Seller shall deliver wheat in bulk (for silo) and in bags (for jetty).

CLAUSE-4: MARKING :

Marking is not required.

CLAUSE-5: PERIOD OF SHIPMENT :

(i) The seller shall make shipment of 50,000 MT (5% more or less at the seller's option) of Wheat to **Chattogram port (60%) and Mongla port- (40%) within 40 (forty)** days from the date of signing of the contract. The name of loading port (s) and date of sailing of vessel(s) shall be intimated by the seller to the buyer before the commencement of loading.

(ii) If the seller requires an extension of the delivery or shipment period mentioned in sub-clause *(i)* or a reasonable time, it shall promptly notify the Directorate of Food (Procuring Entity) in writing as to the provable duration of such extension and the reasons thereof. Soon after the receipt of the seller's notice, the procuring entity shall evaluate the notice in the light of the prevailing situation and if it appears from such evaluation that the duration of such extension and the reasons thereof are justified, the procuring entity may, at its discretion, extend the delivery or shipment period up to maximum 15 (fifteen) days.

(iii) If further extension of the delivery or shipment period is necessary after expiry of above 15 (fifteen) days, the procuring entity shall require the proposal of the seller in respect of such extension to be sent to the Ministry of Food, stating the provable duration of extension and the rationale thereof. Then the Ministry shall, subject to the imposition of liquidity damages stated hereunder on the quantity supplied in further extended period, extend the delivery or shipment period for such time as it may deem reasonable. The liquidated damages shall be one-half of one percent (0·5%) of the contract value per week or any part thereof. But the amount of liquidated damages shall not be more than five percent (5%) of the contract value.

(iv) If the whole or part of the contracted cargo is rejected as per clause-10 of the contract or the buyer refuses to accept the shipping documents, not furnished as per contract, of the vessel carrying the contracted cargo, the procuring entity may, at its discretion, extend the delivery or shipment period up to maximum 40 (forty) days without liquidated damage for replacement of the cargo.

(v) Each of such extension shall, after approval thereof either by the Procuring Entity or by the Ministry under sub-clauses-*(ii)*, *(iii)* & *(iv)* respectively, has to be ratified by amending the contract.

CLAUSE-6 : PRICE :

The price of wheat shall be **US$ 265·38 (US Dollar Two hundred sixty five and cent thirty eight)** only per MT net weight CIF liner out term (Cost of the Cargo, Insurance and Freight including Stevedoring and Overside Handling are on seller's account) for **Chattogram port (60%) and Mongla port (40%)** (Lighterage of the mother vessel if required to attain the permissible draught for **Chattogram port and Mongla port** shall be borne by the seller). All taxes, duties and other charges levied on wheat by the Government or other authorities in the load port/load country shall be borne by the seller.

CLAUSE-7 : TRANSPORTATION :

(1) The vessel carrying cargo shall have fast speed. It shall not call at any port for taking additional cargo but shall proceed from the port of shipment to the port of destination directly.

(2) Partial shipment shall be allowed for full capacity of the vessel and there shall be one Bill of lading (B/L) for one vessel: Provided that if a single vessel carries the whole contracted quantum of wheat, there shall be two Bill of lading (B/Ls): one for Chattogram port and the other for Mongla port against the vessel in order to make payment of 90% value of the cargo separately on the basis of the testing reports of primary samples both of Chattogram and Mongla.

(3) The vessel carrying cargo shall be geared vessel of such permissible length and draft as will be able to enter **Chattogram and Mongla port** jetty/berth. No vessel exceeding 25 (twenty five) years of age shall be chartered.

(4) Transshipment shall not be allowed.

(5) The following shall be kept in view while fixing vessel :

(a) The vessel shall be suitable for the bulk transportation and fully geared and classed as per LIoyd's Classification 100Al or by equivalent classification having trouble free crane and derricks and the vessel shall possesses valid certificate relating thereto. The vessel shall possess all her survey certificates valid up to the end of the voyage under the contract to show that the vessel is seaworthy during the voyage.

(b) The seller shall sign charter party with well-reputed/established ship owner(s), who is a member of a recognized conference line and is authorized to issue liner Bill of Lading. The seller's contract with the ship owner will be as per the Carriage of Goods by Sea Act, 1925 (Act XXVI of 1925) of Bangladesh.

(c) The seller while nominating any vessel for transportation of Wheat shall inform the buyer, the full particulars of the vessel as required under sub-clause(3) and (5) above.

(6) Israel Flag vessel(s) are not to be chartered.

(7) The seller shall undertake to give or cause to be given fast telegraphic/fax notice of vessel's arrival at Chattogram & Mongla to the buyer (The Director General of Food, Dhaka-E-mail; dg@dgfood.gov.bd fax : 880-2-9556067), the Director Procurement E-mail Address : dproc@dgfood.gov.bd, Fax : 880-2-9556302, the director of Movement, Storage and Silos (Cable Address: MOVESTORE, DHAKA, E-mail:dmss@dgfood.gov.bd. fax.880-2-47110694) Controller of Movement and Storage, Chattogram/Mongla (for Chattogram/Mongla port)(Cable Address: MOVEMENT CHATTOGRAM, fax: 880-31-726238, MOVEMENT KHULNA, Fax: 880-41-2850711, Deputy Secretary (Procurement). Ministry of Food (E-mail: disprocurement @mofood.gov.bd. fax.880-2-9515025), and the bank through which L/C will be opened. The telegraphic/fax notice shall be given at least 5 (five) days

before the vessel's arrival at the prot of Chattogram & Mongla and shall contain the following in formation :

(a) Contract number, *(b)* Name of Ship, *(c)* Ship's agent in Bangladesh, *(d)* Cargo and Quantity, *(e)* Port of Sailing, *(f)* Date of Sailing, *(g)* Expected date of arrival at Chattogram & Mongla and *(h)* Stowage plan. &

(b) Failing to do so, any loss incurred by the Government of Bangladesh on this account shall be at the seller's account.

(8) All costs in connection with lighterage or lightening at the port of discharge shall be on seller's account. The buyer shall receive cargo at Chattogram/Mongla Jetty/silo on CIF liner out term after 100% weighment and 10% weighment of bagged cargo at random basis at berth point in case of Mongla port.

(9) The seller shall be responsible for the transportation and delivery at cargo in bulk from the source to Bangladesh and shall discharge of Chattogram & Mongla port. Lighterage if any wherever required will be on seller's account. Delivery of wheat shall be made at Chattogram/Mongla Grain Silo in bulk and/or at Chattogram & Mongla Port jetty/berth in gunny bags (empty gunny bags will be supplied by the buyer) on CIF liner out term basis only. Silo charges will be borne by the seller. Stevedores appointed by seller for discharging wheat at Chattogram & Mongla Port jetty/berth shall fill up the bags from 48 kg to 52 kg. per bag. Cost of bags used in excess than the requirement will be paid by the Seller, Stevedore should also be careful in stitching bags with standard and adequate number of stitches.

(10) Demurrage and dispatch condition shall not apply in any case.

(11) No pre-dated and post dated bill of lading can be issued even if there is such a provision in the Charter Party.

CLAUSE-8 : SHIPPING ADVICE :

Immediately after loading the cargo on board the ship, the seller shall advise the buyer by cable or fax of the Contract Number, name of cargo mentioning gross and net weight loaded, invoice value, name of vessel, port of its departure and expected time of departure (ETD) and expected time of arrival (ETA). One copy of each of the above cable or telex shall be sent to the following addresses :

(a) Controller, Movement and Storage
Agrabad, Chattogram
Fax No. 880-31-726238
E-mail Address: cms.ctg@dgfood.gov.bd

(b) Controller, Movement and Storage, Khulna
Fax No. 880-41-2850711
E-mail Address: cms.kln@dgfood.gov.bd

(c) Director Procurement
Directorate of Food
16, Abdul Gani Road, Dhaka,
E-mail Address: dproc@dgfood.gov.bd, Fax.880-2-9556302, 9556067

(d) Director, Movement, Storage and Silos
Directorate of Food, 16, Abdul Gani Road, Dhaka.

E-mail : dmss@dgfood.gov.bd
Fax: 880-2-47110694.

(e) Deputy Secretary (Procurement),
Ministry of Food,
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Fax: 880-2-9515025; Cable: Food Dhaka.
E-mail: dsprocurement@mofood.gov.bd

CLAUSE-9 : PRE-SHIPMENT INSPECTION & CERTIFICATION:

The seller shall appoint on experienced, well known & internationally reputed pre-shipment inspecting agency at his own cost to supervise the cargo and issue certificate on *(i)* Quality, *(ii)* Quantity , *(iii)* Damaged kernels, *(iv)* Weight, *(v)* Protein content, *(vi)* Content of moisture percentage, *(vii)* Percentage of foreign materials, *(viii)* Percentage of shrunken and broken kernels, *(ix)* Percentage of total defects (damaged kernels, foreign materials, shrunken and broken kernels). *(x)* Crop year, *(xi)* Dockage, *(xii)* Radioactivity (if not relaxed), *(xiii)* Free from Tilleia indica (Kernel bunt) *(xiv)* Wheat of other classes, *(xv)* Organoleptic properties and the certificates so issued shall be submitted with the bill of lading. These certificates, however, will not be treated as final document of the cargo in respect of quality & quantity. The quality and quantity will be determined according to the proviso laid down in Clause 7(8), 7(9) and Clause 10 of this contract.

CLAUSE-10 : POST LANDING INSPECTION :

(A) After arrival of the wheat at the port of destination, the representative(s) of the buyer in presence of the seller's representative(s) shall draw necessary representative samples. Three sets of samples shall be jointly drawn from each of the hatch. The samples will be tested in the local office (Chattogram and Mongla, Khulna) of the Inspection, Development & Technical Services (IDTS) of the Directorate of Food to determine the acceptability of the cargo.

If any dispute arises in respect of this primary inspection, both the parties will mutually nominate a well reputed government testing laboratory of Bangladesh for independent inspection. The results of quality tests made by this reputed lab will be considered final and binding upon both the parties. The seller's representative may remain present in this inspection and tests.

If the primary inspection report or report of the tests carried out by the reputed lab mentioned above shows that the quality of the cargo is rejectable on the basis of any of the parameters of the quality specification stated in clause-2, the L/C shall not be negotiable at all. In that case the seller shall have to dispose of the cargo and the vessel at his own risks, responsibilities and costs. Provided that the cargo is certified as acceptable by the local office of IDTS Chattogram & Mongla, Khulna or by the reputed lab and received thereupon, the samples will again be collected jointly from each hatch and lighter during the process of unloading, mixed up thoroughly so that the samples represent the full quantity of

cargo of the vessel. No rejectable cargo in respect of any parameters of quality specification, detected therein at any stage by the IDTS lab Chattogram and Mongla on the basis of testing reports of the samples, taken jointly, will quality for mixture with acceptable cargo. The quantum so detected shall stand rejected. For the acceptable cargo, three sets of samples will be bagged/packed, sealed and signed by both the representatives of buyer and seller and two bags/packets will be kept by buyer and one packet by the seller. The CMS will send the samples to IDTS, Dhaka within 7 (Seven) days of drawing of the sample. One of the buyer's samples shall be tested in the IDTS Laboratory, Dhaka & the other will be preserved for further test if required for the reason stated herein after. A copy of such test report may be provided to the seller on formal request in writing; IDTS, Dhaka shall furnish the test report of wheat within 5 (Five) days of the receipt of the sample. If necessary, the seller may test the other sample kept with the IDTS in Bangladesh Agriculture Research Institute (BARI) . Joydebpur, Gazipur in presence of buyer's representative within 2 (two) months after issuance of IDTS report. In that case the result of BARI shall be binding upon both the parties. On the question of Moisture test of wheat, it will be done by oven method at 130°C for one hour as per AOAC.

(B) The quantity of cargo as per B/L shall be delivered at the port of discharge by the Master/Captain/Chief Officer of the ship on behalf of the seller and received by a representative of the buyer. During transfer of title of the cargo. Final Discharge Report (FDR) will be prepared and signed by the Master/Captain/Chief Officer of the ship or representatives of the seller and the buyer. Weighment made at Chattogram/Mongla Port may be jointly tallied by both the representative(s) of the buyer and seller and the total of the tally as such will form the FDR. FDR so prepared will be final and binding on both the parties.

Since the stevedores are appointed by the seller in case of discharge of the cargo from the vessel on liner out term, the seller or his representatives shall remain present at the time of weighment of wheat at Chattogram & Mongla and will sign the daily discharge report. The FDR shall be prepared within 7 (Seven) Days from the final discharge of the cargo. In case of disagreement by Master/Captain/Chief Officer of the vessel the daily tally report will be final and binding.

(C) Any damaged cargo found during discharge of the vessel should be jointly surveyed by the surveyors appointed by both the buyer and the seller and the damaged wheat so detected will not be received by the buyer. The seller will destroy the damaged wheat as per Port Rules at their cost, risk and time.

CLAUSE-11 : TERMS OF PAYMENT :

(A) The buyer shall open an irrevocable letter of credit (L/C) in US dollar in favour of the seller after signing of the contract through a schedule Bank in Dhaka for full quantity of CIF liner out term value of the wheat contracted to be shipped under this contract. 90% value of the contracted cargo is payable on receipt of the shipping & following documents by the L/C opening bank. When a single vessel carries the whole contracted cargo, documents are to be submitted separately for Chattogram and Mongla ports segment, 90% value of each segment will be payable upon receipt of the following documents. Balance 10% shall be paid on the basis of the Final Discharge Report (FDR) and quality test report. All bank

charges in the seller's country shall be borne by the seller, while all bank charges in the buyer's country shall be borne by the buyer. The letter of credit will be negotiable for 90% value of wheat on submission of the following documents each in six copies unless otherwise specified :

(i) Seller's commercial invoice in 6 (six) copies certifying cargo, its specifications, quantity, unit price, total price, total weight, contract number, letter of credit (L/C) number & bill of lading no. and date;

(ii) Seller's letter of guarantee regarding quantity and weight;

(iii) Certificate of origin issued by Ministry of Agriculture or chamber of commerce of the country of supply.

(iv) Crop year certificate issued or endorsed by Ministry of Agriculture or chamber of commerce of the country of supply.

(v) Full set of original clean shipped "on board" Ocean Bill(s) of lading signed by the Master/Captain of the vessel to be made out as per terms of the letter of credit (L/C). Bill of lading is to state, "Freight pre-paid and weight loaded".

(vi) Phytosanitary certificate issued by respective Government organization or any agency authorized by the Government of the country of origin in the form prescribed by the competent authority concerned of the country of origin.

(vii) Pre-shipment inspection certificate issued by an experienced, well known & internationally reputed pre-shipment inspecting agency appointed by the seller in respect of quality, quantity, packing etc. conforming to contracted specifications.

(viii) Certificate of fumigation issued by Government Agency or any agency authorized by the Government of the country of origin.

(ix) Certificate of standard and quality of wheat conforming as to the following conditions from Government agency or any agency authorized by the Government of the country of origin :

"That the wheat is fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration and free from obnoxious and deleterious matter and poisonous weed seeds. Wheat is also free from insect infestation."

(x) Radioactivity certificate issued by respective government organization or any agency authorized by the Government of the country of origin, if not relaxed for the same.

(xi) Primary inspection reports by the IDTS lab at Chattogram and Mongla (Khulna) stating that the quality of the cargo is acceptable.

(B) In the event of any delay in the dispatch of shipping documents or incorrect preparation thereof, the seller shall be responsible for any losses, demurrage handling charges or other expenses arising therefrom.

(C) If there is any delay arising out of detection of rejectable quality in the process of discharging, the seller shall be responsible for any losses, demurrages and other expenses arising therefrom.

(D) A non-negotiable set of documents mentioned at (A) above shall be airmailed/sent by courier to the Directorate of Food and Controller of Movement and Storage (CMS), Chattorgam within 3 (three) days of the departure of the vessel carrying the wheat under the contract and to ensure its receipt by the buyer before the arrival of the ship(s).

CLAUSE-12: CLAIMS :

Claims shall be lodged by Buyer to the Seller for shortage, damaged cargo and dockage, if any, on the basis of Final Discharge Report (FDR) and quality test report. Provisional claim shall be lodged by the CMS, Chattogram/Khulna as receiver of the cargo within 30 days of unloading of the cargo. Final claims shall be lodged by the Buyer within 45 days the vessel completes unloading of the cargo from the vessel. The claims shall be settled by the seller within 30 days from the date of loding the claim. Otherwise the claims (lodged by the buyer) shall be realized by deducting the necessary amount during payment of remaining/balance 10% bill amount. If the remaining 10% bill amount is not sufficient to realise the buyer's claims, the rest amount shall be realised from the performance Guarantee (PG) furnished by the seller.

CLAUSE-13: SUBMISSION OF SHIPPING DOCUMENTS :

Signed copies of the following documents in a sealed envelope shall be dispatched by the seller by Air Mail, consignment-wise, within three days of the sailing of vessel(s) to the addresses as mentioned at Clause 8 :

(a) Clean on Board Ocean Bill of Lading along with Mates receipt signed by vessel's Master/Captain/Chief Officer ;

(b) Seller's detailed invoice;

(c) All certificates and certified copies of load order contained in clause 9 & 11.

CLAUSE-14: DEFAULTS :

(A) If the seller refuses or fails to make deliveries of the cargo conforming to the contracted specifications within the time specified or to perform faithfully any contractual terms, Buyer may, without prejudice to other rights of Buyer resulting from breach of the contractual terms, by giving written notice, cancel or rescind the contract or terminate the right of the seller to proceed with any or all of the remaining part under the contract to be performed and shall forfeit the performance Guarantee (PG). The penalty will be equally applicable to the Local Agent as well as to their foreign Principal.

(B) Similarly, if the Buyer fails to provide Letter of Credit (L/C) as per clause 11(A), Seller may, without prejudice to their other rights, by giving written notice, cancel or rescind the Contract or terminate the right of the Buyer to proceed with any or all of the remaining obligations.

CLAUSE-15: INSURANCE:

The Seller shall be responsible and liable for all of the matters related to insurance.

CLAUSE-16: ARBITRATION :

Any dispute relating to the contract for import of the cargo or breach thereof shall be settled or adjusted amicably by negotiations between the Buyer and the Seller. In case no settlement can be reached the dispute shall be referred to Arbitration. In the matter of the Arbitration the provision of the Arbitration Act, 2001 (Act 1 of 2001) of Bangladesh shall be followed and the venue of the arbitration shall be in Dhaka, Bangladesh.

CLAUSE-17: FORCE MAJEURE :

Should any extra-ordinary and unforeseen circumstances arise, like fire, flood or any other naturallicalmities.... strike, riot civil commotion, epidemic, plague, accident and/or war preventing either contracting party from fully or partially carrying out the obligations under the contract, party so prevented shall inform in writing the other party of the causes of such failure within 3 (three) days from the beginning thereof and shall not be liable for performance of the contract wholly or to the extent of non-performance, as the case may be. The authorities concerned of the respective countries shall authenticate prevalence of such circumstances.

CLAUSE-18: NON-PERFORMANCE :

In the event of non-supplying of the wheat wholly or partly under the contract the seller shall be held responsible for any consequential loss causing to the buyer arising out of the non-supply of wheat.

CLAUSE-19: PERFORMANCE GUARANTEE :

The performance Guarantee provided by the seller to the extent of 5% of the total CIF liner terms value in US Dollars shall be liable to be forfeited by the buyer if the seller fails to fulfill any of the terms of this contract. Director General of Food (DGF) shall release the said performance Guarantee immediately after successful fulfillment of the whole terms of this contract including disposal of claims, if any.

CLAUSE-20: THE SELLER SHALL FURTHER UNDERTAKE

Addresses to give or cause to be given first telegraphic, telex or fax notice of vessel's arrival at Chattogram/Mongla to the buyer :

(a) Controller, Movement and Storage
Agrabad, Chattogram
Fax No. 880-31-726238
E-mail Address: cms.ctg@dgfood.gov.bd

(b) Controller, Movement and Storage, Khulna
Fax No. 880-41-2850711
E-mail Address: cms.kln@dgfood.gov.bd

(c) Director Procurement , Directorate of Food
16, Abdul Gani Road, Dhaka.
E-mail Address: dproc@dgfood.gov.bd
Fax No. 880-2-9556302, 9556067

(d) Director, Movement, Storage and Silos
Directorate of Food, 16, Abdul Gani Road, Dhaka.
Fax No. 880-2-47110694;
E-mail Address: dmss@dgfood.gov.bd

(e) Deputy Secretary (Procurement),
Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Fax No. 880-2-7165405; Cable Food Dhaka.
E-mail : dsprocurement @mofood.gov.bd

(f) The bank through which Letter of Credit (L/C) will be opened.

(g) The telex or fax notice shall be given at least 5 (five) days before the vessel's arrival of the port of Chattogram/Mongla and shall contain the following information:

(i) Contract Number *(ii)* Name of the Ship *(iii)* Ship's agent in Bangladesh *(iv)* Commodity and quantity *(v)* Port of Sailing *(vi)* Date of Sailing and *(vii)* Expected date of arrival at Chattogram/Mongla.

CLAUSE-21: LAW GOVERNING THE CONTRACT :

The contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Bangladesh.

CLAUSE-22: EFFECTIVENESS:

This Contract shall come into force with effect from the date of signing by the buyer and the seller. In witness whereof the buyer and the seller acting through their representative into duly authorized have caused this contract to be signed in their respective names in Dhaka on the day and year first above written.

FOR AND ON BEHALF OF THE
M/S. AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD.
10 ANSON ROAD
#32-03.INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE 079903.

(CAPTAIN (RETD.) MOHD. A KHALEQ)
AUTHORIZED SIGNATORY
MANAGING DIRECTOR
M/S. GLOBO-PIU IMPORT-EXPORT LTD.
HOUSE# 38 ROAD#09. BLOCK#B
BASHUNDHARA R/A. DHAKA-1229
BANGLADESH.

FOR AND ON BEHALF OF THE BUYER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF BANGLADSH
REPRESENTED BY DIRECTORATE OF FOOD
DHAKA, BANGLADESH.

(SARWAR MAHMUD)
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL OF FOOD
16.ABDUL GANI ROAD
DHAKA, BANGLADESH.

WITNESS

(1) Mamun siraj bna Rohim
Director
Globopiu import-export ltd.

WITNESS

Md. Anis-uz-Zaman
Director
Procurement Division
Directorate of Food, Dhaka.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০১৬.১১.২৪৬ তারিখ: ১৯ কার্তিক ১৪২২ বংঃ / ০৩ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়: **আন্তর্জাতিক কোটেশন এর মাধ্যমে উন্নতমানের গম আমদানির ক্ষেত্রে গমের বিনির্দেশ পুনঃ নির্ধারণসহ গম আমদানির চুক্তিপত্রের আনুষাঙ্গিক পরিবর্তনের প্রস্তাব।**

সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৯৩.৩২.১১.০৭ (অংশ-৫)-১৯৮৪ তারিখ ০৪.১০.২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আন্তর্জাতিক কোটেশনের মাধ্যমে গম আমদানির চুক্তিপত্র গত ২৪-৮-২০১৫ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং করা হয়েছিল। পরবর্তীতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী চুক্তিপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধনের বিষয়ে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট অংশ ভেটিংপূর্বক প্রেরণ করেছে। ভেটিংকৃত সংশ্লিষ্ট অংশের ফটোকপি এবং এতদসংক্রান্ত নোটাংশের ফটোকপি প্রেরণপূর্বক ভেটিং এর আলোকে চুক্তিপত্র সংশোধনক্রমে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ৭ (সাত) পাতা।

সালমা মমতাজ
উপ সচিব।

CLAUSE-2: QUALITY SPECIFCATION OF MILLING WHEAT:

A) Milling wheat to be supplied shall be crop of 20.... or latest of any country except Israel origin ir good condition fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sing c mould. fermentation or deterioration free from obnoxious and deleterious matters and poisonous weed seeds.. wheat must be free from insect infestation. free from Tilletia indict (Karnal bunt) and shall be of the following specifications:-

Quality Parameters	Specification	Rejection
i) Test weight (minimum)	76 kg/hl	helow 76 kg/hl
ii) Damaged kernels (maximum)	3%	above 3%
iii) Foreign material (maximum)	7%	above 0.7 %
iv) Shrunken & broken kernels (maximum)	4%	above 4%
v) Wheat of other classes	4% (including maximum 2% contrasting classes)	above 4% (including maximum 2% contrasting classes)
vi) Protein content (minimum)	12.5% (at Dry Matter Basis)	below 12.5% (at Dry Matter Basis)
vii) Moisture content (maximum)	13.5%	above 13.5%
viii) Dockage (maximum)	1% (All dockage shall be deductible from the value)	above 1%
ix) Radioactivity (maximum)	50 Bq /Kg of ^{137} Cs (Relaxable for the crop of SAARC & South-East Asian Countries)	above 50 Bq /Kg of ^{137} Cs (Relaxable for the crop of SAARC & South-East Asian Countries)

(c) Organoleptic properties : Bright, clear appearance, natural smell and color

সালমা মমতাজ
উপ সচিব।

CONTRACT

SIGNED BETWEEN

DIRECTORATE OF FOOD

MINISTRY OF FOOD

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

AND

M/S.VINAFOOD-2

VIETNAM SOUTHERN FOOD CORPORATION

VIETNAM.

FOR

PURCHASE OF NON-BASMATI PARBOILED RICE

IN THE YEAR-2017

QUANTITY 50000(FIFTY THOUSAND(±5%)MT

CONTRACT NO: G TO G-02

DATED: 15-06-2017

CONTRACT FOR SALE AND PURCHASE OF

NON-BASMATI PARBOILED RICE

This contract No: G to-G 01. is made on this 15th day of June, 2017 between the Government of the People's Republic of Bangladesh represented by the Directorate of Food, Ministry of food (hereinafter referred to as the Buyer) and M/s. Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood-2), Vietnam (hereinafter referred to as the "Seller") for purchase of 50000 (Fifty thousand) (5%±) Metric Tons (M.T.) Non-basmati parboiled rice.

Whereas the Buyer has intended to purchase Non-basmati parboiled rice of the Quantity and specification hereinafter contained;

and

Whereas the Seller has agreed to sell the said quantity of rice on the terms and conditions hereinafter following:

Now, therefore the parties hereto have agreed as follows:

CLAUSE-1: QUANTITY:

The buyer shall Purchase and the seller shall sell 50000 (Fifty thousand) MT (5%±) of Non- basmati parboiled rice 5% (Maximum) broken, last crop of 2016 or latest crop of Vietnamese/ Cambodian/ Thai origin.

CLAUSE-2: QUALITY SPECIFCATION OF NON-BASMATI PARBOILED RICE

Rice to be supplied shall be 50000 (Fifty thousand) MT of Non-basmati parboiled rice 5% (Maximum) broken, last crop of 2016 or latest crop of Vietnamese /Cambodian/Thai origin. in good condition, fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration and free from obnoxious and deleterious matters and poisonous weed seeds. Rice must be free from insect infestation and shall have the following specifications:-

SL.	Parameter		Specification
(i)	Moisture (maximum)	:	13%
(ii)	Broken grains (maximum)	:	5% (Rice of size 3/4th and below will be considered as broken and less than 1/4th broken should not be more than 2%)
(iii)	Foreign Matters (maximum)	:	0.3%
(iv)	Dead, Damaged and discolored grains (maximum)	:	3% in total
(V)	Radio-Activity (maximum)		50% Bq/kg of ^{137}Cs/^{134}Cs (Relaxable for the crop of SAARC and South-East Asian country)

All the parameters must be limited to percentage mentioned against each item individually and separately.

CLAUSE-3: PACKING:

The rice shall be packed in new Polypropylene (PP) woven bags of 50 Kg net. The size of 50kg pp woven bag should be 24″x36″, tare weight of empty bags should be 120 Grams minimum. The mouth of the bags has to be double stitched by machine. New bags shall replace bags that burst while loading and unloading by the seller and all charges in this connection shall be borne by the seller.

CLAUSE-4: MARKING:

GOVT.OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH DIRECTORATE OFFOOD MINISTRY OF FOOD NET WT.50KGS NON-BASMATI PARBOILED RICE

CLAUSE-5: PERIOD OF DELIVERY OR SHIPMENT:

(i) The seller shall complete shipment of 50000 (Fifty thousand) (5%±) MT of Non-basmati parboiled rice to Chittagong port (60%) and Mongla port (40) within 60 (sixty) days of signing of the contract. The seller shall also ensure shipment of the 1st vessel of the contracted eargo within 15 (fifteen) days of opening of the L/C. The name of the loading port (s) and date of sailing of vessel (s) shall be intimated by the seller to the Buyer.

(ii) **Extension of delivery or shipment Period**: If extension is required the procuring Entity may extend delivery or shipment period as deemed reasonable. In that case the seller shall promptly notify the Buyer in writing of the delay, its likely duration and its cause. as soon as practicable after receipt of the Seller's notice, the Buyer shall evaluate the situation and may at his discretion extend the Seller's time for shipment or delivery, in which case the extension shall be ratified by the parties through amendment of the contract. If the Seller fails to deliver any or all of the goods or in performing the related services within the extended period of time, the liquidated damage shall be half of one percent (0.5%) of the contract value per week or part thereof. The maximum amount of liquidated damages shall be: Five (5%) of the contract value.

CLAUSE-6: PRICE:

The price of rice shall be US$ 470 (Four hundred and seventy) per MT for5% broken only per MT net weight CIF liner out term (Cost of the cargo, Insurance and freight including stevedoring are on Seller's account) for Chittagong (60%) and Mongla (40%) port jetty (Lighter age of the mother vessel if required to attiring the permissible draught for Chittagong and Mongla port shall be borne by the seller). All taxes, duties and other charges levied on rice by the Government or other authorities in the Seller's country shall be borne by the Seller. All taxes, duties and other charges levied on rice by the Government or other authorities in the Buyer's country shall be borne by the Buyer. For the purpose of determining net weight of rice, the deduction of the tare of bags shall be taken as per new Polypropylene (PP) or weight of bag on actual basis.

CLAUSE-7: TRANSPORTATION:

(1) The vessel carrying cargo shall have fast speed. It shall not call at any port for taking additional cargo but shall proceed from the port of shipment to the port of destination directly.

(2) Partial shipment shall be allowed for full capacity of the vessel and there shall be one Bill of lading (B/L) for one vessel.

(3) Transshipment shall not be allowed.

(4) The vessel carrying cargo shall be geared vessel of such permissible length and draught as will be able to enter Chittagong Port Jetty berth and Mongla port. No vessel exceeding 25 (twenty five) years of age shall be chartered.

(5) The following shall be kept in view while fixing vessel.

(a) The vessel shall be suitable for the transportation of cargo under contract and fully geared and classed as per LIOYD'S Classification 100A1 or by equivalent classification, hatches with trouble free cranes and derricks and the vessel shall possess valid certificates relating thereto. The vessel shall possess all her survey certificates valid up to the end of the voyage under the contract to show that the vessel is seaworthy during the voyage.

(b) The Seller shall sign charter party with well-reputed established ship-owners, who is a member of a recognized conference line and is authorized to issue liner Bill of Lading.

(c) Full particulars of all vessels like correct name, flag, year of built, class, length and draught, number of hatches, cranes and derricks, quantity and the name of P&I Club are to be intimated to the Buyer by the Seller while nominating any vessel for transportation of the rice. The Seller shall take acceptance from the Buyer for nomination of the vessel before it is chartered.

(6) Israel Flag vessel(s) is not to be chartered.

(7) The Seller shall give fist telegraphic/fax/email scan notice of vessel`s arrival at Chittagong and Mongla to the Buyer (The Director General of food, Dhaka E-mail: dg @ dgfood.gov.bd Fax: 880-2-9556067), the Director Procurement E-mail Address: dproc @ dgfood. gov.bd, fax: 880-2-9556302, the Director of Movement, Storage and silos (cable Address: MOVESTORE, DHAKA, E-mail dmss @ dgfood.gov.bd, Fax: 880-2-7110694) Controller of Movement and Storage, Chittagong Cable Address : MOVEMENT CHITTAGONG, Fax: 880-31-726238, Controller of Movement and Storage, Khulna Cable Address: MOVEMENT KHULNA, Fax: 880-041-733362, Deputy Secretary (Procurement), Ministry of Food (E-mail dsprocurement@ mofood.gov.bd' Fax:880-2-9515025) and the Bank through which L/C will be opened. The telegraphic/ fax/email notice shall be given at least 5(Five) days before the vessel`s arrival at the port(s) of Chittagong and Mongla and shall contain the following information:

(a) Contract Number, (b) Name of the ship, (c) Ship's agent in Bangladesh, (d) Cargo and quantity,(e) Port of sailing,(f) Date of sailing, (g) Expected date of arrival at Chittagong and Mongla and (h) Stowage plan. Failing to do so, any loss incurred by the Government (Ministry of Food) on this account shall be at the seller`s account.

(8) All cost in connection with lighterage or lightening at the port of discharge shall be on Seller's account. The Buyer shall receive cargo on CIF liner out terms after 100% weighment at Chittagong/Mongla Port.

(9) The Seller shall send by Air Mail/fax/email scan to the Director General, Directorate General of Food. Dhaka a copy of the relevant Charter party within 3 (three) working days so as to ensure its receipt by Government before the arrival of the ship(s).

(10) The Seller shall be responsible for the transportation and delivery of cargo in PP bags at Chittagong and Mongla Port. The quantity of rice including the number of bags at discharge port will be determined by Final Discharge Report (FDR) to be signed by the Master/Captain or Chief Officer of the vessel on behalf of the seller and the Controller of Movement and Storage or his representative on behalf of the Buyer . 100% weighment at Chittagong port jetty berth and Mongla port may be jointly tallied by both the Buyer and Seller or their representatives and total of the tally as such will form the FDR. Seller or their representatives will supervise the tally at their own initiative and the FDR so prepared will be binding on both the parties. Since the Stevedores are appointed by the Seller in case of discharge of cargo from the vessel on liner out term, the Seller or his representative shall remain present at the time of weighment of rice and will sign the daily discharge repot. The Final discharge Report (FDR) shall be prepared within 7 (seven) days from the final discharge of the cargo of each vessel.

(11) Demurrage and dispatch condition shall in not apply in any case.

(12) No pre-dated and post dated bill of lading can be issued even if there is such a provision in the Charter Party.

(13) The buyer will make all efforts to ensure quick berthing of the ship and expeditious discharge of the cargo.

CLAUSE-8: SHIPPING ADVICE:

Immediately after loading the cargo on board the ship, the seller shall advise the buyer by cable or fax/email scan of the Contract Number, name of cargo mentioning gross and net weight loaded, invoice value, name of vessel, port of its departure expected time of departure (ETD) and expected time of arrival (ETA). One copy of each of the above cable or fax/email scan shall be sent to the following addresses:

(a) Controller, Movement and storage
Riaz Chamber, Sheikh Mujib Road, Agrabad Chittagong.
FAX NO.880-31-726238

(b) Controller, Movement and storage, Khulna
Fax No. 880-41-733362
Cable: MOVEMENT, KHULNA.

(c) Director Procurement
Directorate general of Food
16,Abdul: Ghani Road, Dhaka.
E-mail Address: dproc @ dgfood. gov.bd, Fax:880-2-9556302

(d) Director Movement, Storage and Silos
Directorate General of Food
16,Abdul: Ghani Road, Dhaka.
FAX NO: 880-2-7110694

(e) Deputy Secretary (Procurement)
Ministry of Food
Bangladesh Secretariat, Dhaka
FAXNO: 880-2-9514678
E-mail: dsprocurement @ mo food. gov. bd

CLAUSE-9: PRESHIPMENT INSPECTION & CERTIFICATION:

The Seller shall appoint an experienced, well known & internationally reputed on Pre-shipment inspecting agency at his own cost to supervise the cargo and issue certificate on (i) quality, (ii) quantity (iii) weight, (iv) Percentage of broken grain, (v) Content of moisture Percentage, (vi) Percentage of total defects (Dead, damaged & discoloured grains),(vii) Radioactivity (if not relaxed) and (viii) Foreign materials, (ix) packing etc. and the certificates so issued shall be submitted with the bill of lading. These certificates will not be treated as final document of the cargo in respect of quality & quantity.

The quality and quantity will be determined according to the provision laid down in clause 7(10) & 11 of this contract.

CLAUSE-10:TERMS OF PAYMENT:

(A) The buyer shall open an irrevocable letter of credit (L/C) in US Dollar in favour of the Seller within 5 banking days after signing of the contract through a Schedule Bank in Dhaka for full quantity of CIF liner out term value of the rice contracted to be shipped under this contract. 95% value of the contracted cargo payable on receipt of the shipping documents by the L/C opening bank. Balance 5% shall be paid on the basis of the Final Discharge Report (FDR) of each shipment. All bank charges in the Seller's country shall be borne by the Seller, while all bank charges in the Buyer's country shall be borne by the Buyer. The letter of credit will be negotiable for 95% value of rice on submission of the following documents each in six copies to advising /negotiating bank unless otherwise specified:

(i) Seller's commercial invoice in 6(six) copies certifying cargo, its specifications, quantity, unit price, total price, total weight, contract number, Letter of Credit(L/C) number& Bill of Lading signed by the Master/Captain of the vessel;

(ii) Seller's letter of guarantee regarding quantity and weight;

(iii) Certificate of origin issued by Ministry of Agriculture or chamber of commerce of the country of supply.

(iv) Crop year certificate issued by Ministry of Agriculture or chamber of commerce or Vinafood II of the country of supply.

(v) Full set of original clean shipped "on board" ocean Bill(s) of Lading signed by the Master/Captain of the vessel to be made out as per terms of the letter of credit (L/C). Bill of Lading is to state, Freight pre-paid and weight loaded".

(vi) Phytosanitary certificate issued by respective Government organization of country of origin in the form Prescribed by the competent authority concerned of the country of origin.

(vii) Pre-shipment inspection certificate issued by an experienced, well known & internationally reputed Pre-shipment inspecting agency appointed by the Seller in respect of quality quantity, packing etc. conforming to contracted specifications.

(viii) Certificate of fumigation issued by Government Agency or Government authorized Agency of the country of origin.

(ix) Certificate of standard and quality of rice conforming as to the following conditions from Government agency or vinafood-2 of the country of origin:

"That the rice is fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration and free from obnoxious and deleterious matter and poisonous weed seeds, rice is also free from insect infestation."

(x) Radioactivity certificate, if not relaxed for the same.

(B) In the event of any delay in the dispatch of shipping documents or incorrect preparation thereof, the Seller shall be responsible for any losses, demurrage, handling charges or other expenses arising there from.

(C) A non-negotiable set of documents mentioned at (A) above shall be air-mailed/ sent by courier to the Secretary, Ministry of Food, Directorate General of Food and Controller of Movement and Storage (CMS), Chittagong and Mongla within 3(three) days of the departure of the vessel carrying the rice under the contract and to ensure it's receipt by the Buyer before the arrival of the ship(s).

CLAUSE-11: POST LANDING INSPECTION:

(A) After arrival of the rice at the port of destination the representatives of the Buyer in presence of the Seller`s representatives shall draw necessary representative samples. Two sets of samples shall be jointly drawn from each of the hatch. The sample will be tested in the local office (Chittagong and Mongla, Khulna) of the Inspection, Development & Technical Services (IDTS) of the Directorate General of Food to determine the acceptability of the cargo. The sample will again be collected jointly from each hatch during the process of unloading, mixed up thoroughly so that the samples represent the full quantity of cargo the vessel. Two sets of samples will be bagged/packed, sealed and signed by both the representatives of buyer and Seller and one bag/packet will be Kept by each of them. The CMS will send the sample to IDTS, Dhaka within 7 (seven) days of drawing of the sample. Buyer's sample shall be tested in the IDTS. Laboratory, Dhaka. A copy of such test report may be provided to the seller on formal request in writing IDTS, Dhaka shall furnish the test report of rice within 5(Five) days of the receipt of the sample to Directorate General of Food from CMS Chittagong and Khulna. Low quality of the cargo shall be determined independently on the basis of each and every parameter of specification separately according to the result of IDTS report. Claim for supply of low quality of the cargo, shall be determined independently of the basis on each and every parameter of specification

separately according to the results of IDTS repot. Claim for supply of low quality cargo shall be calculated for the quantity of cargo beyond admissible parameter at double the rate and lodged with the seller accordingly. A copy of IDTS test report may be provided to seller on formal request in writing. If necessary, the Seller may test their sample in Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), Joydebpur, Gazipur in presence of Buyer's representative within 2 (two) months after issuance of IDTS report. In that case the result of BRRI shall be binding upon both the parties. On the question of Moisture test of Rice, it will be done by oven method at 130°C for one hour as per AOAC.

(B) The quantity of cargo as per bill of lading shall be delivered at the port of discharge by the Master/Captain/Chief Officer of the ship on behalf of the Seller and receive by a representative of the Buyer. During transfer of title of the cargo, Final Discharge Report (FDR) will be prepared and signed by the Master/Captain/Chief Officer of the ship or representatives of the Seller and the Buyer. Weighment made at Chittagong and Mongla Port may be jointly tallied by both the representative (s) of the Buyer and Seller and the total of the tally as such will form the FDR.FDR so prepared will be final and binding on both the parties. Since the Stevedores are appointed by the seller in case of discharge of cargo from the vessel on liner out term, the seller or his representatives shall remain present at the time of weighment of rice at Chittagong and Mongla and will sign the daily discharge report. The Final Discharge Report shall be prepared and signed within 7 (seven) days from the final discharge of the cargo of each vessel. In case of disagreement by Master/ Captain/ Chief Officer of the vessel the daily tally report will be final and binding. The Buyer shall provide the seller original copy of FDR within 10 days after completion of discharge of the cargo of each vessel.

(C) Any damaged cargo found during discharge of the vessel should be jointly surveyed by the surveyors appointed by both the Buyer and the Seller and damaged rice so detected will not be received by the Buyer. The Seller will destroy the damaged rice as per Port Rules at their cost, risk and time.

CLAUSE-12: CLAIMS:

Claims shall be lodged by the Buyer to the Seller for shortage and damaged cargo, if any, on the basis of Final Discharge Report (FDR) and Low quality cargo, if any, shall be lodged on the basis of IDTS's report. Claim lodged for low quality will be calculated for the quantity of the cargo beyond admissible parameter at double the rate. Provisional claim shall be lodged by the CMS, Chittagong/Khulna as receiver of the cargo within 30 days of unloading of the cargo of each vessel. Final claims shall be lodged by the Buyer within 45 days the vessel completes unloading of the cargo from each vessel. The claims shall be settled by the seller within 30 (thirty) days from the date of lodging the claim. Otherwise the claims (lodged by the Buyer) shall be realized by deducting the necessary amount during payment of remaining/balance 5% bill amount. If the remaining 5% bill amount is not sufficient to realise the Buyer's clams, the buyer will claim the recovery through correspondence within a period of 7 (seven) days. The seller will be obliged to make payment for the claims by Foreign Demand Draft (FDD) in favour of the buyer.

CLAUSE-13: SUBMISSION OF SHIPPING DOCUMENTS:

Signed copies of the following documents in a sealed envelope shall be dispatched by the Seller by Air Mail, consignment wise, within 3 (three) days of the sailing or departure of vessel(s) to the addresses as mentioned at clause-8:-

(a) Clean on Board Ocean Bill of Lading along with Mates receipt signed by the Master Captain/Chief Officer of the Vessel.

(b) Seller's detailed invoice.

(c) Certified copies of all certificates of load order contained in clause 9 & 10.

CLAUSE-14: DEFAULTS:

(a) If the Seller refuses or fails to make deliveries of the cargo conforming to the contracted specification within the time specified or to perform faithfully any contractual terms, the Buyer may, without prejudice to other rights of the Buyer resulting from breach of the contractual terms, by giving written notice cancel or rescind the contract or terminate the right of the Seller to proceed with any or all of the remaining part under the contract to be performed. The penalty will be equally applicable to the Local Agent as well as to their Foreign Principal.

(b) Similarly, if the Buyer fails to provide letter of credit (L/C) as per clause-10 the Seller may, without prejudice to their other rights, by giving written notice cancel or rescind the contract or terminate the right of the Buyer to proceed with any or all of the remaining obligations under this contract.

CLAUSE-15: INSURANCE:

The Seller shall be responsible and liable for all the matters related to insurance.

CLAUSE-16: ARBITRATION:

Any dispute relating to the Contract or breach thereof shall be settled amicably by negotiation between the Buyer and the Seller. In case, no settlement can be reached the dispute shall be referred to Arbitration. In the matter of the Arbitration the provision of the Arbitration Act, 2001 (Act 1 of 2001) of Bangladesh shall be followed and the venue of the arbitration shall be in Dhaka, Bangladesh.

CLAUSE-17: FORCE MAJEURE:

Should any extra-ordinary and unforeseen circumstances arise, like fire, flood or any other natural calamities strike, riot, civil commotion, epidemic, plague, accident and/or war preventing either contracting party from fully or partially carrying out the obligations under the contract, party so prevented shall inform in writing the other party of the causes of such failure within 3(three) days from the beginning thereof and shall not be liable for performance of the Contract wholly or to the extent of non-performance, as the case may be, The authorities concerned of the respective countries shall authenticate prevalence of such circumstances.

CLAUSE-18: NON-PERFORMANCE:

In the event of non-supplying of the rice wholly or partly under the contract the Seller shall be held responsible for any consequential loss causing to the Buyer arising out of the non-supply of rice.

CLAUSE-19: PERFORMANCE GUARANTEE:

Since this is a G to G contract, the two governments stand as guarantors of the contract. That is why there will be no performance guarantee.

CLAUSE-20: THE SELLER SHALL FURTHER UNDERTAKE:

Addresses to give or cause to be given first telegraphic, telex or fax notice of vessel's arrival at Chittagong to the Buyer :

(a) Controller, Movement and Storage
Riaz Chamber, Sheikh Mujib Road, Agrabad, Chittagong
FAX NO. 880-31-726238

(b) Controller, Movement and Storage, Khulna
Fax No. 880-41-733362
Cable: MOVEMENT, KHULNA.

(c) Director Procurement, Directorate Generla of Food
16, Abdul Ghani Road, Dhaka,
E-mail Address : dproc@dgfood. gov.bd, Fax : 880-2-9556302

(d) Director, Movement, Storage and Silos
Directorate General of Food
16, Abdul Ghani Road, Dhaka
FAX NO. 880-2-7110694

(e) Deputy Secretary (Procurement)
Ministry of Food
Bangladesh Secretariat, Dhaka
FAX NO. 880-2-9514678
E-mail: dsprocurement@mofood,gov.bd

(f) The bank through which Letter of Credit (L/C) will be opened.

(g) The fax notices shall be given at least 5 (Five) days before the vessel's arrival at the port of Chittagong/Mongla and shall contain the following information:

(i) Contract Number
(ii) Name of the Ship
(iii) Ship's agent in Bangladesh
(iv) Commodity and quantity
(v) port of Sailing
(vi) Date of Sailing and
(vii) Expected date of arrival at Chittagong/Mongla

CLAUSE-21 : LAW GOVERNING THE CONTRACT :

The contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Bangladesh.

CLAUSE-22 EFFECTIVENESS :

This contract shall come into force with effect from the date of signing by the Buyer and the Seller.

In witness whereof the Buyer and the Seller acting through their representative into duly authorized have caused this contract to be signed in their respective names in Dhaka on the day and year first above written.

FOR AND ON BEHALF OF
(SELLER)
M/S. VINAFOOD II
VIEINAM, SOUTHERN FOOD
CORPORATION
SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM.

HUYNH THE NANG
GENERAL DITECTOR
333 TRAN HUNG DAO STEET,
CAU KHO WARD, DISTRICT 1,
HOCHIMINH CITY
VITENAM

FOR AND ON BEHALF OF (BUYER)
GOVERNMENT OF THE PEOPLES
REPUBLIC OF BANGLADESH
REPRESENTED BY
DIRECTOR GENERAL OF FOOD
DHAKA, BANGLADESH

(MD. BADRUL HASAN)
DIRECTOR GENERAL
DIRICTORATE GENERAL OF FOOD.
16, ABDUL GANI ROAD, DHAKA.
BANGLADESH

WITNESS

NGUYEN THO TRI
DEPUTY GENERAL, DIRECTOR

WITNESS

MD. ABDUL AZIZ MOLLAH
DIRECTOR
PROCUREMENT DIVISIN
DTE. GENERAL OF FOOD, DHAKA.

CONTRACT

SIGNED BETWEEN

DIRECTORATE OF FOOD

MINISTRY OF FOOD

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

AND

M/S. VINAFOOD-2

VIETNAM SOUTHERN FOOD CORPORATION

VIETNAM.

FOR

PURCHASE OF WHITE RICE (ATAP)

IN THE YEAR-2017

QUANTITY 200000(TWO HUNDRED THOUSAND(±5%)MT

CONTRACT NO: G TO G-01

DATED : 15-06-2017

CONTRACT FOR SALE AND PURCHASE OF

WHITE RICE (ATAP)

This contract No: G to G-01 is made on this 15th day of June, 2017 between the Government of the people's Republic of Bangladesh represented by the Directorate of Food, Ministry of Food (hereinafter referred to as the Buyer) and M/s. Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood-2), Vietnam (hereinafter referred to as the "Seller") for purchase of 200000 (Two hundred thousand) (5%±) Metric Tons (M.T.) White Rice (Atap).

Whereas the Buyer has intended to purchase White Rice (Atap) of the quantity and specification hereinafter contained;

and

Whereas the Seller has agreed to sell the said quantity of rice on the terms and condition hereinafter following :

Now, therefore the parties hereto have agreed as follows :

CLAUSE-I : QUANTITY :

The buyer shall purchase and the seller shall sell 200000 (Two hundred thousand) MT (5%±) of White Rice (Atap) 15% (Maximum broken, last crop of 2016 or latest crop of Vietnamese origin.

CLAUSE-2 : QUALITY SPECIFICATION OF WHITE RICE (ATAP)

Rice to be supplied shall be 200000 (Two hundred thousand) MT of White Rice (Atap) 15% (maximum) broken, last crop of 2016 or latest crop of Vietnamese origin in good condition, fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration and free from obnoxious and deleterious matters and poisonous weed seeds. Rice must be free from insect infestation and shall have the following specifications :

SL.	Parameter	Specification
(i)	Moisture (Maximum)	: 14%
(ii)	Broken grains (Maximum)	: 15%
(iii)	Damaged (Maximum)	: 0.5%
(iv)	Chalky/immature (Maximum)	: 8%
(v)	Red & Red Streaked Kernels (Maximum)	: 3%
(vi)	Foreign Matters (Maximum)	: 1%
(vii)	Glutinous Rice (Maximum)	: 1.5%
(viii)	Radio-Activity (maximum)	: 50 Bq/Kg of ^{137}Cs//^{134}Cs

All the parameters must be limited to percentage mentioned against each item individually and separately.

CLAUSE-3 : PACKING :

The rice shall be packed in new polypropylene (PP) woven bags of 50kg net. The size of 50Kg PP woven bag should be 24″×36″, taro weight of empty bags should be 120 Grams minimum. The mouth of the bags has to be double stitched by machine. New bags shall replace bags that burst while loading and unloading by the Seller and all charges in this connection shall be borne by the Seller.

CLAUSE-4 : MARKING :

GOVE. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH DIRECTORATE OF FOOD MINISTRY OF FOOD NET WT. 50KGS WHITE RICE (ATAP)

CLAUSE-5 : PERIOD OF DELYVERY OR SHIPMENT :

(i) The Seller shall complete shipment of 200000 (Two hundred thousand) (5%±) MT of White Rice (Atap) to Chittagong port (60%) and Mongla port (40%) within 60 (sixty) days of signing of the contract. The seller shall also ensure shipment of the 1st vessel of the contracted cargo within 15 (fifteen) days of opening of the L/C. The name of the loading port (s) and date of sailing of vessel (s) shall be intimated by the Seller to the Buyer.

(ii) **Extension of Delivery of Shipment Period** : If extension is required the procuring Entity may extend delivery of shipment period as deemed reasonable. In that case the seller shall promptly notify the Buyer in writing of the delay, its likely duration and its cause. As soon as practicable after receipt of the Seller's notice, the Buyer shall evaluate the situation and may at his discretion extend the Seller's time for shipment or delivery, in which case the extension shall be ratified by the parties through amendment of the contract. If the Seller fails to delover any or all of the goods or in performing the related services within the extended period of time, the liquidated damage shall be half of one percent (0.5%) of the contract value per week on part thereof. The maximum amount of liquidated damages shall be: Five (5%) of the contract value.

CLAUSE-6 : PRICE

The price of rice shall be US$ 430 (Four hundred and thirty) per MT for 15% broken only per MT net weight CIF liner out term (Cost of the Cargo, Insurance and Freight including Stevedoring are on Seller's account) for Chittagong (60%) and Mongla (40%) port jetty (Lighterage of the mother vessel if required to attain the permissible draught for Chittagong and Mongla port shall be borne by the Seller). All taxes, duties and other charges levied on rice by the Government or other authorities in the Seller's country shall be borne by the Seller. All taxes, duties and other charges levied on rice by the Government or other authorities in the Buyer's country shall be borne by the Buyer. For the purpose of determining net weight of rice, the deduction of the tare of bags shall be taken as per new Polypropylene (PP) or weig of bag on actual basis.

CLAUSE-7 : TRANSPORTATION :

(1) The vessel currying cargo shall have fast speed. It shall not call at any port for taking additional cargo but shall proceed from the port of shipment to the port of destination directly.

(2) Partial shipment shall be allowed for full capacity of the vessel and there shall be one Bill of lading (B/L) for one vessel.

(3) Transshipment shall not be allowed.

(4) The vessel carrying cargo shall be geared vessel of such permissible length and draught as will be able to enter Chittagong Port Jetty berth and Mongla port. No vessel exceeding 25 (twenty five) years of ago shall be chartered.

(5) The following shall be kept in view while fixing vessel :

   (a) The vessel shall be suitable for the transportation of cargo under contract and fully geared and classed as per LIOYD'S Classification 100A1 or by equivalent classification, hatches with trouble free cranes and derricks and the vessel shall possess valid certificates relating thereto. The vessel shall possess all her survey certificates valid up to the end of the voyage under the contract to show that the vessel is seaworthy during the voyage.

   (b) The Seller shall sign charter party with well-reputed established ship-owners, who is a member of a recognized conference line and is authorized to issue liner Bill of Lading.

   (c) Full particulars of all vessels like correct name, flag, year of built, class, length and draught, number of hatches, cranes and derricks, quantity and the name of P&I Club are to be intimated to the Buyer by the Seller while nominating any vessel for transportation of the rice. The Seller shall take acceptance from the Buyer for nomination of the vessel before it is chartered.

(6) Israel Flag vessel (s) is not to be chartered.

(7) The Seller shall give fast telegraphic/fax/email scan notice vessel's arrival at Chittagong and Mongla to the Buyer (The Director General of Food, Dhaka E-mail : dg@dgfood.gov.bd Fax : 880-2-9556067), the Director Procurement E-mall Address : dproc@dgfood.gov.bd Fax : 880-2-9556302), the Director of Movement, Storage and Silos (cable Address : MOVESTORE, DHAKA, E-mail : dmss@dgfood.gov.bd Fax : 880-2-7110694) Controller of Movement and Storage, Chittagong Cable Address : MOVEMENT CHITTAGONG, Fax : 880-31-726238, Controller of Movement and Storage, Khulna Cable Address : MOVEMENT KHULNA, Fax : 880-041-733362, Deputy Secretary (Procurement), Ministry of Food (E-mail: dsprocurement@food, gov, bd, Fax : 880-2-9515025) and the Bank through which L/C will be opened. The telegraphic/fax/email notice shall be given at least 5 (five) days before the vessel's arrival at the port(s) of Chittagong and Mongla and shall contain the following information :

(a) Contract Number, (b) Name of the Ship, (c) Ship's agent in Bangladesh, (d) Cargo and quantity, (e) Port of sailing, (f) Date of sailing, (g) Expected date of arrival at Chittagong and Mongla and (h)Stowage plan, Failing to do so, any loss incurred by the Government (Ministry of Food) on this account shall be at the seller's account.

(8) All cost in connection with lighterage or lightening at the port of discharge shall be on Seller's account. The Buyer shall receive cargo on CIF liner out terms after 100% weighment at Chittagong/Mongla Port.

(9) The Seller shall send by Air Mail/fax/email scan to the director General, Directorate General of Food, Dhaka a copy of the relevant Charter party within 3 (three) working days so as to ensure its receipt by Government before the arrival of the ship(s).

(10) The Seller shall be responsible for the transportation and delivery of cargo in PP bags at Chittagong and Mongla Port. The quantity of rice including the number of bags at discharge port will be determine by Final Discharge Report (FDR) to be signed by the Master/Captain or Chief Officer of the vessel on behalf of the seller and the Controller of Movement and Storage or his representative on behalf of the Buyer. 100% Weighment at Chittagong port jetty berth and Mongla port may be jointly tallied by both the Buyer and Seller or their representatives and total of the tally as such will form the FDR, Seller or their representatives will supervise the tally at their own initiative and the FDR so prepared will be binding on both the parties. Since the Stevedores are appointed by the Seller in case of discharge of cargo from the vessel on liner out term, the Seller or his representative shall remain present at the time of weighment of rice and will sign the daily discharge report. The Final discharge Report (FDR) shall be prepared within 7 (seven) days from the final discharge of the cargo of each vessel.

(11) Demurrage and dispatch condition shall not apply in any case.

(12) No pre-dated and post dated bill of lading can be issued even if there is such a provision in the Charter Party.

(13) The buyer will make all efforts to ensure quick berthing of the ship and expeditious discharge of the cargo.

CLAUSE-8: SHIPPING ADVICE :

Immediately after loading the cargo on board the ship, the seller shall advice the buyer by cable or fax/emaill scan of the contract number, name of cargo mentioning gross and net weight loaded, invoice value, name of vessel, port of its departue, expected time of departure (ETD) and expected time of arrival (ETA). One copy of each of the above cable or fax/emil scan shall be sent to the following addresses:

(a) Controller, Movement and storage
Riaz chamber, Sheikh Mujib Road, Agrabad, Chittagong.
FAX NO. 880-31-726238

(b) Controller, Movement and storage, Khulna
FAX NO. 880-41-733362
Cable : MOVEMENT, KHULNA

(c) Director procurement
Directorate General of Food
16, Abdul Ghani Road, Dhaka.
E-mail Address : dproc @dgfood.gov.bd.Fax:880-2-9556302

(d) Director Movement, Storage and Silos
Directorate General of Food
16, Abdul Ghani Road, Dhaka.
FAX NO :880-2-7110694

(e) Deputy Secretary (Procurement)
Ministry of Food
Bangladesh Secretariat, Dhaka
Fax No. 880-2-9514678
E-mall : dsprocurement@mofood.gov.bd

CLAUSE-9: PRESHIPMENT INSPECTION & CERTIFICATION :

The Seller Shall appoint an experienced, well know & internationally reputed pre-shipment inspecting agency at his own cost to supervise the cargo and issue certificate on *(i)* quality, *(ii)* quianty, *(iii)* weight, *(iv)* percentage of broken grain, *(v)* Content of moisture Percentage, *(vi)* Percentage of total defect (Dead, damaged & discolored grains), *(vii)* Radioactivity (if not relaxed)and *(viii)* Foreign materials, *(ix)* packing etc. and the certificates so issued shall be submitted with the bill of lading. These certificates will not be treated as final document of the cargo in respect of quality & quantity. The quality and quantity will be determined according to the provision laid down in clause 7(10) & 11 of this contract.

CLAUSE-10 : TERMS OF PAYMENT:

(A) The Buyer shall open an irrevocable letter of credit (L/C) in US Doller in favour of the seler within 5 banking days after singing of the contract through a schedule Bank in Dhaka for quantity of CIF liner out term value of the rice contracted to be shipped under this contract, 95% value of the contracted cargo payable on receipt of the shipping documents by the L/C opening bank. Balance 5% shall be paid on the basis of the Final Discharge Report (FDR) of each shipment. All bank charges in the Seller's country shall be borne by the Seller, while all bank charges in the Buyer's country shall be borne the Buyer. The letter of credit will be negotiable for 95% value of rice on submission of the following documents each in six copies to advising/negotiating bank Unless otherwise specified:

(i) Sellers commercial invoice in 6 (Six) coples certifying cargo, its specifications, quantity, unit price, total weight, contract number, Letter of credit (L/C) number & Bill of Lading signed by the Master/Captain of the vessel;

(ii) Sellers letter of guarantee regarding quantity and weight;

(iii) Certificate of origin issued by Ministry of Agriculture or chamber of commerce of the country of supply.

(iv) Crop year certificate issued by Ministry of Agricultural or chamber of commerce or Vinafood-2 of the country of supply.

(v) Full set of original clean shipped "on board" Ocean Bill(S) of Lading signed by the Master/captain of the vessel to be made out as per terms of the letter of credit (L/C). Bill of lading is to state, "Freight Pre-paid and weight loaded."

(vi) Phytosanitary certificate issued by respective Government organization of country of origin in the form prescribed by the competent authority concerned of the country of origin.

(vii) Pre-shipment inspection certificate issued by an experienced, well known & internationally reputed pre-shipment inspecting agency appointed by the seller in respect of quality, quantity, packing etc. conforming to contracted specifications.

(viii) Certificate of fumigation issued by Government Agency or Government authorised Agency of the country of origin.

(ix) Certificate of standard and quality of rice conforming as to the following conditions from Government agency or vinafood-2 of the country of origin: "That the rice is fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration and free from obnoxious and deleterious matter and poisonous weed seeds, rice is also free from insect infestation."

(x) Radioactivity certificate, if not relaxed for the same.

(B) In the event of delay in the dispatch of shipping documents or incorrect preparation thereof, the seller shall be responsible for any losses, demurrage, handling charges or other expenses arising thereform.

(C) A non-negotiable set of documents mentioned at (A) above shall be air-mailed/sent by courier to the Secretary, Ministry of food, Directorate General of Food and Controller of Movement and storage (CMS), Chittagong and Mongla within 3 (three) days of the departure of the vessel carrying the rice under the contract and to ensure its receipt by the Buyer before the arrival of the Ship (S).

CLAUSE II: POST LANDING INSPECTION:

(A) After arrival of the rice at the port of destination the representatives of the Buyer in presence of the seller's representatives shall draw necessary representative samples. Two sets of samples shall be jointly drawn from each of the hatch. The sample will be tested in the local office (Chittagong and Mongla, Khulna) of the inspection, Development & Technical services (IDTS) of the Directorate General of Food to determine the acceptability of the cargo. The sample will again be collected jointly from each hatch during the process of unloading, mixed up thoroughly so that the samples represent the full quantity of cargo of the vessel. Two sets of sample will be bagged/packed, sealed and signed by both the representatives of buyer and seller and one bag/packet will be kept by each of them. The CMS will send the sample to IDTS, Dhaka within 7 (seven) days of drawing of the sample. Buyer's Sample shall be tested in the IDTS Laboratory, Dhaka. A copy of such test report may be provided to the Seller on formal request in writing. IDTS, Dhaka shall furnish the

test report of rice within 5 (five) days of the receipt of hte sample to Directorate General of food from CMS Chittagong and Khulna, Low quality of the cargo shall be determined independently on the basis of each and every parameter of specification separately according to the result of IDTS report. Claim for supply of low quality of the cargo shall be determined independently on the basis of each and every parameter of specification separately according to the results of IDTS report. Claim for supply of low quality cargo shall be calculated for the quantity of cargo beyond admissible parameter at double the rate and lodge with the seller accordingly. A copy of IDTS test report may be provided to seller on formal request in writing. If necessary, the Seller may test their sample in Bangladesh Rice Research Institute (BRRI). Joydebpur, Gazipur in presence of Buyer's respresentative within 2 (two) months after issuance of IDTS report. In that case the result of BRRI shall be binding upon both the parties. On the question of Moisture test of Rice, it will be done by oven method at 130°C for one hour as per AOAC.

(B) The quantity of cargo as per bill of lading shall be delivered at the port of discharge by the Master/Captain/Chief Officer of the ship on behalf of the Seller and received by a representative of the Buyer. During transfer of little of the cargo, Final Discharge Report (FDR) will be prepare and signed by the Master/Captain/Chief Officer of the ship or representatives of the Seller and the Buyer. Weighment made at Chittagong and Mongla Port may be jointly tallied by both the representative (S) of the Buyer and Seller and the total of the taily as such will from the FDR. FDR so prepared will be final and binding on both the parties. Since the Stevedores are appointed by the seller in case of discharge of cargo from the vessel on liner out term, the seller or his representatives shall remain present at the time of weightment of rice at Chittagong and Mongla and will sign the daily discharge report. The final Discharge Report shall be prepared and signed within 7 (seven) days from the Final discharge of the cargo of each vessel. In case of disagreement by Master/Captain/Chief Officer of the vessel the daily taily report will be final and binding. The Buyer shall provide the Seller original copy of FDR within 10 days after completion of discharge of the cargo of each vessel.

(C) Any damaged cargo found during discharge of the vessel should be jointly surveyed by the surveyors appointed by both the Buyer and the Seller and damaged rice so detected will not be received by the Buyer. The Seller will destroy the damaged rice as per Port Rules at their cost, risk and time.

CLAUSE-12: CLAIMS:

Clams shall be lodge by the Buyer to the Seller for shortage and damaged cargo, if any, on the basis of Final Discharge Report (FDR) and low quality cargo, if any, shall be lodge on the basis of IDTS's report. Claim lodged for low quality will be calculated for the quantity of the cargo beyond admissible parameter at double the rate. Provisional claim shall be lodged by the CMS, Chittagong/Khulna as receiver of the cargo within 30 days of unloading of the cargo of each vessel. Final claims shall be lodge by the Buyer within 45 days the vessel completes unloading of the cargo from each vessel. The claims shall be settled by the seller within 30 (thirty) days from the date of lodging the claim. Otherwise the claims (lodged by the Buyer) shall be realized by deducting the necessary amount during payment of remaining/balance 5% bill amount. If the remaining 5% bill amount is not sufficient to realize the Buyer's claims, the buyer will claim the recovery through correspondence within a period of 7 (seven) days. The seller will be obliged to make payment for the claims by Foreign Demand Draft (FDD) in favour of the buyer.

CLAUSE-13: SUBMISSION OF SHIPPING DOCUMENTS:

Signed copies of the following documents in a sealed envelope shall be dispatched be the Seller by Air Mail, consigmentwise, within 3 (three) days of the sailing or departure of vessel(s) to the addresses as mentioned a clause-8:-

(a) Clean on Board Ocean Bill of Lading along with Mates receipt signed by the Master/Captain/Chief Officer of the Vessel.

(b) Seller's detailed invoice.

(c) Certified copies of all certificates of load order contained in clause 9 & 10.

CLAUSE-14: DERAULTS

(a) If the Seller refuses or falls to make deliveries of the cargo conforming to the contracted specification within the time specified or to perform faithfully any contractual terms, the Buyer may, without prejudice to other rights of the Buyer resulting from breach of the contractual terms, by giving written notice cancel of rescind the contract or terminate the right of the Seller to proceed with any of all of the remaining part under the contract to be performed. The penalty will be equally applicable to the Local Agent as well as to their Foreing Principal.

(b) Similarly, if the Buyer falls to provide letter of credit (L/C) as per clause-10 the Seller may, without prejudice to their other rights, by giving written notice cancel or rescind the contract or terminate the right of the Buyer to proceed with any or all of the remaining obligations under this contract.

CLAUSE-15: INSURANCE:

The Seller shall be responsible and liable for all the matters related to insurance.

CLAUSE-16: ARBITRATION:

Any dispute relating to the Contract or breach there of shall be settled amicably by negotiation between the Buyer and the Seller. In case, no settlement can be reached the dispute shall be referred to Arbitration. In the matter of the Arbitration the provision of the Arbitration Act. 2001 (Act 1 of 2001) of Bangladesh shall be followed and the venue of the arbitration shall be in Dhaka, Bangladesh.

CLAUSE-17: FORCE MAJEURE:

Should any extra-ordinary and unforeseen circumstances arise, like fire, flood or nay other natural calamities, strike, riot, civil commotion, epidemic, plague, accident and/or war preventing either contracting party from fully or partially carrying out the obligations under the contract, party so prevented shall inform in writing the other party of the causes of such failure within 3 (three) days from the beginning thereof and shall not be liable for performance of the contract wholly or to the extent of non-performance, as the case may be. The authorities concerned of the respective countries shall authenticate prevalence of such circumstances.

CLAUSE-18: NON-PERFORMANCE:

In the event of non-supplying of the rice wholly or partly under the contract the Seller shall be held responsible for nay consequential loss causing to the Buyer arising out of the non-supply of rice.

CLAUSE-19: PERFORMANCE GUARANTEE:

Since this is a G to G contract, the two government stand as guarantors of the construct. That is why there will be no performance guarantee.

CLAUSE-20: THE SELLER SHALL FURTHER UNDERTAKE :

Addresses to give or cause to be given first telegraphic, telex or fax notice of vessel's arrival at Chittagong to the Buyer :

(a) Controller, Movement and Storage
Riaz Chamber, Sheik Mujib Road, Agrabad, Chittagong.
Fax No. 880-31-726238

(b) Cotroller, Movement and Storage, Khulna
Fax No. 880-41-733362
Cable : MOVEMENT, KHULNA.

(c) Director Procurement, Directorate General of Food
16, Abdul Ghani Road, Dhaka
E-mail Address: dproc@dgfood.gov.bd.Fax:880-2-9556302

(d) Director, Movement, Storage and Silos
Directorate General of Food
16, Abdul Ghani Road, Dhaka
Fax No. 880-2-7110694

(e) Deputy Secretary (Procurement)
Ministry of food
Bangladesh Secretariat, Dhaka
Fax No. 880-2-9514678
E-Mail : dsprocurement@mofood.gov.bd

(f) The bank through which Letter of Credit (L/C) will be opened.

(g) The fax notices shall be given at least 5 (five) days before the vessel's arrival at the port of Chittagong/Mongla and shall contain the following infomation :

(i) Contract Number
(ii) Name of the Ship
(iii) Ship's agent in Bangladesh
(iv) Commodity and quantity
(v) Port of Sailing
(vi) Date of Sailing and
(vii) Expected date of arrival at Chittagong/Mongla

CLAUSE-21 : LAW GOVERNING THE CONTRACT:

The contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Bangladesh.

CLAUSE-22:EFFECTIVENESS:

This contract shall come into force with effect from the date of signing by the Buyer and the Seller.

In witness whereof the Bayer and the Seller acting through their representative into duly authorized have caused this contract to be signed in their respective names in Dhaka on the day and year first above written.

FOR AND ON BEHALF OF (SELLER) M/S. VINAFOOD II VIETNAM SOUTHERN FOOD CORPORATION SOCIALISH REPUBLIC OF VIETNAM.	FOR AND ON BEHALF OF (BUYER) GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH REPRESENTED BY DIRECTOR GENERAL OF FOOD DHAKA, BANGLADESH.
HUYNH THE NANG GENERAL DIRECTOR 333 TRAN HUNG DAO STREET, CAU KHO WARD, DISTRICT 1, HOCHIMINH CITY VIETNAM	(MD. BADRUL HASAN) DIRECTOR GENERAL DIRECTORATE GENERAL OF FOOD, 16, ABDUL GANI ROAD, DHAKA.BANGLADESH
WITNESS	WITNESS
NGUYEN THO TRI DEPUTY GENERAL DIRECTOR	MD. ABDUL AZIZ MOLLAH Director Procurement Division Dte. General of Food, Dhaka.

CONTRACT

SIGNED BETWEEN

Directorate of Food

MINISTRY OF FOOD

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

16, Abdul Gani Road, Dhaka

AND

M/s Siam Rice Trading (Thai) Co. Ltd.

613/21-23, Songwad Road

Jakkrawad, Samphantawong
Bangkok 10100, Thailand

FOR

PURCHASE OF NON-BASMATI PARBOILED RICE
IN THE FY 2017-2018

QUANTITY 50,000 (Fifty thousand) (±5%) MT.
(Package-04)

Contract No. 13.01.0000.093.46.25.17-3195

Dated : 11/10/2017

CONTRACT FOR SALE AND PURCHASE OF NON-BASMATI PARBOLED RICE

This contract **(Contract No : 13.01.0000.093.46.25.17-3195) is made on this 11th day of October, 2017** between the Government of the People's Republic of Bangladesh represented by the Directorate of Food, Ministry of Food (hereinafter refirred to as the buyer) and **M/s Siam Rice Trading (Thai) Co. Ltd.** 613/21-23. Songwad Road, Jakkrawad, Samphantawong, Bangkok 10100, Thailand (Hereinafter refirred to as the "seller") for purchase of 50,000 (Fifty thousand) **(5%±)** Metric Tons (M.T.) Non-basmati parboiled Rice.

Whereas the buyer intended to purchase Non-basmati parboiled Rice of the quantity and specification hereinafter contained;

and

Whereas the seller has agreed to sell the said quantity of rice on the terms and conditions hereinafter following:

Now, therefore the parties hereto have agreed as follows:

CLAUSE-1 : QUANTITY:

The buyer shall purchase and the seller shall sell **50,000 (Fifty thousand) MT (5%±) of Non-basmati Parboiled Rice 5% (Maximum) broken** from crop 2017 or latest of **Thailand/ Vietnam/ Cambodia.**

CLAUSE-2: QUALITY SPECIFICATION OF NON-BASMATI PARBOILED RICE:

Rice to be supplied shall be 50,000 (Fifty thousand) **MT of Non-basmati Parboiled Rice having 5% (Maximum) broken crop** of 2017 or latest of **Thailand/ Vietnam/ Cambodia** in good condition, fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration and free from obnoxious and deleterious matters and poisonous weed seeds. Rice must be free from insect infestation and shall have the following specifications:-

Quality parameters	Specification	Margin of tolerance with claim for deviation beyond specification	Rejection
Moisture (maximum)	13.0%	14.0%	above 14.0%
Broken grain (Maximum)	5.0% (Rice of size 3/4th and below will be considered as broken and less than 1/4th broken should not be more than 2%)	8.0% (Rice of size 3/4th and below will be considered as broken and less than 1/4th broken should not be more than 4%)	above 8.0%
Foreign matter (Maximum)	0.3%	0.5%	above 0.5%

Quality parameters	Specification	Margin of tolerance with claim for deviation beyond specification	Rejection
Dead, damaged & discolored grains (Maximum)	3% in total	4.0%	above 4.0%
Radio-Activity (Maximum)	50 Bq/kg of ^{137}Cs/ ^{134}Cs (Relaxable for the crop of SAARC and South-East Asian Country)	50 Bq/kg of ^{137}Cs/ ^{134}Cs (Relaxable for the crop of SAARC and South-East Asian Country)	above 50 Bq/kg of ^{137}Cs/ ^{134}Cs

All the parameters must be limited to percentage mentioned against each item individually and separately.

CLAUSE-3 : PACKING :

The rice shall be packed in new Polypropylene (pp) woven bags of 50 kg net. The size of 50 kg pp woven bag should be 24″×36″, tare weight of emply bags should be 120 Grams minimum. The mouth of the bags has to be double stitched by machine. New bags shall replace bags that burst while loading and unloading by the seller and alll charges in this connection shall be borne by the seller.

CLAUSE-4 : MARKING :

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBIC OF BANGLADESH
DIRECTORATE OF FOOD
MINISTRY OF FOOD
NET WT. 50 KGS
NON-BASMATI PARBOILED RICE

CLAUSE-5 : PERIOD OF DELIVERY OR SHIPMENT :

(i) The seller shall arrange shipment of **50,000 (Fifty thousand) (5%±) MT** of Non-basmati parboiled rice to Chittagong (60%) and Mongla (40%) port within 40 (Forty) days of signing of the contract. The name of the loading port(s) and date of sailing of vessel(s) shall be intimated by the seller to the buyer.

(ii) **Extension of Delivery or Shipment Period :** If extension is required the procuring Entity may extend delivery or shipment period as deemed reasonable. In that case the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of the delay, its likely duration and its cause. As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may at its discretion extend the Supplier's time maximum 15 (Fifteen) days for shipment or delivery, in which case the extension shall be ratified by the parties through amendment of the contract.

CLAUSE-6 : PRICE :

The price of rice shall be **US$ 438 (US Dollar Four hundred and thirty eight**) only per MT net weight CIF liner out term (Cost of the Cargo, Insurance and Freight including Stevedoring are on seller's account) for Chittagong (60%) and Mongla (40%) port jetty (Lighterage of the mother vessel if required to attain the permissible draught for Chittagong (60%) and (40%) Mongla port shall be born by the seller). All taxes, duties and other charges levied on rice by the Government or other authorities in the seller's country shall be born by the seller. For the purpose of determining net weight of rice, the deduction of the tare of bags shall be taken as per new Polypropylene (PP) or weight of bag on actual basis.

CLAUSE-7 : TRANSPORTATION :

(1) The vessel carrying cargo shall have fast speed. It shall not call at any port for taking additional cargo but shall proceed from the port of shipment to the port of destination directly.

(2) Partial shipment shall be allowed for full capacity of the vessel and there shall be one Bill of Lading (B/L) for one vessel.

(3) Transshipment shall not be allowed.

(4) The vessel carrying cargo shall be geared vessel of such permissible length and draft as will be able to enter Chittagong/Mongla port jetty/berth. No vessel exceeding 25 (Twenty five) years of age shall be chartered.

(5) The following shall be kept in view while fixing vessels :

(a) The vessel shall be suitable for transportation of cargo under contract and fully geared and classed as per LLYOD'S classification 100A1 or by equivalent classification, hatches with trouble free crane and derricks and the vessel shall possess valid certificates relating thereto. The vessel shall possess all her survey certificates vaild up to the end of the voyage under the contract to show that the vessel is seaworthy during the voyage.

(b) The Seller shall sign charter party with well-reputed established ship owners, who is a member of a recognized Conference line and authorized to issue Liner Bill of Lading. The Seller's Contract with the ship owner will be as per Carriage of Goods by Sea Act, 1925 (Act xxvi of 1925) of Bangladesh.

(c) Full particulars of all vessels like correct name , flag, year of built, class, length and draught, number of hatches, cranes and derricks, quantity and the name of P&I Club are to be intimated to the buyer by the seller while nominating any vessel for transportation of the rice. The seller shall tak acceptance for the buyer for nomination of the vessel before it is chartered.

(6) Israel flag vessel(s) is not to be chartered.

(7) The seller shall give fast telegraphic/fax/E-mail notice of vessel's arrival at Chittagong & Mongla to the buyer (The Director General of Food, Dhaka E-mail: dg@dgfood.gov.bd Fax : 880-2-9556067), the Director Procurment E-mail Address: dproc@dgfood.gov.bd.

Fax:880-2-9556302, the Director of Movement, Storage and Silos (cable Address: MOVESTORE, DHAKA, E-mail:dmss@dgfood.gov.bd. Fax: 880-2-7110694) Controller of Movement and Storage, Chittagong/Mongla (for Chittagong/Mongla port) (Cable Address: MOVEMENT CHITTAGONG, Fax: 880-31-726238, MOVEMENT KHULNA, Fax: 880-41-733362 Deputy Secretary (Procurement), Ministry of Food (E-mail: dsprocurement@mofood.gov.bd, Fax:880-2-9515025), and the Bank through which L/C will be opened. The telegraphic/Fax notice shall be given at least 5(five) days before the vessel's arrival at the port(s) of Chittagong and Mongla and shall contain the following information :

(i) (a) Contract Number, *(b)* Name of the ship, *(c)* Ship's agent in Bangladesh, *(d)* Cargo and quantity, *(e)* Port of sailing, *(f)* Date of sailing, *(g)* expected date of arrival at Chittagong and Mongla and *(h)* Stowage plan.

(ii) Failing to do so, any loss incurred by the Government (Ministry of Food) on this account shall be at the seller's account.

(8) All cost in connection with lighterage or lightening at the port of discharge shall be on seller's account. The buyer shall receive cargo on CIF liner out terms after 100% weighment of Chittagong/Mongla port.

(9) The seller shall send by Air Mail to the Director General, Directorate of Food. Dhaka a copy of the relevant Charter party within three working days so as to ensure is receipt by Government before the arrival of the ship(s).

(10) The Seller shall be responsible for the transportation and delivery of cargo in PP bags at Chittagong/Mongla Port. The quantity of rice including the number of bags at discharge port will be determined by Final Discharge Report (FDR) to be signed by the Master/Captain or Chief Officer of the vessel on behalf of the seller and the Controller of Movement and Starage or his representative on behalf of the buyer. 100% Weighment at Chittagong/Mongla Port may be jointly tallied by both the buyer and seller or their representatives and total of the tally as such will form the FDR. Seler or their representatives will supervise the tally at their own initiative and the FDR so prepared will be binding on both the parties, Since the Stevedores are appointed by the Seller in case of discharge of cargo from the vessel on liner out term, the seller or his representative shall remain present at the time of weighment of rice and will sign the daily discharge report. The Final Discharge Report (FDR) shall be prepared within 7 (Seven) days from the final discharge of the cargo.

(11) Demurrage and dispatch condition shall not apply in any case.

(12) No pre-dated and post dated bill of lading can be issued even if there is such a provision in the Charter Party.

CLAUSE-8 : SHIPPING ADVICE :

Immediately after loading the cargo on board the ship, the seller shall advise the buyer by cable or fax of the Contract Number, name of cargo mentioning gross and net weight loaded, invoice

value, name of vessel, port of its departure and expected time of departure (ETD) and expected time of arrival (ETA). One copy of each of the above cable or fax shall be sent to the following addresses :

(a) Controller, Movement and Storage Agrabad, Chittagong
Fax No. 880-31-726238; Cable : MOVEMENT, CHITTAGONG
E-mail address: cms.ctg@dgfood.gov.bd

(b) Controller, Movement and Storage Khulna
Fax No. 880-41-733362; Cable : MOVEMENT, Khulna
E-mail address: cms.kln@dgfood.gov.bd

(c) Director Procurement
Directorate of Food
16, Abdul Gani Road, Dhaka.
E-mail Address:dproc@dgfood.gov.bd,
Fax:880-2-9556302,9556067

(d) Director, Movement, Storage and Silos
Directorate of Food,
16, Abdul Gani Road, Dhaka.
Fax: 880-2-7110694; Cable: MOVESTORE, Dhaka.
E-mail: dmss@dgfood.gov.bd

(e) Deputy Secretary (Procurement),
Ministry of Food,
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Fax: 880-2-9515025; Cable: Food Dhaka.
E-mail: dsprocurement@mofood.gov.bd

CLAUSE-9: PRE-SHIPMENT INSPECTION & CERTIFICATION :

The seller shall appoint aexperienced, well known & internationally reputed pre-shipment inspecting agency at his own cost to supervise the cargo and issue certificate on *(i)* quality, *(ii)* quantity, *(iii)* weight, *(iv)* Percentage of broken grain, *(v)* Content of moisture Percentage, *(vi)* Percentage of total defects (Dead, damaged & discolored grains), *(vii)* Radioactivity (if not relaxed) and *(viii)* Foreign materials, *(ix)* packing etc. and the certificaes so issued shall be submitted with the bill of lading. These certificates will not be treated as final document of the cargo in respect of quality & quantity. The quantity and quality will be determined according to the proviso laid down in paragraph 7(10) & 10 of this schedule.

CLAUSE-10: POST LANDING INSPEECTION:

(A) After arrival of the rice at the port of destination the representatives of the Buyer in presence of the Seller's representatives shall draw necessary representative samples. Three sets of samples shall be jointly drawn from each of the hatch. The sample will be tested in the local office (Chittagong & Mongla, Khulna) of the Inspection, Development & Technical Services (IDTS) of the Directorate of Food to determine the acceptability of the cargo. If this primary inspection report shows that the quality of the cargo is rejectable on the basis of any of he parameter of the quality specification stated in paragraph-2, the L/C shall not be negotiable at all. In that case the seller shall have to dispose of the cargo and the vessel at his own risks, responsibilities and costs. Provided that the cargo is certified as acceptable by the local office of IDTS Chittagong & Mongla, Khulna and received thereupon, the sample will again be collected jointly from each hatch during the process of unloading, mixed up thoroughly so that the samples represent the full quantity of cargo of the vessel. Three sets of samples will be bagged/packed, sealed and signed by both the representatives of Buyer and Seller and two bags/packets will be kept by buyer and one packet by the seller. The CMS will send the samples to IDTS, Dhaka within 7(Seven) days of drawing of the sample. One of the Buyer's samples shall be tested in the IDTS Laboratory. Dhaka & the other will be preserved for further test if required for the reason stated herein after. A copy of such test report may be provided to the seller on formal request in writing. IDTS, Dhaka shall furnish the test report of rice within 5(Five) days of the receipt of the sample to Director General of Food. Low quality of the corgo shall be determined independently on the basis of each and every parameter of specification separately according to the result of IDTS report. Claim for supply of low quality of the cargo, shall be determined independently on the basis of each and every parameter of specification separately according to the results of IDTS report. Claim for supply of low quality cargo shall be calculated for the quantity of cargo beyond admissible parameter at double the rate and lodged with the seller accordingly. A copy of IDTS test report may be provided to seller on formal request in writing. If necessary, the seller may test the other sample kept with the IDTS in Bangladesh Rice Research Institute (BRRI). Joydebpur, Gazipur in presence of buyer's representative within 2 (Two) months after issuance of IDTS report. In that case the result of BRRI shall be binding upon both the parties. On the question of Moisture test of Non-basmati parboiled rice, it will be done by oven method at 130°C for one hour as per AOAC.

(B) The quantity of cargo as per bill of lading shall be delivered at the port of discharge by the Master/Captain/Chief Officer of the ship on behalf of the Seller and received by a representative of the Buyer. During transfer of title of the cargo, Final Discharge Report (FDR) will be prepared and signed by the Master/Captain/Chief Officer of the ship or representatives of the Seller and the Buyer. Weighment made at Chittagong/Mongla Port may be jointly tallied by both the representative(s) of the buyer and seller and the total of the tally as such will form the FDR. FDR so prepared will be final and binding on both the parties. Since the Stevedores are appointed by the seller in case of discharge of cargo from the vessel on liner out term, the seller or his representatives shall remain present at the time of weighment of rice at Chittagong/Mongla and will sign the daily discharge report. The Final Discharge Report shall be prepared within 7(seven) days from the final discharge of the cargo. In case of disagrement by Master/Captain/Chief Officer of the vessel the daily tally report will be final and binding.

(C) Any damaged cargo found during discharge of the vessel should be jointly surveyed by the surveyors appointed by both the buyer and the seller and the damaged rice so detected will not be received by the buyer. The seller will destroy the damaged rice as per Port Rules at their cost, risk and time.

CLAUSE-11 : TERMS OF PAYMENT :

(A) The buyer shall open an irrevocable letter of credit (L/C) in US Dollar in favour of the seller after signing of the contract through a schedule Bank in Dhaka for full quantity of CIF liner out term value of the rice contracted to be shipped under this contract. 90% value of the contracted cargo is payable on receipt of the shipping & following documents by the L/C opening bank. Balance 10% shall be paid on the basis of the Final Discharge Report (FDR). All bank charges in the seller's country shall be borne by the seller, while all bank charges in the buyer's country shall be borne by the buyer. The letter of credit will be negotiable for 90% value of rice on submission of the following documents each in six copies unless otherwise specified:

(i) Seller's commercial invoice in 6(Six) copies certifying cargo, its specifications, quantify, unit price, total price, total weight, contract number, letter of credit (L/C) number & bill of lading signed by the Master/Captain of the vessel:

(ii) Seller's letter of guarantee regarding quantity and weight :

(iii) Certificate of origin issued by Ministry of Agriculture or chamber of commerce of the country of supply.

(iv) Crop year certificate issued by Ministry of Agriculture of chamber of commerce of the country of supply.

(v) Full set of original clean shipped "on board" Ocean Bill(s) of Lading signed by the Master/Captain of the vessel to be made out as per terms of the letter of credit (L/C). Bill of Lading is to state. "Freight prepaid and weight loaded".

(vi) Phytosanitary certificate issued by respective Government organization of country of origin in the form prescribed by the competent authority concerned of the country of origin.

(vii) Pre-shipment ispection certificate issued by an experienced, well known & internationally reputed Pre-shipment inspecting agency appointed by the seller in respect of quality, quantity, packing etc. conforming to contracted specifications.

(viii) Certificate of fumigation issued by Government Agency of Government authorised Agency of the country of origin.

(ix) Certificate of standard and quality of rice conforming as to the following conditions from Government agency of the country of origin:

"That the rice is fit for human consumption without any unpleasant odour, free from any sign of mould, fermentation or deterioration and free from obnoxious and deleterious matter and poisonous weed seeds, rice is also free from insect infestation."

(x) Radioactivity certificate issued by respective Government organization of the country of origin, if not relaxed for the same.

(xi) Primary inspection report by the IDTS lab at Chittagong/Mongla (Khulna) stating that the quality of the cargo is acceptable.

(B) In the event of any delay in the dispatch of shipping documents or incorrect preparation thereof, the seller shall be responsible for any losses, demurrage, handling charges or other expenses arising there from.

(C) A non-negotiable set of documents mentioned at (A) above shall be airmailed/sent by courier to the Directorate of Food and Controller of Movement and Storage (CMS), Chittagong/Mongla within 3(Three) days of the departure of the vessel carrying the rice under the contract and to ensure its receipt by the buyer before the arrival of the ship(s).

CLAUSE-12 : CLAIMS :

Claims shall be lodged by the Buyer to the Seller for shortage and damaged cargo, if any,on the basis of Final Discharge Report (FDR) and low quality cargo, if any, shall be lodged on the basis of IDTS's report. Claim lodged for low quality will be calculated for the quantity of the cargo beyond admissible parameter at double the rate. Provisional claim shall be lodged by the CMS, Chittagong/Khulna as receiver of the cargo within 30 days of unloading of the cargo. Final claims shall be lodged by the Buyer within 45 days the vessel completes unloading of the cargo from the vessel. The claims shall be setlled by the seller within 30 days from the date of loding the claim. Otherwise the claims (lodged by the buyer) shall be realised by deducting the necessary amount during payment of remaining/balance 10% bill amount. If the remaining 10% bill amount is not sufficient to realize the buyer's claims, the rest amount shall be realised from the performance Guarantee (PG) furnished by the seller.

CLAUSE-13 : Submission of shipping documents:

Signed copies of the following documents in a sealed envelope shall be dispatched by the seller by Air Mail, consignment wise, within three day of the sailing of vessel(s) to the addresses as mentioned at clause-8:

(a) Clean on Board Ocean Bill of Lading along with Mates receipt signed by the Master/Captain/Chief Officer of the Vessel.

(b) Seller's detailed invoice.

(c) All certificates and certified copies of load order contained in clause 9 & 10.

CLAUSE-14 : Defaults :

(a) If the seller refuses or fails to make deliveries of the cargo conforming to the contracted specification within the time specified or to perform faithfully any contractual terms, the buyer may, without prejudice to other rights of the buyer resulting from breach of the contractual terms, by giving written notice cancel or rescind the contract or terminate the right of the seller to proceed with any or all of the remaining part under the contract to be performed. The penalty will be equally applicable to the Local Agent as well as to their Foreign Principal.

(b) Similarly, if the buyer fails to provide letter of credit (L/C) as per paragraph-10(A) the seller may, without prejudice to their other rights, by giving written notice cancel or rescind the contract or terminate the right of the buyer to proceed with any or all of the remaining obligations under the contract.

CLAUSE-15 : INSURANCE :

The Seller shall be responsible and liable for all the matters related to insurance.

CLAUSE-16 : ARBITRATION:

Any dispute relating to the Contact or breach thereof shall be settled amicably by negotiation between the Buyer and the Seller. In case, no settlement can be reached the dispute shall be referred to Arbitration. In the matter of the Arbitration the provision of the Arbitration Act, 2001 (Act 1 of 2001) of Bangladesh shall be followed and the venue of the arbitration shall be in Dhaka, Bangladesh.

CLAUSE-17 : FORCE MAJEURE:

Should any extra-ordinary and unforeseen circumstances arise, life fire, flood or any other natureal calamities, strike, riot, civil commotion, epidemic, plague, accident and/or war preventing either contracting party from fully or partially carrying out the obligations under the contract, party so prevented shall inform in writing the other party of the causes of such failure within 3 (three) days from the beginning there of and shall not be liable for performance of the contract wholly or to the extent of non-performance, as the case may be. The authority's concerned of the respective countries shall authenticate prevalence of such circumstances.

CLAUSE-18 : NON-PERFORMANCE :

In the vent of non-supplying of the rice wholly or partly under the contract the seller shall be held responsible for any consequential loss causing to the buyer arising out of the non-supply of rice.

CLAUSE-19 : PERFORMANCE GUARANTEE:

The performance Guarantee provided by the seller to the extent of 5% of the total CIF liner out terms value (5% more) in US Dollars shall be liable to be forfeited by the buyer if the seller fails to fulfill any of the terms of this contract. Directorate of Food (DGoF) shall release the said Performance Guarantee immediately after successful fulfillment of the whole terms of this contract including disposal of claims, if any.

CLAUSE-20 : THE SELLER SHALL FURTHER UNDERTAKE :

Addresses to give or cause to be given first telegraphic, telex or fax/E-mail notice of vessel's arrival at Chittagong to the buyer:

(a) Controller, Movement and Storage
Agrabad, Chittagong
Fax No 880-31-726238; Cable: MOVEMENT, CHITTTAGONG
E-mail: cms.ctg@dgfood.gov.bd

(b) Director Procurement
Directorate of Food
16, Abdul Gani Road, Dhaka.
E-mail Addess:dproc@dgfood.gov.bd,
Fax: 880-2-9556302, 9556067

(c) Director, Movement, Storage and Silos
Directorate of Food,
16, Abdul Gani Road, Dhaka.
E-mail dmss@dgfood.gov.bd.
Fax: 880-2-7110694; Cable: MOVESTORE, Dhaka.

(d) Deputy Secretary (Procurement),
Ministry of Food,
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Fax:880-2-9515025; Cable: Food Dhaka.
E-mail: dsprocurement@mofood.gov.bd

(e) The bank through which Letter of Credit (L/C) will be opened.

(f) The cable or fax/ E-mail notices shall be given at least 5(Five) days before the vessel's arrival at the port of Chittagong and shall contain the following information:

(i) Contract Number *(ii)* Name of the hip *(iii)* Ship's agent in Bangladesh *(iv)* Commodity and quantity *(v)* Port of Sailing *(vi)* Date of Sailing and *(vii)* Expected date of arrival at Chittagong.

CLAUSE-21: LAW GOVERNING THE CONTRACT :

The contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Bangladesh.

CLAUSE-22: EFFECTIVENESS :

This contract shall come into force with effect from the date of signing by the buyer and the seller. In witness whereof the buyer and the seller acting through their representative into duly authorized have caused this contract to be signed in their respctive names in Dhaka on the day and year first above written.

FOR AND ON BEHALF OF THE
M/S SIAM RICE TRADING (THAI) CO. LTD.
613/21-23, SONGWAD ROAD
JAKKRAWAD, SAMPHANTAWONG
BANGKOK 10100, THAILAND.

(TARIQ ABUL ALA)
AUTHORIZED SIGNATORY
MANAGING DIRECTOR
SUNLITE TRADING & SERVICES LTD.
F.R. TOWER (20TH FLOOR)
32, KAMAL ATATURY AVENUE,
BANANI, DHAKA-1213, BANGLADESH.

WITNESS

MD. MONIRUZZAMAN
MANAGER (COMMERICAL)

FOR AND ON BEHALF OF (BUYER)
GOVERNMENT OF THE PEOPLES
REPUBLIC OF BANGLADESH
REPRESENTED BY DIRECTORATE OF
FOOD DHAKA, BANGLADESH.

(MD. BADRUL HASAN)
DIRECTOR GENERAL
DIRECTORATE OF FOOD
16, ABDUL GANI ROAD
DHAKA, BANGLADESH.

WITNESS

MD. ABDUL AZIZ MOLLAH
DIRECTOR
PROCUREMENT DIVISION
DTE. GENERAL OF FOOD, DHAKA.

The Control of Ess The Control of Essential Commodities Act, 1956 (East Pakistan Act) (ACT NO 1 Of 1956)

[22nd September, 1956]

Powers to control production, supply, distribution, etc., of essential commodities

3.(1) The Government, so far as it appears to it to be necessary or expedient for maintaining, or increasing supplies of any essential commodity or for securing its equitable distribution and availability at fair prices, may by notified order provide for regulating, or prohibiting the production, treatment, keeping, storage, movement, transport, supply, distribution, disposal, acquistion use or consumption thereof and trade and commerce therein.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), an order made there under may provide.

(a) for regulating by licences, permits or otherwise the production or manufacture of any essential commodity;

(b) for controlling the prices at which any essential commodity may be bought or sold;

(c) for regulating by licences, pemits or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of any essential commodity;

(d) for prohibiting the withholding from sale of any essential commodity kept for sale;

(e) for requiring any person holding stock of an essential commodity to sell the whole or a specified part of the stock at such prices and to such persons or class of persons or in such circumstances, as may be specified in the order;

(f) for regulating or prohibiting any class of commercialor financial transactions relating to foodstuffs or cotton textiles which, in the opinion of the authority making the order are, or if unregulated are likely to be, detrimental to public interest;

(g) for requiring persons engaged in the production, supply or distribution of, trade or commerce in, any essential commodity to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order;

(h) for any incidental and supplementary matters, including in particular the entering, and search of premises, vehicles, vessels and aircraft, the seizure by a person authorized to make such search of any articles in respect of which such person has reason to believe that a contravention of the order has been, is being, or is about to be committed, or any records connected therewith, the grant or issue of licenses, permits or other documents and the charging of fees therefore and for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matters.

(3) An order made under sub-section (1) may confer powers and impose duties upon the Government, or officers and authorities of the Government.

(4) The Government, so far as it appears to it to be necessary for maintaining or increasing the production and supply of an essential commodity, may by order authorize any person (hereinafter referred to as an authorized controller) to exercise, with respect to the whole or any part of any such undertaking engaged in the production and supply of the commodity as may be specified in the order, such functions of control, as may be provided by the order, and so long as an order made under this sub-section is in force with respect to any undertaking or part thereof—

(a) the authorised controller shall exercise his functions in accordance with any instruction given to him by the Government, so however, that he shall not have any power to give any direction inconsistent with the provisions of any Act or other instrument determining the functions of the undertakers except in so far as may be specifically provided by the order; and

(b) the undertaking or part shall be carried on, in accordance with any directions given by the authorized controller in accordance with the provisions of the order, and any person having any functions of management in relation to the undertaking or part shall comply with any such directions.

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯

The Government Servants (Conduct) Rules 1979

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের জন বিভাগের Notification No. PS/Admin/3(24)/78-1569, তারিখ : ২০ নভেম্বর, ১৯৭৮ এর অধীনে অর্পিত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উপরাষ্ট্রপতি এই বিধিমালাটি প্রণয়ন করেন। বিধিমালাটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়র বিধি অনুবিভাগের ১৮ মে ১৯৭৯ তারিখের Notification No. 133-1979 এর দ্বারা জারি করা হয় এবং একই তারিখে উহা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এস আর ও নং ৩৬৮-আইন/২০০২/সম(বিধি-৪)/শৃঃআঃ-১/২০০২, তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর, ২০০২ এবং এস.আর.ও. নং ৮৭-আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা এই বিধিমালায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়।)

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রারম্ভ।—(১) এই বিধিমালা সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হইবে।

২। প্রয়োগ।—বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে বাংলাদেশ সরকারের অসামরিক চাকরিতে নিয়োজিত সকল সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাঁহারা কর্মরত অবস্থায়ই থাকুন বা ছুটিতেই থাকুন অথবা অন্য কোনো সরকারি এজেন্সী বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানে প্রেষণেই নিয়োজিত থাকুন, এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে। তবে নিম্নোক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে না।

(এ) যাহাদের ক্ষেত্রে রেলওয়ে সংস্থাপন কোড প্রযোজ্য;

[১][(বি) মেট্রোপলিটান পুলিশের অধঃস্তন কর্মকর্তাবৃন্দ;

(সি) অন্য যে কোন পুলিশ বাহিনীর পুলিশ পরিদর্শকের নিম্ন পদমর্যাদার সদস্যবৃন্দ;

(ডি) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অধঃস্তন কর্মকর্তা, রাইফেলম্যান ও সিগন্যালম্যান;

(ই) বাংলাদেশ জেলার ডেপুটি জেলার ও সার্জেন্ট ইনস্ট্রাক্টরের পদমর্যাদার নিম্নের অধস্তন কর্মকর্তাবৃন্দ; এবং

(এফ) গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার যে সকল চাকরিরত সদস্যদের অথবা যে সকল পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের নির্দিষ্ট করিবে।

বিশ্লেষণ : অনুচ্ছেদ (ডি) তে বাংলাদেশ রাইফেলস এর পরিবর্তিত নাম বি জি বি অর্থাৎ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ লেখা হইয়াছে।

৩। সংজ্ঞা।—(১) এই বিধিমালায় বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে,-

(এ) "সরকারি কর্মচারী" অর্থ ঐ ব্যক্তি, যাহার ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য; এবং

(বি) "সরকারি কর্মচারীর পরিবারের সদস্য" এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন-

(i) সরকারি কর্মচারীর সহিত বসবাস করেন অথবা না করেন তাহার স্ত্রী, সন্তান বা সৎ সন্তানগণ; এবং

(ii) সরকারি কর্মচারীর সহিত বসবাসরত এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল তাঁহার নিজের অথবা স্ত্রীর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কিন্তু আইনগতভাবে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রী অথবা কোনভাবেই সরকারি কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল নাই অথবা সরকারি কর্মচারী যাঁহাদের হেফাজতের দায়িত্ব আইনের বলে হারাইয়াছেন, এমন সন্তান অথবা সৎসন্তান সরকারি কর্মচারীর পরিবারের সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(২) সরকারি কর্মচারী মহিলা হইলে উপ-বিধি (১) এর (বি) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্ত্রী এর পরিবর্তে স্বামী বুঝাইবে।

৪। রহিতকরণ, ইত্যাদি।—সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৬৪ এবং সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৬৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

---

[১] এস.আর.ও. নং ৮৭ আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা বিধি ২ এর অনুচ্ছেদ (বি) প্রতিস্থাপিত।

৫। উপহার।—[২][(১) এই বিধিতে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, কোন সরকারী কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এমন কোন উপহার গ্রহণ করিতে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে বা তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না, যাহার গ্রহণ সরকারি কর্তব্য পালনে উপহারদাতার নিকট তাঁহাকে যে কোনরূপ বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করে। তবে যদি অনুচিত মনঃকষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে উপহারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা যায়, তাহা হইলে উপহার গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী যে সকল বিবাহ অনুষ্ঠান, বার্ষিকী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপহার গ্রহণের রীতি প্রচলিত, ঐ সকল অনুষ্ঠানে দাপ্তরিক লেনদেনের সহিত সম্পৃক্ত নয়, এমন নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধুর নিকট হইতে মাঝে মধ্যে উপহার গ্রহণ করা যাইবে। তবে উপহারের মূল্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) টাকার অধিক হইলে সরকারকে অবহিত করিতে হইবে।]

(২) কোন উপহার গ্রহণ সরকারী কর্মচারীকে উপহারদাতার নিকট কোনরূপ সরকারি কর্তব্য পালনে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করে কিনা, এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) বিদেশি রাষ্ট্র প্রধান বা প্রতিনিধি কোন উপহার প্রদানের প্রস্তাব করিলে উপহারদাতাকে কোনরূপ মনঃকষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে উপহার গ্রহণ এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর তাহাই করা উচিত। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে তিনি উপহার গ্রহণ করিবেন এবং নিষ্পত্তির আদেশের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে উপহার গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দিবেন।

(৪) সরকারের সচিব বা সমপদমর্যাদাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান অথবা সমপর্যায়ের বা উচ্চ পর্যায়ের বিদেশী সরকারের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বাধিক [৩][পাঁচ হাজার টাকা] মূল্যের উপহার গ্রহণ করিতে পারিবেন। যদি গ্রহণকৃত উপহার সরকারি অফিস বা দপ্তর বা সরকারি বাস ভবনে ব্যবহার উপযোগী হয়, তাহা হইলে উহা তথায় ব্যবহার করিতে হইবে। যদি তথায় ব্যবহার সম্ভব না হয়, তবে সরকারি কর্মকর্তা উহা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারিবেন।

[৪][(৫) সরকারী কর্মচারী তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোন ব্যক্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সংস্থার পুনঃপুন অমিতব্যয়ী আতিথ্য অথবা পুনঃপুন আতিথ্য পরিহার করিবেন।

[৫]৫[এ। যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া কোন সরকারি কর্মচারী—

(এ) যৌতুক দিতে বা নিতে বা যৌতুক দেওয়া বা নেওয়ায় প্ররোচিত করিতে পারিবেন না; অথবা

(বি) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কন্যা বা বরের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবী করিতে পারিবেন না।

৬। **বিদেশি পুরস্কার গ্রহণ।**—কোন সরকারী কর্মচারী রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন বিদেশি পুরস্কার, পদবি বা উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা : এই বিধির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন বলিতে সাধারণ ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন বুঝাইবে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে পূর্বানুমোদন গ্রহণের পর্যাপ্ত সময় না থাকে, উক্ত ক্ষেত্রে গ্রহণ পরবর্তী অনুমোদন বুঝাইবে।

৭। সরকারী কর্মচারীর সম্মানে গণজমায়েত।- (১) কোনো সরকারী কর্মচারী তাঁহার সম্মানে কোন সভা অথবা কেবল তাঁহাকে প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা অথবা তঁহার সম্মানে কোন আপ্যায়ন অনুষ্ঠান সংগঠনে উৎসাহ প্রদান করিতে পারিবেন না।

[২] এস.আর.ও. নং ৮৭ আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা বিধি ৫ এর উপবিধি (১) প্রতিস্থাপিত।
[৩] এস.আর.ও. নং ০৮ আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা বিধি ৫ এর উপবিধি (৪) এ পাঁচশত টাকার স্থলে পাঁচ হাজার টাকা প্রতিস্থাপিত।
[৪] এস.আর.ও. নং ৮৭ আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা বিধি ৫ এর উপবিধি (৫) সংযোজিত।
[৫] এস.আর.ও. নং ৮৭ আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা বিধি ৫ এর উপবিধি (৫এ) সংযোজিত।

(২) সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশের বিধান সাপেক্ষে, কোনো সরকারি কর্মচারীর চাকরি ত্যাগ, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ বা বদলিজনিত কারণে কর্মস্থল ত্যাগের প্রাক্কালে উক্ত কর্মচারির নিজের অথবা অন্য কোনো কর্মচারির সম্মানে অনুষ্ঠিত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং অনানুষ্ঠানিক বিদায়ী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। সরকারী কর্মচারি কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ।—(১) বিধি ৯ তে যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন কোন অননুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের আংশিক ব্যয় স্থানীয় অনুদানের দ্বারা মিটানোর প্রয়োজন হইলে সরকারকে অবহিতকরণ ব্যতীত একজন সরকারি কর্মচারি উক্ত তহবিল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি-(১) এর বিধান সাপেক্ষে, একজন সরকারি কর্মচারীকে ফেমিন কোড ও ফেমিন ম্যানুয়েলের অধীনে তহবিল সংগ্রহের জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ত্রাণ কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তহবিল সংগ্রহের অংশগ্রহণের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) সরকারের অনুমতি ব্যতিত বা অনুমতিক্রমে উপ-বিধি-(১) ও (২) তে বর্ণিত তহবিল সংগ্রহে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাদি পালন করিতে হইবে—

(এ) উপ-বিধি-(১) ও (২) তে বর্ণিত উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য গঠিত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কোন সরকারী কর্মচারী কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট এমন কোন ব্যক্তিগত আবেদন করিবেন না, যাহা তাঁহার সরকারি দায়িত্ব পালনে যে কোন ভাবে প্রভাব ফেলিতে পারে;

(বি) চাঁদা আদায়ে সরকারি কর্মচারী নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে জড়াইতে পারিবেন না;

(সি) সকল তহবিল সংগ্রহের জন্য সরকারি কর্মচারী সরকারি কার্য সম্পাদনে অবহেলা পরিলক্ষিত হইলে তিনি শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হইবেন;

(ডি) সরকারী কর্মচারী যে কোনো উদ্দেশ্যে চাঁদা প্রদানকে নির্দিষ্ট রীতির বেলায় তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করা বা না করার সঙ্গে শর্তাধীন করিতে পারিবেন না।

(ই) অফিস সময়ে কোনো সরকারী কর্মচারী তহবিল সংগ্রহে সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবেন না এবং ইহা কোনোভাবেই তাঁহার সরকারী কার্য সম্পাদনে বিঘ্ন বা অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিবে না;

(এফ) তহবিল, অনুদান বা চাঁদা সংগ্রহে সরকারী কর্মচারী কোনোরূপ জোর বা চাপ প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। কারণ ইহা সর্বদাই স্বেচ্ছাধীন বিষয়:

(জি) সরকারী কর্মচারী উপ-বিধি-(১) ও ২ এর বিধানমতে তহবিল সংগ্রহে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সংগৃহীত তহবিলের নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং উহা নিরীক্ষার জন্য তাঁহার পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন, যিনি প্রয়োজনে এই হিসাব সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) এই বিধিতে যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, বি জি বি, পুলিশ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, আয়কর বিভাগ এবং খাদ্য বিভাগের কোন কর্মচারী কোনক্রমেই নিজে উপ-বিধি-(১) ও (২) তে বর্ণিত উদ্দেশ্যে কোন প্রকার তহবিল সংগ্রহে সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবেন না।

৯। চাঁদা।—বিধি-৮ এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো সরকারী কর্মচারী যে কোনো উদ্দেশ্যেই হউক না কেন সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন আদেশ ও নির্দেশের অধীন ব্যতিরেকে কোনরূপ তহবিল সংগ্রহের জন্য বলিতে বা তহবিল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করিতে বা তহবিল গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১০। ধার দেওয়া এবং ধার করা।—(১) কোন সরকারী কর্মচারী তাঁহার কর্তৃত্বের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার বা দাপ্তরিক কার্যের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিতে, অথবা অর্থ ধার করিতে অথবা তাঁহার নিকট নিজেকে আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না।

তবে এই উপ-বিধি যৌথ মূলধনী কারবার, ব্যাংক অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বাভাবিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোনো সরকারি কর্মচারী যখন এমন কোনো নিয়োগ লাভ করেন বা এমন স্থানে বদলি হন, যেই স্থানে ঐ ব্যক্তি বসবাস করেন বা করিবেন বা অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হন বা কোনো ব্যবসা পরিচালনা করেন, যাঁহার নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ধার করিয়াছেন বা যাহার নিকট নিজেকে অন্য কোনেভাবে আর্থিক দায়বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট উক্ত অবস্থা সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(৩) ননগেজেটেড কর্মচারীগণ অফিস প্রধানের নিকট উপবিধি-(২) তে বর্ণিত ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(৪) সরকার কর্তৃক আরোপিত সাধারণ বা বিশেষ বিধিনিষেধ বা শিথিলতা সাপেক্ষে কোন সরকারি কর্মচারী সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২১ নং আইন) বা প্রচলিত অন্য কোন আইন অনুসারে নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করিতে পারিবেন।

[৬][**১১। মূল্যবান সামগ্রী ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর।**- (১) স্বীকৃত ব্যবসায়ীর সহিত সরল বিশ্বাসে লেনদেনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, কোন সরকারি কর্মচারী তাঁহার কর্মস্থল, জেলা বা যে স্থানীয় এলাকার জন্য নিয়োজিত, ঐ এলাকায় বসবাসকারী, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী অথবা ব্যবসা বাণিজ্যেরত কোন ব্যক্তির নিকট ২,৫০,০০০/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক মূল্যের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য কোন পন্থায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিভাগীয় প্রধান বা সরকারের সচিব এর নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজেই বিভাগীয় প্রধান হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের মাধ্যমে এবং সরকারের সচিব হইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবের মাধ্যমে সরকারের নিকট অভিপ্রায় জানাইবেন। উক্তরূপ ঘোষণায় সার্বিক অবস্থা, প্রস্তাবিত বা দাবীকৃত মূল্য এবং বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, হস্তান্তরের পদ্ধতির বিবরণ থাকিবে। অতঃপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কাজ করিবেন।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহার অধস্তন কর্মচারীর সহিত সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি-(১) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারি কর্মচারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত—

(এ) ক্রয়, বিক্রয়, দান, উইল বা অন্যভাবে বহিঃবাংলাদেশে অবস্থিত কোন স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না;

(বি) কোন বিদেশী নাগরিক, বিদেশী সরকার বা বিদেশী সংস্থার সহিত কোন প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে পারিবেন না।]

[৭][**১২। ভবন, এপার্টমেন্ট বা ফ্লাট ইত্যাদি নির্মাণ অথবা ক্রয়।**- কোন সরকারি কর্মচারী নির্মাণ ব্যয় বা ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসের উল্লেখপূর্বক এই উদ্দেশ্যে আবেদনের মাধ্যমে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যবসায়ীক বা আবাসিক ব্যবহারের অভিপ্রায়ে নিজে বা ডেভেলপারের দ্বারা কোন ভবন, এপার্টমেন্ট বা ফ্লাট নির্মাণ করিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন না।]

[৮][**১৩। সম্পত্তির ঘোষণা।**- (১) প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী চাকরিতে প্রবেশের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট তাঁহার অথবা তাঁহার পরিবারের সদস্যদের মালিকাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা পলিসি এবং মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা বা ততোধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির ঘোষণা করিবেন এবং উক্ত ঘোষণায় নিম্নোক্ত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে—

(এ) যে জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত উক্ত জেলার নাম,

(বি) পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রত্যেক প্রকারের অলংকারাদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং

(সি) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে আরো যেসমস্ত তথ্যাদি চাহিবেন।

[৬] এস.আর.ও. নং ৮৭ আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা বিধি ১১ উপান্তটীকা এবং উপবিধি (১) তে পনের হাজার টাকার স্থলে দুইলক্ষ টাকা এবং উপবিধি (২) প্রতিস্থাপিত।

[৭] এস.আর.ও. নং ৮৭ আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা বিধি ১২ প্রতিস্থাপিত।

[৮] এস.আর.ও. নং ৩৬৮-আইন/২০০২/সম(বিধি-৪)/শৃঃআঃ-১/২০০২, তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর, ২০০২ দ্বারা উপবিধি-(১) তে ১০,০০০/- টাকার স্থলে ৫০,০০০/- টাকা এবং উপবিধি-(২) এর পরিবর্তে উপবিধি-(২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত।

(২) প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-বিধি-(১) এর অধীনে, প্রদত্ত ঘোষণায় অথবা বিগত পাঁচ বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) সরকার গেজেটে প্রকাশিত আদেশের মাধ্যমে এই বিধির অধীনে সম্পত্তির হিসাব বিবরণী দাখিলের পদ্ধতি এবং যে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে, উক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।]

১৪। **নগদ টাকায় সহজে পরিবর্তনীয় সম্পদের হিসাব প্রকাশ।**—সরকারের চাহিদা মোতাবেক প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী তাঁহার নগদ টাকায় সহজে পরিবর্তনীয় সম্পদের হিসাব প্রকাশ করিবেন।

১৫। **ফটকাবাজি এবং বিনিয়োগ।**—কোন সরকারি কর্মচারী ফটকা কারবারে বিনিয়োগে ফটকাবাজি করিতে পারিবেন না। এই উপ-বিধিতে এর মূল্য প্রতিনিয়ত অস্বাভাবিকভাবে উঠানামা করে, এই উপ-বিধির উদ্দেশ্যে অভ্যাসগতভাবে ঐ সমস্ত সিকিউরিটিস্ এর ক্রয় বিক্রয় বিনিয়োগে ফটকা বাজি হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যে বিনিয়োগের ফলে সরকারি কর্মচারী সরকারি কার্য সম্পাদনে প্রভাবান্বিত হইতে পারেন অথবা সরকারি কর্তব্য সম্পাদনে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে পারেন, সরকারি কর্মচারী নিজে সেইরূপ কোন বিনিয়োগ করিতে অথবা তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যকে উক্তরূপ বিনিয়োগ করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন সরকারি কর্মচারী এমন কোন কিছুতে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন না, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাহার মূল্যের পরিবর্তন সম্পর্কীত তথ্য একজন সরকারি কর্মচারী হিসাবে তিনি জ্ঞাত, কিন্তু সাধারণ জনগণ তাঁহার অনুরূপমত জ্ঞাত নয়।

(৪) কোন সিকিউরিটি বা বিনিয়োগ উপরের উপ-বিধিসমূহে উল্লিখিত প্রকৃতির কিনা এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

১৬। **কোম্পানী স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।—সরকারি** কর্মচারী কোন ব্যাংক বা অন্য কোন কোম্পানী স্থাপন, নিবন্ধীকরণ বা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না :

তবে সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশের বিধান সাপেক্ষে, সরকারি কর্মচারী ১৯৪০ সালের সমবায় সমিতি আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতি স্থাপনে, নিবন্ধীকরণে অথবা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৭। **ব্যক্তিগত ব্যবসা অথবা চাকরি।**—(১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোন সরকারি কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সরকারি কার্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসায়ে জড়িত হইতে অথবা অন্য কোন চাকরি বা কার্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না :

তবে একজন ননগেজেটেড সরকারি কর্মচারী উক্তরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে তাঁহার পরিবারের সদস্যদের শ্রম কাজে লাগাইয়া ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে সম্পত্তির ঘোষণাপত্রের সহিত ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।

(২) সরকারি কর্মচারী অবৈতনিকভাবে ধর্মীয়, সামাজিক অথবা দাতব্য প্রকৃতির কর্মে এবং সময়ে সময়ে শিল্প ও সাহিত্যধর্মী কর্মে এবং এক বা গুটিকয়েক শিল্প ও সাহিত্যধর্মী প্রকাশনায় সরকারি কর্মের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে সরকারের দৃষ্টিতে এইরূপ কর্ম অনভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সরকার যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে এইরূপ কর্ম হইতে বিরত থাকিতে অথবা এইরূপ কর্ম পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) সরকারি কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যকে তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন ব্যবসায়ে জড়িত হওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৪) এই বিধি খেলাধূলা সম্পর্কীত কর্ম ও বিনোদনমূলক ক্লাবের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৮। **দেউলিয়াত্ব ও অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা।**—সরকারি কর্মচারী অবশ্যই অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততাকে পরিহার করিবে। যদি কোন সরকারি কর্মচারী দেউলিয়া হিসাবে বিবেচিত বা ঘোষিতহয় অথবা তাঁহার বেতনের ক্রোকযোগ্য অংশের পুরোটাই যদি এক নাগাড়ে দুই বৎসরকাল পর্যন্ত দায়বদ্ধ থাকে অথবা যেই পরিমাণ টাকার জন্য ক্রোক করা হইয়াছে, স্বাভাবিক

অবস্থায় যদি তাহা দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি এই বিধি ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে- যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, এই দেউলিয়াত্ব বা ঋণগ্রস্ততা এমন একটি ঘটনার ফলশ্রুতি যাহা তিনি স্বাভাবিক তৎপরতার দ্বারা পূর্বে বুঝিতে সক্ষম হন নাই অথবা যাহার উপর তাঁহার কোন হাত ছিল না এবং যাহা কোন অবিবেচনা প্রসূত বা অপব্যয়ের অভ্যাসজনিত কারণে সৃষ্ট নয়। যদি কোন সরকারি কর্মচারী নিজেকে দেউলিয়া হিসাবে ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেন বা দেউলিয়া হিসাবে বিবেচিত বা ঘোষিত হন, তাহা হইলে তিনি সে সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অফিস প্রধান বা বিভাগীয় প্রধান অথবা মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নিকট রিপোর্ট করিবেন।

১৯। সরকারি **দলিলাদি অথবা তথ্যের আদান প্রদান।**—সরকারি কর্মচারী সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া সরকারি দলিলের সরকারি দায়িত্ব পালনকালে সরকারি উৎস হইতে বা অন্য কোনভাবে তাহার দখলে আসিয়াছে অথবা সরকারি কর্তব্য সম্পাদনকালে তাঁহার কর্তৃক প্রস্তুত বা সংগৃহীত হইয়াছে, এইরূপ সরকারি দলিলের বিষয়বস্তু বা তথ্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অন্য কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংযুক্ত দপ্তরে কর্মরত কোন সরকারি কর্মচারীর নিকট অথবা অন্য কোন বেসরকারী ব্যক্তির নিকট অথবা সংবাদ মাধ্যমের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

২০। কোন অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়া সংসদ সদস্য, ইত্যাদির দ্বারস্থ হওয়া।-সরকারী কর্মচারী কোন বিষয়ে তাহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোন অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সংসদ সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারী ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে পারিবেন না।

২১। সংবাদপত্র বা সাময়িকীর ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।-সরকারী কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে যে কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকীর সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিক হইতে অথবা পরিচালনা করিতে অথবা সম্পাদনায় বা ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২২। বেতার সম্প্রচারে অংশ গ্রহণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ।-সরকারী কর্মচারী বিভাগীয় প্রধানের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কিংবা প্রকৃত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে বেতার কিংবা টেলিভিশন সম্প্রচারে অংশ গ্রহণ করিতে অথবা কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে নিজ নামে অথবা বেনামে অথবা অন্যের নামে কোন নিবন্ধ বা পত্র লিখিতে পারিবেন না।

তবে সাধারণত এই অনুমোদন দেওয়া হইবে যদি এইরূপ সম্প্রচার অথবা নিবন্ধ বা পত্র সরকারি কর্মচারীর ন্যায়পরায়ণতা, বাংলাদেশের নিরাপত্তা অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে, অথবা জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার বিঘ্ন না ঘটায় অথবা আদালত অবমাননা, অপবাদ বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা হিসাবে গণ্য না হয়।

তবে এইরূপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না—

(এ) যদি এইরূপ সম্প্রচার, নিবন্ধ বা পত্র সম্পূর্ণরূপে শিল্প, সাহিত্যধর্মী অথবা বিজ্ঞানভিত্তিক অথবা ক্রীড়া সম্পর্কীত হয়।

(বি) যদি এইরূপ সম্প্রচার বা অংশগ্রহণ বিভাগীয় কমিশনার অথবা জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে হয়।

২৩। সরকারের সমালোচনা এবং বিদেশি রাষ্ট্র সম্পর্কীত তথ্য বা মতামত প্রকাশ।- (১) সরকারী কর্মচারী নিজ নামে প্রকাশিত কোনো লেখায় অথবা তাহার কর্তৃক জনসম্মুখে প্রদত্ত বক্তব্যে অথবা বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচারে কোনো বক্তব্যে এমন কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, যাহা সরকারকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলিতে সক্ষম—

(এ) সরকারের সঙ্গে জনগণের কিংবা কোন শ্রেণী বিশেষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অথবা

(বি) সরকারের সঙ্গে বিদেশি রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

(২) সরকারী কর্মচারী নিজ নামে কোন লেখায়, বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচারে বা জনসম্মুখে যে বক্তব্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক, তাহা উপ-বিধি-(১) তে উল্লিখিত বিধিনিষেধের আওতায় পড়িতে পারে এইরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হইলে, উক্ত বক্তব্যের খসড়া বা লেখা সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং সরকারের অনুমোদন ও সরকারের নির্দেশিত সংশোধনী ব্যতিরেকে লেখায় প্রকাশ কিংবা বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচারে বা জনসম্মুখে উক্ত বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৪। কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদান।—(১) সরকারী কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন পাবলিক কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারী কর্মচারী এইরূপ সাক্ষ্যে সরকারের নীতি বা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন বিধিবদ্ধ কমিটি, যাহার সাক্ষ্য হিসাবে হাজির করার ও জবাব প্রদানে বাধ্য করার ক্ষমতা রহিয়াছে, সেই সমস্ত বিধিবদ্ধ কমিটির ক্ষেত্রে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

২৫। রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ।—[৯][(১) সরকারী কর্মচারী কোন রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোন অংগ সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না, অথবা বাংলাদেশে বা বিদেশে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে বা কোন প্রকারেই সহায়তা করিতে পারিবেন না।]

(২) সরকারী কর্মচারী তাঁহার তত্ত্বাবধানের অধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ হিসাবে গণ্য, এইরূপ কোন আন্দোলনে বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে বা যে কোন উপায়ে সহযোগিতা করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) সরকারী কর্মচারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অথবা অন্যত্র কোন আইন সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে অথবা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে বা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করিতে বা প্রভাব খাটাইতে পারিবেন না।

[১০][(৪) বিলুপ্ত।]

(৫) যদি কোন সরকারী কর্মচারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা দেন বা বিতরণ করেন অথবা অন্য কোন প্রকারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে বা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে জনসম্মুখে কোন ঘোষণা করেন বা ঘোষণা করার অনুমতি প্রদান করেন, তবে তিনি উপবিধি-(৩) এর মর্মমতে উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন।

(৬) স্থানীয় সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য একজন সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোন আইনের দ্বারা বা আওতায় বা সরকারের কোন আদেশে অনুমতি নেওয়া সাপেক্ষে ঐ সংস্থা বা পরিষদসমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপবিধি-(৩) ও (৫) তে উল্লিখিত বিধানসমূহ যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রযোজ্য হইবে।

(৭) কোন আন্দোলন বা কর্মকাণ্ড এই বিধির আওতায় পড়ে কিনা, সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

২৬। উপদলীয় ধর্ম মতবাদ, ইত্যাদির প্রচারণা।—সরকারী কর্মচারী কোন উপদলীয় ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করিতে বা উক্তরূপ উপদলীয় বিতর্কিত বিষয়ে অংশগ্রহণ করিতে বা উপদলীয় ধর্মীয় মতবাদের পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজনপ্রীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না, যাহা তাঁহার কর্তব্য পালনে ন্যায়পরায়ণতার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বা প্রশাসনকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলিতে পারে বা বিশেষ কোন সরকারি কর্মচারীদের বা সাধারণ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি করিতে পারে।

২৭। স্বজনপ্রীতি, প্রিয়তোষণ ও বেআইনীভাবে ক্ষতিগ্রস্তকরণ, ইত্যাদি।—সরকারী কর্মচারী সংকীর্ণতা, প্রিয়তোষণ, বেআইনীভাবে ক্ষতিগ্রস্তকরণ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না।

[**২৭এ। মহিলা সহকর্মীদের প্রতি আচরণ।**- কোন সরকারী কর্মচারী মহিলা সহকর্মীর প্রতি কোন প্রকারে এমন কোন ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যাহা অনুচিত এবং অফিসিয়াল শিষ্টাচার ও মহিলা সহকর্মীদের মর্যাদার হানি ঘটায়।

২৭বি। স্বার্থের দ্বন্দ্ব।- (১) সরকারী কর্মচারী নিজ দায়িত্ব পালনকালে যেক্ষেত্রে দেখিতে পান যে-

(এ) কোন কোম্পানী বা ফার্ম বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তি সম্পর্কীত যে কোন বিষয়ে তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন বিষয় তাহার বিবেচনাধীন আছে।

---

[৯] এস আর ও নং ৩৬৮-আইন/২০০২/সম(বিধি-৪)/শৃঃআঃ-১/২০০২, তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর, ২০০২ দ্বারা উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত।

[১০] এস আর ও নং ৩৬৮-আইন/২০০২/সম(বিধি-৪)/শৃঃআঃ-১/২০০২, তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর, ২০০২ দ্বারা উপবিধি (৪) বিলুপ্ত করা হয়।

(বি) উক্তরূপ কোম্পানী, ফার্ম বা ব্যক্তির অধীনে তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন নিকটাত্মীয় কর্মরত আছেন;

তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি তিনি নিজে বিবেচনা না করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

ব্যাখ্যা : এই বিধির উদ্দেশ্যে পরিবার এবং নিকটাত্মীয় এর অন্তর্ভুক্ত হইবে—

স্ত্রী, স্বামী, পিতামাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি।

(২) কোন সরকারী কর্মচারীর স্বামী/স্ত্রী যদি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হন বা যে কোন প্রকারে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে লিখিতভাবে সে সম্পর্কে সরকারের নিকট রিপোর্ট করিবেন।][১১]

২৮। সরকারী কর্মচারীদের সরকারি কার্যকলাপ ও আচরণের প্রতি সমর্থন।- (১) সরকারী কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাঁহার সরকারি কার্যকলাপ ও আচরণের জন্য অবমাননাকর আক্রমণের বিরুদ্ধে সমর্থন লাভের জন্য কোন আদালতের বা সংবাদ মাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সরকার মামলার ব্যয়ভার বহন করিবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীকে নিজ খরচে মামলা পরিচালনার অনুমোদন দিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে মামলার সিদ্ধান্ত যদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পক্ষে যায়, তাহা হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মামলার খরচের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিশোধ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা : এই উপবিধিতে বর্ণিত সরকারী কর্মচারীগণকে আদালতের বা সংবাদ মাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণের অনুমোদন দানের ক্ষমতা ক্ষেত্র বিশেষে সরকারের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) ব্যক্তিগত কার্যকলাপ বা আচরণের জন্য সরকারী কর্মচারীর আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার এই বিধির কোন কিছুই সীমিত বা অন্যভাবে ক্ষুণ্ন করিবে না।

২৯। চাকরিজীবী সমিতির সদস্যপদ।- সরকারী কর্মচারীদের বা যে কোন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বশীল কোন সমিতি নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ না করিলে কোন সরকারি কর্মচারী উক্ত সমিতির সদস্য, প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা হইতে পারিবেন না। শর্তসমূহ হইতেছে, যথা :

(এ) সমিতির সদস্য পদ এবং কার্যনির্বাহী পদসমূহ কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং উক্ত নির্দিষ্ট শ্রেণীর সকল কর্মচারীদের জন্য উহা উন্মুক্ত থাকিবে।

(বি) যে সমিতি বা সমিতিসমূহের ফেডারেশন অনুচ্ছেদ (এ) এর শর্ত পূরণ না করিলে উহার সঙ্গে এই সমিতি কোনভাবেই সম্পর্কযুক্ত হইতে পারিবে না বা উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না।

(সি) এই সমিতি কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক সংগঠনের সহিত জড়িত হইতে পারিবে না বা কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

(ডি) এই সমিতি-

(i) সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ অনুসারে ব্যতীত কোন সাময়িকীর প্রকাশনা বা পরিচালনা করিতে পারিবে না;

(ii) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সমিতির সদস্যদের পক্ষে কোন নিবেদনমূলক বক্তব্য কোন সংবাদ মাধ্যমে বা অন্যত্র প্রকাশ করিতে পারিবে না।

(ই) এই সমিতি দেশে জাতীয় সংসদে অথবা অন্যত্র আইন সভার বা স্থানীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কোন নির্বাচনে-

(i) প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনের কোন ব্যয়ভার বহন বা প্রদান করিতে পারিবে না;

---

[১১] এস আর ও নং ৩৬৮-আইন/২০০২/সম(বিধি-৪)/শৃঃআঃ-১/২০০২, তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর, ২০০২ দ্বারা বিধি ২৭এ ও ২৭বি সংযোজিত।

(ii) কোনভাবেই এইরূপ নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে সমর্থন করিতে পারিবে না; অথবা

(iii) ভোটার তালিকাভুক্তির ব্যাপারে অথবা প্রার্থী মনোনয়নে কোন সাহায্য করিতে বা উক্ত ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(এফ) এই সমিতি-

(i) বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বা অন্যত্র কোন আইন সভার অথবা স্থানীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কোন সদস্যদের ব্যয় নির্বাহ করিতে বা ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে না;

(ii) শিল্প সম্পর্কীত অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ) এর আওতায় নিবন্ধকৃত কোন ট্রেড ইউনিয়নের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন অর্থ বা চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন না।

৩০। রাজনৈতিক অথবা অন্যরূপ প্রভাব খাটানো।- সরকারী কর্মচারী তাঁহার চাকরি সংক্রান্ত কোন দাবীর সমর্থনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার বা কোন সরকারী কর্মচারীর উপর কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন বহিঃপ্রভাব খাটাইতে পারিবেন না।

[১২][**৩০এ। সরকারী সিদ্ধান্ত, আদেশ ইত্যাদি।-** কোন সরকারি কর্মচারী-

(এ) সরকারের অথবা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ পালনে জনসম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করিতে বা যে কোন প্রকারে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করার জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করিতে পারিবেন না।

(বি) সরকারের বা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে জনসম্মুখে কোন অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে অথবা অন্যকে তাহা করার জন্য প্ররোচিত করিতে অথবা কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে বা অন্যকে অংশগ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করিতে পারিবেন না।

(সি) সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ পরিবর্তন, বদলানো, সংশোধন বা বাতিলের জন্য অনুচিত প্রভাব বা চাপ প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

(ডি) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বা কোন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যে কোনভাবে অসন্তুষ্টি, ভুল বুঝাবুঝি বা বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতে অথবা অন্যকে প্ররোচিত করিতে বা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।]

৩১। বিদেশি মিশন এবং সাহায্য সংস্থার দ্বারস্থ হওয়া।- সরকারী কর্মচারী নিজের জন্য বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ সংগ্রহ বা বিদেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা লাভের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশে অবস্থিত কোন বিদেশি মিশন অথবা সাহায্য সংস্থার দ্বারস্থ হইতে পারিবেন না।

[১৩][**৩১এ। নাগরিকত্ব, ইত্যাদি।-** (১) কোন সরকারী কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোন সরকারী কর্মচারীর স্বামী বা স্ত্রী বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহা সরকারকে অবহিত করিবেন।]

[১৪][**৩২। বিধিমালা লংঘনের শাস্তি।-** এই বিধিমালার যে কোন বিধান লংঘন "সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর আওতায় অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোন সরকারি কর্মচারী এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিলে তিনি উপরোল্লিখিত বিধিমালার আওতায় অসদাচরণের দায়ে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়ী হইবেন।]

৩৩। ক্ষমতা অর্পণ।- সাধারণ বা বিশেষ আদেশের দ্বারা এই বিধিমালার আওতাধীন যে কোন ক্ষমতা সরকার অধীনস্থ যে কোন কর্মকর্তার বা কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আদেশের দ্বারা সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যম এবং কোন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা হইলে তাহা সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, তাহা নির্ধারণ করিবেন।

৩৪। অন্যান্য আইন, ইত্যাদির প্রয়োগ হ্রাস।- এই বিধিমালার কোন কিছুই সরকারী কর্মচারীদের আচরণ সংক্রান্ত বলবৎ কোন আইনের কোন বিধান বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোন আদেশের প্রয়োগকে হ্রাস করিবে না।

[১২] এস আর ও নং ৩৬৮-আইন/২০০২/সম(বিধি-৪)/শৃঃআঃ-১/২০০২, তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর, ২০০২ দ্বারা বিধি ৩০এ সংযোজিত।

[১৩] এস.আর.ও. নং ৮৭ আইন/২০১১.০৫.১৭৩.০২২.০৮.০০.০০২.২০১১, তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০১১ দ্বারা বিধি ৩১এ সংযোজিত।

[১৪] এস আর ও নং ৩৬৮-আইন/২০০২/সম(বিধি-৪)/শৃঃআঃ-১/২০০২, তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর, ২০০২ দ্বারা বিধিটি সংযোজন করা হয়।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১৮, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি- ৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১১০-আইন/২০১৮।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১৩৩ এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪০ (২) এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সকল সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে,যথা :—

(ক) রেলওয়ে সংস্থাপন কোড প্রযোজ্য হয় এমন ব্যক্তি;

(খ) মেট্রোপলিটান পুলিশের অধস্তন কর্মচারী;

(গ) পুলিশ পরিদর্শকের নিম্ন পদমর্যাদার পুলিশ বাহিনীর অন্য কোনো সদস্য;

(ঘ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অধস্তন কর্মকর্তা, রাইফেলম্যান ও সিগন্যালম্যান;

(ঙ) জেলার এর নিম্ন পদমর্যাদার বাংলাদেশ জেলের অধস্তন কর্মচারী;

(চ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোনো চাকুরী বা পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ; এবং

(ছ) এমন কোন ব্যক্তি যাহার চাকুরীর শর্তাবলি, বেতন, ভাতাদি, পেনশন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বা এতদসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে চুক্তির মাধ্যমে বিশেষ বিধান করা হইয়াছে।

মূল্য : টাকা ২০.০০

২। **সংজ্ঞা**।—এই বিধিমালায়, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে,—

(ক) **"অভিযুক্ত"** অর্থ এইরূপ কোনো সরকারি কর্মচারী যাহার বিরুদ্ধে এই বিধিমালার অধীন কোনো কার্যক্রম (action) গ্রহণ করা হইয়াছে;

(খ) **"অসদাচরণ"** অর্থ অসংগত আচরণ বা চাকুরী শৃঙ্খলার জন্য হানিকর আচরণ, অথবা সরকারি কর্মচারীদের আচরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিমালার কোনো বিধানের পরিপন্থি কোনো কার্য, অথবা কোনো সরকারি কর্মচারীর পক্ষে শিষ্টাচার বহির্ভূত কোনো আচরণ, এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(অ) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(আ) কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন;

(ই) আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে সরকারের কোনো আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশ অবজ্ঞাকরণ;

(ঈ) কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসংগত, ভিত্তিহীন, হয়রানিমূলক, মিথ্যা অথবা তুচ্ছ অভিযোগ সংবলিত দরখাস্ত দাখিল; অথবা

(উ) অন্য কোনো আইন বা বিধি-বিধানে যে সমস্ত কার্য অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে মর্মে উল্লেখ আছে এইরূপ কোনো কার্য।

(গ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নিয়োজিত বা মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, এবং কর্তৃত্বের ক্রমধারায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(ঙ) **"দণ্ড"** অর্থ এই বিধিমালার অধীন আরোপযোগ্য কোনো দণ্ড;

(চ) **"পলায়ন (desertion)"** অর্থ বিনা অনুমতিতে চাকুরী ত্যাগ করা অথবা ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিনা অনুমতিতে কর্ম হইতে অনুপস্থিত থাকা অথবা কর্ম হইতে অনুমোদিত অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিবার পর অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করা; এবং

(ছ) **"সরকারি কর্মচারী"** অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি, এবং বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োজিত অথবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো বিদেশি সরকার বা সংস্থায় অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যস্তকৃত কোন ব্যক্তি।

৩। **দণ্ডের ভিত্তি**।—কর্তৃপক্ষের মতে যে ক্ষেত্রে কোনো সরকারি কর্মচারী—

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থতা, অথবা সাধারণ দক্ষতা বজায় রাখা বা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় পর পর দুই বা ততোধিকবার অকৃতকার্যতা, অথবা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে ব্যর্থ হওয়া, অথবা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে এই বিধিমালার অধীনে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া তদন্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরম্ভ করিতে কিংবা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারান এবং তাঁহার উক্তরূপ দক্ষতা পুনরায় অর্জনের কোনো সম্ভাবনা না থাকে; অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন; অথবা

(ঘ) দুর্নীতিপরায়ণ হন, অথবা নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া যুক্তিসংগতভাবে বিবেচিত হন—

(অ) তিনি বা তাহার উপর নির্ভরশীল অথবা অন্য যে কোনো ব্যক্তি তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে যদি তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো অর্থ-সম্পদ বা অন্য কোনো সম্পত্তির (যাহার যুক্তিসংগত হিসাব দিতে তিনি অক্ষম) অধিকারী হন, অথবা

(আ) তিনি প্রকাশ্য আয়ের সহিত সংগতিবিহীন জীবন-যাপন করেন; অথবা

(ই) তাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতিপরায়ণতার অব্যাহত কুখ্যাতি থাকে; অথবা

(ঙ) নাশকতামূলক কর্মে লিপ্ত হন, বা লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, অথবা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত অন্যান্য ব্যক্তির সহিত জড়িত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, এবং সেই কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হানিকর বলিয়া বিবেচিত হয়; তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ, বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহার উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৪। **দণ্ড**।—(১) এই বিধিমালার অধীন নিম্নবর্ণিত দুই ধরনের দণ্ড আরোপ করা যাইবে, যথা :—

(ক) লঘুদণ্ড; এবং

(খ) গুরুদণ্ড।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত লঘুদণ্ডসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) তিরস্কার;

(খ) চাকুরী বা পদ সম্পর্কিত বিধি বা আদেশ অনুযায়ী পদোন্নতি বা আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির অযোগ্যতার ক্ষেত্র ব্যতীত, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা;

(গ) কর্তব্যে অবহেলা বা সরকারি আদেশ অমান্য করিবার কারণে সংঘটিত সরকারের আর্থিক ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ বা উহার অংশবিশেষ, বেতন বা আনুতোষিক হইতে আদায় করা; অথবা

(ঘ) বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত গুরুদণ্ডসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) নিম্নপদ বা নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ;

(খ) বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান;

(গ) চাকুরী হইতে অপসারণ;

(ঘ) চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন কর্মচারীর উপর—

(ক) চাকুরী হইতে অপসারণের দণ্ড আরোপ করা হইলে তিনি সরকারের অধীন বা কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার (body corporate) চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য হইবেন না; এবং

(খ) চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণের দণ্ড আরোপ করা হইলে সরকারের অধীন বা কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য হইবেন।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত দণ্ডসমূহ নিম্নরূপভাবে আরোপ করা যাইবে, যথা :—

(ক) বিধি ৩ এ বর্ণিত অদক্ষতার জন্য তিরস্কার এবং চাকুরী হইতে বরখাস্ত ব্যতীত যে কোনো দণ্ড;

(খ) অন্য কোনো অদক্ষতার জন্য চাকুরী হইতে বরখাস্ত ব্যতীত যে কোনো দণ্ড;

(গ) অসদাচরণের জন্য যে কোনো দণ্ড;

(ঘ) পলায়নের জন্য তিরস্কার ব্যতীত যে কোনো দণ্ড;

(ঙ) দুর্নীতির জন্য যে কোনো দণ্ড, তবে উক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে নিম্নপদ বা নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ দণ্ড ব্যতীত যে কোনো দণ্ড;

(চ) নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য নিম্নপদ বা নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ ব্যতীত যে কোনো দণ্ড।

(৬) কোনো সরকারি কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালার অধীন কোনো গুরুদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে না।

(৭) উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ) ও (ঘ) এর অধীন "চাকুরী হইতে অপসারণ" ও "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" অভিব্যক্তি অর্থে এইরূপ কোনো ব্যক্তির চাকুরী হইতে অব্যাহতি (discharge) অন্তর্ভুক্ত হইবে না যিনি—

(ক) শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া তাহার মেয়াদ চলাকালে বা তাহার প্রতি প্রযোজ্য শিক্ষানবিশকাল; অথবা

(খ) চুক্তি ব্যতীত অন্য যে কোনো উপায়ে কোনো অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ধরিয়া রাখিবার জন্য, সেই নিযুক্তিকাল শেষ হইলে; অথবা

(গ) কোনো চুক্তির অধীনে নিযুক্ত হইলে সেই চুক্তির শর্ত মোতাবেক।

৫। **নাশকতামূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি ৩ এর দফা (ঙ) তে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীকে, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) তাহার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিবে, সেই ব্যবস্থার ভিত্তি সম্পর্কে তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে; এবং

(গ) অভিযোগ তদন্তের জন্য উপ-বিধি (২) এর অধীন অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবে :

তবে, শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি মনে করিবেন যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এইরূপ সুযোগ প্রদান করা সমীচীন নহে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে এইরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন ৩ (তিন) জন গেজেটেড কর্মচারী সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৬। **লঘুদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।—(১) যখন কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি ৩ এর দফা (ক) বা (খ) বা (গ) তে বর্ণিত কারণে কার্যধারা সূচক করিবার প্রয়োজন হয় এবং কর্তৃপক্ষ কিংবা, যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিজেই কর্তৃপক্ষ, সেইক্ষেত্রে উক্ত সরকারি কর্মচারী যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীন সেই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব অথবা যে কর্মকর্তাকে কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে যাহাকে কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করিয়াছেন, তিনি যদি অভিমত পোষণ করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্তের তিরস্কার দণ্ড অপেক্ষা কঠোরতর কোনো দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত প্রদানের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা, তাহাও জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে কর্তৃপক্ষ অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহাকে বক্তব্য দাখিল করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য অতিরিক্ত ৭ (সাত) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে; এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি দফা (ক) এর অধীন নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি থাকে, বিবেচনা করিবেন এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করিবেন, অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যে ক্ষেত্রে যিনি হন, যুক্তিযুক্ত মনে করিলে অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অভিযুক্তের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মচারীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী আদেশের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ উল্লেখ করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবে অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী পুনঃতদন্ত বা অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন তদন্তের আদেশ দেওয়া হইলে, কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) যখন কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি ৩ এর দফা (ক) বা (খ) বা (গ) অধীন কোনো কার্যধারা সূচনা করা হয় এবং উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষ, সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্তকে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে, তাহা হইলে, কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণপূর্বক কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিরস্কার দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিগত শুনানির জন্য হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে বা উপস্থিত হইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে শুনানি ব্যতিরেকেই উক্ত তিরস্কার দণ্ড আরোপ করা যাইবে অথবা উপ-বিধি (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাহার উপর যে কোনো দণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরষ্কার দণ্ড অপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড আরোপ করিতে হইবে।

(৬) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লিখিতভাবে জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-বিধি (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরষ্কার দণ্ড অপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড আরোপ করিতে হইবে।

৭। **গুরুদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।—(১) যে ক্ষেত্রে বিধি ৩ এর দফা (ক) বা (খ) বা (গ) বা (ঘ) এর অধীন কোনো কার্যধারা সূচনা করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কোনো গুরুদণ্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইতে পারে, যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে ও উহাতে প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিবে, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে, উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানকালে অন্য যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন উহাসহ অভিযোগনামাটি উক্ত কর্মচারীকে অবহিত করিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বক্তব্য দাখিল করিতে বলিবেন এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইতে বলিবে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে বক্তব্য দাখিল করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য অতিরিক্ত ১০ কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বক্তব্য দাখিল করিলে এবং যদি তিনি ব্যক্তিগত শুনানি পাইবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির পর কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়সহ দাখিলকৃত বক্তব্য বিবেচনা করিবে, এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে,—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার মতো উপযুক্ত ভিত্তি নাই, তাহা হইলে, অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি শর্তহীনভাবে সকল অভিযোগ স্বীকার করেন এবং কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় লঘুদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে, তাহা হইলে, যে কোনো লঘুদণ্ড আরোপ করিবে, তবে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে বলিয়া ধারণা করা হইলে কর্তৃপক্ষ দফা (ঘ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবে;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার মতো পর্যাপ্ত ভিত্তি রহিয়াছে, কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যে কোনো লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে, অথবা লঘুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া বিধি ৬ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিবে;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার মতো পর্যাপ্ত ভিত্তি রহিয়াছে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে, তাহা হইলে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করিবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো লিখিত বক্তব্য দাখিল না করেন, তাহা হইলে নির্ধারিত বা বর্ধিত সময় শেষ হইবার তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন তদন্ত কর্মকর্তা অথবা ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড তদন্তের কাজ আরম্ভ করিবে এবং বিধি ১১ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৫) তদন্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, তদন্ত বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে দ্বিমতের কারণে ভিন্ন তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্ত চলাকালে নিম্নবর্ণিত কারণে নূতন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ বা তদন্ত বোর্ড পুনর্গঠন করা যাইবে, যথা :—

(ক) তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের কোনো সদস্যের মৃত্যু হইলে;

(খ) তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের কোনো সদস্য চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিলে;

(গ) তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের কোনো সদস্য চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে; বা

(ঘ) তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের কোনো সদস্য চাকুরীতে দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে তদন্ত কার্য সম্পাদনে অসমর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর বিধান অনুযায়ী নূতন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ বা তদন্ত বোর্ড পুনর্গঠন করা হইলে নূতন তদন্ত কর্মকর্তা বা পুনর্গঠিত তদন্ত বোর্ড পূর্বের অসমাপ্ত তদন্তের ধারাবাহিকতায় তদন্তের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করিবে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উহা বিবেচনা করিয়া অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পুনঃতদন্তের প্রয়োজনীয়তা মনে করিলে, একই তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডকে সুনির্দিষ্ট বিষয় ও তথ্যসমূহ উল্লেখ করিয়া অভিযোগ পুনঃতদন্তের আদেশ দিতে পারিবে।

(৮) তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন বা পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উহা বিবেচনা করিবে, অভিযোগ বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত, তদন্ত প্রতিবেদনের কপিসহ, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবে।

(৯) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-বিধি (৮) এর অধীনে গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রস্তাবিত দণ্ড কেন অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর আরোপ করা হইবে না সে সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিবে।

(১০) গুরুদণ্ড প্রদানের জন্য যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন, সেই সকল ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ, উপ-বিধি (৯) এ বর্ণিত সময় সীমার মধ্যে কোনো কারণ দর্শানো হইলে উহাসহ সূচিত কার্যধারার কাগজপত্র কমিশনের নিকট পরামর্শের জন্য প্রেরণ করিবে।

(১১) বিভাগীয় কার্যধারায়—

(ক) যে ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শের প্রয়োজন নাই, সেইক্ষেত্রে উপ-বিধি (৯) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কারণ দর্শানো হইলে উহা বিবেচনার পর, এবং

(খ) যে ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শের প্রয়োজন আছে, সেইক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কারণ দর্শানো হইলে উহা এবং কমিশন প্রদত্ত পরামর্শ বিবেচনার পর, কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবে।

(১২) এই বিধির অধীন তদন্ত কার্যক্রম এবং যে ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়, সেইক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদন এবং প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের ভিত্তি পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে হইতে হইবে।

৮। **নোটিশ জারির পদ্ধতি**।—(১) এই বিধিমালার বিধি ৫, ৬ বা ৭ এর অধীন অভিযুক্ত ব্যক্তির বরাবরে নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ জারির ক্ষেত্রে অভিযুক্তের বর্তমান বা স্থায়ী ঠিকানায় দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর আদেশ ৫ এর বিধি ১ হইতে ৩০ অনুসরণক্রমে নোটিশ জারি করা হইলে বা অভিযুক্তের ই-মেইল ঠিকানায় নোটিশ প্রেরণ করা হইলেও উহা যথাযথভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **ব্যতিক্রম**।—যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার আচরণের জন্য ফৌজদারি অপরাধে সাজাপ্রাপ্তির কারণে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা চাকুরী হইতে অপসারিত অথবা পদাবনতি হন; অথবা যে ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত অথবা চাকুরী হইতে অপসারিত অথবা পদাবনমিত করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান যুক্তিযুক্তভাবে বাস্তবসম্মত নহে এবং কর্তৃপক্ষ ইহার স্বপক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করেন, সেইক্ষেত্রে বিধি ৬ এবং ৭ এর বিধানাবলির কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১০। **শারীরিক বা মানসিক অসমর্থ্যতা সম্পর্কে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আদেশ দানের ক্ষমতা**।— (১) যে ক্ষেত্রে মানসিক বা শারীরিক অসমর্থ্যতার কারণে অদক্ষতার জন্য কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সূচনা করিবার প্রস্তাব করা হয়, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার যে কোনো পর্যায়ে উক্ত সরকারি কর্মচারীকে মেডিকেল বোর্ড বা সিভিল সার্জন দ্বারা, যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যেইরূপ নির্দেশ দিবেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং মেডিকেল বোর্ড বা সিভিল সার্জনের প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যধারার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোনো সরকারি কর্মচারী যদি উক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে, উপস্থিত না হইবার স্বপক্ষে তাহার প্রদত্ত কোনো ব্যাখ্যা সাপেক্ষে, উক্ত অস্বীকৃতিকে তাহার বিরুদ্ধে এই মর্মে বিবেচনা করা যাইবে যে, অনুরূপ পরীক্ষার ফলাফল তাহার অনুকূলে যাইবে না মর্মে তিনি বিশ্বাস করেন।

১১। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—(১) তদন্তকারী কর্মকর্তা একাধারে প্রতিদিন কোনো কার্যধারার শুনানি গ্রহণ করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মুলতবি করিবেন না।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে, মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং উভয় পক্ষকে অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ কোন সাক্ষ্য উপস্থাপিত হইলে উহা বিবেচনা করিতে হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করায়, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং তাহার পক্ষ সমর্থনকারী কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন;

(গ) অভিযোগের সমর্থনে সূচিত কার্যধারা উপস্থাপনকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তাহার সাক্ষীগণকে জেরা করিবার অধিকারী হইবেন; এবং

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার কোনো অংশ দেখিতে দেওয়া হইবে না।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্দিষ্ট কোন সাক্ষীকে তলব করিতে বা সমন দিতে বা সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

১২ । **সাময়িক বরখাস্ত।**—(১) কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি ৩ এর অনুচ্ছেদ (খ) বা (গ) বা (ঘ) এর অধীনে কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করা হইলে কর্তৃপক্ষ সমীচীন মনে করিলে উক্ত কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, উক্ত সরকারি কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে, তাহার ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে তাহাকে ছুটিতে যাইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসর দণ্ডের আদেশ যদি কোনো আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রহিত বা বাতিল বা অকার্যকর ঘোষিত হয় এবং যদি কর্তৃপক্ষ যে অভিযোগের ভিত্তিতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরদানের দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অভিযোগের উপর সূচিত কার্যধারার প্রেক্ষাপট বিবেচনাপূর্বক পুনঃতদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে তারিখ হইতে প্রথম চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের দণ্ড আরোপ করা হইয়াছিল, ঐ তারিখ হইতে সরকারি কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সাময়িক বরখাস্ত অব্যাহত থাকিবে।

১৩। **চাকুরী হইতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত, অপসারিত অথবা বরখাস্তকৃত সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষতিপূরণ অবসরভাতা, আনুতোষিক, ইত্যাদি।**—(১) ক্ষতিপূরণ, অবসর ভাতা বা আনুতোষিকের পরিমাণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির যে কোনো আদেশ সাপেক্ষে, একজন বাধ্যতামূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, অতঃপর বর্ণিত বিধানের ক্ষেত্র ব্যতীত, এইরূপ ক্ষতিপূরণ অবসরভাতা বা আনুতোষিক বা ভবিষ্য তহবিল সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন সেইরূপে, তিনি যদি কোনো বিকল্প উপযুক্ত চাকুরীর ব্যবস্থা ব্যতীত তাহার পদ বিলুপ্তির কারণে চাকুরীচ্যুত হইতেন তাহা হইলে, তাহার চাকুরী বা পদের প্রতি প্রযোজ্য বিধিসমূহের অধীনে অবসর গ্রহণ তারিখে যেইরূপ প্রাপ্য হইতেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ১২ এর অধীনে সাময়িক বরখাস্তকালের পর বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতিপূরণ অবসর ভাতা বা আনুতোষিক বা ভবিষ্য তহবিল সুবিধাদি সাময়িক বরখাস্তকাল বাদ দিয়া কেবল চাকুরীকালের জন্য প্রাপ্য হইবেন :

আরো শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোনো অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে মানসিক বা শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে অদক্ষতা হেতু অবসর প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস এর বিধি ৩২১ এর অধীনে অবসরকালীন সুবিধাদি পাইবেন।

(২) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক করুণাবশত প্রদত্ত কোনো আদেশ ব্যতীত চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্তকৃত কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো ক্ষতিপূরণ, অবসর ভাতা, আনুতোষিক অথবা অংশপ্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে সরকারের চাঁদা হইতে উদ্ভূত সুবিধাদি পাইবেন না।

১৪। **পুনর্বহাল**।—(১) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী ছুটিতে প্রেরিত কোনো সরকারি কর্মচারীকে যদি বরখাস্ত, অপসারণ, নিম্নপদে পদাবনমিত বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে, ক্ষেত্রমত, তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে, অথবা তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদ মর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং তাহার উক্ত ছুটিকাল পূর্ণ বেতনে কর্তব্যকাল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সাময়িক বরখাস্তের পর পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৫। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদিতে ন্যস্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে তদন্তের পদ্ধতি**।—(১) যে সরকারি কর্মচারী প্রতি এই বিধিমালা প্রযোজ্য তাহার চাকুরী স্থানীয় বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে, অতঃপর এই বিধিতে হাওলাত গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ (borrowing authority) বলিয়া উল্লিখিত, হাওলাত দেওয়া হইলে, এই বিধিমালার অধীন তাহার বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা হাওলাত গ্রহীত কর্তৃপক্ষের থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, হাওলাত গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ উক্ত সরকারি কর্মচারীর চাকুরী হাওলাত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে (lending authority), অতঃপর এই বিধিতে হাওলাত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে উল্লিখিত, যে পরিস্থিতিতে কার্যধারা শুরু করা হইয়াছে তাহা অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(২) হাওলাত গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ হাওলাত হিসাবে গৃহীত কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত করিয়া বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবার মতো পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করিলে নিজেরা বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ না করিয়া সমুদয় রেকর্ডপত্র ও তথ্য হাওলাত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিধির অধীনে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন সমুদয় রেকর্ডপত্র ও তথ্য প্রাপ্তির পর হাওলাত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনা করিয়া বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করিলে হাওলাত হিসাবে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই বিধির অধীনে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে এবং বিধি মোতাবেক বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) অনুসারে কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, তাহার উপর দণ্ড আরোপ করা উচিৎ তাহা হইলে হাওলাত গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ হাওলাত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত মামলার সমুদয় রেকর্ডপত্র প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন সমুদয় রেকর্ডপত্র প্রাপ্তির পর হাওলাত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিজে দণ্ডদানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইলে যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা, যদি নিজে কর্তৃপক্ষ না হন, তাহা হইলে মামলাটি দণ্ডদানের যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় আদেশ দানের জন্য উপস্থাপন (submit) করিবে।

(৬) এই বিধির অধীনে কর্তৃপক্ষ হাওলাত গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত তদন্ত রেকর্ডের উপর অথবা তিনি যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ অধিকতর তদন্ত অনুষ্ঠানের পর আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৯) ও (১০) এর বিধানসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬। **আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) কোনো সরকারি কর্মচারী এই উদ্দেশ্যে সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যে ক্ষেত্রে এইরূপ কোনো কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেইক্ষেত্রে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, নিম্নবর্ণিত যে কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) তাহার উপর যে কোনো দণ্ড আরোপের আদেশের বিরুদ্ধে;

(খ) চুক্তি ভিত্তিতে নিযুক্ত হইয়া চুক্তির শর্তানুসারে চাকুরীর অবসানের সময় পর্যন্ত একনাগারে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিলে, উক্ত ক্ষেত্রে চাকুরীর অবসান ঘটানোর আদেশের বিরুদ্ধে;

(গ) তাহার বেতন, ভাতাদি, পেনশন বা চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলি যাহা চাকুরীর বিধি বা চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার স্বার্থের প্রতিকূলে পরিবর্তন, রদবদল বা অগ্রাহ্য করিবার আদেশের বিরুদ্ধে; অথবা

(ঘ) চাকুরীর যে বিধি বা চুক্তি দ্বারা তাহার বেতন, ভাতাদি, পেনশন বা চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়, উহার কোনো বিধানে তাহার স্বার্থের প্রতিকূল ব্যাখ্যা সংবলিত আদেশের বিরুদ্ধে।

১৭। **আপিল দায়েরের সময়সীমা।**—যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইবে, উক্ত আদেশ সম্পর্কে আপিলকারী অবহিত হইবার তারিখের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আপিল দায়ের করা না হইলে এই বিধিমালার অধীনে কোনো আপিল গ্রহণ করা হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আপিল কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন যে, যথাসময়ে আপিলকারীর আপিল দায়ের করিতে না পারিবার পর্যায় কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে আপিল কর্তৃপক্ষ উপরোল্লিখিত মেয়াদ অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোনো আপিল বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। **আপিল দায়েরের রীতি ও পদ্ধতি।**—(১) এই বিধিমালার অধীন আপিল দায়ের করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথকভাবে এবং স্বীয় নামে আপিল দায়ের করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আপিল কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করিয়া দায়েরকৃত প্রতিটি আপিল আবেদন আপিলকারী কর্তৃক তার স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তি নির্ভর তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্তিক্রমে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে দায়ের করিতে হইবে এবং উহাতে কোনো অসম্মানজনক বা অশোভন ভাষা ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) প্রতিটি আপিল আবেদন আপিলকারী যে অফিসে কর্মরত আছেন সেই অফিসের অফিস প্রধানের মাধ্যমে অথবা, তিনি চাকুরীরত না থাকিলে, সর্বশেষ যে অফিসে চাকুরীরত ছিলেন সেই অফিসের অফিস প্রধানের মাধ্যমে এবং যে কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইতেছে, উক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দায়ের করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল আবেদনের একটি অগ্রিম কপি আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি দাখিল করা যাইবে।

১৯। **আপিল স্থগিত (withheld) বা আটক রাখা**—(১) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইয়াছে, সেই আবেদনকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত আপিল স্থগিত রাখিতে পারিবে, যদি উহা—

(ক) এইরূপ কোনো আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছে যাহার জন্য কোনো আপিল দায়ের করা যায় না; অথবা

(খ) বিধি ১৭ তে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়ের করা না হইয়া থাকে এবং বিলম্বের কোনো কারণ দর্শানো না হইয়া থাকে; অথবা

(গ) বিধি ১৮ এ বর্ণিত যে কোনো বিধান পালন না করা হইয়া থাকে; অথবা

(ঘ) পূর্বের কোনো আপিলের পুনরাবৃত্তি হয় এবং যে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপ আপিলে ইতঃপূর্বে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইয়াছে সেই একই আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের করা হইয়া থাকে এবং মামলাটি পুনর্বিবেচনার কারণ হিসাবে নূতন কোনো তথ্য বা পরিস্থিতি উদ্ভব হইয়া থাকে :

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল স্থগিত রাখিবার প্রতিটি ক্ষেত্রে, উক্ত তথ্য এবং স্থগিত রাখিবার কারণ আপিলকারীকে অবহিত করিতে হইবে :

তবে আরও শর্ত থাকে যে, কেবল বিধি ১৮ এর বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হইবার কারণে স্থগিত রাখা আপিল, স্থগিত রাখা সম্পর্কে আপিলকারী অবহিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে যে কোনো সময় পুনরায় দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত বিধানসমূহ পালনপূর্বক পুনরায় দায়ের করা হইলে আপিল আবেদনটি আটক রাখা যাইবে না।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক কোনো কারণে আপিল স্থগিত রাখিলে উহার বিরুদ্ধে আপিল করা যাইবে না।

(৩) এই বিধির অধীনে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থগিত রাখা আপিল আবেদনসমূহের তালিকা, স্থগিত রাখিবার কারণসহ, উক্ত কর্তৃপক্ষ আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার করিয়া প্রেরণ করিবে।

২০। **আপিল অগ্রায়ন**।—(১) যে কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইয়াছে সেই কর্তৃপক্ষ বিধি ১৯ এর অধীনে স্থগিত রাখা হয় নাই এইরূপ প্রতিটি আপিল মন্তব্য ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রসহ আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রায়ন করিবে।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ বিধি ১৯ এর অধীনে স্থগিত রাখা যে কোনো আপিল আবেদন তলব করিতে পারিবে এবং উহা করা হইলে উক্ত আপিল উহার স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষের মন্তব্য ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রসহ আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট যথারীতি অগ্রায়ন করিতে হইবে।

২১। **আপিল নিষ্পত্তি**।—(ক) কোনো দণ্ড আরোপের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে এবং যেইরূপ আদেশ প্রদান করা উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে—

(ক) এই বিধিমালায় বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে কিনা এবং যদি হইয়া থাকে, তবে অনুসৃত না হওয়ার কারণে ন্যায়বিচার ব্যাহত হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগের উপর প্রাপ্ত তথ্যাদি যথার্থ কিনা; এবং

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(২) দণ্ডাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, আপিল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কিত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করিবে এবং যেইরূপ আদেশ প্রদান যথাযথ ও ন্যায়সংগত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৩) যে কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইয়াছে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর করিবে।

২২। **পুনর্বিবেচনা**।—(১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা কোনো সরকারি কর্মচারী সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনকারী যে আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়াছেন, উক্ত আদেশ জ্ঞাত হইবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল না করিলে কোনো আবেদনপত্র পুনর্বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী কর্তৃক যথাসময়ে আবেদন দাখিল করিতে না পারিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে উপরোল্লিখিত মেয়াদ অতিবাহিত সত্ত্বেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোনো আবেদন পুনর্বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তি পুনর্বিবেচনার আবেদন নিজ নামে ও পৃথকভাবে দাখিল করিবেন।

(৪) পুনর্বিবেচনার জন্য প্রত্যেকটি আবেদন যে অফিসে আবেদনকারী কর্মরত আছেন অথবা চাকুরীরত না থাকিবার ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে অফিসে কর্মরত ছিলেন, সেই অফিসের অফিস প্রধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) পুনর্বিবেচনার আবেদনের উপর রাষ্ট্রপতি যেইরূপ আদেশ প্রদান উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

২৩। **পুনরীক্ষণ**।—রাষ্ট্রপতি, নিজ উদ্যোগে কিংবা অন্যভাবে, সংশ্লিষ্ট মামলার রেকর্ডপত্র তলব করিয়া এই বিধিমালার অধীনে আপিলে প্রদত্ত যে কোনো আদেশ অথবা যাহার বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা হয় নাই, এইরূপ আপিলযোগ্য কোনো আদেশ উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে সংশোধন করিতে পারিবেন।

২৪। **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ আপিলযোগ্য নয়**।—এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা যাইবে না।

২৫। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা**।—(১) কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারি কার্যধারা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না।

(২) The Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (১৯৮৫ সনের ৫নং অধ্যাদেশ) এ বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের দায়ে কোনো সরকারি কর্মচারী আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে এই বিধিমালার অধীনে দণ্ড প্রদান করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালার অধীনে তাহাকে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বিষয়টির পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ যেইরূপ বিবেচনা করিবে সেইরূপ দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে কোনো কার্যধারা সূচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর জন্য সরকারি কর্মচারীকে কোনো সুযোগ প্রদানেরও প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উক্ত সরকারি কর্মচারীর উপর কোনো দণ্ড আরোপ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা বা বহাল রাখিবার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অথবা যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিজেই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২৬। **অন্য কোনো আইনের অধীনে প্রাপ্য অধিকার বা বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন না করা**।—এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি বিদ্যমান আইন বা এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে বিদ্যমান কোনো চুক্তি বা সমঝোতার অধীনে কোনো কিছু প্রাপ্য হইলে তিনি উক্তরূপ অধিকার বা বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

২৭। **আদেশ জারির কার্যকরতা**।—(১) এই বিধিমালার অধীনে কোনো আদেশ প্রদান করা হইলে উহা আদেশ জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(২) বিধি ২ এ উল্লিখিত পলায়নের কারণে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি ৩ ও ৪ এর অধীন কোনো দণ্ড আরোপ করা হইলে উহা পলায়নের তারিখ হইতে কার্যকর করা যাইবে।

২৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985, অতঃপর রহিত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা অব্যাহত থাকিবে এবং এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(গ) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা, অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমত, এই বিধিমালার অধীনে কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

Registered No. DA-1

The Bangladesh Gazette

Extraordinary

Published by Authority

WEDNESDAY, DECEMBER 5, 1984

GOVERNMENT OF TE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF ESTABLISHMENT

Regulation Branch

Section-II

NOTIFICATION

Dhaka, the 5th December, 1984

No. S.R.O. 531.L/84/ED(R-II)B-70/80,—In pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President, after consultation with the Bangladesh Public Service Commission, is pleased to make the following further amendment in the Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981, namely:—

In the aforesaid rules, in Schedule II, *for* PART II the following shall be substituted, namely:—

PART II

Bangladesh Civil Service (Administrative: Food).

Sl. No.	Name of the specified post	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification
1	2	3	4	5
1	Director-General	...	By promotion from among the additional Director Geneal. *or,* If none is found suitable for promotion, by transfer of service of an officer not below the rank, status and pay of Joint Secretary.	*For promotion.*—18 years' experience in the concerned service including 3 years' experience in the feeder post as specified in column 4.
2	Additional Director-Geneal.	...	By promotion from among the Director (Administration)/Director (Movement, Storage and Silo)/ Director (Procurement)/ Director (Supply, Distribution and Marketing)/Director (Inspection, Development and Technical Services)/Director (Accounts and Finance). *or,* If no suitable candidate is available for promotion, by transfer on deputation of an officer not below the rank, status and pay of Deputy Secretary.	*For promotion.*—15 years' experience in the concerned service including 3 years' expericnce in a feeder post or posts specificd in column 4.
3	Director (Administration) /Director (Supply, Distribution and Marketing)/Director (Movement, Storage and Silo) /Director (Inspection, Development and Technical Services) /Director (Procurement)/ Director (Accounts and Finance).	...	By promotion from among the Regional Controller of Food/ Additionl Director/Chief Controller of Dhaka Rationing/ Additional Director (Technical) /Silo Superintendent/Chief Miller: Provided that at least 17% of the total posts shall be filled up by candidates having degree in Mechanical Engineering: Provided further that in filling up the post of Director of Accounts and Finance, experience in audit and accounting shall get preference. *or,* If no suitable candidate is available for promotion, by transfer on deputation of officers of the rank, status and pay of Deputy Secretary.	*For promotion.*—Except in the case of Chief Miller, 12 years' experience in the concerned service including 5 years' expericnce in a feeder post or posts as specified in column 4. In the case of Chief Miller, 12 years' experience in the concerned Service including 2 years' experience in a feeder post or posts.

1	2	3	4	5
	Chief Miller	...	By promotion from among the silo superintendent and Additional Director (Technical).	12 years' experience in the concerned service including 5 years' experience in a feeder post or posts as specified in column 4.
	Additional Director/Regional Controller of Food/Chief Controller of Dhaka Rationing.	...	By promotion from among the District Controller of Food/ Controller of Movement and Storage.	7 years' experience in the concerned service including 3 years' in a feeder post or posts specified in column 4.
	Additional Director (Technical)/Silo superintendent.	...	By promotion from among the Maintenance Engineer and Deputy Director (Technical).	7 years' experience in the concerned service including 3 years' experience in a feeder post or posts specified in column 4.
7	District Controllor of Food/Controller of Movement and Storage.	...	By promotion from among the Deputy Director and Assistant Regional Controller of Food.	4 years' experience in the concerned service including 2 years' experience in a feeder post or posts specified in column 4.
8	Deputy Director (Technical) Maintenance Engineer.	...	By promotion from among the Assistant Maintenance Engineer/ Assistant Chief Miller/Assistant Director and Manager (Technical).	2 years' experience in a feeder post or posts.
9	Deputy Director/Assistant Regional Controller of Food.	...	By promotion from among the Assistant Controller of Food/ Manager, CSD/ Executive Officer/ Administrative Officer (Silo).	2 years' experience in a feeder post or posts specified in column 4.
10	Assistant Controller of Food/Manager, CSD/ Administrative Officer (Silo) /Executive Officer.	As per provisions in the Bangladesh Civil Service (Age. Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982.	50% by promotion from among the Upazila Food Officer/Assistant Deputy Director /Town Rationing Officer/Assistant Controller of Dhaka Rationing/Area Rationing Officer/ Accounts Officer/ Deputy Controller of Movement and Storage/Assistant Contoller of Movement and Storage/ Wheat Officer/Security Officer/ Storage and Movement Officer/ Private Secretary to Director-General/ Satistician (MIS and Monitoring Officer)/System Analyst/ Accounts-*cum*-Budget Officer and Administrative Officer.	*For promotion*—3 years' experience in a feeder post or posts specified in column 4.

1	2	3	4	5
			(ii) 50% by direct recruitment	*For direct recrutitment—* As per provisions in the Bangladesh civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982.
11	Assistant Maintenance Engineer/Assistant Director Manager (Technical) /Assistant Chief Miller.	As per provisions in the Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982	(i) 5% by promotion from the post of Maintenance Superintendent. (ii) 95% by direct recruitment	*For promotion.*—3 years' experience as Maintenance Superintendent *For direct recrutitment—* As per provisions in Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982.

By order of the President
D. S. YUSUF HAYDER
Additional Secretary.

PRESIDENT'S SECRETARIAT

Public Division

NOTIFICATION

Dhaka, the 5th December, 1984

No. S.R.O. 532.L/84.—In pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President, after consultation with the Bangladesh Public Service Commission, is pleased to make the following amendment in The Gazetted Officers (President's Secretariat, Public Division) Recruitment Rules, 1976 published in the *Bangladesh Gazette,* dated 11th April, 1978 under Notification No. S.R.O. 76-L/78, dated 11th April, 1978, namely:—

1. In the title of the rules, *after* the words "gazetted offcers" the words "and employees" shall be inserted.

2. *For* the schedule I to the aforesaid rules, the following shall be *substituted,* namely:—

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name of the post	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Educational qualification and experience
1	2	3	4	5
1.	Assistant Private Secretary to the President.	...	(i) By promotion form amongst the persons holding any of the posts or combination of posts mentioned below : (a) Stenographer/P.A. (b) Head Assistant/ Section Assistant/ UDA (ii) If none is found suitable for promotion, by transfer on deputation from other Govt. Offices.	At least 5 years' service in the feeder post.
2.	Head Assistant	...	By promotion form amongst the Section Assistant/Upper Division Assistant.	Five years' service in the feeder post.
3.	Accountant	...	On deputation	...

1	2	3	4	5
4.	Section Assistant/UDA	..	As per Rules for the Ministries/ Divisions or as would be framed by the Ministry of Establishment in due course.	..
5.	Stenographer/PA	..	As per Notification No. SRO-L/ 78/ED/SW-III-18/78-12, dated 16-5-78.	..
6.	Assistant Accountant	..	On deputation	..
7.	Steno-typist	..	As per Notification No. SRO-109/L/78/ED/SWIII-18-128, dated, 16-5-78.	..
8.	Nazir	18 to 25 years	By promotion from amongst the Lower Division Assistant. If no suitable candidate is available for promotion, by direct recruitment.	*For promotion.*—Five years' service in the feeder post. *For direct recruitment.*—Bachelor degree.
9.	Cashier	..	On deputation from Accounts Pool of the Ministry of Finance or from other Govt. Offices.	..
10.	L.D.A	..	As per Notification No. SRO-205-L/79/ED(R-II)R-31/78-57, dated, 14-7-79.	..
11.	Typist	..	As per Notification No. SRO-275-L/78/ED RII/R-10/78, dated, 24-10-78.	..
12.	Telephone Operator	18 to 25 years	(a) Direct recruitment or by transfer of employed Telephone Operators from T&T Board or from any other quarters. (b) By transfer from Govt. Department.	*For direct recruitment.*—H.S.C having experience in PABX operating.

1	2	3	4	5
13.	Driver	18 to 25 years, relaxable in case of departmental candidate.	By direct recruitment	(a) Read up to Class VIII. (b) Must have a valid driving licence with experience in driving. (c) Should have knowledge of maintenance and minor repair of motor vehicles.
14.	Duplicating Machine Operator	..	By promotion from amongst MLSS	Three years' service in the feeder post. Preference will be given to one who has experience in the line.
15.	Daftry	..	By promotion from amongst MLSS	Three years' service in the feeder post. Preference will be given to one who is experienced in the line.
16.	Despatch Rider	18 to 25 years	By direct recruitment	(a) Read up to Class VIII. (b) Must know Motor Cycle riding. (c) Must have valid licence with at least one year's driving experience.
17.	M.L.S.S.	Ditto	Ditto	Read up to Class VIII.
18.	Sweeper/Cleaner	Ditto	Ditto	Ditto

By order of the President

A. S. NOOR MOHAMMAD

Secretary.

MINISTRY OF INDUSTRIES

ORDER

Dhaka, the 5th December, 1984

No. S.R.O. 533-L/84.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 26 of the Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (P. O. No. 27 of 1972), the Government is pleased to transfer the lease-hold interest of Bux Rubber Co. Ltd. in respect of the property as given in the Schedule below which was placed with all its assets and liabilities under the then Bangladesh Fertilizer, Chemical and Pharmaceutical Corporation, *vide* this Ministry's Notification No. F/CFP-1/1139, dated, the 24 th November, 1972, to the Bangladesh Chemical Industries Corporation for their exclusive use and control.

The Government, however, reserves the right to cancel the aforesaid transfer as and when deemed necessary :

The Schedule

All the piece and parcel of lease-hold land at mouza Motijheel, P.S. Lalbagh (now Motijeel), Dist. Dhaka at Plot No. 148, measuring 7 (seven) Kathas and 8 (eight) chhataks (more or less).

By order of the President

A. R. DHAR
Deputy Secretary.

Printed By Khandker Obaidul Muqtader, Deputy Controller, Bangladesh Government Press Dhaka.

Published by Md. Abdul Matin Sirker, Deputy Controller, Bangladesh Forms and Publications Office, Tejgaon, Dhaka.

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ১৭, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ আশ্বিন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/১৪ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৫৩-আইন/২০১২।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪০ এর দফা (২) এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, Bangladesh Civil Service (Administrative : Food) Compositon and Cadre Rules, 1980 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Schedule প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"The Schedule

Sl. No.	Category of posts	Number of posts	No. of posts for leave, Deputation & Training	Total
1	2	3	4	5
Group-A				
1.	Director General, Food	1	..	1
2.	Additional Director General	1	..	1
3.	Director of (Administration)/ (Supply, Distribution & Marketing) (Movement, storage and Silos) (Inspection, Development and Technical Services), (Procurement) '(Accounts & Finance)	6		6
	Total =	8		8

1	2	3	4	5
Group-B				
4.	Additional Director/Regional Controller of Food/Chief Controller of Dhaka Rationing	12	1	13
5.	District Controller of Food/ Controller of Movement and Storage/Deputy Director/Assistant Regional Controller of Food	95	5	100
6.	Assistant Controller of Food/Manager, CSD/Executive Officer/Administrative Officer, Silo.	67	2	69
	Total =	174	8	182
Group-C				
7.	Chife Miller	1	..	1
8.	Additional Director (Technical)/ Silo Superintendent.	7	1	8
9.	Maintenance Engineer/Deputy Director (Technical).	8	1	9
10.	Assistant Chief Miller/Assistant Maintenance Engineer/Assistant Director/lManager (Technical).	23	1	24
	Total =	39	3	42
	Grand Total =	(8+182+42)		232”

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৯, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৯ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৯৭-২০১৮।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) “কমিশন” অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(খ) “ডিগ্রি’’ বা ‘‘সার্টিফিকেট’’ অর্থ ক্ষেত্রমত, স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রি বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেট, এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত উক্ত ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার তফসিলসমূহ;

(ঘ) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ঙ) “পদ” অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ;

(চ) “প্রয়োজনীয় যোগ্যতা” অর্থ তফসিলে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতা;

(ছ) “শিক্ষানবিশ” অর্থ কোনো স্থায়ী শূন্য পদের জন্য শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(জ) “সিজিপিএ” অর্থ Cumulative Grade Point Average (CGPA); এবং

মূল্য : টাকা ৩০.০০

(ঝ) “স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বা “স্বীকৃত বোর্ড" বা "স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড" বা "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান” বা "স্বীকৃত ইনস্টিটিউট” অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো ‘বিশ্ববিদ্যালয়’, ‘বোর্ড’, বা ‘কারিগরি শিক্ষা বোর্ড’ বা ‘প্রতিষ্ঠান’ বা ‘ইনস্টিটিউটকে’ বুঝাইবে এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, কোনো শূন্য পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা যাইবে, যথা :—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) পদবি পরিবর্তনের মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা হইবে না, যদি না তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকে, এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয় :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে এডহক ভিত্তিতে ইতঃপূর্বে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে উক্ত পদে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা শিথিল করা যাইবে।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।**—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(খ) এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন;

(খ) সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বাছাই বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যমান বেতনস্কেলের ১৩—১৬ গ্রেডের কোনো পদ হইতে ১০—১২ গ্রেডের কোনো পদে এবং ১০—১২ গ্রেডের কোনো পদ হইতে ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কোনো পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। **শিক্ষানবিশ।**—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, যোগদানের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশি মেয়াদ ১(এক) বা একাধিকবার এইরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেই ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশি মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাঁহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাঁহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশে চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশি মেয়াদ চলাকালে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবেন;

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাঁহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না, যতক্ষণ না সরকারি আদেশমূলে, সময়ে সময়ে, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৭। **বিশেষ বিধান।**—(১) তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোনো ভগ্নাংশ হইলে উভয় প্রকার কোটার ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

(২) অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, এটেন্ডার/হেলপার পদে কর্মরত কোনো কর্মচারীর পদ পদোন্নতি, অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্য হইলে—

(ক) উহার বিপরীতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউট সোর্সিং (Out Sourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮'' অনুযায়ী সেবা গ্রহণ করা হইবে; এবং

(খ) উক্ত পদ হইতে কোনো পদে পদোন্নতির বিধান কার্যকর থাকিবে না ।

৮। **হেফাজত।**—(১) সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক শাসনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার "The Non-Cadre Gazetted Officers and Non-Gazetted Employees (Director-General of Food) Recruitment Rules, 1983", অতঃপর উক্ত Rules বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইয়াছে।

(২) উক্তরূপে বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) বিলুপ্তির পূর্বে উক্ত Rules এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ এবং ইহার ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি, শিক্ষানবিশিসহ চাকরিতে স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি ও অর্জিত অধিকারসমূহ এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উহা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ও অর্জিত হইয়াছে;

(খ) বিলুপ্তির পরবর্তীতে এবং এই বিধিমালা জারির তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে উক্ত Rules এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশিসহ চাকরিতে স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি ও অর্জিত অধিকারসমূহ, যদি থাকে, এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উহা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ও অর্জিত হইয়াছে; এবং

(গ) বিলুপ্তির পরবর্তীতে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা, এই বিলিমালার বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

তফসিল-১
[বিধি ২(গ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	সিস্টেম এনালিস্ট	অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> প্রোগ্রামার পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> (১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার বিজ্ঞান বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; (২) কোনো স্বীকৃত পেশাদার কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগী সদস্য; এবং (৩) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রোগ্রামার হিসেবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা: তবে শর্ত থাকে যে, কম্পিউটার বিজ্ঞান বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (৪) কম্পিউটার সিস্টেম এনালাইসিসের ক্ষেত্রে দক্ষতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২.	প্রোগ্রামার	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে :</u>** সহকারী প্রোগ্রামার পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :</u>** (১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা কম্পিউটার বিজ্ঞান বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; (২) কোনো স্বীকৃত পেশাদার কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগী সদস্য; এবং (৩) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রোগ্রামার হিসেবে অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা: তবে শর্ত থাকে যে, কম্পিউটার বিজ্ঞান বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।
৩.	সহকারী প্রোগ্রামার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৩৩% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৬৭% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** (১) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (২) কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u>** (১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক(সম্মান) ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার বিজ্ঞান বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (২) কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ।
৪.	রসায়নবিদ	—	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদায়নের মাধ্যমে।	সহকারী রসায়নবিদ পদধারীগণের মধ্য হইতে।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৫.	সহকারী রসায়নবিদ	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৩৩% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৬৭% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন বা জৈব রসায়ন বা প্রাণ রসায়ন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন বা জৈব রসায়ন বা প্রাণ রসায়ন বিষয়ে অন্যূন ৪(চার) বৎসর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক(সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন বা জৈব রসায়ন বা প্রাণ রসায়ন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (পাস) ডিগ্রিসহ প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
৬.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)/ সহকারী প্রকৌশলী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৩৩% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৬৭% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা (আরএমও) বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ)বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অন্যূন ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭.	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সহকারী উপ-পরিচালক/ এলাকা রেশনিং কর্মকর্তা/ উপ-নিয়ন্ত্রক (চলাচল ও সংরক্ষণ)/ সহকারী নিয়ন্ত্রক (চলাচল ও সংরক্ষণ)/ গম কর্মকর্তা/ নিরাপত্তা কর্মকর্তা/ চলাচল ও সংরক্ষণ কর্মকর্তা/ মহাপরিচালকের একান্ত সচিব/সহকারী নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/ পরিসংখ্যানবিদ (এমআইএসএন্ড মনিটরিং অফিস)/ সিস্টেম এনালিস্ট (এমআইএসএন্ড মনিটরিং অফিস)/ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষণ-কাম-বাজেট কর্মকর্তা/ প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ শহর রেশনিং কর্মকর্তা/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি)/ সহকারী ব্যবস্থাপক/ ট্রেনিং অফিসার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৬৭% পদ খাদ্য পরিদর্শক বা কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক বা অপারেটর (পেস্ট কন্ট্রোল) পদ হইতে; (খ) ১৮% পদ প্রধান সহকারী বা হিসাবরক্ষক বা সুপারিনটেনডেন্ট বা প্রধান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক ও সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদ হইতে; (গ) ৫% পদ সুপারভাইজার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং (ঘ) ১০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> খাদ্য পরিদর্শক বা কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক বা অপারেটর (পেস্ট কন্ট্রোল) পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা প্রধান সহকারী বা হিসাবরক্ষক বা সুপারিনটেনডেন্ট বা প্রধান সহকারী-কাম- হিসাবরক্ষক বা সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ১১ (এগার) বৎসরের চাকরি; অথবা সুপারভাইজার পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন ৪(চার) বৎসর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক(সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক(পাস) ডিগ্রিসহ প্রথম শ্রেণি বা সমমানের স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
৮.	খাদ্য পরিদর্শক/ কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক/অপারেটর (পেস্ট কন্ট্রোল)	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> উপ-খাদ্য-পরিদর্শক পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৯.	সুপারভাইজার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৫৫% পদ স্টোর কিপার বা অপারেটর পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ১৫% পদ ফোরম্যান বা মেকানিক্যাল ফোরম্যান বা ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৩০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) স্টোর কিপার বা অপারেটর পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; অথবা (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) ফোরম্যান বা মেকানিক্যাল ফোরম্যান বা ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u>** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান শাখায় অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
১০.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা (আরএমও)/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
১১.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
১২.	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u>** (১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (২) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৩.	প্রধান সহকারী/ হিসাবরক্ষক/ সুপারিনটেনডেন্ট/ প্রধান সহকারী-কাম হিসাবরক্ষক	—	পদোন্নতির মাধ্যমে।	উচ্চমান সহকারী বা নাজির-কাম-উচ্চমান সহকারী বা অডিটর বা হিসাবরক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার বা সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি।
১৪.	সাঁট লিপিকার -কাম-কম্পিউটার অপারেটর	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (২) তফসিল-৩ ও ৮ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৫.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক -কাম-কম্পিউটার অপারেটর	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (২) তফসিল-৩ ও ৮ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৬.	উচ্চমান সহকারী/নাজির -কাম-উচ্চমান সহকারী/ অডিটর/ হিসাবরক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ২০% পদ ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৬০% পদ রেকর্ড কিপার বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (গ) ২০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> (১) রেকর্ড কিপার বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (২) ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> (১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (২) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (৩) প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনে, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করতে হবে।
১৭.	ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> ল্যাবরেটরী সহকারী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> (১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে রসায়ন বিষয়সহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (২) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৮.	ফোরম্যান	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** প্রধান মেকানিক বা সহকারী ফোরম্যান বা ওয়েল্ডার বা মিলরাইট বা ইলেকট্রিশিয়ান বা ভেহিক্যাল ইলেকট্রিশিয়ান পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u>** (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অটো মেকানিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং বা ইলেকট্রিক্যাল লাইন মেইনটেন্যান্স বা ফার্ম মেশিনারি বা জেনারেল মেকানিক্স বা মেশিনিস্ট বা মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট বা জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মেইনটেন্যান্স বা জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ট্রেড বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স; অথবা কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হইতে অটো মেকানিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং বা ইলেকট্রিক্যাল লাইন মেইনটেন্যান্স বা ফার্ম মেশিনারি বা জেনারেল মেকানিক্স বা মেশিনিস্ট বা মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট বা জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মেইনটেন্যান্স বা জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ট্রেড বিষয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (৩) কোনো ফার্ম বা ওয়ার্কশপে অপারেটর ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (৪) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৯.	মেকানিক্যাল ফোরম্যান	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** প্রধান মেকানিক বা সহকারী ফোরম্যান বা ওয়েল্ডার বা মিলরাইট পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u>** (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অটো মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি বা জেনারেল মেকানিক্স বা মেশিনিস্ট ট্রেড বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স; অথবা কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হইতে অটো মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি বা জেনারেল মেকানিক্স বা মেশিনিস্ট ট্রেড বিষয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (৩) কোনো ফার্ম বা ওয়ার্কশপে অপারেটর ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (৪)তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২০.	ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** ইলেকট্রিশিয়ান/ভেহিক্যাল ইলেকট্রিশিয়ান পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u>** (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হইতে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং বা ইলেকট্রিক্যাল লাইন মেইনটেন্যান্স বা মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট বা জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মেইনটেন্যান্স বা জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ট্রেড বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স; অথবা কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং বা ইলেকট্রিক্যাল লাইন মেইনটেন্যান্স বা মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট বা জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মেইনটেন্যান্স বা জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ট্রেড বিষয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (৩) কোনো ফার্ম বা ওয়ার্কশপে অপারেটর ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (৪) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২১.	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৩০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** স্প্রেম্যান পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। অথবা কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ আউটসোর্সিং ব্যতিত স্থায়ী রাজস্ব পদে নিয়োগকৃত, নিরাপত্তা প্রহরী বা এটেন্ডার/হেলপার পদে অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের চাকরি। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u>** (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২২.	স্টোর কিপার	—	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদবি পরিবর্তনের মাধ্যমে।	(১) অপারেটর পদধারীগণের মধ্য হইতে ;এবং (২) প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনে, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করতে হবে।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৩.	অপারেটর	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৭০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৩০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সহকারী অপারেটর/স্টেভেডর সরদার পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান শাখায় অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (পাস) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি চালানোর বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (২) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৪.	প্রধান মেকানিক/ সহকারী ফোরম্যান/ ওয়েল্ডার/ মিলরাইট	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সিনিয়র মেকানিক বা ভেহিক্যাল মেকানিক বা মেকানিক বা সহকারী মিলরাইট বা রোল গ্রোভার বা টার্নার বা শিফট্ ফোরম্যান পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে অটো মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি বা জেনারেল মেকানিক্স বা মেশিনিস্ট বা ওয়েল্ডিং বা ডিজেল মেকানিক্স বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেট কোর্স; অথবা কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে অটো মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি বা জেনারেল মেকানিক্স বা মেশিনিস্ট বা ওয়েল্ডিং বা ডিজেল মেকানিক্স ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (৩) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি।
২৫.	ইলেকট্রি-শিয়ান/ ভেহিক্যাল ইলেকট্রি-শিয়ান	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৬০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (১) বৈদ্যুতিক ট্রেড সার্টিফিকেটসহ (C-License) মিল অপারেটিভ বা সাইলো অপারেটিভ পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; এবং (২) সাইলো বা সরকারি আধুনিক ময়দা মিলে বৈদ্যুতিক কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			(খ) ৪০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে বৈদ্যুতিক 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির কারিগরি পারমিট/লাইসেন্স; এবং (৩) সাধারণ এবং বিশেষায়িত বৈদ্যুতিক কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং (৪) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৬.	(ক) ড্রাইভার (ভারী লাইসেন্স ধারী)	১৮-৩৫ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্সসহ (ভারী লাইসেন্স) ভারী যানবাহন চালনায় পারদর্শী; এবং (৩) তফসিল-৭ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
	(খ) ড্রাইভার (হালকা লাইসেন্স ধারী)	১৮-৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্সসহ (হালকা লাইসেন্স) হালকা যানবাহন চালনায় পারদর্শী; এবং (৩) তফসিল-৭ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৭.	রেকর্ড কিপার	—	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদবি পরিবর্তনের মাধ্যমে।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদধারীগণের মধ্য হইতে।
২৮.	অফিস-সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) বিধি-৭ এর বিধান সাপেক্ষে, ৩০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (১) আউটসোর্সিং ব্যতিত স্থায়ী রাজস্ব পদে নিয়োগকৃত অফিস সহায়ক পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি; (২) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (৩) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর টাইপিং এর গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ শব্দ ও ইংরেজি ২০ শব্দ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) তফসিল-৪ ও ৯ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৯.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) তফসিল-৪ ও ৯ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩০.	ল্যাবরেটরি সহকারী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞান শাখায় অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩১.	সহকারী অপারেটর/ স্টেভেডর সরদার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫৫% পদ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদবি পরিবর্তনের মাধ্যমে; এবং (খ) ৪০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে: পিইউপি অপারেটিভ পদে অন্যূন ৩(তিন) বৎসরের চাকরি। পদবি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে: মিল অপারেটিভ বা সাইলো অপারেটিভ পদধারীগণের মধ্য হইতে। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (১) কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে জেনারেল মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি ট্রেড বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩২.	সিনিয়র মেকানিক/ ভেহিক্যাল মেকানিক/ মেকানিক/ সহকারী মিলরাইট/ রোল গ্রোভার/ টার্নার/ শিফট্ ফোরম্যান	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদবি পরিবর্তনের মাধ্যমে; এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদবি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে: মিল অপারেটিভ বা সাইলো অপারেটিভ পদ হইতে। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (১) কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে জেনারেল মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি ট্রেড বিষয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) মেকানিক্যাল কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (৩) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩৩.	মিল অপারেটিভ	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক)বিধি-৭ এর বিধান সাপেক্ষে ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** স্প্রেম্যান পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি অথবা আউট সোর্সিং ব্যতিত স্থায়ী রাজস্ব পদে নিয়োগকৃত নিরাপত্তা প্রহরী বা এটেন্ডার/হেলপার পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে জেনারেল মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি ট্রেড বিষয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (৩) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩৪.	সাইলো অপারেটিভ	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক)বিধি-৭ এর বিধান সাপেক্ষে ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** স্প্রেম্যান পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি অথবা আউট সোর্সিং ব্যতিত স্থায়ী রাজস্ব পদে নিয়োগকৃত নিরাপত্তা প্রহরী বা এটেন্ডার/হেলপার পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে জেনারেল মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি ট্রেড বিষয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩৫.	পিইউপি অপারেটিভ	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে জেনারেল মেকানিক্স বা ফার্ম মেশিনারি ট্রেড বিষয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (২) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে অন্যূন ১ (এক) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (৩) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩৬.	স্প্রেম্যান	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ-তে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ শারীরিকভাবে সক্ষম; এবং (২) তফসিল-৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩৭.	অফিস সহায়ক	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮'' অনুযায়ী।		
৩৮.	নিরাপত্তা প্রহরী	(১) অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮'' অনুযায়ী; (২) আনসার বাহিনীর নিয়মিত সদস্যগণের মধ্য হইতে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রচলিত বিধান অনুসরণে দায়িত্ব পালনের জন্য স্ববেতনে ন্যস্তকরণের মাধ্যমে; এবং (৩) প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনে, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করতে হবে।		
৩৯.	এটেন্ডার/ হেলপার	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮'' অনুযায়ী।		
৪০.	পরিচ্ছন্নতা-কর্মী	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮'' অনুযায়ী।		

তফসিল-২

[বিধি ২(গ) দ্রষ্টব্য]

উপ-খাদ্য পরিদর্শক, উচ্চমান সহকারী/ নাজির কাম উচ্চমান সহকারী/ অডিটর/ হিসাবরক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার, সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক পদে সরাসরি নিয়োগের প্রার্থীগণের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি:

ক্রমিক নং	পরীক্ষা পদ্ধতি ও বিষয়াবলি	বিষয়ভিত্তিক নম্বর	মোট নম্বর	লিখিত পরীক্ষার সর্বনিম্ন পাস নম্বর	লিখিত পরীক্ষার সময়
ক.	১. লিখিত পরীক্ষার বিষয়				
	বাংলা	৩০	১০০	৫০%	৯০ মিনিট
	ইংরেজি	৩০			
	গণিত	২০			
	সাধারণ জ্ঞান	২০			
খ.	২. মৌখিক পরীক্ষা		১০		
		সর্বমোট নম্বর	**১১০**		

ব্যাখ্যা : লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

তফসিল-৩

[বিধি ২(গ) দ্রষ্টব্য]

সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে সরাসরি নিয়োগের প্রার্থীগণের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি:

<table>
<tr><td>ক্রমিক নং</td><td>পরীক্ষা পদ্ধতি ও বিষয়াবলি</td><td rowspan="2">বিষয়ভিত্তিক নম্বর</td><td rowspan="2">মোট নম্বর</td><td rowspan="2">লিখিত পরীক্ষার সর্বনিম্ন পাস নম্বর</td><td rowspan="2">লিখিত পরীক্ষার সময়</td></tr>
<tr><td rowspan="5">ক.</td><td>১. লিখিত পরীক্ষার বিষয়</td></tr>
<tr><td>বাংলা</td><td>৩০</td><td rowspan="4">১০০</td><td rowspan="4">৫০%</td><td rowspan="5">৯০ মিনিট</td></tr>
<tr><td>ইংরেজি</td><td>৩০</td></tr>
<tr><td>গণিত</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>সাধারণ জ্ঞান</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>খ.</td><td colspan="2">২. মৌখিক পরীক্ষা</td><td colspan="2">১০</td></tr>
<tr><td colspan="3">**সর্বমোট নম্বর**</td><td colspan="3">**১১০**</td></tr>
</table>

ব্যাখ্যা : লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

তফসিল-৪

[বিধি ২(গ) দ্রষ্টব্য]

অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীগণের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি:

<table>
<tr><td>ক্রমিক নং</td><td>পরীক্ষা পদ্ধতি ও বিষয়াবলি</td><td rowspan="2">বিষয়ভিত্তিক নম্বর</td><td rowspan="2">মোট নম্বর</td><td rowspan="2">লিখিত পরীক্ষার সর্বনিম্ন পাস নম্বর</td><td rowspan="2">লিখিত পরীক্ষার সময়</td></tr>
<tr><td rowspan="5">ক.</td><td>১. লিখিত পরীক্ষার বিষয়</td></tr>
<tr><td>বাংলা</td><td>৩০</td><td rowspan="4">১০০</td><td rowspan="4">৫০%</td><td rowspan="5">৯০ মিনিট</td></tr>
<tr><td>ইংরেজি</td><td>৩০</td></tr>
<tr><td>গণিত</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>সাধারণ জ্ঞান</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>খ.</td><td colspan="2">২. মৌখিক পরীক্ষা</td><td colspan="2">১০</td></tr>
<tr><td colspan="3">**সর্বমোট নম্বর**</td><td colspan="3">**১১০**</td></tr>
</table>

ব্যাখ্যা : লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

তফসিল-৫

[বিধি-২(গ) দ্রষ্টব্য]

স্প্রেম্যান পদে সরাসরি নিয়োগের প্রার্থীগণের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি:

ক্রমিক নং	পরীক্ষা পদ্ধতি ও বিষয়াবলি	বিষয়ভিত্তিক নম্বর	মোট নম্বর	লিখিত পরীক্ষার সর্বনিম্ন পাস নম্বর	লিখিত পরীক্ষার সময়
ক.	১. লিখিত পরীক্ষার বিষয়				
	বাংলা	১০	৪০	৫০%	৬০ মিনিট
	ইংরেজি	১০			
	সাধারণ জ্ঞান	১০			
	গণিত	১০			
খ.	২. মৌখিক পরীক্ষা		১০		
		সর্বমোট নম্বর	**৫০**		

ব্যাখ্যা: লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

তফসিল-৬

[বিধি-২(গ) দ্রষ্টব্য]

ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান, ফোরম্যান, মেকানিক্যাল ফোরম্যান, ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান, অপারেটর, প্রধান মেকানিক/ সহকারী ফোরম্যান/ ওয়েল্ডার/মিলরাইট, ইলেকট্রিশিয়ান/ ভেহিক্যাল ইলেকট্রিশিয়ান, ল্যাবরেটরী সহকারী, সহকারী অপারেটর/ স্টেভেডর সরদার, সিনিয়র মেকানিক/ ভেহিক্যাল মেকানিক/ মেকানিক/ সহকারী মিলরাইট/ রোল গ্রোভার/ টার্নার/ শিফট্ ফোরম্যান, মিল অপারেটিভ,সাইলো অপারেটিভ এবং পিইউপি অপারেটিভ পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীগণের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি:

ক্রমিক নং	পরীক্ষা পদ্ধতি ও বিষয়াবলি	বিষয়ভিত্তিক নম্বর	মোট নম্বর	লিখিত পরীক্ষার সর্বনিম্ন পাস নম্বর	লিখিত পরীক্ষার সময়
ক.	১. লিখিত পরীক্ষার বিষয়				
	বাংলা	২৫	১০০	৫০%	৯০ মিনিট
	ইংরেজি	২৫			
	গণিত/পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়	৩০			
	সাধারণ জ্ঞান	২০			
খ.	২. মৌখিক পরীক্ষা		১০		
		সর্বমোট নম্বর:	**১১০**		

ব্যাখ্যা : লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

তফসিল-৭

[বিধি-২(গ) দ্রষ্টব্য]

ড্রাইভার পদে সরাসরি নিয়োগের প্রার্থীগণের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি:

ক্রমিক নং	পরীক্ষা পদ্ধতি ও বিষয়াবলি	বিষয়ভিত্তিক নম্বর	মোট নম্বর	লিখিত পরীক্ষার সর্বনিম্ন পাস নম্বর	লিখিত পরীক্ষার সময়
ক.	১. লিখিত পরীক্ষার বিষয়				
	বাংলা	১৫	৪০	৫০%	৬০ মিনিট
	ইংরেজি	১০			
	গণিত/পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়	১৫			
খ.	২. মৌখিক পরীক্ষা		১০		
		সর্বমোট নম্বর	**৫০**		

ব্যাখ্যা: লিখিত পরীক্ষা এবং বিআরটিএ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গৃহীত ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

তফসিল-৮

[বিধি-২(গ) দ্রষ্টব্য]

সাঁট লিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীগণের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার গতি, নম্বর ইত্যাদি:

পদের নাম	ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজী পরীক্ষায় মোট নম্বর	বাংলা পরীক্ষায় মোট নম্বর	প্রতি বিষয়ে সর্বনিম্ন পাস নম্বর	ইংরেজী পরীক্ষার সময়	বাংলা পরীক্ষার সময়
	সাঁটলিপি						
সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৮০ শব্দ	৫০ শব্দ	১০০	১০০	৪০%	৫ মিনিট	৫ মিনিট
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৭০ শব্দ	৪৫ শব্দ	১০০	১০০	৪০%	৫ মিনিট	৫ মিনিট
	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর						
সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট

ব্যাখ্যা: ১. সাঁটলিপি নোট প্রতিলিপিকরণ (Transcribe) এর জন্য ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকিবে;

২. ৫% এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোনো গতি অর্জন করে নাই বলিয়া গণ্য হইবে;

৩. বাংলা ও ইংরেজী উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে; এবং

৪. সর্বনিম্ন গতিকে পাস নম্বর (৪০%) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

তফসিল-৯

[বিধি-২(গ) দ্রষ্টব্য]

অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীগণের কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার গতি, নম্বর ইত্যাদি :

পদের নাম	ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজি কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষায় মোট নম্বর	বাংলা কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষায় মোট নম্বর	প্রতি বিষয়ে পাস নম্বর	ইংরেজি পরীক্ষার সময়	বাংলা পরীক্ষার সময়
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২০ শব্দ	২০ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট
ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর	৪০ শব্দ	৩০ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট

ব্যাখ্যা: ১. বাংলা ও ইংরেজী উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে;

২. ৫% এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোনো গতি অর্জন করে নাই বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

৩. সর্বনিম্ন গতিকে পাস নম্বর (৪০%) হিসেবে গণ্য করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহাবুদ্দিন আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৩ অধিশাখা
website : www.mof.gov.bd

নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০০৭.১৫-৭১

তারিখ : ১০ জুন ১৪২৩ বঃ
২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসামরিক প্রশাসনের আওতাধীন প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা এবং সড়ক পথে কিলোমিটার ভিত্তিক পথ ভাড়া ভাতা ইত্যাদি নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো :

১। সরকারি কর্মচারীদের শ্রেণি বিন্যাস :

ক-শ্রেণি	মূলবেতন নির্বিশেষে ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল কর্মচারী এবং ১০ম গ্রেডের সে সকল সরকারি কর্মচারী যাদের মূল বেতন ২৯০০০/= টাকা বা তদূর্ধ্ব।
খ-শ্রেণি	মাসিক ২৯,০০০/= টাকার কম মূল বেতন গ্রহণকারী সকল ১০ম গ্রেডের সরকারি কর্মচারী এবং ঐ সকল ১১নং থেকে ১৬নং গ্রেডের কর্মচারি যাহাদের মূলবেতন মাসিক ১৬০০০/= টাকা বা তদূর্ধ্ব।
গ-শ্রেণি	খ শ্রেণিভুক্ত ব্যতীত ১১নং গ্রেড থেকে ১৬নং গ্রেডের অন্য সকল সরকারি কর্মচারী।
ঘ-শ্রেণি	ফরেস্ট গার্ড, পুলিশ কনস্টেবল (প্রধাণ কনস্টেবল ব্যতীত), জেল ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার, কিশোর অপরাধী সংশোধণী প্রতিষ্ঠান (Borstal school) এর দ্বাররক্ষী এবং ১৭নং গ্রেড থেকে ২০নং গ্রেডের সকল সরকারি কর্মচারী।

২। দৈনিক ভাতা :

শ্রেণি	মূলবেতন	সাধারণ হার	ব্যয়বহুল স্থান
ক-শ্রেণি	১। ৭৮,০০০/- টাকা (নির্ধারিত) ও তদূর্ধ্ব।	১৪০০/- টাকা	ব্যয় বহুল স্থানে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহর এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৩০%।
	২। ৭১০০১—৭৭৯৯৯/- টাকা পর্যন্ত	১২২৫/- টাকা	
	৩। ৫০০০১—৭১০০০/- টাকা পর্যন্ত	১০৫০/- টাকা	
	৪। ২৯০০১—৫০০০০/- টাকা পর্যন্ত	৮৭৫/- টাকা	
	৫। ২২০০০—২৯০০০/- টাকা পর্যন্ত	৭০০/- টাকা	
খ-শ্রেণি	১। ২৯,০০০/- টাকার কম মূলবেতন গ্রহণকারী ১০ম গ্রেডের সকল কর্মচারী।	৪৯০/- টাকা	
	২। ১৬০০০/-টাকা বা তদূর্ধ্ব মূলবেতন গ্রহণকারী ১১ থেকে ১৬নং গ্রেডের সকল কর্মচারী।	৪২০/- টাকা	
গ- শ্রেণি	খ শ্রেণি ব্যতীত সকল ১১ থেকে ১৬নং গ্রেডের কর্মচারী।	৩৫০/- টাকা	
ঘ- শ্রেণি	১৭ থেকে ২০নং গ্রেডের সকল কর্মচারী।	৩০০/- টাকা	

৩। **পথ ভাড়া ভাতা (Mileage Allowance) :**

ভ্রমণের দূরত্ব নির্বিশেষে সড়ক পথে ভ্রমণের জন্য নিম্নোক্ত হার প্রযোজ্য হবে :

ক্রঃ নং	শ্রেণি	টাকা/কিলোমিটার
১	ক- শ্রেণি	৩.৭৫
২	খ- শেণি	৩.০০
৩	গ- শ্রেণি	২.২৫
৪	ঘ- শ্রেণি	১.৫০

৪। **পথ ভাড়া ভাতা (Mileage Allowance) : নির্ণয়ের জন্য শ্রেণি প্রাপ্যতা :**

ক্রঃ নং	ভ্রমণের ধরণ	শ্রেণি	প্রাপ্যতা	পথ ভাড়ার ভাতার হার
১.	রেলপথ ভ্রমণ	ক- শ্রেণিভুক্ত টাকা ৪৩০০০—৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারী।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণি না থাকিলে প্রথম শ্রেণি।	১। বদলি ব্যতীত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শেণিতে ভ্রমণের জন্য পথভাড়া উক্ত শ্রেণির ভাড়ার দেড় গুণ হবে। ২। বদলি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির ভ্রমণ ব্যতীত সকল শ্রেণির সরকারি কর্মচারীগণ যে শ্রেণিতে ভ্রমণের অধিকারী সে শ্রেণিতে ভ্রমণ করিলে পথ ভাড়া উক্ত শ্রেণির ভাড়ার ১.৮ গুণ হবে।
		ক- শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য কর্মচারী।	প্রথম শ্রেণি	
		খ- শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী।	দ্বিতীয়/শোভন/সুলভ শ্রেণি	
		গ-শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী- ট্রেনে দু'টি শ্রেণি থাকলে নিম্নতম শ্রেণি। তিনটি শ্রেণি থাকলে, যাহাদের মূলবেতন মাসিক ১০,২০০/- টাকা এবং তদূর্ধ্ব তারা মধ্যম (Middle) শ্রেণি এবং যাদের মূলবেতন মাসিক ১০,২০০/- টাকার কম তারা নিম্নতম শ্রেণি।	মধ্যম/নিম্নতম শ্রেণি	
		ঘ- শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী।	নিম্নতম শ্রেণি	

ক্রঃ নং	ভ্রমণের ধরণ	শ্রেণি	প্রাপ্যতা	পথ ভাড়ার ভাড়ার হার
২.	সমুদ্র বা নদী পথে স্টীমার/জাহাজ/লঞ্চে ভ্রমণ	ক- শ্রেণিভুক্ত টাকা ৪৩০০০—৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারী।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণি।শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণি না থাকলে প্রথম শ্রেণি।	
		ক-শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য কর্মচারী	প্রথম শ্রেণি।	
		খ–শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী	দ্বিতীয়/শোভন/সুলভ শ্রেণি	
		গ–শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী দু'টি শ্রেণি থাকলে নিম্নতম শ্রেণি। তিনটি শ্রেণি থাকলে মধ্যম (Middle) শ্রেণি। চারটি শ্রেণি থাকলে নিম্নতম শ্রেণির অব্যবহিত উচ্চতর শ্রেণি।	মধ্যম/নিম্নতম/অব্যবহিত উচ্চতর শ্রেণি।	
৩.	বাসে ভ্রমণ	৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ আসন	বাসে ভ্রমণের জন্য পথ ভাড়া উক্ত শ্রেণির ভাড়ার দ্বিগুণ হবে।
		অন্যান্য সকল সরকারি কর্মচারী	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিহীণ আসন	
৪.	বিমানে ভ্রমণ (বাংলাদেশের অভ্যন্তরে)	১.ক-শ্রেণিভুক্ত টাকা ৪৩০০০—৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী। ২. ব্যক্তিগত কর্মচারীগণ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণের সফর সঙ্গী হিসাবে)। ৩. বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মচারীগণকেও বিমানে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। তবে, এরূপ প্রত্যেকটি ভ্রমণের ক্ষেত্রে, ন্যূনপক্ষে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং এর অনুলিপি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	Economy Class	১। অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বিমান ভাড়ার ২০% প্রাপ্য হবেন। তাহাছাড়া, আগমনের দিন অর্ধ হারে এবং পরবর্তী দিন প্রস্থানের জন্য অর্ধ হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন। ২। বিমান টিকিটের ক্ষেত্রে বিমান বন্দরে পরিশোধিত যাবতীয় ট্যাক্স/ফিস প্রাপ্য হবেন। ৩। বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রাধিকার বলতে ৫ম গ্রেডে Substantive পদধারী ও তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারীকে বুঝাইবে।

৫। বদলিজনিত ভ্রমণ ভাতা :

(ক) বদলিজনিত ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রাপ্য হবেন :

ক্রঃ নং	ভ্রমণের ধরণ	প্রাপ্যতা
১।	ট্রেন/স্টীমার/লঞ্চ/ জাহাজের ভ্রমণ	(১) নিজের জন্য প্রাপ্য শ্রেণির তিনটি ভাড়া (২) পরিবারের প্রত্যেক সহগামী সদস্যের জন্য একটি পূর্ণ ভাড়া (স্ত্রী সহ সর্বোচ্চ তিনজন)।
২।	সড়ক পথে ভ্রমণ	(১) নিজের জন্য প্রাপ্য শ্রেণির দু'টি ভাড়া। (২) পরিবারের প্রত্যেক সহগামী সদস্যের জন্য একটি পূর্ণ ভাড়া (স্ত্রীসহ সর্বোচ্চ তিনজন)।
৩।	বিমানে ভ্রমণ	(১) নিজের জন্য প্রাধিকার অনুযায়ী একটি ভাড়া।

(খ) সরকারি কর্মচারীগণের বদলির সময়ে পরিবহনের জন্য নিজস্ব মালামালের (personal effect) পরিমাণ এবং প্যাকিং চার্জের প্রাপ্যতা নিম্নরূপ :

শ্রেণি	একাকী ভ্রমণের ক্ষেত্রে (কিলোগ্রাম)	সপরিবার ভ্রমণে ক্ষেত্রে (কিলোগ্রাম)	প্যাকিং চার্জ হার (টাকায়)
ক- শ্রেণি	১৫০০	২৩০০	২২৫০/-
খ- শ্রেণি	৮০০	১২০০	১৫০০/-
গ- শ্রেণি	৫০০	৭০০	৭৫০/-
ঘ- শ্রেণি	২০০	৩০০	৪০০/-

৬। সরকারি কর্মচারীগণ বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিলোমিটার পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২.০০ টাকা প্রাপ্য হবেন।

৭। গ্রেড বলতে টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেডস্কেল প্রাপ্তিজনিত স্কেল/গ্রেড নয়, সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রযোজ্য Substantive গ্রেড বুঝাবে।

৮। এ প্রজ্ঞাপন জারির পরিপ্রেক্ষিতে ইতঃপূর্বে জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য আদেশসমূহ অনুরূপভাবে পরিবর্তিত/সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৯। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
অতিরিক্ত সচিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অবসর সংক্রান্ত আইন ও বিধি
গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪
The Public servants (Retirement) Act, 1974

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রারম্ভ**।—(১) এই আইন গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হইবে এবং ইহা ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৩ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।— এই আইনে বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে—

(এ) "কর্পোরেশন" অর্থ যে কোনো আইনের দ্বারা বা অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত বিধিবদ্ধ সংস্থা। সরকার কর্তৃক স্থাপিত যে কোনো সংঘ (body) বা সংস্থা ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(বি) "জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান" এর অন্তর্ভুক্ত হইবে, সরকারের বা কর্পোরেশনের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষে মালিকানাধীন বা সরকারের অর্পিত কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ফার্ম, চা বাগান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান;

(সি) "চিকিৎসক বা ফিজিশিয়ান" বলিতে মানুষের যে কোনো রোগের চিকিৎসা, উহার আরোগ্য সাধন ও প্রতিষেধন কাজে নিয়োজিত কোনো মেডিক্যাল ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীধারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(ডি) "গণকর্মচারী" এর অন্তর্ভুক্ত হইবে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা কোনো কর্পোরেশন, জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মে নিযুক্ত কর্মচারী। তবে নিম্নোক্ত কর্মচারীগণ গণকর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন না—

- (*i*) প্রতিরক্ষা কর্ম বাহিনীর কোনো সদস্য,
- (*ii*) কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্মচারী,
- (*iii*) কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অস্থায়ী মেয়াদকালের জন্য গঠিত কমিশন, কমিটি বা বোর্ডে বা ইহাদের অধীনে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি,
- (*iv*) কন্টিনজেন্ট বা ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারী অথবা ১৯৭৩ সনের ২৩নং অধ্যাদেশে সংজ্ঞায়িত শ্রমিক,
- (*v*) কোনো আইনের অধীনে নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তি, অথবা
- (*vi*) কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে যে পদে অধিষ্ঠিত থাকার মেয়াদকাল নির্দিষ্ট।

৩। **অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য**।—অন্য যে কোনো আইন বা বিধি, প্রবিধি, উপ-আইন, দলিল বা চুক্তি বা গণকর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত শর্তাদিতে যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান কার্যকর হইবে।

৪। **গণকর্মচারীর অবসর**।—ধারা-৯ এর বিধান সাপেক্ষে, একজন গণকর্মচারী ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

বিশ্লেষণ : ২০১১ সনের ৩নং অধ্যাদেশ দ্বারা ধারা ৪ সংশোধিত।

বিশ্লেষণ : সকল গণকর্মচারীদের ৫৯ বৎসর পূর্ণ হইলে অবসর গ্রহণ বাধ্যতামূলক। কোনো গণকর্মচারী অথবা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ৫৯ বৎসর পূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্বে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করিলেও ৫৯ বৎসর পূর্ণ হইলে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। [সম(বিধি-৪)১ই-৪/৮৭-১৮(৪০০), তারিখ : ১ এপ্রিল, ১৯৮৭]

৪এ। **মুক্তিযোদ্ধার অবসর গ্রহণ**।—(১) ধারা ৪ তে যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, একজন গণকর্মচারী, যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, ৫৯ বৎসর পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) এই ধারা কার্যকর হওয়ার অব্যবহতি পূর্বে উপ-ধারা (১) তে বর্ণিত একজন এলপিআর ভোগরত গণকর্মচারীর এলপিআর বাতিল হইবে এবং ধারা ৫ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তিনি এইরূপভাবে পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন যেন তিনি কখনো অবসর গ্রহণ করেন নাই।

(৩) এই ধারার অধীনে সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাইকৃত মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট/পরিচিতি চাহিতে পারিবেন :

তবে বিধান থাকে যে, যিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি ঐরূপ যাচাই হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

বিশ্লেষণ ঃ ২০০৯ সনের ৭নং অধ্যাদেশ দ্বারা ধারা ৪এ সংযোজিত।

৫। **পুনঃনিয়োগ নিষিদ্ধ।**—(১) চাকরি হইতে অবসরপ্রাপ্ত কোনো গণকর্মচারী কোনোভাবেই প্রজাতন্ত্রের বা কোনো কর্পোরেশনের, জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মে কোনো পদ্ধতিতেই পুনঃনিয়োজিত হইতে পারিবেন না।

(২) কোনো গণকর্মচারীর সংবিধানে বর্ণিত কোনো পদে পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে উপ-ধারা-(১) প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) এই ধারায় যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, অবসর গ্রহণের পর কোনো গণকর্মচারীকে রাষ্ট্রপতি, জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৬। **প্রয়োগ নাই।**

৭। **অবসর-উত্তর ছুটি।**—(১) এই আইনের কোনো বিধানের অধীনে কোনো গণকর্মচারীর অবসর গ্রহণের বা চাকরির অবসানের ক্ষেত্রে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসর-উত্তর ছুটি প্রাপ্য এবং এই প্রকার ছুটির মেয়াদ অবসর গ্রহণের বা চাকরির অবসানের তারিখ হইতে এক বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।

(২) এই আইনে অথবা অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে "অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি" অভিব্যক্তিটি "অবসর-উত্তর ছুটি" হিসাবে পঠিত ও ব্যাখ্যায়িত হইবে।

বিশ্লেষণ : ২০০৯ সনের ৭নং অধ্যাদেশ দ্বারা ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত।

৮। **প্রয়োগ নাই।**

৯। **ঐচ্ছিক অবসর (Optional retirement)।**—(১) চাকরির মেয়াদ পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর যে কোনো সময় একজন গণকর্মচারী অবসর গ্রহণের অভিপ্রায়কৃত তারিখের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন :

তবে বিধান থাকে যে, এই ইচ্ছা একবার প্রকাশ করা হইলে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা সংশোধন বা প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

(২) চাকরির মেয়াদ ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর যে কোনো সময়, সরকার জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোনো গণকর্মচারীকে চাকরি হইতে অবসর প্রদান করিতে পারিবে।

বিশ্লেষণ : (১) মোট চাকরিকাল ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই ঐচ্ছিক অবসরের বিধান কার্যকর হইবে। তবে পেনশন পাইবে পেনশনযোগ্য চাকরিকালের ভিত্তিতে। (স্মারক নং MF/RU-2(13)/76/25, তারিখ : ২ মার্চ ১৯৭৭)।

বিশ্লেষণ : (২) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিধি-4 অধিশাখার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-০৫.১৭৩.০১৩.০৪.০০.০০৫.২০১০-৪৫ দ্বারা ২৫ বৎসর চাকরি পূর্তিতে সরকার কর্তৃক অবসর গ্রহণ করানো সংক্রান্তে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হয়—

(১) ধারা ৯(২) এর বিধানমতে কোনো গণকর্মচারীর চাকরি ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলে জনস্বার্থে সরকার তাঁহাকে যে কোনো সময়ে কোনো কারণ না দর্শাইয়া চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করাইতে পারিবেন। তবে এই ক্ষমতা সরকার ব্যতীত অন্য কোনো অধঃস্তন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

(২) যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সরকার ব্যতীত অধঃস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ অথবা বিধিবদ্ধ সংস্থা বা এর কোনো কর্মকর্তা, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা যদি মনে করে যে, তদকর্তৃক নিযুক্ত কোনো গণকর্মচারীর আইনের

বিধানমতে ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর তাঁহাকে জনস্বার্থে অবসর গ্রহণ করানো উচিত, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাহা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্মচারীদিগকে অবসর গ্রহণ করানোর বিষয়ের প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহার সদয় আদেশের জন্য পেশ করিতে হইবে।

(৪) উপরোক্ত মতে কোনো গণকর্মচারীকে চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্ত অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আদেশ Rules of Business, 1996 এর Rule 5(ii) এবং Schedule (II) এ বর্ণিত যে কোনো কর্মকর্তার স্বাক্ষরে জারি করা যাইবে।

১০। **কতিপয় ক্ষেত্রে অবসর সুবিধাদি পাইবে না**।—অবসর গ্রহণ বা চাকরি অবসানের সময় কোনো গণকর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত কোনো বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম অথবা কোনো বিভাগীয় কার্যক্রম চলিতে থাকিলে উক্ত কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্য তহবিলে তাঁহার প্রদত্ত চাঁদা ও উক্ত চাঁদার সুদ ব্যতীত পেনশন বা অন্যান্য অবসর সুবিধাদি পাইবেন না। উক্ত কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে পেনশন ও অন্যান্য অবসর সুবিধাদি প্রদেয় হইবে।

১১। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) গণকর্মচারী (অবসর) অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) এই রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম এই আইনের আওতায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর সংশোধনীসমূহ

Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১০-১২-২০০৯ ইং তারিখে প্রণীত নিম্নে প্রদত্ত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ ৭, ২০০৯

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে; সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধি প্রণয়ন ও জারী করিলেন :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act. No. XII of 1974 এ নূতন section 4A এর সন্নিবেশ**।—Public Servants (Retirement) Act, অতঃপর উক্ত Act. বলিয়া উল্লিখিত, এর Section এর পর নিম্নরূপ নূতন section 4A সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

A. Retirement of a Freedom Fighter.—(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in section 4, a public servant, who is a Freedom Fighter, shall retire from service on the completion of the fifty-ninth year of his age.

(2) If a public servant, as referred to in sub-section (1), is on leave preparatory to retirement immediately before the commencement of this section, such leave shall be terminated, and he shall, notwithstanding anything contained to the contrary in section 5, be re-employed in the service in such a manner as if he never had retired.

(3) The Government may require a public servant, in order to be entitled to any benefit under this section, to have his certificate or identity, as a Freedom Fighter, to be verified by the Ministry of Liberation War Affairs"।

৩। **Act No. XII of 1974 এর সংশোধন**।—উক্ত Act এর Section 7 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 7 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

"7. **Post-retirement leave.**—(1) A public servant who is required to retire from or, as the case may be, cease to be in service under any provision of this Act shall be entitled to such post-retirement leave as is admissible to him and the period of such leave may extend up to one year from the date of his retirement of ceasing to be in service.

(2) Any reference to the expression '*leave preparatory to retirement*' in this Act, or, as a derivative of this Act, in any other Law, rule, regulation or instrument having the force of law, shall be read and construed as '*post-retirement leave*'।

তারিখ : ১০-১২-২০০৯ ইং।

মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-৪ অধিশাখা
www moeslab.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নং ০৫.১৭৩.০১৩.০৪.০০.০০৫.২০১০-৪৫ তারিখ : ০৮-০২-২০১০ খ্রি./২৬-১০-১৪১৬ বাঃ

গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান মোতাবেক কোন গণকর্মচারীকে সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে অবসর প্রদানের আদেশ জারির বিষয়ে ২০ জুন, ১৯৭৫ তারিখের স্মারকলিপি নং-সঃবিঃ(বিধি-৪)-১আর-৯/৭৫-১৪০ বাতিলপূর্বক নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো :—

(১) গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯ ধারায় (২) উপ-ধারার বিধানমতে কোন গণকর্মচারীর চাকরি ২৫ বছর পূর্ণ হলে জনস্বার্থে সরকার তাঁকে যে কোন সময়ে কোন কারণ না দর্শিয়ে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করাতে পারেন। উক্ত ৯(২) উপ-ধারায় প্রদত্ত এ ক্ষমতা সরকার ব্যতীত অন্য কোন অধঃস্তন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(২) যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সরকার ব্যতীত এর অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ অথবা বিধিবদ্ধ সংস্থা বা এর কোন কর্মকর্তা সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা যদি মনে করে যে, তদকর্তৃক নিযুক্ত কোন গণকর্মচারীর উক্ত আইনের বিধানমতে ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাঁকে জনস্বার্থে অবসর গ্রহণ করানো উচিত, তা হলে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং এরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্মচারীদিগকে অবসর গ্রহণ করানোর বিষয়ের প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁর সদয় আদেশের জন্য পেশ করতে হবে।

(৪) ক্রমিক নং-(১), (২) ও (৩) অনুযায়ী কোন গণকর্মচারীকে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, উক্ত অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আদেশ Rules of Business 1996 এর Rule 5 (ii) এবং Schedule (ii)-এ বর্ণিত যে কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে জারি করা যাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

বাংলাদেশ গেজেট
সোমবার, ডিসেম্বর ২৬, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখ, ১২ পৌষ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২৬ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কর্তৃক ১২ পৌষ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ৩, ২০১১

Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে; সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2011 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act. No. XII of 1974 এর section 4 এর সংশোধন।**—Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর section 4এ উল্লিখিত “fifty-seventh year” শব্দগুলির পরিবর্তে “fifty-ninth year” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

গণকর্মচারী (অবসর) বিধিমালা, ১৯৭৫

[গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ১২নং আইন) এর ১১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এই বিধিমালা প্রণয়ন করেন। বিধিমালাটি Notification No. ED(R-IV)-IR-I/75-228, 30 September, 1975 দ্বারা জারি করা হয়।]

১। এই বিধিমালা গণকর্মচারী (অবসর) বিধিমালা, ১৯৭৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। এই বিধিমালায় ধারা বলিতে গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ধারা বুঝাইবে।

৩-৭। বাতিল।

৮। (১) গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৫ ধারার (৩) উপধারার অধীনে অবসর গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের প্রতিটি প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও কার্যকর করিতে হইবে।

(২) রাষ্ট্রপতি এই উদ্দেশ্যে সরাসরি কোনো আদেশ প্রদান না করিলে এই নিয়োগের শর্তাদি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি (২) এর অধীন নির্ধারিত শর্তাদি সাপেক্ষে এইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং অস্থায়ী কর্মচারীর অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট বিধির অধীনে ছুটির সুবিধাদি পাইবেন।

৯। গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯ ধারার (১) উপধারার অধীনে কোনো গণকর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে অবসর-উত্তর ছুটি ভোগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অবসর-উত্তর ছুটি পাইবেন, যদি—

(এ) ছুটিতে যাওয়ার অভিপ্রায়কৃত তারিখের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে অবসরের আবেদন করেন;

(বি) ছুটিতে যাওয়ার অভিপ্রায়কৃত তারিখ অবসরের আবেদনে উল্লেখ করেন;

(সি) ছুটির মেয়াদ অবসরের আবেদনে উল্লেখ করেন; এবং

(ডি) ছুটির প্রাপ্যতার সনদ সংযুক্ত করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি শাখা-১

WWW.mof.qov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১৮-০৮

তারিখ : ২৩ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

অবসরগ্রহণকারী সরকারি কর্মচারী ও সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহাদের পরিবারবর্গের অবসরজনিত সুবিধাদি সঠিক সময়ে প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২৭-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/প্রবি-১/৩পি-২/২০০৫(অংশ-১)/৫নং স্মারকে জারীকৃত "বেসামরিক সরকারি কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/পদ্ধতি অধিকতর সহজীকরণ আদেশ, ২০০৯" নিম্নরূপ আদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যাহা "সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০" নামে অভিহিত হইবে।

আদেশের প্রয়োগ/প্রযোজ্যতা:

(ক) সরকারি কর্মচারী, যাহারা সরকারি পেনশন স্কীমের আওতাভুক্ত তাহাদের জন্য এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে।

(খ) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে না।

২.০০ অবসরজনিত পেনশন:

২.০১ কল্যাণ কর্মকর্তা মনোনয়ন ও দায়িত্ব:

(ক) অবসরগমনকারী সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন কেইস প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা করিবার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর পেনশন কেইস প্রক্রিয়াকরণে সরাসরি সম্পৃক্ত একজন কমকর্তাকে কল্যাণ কর্মকর্তা হিসাবে মনোনয়ন নিশ্চিত করিয়া অর্থ বিভাগকে অবহিত করিবে।

(খ) পেনশন কেইস নিস্পত্তিতে পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষণ অফিসের সাথে কল্যাণ কর্মকর্তা সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করিবেন। অর্থ বিভাগের ২০-১২-২০১৬খ্রি: তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৬-১৪১নং স্মারকে (**সংযোজনী-১৮**) উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ কল্যাণ কর্মকর্তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

২.০২ নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের সার্ভিস বুক ও চাকরি বৃত্তান্ত সংরক্ষণ:

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের ২(দুই) কপি সার্ভিস বুক যথাযথভাবে পূরণ করিয়া প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে মধ্যে হালনাগাদ করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। সার্ভিস বুক-এ কোনো ঘষামাজা/অস্পষ্টতা গ্রহণযোগ্য হইবে না, সকল তথ্য স্পষ্টভাবে লিখিত থাকিতে হইবে। সার্ভিস বুক-এ জন্ম তারিখ সংখ্যায় ও কথায় লিখিত হইবে। সার্ভিস বুক এর দুই কপি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অফিসে রক্ষিত থাকিবে, তবে উক্ত কর্মচারী বদলি হইলে সার্ভিস বুক-এর দুই কপি সিলগালা অবস্থায় কর্মচারীর বদলিকৃত কর্মস্থলে প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রত্যেক কর্মস্থলে বদলিকৃত কর্মচারীর সার্ভিস বুক এর ফটোকপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করিয়া তাহার ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। কোনো সঙ্গত কারণ ব্যতীত সার্ভিস বুক ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে হালনাগাদ না করিলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার দায়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) সার্ভিস বুক-এর পাশাপাশি নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারীগণের ইলেকট্রনিক চাকরি (ই-চাকরি) বৃত্তান্ত নির্ধারিত ফরম্যাটে (**সংযোজনী-৯**) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ ও নিয়মিতভাবে হালানাগাদ করিবেন।

সরকারি কর্মচারীগণের চাকরি সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি যথা: নিয়োগ, চাকরিতে স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, শাস্তি, ছুটি, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উচ্চতর স্কেল, পিআরএল, অবসরগ্রহণ, মৃত্যু ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সার্ভিস বুক-এর মতই ধারাবাহিকভাবে ই-চাকরি বৃত্তান্তে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ই-চাকরি বৃত্তান্তে সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ই-চাকরি বৃত্তান্তে সরকারি বাসায় বসবাস সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও সরকারি আদায়যোগ্য পাওনার বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। সরকারি কর্মচারী বদলি হইলে বদলিকৃত কর্মস্থলে সার্ভিস বুকের সহিত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ই-চাকরি বৃত্তান্তের হার্ড ও সফ্‌ট কপি সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং একই সাথে উক্ত ই-চাকরি বৃত্তান্তের হার্ড ও সফ্‌ট কপি সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস ও বদলিকৃত কর্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(গ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীর চাকরি বৃত্তান্ত IBAS++ এ এন্ট্রি দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ই-চাকরি বৃত্তান্তের হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়মিতভাবে অর্থ বিভাগের IBAS++ এ প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে। অর্থ বিভাগ এই কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনের নিরিখে system develop করিবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট নন-গেজেটেড কর্মচারীর বদলির সময় অডিট কোড-এর এপেনডিক্স-৩ এর ৫ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ছুটির হিসাবসহ এলপিসি-র সকল ঘর উপযুক্ত তথ্য সহকারে যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে। এলপিসি যথাযথভাবে পূরণ না করিবার কারণে সরকারি পাওনা সংক্রান্ত তথ্য অনুদঘাটিত থাকিলে এলপিসি জারিকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন। বদলিকৃত কর্মচারীর কর্মস্থল হইতে অব্যাহতি প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে এলপিসির হার্ড ও সফ্‌ট কপি পরবর্তী কর্মস্থলের সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান এবং উহার অনুলিপি হিসাবরক্ষণ অফিস ও সশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

২.০৩ গেজেটেড কমকর্তাগণের চাকরি বৃত্তান্ত সংরক্ষণ:

(ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তাগণের চাকরি সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি যথা-কর্মকর্তাদের নিয়োগ, চাকরিতে স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, শাস্তি, ছুটি টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), উচ্চতর স্কেল, পিআরএল, অবসরগ্রহণ, মৃত্যু ইত্যাদি তথ্য নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী (সংযোজনী-১০) ধারাবাহিকভাবে 'ই-চাকরি বৃত্তান্তে সংরক্ষণ করিবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরকে কর্মরত কর্মকর্তাগণের ই-চাকরি বৃত্তান্তের তথ্যাদি IBAS++ এ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করিতে হইবে।

(খ) ই-চাকরি বৃত্তান্তে সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সরকারি বাসায় বসবাস সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও সরকারি আদায়যোগ্য পাওনার বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) কর্মকর্তার বদলির সময় অডিট কোড-এর এপেনডিক্স ৩ এর ৫ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এলপিসি-র প্রয়োজনীয় সকল ঘর ছুটির হিসাবসহ উপযুক্ত তথ্য সহকারে যথাযথভাবে ইক্ট্রেনিকেলি (Electronically) পূরণ করিতে হইবে। এলপিসি যথাযথভাবে পূরণ না করিবার কারণে সরকারি পাওনা সংক্রান্ত তথ্য অনুদঘাটিত থাকিলে এলপিসি জারিকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন। বদলিকৃত কর্মকর্তার আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে ইলেকট্রনিকেলি জেনারেটেড (Electronically Generated) এলপিসি পরবর্তী কর্মস্থলের সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস ও উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট অনলাইনে প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে। ই-চাকরি বৃত্তান্ত সংরক্ষণকারী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র বহির্ভূত স্থানে কর্মকর্তার বদলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ই-চাকরি বৃত্তান্ত বদলিকৃত কর্মস্থলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণপূর্বক উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস এবং কর্মকর্তার নিকট একই সময়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

২.০৪ অবসরগ্রহণকারীগণের অগ্রিম তালিকা প্রণয়ন ও প্রেরণ:

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণের মধ্যে যাহারা পরবর্তী পঞ্জিকাবর্ষে অবসর-উত্তর ছুটিতে যাইবেন, কল্যাণ কর্মকর্তা তাহাদের তালিকা ফরম্যাট (সংযোজনী-**১১**) অনুযায়ী প্রস্তুত এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (প্রতি বৎসর জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে) হালনাগাদ করিয়া উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর দপ্তর প্রধান, হিসাবরক্ষণ অফিস ও আবাসন পরিদপ্তর (সরকারি বাসায় বসবাসকারীদের ক্ষেত্রে) অবসর উত্তর ছুটি আরম্ভের তারিখের কমপক্ষে এক বৎসর পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

(খ) উক্ত তালিকার সঙ্গে অডিট আপত্তি ও বিভাগীয় মামলার তথ্যসহ হালনাগাদ ই-চাকরি বৃত্তান্তের (প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত) অনুলিপি সংযোজন করিতে হইবে।

২.০৫ অবসরগ্রহণের পূর্বে প্রত্যাশিত শেষ বেতনপত্র (ইএলপিসি) (Expected Last Pay Certificate) জারি:

(ক) সরকারি কর্মচারী অবসর উত্তর ছুটিতে গমনের **১১** (এগার) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস/আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা তাহার "অবসর উত্তর ছুটিতে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বের তারিখে" এবং "চূড়ান্ত অবসরগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বের তারিখে" শেষ আহরণযোগ্য/নির্ধারণযোগ্য প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখপূর্বক ইএলপিসি (Expected Last Pay Certificate) (**সংযোজনী-১**) জারি করিবেন। আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক জারীকৃত নন-গেজেটেড কর্মচারীর ইএলপিসি সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিস্বাক্ষর করিবেন। হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণকালে ইএলপিসি-এর সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ই-চাকরি বৃত্তান্তের হালনাগাদ অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে ই-চাকরি বৃত্তান্তের অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি ও বিভাগীয় মামলার তথ্য থাকিলে তাহা ইএলপিসি-তে ক্রমিক ৪ (ঢ)-এ লাল কালিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) পিআরএল কালীন কোনো বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি থাকিলে তারিখসহ বর্ধিত বেতনের পরিমাণ উক্ত বেতনপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে। অবসর উত্তর ছুটিতে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বের তারিখে প্রাপ্য ছুটি, ভবিষ্য তহবিলের মুনাফাসহ জমা এবং সরকারের পাওনা সংক্রান্ত তথ্যাদি অগ্রিম হিসাব করিয়া ইএলপিসি-তে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইএলসিপি প্রাপ্তির পর চাকরি সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন ঘটিলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হালনাগাদ ই-চাকরি বৃত্তান্ত হিসাবরক্ষণ অফিস ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাছে প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন। ইএলপিসি-এর ৪নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্য সম্পর্কে পরবর্তীতে আর কোনো আপত্তি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে দাবীকারী প্রতিষ্ঠান উত্থাপন করিতে পারিবে না।

২.০৬ অবসর উত্তর ছুটি, ছুটি নগদায়ন (লাম্পগ্রান্ট), ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি, আনুতোষিক ও পেনশন আবেদন দাখিল এবং মঞ্জুরির সময়সীমা:

(ক) ইএলপিসি প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্মচারী প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অবসর উত্তর ছুটি, ছুটি নগদায়ন (লাম্পগ্রান্ট), ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি ও পেনশন মঞ্জুরির আবেদন নির্ধারিত ফরমে (সংযোজনী-৪) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। পেনশনের আবেদন প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) মাসের মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর সার্ভিস বুক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও ই-চাকরি বৃত্তান্ত হালনাগাদ করিবেন এবং ইএলপিসি ও পিআরএল-এ গমনের তারিখের পূর্বের ৩ (তিন) বৎসরের রেকর্ডের ভিত্তিতে তাহার নিকট সরকারের দেনা-পাওনা অগ্রিম হিসাব করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে না-দাবী প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিবেন। উক্ত ৩ (তিন) বৎসরের পূর্বের কোনো কাগজপত্র/রেকর্ড/না-দাবীপত্র চাওয়া যাইবে না। অর্জিত ছুটির হিসাব নিরূপণক্রমে পিআরএল ও নগদায়নের (লাম্পগ্রান্ট) জন্য প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সরকারের আদায়যোগ্য অর্থের হিসাব নিরূপণ করিয়া তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(খ) উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারি কর্মচারীর অবসর-উত্তর ছুটি, ছুটি নগদায়ন (লাম্পগ্রান্ট) ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি করিবেন। কল্যাণ কর্মকর্তাকেও অনুরূপ জারির তথ্য অবহিত করিবেন।

(গ) পেনশন পরিশোধ আদেশ (পিপিও) জারির জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পেনশন মঞ্জুরির কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) কর্তৃপক্ষ (অফিস প্রধান) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদনপত্রে তিনি যেই তারিখে (পিআরএল-এ গমনের ৬(ছয়) মাসের উর্ধ্বে নহে) ভবিষ্য তহবিল বাবদ জমা ও মুনাফা উত্তোলনের ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন সেই তারিখ পর্যন্ত মুনাফাসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ভবিষ্য তহবিল স্থিতি প্রদানের আদেশ জারি করিবেন। কল্যাণ কর্মকর্তাকে জারির তথ্য অবহিত করিতে হইবে।

(ঙ) কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি থাকিলে তাহার পেনশন কেইস এই পেনশন আদেশের ৪.১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিস্পত্তি করিতে হইবে।

(চ) উপরোক্ত (ক) নং অনুচ্চেদে যাহাই বলা থাকুক না কেন উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত, আত্মীকরণের মাধ্যমে যোগদানকৃত এবং এডহকভিত্তিতে নিয়োগকৃত কর্মচারীগণকে পেনশন আবেদনের সাথে তাহার চাকরি স্থায়ীকরণের/নিয়মিতকরণের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আদেশ দাখিল করিতে হইবে।

২.০৭ ছুটি নগদায়ন (লাম্পগ্রান্ট), আনুতোষিক ও পেনশন প্রদান:

(ক) ছুটি নগদায়ন (লাম্পগ্রান্ট), মঞ্জুরির আদেশপ্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বিল দাখিল করিবেন। ছুটি নগদায়ন (সর্বোচ্চ ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ) অর্থাৎ লাম্পগ্রান্টের অর্থের চেক/EFT হিসাবরক্ষণ অফিস বিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে পিআরএল-এ গমনের পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট/ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ নিশ্চিত করিবে।

(খ) পেনশন মঞ্জুরির কাগজপত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে পেনশন নির্ণয় সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস পেনশন পরিশোধ আদেশ (পিপিও) জারি করিবে। পেনশন ও আনুতোষিক নির্ণয়ের জন্য অর্থ বিভাগের ১৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করিতে হইবে (সংযোজনী-১৯) আনুতোষিকের টাকার চেক/EFT পিআরএল শেষ হওয়ার পর দিন/চূড়ান্ত অবসরগ্রহণের দিন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট/ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(গ) চূড়ান্ত অবসরগ্রহণের পর পেনশনারের মাসিক পেনশন EFT এর মাধ্যমে তাহার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে নিয়মিত প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

২.০৮ প্রেষণে/লিয়েনে থাকাকালীন লীভ স্যালারি ও পেনশন কন্ট্রিবিউশন:

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক/অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান/ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেষণে নিয়োজিত থাকাকালীন সরকারি কর্মচারীগণের লীভ স্যালারি ও পেনশন কন্ট্রিবিউশন সরকারি খাতে জমা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। এই সুবিধা পূর্বের প্রেষণে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণের জন্যও প্রযোজ্য হইবে। তবে দেশের অভ্যন্তরে কোনো সংস্থা/প্রকল্পে এবং বিদেশী সরকার/সংস্থায় লিয়েনে কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণের লীভ স্যালারি ও পেনশন কন্ট্রিবিউশন প্রদানের প্রথা প্রচলিত বিধান অনুযায়ী যথারীতি চালু থাকিবে।

২.০৯ বিতর্কিত চাকরিকাল:

বিতর্কিত চাকরিকাল বাদ দিয়া অবশিষ্ট পেনশনযোগ্য চাকরি ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অথবা তদূর্ধ্বের ক্ষেত্রে পূর্ণ হারে পেনশন মঞ্জুর করিতে হইবে। বিতর্কিত চাকরিকালের কারণে পেনশন মঞ্জুরিতে বিলম্ব করা যাইবে না।

২.১০ পেনশন কেইস নিষ্পত্তির অগ্রগতি পরিদর্শন ও মনিটরিং :

নিধ্যারিত সময়সূচি অনুযায়ী পেনশন মঞ্জুরি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হইতেছে কিনা তারা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক/পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ মনোনীত কল্যাণ কর্মকর্তার মাধ্যমে এবং যথাসময়ে পিপিও ইস্যু করা হইতেছে কিনা তাহা হিসাবরক্ষণ অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করিয়া পরিদর্শন বহিতে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

২.১১ সাময়িক (Provisional) পেনশন প্রদান:

যে সকল পেনশন কেইস না-দাবী প্রত্যয়নপত্র অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির অভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না সেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর/উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর আবেদনক্রমে প্রাপ্য আনুতোষিকের শতকরা ৮০ ভাগ এবং প্রাপ্য পূর্ণ নিট পেনশন সাময়িকভাবে প্রদান করিতে হইবে। পরবর্তীকালে কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া পেনশন কেইসটি চূড়ান্ত করিবে। অন্যথায় উক্ত ৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পর সাময়িকভাবে প্রদত্ত নিট পেনশন, পেনশনারের নিজস্ব বিবরণীর ভিত্তিতে চূড়ান্ত করিতে হইবে এবং আনুতোষিকের বাকী অংশ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে অডিট আপত্তি থাকিলে তাহা এই আদেশের ৪.১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

২.১২ পেনশন সমর্পণ ও বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট:

অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৯-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ নং প্রজ্ঞাপন (সংযোজনী-১৭) অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীগণ গ্রস পেনশনের শতকরা ৫০ ভাগ বাধ্যতামূলক সমর্পণ করিবেন এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগের জন্য নির্ধারিত হারে মাসিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন। ইহাছাড়া পেনশনারগণ/পারিবারিক পেনশনারগণ মাসিক পেনশনের উপর ৫% হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্য হইবেন।

২.১৩ পেনশন পুনঃস্থাপন:

(ক) অর্থ বিভাগের ০৮-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৪-১১৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণের অবসরগ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ বৎসর সময় অতিক্রান্তের পর তাহাদের পেনশন পুনঃস্থাপন করা হইবে। কর্মচারীর এলপিআর/পিআরএল যে তারিখে শেষ হইয়াছে তাহার পর দিন হইতে উক্ত ১৫ বৎসর সময় গণনা করা হইবে। আর যিনি পিআরএল ভোগ করেন নাই তাহার ক্ষেত্রে অবসরগ্রহণের তারিখ হইতে উক্ত ১৫ বৎসর সময় গণনাযোগ্য হইবে **(সংযোজনী-১৫)**।

(খ) শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পেনশন পুনঃস্থাপিত হইয়া থাকিলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার বিধবা স্ত্রী/বিপত্নীক স্বামী ও প্রতিবন্ধী সন্তান (যদি থাকে) আজীবন পুনঃস্থাপিত পেনশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন **(সংযোজনী-২২)**।

২.১৪ চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা:

পেনশনার/শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী/পুনঃস্থাপিত পেনশনার/পরিবার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মাসিক পেনশনের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৩.০০ পারিবারিক পেনশন:

৩.০১ উত্তরাধিকারী মনোনয়ন:

পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চাকরিতে থাকা অবস্থায় অথবা পরবর্তী যে কোনো সময়ে তাহার পরিবারের যে কোনো এক বা একাধিক সদস্যকে তাহার পারিবারিক পেনশনের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। মনোনয়নের অবর্তমানে পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে তাহার সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তৎকালীন অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের ১৬-০৪-১৯৫৯ তারিখের স্মারক নং ২৫৬৬(৪০)-এফ **(সংযোজনী-২১)** এবং অর্থ বিভাগের ২৮-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২ (অংশ-১)-৫৭ **(সংযোজনী-২০)** অনুসরণে উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিবেন। মৃত

পেনশনারের স্ত্রী/স্বামী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই মর্মে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হইবে **(সংযোজনী-৩)**। কোর্ট হইতে সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

৩.০২ বিধবা স্ত্রী/বিপত্নীক স্বামী:

(ক) পূর্বে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে সকল বিধবা স্ত্রী ০১-০৬-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে পারিবারিক পেনশন প্রাপ্ত হইতেন অথবা পরবর্তী সময়ে প্রাপ্য হইবেন, তাহারা পুনঃ বিবাহ না করিবার শর্তে আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন। তবে কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর পুনঃবিবাহ না করার অংগীকারনামা বা প্রত্যয়নপত্র দাখিলের শর্ত ৫০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়সী বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না **(সংযোজনী-১৯)**।

(খ) অর্থ বিভাগের ১৪-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৮-১৩৮ নং প্রজ্ঞাপন **(সংযোজনী-১৪)** অনুযায়ী মৃত মহিলা কর্মচারীর স্বামী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে বিধবা স্ত্রীর পারিবারিক পেনশন প্রাপ্যতার অনুরূপ হারে ও পদ্ধতিতে তিনি আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন।

৩.০৩ প্রতিবন্ধী সন্তান:

(ক) কোনো সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তান যদি দৈহিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন হইয়া উপার্জনে অক্ষম হন তবে তিনি নিম্নবর্ণিত শর্তে আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন:

শর্তাবলি:

(১) সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতিবন্ধী হিসেবে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র থাকিতে হইবে; (২) কোনো কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তান থাকিলে তিনি চাকরিরত অবস্থায় কিংবা পেনশন ভোগরত অবস্থায় উক্ত প্রতিবন্ধী সন্তানের বিষয়ে উপযুক্ত দলিল-দস্তাবেজসহ তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন; (৩) কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তান দৈহিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন ও উপার্জনে অক্ষম মর্মে **'খ'** উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে; (৪) পেনশনারের প্রতিবন্ধী সন্তান/সন্তানগণ প্রতিবন্ধী কোটায় সরকারি চাকরি করিলে পিতা/মাতার উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি/তাহারা আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন না; (৫) কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার প্রতিবন্ধী সন্তান আজীবন পারিবারিক পেনশন ভোগের অধিকারী হইলে উক্ত সন্তান নিজে বা তাহার পক্ষে তাহার পরিবারের কোনো সদস্য বা আত্মীয়কে তাহার পিতা/মাতার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবন্ধিতার নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র, উত্তরাধিকার সনদপত্র তাহার পিতা/মাতার পেনশন মঞ্জুরির আদেশ এবং পিপিওসহ আবেদন করিতে হইবে; (৬) কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন ভোগের যোগ্য সদস্যের মৃত্যুর পর একবার পারিবারিক পেনশন বন্ধ হইলে পরবর্তীতে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীতার দাবীতে উক্ত পারিবারিক পেনশন পুনরায় চালু করা যাইবে না; এবং (৭) কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের পেনশন প্রাপ্যতার বিষয়ে উক্ত কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের দৈহিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পুর্ণ কর্মক্ষমতাহীনতা ও উপার্জনে অক্ষমতা নির্ণয়ে কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড থাকিবে :

(১) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে:

১.	পরিচালক, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকা	সভাপতি
২.	দৈহিক বা মানসিক অসামর্থ্যের বিষয়ে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(২) **জেলা পর্যায়ে:**

১.	সিভিল সার্জন	সভাপতি
২.	দৈহিক বা মানসিক অসামর্থ্যের বিষয়ে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তরের অফিস প্রধান/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

মেডিকেল বোর্ডের কার্যপরিধি:

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থা/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীনতা ও উপার্জনে অক্ষমতার বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক প্রত্যয়ন প্রদান;

২. আবেদনপত্রসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সদস্য-সচিব কর্তৃক মেডিকেল বোর্ডে উপস্থাপন করা এবং উক্ত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট সদস্য-সচিবের দপ্তরে সংরক্ষণ করা; এবং

৩. সদস্য-সচিব কর্তৃক মেডিকেল বোর্ডের সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে মেডিকেল পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানকে বোর্ডে উপস্থিত হইবার জন্য অবহিতকরণ।

৩.০৪ পুত্র ও বিবাহিতা কন্যা সন্তানের বয়সসীমা:

পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের বয়সসীমা হইবে ২৫ বৎসর। প্রচলিত বিধানের যেই সকল ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের কোন বয়সসীমা বর্তমানে উল্লেখ নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে বয়স নির্বিশেষে সকল পুত্র সন্তান পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন। পারিবারিক পেনশন প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে তৎকালীন অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের ১৬-০৪-১৯৫৯ তারিখের স্মারক নং ২৫৬৬(৪০)-এফ এর অনুচ্ছেদ ৫(২)(এ)(ii)-এর অনুসরণে ১৫ বৎসরের মেয়াদকাল পূর্তির কোন সময় অবশিষ্ট থাকিলে শুধু উক্ত সময় পূর্তি পর্যন্ত তিনি পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন। ২৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে পুত্র সন্তানের প্রাপ্যতার অনুরূপ শর্তে মৃত সরকারি কর্মচারীর বিবাহিতা কন্যা/কন্যাগণ প্রচলিত বিধিগত পদ্ধতিতে ও হারে পেনশন/আনুতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

৩.০৫ অবিবাহিতা/বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত কন্যার সময়সীমা:

পেনশনারের অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে মোট ১৫ বৎসর মেয়াদকাল পূর্তির কোন সময় অবশিষ্ট থাকিলে উক্ত অবশিষ্ট সময়ের জন্য অবিবাহিতা/বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত কন্যা বয়স নির্বিশেষে পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন।

৩.০৬ অবসরগ্রহণের পরে মৃত্যুর ক্ষেত্রে পারিবারিক পেনশনের হার:

একজন সরকারি কর্মচারী অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করিলে তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় যে হারে পেনশন প্রাপ্য হইতেন, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পরিবার/মনোনীত উত্তরাধিকারী একই হারে পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন।

৩.০৭ আত্মহত্যার ক্ষেত্রে পেনশন:

আত্মহত্যার কারণে মৃত কর্মচারীর পরিবারকে (যদি থাকে) স্বাভাবিক মৃত্যুর ন্যায় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক প্রদান করিতে হইবে।

৪.০০ পেনশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলি:

৪.০১ পেনশন/পারিবারিক পেনশন পুনঃমঞ্জুরি সংক্রান্ত:

পেনশনারের মৃত্যুর পর তাহার বিধবা স্ত্রী/বিপত্নীক স্বামীর পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুনরায় পেনশন মঞ্জুরির প্রয়োজন হইবে না। তবে পেনশনারের বিধবা স্ত্রী/বিপত্নীক স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণের পারিবারিক পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে পুনরায় মঞ্জুরির প্রয়োজন হইবে।

৪.০২ জরুরিভিত্তিক পেনশন প্রদান:

বাধ্যতামূলক অবসর, অক্ষমতাজনিত অবসর এবং মৃত্যুজনিত কারণে পেনশনের ক্ষেত্রে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে হিসাবরক্ষণ অফিস সকল আনুষ্ঠানিকতা সমাপনান্তে যথাক্রমে পেনশন মঞ্জুরি ও পিপিও জারি করিবেন। অন্যথায় এই স্মারকের ২.১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাময়িক পেনশন প্রদান করিতে হইবে।

৪.০৩ বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন:

পেনশন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না।

৪.০৪ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত তথ্যাদি গ্রহণ:

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত জন্ম তারিখ, নমিনী (মনোনীত উত্তরাধিকারী), প্রতিস্বাক্ষর, নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ **(সংযোজনী-৬)** ইত্যাদি হিসাবরক্ষণ অফিসে পুনঃযাচাই ব্যতিরেকেই গৃহীত হইবে। তবে এফিডেভিট দ্বারা জন্ম তারিখ পরিবর্তন করিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪.০৫ বিভিন্ন প্রকার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি:

(ক) অবসর-উত্তর ছুটির আদেশ জারির এক মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ/হিসাবরক্ষণ অফিস সকল দেনা-পাওনার হিসাব প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সর্বশেষ তিন বৎসর যেই সকল দপ্তরে কাজ করিয়াছেন অনাপত্তির জন্য সেই সকল দপ্তরে এবং সরকারি আবাসন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে (সরকারি বাসায় বসবাস করিলে) ক্লিয়ারেন্সের জন্য পত্র প্রেরণ করিবেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর পত্র প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে অনাপত্তিপত্র প্রদান করিবে অথবা পাওনা/আপত্তি থাকিলে তাহা বিস্তারিত জানাইবে। পাওনাদি থাকিলে উক্ত পাওনাদি পরিশোধের পর ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে। ২১ দিনের মধ্যে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট অথবা মতামত প্রদান না করিলে পাওনাদি যথাযথভাবে পরিশোধিত হইয়াছে গণ্য কারিয়া পেনশন মঞ্জুর করিতে হইবে। সরকারি পাওনার বিষয় যথাসময়ে না জানানো হইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এই বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই দায়ী থাকিবেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনাপত্তি ২১ দিনের মধ্যেও পাওয়া না গেলে তাহা উল্লেখসহ পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পেনশন মঞ্জুরিপত্র হিসাবরক্ষণ অফিসে পাঠাইতে হইবে।

(খ) চাকরি বৃত্তান্তে/ই-চাকরি বৃত্তান্তে সরকারি বাসায় বসবাস সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও সরকারি আদায়যোগ্য পাওনার বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য সরকারি আদায়যোগ্য পাওনা আদায় নিশ্চিত করিতে হইবে। অবসরগ্রহণের তারিখের পর অতিরিক্ত সময়ের জন্য বাসা বরাদ্দ প্রদান করা হইলে আবাসন পরিদপ্তর/বাসা বরাদ্দকারী সংস্থা অনাপত্তি পত্র প্রদান করিবে। এই ক্ষেত্রে অবসরগ্রহণের তারিখের পরবর্তী সময়ে সরকারি বাসায় বসবাস-সংশ্লিষ্ট সরকারি পাওনা আদায় বরাদ্দ প্রদানকারী সংস্থা নিশ্চিত করিবে।

৪.০৬ পিপিও (Pension Payment Order) ও ডি-হাফ (Disburser's half):

(ক) পেনশনের পিপিও-তে পেনশনারের উত্তরাধিকারীর নাম, পেনশনারের সহিত তাহার সম্পর্ক, বৈবাহিক অবস্থা ও বয়স ইত্যাদি উল্লেখ থাকিতে হইবে। পিপিও এবং ডি-হাফ এর সহিত সংযোজনী-২ মোতাবেক উপরিউক্ত তথ্যাবলি অবশ্যই সংযুক্ত করিতে হইবে। সরকারি কর্মচারী সর্বশেষ যে কর্মস্থল হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন সেই মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর এর নাম পিপিও এবং ডি-হাফ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ/লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কর্মচারী/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী জীবিত থাকা অবস্থায় সংযোজনী-২ মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ না করিলে পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সংযোজনী-৭ মোতাবেক তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে এবং সংযোজনী-৭ মোতাবেক তথ্যাদি পিপিও এবং ডি-হাফ এর সহিত অবশ্যই সংযুক্ত করিতে হইবে।

(খ) হিসাবরক্ষণ অফিস পিপিও (Pension Payment Order) এবং ডি-হাফ (Disburser's half) যথাযথভাবে পূরণ করা নিশ্চিত করিবে। কাগজের মান উন্নত করা এবং পেনশন বইটি ভালোভাবে বাঁধানোর ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর গ্রহণ করিবে।

৪.০৭ পেনশন ফরম:

এই আদেশ জারির তারিখ হইতে সংশোধিত পেনশন ফরম ২.১ **(সংযোজনী-৪)** এবং পারিবারিক পেনশন ফরম ২.২ **(সংযোজনী-৫)** ব্যবহৃত হইবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত ফরম সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে। ফরমে উল্লিখিত তথ্যের বাহিরে আর কোন তথ্য অবসরগ্রহণকারী/উত্তরাধিকারীর নিকট চাওয়া যাইবে না। ফরম ২.১ ও ফরম ২.২ ভিন্ন ভিন্ন রঙের হইবে। পারিবারিক পেনশনের জন্য উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণের (স্বামী/স্ত্রী/সন্তানগণ) নমুনা-স্বাক্ষর ও ছবি পেনশন ফরমে সংযোজনের নিমিত্তে স্থান/ঘর নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

৪.০৮ অনুত্তোলিত পেনশন এবং বকেয়া পেনশন প্রদানের পদ্ধতি:

(ক) পেনশনার কোন কারণে এক বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময় পেনশনের টাকা উত্তোলন করিতে না পারিলে এবং পরবর্তীতে তাহা উত্তোলন করিতে চাহিলে পেনশন অনুত্তোলিত/বকেয়া থাকিবার কারণ সংবলিত আবেদন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে দাখিল করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাহার অফিসে প্রাপ্ত পিপিও এবং ডি-হাফ-এর ভিত্তিতে অনুত্তোলিত বকেয়া পেনশন পরিশোধ করিতে পরিবেন। এই ক্ষেত্রে পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নূতনভাবে অনুমোদিন/মঞ্জুরি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

(খ) যে সকল পেনশনার ব্যাংক হইতে পেনশন উত্তোলন করেন তাহাদের ক্ষেত্রে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অবহিত করিবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে আবেদনকারীর আবেদন মোতাবেক যুক্তিসংগত দাবী পরিশোধ করিতে হইবে। বর্ণিত ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত না দেওয়ার কারণে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়ী হইবেন।

(গ) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পেনশন এন্ড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা এর আওতায় EFT এর মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হইলে 'ক' ও 'খ' অনুচ্ছেদের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(ঘ) পেনশনার/পারিবারিক পেনশনার মৃত্যুবরণ করিলে/নিয়মিত পেনশন উত্তোলন না করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিষয়টি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পেনশন এন্ড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকাকে অবহিত করিবে।

৪.০৯ পেনশন মঞ্জুরির প্রয়োজনীয় ফরম, সনদ ও কাগজপত্রাদি:

(ক) কর্মচারীর নিজের অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে:

আনুতোষিক ও অবসর ভাতা পাওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত ১ থেকে ১০ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ফরম, সনদ ও কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত ফরম, সনদ ও কাগজপত্রাদির ভিত্তিতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত পেনশন মঞ্জুরির আদেশসহ ১—১০ নং ক্রমিকে উল্লিখিত কাগজপত্র হিসাবরক্ষণ অফিসে দাখিল করিতে হইবে। হিসাবরক্ষণ অফিস ইহার অতিরিক্ত কোন ফরম, সনদ ও কাগজপত্রাদি চাহিতে পারিবে না:

(১)	পেনশন আবেদন ফরম ২.১ **(সংযোজনী-৪)**	১ কপি
(২)	নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে সার্ভিস বুক/গেজেটেড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ৩ বৎসরের চাকরির বিবরণী/এলপিসি	১ কপি
(৩)	অবসর ও পিআরএল-এ গমনের মঞ্জুরিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১ কপি
(৪)	প্রত্যাশিত শেষ বেতনপত্র/শেষ বেতনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১ কপি
(৫)	সত্যায়িত ছবি	৪ কপি
(৬)	জাতীয় পরিচয়পত্র	১ কপি

(৭)	চাকরি স্থায়ীকরণের/নিয়মিতকরণের আদেশ (উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত, আত্তীকরণের মাধ্যমে যোগদানকৃত, এডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	১ কপি
(৮)	প্রাপ্তব্য পেনশনের বৈধ উত্তরাধিকার ঘোষণাপত্র **(সংযোজনী-২)**	৩ কপি
(৯)	নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ **(সংযোজনী-৬)**	৩ কপি
(১০)	না-দাবী প্রত্যয়নপত্র **(সংযোজনী-৮)**	১ কপি

(খ) **পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে:** আনুতোষিক ও অবসর ভাতা পাইবার জন্য নিম্নবর্ণিত ফরম, সনদ ও কাগপত্রাদি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ/হিসাবরক্ষণ অফিসে দাখিল করিতে হইবে এবং প্রশাসনিক অফিস/হিসাবরক্ষণ অফিস ইহার অতিরিক্ত কোন ফরম, সনদ ও কাগজপত্রাদি চাহিতে পারিবে না। তবে প্রতিবন্ধী সন্তানের অনুকূলে আজীবন পারিবারিক পেনশন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৩.০৩ অনুসরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১) পেনশন মঞ্জুরির পূর্বেই সরকারি কর্মচারীর মৃত্যু হইলে:

(১)	পারিবারিক পেনশন আবেদন ফরম ২.২ **(সংযোজনী-৫)**	১ কপি
(২)	নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে সার্ভিস বুক/গেজেটেড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ৩ বৎসরের চাকরির বিবরণী	১ কপি
(৩)	অবসর ও পিআরএল-এ গমনের মঞ্জুরিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১ কপি
(৪)	প্রত্যাশিত শেষ বেতনপত্র/শেষ বেতনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১ কপি
(৫)	সত্যায়িত ছবি (স্বামী/স্ত্রী/উত্তরাধিকারীগণের)	৪ কপি
(৬)	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন (উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণের বয়স ১৮ বৎসরের নিচে হইলে জন্ম সনদ এবং বয়স ১৮ বৎসরের উপরে হইলে জাতীয় পরিচয়পত্র)	১ কপি
(৭)	উত্তরাধিকার সনদপত্র ও ননম্যারিজ সার্টিফিকেট **(সংযোজনী-৩)**	৩ কপি
(৮)	নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ **(সংযোজনী-৬)**	৩ কপি
(৯)	অভিভাবক মনোনয়ন এবং অবসর ভাতা ও আনুতোষিক উত্তোলন করিবার জন্য ক্ষমতা অর্পণ সনদ **(সংযোজনী-৭)**	৩ কপি
(১০)	চিকিৎসক/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদপত্র	১ কপি
(১১)	না-দাবী প্রত্যয়নপত্র **(সংযোজনী-৮)**	১ কপি
(১২)	চাকরি স্থায়ীকরণের/নিয়মিতকরণের আদেশ (উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত, আত্তীকরণের মাধ্যমে যোগদানকৃত, এডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	১ কপি
(১৩)	প্রতিবন্ধী সন্তানের (যদি থাকে) নিবন্ধন, পরিচয়পত্র ও মেডিকেল বোর্ডের সনদপত্র	৩ কপি

(২) অবসরভাতা ভোগরত অবস্থায় পেনশনভোগীর মৃত্যু হইলে:

(১)	পারিবারিক পেনশন আবেদন ফরম ২.২ **(সংযোজনী-৫)**	১ কপি
(২)	সত্যায়িত ছবি (স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানগণের)	৪ কপি
(৩)	উত্তরাধিকার সনদপত্র ও নন ম্যারিজ সার্টিফিকেট **(সংযোজনী-৩)**	৩ কপি
(৪)	নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ **(সংযোজনী-৬)**	৩ কপি
(৫)	অভিভাবক মনোনয়ন এবং অবসর ভাতা ও আনুতোষিক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা অর্পণ সনদ **(সংযোজনী-৭)**	৩ কপি
(৬)	চিকিৎসক/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুসনদপত্র	১ কপি
(৭)	অবসর ভাতার মঞ্জুরিপত্র	১ কপি
(৮)	পিপিও এবং ডি-হাফ	১ কপি
(৯)	প্রতিবন্ধী সন্তানের (যদি থাকে) নিবন্ধন, পরিচয়পত্র ও মেডিকেল বোর্ডের সনদপত্র	৩ কপি

(গ) **অফিসে থাকা ডকুমেন্ট দ্বিতীয়বার চাওয়া:** কোন ডকুমেন্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অফিসে অথবা অন্য কোন অফিসে থাকিলে তাহা দ্বিতীয়বার পেনশনারের/ উত্তরাধিকারীগণের নিকট চাওয়া যাইবে না।

৪.১০ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি:

(ক) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অবসরগামী কর্মচারীগণের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ (যদি থাকে) পর্যালোচনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অডিট অধিদপ্তরে (প্রযোজ ক্ষেত্রে) জবাব প্রেরণ করিবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের সহিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবসরগমনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরসমূহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। কল্যাণ কর্মকর্তা এই বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

(খ) অবসরগমনকারী সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি থাকিলে/উত্থাপিত হইলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের (সিএন্ডএজি) বার্ষিক অডিট রিপোর্টভুক্ত অডিট আপত্তি ব্যতীত অন্যান্য অডিট আপত্তিতে তার ব্যক্তিগত দায় আছে কিনা তাহা অনধিক ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ধারণ করিবেন। অডিট আপত্তিতে অবসরগমনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত দায় না থাকিলে যথারীতি পেনশন মঞ্জুর করিতে হইবে। ব্যক্তিগত দায় থাকিলে তাহা পেনশনারের নিকট হইতে আদায়পূর্বক অথবা তাহার প্রাপ্য আনুতোষিক হইতে কর্তনপূর্বক (পরবর্তীতে সমন্বয় সাপেক্ষে) পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করিতে হইবে। অডিট আপত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যদি কোন ব্যক্তিকে দায়ী করা না হয় অথবা আর্থিক সংশ্লেষ না থাকে তবে উক্ত অডিট আপত্তির জন্য কোন সরকারি কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরিতে বিলম্ব করা যাইবে না।

(গ) উপর্যুক্ত (ক) ও (খ) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বলিতে অর্থ বিভাগের ৩০-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের জারীকৃত ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১১.১৪.১১১ নং পত্রে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে **(সংযোজনী-১৬)**।

(ঘ) অবসরগ্রহণকারী কর্মচারীর এক বা একাধিক কর্মস্থলের কোন সময়ের অডিট অসম্পন্ন থাকার কারণে তাহার পেনশন মঞ্জুরিতে বিলম্ব করা যাইবেনা। এই বিষয়ে অর্থ বিভাগের ০৬-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১. ১৩.০০২.১৪.০১ নং পরিপত্র অনুসরণীয় হইবে **(সংযোজনী-১৩)**। কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর যদি পেনশনারের বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং অডিট আপত্তিতে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত আর্থিক সংশ্লেষ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের আলোকে পেনশনার/পারিবারিক পেনশনারের নিকট থেকে অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ আদায় করা যাইবে।

৪.১১ পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা :

অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ১৬.০৮.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২. ০০৩.১২.৩৫১(১) নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অনুন্নয়ন বাজেটে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার ৩৩ ও ৩৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ পেনশন মঞ্জুর করিবেন।

৪.১২ বিভাগীয় বিচারিক কার্যক্রম চালু থাকিলে অবসরকালীন সুবিধাদি:

(ক) অবসরে গমনকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা থাকিলে কল্যাণ কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগক্রমে অবসরগমনের ০১ (এক) বৎসরের মধ্যে তাহা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। বিভাগীয় মামলা যথাসময়ে নিষ্পত্তির বিষয়টি কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়মিত মনিটরিং করিবেন।

(খ) বিভাগীয় মামলা যখনই দায়ের হউক না কেন তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের ০১ (এক) বৎসর সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(গ) কোন সরকারি কর্মচারী চাকরি হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত হইলে তিনি কোন অবসর সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না। তবে সরকার বিশেষ বিবেচনায় অনুকম্পা হিসাবে তাহাকে অবসর সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

(ঘ) কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও ঐ মামলায় সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষ না থাকিলে তিনি অবসর সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৪.১৩ নিখোঁজ সরকারি কর্মচারীর উত্তরাধিকারীকে পেনশন/আনুতোষিক ইত্যাদি প্রদান:

(ক) পেনশন প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম চাকরিকাল সম্পাদন সাপেক্ষে নিখোঁজ সরকারি কর্মচারীর উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীবৃন্দ নিকটস্থ থানায় এ সম্পর্কিত জিডি এন্ট্রির অনুলিপিসহ পেনশন প্রাপ্তির আবেদন করিলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ০২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৬(ছয়) মাস অতিবাহিত হইলে উত্তরাধিকারীকে বিধি মোতাবেক পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা যাইবে।

(খ) পূর্বে পরিশোধিত না হইলে নিখোঁজ হইবার অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর পর প্রচলিত আইন অনুযায়ী যোগ্য আদালত কর্তৃক সাব্যস্তকৃত উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট দাখিল করা হইলে দেনা-পাওনা সমন্বয় সাপেক্ষে নিখোঁজ সরকারি কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি, লাম্পগ্রান্ট ও আনুতোষিকের অর্থ প্রদান করা যাইবে।

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ 'ক' মোতাবেক পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর শেষে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী ফিরিয়া আসিলে তিনি নিখোঁজ হইবার পূর্বে অবসরে গমন না করিলেও তিনি পূর্ব চাকরিতে পুনর্বহালযোগ্য হইবেন না।

৪.১৪ পেনশন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক কার্যক্রমের নমুনা:

অবসরগ্রহণকারী সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ/পেনশন মঞ্জুরি কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর মনোনীত কল্যাণ কর্মকর্তা অবসরগমনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্ম তারিখ, পিআরএল-এ গমনের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখসহ একটি পেনশন প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর প্রেরণ করিবেন **(সংযোজনী-১২)**।

৫.০০ কর্তব্যে অবহেলার কারণে বিভাগীয় ব্যবস্থা:

পেনশন মঞ্জুরির সহিত জড়িত কোন কর্মচারী যদি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী পেনশন কেইস নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হন বা এ সহজীকরণ আদেশের কোন বিধান প্রতিপালনে অবহেলা করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬.০০ এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

৭.০০ এই আদেশবলে পেনশন সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি/পদ্ধতি এবং আদেশ/স্মারক ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৮.০০ এই আদেশে বর্ণিত হয় নাই এমন কোন বিষয় বর্তমানে প্রচলিত বিধি-বিধান/পদ্ধতি/আদেশসমূহ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান
অতিরিক্ত সচিব (প্রবিধি)।

(একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
(সংস্থা প্রশাসন শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofod.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২২.১৯.০০১.১৯-৪২৬

তারিখ : ১৭ ভাদ্র ১৪২৬ ব. / ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯খ্রি.

খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি/পদায়ন নীতিমালা-২০১৯

খাদ্য অধিদপ্তরের ক্যাডার-ননক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী বদলী/পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এছাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক কর্মকর্তা বর্তমানে কর্মস্থল থেকে বদলি আদেশ জারি করার পরও বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে অনীহা প্রকাশ করেন এবং যেন নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে না হয় সেজন্য কালক্ষেপণ করেন ও বদলির আদেশ বাতিলের জন্য অযাচিত তদবিরের আশ্রয় নেন। কর্মকর্তাদের মাঝে সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টিসহ কাজের গতি শ্লথ হয়। সরকার উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরের ক্যাডার-ননক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনয়ন এবং অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ নীতিমালা জারি করছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে পদায়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এ নীতিমালা অনুসৃত হবে।

১। খাদ্য অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বদলি তাদের পদবীর বিপরীতে উল্লেখিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হবেঃ-

(ক)	অতিরিক্ত পরিচালক/সাইলো অধীক্ষক/সমমান ও তদূর্ধ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা	খাদ্য মন্ত্রণালয়
(খ)	জেলা পর্যায়ের অফিস প্রধান এবং অধিদপ্তরের ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা	
(গ)	জেলা পর্যায়ের অফিস প্রধান, অধিদপ্তরের ৯ম বা তদূর্ধ গ্রেডের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল কর্মকর্তা	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
(ঘ)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের ৯ম গ্রেডভুক্ত নন-ক্যাডার সকল কর্মকর্তা	
(ঙ)	'এ' গ্রেডভুক্ত এলএসডি এর সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা এবং সিএসডি এর সহকারী ব্যবস্থাপক	
(চ)	১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডভুক্ত সকল কর্মচারীর আন্ত:বিভাগীয় বদলি	
(ছ)	'বি' গ্রেডভুক্ত এলএসডি এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খাদ্য পরিদর্শক ও সমমানের কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড) এবং 'সি' গ্রেডভুক্ত এলএসডি এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
(জ)	১১ থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত সকল কর্মচারিদের আন্তঃজেলায় বদলি	
(ঝ)	জেলার অভ্যন্তরে খাদ্য পরিদর্শক/সমমান ছাড়া ১১ থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী	নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

২।　বদলি ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচ্য ঃ

(ক) একই কর্মস্থলে কার্যকাল ০২ (দুই) বছর হলে সাধারণত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বদলিযোগ্য হবেন। একই কর্মস্থলে কোন কর্মচারীকে ০৩ (তিন) বছরের অধিকাল নিয়োজিত রাখা যাবে না। পার্বত্য এলাকা এবং দুর্গম এলাকায় (যেমন হাওর/দ্বীপ/চর) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরীকাল মোট চাকরি জীবনে ৪ বছরের অধিক হবে না;

(খ) জনস্বার্থে অথবা প্রশাসনিক প্রয়োজনে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে বদলির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যে কোন স্থানে যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বদলি বা পদায়ন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উপানুচ্ছেদ ২(ক) এর বিধান প্রযোজ্য হবে না;

(গ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বা সমমানের পদ এবং ৯ম গ্রেডভুক্ত ক্যাডার বা নন-ক্যাডার পদে, সিএসডি এর সহকারী ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক এবং এলএসডি এর সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে নিজ জেলায় নিয়োগ/পদায়ন করা যাবে না। এছাড়াও ১০ম থেকে ১৬তম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিজ উপজেলায় নিয়োগ/বদলি করা যাবে না। তবে ৯ম গ্রেডভুক্ত পদে কর্মরত কোন কর্মকর্তা ৫৮ বছর বয়সে নিজ উপজেলা ব্যতীত নিজ জেলায় বদলি হতে পারবেন;

(ঘ) কারিগরি পদ ব্যতিত একই কর্মস্থলে একই পদে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একাধিকবার বদলি/পদায়ন/ সংযুক্তি প্রদান করা যাবে না;

(ঙ) কোন কর্মকর্তার স্ত্রী বা স্বামী উভয়েই চাকরিজীবী হলে নিজ জেলা ব্যতীত একই কর্মস্থলে বা যথাসম্ভব নিকটবর্তী কর্মস্থলে পদায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে;

(চ) আর্থিক অনিয়মের জন্য সরকারি ক্ষতি আদায়ের আদেশ হয়েছে অথবা গুরু দন্ড হয়েছে এমন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পুনরায় কোন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা/সহকারী ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক/সাইলো অধীক্ষক পদে কোন ভাবেই নিয়োগ/পদায়ন করা যাবে না। লঘু দন্ড প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে লঘু দন্ড জারির তারিখ থেকে ১ বছর পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পুনরায় কোন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা/সহকারী ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক/ সাইলো অধীক্ষক পদে নিয়োগ/পদায়ন করা যাবে না।

(ছ) খাদ্য পরিদর্শক/সমমান পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরিকাল ন্যূনপক্ষে ০২(দুই) বছর এবং পদোন্নতি প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বছর পূর্ণ হলে ‘সি’ গ্রেডভুক্ত এলএসডিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা যাবে। ‘সি’ গ্রেডভুক্ত এলএসডিতে ন্যূনতম ০২(দুই) বছরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে ‘বি’ গ্রেডভুক্ত এলএসডিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা যাবে। ‘বি’ গ্রেডভুক্ত এলএসডিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ন্যূনতম ০২(দুই) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং বিধি মোতাবেক ৯ম গ্রেডে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ‘এ’ গ্রেডভুক্ত এলএসডিতে সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা যাবে। তবে, ৯ম গ্রেডে সরাসরি নিযুক্ত এবং কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না।

(জ) কোন কর্মকর্তাকে মোট চাকরি জীবনে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল ‘এ’ গ্রেডভুক্ত এলএসডিতে নিয়োজিত রাখা যাবে না। ‘এ’,‘বি’ এবং ‘সি’ গ্রেডভুক্ত এলএসডিতে (বিদ্যমান এ,বি,সি গ্রেডভুক্ত এলএসডি) তালিকা অনুযায়ী কোন কর্মকর্তাকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/চলাচল ও সংরক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্যবহুল যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা (ফিট লিস্ট) খাদ্য অধিদপ্তর প্রস্তুত করবে। চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা, সন্তোষজনক চাকুরী ও এসিআর এর ভিত্তিতে ফিট লিস্ট প্রস্তুত করতে হবে;

(ঝ) ৫৭ (সাতান্ন) বৎসর কিংবা তদূর্ধ্ব বয়সের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এলএসডি/সিএসডিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/চলাচল ও সংরক্ষণ কর্মকর্তা বা সহকারী ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক এর দায়িত্ব দেয়া যাবে না এবং দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা যাবে না;

(ঞ) ২(ছ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা, সন্তোষজনক চাকুরী ও এসিআর বিবেচনা করতে হবে।

(ট) একাদিক্রমে ০২ (দুই) বার এলএসডি/সিএসডিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা বা সহকারী ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করার পর কোন কর্মকর্তাকে পুনরায় উক্ত পদে পদায়ন করতে হলে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর ভিন্ন প্রকৃতির কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে;

(ঠ) এলএসডি'র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য পরিদর্শকগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে মহাপরিচালক এর অনুমোদনক্রমে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উপ-খাদ্য পরিদর্শককে পদায়ন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা, সন্তোষজনক চাকরি ও এসিআর এর ভিত্তিতে 'সি' গ্রেডভুক্ত এলএসডিতে পদায়ন করতে হবে।

৩। বদলি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বদলিকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নতুন কর্মস্থলে যোগদান ও দায়িত্ব গ্রহণ /হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথায় উক্ত সময় পরে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী তাৎক্ষণিক অবমুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। পদায়নকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী এ আদেশ লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এ নীতিমালা জারির পর ইতোপূর্বে জারিকৃত এ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, সংশোধনী আদেশ ও অফিস আদেশসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫। জনস্বার্থে অথবা প্রশাসনিক প্রয়োজনে খাদ্য মন্ত্রণালয় এ নীতিমালায় যে কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা সংশোধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(শাহাবুদ্দিন আহমদ)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৫, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি অনুবিভাগ
বিধি-৪ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নম্বর ৩৮১-আইন/২০১৯।—সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৫৯, ধারা ২৯ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—এই বিধিমালায় ব্যবহৃত শব্দ বা অভিব্যক্তিসমূহ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **বিনা অনুমতিতে কর্মে অনুপস্থিতি।**—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো সরকারি কর্মচারী নিজ কর্মে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(২) উপবিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া অনুপস্থিত কর্মচারীর প্রতিদিনের অনুপস্থিতির জন্য ১ (এক) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিতে পারিবে।

৪। **বিনানুমতিতে অফিস ত্যাগ।**—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো সরকারি কর্মচারী অফিস চলাকালীন অফিস ত্যাগ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি প্রয়োজনে কোনো সহকর্মীকে অবগতকরণপূর্বক অফিস ত্যাগ করা যাইবে এবং এই বিধিমালার তফসিল অনুযায়ী সংরক্ষিত রেজিস্টারে এইরূপ অফিস ত্যাগের কারণ, সময়, তারিখ, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২৫৪৮৩)
মূল্য : টাকা ৪.০০

(২) উপবিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া এইরূপ প্রতি ক্ষেত্রের জন্য উক্ত কর্মচারীর ১ (এক) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিতে পারিবে।

৫। **বিলম্বে উপস্থিতি**।—(১) কোনো সরকারি কর্মচারী যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

(২) উপবিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া প্রতি ২ (দুই) দিনের বিলম্বে উপস্থিতির জন্য উক্ত কর্মচারীর ১ (এক) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিতে পারিবে।

৬। **অপরাধের পুনরাবৃত্তির জন্য দণ্ড**।—কোনো সরকারি কর্মচারী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিধি ৩, ৪ ও ৫ এ বর্ণিত অপরাধ একাধিকবার করিলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিতে পারিবে।

৭। **পুনর্বিবেচনা**।—(১) বিধি ৩, ৪, ৫ ও ৬ এর অধীন কোনো সরকারি কর্মচারীর বেতন কর্তনের আদেশ প্রদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন পুনর্বিবেচনার কোনো আবেদন করা হইলে, আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া প্রদত্ত আদেশ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে বা বহাল রাখিতে পারিবে।

(৩) পুনর্বিবেচনার আবেদন শুনানির ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্তসার, প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮। **দণ্ডের অর্থ কর্তন**।—(১) সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর দণ্ডের অর্থ মাসিক বেতন হইতে কর্তনপূর্বক আদায় করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজের বেতন বিল নিজে উত্তোলনকারী হইলে, তাহাকে বেতন বিল হইতে দণ্ডের অর্থ কর্তন করিবার লিখিত নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত নির্দেশের কপি সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত কর্মচারী বেতন বিল হইতে দণ্ডের অর্থ কর্তন না করিলে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস উক্ত অর্থ কর্তনপূর্বক বিল পাস করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজের বিল নিজে উত্তোলনকারী না হইলে, তাহার বেতন হইতে দণ্ডের অর্থ কর্তন করিবার লিখিত নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত নির্দেশের কপি সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। **হেফাজত**।—(১) সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষণা করায় "Executive Instruction No. SED/PS/82-103, dated the 14th September, 1982" এবং এস, আর, ও, নং-১৫৪-আইন/৮৯, অতঃপর উক্ত Executive Instruction ও এস, আর, ও বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইয়াছে।

(২) উক্তরূপ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত Executive Instruction ও এস, আর, ও এর অধীন যে সকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন হইয়াছে উহা এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা উক্ত Executive Instruction ও এস, আর, ও এর অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল
[বিধি-৪ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]
অফিস ত্যাগের রেজিস্টার

.... শাখা

.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ইত্যাদি

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম ও পদবি	অফিস ত্যাগের কারণ	অফিস ত্যাগের সময় ও তারিখ	সম্ভাব্য আগমনের সময় ও তারিখ	অবগত সহকর্মীর নাম	কর্মচারীর স্বাক্ষর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
(সংস্থা প্রশাসন শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নম্বর : ১৩.০০.০০০০.০২২.০৬.০০১.১৬-১৮৯ তারিখ : ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ১০ জুন ২০২০

প্রজ্ঞাপন

বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারের পরিচালক পদটি ৪র্থ গ্রেড থেকে ৩য় গ্রেডে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত ০৬ (ছয়) জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে উচ্চতর গ্রেডে (টাকা ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/- পদায়ন করা হলো :

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পদায়নকৃত উচ্চতর গ্রেড ও বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল ২০১৫)	৩য় গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ
সাধরণ গ্রুপ :			
১।	জনাব মোঃ আবদুল আজিজ মোল্লা, (পরিচালক) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৩য় গ্রেড টাকা : ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/-	১২/০৩/২০২০
২।	জনাব এ, কে, এম ফজলুর রহমান, পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৩য় গ্রেড টাকা : ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/-	১২/০৩/২০২০
৩।	জনাব পরিমল চন্দ্র সরকার পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৩য় গ্রেড টাকা : ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/-	১২/০৩/২০২০
৪।	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৩য় গ্রেড টাকা : ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/-	১২/০৩/২০২০
৫।	জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৩য় গ্রেড টাকা : ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/-	১২/০৩/২০২০
কারিগরি গ্রুপ :			
৬।	জনাব এফ, এম, মিজানুর রহমান পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৩য় গ্রেড টাকা : ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/-	১২/০৩/২০২০

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
১০-৬-২০২০
ড. শেখ নুরুল আলম
উপসচিব
ফোন : +৮৮০২৯৫৫৩৪১৫
ফ্যাক্স : +৮৮০২৯৫১৫০২৪
ই-মেইল : dsadmin2@mofood.gov.bd

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
(সংস্থা প্রশাসন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নম্বর : ১৩.০০.০০০০.০২২.০৬.০০১.১৬-২২৮

তারিখ : ২৪ আষাঢ় ১৪২৭ / ০৮ জুলাই ২০২০

প্রজ্ঞাপন

বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারের পরিচালক পদটি ৪র্থ গ্রেড থেকে ৩য় গ্রেডে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে উচ্চতর গ্রেডে (টাকা ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/-) পদায়ন করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পদায়নকৃত উচ্চতর গ্রেড ও বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল ২০১৫)	৩য় গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ
১।	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৩য় গ্রেড টাকা : ৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/-	১৯/০৬/২০২০ খ্রি.

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত
০৮-০৭-২০২০
ড. শেখ নুরুল আলম
উপসচিব
ফোন : +৮৮০২৯৫৫৩৪১৫
ফ্যাক্স : +৮৮০২৯৫১৫০২৪
ই-মেইল : dsadmin2@mofood.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
খাদ্য প্রশাসন।

নং-খাদুব্যম/খঃপ্রঃ/নিয়োগ-২/২০০৮-৭১৭ তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ১৮ নভেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক : মোঃ ফিরোজ খানুন
উপ-সচিব (খাদ্য প্রশাসন)

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

বিষয় : খাদ্য অধিদপ্তরাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের ৬৩০ (ছয়শত ত্রিশ) টি পদ ১ম শ্রেণীর (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীতকরণ।

মহোদয়,

নির্দেশিত হয়ে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও প্রবিধি উইং এর প্রজ্ঞাপন নং-অম/অবি/(বাস্ত-৩)/বেঃনিঃ(খাদ্য-১৭)/২০০৬/১৫৬, তারিখ ১৭/১০/২০০৬ এবং ১০/১১/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর ১০২তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের ৬৩০ (ছয়শত ত্রিশ)টি পদকে ১ম শ্রেণীর (নন-ক্যাডার) পদমর্যাদা প্রদানসহ বেতনস্কেল নিম্নোক্তভাবে পুনঃ নির্ধারণে সরকারের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল ২০০৫)	উন্নীত বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল ২০০৫)	পদ সংখ্যা
১।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৫১০০—১০৩৬০/- (১০ম গ্রেড)	৬৮০০—১৩০৯০/- (৯ম গ্রেড)	৬৩০টি

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। একই বিষয়ে ইতোপূর্বে জারিকৃত এ মন্ত্রণালয়ের ৯/১/২০০৭ তারিখের খাদুব্যম/সঃপ্রঃ-১/বিবিধ-২/৮৬(অংশ-২)-০৮ নং স্মারকের ক্রমিক নং-১ এ উল্লিখিত অংশটুকু এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

আপনার অনুগত
স্বাক্ষরিত/-১৮/১১/২০০৮
(মোঃ ফিরোজ খানুন)
উপ-সচিব (খাদ্য প্রশাসন)
ফোন-৯৫৫৩৪১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসন
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর : ১৩.০০.০০০০.০১২.৩২.০০৪.১১-৩৮২

তারিখ : ৫ ভাদ্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২০ আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক : মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন,
সিনিয়র সহকারী সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রাপক : প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

বিষয় : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী রসায়নবিদের ২য় শ্রেণির ০৭টি পদ ১ম শ্রেণিতে (নন-ক্যাডার) উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমি আদিষ্ট হয়ে এটি মামলা নং-৬১/২০১০ (নতুন) ও ৭১/২০০৯ (পুরাতন) এর রায়ের আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২-০৫-২০১৩ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫.০২.০০.০০৫.২০১২-৮৫নং পত্র, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ০০-০৬-২০১৪ তারিখের ০৭.১৫৬.০১৯.০২.০৩.০২.২০১৩-১২৮নং পত্র এবং ০১-০৭-২০১৪ তারিখের স্মারক নং-৩০.১৬১.১৩.০০১.১৪.১৪৫নং পত্রের সম্মতির প্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী রসায়নবিদের ২য় শ্রেণির ০৭টি পদকে ১৮-১১-২০০৮ তারিখ থেকে ১ম শ্রেণিতে (নন-ক্যাডার) উন্নীতকরণে নিম্নরূপভাবে নির্ধারণে সরকারি মজুরি জ্ঞাপন করছি।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল/২০০৫
১	২	৩	৪
	সহকারী রসায়নবিদ	৭ (সাত)টি	৬৮০০-১৩০৯০/- (৯ম গ্রেড)

২। এ বাবদ যাবতীয় ব্যয় অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের বরাদ্দকৃত কোড নং-০৩-৪৮৩৫-০০০০ এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোড সম্বলিত খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে মিটানো হবে।

আপনার অনুগত
স্বাক্ষরিত/
(মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (সঃ প্রঃ)
ফোন-৯৫৪০১১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন শাখা-৩

নং-অম/অবি/(বাস্ত-৩)/বেঃনিঃ(খাদ্য-১৭)/২০০৬/১৫৬

তারিখ : ০২ কার্তিক ১৪১৩ বঙ্গাব্দ / ১৭ অক্টোবর/২০০৬ খ্রি

প্রজ্ঞাপন

৩০-০৮-২০০৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ মোতাবেক খাদ্য মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদ প্রথম শ্রেণীর (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীতকরণ, খাদ্য পরিদর্শকদের বেতনস্কেল উন্নীতকরণ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান এবং উপ-খাদ্য পরিদর্শক ও সহকারী খাদ্য পরিদর্শক পদের উচ্চতর বেতনস্কেল প্রদানের বিষয়ে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন :—

(ক) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সমমানের ৬৩০টি পদকে বেতনস্কেল টা: ৫১০০—১০৩৬০/- (১০ম গ্রেড) থেকে টা: ৬৮০০—১৩০৯০/- (৯ম গ্রেড) বেতনস্কেলে উন্নীতকরণ ও ১ম শ্রেণীর পদমর্যাদা (নন-ক্যাডার) প্রদান করা হল।

(খ) খাদ্য পরিদর্শক, উপ-খাদ্য পরিদর্শক ও সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক পদের বেতনস্কেল নিম্নোক্তভাবে একধাপ উন্নীত করা হল :

ক্রঃ নং	পদের নাম	বর্তমান বেতনস্কেল (জাঃ বেঃ স্কেঃ ২০০২)	উন্নীত বেতনস্কেল (জাঃ বেঃ স্কেঃ ২০০৫)	পদ সংখ্যা
১.	খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান	৪১০০—৮৮২০/- (১১নং গ্রেড)	৫১০০—১০৩৬০/- (১০নং গ্রেড)	১৬৬৭টি পদ
২.	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	৩৩০০—৬৯৪০/-(১৪নং গ্রেড)	৩৫০০—৭৫০০/-(১৩নং গ্রেড)	১৩১৭টি পদ
৩.	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক	৩০০০—৫৯২০/- (১৬নং গ্রেড)	৩১০০—৬৩৮০/- (১৫নং গ্রেড)	১০৩৪টি পদ

(গ) খাদ্য পরিদর্শক ও সমমানের পদসমূহকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক বিবেচনা করতে পারে।

২। উপরোক্ত পদসমূহের উন্নীত বেতনস্কেল ও পদ মর্যাদা আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং বিধি মোতাবেক বেতন নির্ধারণ হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত
(মোঃ কুদ্দুস খান)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তঃ প্রবিধি)।

(একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

(সংস্থা প্রশাসন শাখা)

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২২.০৩.০০১.১৪-২৯৪ তারিখ : ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঃ / ২২ মে ২০১৭ খ্রিঃ

প্রেরক : আহমেদ ফয়সল ইমাম
উপসচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

বিষয় : **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বগুড়া এর মামলা নং-৫৯/২০১০ ও প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর মামলা নং-১৬৫/২০১১ এর রায় অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের সাইলো অপারেটিভ পদের বেতনস্কেল টাঃ ৩০০-৫৪০ (নতুন জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৭৭) তে নির্ধারণ।**

জনাব,

আইন ও বিচার বিভাগের ২৬/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১০.০০.০০০০.১২৯.০৪.৪৫৪.১৫-৩৬৭ নং স্মারকে প্রেরিত মতামত, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫.০২.০০.০০৩.২০১৫-১৮৫ নং পত্র এবং অর্থ বিভাগের ১২/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.১৩.০০১.১৫-৩৯ নং পত্রে প্রদত্ত সম্মতি মোতাবেক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের 'সাইলো অপারেটিভ' পদের বেতন স্কেল নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশিত হয়ে জ্ঞাপন করছি:

ক্রমিক নং	পদের নাম	নতুন জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৭৭	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫
১।	সাইলো অপারেটিভ	৩০০-১২-৩৯৬-ইবি-১৮-৫৪০/-	৯৩০০-২২৪৯০/

২।এ বাবদ যাবতীয় ব্যয় উক্ত কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কোড সম্বলিত খাতের বার্ষিক বরাদ্দ হতে মিটানো হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(আহমেদ ফয়সল ইমাম)
উপসচিব
প্রশাসন-২ অধিশাখা
ফোন : ৯৫৫৩৪১৫
dsadmin2.mofood.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.০৪ (অংশ-১)-৬১৩(১৩৫০) তারিখ : ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে বিধিসম্মত ও সঠিকভাবে পদবি ও কর্মস্থল ব্যবহার।

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ২৭/০২/২০১৮ খ্রি: তারিখের ৪০০নং পত্রে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে বিধিসম্মতভাবে ও সঠিকভাবে তাদের পদবি ও কর্মস্থল উল্লেখ করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩/১০/১৯ খ্রিঃ তারিখের ৮৫নং স্মারক ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০১/১২/১৯ খ্রিঃ তারিখের ৪৫৭নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশাসন বিভাগের ০৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৯৮৫নং স্মারকে সঠিকভাবে পদবি ও কর্মস্থল ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এতদ্সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কতিপয় সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সহকারী ব্যবস্থাপক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যাদেরকে আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/ব্যবস্থাপকের কার্যালয় এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে; তারা আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার পরিবর্তে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)/ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) এর সীল ব্যবহার করে অফিসিয়াল বিভিন্ন চিঠিপত্র জারি করছেন। তাদের ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজ-এ ছবি ও লেখাসহ পোস্ট ও করে থাকেন। যা বিধিসম্মত নয়।

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধিসম্মত ও সঠিকভাবে পদবি ও কর্মস্থল ব্যবহার সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্বশীলতার পরিচয় প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নরূপভাবে পদবি ব্যবহারের জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের জন্য :	সহকারী ব্যবস্থাপকদের জন্য :	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের জন্য :
কর্মকর্তার নাম পদবি, জেলার নাম ও আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলার নাম	কর্মকর্তার নাম পদবি, সিএসডি'র নাম ও আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, সিএসডি'র নাম, জেলার নাম	কর্মকর্তার নাম পদবি, উপজেলার নাম ও আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলার নাম

(সারোয়ার মাহমুদ)
মহাপরিচালক
ফোন : ৯৫৮৪৮৩৪
মেইল: dg@dgfood.gov.bd

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

www.dgfood.gov.bd

নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩)-৭৮৫ তারিখ : ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঃ / ১৯ মে ২০১৯ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ইস্যু করার জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে অর্পণ করা হলো:

ক্র.নং	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	যাদের অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান করবেন	মন্তব্য
১।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ৯ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা এবং খাদ্য ভবনে কর্মরত সকল গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারী।	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রত্যেক দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট/জেলা/বিভাগীয় তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করতে হবে। (NOC) প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সকল ধরনের কোর্ট কেইস/বিভাগীয় মামলা/গুরুতর আর্থিক অভিযোগ/দায়দেনা/জাতীয় পরিচয়পত্র এবং চাকরি বহির তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করে (NOC) প্রদান করতে হবে।
২।	প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা	তার অফিসের ৯ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল নন-ক্যাডার কর্মকর্তাসহ ১০ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারী।	
৩।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	তার অফিসের ৯ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল নন-ক্যাডার কর্মকর্তাসহ ১০ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারী।	
৪।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	স্ব স্ব বিভাগের ৯ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল নন-ক্যাডার কর্মকর্তাসহ তার অফিসের ১০ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/ কর্মচারী।	
৫।	সাইলো অধীক্ষক	সাইলো অধীক্ষকের কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল নন-ক্যাডার কর্মকর্তাসহ ১০ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/ কর্মচারী।	
৬।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীন সকল স্থাপনার (জেলাধীন সিএসডিসহ) ১০ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারী।	
৭।	চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক (খাদ্য)	তার অফিসের সকল ১০ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারী।	

উল্লিখিত আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

৯-৫-২০১৯
পরিমল চন্দ্র সরকার
পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

নং-১৩.০১.০০০০.০৩৩.৩২.০৮১.১৫–৮৮ তারিখ : ১৯-০২-২০২০ খ্রিঃ

"অফিস আদেশ"

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীনে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপাপ্ত হবার পর তদন্ত কর্মকর্তাগণ তদন্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুরু করতে কিংবা তদন্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

এছাড়া, আরো লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর তদন্ত কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন কারণ প্রদর্শন করে তদন্তকার্যে অনিহা প্রকাশ করেন এবং তদন্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব হতে অব্যাহতির আবেদন করেন, যার ফলে বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক তদন্ত আদেশ প্রাপ্তির পর যথাসময়ে তদন্তকার্য শুরু করে উক্ত বিধিমালার বিধি **১১** যথাযথ অনুসরণপূর্বক যথাসময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় তদন্ত কর্মকর্তাগণের এরূপ কার্যকলাপ কর্তব্য পালনে অবহেলা এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর (ক) অনুযায়ী অদক্ষতা হিসেবে গণ্য হবে।

(সারোয়ার মাহমুদ)
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
ই-মেইলঃ dg@dgfood.gov.bd
ফোন-৪১০৫০০৯৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

নং-১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০০৬.২০৯০ তারিখ : ২০-০২-২০২০ খ্রিঃ

"অফিস আদেশ"

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার নিমিত্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ যথাসময়ে অভিযোগসমূহ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন না এবং প্রতিবেদন দাখিলের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা ও তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে নিজস্ব মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেন না। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের সময় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে নিজস্ব মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রদানের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, যথাসময়ে অভিযোগসমূহ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা ও তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে নিজস্ব মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় বিষয়টি তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কর্তব্য পালনে অবহেলা ও অদক্ষতা হিসেবে গণ্য করা হবে।

(সারোয়ার মাহমুদ)
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
ই-মেইলঃ dg@dgfood.gov.bd
ফোন : ৪১০৫০০৯৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৭.০০১.১৬.১৮৪৭ তারিখ : ০৯/১০/২০১৭।

বিষয় : **উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শন ছক।**

সূত্র : ১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৬/০৯/২০১৭ তারিখের ২১০ নং স্মারক।

২। খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর ১৪/০৯/২০১৭ তারিখের ২৯৭ নং স্মারক।

৩। খাদ্য অধিদপ্তরের গত ১৭/০৮/২০১৭ তারিখের মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত।

৪। খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের ৩১/০৭/২০১৭ তারিখের ১৪১ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি ও অনিয়ম যাতে সংঘটিত না হয় সে জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে উপর্যুক্ত কৌশল গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা রয়েছে। সে মতে সূত্রস্থ ৩ ও ৪নং স্মারকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম যেন কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্য একটি ছক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ছক মোতাবেক নিয়মিতভাবে স্থানীয় গুদাম পরিদর্শন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। কর্তৃপক্ষ তার সমন্বিত সারসংক্ষেপ মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

স্বাক্ষরিত
(এ. কে. এম. ফজলুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন : ৯৫৮৬২১৩
dadm@dgfood.gov.bd

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শন ছক

এলএসডি/সিএসডি'র নাম : ....পরিদর্শনের তারিখ : ....

(ক) **খাদ্যশস্যের মজুত (পরিদর্শনের তারিখে)**

পণ্য	খামালকার্ড সূত্রে মজুত (মে.টন)	গুদাম লেজার সূত্রে মজুত (মে.টন)	বাস্তব পরিদর্শনে (বস্তা গণনায়) প্রাপ্ত মজুত (মে.টন)	গুণগত মান ও মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)				
২। চাল (আতপ)				
৩। গম				
৪। ধান				

(খ) **অন্যান্য মজুত (পরিদর্শনের তারিখে)**

৫.১। খালি বস্তা (৫০ কেজি ব্যবহারযাগ্য)				
৫.২। খালি বস্তা (৫০ কেজি ব্যবহার অযোগ্য)				
৫.৩। খালি বস্তা (৩০ কেজি ব্যবহারযোগ্য)				
৫.৪। খালি বস্তা (৩০ কেজি ব্যবহার অযোগ্য)				
৬.১। কীটনাশক (তরল)				
৬.২। কীটনাশক (ট্যাবলেট)				
৭.১। ত্রিপল (ভালো)				
৭.২। ত্রিপল (অকেজো)				
৮.১। জিপি সীট (ভালো)				
৮.২। জিপি সীট (অকেজো)				
৯.১। আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (ভালো)				
৯.২। আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (অকেজো)				
১০.১। ওজন স্কেল (ভালো)				
১০.২। ওজন স্কেল (অকেজো)				
১১। অন্যান্য				

(গ) সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যাদি (পরিদর্শনের তারিখে)

সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঃ		গল সূত্রে মোট সংগ্রহ (মে.টন)	সংগ্রহের অবশিষ্ট (মে.টন)	বিনির্দেশ সংক্রান্ত মতামত ও মন্তব্য
সংগ্রহ মৌসুম ঃ				
পণ্য	পরিমাণ (মে.টন)			
১। চাল (সিদ্ধ)				
২। চাল (আতপ)				
৩। ধান				
৪। গম				

(ঘ) (১) মালামাল প্রেরণের তথ্য ঃ

পণ্য	চলমান চলাচল সূচি নং, তাং ও পরিমাণ (মে.টন)	সূচির বিপরীতে ইনভয়েস সূত্রে প্রেরণের পরিমাণ (মে.টন)	খামাল কার্ডসূত্রে প্রেরণের পরিমাণ (মে.টন)	গল সূত্রে প্রেরণের পরিমাণ (মে.টন)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে প্রেরিত সাপ্তাহিক প্রেরণ বিবরণী সূত্রে প্রেরণের পরিমাণ (মে.টন)	মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)						
২। চাল (আতপ)						
৩। গম						
৪। খালি বস্তা						

(২) মালামাল প্রাপ্তির তথ্য ঃ

পণ্য	চলমান চলাচল সূচি নং, তাং ও পরিমাণ (মে.টন)	সূচির বিপরীতে ইনভয়েস সূত্রে প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন)	খামাল কার্ডসূত্রে প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন)	গল সূত্রে প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে প্রেরিত সাপ্তাহিক প্রাপ্তির বিবরণী সূত্রে পরিমাণ (মে.টন)	মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)						
২। চাল (আতপ)						
৩। গম						
৪। খালি বস্তা						

(ঙ) বিলি-বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

পণ্য	চলমান নির্দিষ্ট চাহিদাপত্র/বরাদ্দপত্র নং, তাং ও পরিমাণ (মে.টন)	ডিও নং ও পরিমাণ (মে.টন)	খামাল কার্ড সূত্রে বিলি-বিতরণ (মে.টন)	গল সূত্রে বিলি-বিতরণ (মে.টন)	মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)					
২। চাল (আতপ)					
৩। গম					
৪। ধান					

(চ) অভ্যন্তরীণ ও বাণিজ্যিক অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

অডিট কর্তৃপক্ষ	অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	আপত্তির জবাব প্রদানের সংখ্যা	জবাব প্রদানের বাকি	মন্তব্য
অভ্যন্তরীণ				
বাণিজ্যিক				

(ছ) অন্যান্য তথ্যাদি ঃ (চেকলিস্ট)

	চেক লিস্ট	মতামত
(১)	পূর্ববর্তী পরিদর্শনে প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ দূরীভূত হয়েছে/নির্দেশসমূহ প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা	
(২)	গুদাম ঘাটতি, পরিবহণ ঘাটতি অবলোপন যথাসময়ে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা	
(৩)	গুদাম/বাস ভবন/রাস্তা/অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত মতামত	
(৪)	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ	
(৫)	ফাইল/রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা	
(৬)	টোকেন মানি, স্থায়ী সম্পদের তথ্য	
(৭)	গুদামের ভূমি উন্নয়ন ও পৌরকর হালনাগাদ/পরিশোধ হয়েছে কিনা	
(৮)	গুদামের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের তথ্য	
(৯)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বাস্তবে খামাল যাচাই করে গল এ স্বাক্ষর করেছেন কিনা	
(১০)	ইস্যুকৃত ডিও এর খাদ্যশস্য সাথে সাথে সরবরাহ করা হয় কিনা	
(১১)	মাসের শেষ সপ্তাহের মজুত, প্রাপ্তি ও প্রেরণ বিবরণী (মাসিক বিবরণী) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক যাচাই করে প্রতিস্বাক্ষর করা হয় কিনা	
(১২)	গত মাসে এবং চলতি মাসে কোন কোন কর্মকর্তা পরিদর্শন (ছক অনুযায়ী) করেছেন	
(১৩)	অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য/পর্যবেক্ষণ	

সিএসডি/এলএসডি এর জারি নং **তারিখ-** **পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর :**

অনুলিপি ঃ **নাম :**

পদবী :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪(অংশ-৩).১০(৭) তারিখ : ০৩/০১/২০১৮।

বিষয় : আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন সংক্রান্ত চেক লিষ্ট।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে প্রতিমাসে বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করে সংযুক্ত চেকলিষ্ট অনুযায়ী স্থাপনাভিত্তিক মাসিক পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে ০১ (এক) পাতা।

(মোঃ বদরুল হাসান)
মহাপরিচালক

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন সংক্রান্ত চেক লিষ্ট

জারি নং : **তারিখ :** পরিদর্শন মাসের নাম :

পরিদর্শনকৃত স্থাপনার নাম : উপজেলা: জেলা :

১। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার পূর্ববর্তী পরিদর্শনে প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ দূরীভূত হয়েছে কিনা? নির্দেশসমূহ প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নাম এবং কারণসহ বিবরণ।

২। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার রেকর্ডপত্র অনুযায়ী সকল পণ্যের বাস্তব মজুত সঠিক পেয়েছেন কিনা, না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

৩। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার সংগৃহীত ও অন্য কেন্দ্র হতে আগত খাদ্যশস্যের মান বিনির্দেশ মোতাবেক সঠিক পেয়েছেন কিনা, না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

৪। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার রেকর্ডপত্র ও বাস্তবে খাদ্যশস্য/মালামাল প্রেরণ, প্রাপ্তি ও বিলি-বিতরণ সঠিকভাবে হালনাগাদ অবস্থায় পেয়েছেন কিনা, না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

৫। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বাস্তবে খামাল যাচাই করে গলসহ সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করেছেন কিনা, না করে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

৬। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার ইস্যুকৃত ডিও এর খাদ্যশস্য সাথে সাথে সরবরাহ করা হয় কিনা, না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

৭। পেন্ডিং ইনভয়েস আছে কিনা, পেন্ডিং থাকার কারণ।

৮। কীটনাশক ব্যবহারের জন্য পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে প্রদত্ত নির্দেশনা সঠিকভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা, না হলে তার কারণ।

৯। গানি ব্যাগ এর হিসাব (ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত) সংরক্ষণ সঠিক আছে কিনা, না হলে তার কারণ/যৌক্তিকতা।

১০। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে কর্মস্থলে যথাসময়ে উপস্থিত থাকেন কিনা, না থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

১১। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার গুদাম ঘাটতি, পরিবহণ ঘাটতি অবলোপন যথাসময়ে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা, না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

১২। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার মাসের শেষ সপ্তাহের মজুত, প্রাপ্তি ও প্রেরণ বিবরণী (মাসিক বিবরণী) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক যাচাই করে প্রতিস্বাক্ষর করা হয় কিনা, না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

১৩। অভ্যন্তরীণ ও বাণিজ্যিক নিরীক্ষা আপত্তির জবাব হালনাগাদ প্রেরণ করা হয়েছে কিনা, করা না হলে কেন করা হয়নি এবং এ জন্য দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

১৪। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ যথাযথ পাওয়া গেছে কিনা, না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

১৫। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার টোকেন মানি, স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের তথ্য হালনাগাদ যথাযথ পাওয়া গেছে কিনা, না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও দায়ীদের নামসহ বিবরণ।

১৬। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার গুদাম/বাসভবন/রাস্তা/অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত কোন মতামত আছে কিনা, থাকলে তার বিবরণ।

১৭। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ পরিদর্শক ছক অনুযায়ী পরিদর্শন করেছেন কিনা, না করলে কারা করছেন না তাদের নাম।

১৮। পরিদর্শনকৃত স্থাপনার অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য/পর্যবেক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(**বিঃ দ্রঃ :** এ চেকলিস্ট অনুযায়ী আলাদা কাগজে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। পরিচালক, প্রশাসন বরাবর প্রতি মাসের ৪ তারিখের মধ্যে সফট্‌কপি প্রেরণ করতে হবে।)

স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম:-

পদবি:-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

নেজারত শাখা

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৩২.৩২.০০৪.২০.২৩ তারিখ : ১৪ আষাঢ় ১৪২৭ / ২৮ জুন ২০২০

বিষয় : **খাদ্য অধিদপ্তরের TO & E ভুক্ত মোটর সাইকেল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২০**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের কর্মকর্তাগণ প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তা। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের বিপরীতে কোন যানবাহনের মঞ্জুরি না থাকায় খাদ্য ব্যবস্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। সরকার ক্ষুধা মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে "শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ" স্লোগানকে সামনে রেখে অতিগুরুত্বপূর্ণ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চালু করার পর থেকে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের কাজ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের অনুকূলে TO&E তে ৪৮২টি মোটর সাইকেল অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৯৮ নং এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০-০১-২০২০খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের সম্মতিক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৫ নং স্মারকে প্রেরিত সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২-০২-২০২০খ্রি. তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১৩-০২-২০২০খ্রি. তারিখের ৮৫ নং স্মারকে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়।

সরকারি মঞ্জুরির প্রেক্ষিতে প্রচলিত সকল আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনপূর্বক TO&E ভুক্ত ৪৮২টি মোটর সাইকেল খাদ্য অধিদপ্তর হতে ক্রয় করে পর্যায়ক্রমে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। TO&E ভুক্ত ৪৮২টি মোটর সাইকেল ক্রয় এবং এর ব্যবহার সম্পর্কিত সরকারি কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলেও সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং মোটর সাইকেল যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকা থাকা অপরিহার্য।

খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান কর্মকর্তার কার্যালয়ের অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত মোটর সাইকেলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো;

(১) এই নির্দেশিকা "মোটর সাইকেল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২০" নামে অভিহিত হবে;

(২) এই নির্দেশিকার সকল শর্তাবলি ব্যবহারকারী কর্মকর্তাকর্তৃক পরিপালনীয় হবে;

(৩) এই নির্দেশিকার কোন শর্ত লংঘন করা যাবে না;

(৪) শর্ত লংঘনকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং

(৫) এই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়নি এমন কোন বিষয় উদ্ভব হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

শর্তাবলি:

(১) এই নির্দেশিকা কেবলমাত্র মোটর সাইকেল ব্যবহারকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান);

(২) যে সকল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের মোটর সাইকেল চালানোর লাইসেন্স আছে তারা মোটর সাইকেল বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন;

(৩) যে সকল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের মোটর সাইকেল চালানোর লাইসেন্স নেই তারা যত দ্রুত সম্ভব মোটর সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন এবং লাইসেন্স করে মোটর সাইকেল বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন;

(৪) সরকারি অর্থে ক্রয়কৃত মোটর সাইকেলটি কেবলমাত্র সরকারি কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং শুধুমাত্র মোটর সাইকেল লাইসেন্সধারী কর্মকর্তার অনুকূলে মোটর সাইকেল খাতে ব্যয় করা যাবে;

(৫) মোটর সাইকেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই লগ বই/রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে;

(৬) সরকারি সম্পদের নিয়মিতভাবে সার্ভিসিং/রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

(৭) সরকারি সম্পদ তথা কর্মকর্তার জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে মোটর সাইকেল পরিচালনা করতে হবে;

(৮) সরকারি কাজে মোটর সাইকেল ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে ১০(দশ) লিটার অকটেন প্রাপ্য হবে;

(৯) মোটর সাইকেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড এর নির্ধারিত গ্যারান্টি/ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে প্রতি মাসে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড এর সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে নিয়মিত সার্ভিসিং করাতে হবে;

(১০) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড এর নির্ধারিত গ্যারান্টি/ওয়ারেন্টি পিরিয়ড অতিবাহিত হওয়ার পর নিজ দায়িত্বে মোটর সাইকেল নিয়মিত সার্ভিসিং/রক্ষণাবেক্ষণ করাতে হবে;

(১১) মোটর সাইকেল নিয়মিত সার্ভিসিং/রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাবদ বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এজন্য বছরের প্রথমেই বাজেট বরাদ্দের জন্য পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর হিসাব বিবরণী দাখিল করতে হবে;

(১২) মোটর সাইকেল কোনক্রমেই অন্য কাউকে ব্যবহার/চালানোর জন্য দেওয়া যাবে না। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন;

(১৩) মোটর সাইকেল ব্যবহারের সময় অবশ্যই ট্রাফিক আইন মেনে চলবেন;

(১৪) মোটর সাইকেল বরাদ্দের সাথে রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে নবায়নের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি সরকারি ভাবে পরিশোধযোগ্য হবে;

(১৫) মোটর সাইকেল চালনায় কোনপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে;

(১৬) মোটর সাইকেলটি ব্যবহারকারী কর্মকর্তার কর্মস্থলের জুরিসডিকশনের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে;

(১৭) মোটর সাইকেল ব্যবহার/চালনা সংক্রান্ত তথ্যাদি কর্মদিবস অনুযায়ী ভ্রমনসূচি/পরিদর্শন তথ্যাদি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(১৮) মোটর সাইকেল এবং এর সাথে প্রাপ্ত অন্যান্য সরঞ্জামাদি মজুদ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত রেজিস্টারে সার্ভিসিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

(১৯) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অফিস পরিদর্শনের সময় মোটর সাইকেলের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন;

(২০) শর্তাবলিতে উল্লেখ নেই এমন কোন ঘটনার উদ্ভব হলে তা কর্তৃপক্ষের নিকট সুস্পষ্ট মতামতসহ সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে;

২৮-৬-২০২০
সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৩২.২৩.০০১.২০.৪৯ তারিখ : ১৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ৩১ আগস্ট ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : খাদ্য অধিদপ্তর (খাদ্য ভবনের) দেয়াল, সীমানা প্রাচীর, পিলার, সিঁড়ির স্পেস ও সানসেটে ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট টানানোর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সময় জাতীয় দিবস যথা- ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, বাংলা নববর্ষ ১ বৈশাখ এবং অন্যান্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে সরকারি ব্যানার, পোস্টার, এক্সটেন্ড ব্যানার টানানো হয়। এছাড়া কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ইন্তেকাল করলে শোক বার্তার ব্যানার টানানো হয়। গত ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস/২০২০ উদযাপন উপলক্ষে খাদ্য ভবনের সম্মুখ ভাগের সানসেটের উপর দেওয়ালে বিভিন্ন সমিতির ব্যানার টানানো হয়। এতে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সরকারি ব্যানার টানানোর স্থান সংকুলান হয়নি। কোন কোন সময় ব্যানার টানানোর ফলে জানালার গ্লাস ভেঙ্গে যেতে দেখা যায়। সার্বিক দিক বিবেচনায় এখন থেকে খাদ্য ভবনের ভিতর ও বাহির, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি জায়গায় ব্যানার টানানোর প্রয়োজন হলে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

(ক) ব্যানার টানানোর পূর্বে ব্যানারের টেক্সট ডেমোসহ প্রশাসন বিভাগ বরাবর আবেদন দাখিলপূর্বক প্রশাসন বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(খ) যে কারণে ব্যানার/পোস্টার টানানো প্রয়োজন তার যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে;

(গ) বিভিন্ন সরকারি দিবস/কর্মসূচি উদযাপন উপলক্ষে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানে টানানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে;

(ঘ) ব্যানারের সাইজ ও ব্যানার টানানোর জায়গা নির্ধারণ করবে প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর;

(ঙ) অনুমোদিত সাইজ/আয়তনের ব্যানার তৈরিপূর্বক টানানোর সরঞ্জামসহ প্রশাসন বিভাগে (নেজারত) জমা দিতে হবে;

(চ) প্রশাসন বিভাগ (নেজারত) নিজ দায়িত্বে ব্যানার, পোস্টার ইত্যাদি টানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ছ) ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি টানানোর ক্ষেত্রে কোন ভাবেই ভবনের সৌন্দর্য্য নষ্ট করা যাবে না;

(জ) এছাড়া যখন যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে/হবে তা অনুসরণ করতে হবে।

৩-৯-২০২০
সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

আদেশ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৯-১১-২০১৫ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০২২.৩২.০০৪.০৯-৫৯২ নং স্মারক মোতাবেক এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-২ (বি) এ উল্লিখিত ক্ষমতা অনুসারে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নিজ নিজ পদবীর বিপরীতে উল্লিখিত সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ করা ব্যতীত সাময়িক বরখাস্ত করা, লঘুদণ্ড প্রদান করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্থাপনিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অত্র বিভাগ হতে জারীকৃত ২৪--১-২০১৭ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.১৫(অংশ-১)-১২৮ নং অফিস আদেশ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হল :-

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার পদবী	যে সকল গ্রেডের (পদের) সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ব্যতীত লঘুদণ্ড প্রদান/সাময়িক বরখাস্ত এবং আনুষঙ্গিক সংস্থাপনিক আদেশ প্রদান করতে পারবেন।
১।	পরিচালক, প্রশাসন	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল বিভাগের ১০ম গ্রেড এবং ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর সরকারি কর্মচারীবৃন্দ।
২।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	ক) সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগে অবস্থিত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১০ম গ্রেড (পূর্বের ২য় শ্রেণি) এর সরকারি কর্মচারীবৃন্দ ও হিসাবরক্ষক/প্রধান সহকারী (শুধু সাময়িক বরখাস্তকরণ)। খ) নিজ সংস্থাপনাধীন সকল ১০ম গ্রেড এবং ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর সকল সরকারি কর্মচারী।
৩।	সাইলো সুপারিনটেন্ডেন্ট	নিজ সংস্থাপনাধীন এবং সংযুক্ত পি.ইউ.পি এর ১০ম গ্রেড, ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর সরকারি কর্মচারীবৃন্দ।
৪।	প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।	নিজ সংস্থাপনাধীন ১০ম গ্রেড, ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর সরকারি কর্মচারীবৃন্দ।
৫।	প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল	নিজ সংস্থাপনাধীন ১০ম গ্রেড, ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর সরকারি কর্মচারীবৃন্দ।
৬।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	স্বীয় অধিক্ষেত্রের স্থাপনা ও নিজ সংস্থাপনার প্রধান সহকারী/হিসাবরক্ষক (শুধু লঘুদণ্ড প্রদান) ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর সরকারি কর্মচারীবৃন্দ।
৭।	চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক (খাদ্য)	নিজ সংস্থাপনাধীন প্রধান সহকারী/হিসাবরক্ষক (শুধু লঘুদণ্ড প্রদান) এবং ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর সরকারি কর্মচারীবৃন্দ।

উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত দপ্তর প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ আওতায় পদবীর বিপরীতে ক্রমিক নং ১ হতে ক্রমিক নং ৫ পর্যন্ত ১০ম গ্রেড, ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এবং ক্রমিক নং ৬ হতে ক্রমিক নং ৭ পর্যন্ত ১১তম হতে ১৬তম গ্রেড ও ১৭তম হতে ২০তম গ্রেড (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ডের আওতায় বিভাগীয় মামলা আনয়ন ও নিষ্পত্তি করতে পারবেন না।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং-অম/অবি(বাস্ত-১)/রীট পিটিশন(খাওদু)-২/২০০৯/৫৩ তারিখ : ১৬-০৩-২০১০ খ্রিঃ

বিষয় : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আদেশ রিট পিটিশন নং-৬০৪৭/২০০০ এবং আপীল নং-২৫২/০৬ এর রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি ময়দা ও পশু খাদ্য মিলের মিল অপারেটিভ পদের বেতনস্কেল নির্ধারণ।

সূত্র : **খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০৫-১১-০৯ তারিখের খাদুব্যম/খাঃপ্রঃ/মামলা-১/২০০৫-৫৬৭ নং স্মারক।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোট ডিভিশনে রীট পিটিশন নং-৬০৪৭/২০০০ তে মহামান্য আদালতের ১৫-০৬-২০০৫ তারিখের রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সরকারী ময়দা ও পশু খাদ্য মিল, ঢাকা-এর মিল অপারেটিভ পদের বেতনস্কেল টাঃ ৩০০-৫৪০ (নতুন জাঃবেঃস্কেল, ১৯৭৭ এর ১৬ নং স্কেল) স্কেলে নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

(মফিজ উদ্দীন আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.১৮.৪০০ তারিখ : ১০ ভাদ্র ১৪২৭ / ২৫ আগস্ট ২০২০

অফিস আদেশ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০১-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৮৯৩ নং, ২০-০৬-২০১৯ তারিখের ১০৫০ নং, ১১-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ১৪৫৬ নং ও ১২-০১-২০২০ তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশসমূহের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিধি বহির্ভূত তদবির বা অযাচিত হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত থাকার জন্য বারংবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত নির্দেশ অমান্য করে কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ/বিভিন্ন মাধ্যমে বিধি বহির্ভূত তদবির বা অযাচিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটানো অব্যাহত রেখেছেন; যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২০ ও বিধি ৩০ এর সুস্পষ্ট লংঘন এবং অসদাচরণের শামিল। এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারি স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়াসহ মারাত্মক প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

এক্ষণে, খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিধি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকার জন্য পুনঃনির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কঠোর শাস্তিমূলক/প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫-৮-২০২০
সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৮.০০১.১৮.৪৭ তারিখ : ১২-০১-২০২০ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৬-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৫৯০ নং, ২৭-০৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৩৪৭ নং, ০১-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৮৯৩ নং ও ১১-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ১৪৫৬ নং আদেশসমূহের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাদের স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে নিজ নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করে খাদ্য অধিদপ্তরে আসা/যাওয়া না করা এবং বিধি বহির্ভূত তদবির বা অযাচিত হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত থাকার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত নির্দেশ অমান্য করে কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ/বিভিন্ন মাধ্যমে বিধি বহির্ভূত তদবির বা অযাচিত হস্তক্ষেপ করানো হচ্ছে; যা সম্পূর্ণরূপে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর পরিপন্থী ও অসদাচরণের সামিল।

এক্ষণে, খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উপরোক্ত বিধি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকার জন্য পুনরায় নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কঠোর শাস্তিমূলক/প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৮.০০১.১৮ তারিখ : ১১-০৯-২০১৯ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর শৃংখলা বহির্ভূত নিম্নোক্ত আচরণ/কর্মকান্ড যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয়েছে;

(ক) বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করে খাদ্যভবনে তদবীরের জন্য ঘোরাঘোরি এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মূল্যবান সময় অপচয় ঘটানোসহ দাপ্তরিক কর্মপরিবেশ বিনষ্ট করা।

(খ) দাপ্তরিক নথিপত্রের গোপনীয়তা ও তথ্য পাচার করা।

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ব্যতীত শৃংখলা পরিপন্থীভাবে সরাসরি মন্ত্রী/সচিব/মহাপরিচালক/পরিচালক বরাবরে বিভিন্ন ধরনের আবেদন ও চিঠিপত্র প্রেরণ।

(ঘ) সরকারি কর্মচারীর আচরণ বিধিমালা ভঙ্গ করে বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে তদবীর ও চাপ প্রয়োগ।

(ঙ) বদলী, পদায়ন ইত্যাদি সুবিধা আদায়ের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূয়া/জাল স্বাক্ষরযুক্ত সুপারিশপত্র/ডি,ও, পত্র অধিদপ্তরে প্রেরণ।

২। চাকুরীর সুনিয়ম ও শৃংখলা বহির্ভূত উক্তরূপ আচরণ/কর্মকাণ্ড থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৮.০০১.১৮(অংশ-২).১০৫০ তারিখ : ২০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকরি ক্ষেত্রে সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্ত বিভিন্ন পত্র/বদলির আবেদনসমূহে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ/মাননীয় সংসদ সদস্য/বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণের নিকট থেকে সুপারিশ গ্রহণপূর্বক দাখিল করা হয়

২। অন্যদিকে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২০ এ উল্লেখ রয়েছে যে, "সরকারী কর্মচারী কোন বিষয়ে তাঁহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোন অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সংসদ সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারী ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে পারিবেন না"।

৩। বিধি ৩০ এ উল্লেখ রয়েছে যে, "সরকারী কর্মচারী তাঁহার চাকরি সংক্রান্ত কোন দাবীর সমর্থনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার বা কোন সরকারী কর্মচারীর উপর কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন বহির্প্রভাব খাটাইতে পারিবেন না"।

৪। বিধি ৩০ (সি) তে বলা হয়েছে "সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিলের জন্য অনুচিত প্রভাব বা চাপ প্রয়োগ করিতে পারিবেন না"।

৫। সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ৩২ অনুযায়ী এ বিধিমালার যে কোন বিধান লংঘন করা হলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় অসদাচরণ বলে গণ্য হবে এবং তিনি 'সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর আওতায় অসদাচরণের দায়ে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচিত হবেন।

এমতাবস্থায়, অত্র অধিদপ্তরাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বর্ণিত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে এর ব্যত্যয় হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬(অংশ-১).১৮৯৩ তারিখ : ০১-১১-২০১৮ খ্রিঃ

<u>পরিপত্র</u>

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে তদবীর করার প্রবণতা আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে। যা সুস্পষ্টতই সরকারি চাকরির আচরণ বিধির পরিপন্থী এবং তা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধান মোতাবেক অসদাচরণের শামিল। এ প্রেক্ষিতে তদবীর করা হতে বিরত থাকার জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.১৮.২৭৮ তারিখ : ৬ শ্রাবণ ১৪২৭ / ২১ জুলাই ২০২০

বিষয় : সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার।

সূত্র : ১। প্রশাসন বিভাগের ০৪-০৯-২০১৭ তারিখের ১৬৫৪ নং; ও ১১-০৯-২০১৭ তারিখের ১৬৯৮ নং স্মারক এবং
২। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের মত প্রকাশের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮-১০-২০১৫ তারিখের ৪১৬ নং স্মারকে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সৃজিত অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

"মাঠ পর্যায়ের কোন কোন কর্মকর্তা ফেসবুকে একান্ত ব্যক্তিগত এবং কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিষয় শেয়ার করেছেন। প্রশাসনের ভাবমূর্তি সঙ্গে এসব বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদ্ভাবনমূলক, সরকারি কাজের ইতিবাচক দিক যা অন্যকে উদ্বুদ্ধ করবে এমন বিষয় ফেসবুকে শেয়ার করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক।"

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় প্রদানের জন্য সকলকে সূত্রস্থ ১ নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অন্যথায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে পত্র জারি করা হয়।

এছাড়া, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ৩০-১০-২০১৬ তারিখের ১১৭ নং স্মারকে ফেসবুক পেজ তৈরী, ফেসবুক পেজে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ, ওয়েব পোর্টাল/তথ্য বাতায়নের সাথে সংযোগ এবং নিয়মিত সেবা কার্যক্রম ফেসবুক পেজ এ আপলোড করাসহ ওয়েব পোর্টাল/তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকলকে অনুরোধ করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার খসড়া নির্দেশিকা ২০১৬ প্রস্তুত করা হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ৩০-১০-২০১৬ তারিখের ১১৭ নং স্মারক ও এতদসংক্রান্ত খসড়া নির্দেশনা ২০১৬ অনুসরণসহ সরকারি ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সূত্রস্থ ২ নং স্মারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ইতোমধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ) প্রণয়ন করা হয়েছে।

এক্ষণে, অত্র দপ্তরের ১ ও ২ নং স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে ও এতদসংক্রান্ত খসড়া নির্দেশিকা ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ) অনুসরণসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯

(পরিমার্জিত সংস্করণ)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯

১. ভূমিকা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের এ প্রবণতা লক্ষণীয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিক সেবা প্রদানে সমস্যা পর্যালোচনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা এবং সর্বোপরি জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। অপরদিকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের অসত্য তথ্য প্রকাশ করে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ২০১৬ সালে জারিকৃত নির্দেশিকাটি পরিমার্জনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নির্দেশিকাটির পরিমার্জিত সংস্করণ 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়।

২. সংজ্ঞা:

(ক) **'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম'** অর্থ কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে তথ্য-উপাত্ত (টেক্সট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি) আদান-প্রদানের একটি প্লাটফরম।

(খ) **'সরকারি প্রতিষ্ঠান'** অর্থ কোনো আইন, বিধি বা সরকারি আদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা অথবা সরকারের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ।

(গ) **'ডিজিটাল ডিভাইস'** অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস্ ব্যবহার করে যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রকিয়াকরণ, সঞ্চিতি, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. নির্দেশিকা জারির উদ্দেশ্য ও অধিক্ষেত্র:

৩.১ উদ্দেশ্য:

ক. সরকারি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

খ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীগণের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করা; এবং

গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

৩.২ অধিক্ষেত্র:

এ নির্দেশিকাটি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, কমিশন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানী, মাঠ পর্যায়ের অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্থাপনা এবং গণকর্মচারীগণ কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪. সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম নির্বাচন:

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে, যেমন: ব্লগ, মাইক্রোব্লগস, ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, স্কাইপ, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, সিগন্যাল, ইউটিউব, উইচ্যাট, ইনস্টাগ্রাম, ম্যাসেঞ্জার, ইমু, ইত্যাদি। অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগের এই সকল মাধ্যমের অধিকাংশই ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত। অনেকক্ষেত্রে একজন ব্যবহারকারী একাধিক মাধ্যমও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া কোনো কোনো মাধ্যমের মধ্যে পারস্পারিক সংযোগ বা সমন্বয়ের

সুবিধাও রয়েছে। এসব যোগাযোগ মাধ্যম তথা প্লাটফরমের ভিন্নতা অনুযায়ী এগুলোর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা, অভীষ্ঠগোষ্ঠী, ব্যবহারের শর্তাবলি, তথ্যের গোপনীয়তা ইত্যাদিরও ভিন্নতা রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি ও কর্মকৌশল, অভীষ্টগোষ্ঠী ও অংশীজন, পদ্ধতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের নিয়ম ও শর্তাবলি পর্যালোচনা করে উপযুক্ত এক বা একাধিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন করা যেতে পারে।

৫. সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারঃ

নিম্নবর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে;

ক. নেটওয়ার্কিং ও মতবিনিময় (অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ);

খ. নাগরিক সেবা প্রদানে সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধান;

গ. জনসচেতনতা ও প্রচারণা;

ঘ. নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন;

ঙ. নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ:

চ. জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; এবং

ছ. নাগরিক সেবা প্রদানের নতুন মাধ্যম ইত্যাদি।

৬. অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা:

৬.১ দাপ্তরিক অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা:

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করবে:

ক. দপ্তরের একাউন্ট বা পেজের ব্যানারে ব্যক্তি বা পদবির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের নামে হবে। তবে, একাউন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সিস্টেমে ব্যক্তির নাম প্রদান করা অপরিহার্য হলে ব্যক্তির নামের পাশাপাশি মূল পেজের ব্যানারে প্রতিষ্ঠানের নাম ও লোগো থাকতে হবে।

খ. মূল পেজের ব্যানারে অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে উক্ত মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, অভীষ্টগোষ্ঠী (অভিয়েন্স) ও ব্যবহারকারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে।

গ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা ৩/৫ সদস্যের একটি টিম উক্ত ইউজার অ্যাকাউন্টের এডমিন বা মডারেটর বা কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

ঘ. দাপ্তরিক পেইজের ব্যানার বা প্রোফাইল পিকচারে কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ছবি ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ. একাউন্টের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। এবং এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে তা, সময়ে সময়ে পরিবর্তন করতে হবে।

চ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিবেচনায় এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের আলোকে এর কন্টেন্ট প্রদর্শন, মন্তব্য/মতামত জ্ঞাপন, সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি, প্রবেশাধিকার, প্রাইভেসি ইত্যাদি বিষয়ের সেটিংস সংশ্লিষ্ট এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন করা হবে।

ছ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে প্লাটফরম ব্যবহার করা হবে তার নিয়ম ও শর্তাবলি অবশ্যই পালন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এর জন্য কোনো অনভিপ্রেত অবস্থার সম্মুখীন হতে না হয়।

জ. সোশ্যাল মিডিয়া পেজকে দাপ্তরিক নিজস্ব ওয়েবসাইটের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে। তবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে দাপ্তরিক ওয়েবসাইটের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

ঝ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System)-এর সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

ঞ. দাপ্তরিক যোগাযোগের সময় চিঠিপত্রসহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেটার হেড-এ প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক ঠিকানার সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত ওয়েব ঠিকানার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিজস্ব ঠিকানাটিও ব্যবহার করতে হবে।

৬.২ ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত একাউন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে:-

ক. ব্যক্তিগত একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল নাগরিকসুলভ আচরণ ও অনুশাসন মেনে চলতে হবে;

খ. কন্টেন্ট ও 'ফেন্ড' সিলেকশনে সতর্কতা অবলম্বন এবং অপ্রয়োজনীয় ট্যাগ, রেফারেন্স বা শেয়ার করা পরিহার করতে হবে;

গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার বা নিজ একাউন্টের ক্ষতিকারক কন্টেন্ট-এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন। এবং সে জন্য প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে; এবং

ঘ. একাউন্টের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে তা' নিয়মিত পরিবর্তন করতে হবে।

৭. সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপনা:–

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদেয়/প্রদত্ত বিষয়বস্তু অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে;

ক. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিতব্য টেক্সট, ফটো, অডিও, ভিডিও, ইত্যাদি গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচন ও বাছাই করতে হবে। কর্তৃপক্ষ বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্লাটফরমে তা' প্রকাশের অনুমতি প্রদান করবেন;

খ. নিজস্ব পোস্টে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে;

গ. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়াদি-সংশ্লিষ্ট কোনো কন্টেন্ট (টেক্সট, ফটো, অডিও, ও ভিডিও ইত্যাদি) দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ক্রমেই পোষ্ট, আপলোড বা শেয়ার করা যাবে না;

ঘ. সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো পোষ্ট আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

ঙ. গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্টসমূহের আর্কাইভিং, পুনঃপ্রদর্শন, ও শেয়ারিং উৎসাহিত করতে হবে।

৮. হালনাগাদকরণ ও সাড়া প্রদান:

ক. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্তৃপক্ষ নিয়মিত নিজ সাইট হালনাগাদ/সাড়া (response) প্রদান করবেন;

খ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্থাপিত সমস্যা, মন্তব্য বা প্রশ্নের বিষয়ে সাড়া প্রদান করবেন; এবং

ঘ. জনপ্রশাসনে নাগরিক-সম্পৃক্তি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণ বা অংশীজন কর্তৃক পোস্ট প্রদানকে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক কর্তৃক পোস্টকৃত বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা ও সাড়া প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সরকারি আইন ও বিধি-বিধানের প্রযোজ্যতা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

১০. **পরিহারযোগ্য বিষয়াদি:**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করা যাবে না:

ক. জাতীয় ঐক্য ও চেতনার পরিপন্থী কোনো রকম তথ্য-উপাত্ত;

খ. কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন বা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিপন্থী কোনো তথ্য-উপাত্ত;

গ. রাজনৈতিক মতাদর্শ বা আলোচনা-সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য-উপাত্ত;

ঘ. বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, বা সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক বা হেয় প্রতিপন্নমূলক তথ্য-উপাত্ত;

ঙ. কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করে এমন তথ্য-উপাত্ত;

চ. লিঙ্গ বৈষম্য বা এ সংক্রান্ত বিতর্কমূলক কোনো তথ্য-উপাত্ত;

ছ. জনমনে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো বিষয়, লেখা, অডিও বা ভিডিও ইত্যাদি।

জ. আত্ম-প্রচারণামূলক কোনো পোস্ট; এবং

ঝ. ভিত্তিহীন, অসত্য ও অশ্লীল তথ্য প্রচার।

১১. **পরিবীক্ষণ:**

ক. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।

খ. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার-সংক্রান্ত সচেতনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও করণীয় নির্ধারণ করবে।

১২. **স্পষ্টীকরণ:**

এ নির্দেশিকা অনুসরণে কোনো সমস্যা বা কোনো অনুচ্ছেদের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট-এর নজরে আনয়ন করা যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২২৭৩ তারিখ : ২৯-১১-২০১৭ খ্রিঃ

পরিপত্র

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তাদের নিজস্ব দায়িত্বের অতিরিক্ত দাপ্তরিক দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ জারি করতে বলা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২২৭৪ তারিখ : ২৯-১১-২০১৭খ্রিঃ

পরিপত্র

খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সংস্থাপনায় কর্মরত/কর্মচারীদেরকে ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

আদেশ

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২০৭২(১১০) তারিখ : ০৪-১২-২০১৮ খ্রিঃ

অত্র দপ্তরের ০৬/০৪/২০১৭ তারিখের ৫৯০ নং স্মারকে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনা অনুমতিতে নিজ নিজ কার্যালয় ত্যাগ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে অত্র দপ্তরের ২৭/০৭/২০১৭ তারিখের ১৩৪৭ নং স্মারকে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীগণ যাতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করে খাদ্য ভবনে আসা যাওয়া না করেন সে বিষয়ে অত্র কার্যালয়ের ০৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৫৯০ নং স্মারক যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তবে নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে বলে প্রতিয়মান হয়না।

এক্ষণে, উল্লিখিত আদেশ দুটির অনুবৃত্তিক্রমে খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তাদের স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ নিজ কার্যালয় ত্যাগ করে খাদ্য ভবনে আসা যাওয়া না করার এবং উল্লিখিত আদেশ দুটি যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে এবং তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

প্রশাসন বিভাগ

১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.০৪(অংশ-১).১৬৫৪(৬১০) তারিখঃ ০৪/০৯/২০১৭খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় : ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা।

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন সরকারি কর্মকর্তার অবাধে ও কর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে যথেচ্ছ আচরণ করার সুযোগ নাই। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮/১০/২০১৫ তারিখের ৪১৬ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত একাউন্টে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার পরিচয় প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

“মাঠ পর্যায়ের কোন কোন কর্মকর্তা ফেসবুকে একান্ত ব্যক্তিগত এবং কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিষয় শেয়ার করেছেন। প্রশাসনের ভাবমূর্তির সংগে এসব বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদ্ভাবনমূলক, সরকারি কাজের ইতিবাচক দিক যা অন্যকে উদ্বুদ্ধ করবে এমন বিষয় ফেসবুকে শেয়ার করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক।”

২। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সরকারি কর্মচারীবৃন্দ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যক্তিগত একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছেন না; অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা হচ্ছে। অনেকে সরকারের সঙ্গে জনগণের কিংবা কোন শ্রেণি বিশেষের সম্পর্ককে বিবৃত করে এমন সব মতামত বিভিন্নভাবে (কমেন্ট, লাইক, শেয়ার) প্রকাশ করছেন। অথচ এ ধরনের কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ৩০ এর সুস্পষ্ট লংঘন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫৭ মোতাবেক অপরাধ হিসেবে গণ্য।

৩। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার খসড়া নির্দেশিকা, ২০১৬ এর ৫(ট) (ঈ) অনুচ্ছেদে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার বা নিজ অ্যাকাউন্টের ক্ষতিকারক কমেন্টের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ি হবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন বা বিধি-বিধানের সম্মুখীন হবেন মর্মে বলা হয়েছে।

৪। এমতাবস্থায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। অন্যথায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ বদরুল হাসান

মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.০৪(অংশ-১).১৬৯৮(১১০) তারিখঃ ১১/০৯/২০১৭খ্রিঃ

বিষয় : সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার।

সূত্রঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ৩০/১০/২০১৬ তারিখের ১১৭ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থিত স্মারকে ফেসবুক পেজ তৈরী, ফেসবুক পেজে প্রাপ্ত অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ, ওয়েব পোর্টাল/তথ্য বাতায়নের সাথে সংযোগ এবং নিয়মিত সেবা কার্যক্রম ফেসবুক পেজ-এ আপলোড করাসহ ওয়েব পোর্টাল/তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকলকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তার তেমন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার খসড়া নির্দেশিকা, ২০১৬ প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা মোতাবেক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচলিত কোন প্লাটফরম ব্যবহার করার লক্ষ্যে দাপ্তরিক একাউন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় অনুসরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, সূত্রস্থ স্মারক ও এতদসংক্রান্ত খসড়া নির্দেশনা, ২০১৬ অনুসরণসহ সরকারি ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ৫ (পাঁচ) পাতা।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৭.০০১.১৬.১৮৪৭ তারিখঃ ০৯/১০/২০১৭খ্রিঃ

বিষয় ঃ উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শন ছক।

সূত্র ঃ ১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৬/০৯/২০১৭ তারিখের ২১০নং স্মারক।
২। খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর ১৪/০৯/২০১৭ তারিখের ২৯৭ নং স্মারক।
৩। খাদ্য অধিদপ্তরের গত ১৭/০৮/২০১৭ তারিখের মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত।
৪। খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের ৩১/০৭/২০১৭ তারিখের ১৪১ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি ও অনিয়ম যাতে সংঘটিত না হয় সে জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে উপর্যুক্ত কৌশল গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা রয়েছে। সে মতে সূত্রস্থ ৩ ও ৪ নং স্মারকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম যেন কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্য একটি ছক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ছক মোতাবেক নিয়মিতভাবে স্থানীয় গুদাম পরিদর্শন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। কর্তৃপক্ষ তার সমন্বিত সারসংক্ষেপ মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

সংযুক্ত ঃ ছক ৪ পাতা।

এ. কে. এম. ফজলুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন)।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শন ছক

এলএসডি/সিএসডি'র নাম ঃ.. পরিদর্শনের তারিখ ঃ................................

(ক) খাদ্যশস্যের মজুত (পরিদর্শনের তারিখে)

পণ্য	খামালকার্ড সূত্রে মজুত (মে. টন)	গুদাম লেজার সূত্রে মজুত (মে. টন)	বাস্তব পরিদর্শনে (বস্তা গণনায়) প্রাপ্ত মজুত (মে. টন)	গুণগত মান ও মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)				
২। চাল (আতপ)				
৩। গম				
৪। ধান				

(খ) অন্যান্য মজুত (পরিদর্শনের তারিখে)

৫.১। খালিবস্তা (৫০ কেজি ব্যবহারযোগ্য)				
৫.২। খালিবস্তা (৫০ কেজি ব্যবহার অযোগ্য)				
৫.৩। খালিবস্তা (৩০ কেজি ব্যবহারযোগ্য)				
৫.৪। খালিবস্তা (৩০ কেজি ব্যবহার অযোগ্য)				
৬.১। কীটনাশক (তরল)				
৬.২। কীটনাশক (ট্যাবলেট)				
৭.১। ত্রিপল (ভালো)				
৭.২। ত্রিপল (অকেজো)				
৮.১। জিপি সীট (ভালো)				
৮.২। জিপি সীট (অকেজো)				

গ. সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যাদি (পরিদর্শনের তারিখে)

পণ্য	পরিমাণ (ম.টন)	গল সূত্রে মোট সংগ্রহ (মে.ট)	সংগ্রহের অবশিষ্ট (মে.টন)	বিনির্দেশ সংক্রান্ত মতামত ও মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)				
২। চাল (আতপ)				
৩। ধান				
৪। গম				

ঘ. মালামাল প্রেরণের তথ্য ঃ

পণ্য	চলমান চলাচল সূচি নং তাং ও পরিমাণ (মে.টন)	সূচির বিপরীতে ইনভয়েস সূত্রে প্রেরণের পরিমাণ (মে.টন)	খামাল কার্ডসূত্রে প্রেরণের পরিমাণ (মে.টন)	গল সুত্রে প্রেরণের পরিমাণ (মে.টন)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে প্রেরিত সাপ্তাহিক প্রেরণ বিবরণী সূত্রে প্রেরণের পরিমাণ (মে.টন)	মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)						
২। চাল (আতপ)						
৩। গম						
৪। খালিবস্তা						

(২) মালামাল প্রাপ্তির তথ্য ঃ

পণ্য	চলমান চলাচল সূচি নং তাং ও পরিমাণ (মে.টন)	সূচির বিপরীতে ইনভয়েস সূত্রে প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন)	খামাল কার্ডসূত্রে প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন)	গল সূত্রে প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে প্রেরিত সাপ্তাহিক প্রাপ্তি বিবরী সূত্রে পরিমাণ (মে.টন)	মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)						
২। চাল (আতপ)						
৩। গম						
৪। খালিবস্তা						

(ঙ) বিলি-বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

পণ্য	চলমান নির্দিষ্ট চাহিদাপত্র/বরাদ্দপত্র নং তাং ও পরিমাণ (মে.টন)	ডিও নং ও পরিমাণ (মে.টন)	খামাল কার্ড সূত্রে বিলি-বিতরণ (মে.টন)	গল সূত্রে বিলি-বিতরণ (মে.টন)	মন্তব্য
১। চাল (সিদ্ধ)					
২। চাল (আতপ)					
৩। গম					
৪। ধান					

(চ) অভ্যন্তরীণ ও বাণিজ্যিক অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

অডিট কর্তৃপক্ষ	অনিস্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	আপত্তির জবাব প্রদানের সংখ্যা	জবাব প্রদানের বাকি	মন্তব্য
অভ্যন্তরীণ				
বাণিজ্যিক				

(ছ) অন্যান্য তথ্যাদি ঃ (চেকলিস্ট)

চেক লিস্ট	মতামত
(১) পূর্ববর্তী পরিদর্শনে প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ দূরীভূত হয়েছে/নির্দেশসমূহ প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা	
(২) গুদাম ঘাটতি, পরিবহন ঘাটতি অবলোপন যথাসময়ে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা	
(৩) গুদাম/বাস ভবন/ রাস্তা/অবকাঠামো/ নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত মতামত	
(৪) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ	
(৫) ফাইল/রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনা	
(৬) টোকেন মানি, স্থায়ী সম্পদের তথ্য	
(৭) গুদামের ভূমি উন্নয়ন ও পৌরকর হালনাগাদ/পরিশোধ হয়েছে কিনা	
(৮) গুদামের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের তথ্য	
(৯) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বাস্তবে খামাল যাচাই করে গল এ স্বাক্ষর করেছেন কিনা	
(১০) ইস্যুকৃত ডিও এর খাদ্যশস্য সাথে সাথে সরবরাহ করা হয় কিনা	
(১১) মাসের শেষ সপ্তাহের মজুত, প্রাপ্তি ও প্রেরণ বিবরণী (মাসিক বিবরণী) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক যাচাই করে প্রতিস্বাক্ষর করা হয় কিনা	
(১২) গত মাসে এবং এ মাসে কোন কোন কর্মকর্তা পরিদর্শন (ছক অনুযায়ী) করছেন	
(১৩) অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য/পর্যবেক্ষণ	

সিএসডি/এলএসডি এর জারি নং- তারিখ- পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ

অনুলিপি নামঃ

পদবিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৭.০০১.১৬.১৮৩৫ (৬৫০) তারিখ : ০৫/১০/২০১৭খ্রিঃ

বিষয় ঃ এলএসডি/সিএসডিতে ইস্যুকৃত ডিও এর খাদ্যশস্য সাথে সাথে সরবরাহকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলএসডি/সিএসডিতে প্রাপ্ত ডিও এর বিপরীতে এলইউএ ইস্যু করার সাথে সাথে খাদ্যশস্য খামাল থেকে নামিয়ে শতভাগ ওজনে টালি করে ডিওহোল্ডারকে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিওহোল্ডারের উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য গুদাম থেকে বের করে তার পরিবহন যানে বোঝাই করতে হবে। উক্ত খাদ্যশস্য গুদামে মজুদ রাখা যাবে না।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

এ. কে. এম. ফজলুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪(অংশ-৩) ১৮১৮(৭) তারিখ : ০২/১০/২০১৭খ্রিঃ

বিষয় : মাঠ পর্যায় হতে প্রেরিত জাতীয় মাসিক মজুত সরেজমিনে যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র ঃ ১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৬/০৯/২০১৭ তারিখের ২১০ নং স্মারক।
২। খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর ১৪/০৯/২০১৭ তারিখের ২৯৭ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের গত ১১/০৯/২০১৭ তারিখের মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মাসের শেষ সপ্তাহের মজুত প্রাপ্তি/প্রেরণ বিবরণী (মাসিক বিবরণী) এবং মাসিক মজুত প্রতিবেদন স্ব স্ব উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সরেজমিনে যাচাইপূর্বক প্রতিস্বাক্ষর করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসে প্রেরণ করবেন।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

আদেশ

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.১৩৪৭(১১০) **তারিখ : ২৬-০৭-২০১৭ খ্রি.**

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীগণ যাতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করে খাদ্য ভবনে আসা যাওয়া না করেন সে বিষয়ে অত্র কার্যালয়ের ০৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৫৭০ নং স্মারক যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে। অন্যথায় বিনানুমতিতে কেহ খাদ্য অধিদপ্তরে আসলে তার এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

এ. কে. এম. ফজলুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.৬৫৯ তারিখ : ০৮/০৪/২০১৮খ্রিঃ

পরিপত্র

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সরকারি জায়গায় কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে বা কোন স্থাপনার অংশবিশেষ বর্ধিত করতে হলে আবশ্যিকভাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

আদেশ

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০১.০৪(অংশ-১)-৫৯০(১০০) **তারিখ : ০৬-০৪-২০১৭ খ্রি.**

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাঝে মধ্যে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করে খাদ্য ভবনে ঘোরাফেরা করেন। ফলে দাপ্তরিক কাজ কর্মের শ্রমঘণ্টা কমে যায়। এতে করে মাঠ পর্যায়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এটা সরকারি বিধি-বিধানের পরিপন্থি। এ অবস্থা আদৌ কাম্য নয়।

এ জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিনা অনুমতিতে নিজ নিজ কার্যালয় ত্যাগ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

পরিপত্র

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬(অংশ-১).৪৫৩ তারিখ : ০৭/০৩/২০১৮

সচিবালয়ের নির্দেশমালা ২০১৪ এ নথিসমূহ শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও পুরাতন নতিসমূহ নিষ্পত্তির নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক নিম্মোক্তভাবে স্ব স্ব দপ্তরের নথিসমূহ শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও পুরাতন নথিসমূহ নিষ্পত্তিপূর্বক অত্র দপ্তরকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১। নথিসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রেকর্ডপত্র/নথিপত্রের শ্রেণিবিন্যাসকরণ:

(১) ‘ক’ শ্রেণির রেকর্ড : স্থায়ীমূল্যের অত্যাবশ্যকীয় নথিগুলোর শ্রেণিভুক্তকরণ।

(২) ‘খ’ শ্রেণির রেকর্ড : ইহা অর্ধস্থায়ী রেকর্ড। ১০ বছরের অথবা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য এই নথিসমূহ রক্ষিত হবে।

(৩) ‘গ’ শ্রেণির রেকর্ড : ইহা সাধারণ ধরনের রেকর্ড। এই রেকর্ডপত্র সমূহ ৩ হতে ৫ বছরের কালের জন্য নথি সংরক্ষিত হবে।

(৪) ‘ঘ’ শ্রেণির রুটিন রেকর্ড : ১ বছর কালের জন্য এই রেকর্ড সংরক্ষিত হবে।

২। নথিসমূহের নিবন্ধন বহি পর্যালোচনায় বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ।

৩। যে সকল নথিপত্র কোন সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর করিতে হইবে সে সকল নথির তালিকা প্রস্তুতকরণ।

৪। যে সকল নথি ব্যবহারের জন্য আর প্রয়োজন হবে না। সে সকল নথির তালিকা প্রস্তুতকরণ।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬(অংশ-১).৩১৭(১৭) তারিখ : ১৯/০২/২০১৮

বিষয়: **ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারি করা প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ অত্র দপ্তরের ২৯/১১/২০১৭ তারিখের ২২৭৪ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানে যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ স্মারকে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল স্থাপনায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাদ্য ভবনের সকল বিভাগে আশংকাজনক হারে ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারির পরিমাণ কমে গেছে। এক্ষণে, খাদ্য ভবনের সকল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আবশ্যিকভাবে ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.৪০০ তারিখ : ২৭/০২/২০১৮

পরিপত্র

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আহরণ ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের পদবি সঠিকভাবে উল্লেখ করেন না। এক্ষণে, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে সরকারি দাপ্তরিক কাজে/পত্রসমূহে বিধিসম্মতভাবে ও সঠিকভাবে তাদের পদবি ও কর্মস্থল উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। এছাড়া পত্রালাপের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় অনুলিপি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না দিয়ে পত্রের গুরুত্ব বিবেচনা করে তা প্রেরণ করার জন্যও নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২৩৭৪ তারিখ : ২০/১২/২০১৭

পরিপত্র

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সংস্থাপনা হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত সকল পত্র/প্রতিবেদন নিকশ ফন্ট ইউনিকোডে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২৩৭৩ তারিখ : ২০/১২/২০১৭

পরিপত্র

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায় হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বিনা ব্যর্থতায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা/বিলম্ব/গাফিলতির জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

প্রশাসন বিভাগ

১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২২৭৫ তারিখ : ২৯/১১/২০১৭

<u>পরিপত্র</u>

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সংস্থাপনা হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত সকল পত্র/প্রতিবেদন দপ্তর প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরপূর্বক পত্র প্রেরণ করতে হবে। দপ্তর প্রধানের পক্ষে স্বাক্ষর করে পত্র/প্রতিবেদন অধিদপ্তরে প্রেরণ না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান

মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২৩৭৬ তারিখ : ২০/১২/২০১৭

পরিপত্র

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সংস্থাপনা হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় অনাপত্তি ফরম (NOC) পাসপোর্ট ইস্যুর আবেদন/বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটির আবেদন প্রেরণ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা এবং গুরুতর সরকারি দায়দেনা/আর্থিক অনিয়ম আছে কিনা তা উল্লেখপূর্বক মতামতসহ অগ্রগামী করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২০৯৮ তারিখ : ০৬/১২/২০১৮

পরিপত্র

খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সংস্থাপনায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও পত্র জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র কার্যালয়ের ২৯/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ২২৭৪ নং স্মারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। এক্ষণে, উক্ত পত্রের অনুবৃত্তিক্রমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ই-ফাইলে পত্র উপস্থাপন ও পত্র জারির পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.১৮.০০১.১৮.২১৭০ তারিখ : ২০/১২/২০১৮

পরিপত্র

খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বদলি নীতিমালা অনুযায়ী একই কর্মস্থলে কার্যকাল কমপক্ষে ০২(দুই) বছর না হলে সাধারণত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্যত্র বদলি করা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ে বদলি নীতিমালাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে একই কর্মস্থলে কার্যকাল ০২ (দুই) বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বদলি করা হচ্ছে। এক্ষণে, প্রশাসনিক কারণ ছাড়া কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর একই কর্মস্থলে কার্যকাল কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর না হলে তাকে অন্যত্র বদলি না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়াই ব্যাপক হারে সংযুক্তি প্রদান করা হচ্ছে। এতে দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন ঘটে। সকল ক্ষেত্রে সংযুক্তি নিরুৎসাহিত করা হলো। প্রশাসনিক প্রয়োজনে/কারণে সংযুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তার (অফিস প্রধান) অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০১.৯৬.২৩৭৫ তারিখ : ২০/১২/২০১৭

পরিপত্র

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল স্থাপনা হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরিত সকল চিঠিপত্র/সকল ধরনের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অগ্রগামী করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। বদলির আবেদন প্রেরণ করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর চাকরি বিবরণীসহ প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

প্রশাসন বিভাগ

১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩৪.৩২.০১৫.১৫.৬৯৯(৪) তারিখ : ২১/০৫/২০১৭

প্রাপক ঃ ১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।

২। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (সকল).............................।

৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)........................।

৪। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)....................।

বিষয় ঃ **খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত সকল গ্রেডের কর্মচারীর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরের ক্ষমতার পুনঃ উপ-হস্তান্তর আদেশ প্রসঙ্গে।**

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৬/২০০৫ তারিখের ২৬২ নং স্মারকে প্রদত্ত ক্ষমতা খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৬/০২/২০০৭ তারিখের ১৫০ নং স্মারক, ০৪/১০/২০০৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারক ও পিপিটি শাখার ০৭/০৩/২০১৬ তারিখের ৩৪৯ নং স্মারকাদেশের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতাবলে উপ-হস্তান্তর করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০১৫ তারিখের ৫৯২ নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশনা ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২/০৮/২০১৪ তারিখের ৩২৮ নং স্মারকের আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মডেল অনুসরণপূর্বক আর্থিক ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে পুনঃ উপ-হস্তান্তর করা হলো:

ক্রঃ নং	কর্মচারীর ধরন	অগ্রিমের ধরন	মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ
১.	স্বীয় ব্যতিত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৩য় থেকে ৪র্থ গ্রেডের কর্মচারী।	১ম, ২য়, ৩য় অগ্রিম, অফেরতযোগ্য অগ্রিম ও চূড়ান্ত উত্তোলন	মহাপরিচালক
২.	স্বীয় ব্যতিত খাদ্য ভবনসহ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের ৫ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মচারী।	চূড়ান্ত উত্তোলন	মহাপরিচালক
		১ম, ২য়, ৩য় অগ্রিম ও অফেরতযোগ্য অগ্রিম	পরিচালক (প্রশাসন)
৩.	খাদ্য অধিদপ্তরে (খাদ্য ভবন) কর্মরত ৫ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী	চূড়ান্ত উত্তোলন	মহাপরিচালক
		১ম, ২য়, ৩য় অগ্রিম ও অফেরতযোগ্য অগ্রিম	পরিচালক (প্রশাসন)
৪.	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক/প্রধান মিলার/সাইলো অধীক্ষক এর দপ্তরের কর্মরত ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী	১ম, ২য়, ৩য় অগ্রিম ও অফেরতযোগ্য অগ্রিম ও চূড়ান্ত উত্তোলন।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক/প্রধান মিলার/ সাইলো অধীক্ষক
৫.	দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা/দপ্তরের আওতাধীন দপ্তরসমূহের ১০ম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী	১ম, ২য়, ৩য় অগ্রিম ও অফেরতযোগ্য অগ্রিম ও চূড়ান্ত উত্তোলন।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক
৬.	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী	পূর্বে গৃহীত একটি মাত্র অগ্রিম আদায় ০১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিত।	মহাপরিচালক

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে তাহাদের সংস্থাপনের নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুনঃ উপ-হস্তান্তরিত আর্থিক ক্ষমতাসমূহ সকল বিধি-বিধান পালনপূর্বক প্রয়োগ করবেন।

৩। উক্ত আদেশ জারির তারিখ হতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৬/০২/২০০৭ তারিখের ১৫০নং স্মারক, ০৪/১০/২০০৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারক ও পিপিটি শাখার ০৭/০৩/২০১৬ তারিখের ৩৪৯ নং স্মারকাদেশটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। উক্ত আদেশটি জারির তারিখ হতে অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

মোঃ বদরুল হাসান
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

প্রশাসন বিভাগ

১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩৪.৩২.০১৫.১৫.৩৪৯ তারিখ : ০৭/০৩/২০১৬

প্রাপক : ১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
২। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (সকল)............................।
৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)........................।
৪। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)....................।

বিষয় : খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরের ক্ষমতার পুনঃ উপ-হস্তান্তর আদেশ প্রসঙ্গে।

খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৬/২০০৫ তারিখের ২৬২ নং স্মারকে প্রদত্ত ক্ষমতা খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৬/০২/২০০৭ তারিখের ১৫০ নং স্মারক ও ০৪/১০/২০০৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারকাদেশের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতাবলে উপ-হস্তান্তর করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৯/১২/২০১৫ তারিখের ৫৯২ নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশনা ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২/০৮/২০১৪ তারিখের ৩২৮ নং স্মারকের আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মডেল অনুসরণপূর্বক আর্থিক ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে পুনঃ উপ-হস্তান্তর করা হলো :

ক্রঃ নং	অগ্রিমের ধরন	মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	
		৪৮ কিস্তি	৩৬ কিস্তি
১.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ১ম, ২য় ও ৩য় অগ্রিম	পরিচালক প্রশাসন	
২.	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক/প্রধান মিলার/সাইলো অধীক্ষক এর দপ্তরের কর্মরত ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ১ম, ২য়, ৩য় অগ্রিম	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক/প্রধান মিলার/সাইলো অধীক্ষক	
৩.	মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ১ম, ২য় ও ৩য় অগ্রিম	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/ ব্যবস্থাপক
৪.	খাদ্য অধিদপ্তরের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ১ম, ২য় ও ৩য় অগ্রিম	পরিচালক প্রশাসন	অতিরিক্ত পরিচালক প্রশাসন
৫.	সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বয়স ৫২ বৎসর পূর্তিতে প্রাপ্য অফেরতযোগ্য অগ্রিম	পরিচালক প্রশাসন	
৬.	পূর্বে গৃহীত ১টি মাত্র অগ্রিম আদায় ১ বৎসরের জন্য স্থগিত	পরিচালক প্রশাসন	

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে তাহাদের সংস্থাপনের নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুনঃ উপ-হস্তান্তরিত আর্থিক ক্ষমতাসমূহ সকল বিধিবিধান পালনপূর্বক প্রয়োগ করবেন।

৩। উক্ত আদেশ জারির তারিখ হতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৬/০২/২০০৭ তারিখের ১৫০নং স্মারক ও ০৪/১০/০৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারকাদেশটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। উক্ত আদেশটি জারির তারিখ হতে অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

ফয়েজ আহমদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩৪.৩২.০১৫.১৫.৩৪৮ তারিখ : ০৭/০৩/২০১৬

প্রাপক : ১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
২। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (সকল)............................।
৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)........................।
৪। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)....................।

বিষয় : খাদ্য অধিদপ্তরে ৪র্থ থেকে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১ম শ্রেণির ক্যাডার/নন-ক্যাডার কর্মকর্তা, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আর্থিক ক্ষমতা উপ-হস্তান্তর আদেশ প্রসঙ্গে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৯/১২/২০১৫ তারিখের ৫৯২ নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশনা ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২/০৮/২০১৪ তারিখের ৩২৮ নং স্মারকের আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মডেল অনুসরণপূর্বক আর্থিক ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে উপ-হস্তান্তর করা হলো :

ক্রঃ নং	বিষয়	মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ			
		মহাপরিচালক	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক/সাইলো সুপার/প্রধান নিলার	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক, সিএসডি/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	বিএসআর এর বিধি ১৪৯ এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী ব্যক্তিগত/পারিবারিক কারণে ও মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনধিক তিন মাস পর্যন্ত গড় বেতনে/অর্ধগড় বেতনে দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-চতুর্থ গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) বিভাগীয়/ আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের পঞ্চম গ্রেডভুক্ত দপ্তর প্রধান এবং পঞ্চম গ্রেডভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা (গ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত দপ্তর প্রধান এবং ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা (গ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের এবং নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরের নবম-সপ্তম গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং নিজ দপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী

১	২	৩	৪	৫	৬
২.	দেশের অভ্যন্তরে ভোগের ক্ষেত্রে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরি	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-চতুর্থ গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের পঞ্চম গ্রেডভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা (গ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত দপ্তর প্রধান এবং ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা (গ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-সপ্তম গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরের নবম-সপ্তম গ্রেডভুক্ত দপ্তর প্রধান (খ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-অষ্টম গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী
৩.	বিএসআর এর বিধি ১৪৯ এবং বিধি ১৯৭ এর উপবিধি-১ অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুরি।	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-পঞ্চম গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) ও ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের পঞ্চম গ্রেডভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা (গ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত দপ্তর প্রধান এবং ষষ্ঠ গ্রেডভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা (গ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-সপ্তম গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং নিজ দপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরের নবম সপ্তম গ্রেডভুক্ত দপ্তর প্রধান (খ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী	(ক) নিজ দপ্তরের নবম-অষ্টম গ্রেডভুক্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (খ) নিজ দপ্তরের এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত (পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কর্মচারী

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে তাহাদের সংস্থাপনের নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপ-হস্তান্তরিত আর্থিক ক্ষমতাসমূহ সকল বিধিবিধান পালনপূর্বক প্রয়োগ করবেন।

৩। এ আদেশ জারির তারিখ হতে তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফয়েজ আহমদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

প্রশাসন বিভাগ

১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩৪.৩২.০১৫.১৫.৩৫০ তারিখ : ০৭/০৩/২০১৬

প্রাপক : ১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।

২। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (সকল)..........................।

৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল).......................।

৪। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)...................।

বিষয় : খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা পুনঃ উপ-হস্তান্তর আদেশ প্রসঙ্গে।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৬/২০০৫ তারিখের ২৬২ নং স্মারকে প্রদত্ত ক্ষমতা খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৪/১০/২০০৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারকাদেশের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতাবলে উপ-হস্তান্তর করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০১৫ তারিখের ৫৯২ নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশনা ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২/০৮/২০১৪ তারিখের ৩২৮ নং স্মারকের আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মডেল অনুসরণপূর্বক আর্থিক ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে পুনঃ উপ-হস্তান্তর করা হলো :

<table>
<tr><th>বিষয়</th><th colspan="3">মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td></td><td>মহাপরিচালক</td><td>আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/প্রধান মিলার/সাইলো সুপার</td><td>জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক, সিএসডি/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক</td></tr>
<tr><td>১০ম গ্রেডভুক্ত ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের পেনশন/ পিআরএল মঞ্জুর</td><td rowspan="2">খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মরত ১০ম গ্রেডভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী</td><td>নিরীক্ষা অফিসের রিপোর্ট স্বাপেক্ষে নিজ নিজ সংস্থাপনের ১০ম গ্রেডভুক্ত ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা</td><td>নিরীক্ষা অফিসের রিপোর্ট স্বাপেক্ষে নিজ নিজ সংস্থাপনের ১০ম গ্রেডভুক্ত ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>১১তম থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের/ পেনশন পিআরএল মঞ্জুর</td><td>নিরীক্ষা অফিসের রিপোর্ট স্বাপেক্ষে নিজ নিজ সংস্থাপনের ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী</td><td>নিরীক্ষা অফিসের রিপোর্ট স্বাপেক্ষে নিজ সংস্থাপনের ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী</td></tr>
</table>

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে তাহাদের সংস্থাপনের নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুনঃ উপ-হস্তান্তরিত আর্থিক ক্ষমতাসমূহ সকল বিধিবিধান পালনপূর্বক প্রয়োগ করবেন।

৩। এ আদেশ জারির তারিখ হতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৪/১০/২০০৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারকাদেশটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। এ আদেশ জারির তারিখ হতে তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফয়েজ আহমদ

মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩৪.৩২.০১৫.১৫.৩৪৯ তারিখ : ০৭/০৩/২০১৬

প্রাপক : ১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
২। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (সকল)............................।
৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল).........................।
৪। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)....................।

বিষয় : **খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম মঞ্জুরের ক্ষমতার পুনঃ উপ-হস্তান্তর আদেশ প্রসঙ্গে।**

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৬/২০০৫ তারিখের ২৬২ নং স্মারকে প্রদত্ত ক্ষমতা খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৬/০২/২০০৭ তারিখের ১৫০ নং স্মারক ও ০৪/১০/০৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারকাদেশের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতাবলে উপ-হস্তান্তর করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৯/১২/২০১৫ তারিখের ৫৯২ নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশনা ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২/০৮/২০১৪ তারিখের ৩২৮ নং স্মারকের আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মডেল অনুসরণপূর্বক আর্থিক ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে পুনঃ উপ-হস্তান্তর করা হলো :

ক্রঃ নং	অগ্রিমের ধরন	মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	
		৪৮ কিস্তি	৩৬ কিস্তি
১	১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ১ম, ২য় ও ৩য় অগ্রিম	পরিচালক প্রশাসন	
২	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক/প্রধান মিলার/সাইলো অধীক্ষক এর দপ্তরের কর্মরত ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ১ম, ২য়, ৩য় অগ্রিম	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক/প্রধান মিলার/সাইলো অধীক্ষক	
৩	মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ১ম, ২য় ও ৩য় অগ্রিম	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক
৪	খাদ্য অধিদপ্তরের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ১ম, ২য় ও ৩য় অগ্রিম	পরিচালক প্রশাসন	অতিরিক্ত পরিচালক প্রশাসন
৫	সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বয়স ৫২ বৎসর পূর্তিতে প্রাপ্য অফেরতযোগ্য অগ্রিম	পরিচালক প্রশাসন	
৬	পূর্বে গৃহীত ১টি মাত্র অগ্রিম আদায় ১ বৎসরের জন্য স্থগিত	পরিচালক প্রশাসন	

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে তাহাদের সংস্থাপনের নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুনঃ উপ-হস্তান্তরিত আর্থিক ক্ষমতাসমূহ সকল বিধিবিধান পালনপূর্বক প্রয়োগ করবেন।

৩। উক্ত আদেশ জারির তারিখ হতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৬/০২/২০০৭ তারিখের ১৫০নং স্মারক ও ০৪/১০/২০০৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারকাদেশটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। উক্ত আদেশটি জারির তারিখ হতে অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

ফয়েজ আহমদ
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নং **১৩.০০.০০০০.০২২.২২.০০১.১৩.৪৫১** তারিখ: ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঃ/০৯ ডিসেম্বর,২০২০ খ্রিঃ

প্রেরক : ড. শেখ নূরুল আলম
উপসচিব

প্রাপক : চিফ একাউন্ট এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান মেইনটেন্যান্স ইউনিট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১০ ক্যাটাগরির ১৭(সতেরো)টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান মেইনটেন্যান্স ইউনিটের ১০ ক্যাটাগরির নিম্নবর্ণিত ১৭(সতেরো)-টি পদ বছর-বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে আদেশ জারির তারিখ থেকে সৃজনের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি;

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতনস্কেল (জাঃবেঃস্কেল২-১৫)	শর্ত/ভিত্তি
০১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১(এক) টি	টাঃ ৫০,০০০-৭১,২০০ (গ্রেড-৪)	সচিব স্বাক্ষরিক খসড়া নিয়োগবিধি অনুযায়ী : **পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** (১) বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (পুর) অথবা সমমানের ডিগ্রি: (২) নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ৩(তিন) বছরের চাকুরিসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫(পনেরো) বছরের চাকুরি অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৮(আঠারো) বছরের চাকুরি।
০২	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)	২(দুই)টি	টাঃ ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ (গ্রেড-৫)	সচিব স্বাক্ষরিক খসড়া নিয়োগবিধি অনুযায়ী : **পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** (১) বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (পুর) অথবা সমমানের ডিগ্রী : (২) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে ৫(পাঁচ) বছরের চাকুরিসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১২(বার) বছরের চাকুরি অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫(পনেরো) বছরের চাকুরি।

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতনস্কেল (জাঃবেঃস্কেল২-১৫)	শর্ত/ভিত্তি
০৩	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর)	৪(চার)টি	টাঃ ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ (গ্রেড-৬)	সচিব স্বাক্ষরিক খসড়া নিয়োগবিধি অনুযায়ী : **পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** (১) বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (পুর) অথবা সমমানের ডিগ্রী : (২) সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে ৭(সাত) বছরের চাকুরি।
০৪	সহকারী প্রকৌশলী/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	২(দুই)টি	টাঃ ২২০০০—৫৩,০৬০ (গ্রেড-৯)	খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ এর ক্র:নং-৬ অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
০৫	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা (পুর)	২(দুই)টি	টাঃ ১৬,০০০—৩৮,৬৪০ (গ্রেড-১০)	খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ এর ক্র:নং-১০ অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
০৬	উপ-সহকারী স্থপতি	১(এক)টি	টাঃ ১৬,০০০—৩৮,৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিক খসড়া নিয়োগবিধি অনুযায়ী : **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে স্থাপত্য বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের গ্রেড সম্পন্ন ডিপ্লোমা।
০৭	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১(এক)টি	টাঃ ১৬,০০০—৩৮,৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিক খসড়া নিয়োগবিধি অনুযায়ী : **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হতে তড়িৎ বিষয়ে কৌশল এ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের গ্রেড সম্পন্ন ডিপ্লোমা।
০৮	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১(এক)টি	টাঃ ১০,২০০—২৪,৬৮০ (গ্রেড-১৪)	খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ এর ক্র:নং-১৫ অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
০৯	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১(এক)টি	টাঃ ৯,৩০০—২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)	খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ এর ক্র:নং-২৮ অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
১০	অফিস সহায়ক	২(দুই)টি	টাঃ ৮,২৫০—২০,০১০ (গ্রেড-২০)	নিয়োগ যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমানের পাশ।
	মোট=	**১৭(সতেরো)টি**		

২। এ বাবদ যাবতীয় ব্যয় খাদ্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের সংশ্লিষ্ট খাত হতে মিটানো হবে।

৩। এ মঞ্জুরি আদেশ জারিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৮-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৬.১৫.০০৩.১৯ (অংশ-১)-১১১নং ও অর্থ বিভাগের ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৬ এর ২২-০১-২০২০ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৬. ০১৫.০৯.২০০০-৩৮নং স্মারকমূলে সম্মতি রয়েছে এবং বাস্তবায়ন শাখা-১ এর ০৫-০২-২০২০ তারিখের ০৭.০০.০০০০. ১৬১.১৩.০০১.১৪-৩৯ স্মারকের মাধ্যমে পদসমূহের বেতনস্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪। এছাড়াও, এ বিষয়ে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণ এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

ড. শেখ নূরুল আলম
উপসচিব।
ফোন : ৯৫৫৩৪১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নং **১৩.০০.০০০০.০২২.২২.০০১.১৩.২০১** তারিখ: ২৯ বৈশাখ, ১৪২৮ বঃ/১২ মে,২০২১ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান মেইনটেন্যান্স ইউনিটের জন্য সৃজিত ১০ ক্যাটাগরি পদের কার্য-বিবরণ নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলোঃ

(১) পদের নাম : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।

কর্মপরিধি:

১. তিনি মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন:

২. তিনি তাহার অধিক্ষেত্র অঞ্চলের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করিবেন;

৩. সমস্ত প্রি-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কার্যাবলি যথাঃ প্রকল্প সারসংক্ষেপ পিসিপি, টিএসপিসিপি, পিপি এবং টিএপিপি ও পিসিপি প্রস্তুত করতঃ সময়মত প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্ব পালন;

৪. খাদ্য অধিদপ্তরের পক্ষে সকল প্রি-প্রজেক্ট এ্যাপ্রাইজাল মিশন এর সংগে যোগাযোগ, সভায় যোগদান, খাদ্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন কৌশলী অনুযায়ী মিশন কর্তৃক দাখিলকৃত এইড মেমোরির উপর মন্তব্য ও প্রক্রিয়াকরণ, প্রি-প্রজেক্ট-আপ সভা করা এবং এতদ্সংক্রান্ত সকল বিষয়ে মহা-পরিচালককে অবহিতকরণ।

৫. প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থা, আইএমইডি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন করা;

৬. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বার্ষিক কর্মসূচি নির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থছাড় ও কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালকগণের কর্মপরিকল্পনা তত্ত্বাবধানসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, মন্ত্রণালয়, উপদেষ্টা প্রকৌশলীর ফার্ম এবং অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং প্রকল্পের রিভিউ মিশন এর সংগে লিয়াজোঁ ও তাদের সংগে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান নিশ্চিতকরণ ও মহা-পরিচালককে অবহিত করা;

৭. খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি, মান নিয়ন্ত্রণ, অর্থ ছাড় সংক্রান্ত বিষয়ে সকল প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে প্রতি মাসে ন্যূনতম ১(এক) টি পর্যালোচনা সভা করণ এবং সভায় চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করা;

৮. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো ডিজাইনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী/কনসালট্যান্টগণের দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করা;

৯. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অবকাঠামোসমূহের ডিজাইন ম্যানুয়াল প্রণয়নসহ ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ/হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১০. তিনি তাহার অধিক্ষেত্র অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

১১. তিনি তাহার অধিক্ষেত্র অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্বাহী ও পরিচালনামূলক নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

১২. তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মাসে অন্তত একবার সমন্বয় সভায় মিলিত হয়ে তাদের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবেন এবং কার্যসিদ্ধির পথে সকল বাধা দূরকরণের নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

১৩. তিনি তাহার নিজ অফিস এবং অধীনস্ত নির্বাহী প্রকৌশলীগণের অফিস পরিদর্শন করিবেন এবং প্রশাসনিক, কারিগরি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত পরিদর্শন প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট প্রদান করিবেন;

১৪. তিনি দ্রুত ও সময়ানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক হস্তান্তরিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুশীলন করিবেন;

১৫. সকল নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারিগরি অনুমোদন প্রদান করিবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রেরিত সকল টেন্ডারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

১৬. পূর্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল ধরনের কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করণ;

১৭. পূর্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময়মত তহবিল ছাড়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করণ;

১৮. জাতীয় পর্যায়ে পূর্ত কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও অডিটকরণ;

১৯. পূর্ত কার্যক্রমের জন্য সরকারি রাজস্ব বাজেট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের সমন্বয় সাধন করণ;

২০. পূর্ত কার্যক্রমের সহিত পরিবেশগত উপাদান সংশ্লিষ্ট করণ;

২১. নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিকট হতে প্রাপ্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষা রিভিউ, মনিটর ও একত্রিত করণ;

২২. কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অধিনস্তদের পরামর্শ প্রদান;

২৩. সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধকরণ;

২৪. তিনি অধীনস্থ নির্বাহী প্রকৌশলীর বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ইনিসিয়েট করিবেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদণের প্রতিস্বাক্ষর করিবেন;

২৫. মহাপরিচালক কর্তৃক অর্পিত জোনাল নির্বাহী প্রকৌশলীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ইনিসিয়েট করিবেন এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিস্বাক্ষর করিবেন;

২৬. মহাপরিচালক কর্তৃক সময়ে সময়ে দেয় অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

(২) পদের নামঃ নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)।

কর্মপরিধিঃ

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর তত্ত্বাবধানে সকল কাজ সম্পাদন করা;

২. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের পরামর্শ অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য গুদাম/সাইলো/ওয়্যার হাউস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনার সকল পূর্ত কাজ সম্পাদন করা;

৩. সমস্ত প্রি-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কার্যাবলি যথা প্রকল্প সংক্ষেপ, পিসিপি,টিএপিসিসি, পিপি এবং টিএপিপি তৈরি করা;

৪. মাঠ পর্যায় থেকে প্রেরিত বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা;

৫. খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয় ডিজাইন ও ড্রইং প্রণয়ন করা;

৬. বিভিন্ন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন স্থাপনার প্রয়োজনীয় ডিজাইন সংক্রান্ত কারিগরি প্রতিবেদন ও ডিজাইন পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে সহযোগিতা করা;

৭. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সকল ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে সার্বিক সহায়তা করা;

৮. সকল নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল ধরনের কারিগরি কৌশল ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অবহিতকরণ;

৯. সকল নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময় মত তহবিল ছাড়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১০. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ইত্যাদির চাহিদা অনুসারে নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;

১১. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সকল নতুন প্রকল্প এবং সংশিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কাগজপত্র প্রস্তুত ও প্রয়োজনবোধে যোগদান এবং ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

১২. জাতীয় পর্যায়ে নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও অডিটকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৩. নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সহিত পরিবেশগত উপাদান সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা করা;

১৪. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রস্তুত, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১৫. মাঠ পর্যায়ের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুত করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর নিকট উপস্থাপন করা;

১৬. মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিভিন্ন স্কীমের প্রাক্কলন পরীক্ষা করে তা অনুমোদনের জন্য ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা;

১৭. মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য সময় মত মাঠ পরিদর্শন করা ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

১৮. কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অধিনস্তদের পরামর্শ প্রদান;

১৯. সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধকরণ;

২০. তার অধীনস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ইনিসিয়েট করা;

২১. তার অধীনস্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

২২. অধীনস্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ইনিসিয়েট/প্রতিস্বাক্ষর করা;

২৩. ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত যে কোনো দাযিত্ব পালন করা।

(৩) পদের নাম : উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর)।

কর্মপরিধিঃ

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে কাজ সম্পাদন করা;

২. সমস্ত প্রি-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কার্যাবলি যথা প্রকল্প সংক্ষেপ পিসিপি, টিএপিসিসি,পিপি এবং টিএপিপি তৈরি করা এবং ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা বরারব উপস্থাপন করা;

৩. মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রেরিত বিভিন্ন অবকাঠামো স্কীমসমূহ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

৪. উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন অবকাঠামো স্কীম এর কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজে নির্বাহী প্রকৌশলীদের সহযোগিতা করা;

৫. বিভিন্ন স্ট্রাকচার এর প্রয়োজনীয় ডিজাইন ও ড্রইং প্রণয়ন করা;

৬. মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্ট্রাকচারের কাজ পরিদর্শন ও মতামত প্রদান করা;

৭. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সকল নতুন প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কাগজপত্র প্রস্তুত ও প্রয়োজনবোধে যোগদান এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;
৮. আইএমইডির জন্য তৈরিকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা করে উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করা;
৯. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত (এডিপি) সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন মনিটরিং এর কাজে সহায়তা করা;
১০. এডিপি অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্পের কারিগরি ও প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ এ সহায়তা করা;
১১. মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থনেতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর জন্য সকল প্রকল্প সাহায্য এবং সম্পাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পেশ করা;
১২. মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় পেশকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রস্তুত ও পরীক্ষা করে নির্বাহী প্রকৌশলী এর নিকট পেশ করা;
১৩. বিভিন্ন অবকাঠামোর স্ট্রাকচার সংক্রান্ত বর্তমানে বিদ্যমান স্ট্রাকচার ডিজাইন সংক্রান্ত সকল ম্যানুয়াল আধুনিকীকরণের ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলীকে যাবতীয় সহযোগিতা করা;
১৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায়শই প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা;
১৫. কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অধীনস্তদের পরামর্শ প্রদান;
১৬. সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধকরণ;
১৭. মাঠ পর্যায়ের অডিট সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করা ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে অবহিত করা;
১৮. তার অধীনস্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ইনিসিয়েট/প্রতিস্বাক্ষর করা;
১৯. ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা;

(৪) পদের নাম : সহকারী প্রকৌশলী/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (পুর)।

কর্মপরিধিঃ

১. নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এর তত্ত্বাবধানে কাজ সম্পাদন করা;
২. বিভাগীয় পর্যায়ে এলএসডি, সিএসডি, ওয়্যার হাউস এবং সাইলোসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদির মেরামত, পুনর্বাসন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডের কারিগরি সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদন;
৩. সাইলো সুপার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা রিপোর্টের ভিত্তিতে এলএসডি, সিএসডি, ওয়্যার হাউস এবং সাইলো রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
৪. প্রত্যক্ষভাবে অথবা উপ-সহকারী প্রকৌশলীর মাধ্যমে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;
৫. সমস্ত প্রি-প্রজেক্ট বাস্তবায়নাধীন কার্যাবলি যথা প্রকল্প সংক্ষেপ, পিসিপি,টিএপিসিসি, পিপি এবং টিএপিপি তৈরি করা এবং ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা;
৬. মাঠ পর্যায় থেকে প্রেরিত বিভিন্ন অবকাঠামো স্কীমসমূহ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী কে সহযোগিতা প্রদান করা;
৭. উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন অবকাঠামো স্কীম এর কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীদের সহযোগিতা করা;
৮. বিভিন্ন স্ট্রাকচার এর প্রয়োজনীয় ডিজাইন ও ড্রইং প্রণয়ন করা;
৯. মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্ট্রাকচারের কাজ পরিদর্শন ও মতামত প্রদান করা;
১০. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সকল নতুন প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কাগজপত্র প্রস্তুত ও প্রয়োজনবোধে যোগদান এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

১১. আইএমইডির জন্য তৈরিকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা করে ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করা;

১২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত (এডিপি) সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন মনিটরিং এর কাজে সহায়তা করা;

১৩. এডিপি অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্পের কারিগরি ও প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ এ সহায়তা করা;

১৪. মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর জন্য সকল প্রকল্প সাহায্য এবং সম্পাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পেশ করা;

১৫. মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় পেশকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রস্তুত ও পরীক্ষা করে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এর নিকট পেশ করা;

১৬. বিভিন্ন অবকাঠামোর স্ট্রাকচার সংক্রান্ত বর্তমানে বিদ্যমান স্ট্রাকচার ডিজাইন সংক্রান্ত সকল ম্যানুয়াল আধুনিকী-করণের ব্যাপরে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীকে যাবতীয় সহযোগিতা করা;

১৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য মাসে কমপক্ষে **১২** দিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা;

১৮. কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অধীনস্তদের পরামর্শ প্রদান;

১৯. সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধকরণ;

২০. মাঠ পর্যায়ের অডিট সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করা ও ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে অবহিত করা;

২১. তার অধীনস্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ইনিসিয়েট/প্রতিস্বাক্ষর করা;

২২. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(৫) পদের নাম: উপ-সহকারী প্রকৌশলী/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা (পুর)।

কর্মপরিধি:

(১) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকে পরামর্শ ও অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা;

(২) সহকারী প্রকৌশলী কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত স্ব স্ব জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের চাহিদা মত মাঠ পর্যায় হতে সঠিক তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন সরবরাহ করা;

(৩) খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজের প্রাক্কলন ও সম্পাদিত কাজের বিল তৈরি করা;

(৪) বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;

(৫) কাজের গুণগত ও পরিমাণগত মান নিশ্চিতকরণ;

(৬) নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজ এর বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরিপূর্বক নির্বাহী প্রকৌশলী/ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীদের নিকট প্রেরণ;

(৭) নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী এর তত্ত্বাবধানে কাজ সম্পাদন করা;

(৮) মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামো স্কীমসমূহ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৯) বিভিন্ন স্ট্রাকচার এর ডিজাইন ও ড্রইং প্রণয়ন কাজে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;

(১০) প্রণয়নকৃত বিভিন্ন স্ট্রাকচার এর ডিজাইন ও ড্রইং অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন করা;

(১১) খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সকল নতুন প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার কাজগপত্র প্রস্তুতিতে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(১২) আইএমইডির জন্য প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান করা;

(১৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত (এডিপি) সকল প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা;

(১৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা;

(১৫) মাঠ পর্যায়ের অডিট সংক্রান্ত বিষয়াদি নিস্পত্তিকরণে ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রদান করা;

(১৬) ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(৬) পদের নামঃ উপ-সহকারী স্থপতি।

কর্মপরিধিঃ

(১) খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজের নকসা প্রণয়ন;

(২) নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজ এর বিভিন্ন নকসা তৈরিপূর্বক নির্বাহী প্রকৌশলী/ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীদের নিকট প্রেরণ;

(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী এর তত্ত্বাবধানে কাজ সম্পাদন করা;

(৪) মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামো স্কীমসমূহ এর নকসার ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৫) বিভিন্ন স্ট্রাকচার এর ডিজাইন ও ড্রইং প্রণয়ন কাজে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;

(৬) প্রণয়নকৃত বিভিন্ন স্ট্রাকচার এর ডিজাইন ও ড্রইং মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ;

(৭) খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সকল নতুন প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার ড্রইং সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রস্তুতিতে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৮) আইএমডির জন্য প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৯) ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(৭) পদের নামঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) :

কর্মপরিধিঃ

(১) খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজের বৈদ্যুতিক কাজের নকসা প্রনয়ণ ও প্রাক্কলন তৈরি;

(২) নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজ এর বিভিন্ন বৈদ্যুতিক নকসা তৈরিপূর্বক নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীদের নিকট প্রেরণ;

(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী এর তত্ত্বাবধানে কাজ সম্পাদন করা;

(৪) মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামো স্কীমসমূহ এর বৈদ্যুতিক কাজের নকসার ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৫) বিভিন্ন স্ট্রাকচার এর ডিজাইন ও ড্রইং প্রণয়ন কাজে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;

(৬) প্রণয়নকৃত বিভিন্ন স্ট্রাকচার এর ডিজাইন ও ড্রইং মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ;

(৭) খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সকল নতুন প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার বৈদ্যুতিক কাজের ড্রইং সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রস্তুতিতে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৮) আইএমইডির জন্য প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৯) ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(৮) পদের নাম : অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

কর্মপরিধি:

১. দাপ্তরিক রেকর্ড সংরক্ষণ;

২. রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৩. দাপ্তরিক চিঠিপত্র মুদ্রণ;

৪. পত্র জারিকরণ;

৫. বিভিন্ন প্রকার দাপ্তরিক কাজে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

(৯) পদের নাম : সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

কর্মপরিধি :

১. কর্মকর্তাদের টেলিফোন রিসিভ করা এবং প্রয়োজনে সংযোগ দেয়া;

২. দপ্তরে আগত সকল পত্রাদি গ্রহণ করা;

৩.পত্রাদি কম্পিউটার মুদ্রণ কাজ সম্পাদন করা;

৪. ই-মেইল চেক এবং প্রয়োজনে ডাউনলোড/প্রিন্ট-আউট করে উপস্থাপন।

(১০) পদের নাম : অফিস সহায়ক।

কর্মপরিধি :

১. নির্ধারিত পোষাক পরিধান করে অফিসে হাজির থাকা;

২. সরকারি চিঠি ও নথিপত্র ইত্যাদি বহন করা;

৩. সাক্ষাৎকারীগণের সহিত ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার সহকারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট পৌঁছানো;

৪. অফিস চলাকালীন সময়ে অফিস কক্ষের সমস্ত মনোহারী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা;

৫. গোপনীয় নথিপত্রসহ স্টীলের বাক্স এক অফিসারের নিকট হতে অন্য অফিসারের নিকট বহন করা;

৬. অফিসের ভিতরে চেয়ার, টেবিল, র‌্যায়াক ইত্যাদি আসবাবপত্র স্থানান্তর, পুনর্বিন্যাস ও প্রয়োজন অনুসারে এই সমস্ত আসবাবপত্র নথিপত্র ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ।

(১১) এ আদেশ ০৯/১২/২০২০ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

১২-৫-২০২১

মোঃ মশিউর রহমান খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন :+৮৮০২৯৫৪০১১২
ফ্যাক্স:+৮৮০২৯৫১৫০২৪
ইমেইল:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

অফিস আদেশ

তারিখ : ১২ জুলাই, ২০২১ খ্রি.

নং-প্রশা/নেজা-৩৯৮/২০০০-৪৫৩—খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১২/০৫/২০২১ তারিখের ২০১ নং প্রজ্ঞাপনে খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে নবসৃষ্ট কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইনটেন্যান্স ইউনিটের আওতায় নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালনপূর্বক নিম্নোক্ত খাতের বিপরীতে উল্লিখিত আর্থিক কোড অনুযায়ী কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে নবসৃষ্ট কনস্ট্রাশন এন্ড মেইনটেন্যান্স ইউনিটের অনুকূলে ন্যস্ত/প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	খাতের বিষয় ও শিরোনাম	অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	আর্থিক কোড
১	বিভিন্ন ফি সংক্রান্ত	১৪২২৩	১৪২২৩১৮ সার্ভে ফি
			১৪২২৩২৯ টেস্টিং ফি
২	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	৩২৫৭	৩২৫৭১০১ কনসালটেন্সি
৩	মেরামত ও সংরক্ষণ খাত	৩২৫৮	৩২৫৮১০৬ আবাসিক ভবন
			৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন
			৩২৫৮১০৮ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা
৪	মূলধন ব্যয় (অবকাঠামো নির্মাণ)	৪১১১	৪১১১১০১ আবাসিক ভবন
			৪১১১২০১ অনাবাসিক ভবন

শর্তাবলি :

ক) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১২-৫-২০২১ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০২২.২২.০০১.১৩.২০১ প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কর্মপরিধি যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

খ) বর্ণিত খাতের পার্শ্বে উল্লিখিত আর্থিক কোডের কার্যাদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

গ) উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঘ) প্রচলিত আর্থিক সংশ্লিষ্ট সকল বিধি বিধান পরিপালন করতে হবে।

ঙ) পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সকল প্রকার কাজ/ক্রয়/সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৮/২০২০ তারিখের ৩৭ নং স্মারকের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের অনুশাসনসমূহ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

চ) খাতভিত্তিক বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট বিভাজন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।

ছ) সকল প্রকার কাজ/ক্রয়/সেবা গ্রহণের রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

জ) বিদ্যমান মেইনটেন্যান্স ইউনিটের নথিপত্র/রেকর্ডপত্র পরিদর্শন উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ হতে বুঝে নিতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

ঝ) অন্যান্য কার্যাদি

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শেখ মুজিবর রহমান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০২০-২১/৫৬৪৫(সি-২)—৩০০ বই, ২০২১।